অন্তরঙ্গ

অগ্নিবাস

[প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিশ্ব সাহিত্যের ৫খানি
ব্লো-হট প্রেমের উপন্যাসের অখণ্ড সংস্করণ]

সম্পাদনায়
ভূবন মোহন রায়

প্রাপ্তবয়স্ক অমনিবাস

[প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিশ্ব সাহিত্যের ৫খানি
ব্লো-হট প্রেমের উপন্যাসের অখণ্ড সংস্করণ]

সম্পাদনায়

ভূবন মোহন রায়

সাহিত্যমালা, ঢাকা

দ্য স্টোরি টেলার ❑ হ্যারল্ড রবিন্স / ৬
অনুবাদ ঃ শুভদেব চক্রবর্তী
দ্য স্টাড ❑ জ্যাকি কলিন্স / ১৫৩
অনুবাদ ঃ শুভদেব চক্রবর্তী
সিলেস্টিয়াল বেড ❑ আরভিং ওয়ালেস / ৩৪০
অনুবাদ ঃ চিরঞ্জীব সেন
দ্য অ্যানড্যুয়িং অফ জেনি ❑ মাইক স্কিনার / ৪৬৩
অনুবাদ ঃ উত্তম ঘোষ
ব্লো হট ব্লো কোল্ড ❑ স্যাঁ সাফোয়াত / ৫৫৩
অনুবাদ ঃ পৃথ্বীরাজ সেন

প্রকাশনায় : সাহিত্যমালা ৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। প্রকাশকাল : নবম ঢাকা বইমেলা-২০০৩ ইং। গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত। প্রচ্ছদ মাহফুজ উল আলম। মুদ্রণে : হাওলাদার অফসেট প্রেস ৫৮, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০। দাম ঃ ২০০·০০ টাকা মাত্র। ISBN-984-798-079-9

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

দু'টি কথা

"প্রাপ্তবয়স্ক অমনিবাস" নামের এই সঙ্কলনে রয়েছে হ্যারল্ড রবিন্স, জ্যাকি কলিন্স, আরভিং ওয়ালেস, মাইক স্কিনার ও স্যাঁ সাফোয়াত-এর লেখা পাঁচটি উপন্যাস। প্রথম তিনজন বিশ্বখ্যাত লেখক-লেখিকা, লাখ-লখি কপি বিক্রি হয় তাঁদের বই। পরের দু'জন অত খ্যাত না হলেও তাঁদের যে দু'টি বই পাঠ্যমহলে সাড়া জাগিয়েছিল তা সঙ্কলিত হয়েছে এই অমনিবাসে। তবে "প্রাপ্তবয়স্ক"—এই কথাটা কেন? এর অর্থ, এই সঙ্কলনের উপন্যাস পাঁচটি শিশুতোষ নয়। এর বিষয় গভীর, জটিল। আমাদের জীবন যাপনের যে অংশ চাঁদের ওপিঠের মতো অপ্রকাশিত থাকে সেসব অংশ নিয়েই লেখা হয়েছে এই উপন্যাসগুলি। অভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে অধ্যয়ন, না থাকলে ওই বিষয়ের অনেক কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। এজন্যই বয়সের উল্লেখ; অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ওই বয়সের।

হারল্ড রবিন্স-এর আসল নাম হারল্ড রুবিন। এক সময়ে তিনি ফ্রাংক কেইন নামেও লিখতেন। উপন্যাস লিখেছেন ২০টিরও বেশি। এগুলো অনূদিত হয়েছে ৩২টি ভাষায়, বিক্রি হয়েছে পাঁচ কোটি কপি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "দ্য কারপেটব্যাগারস" (১৯৬১) লেখা হয়েছে ধনকুবের চিত্রপ্রযোজক হাওয়ার্ড হিউজেস (১৯০৫-৭৬)-এর জীবনী অবলম্বনে। এর পূর্ববর্তী ঘটনা নিয়ে তিনি লিখেছেন আরেকটি উপন্যাস "দ্য রেইডারস্" (১৯৯৫)।

হ্যারল্ড রবিন্স-এর জন্ম নিউ ইয়র্ক-এ, ১৯১৬ সালের ২১ মে। শৈশব কেটেছে অনাথ আশ্রমে। লেখাপড়া করেছেন জর্জ ওয়াশিংটন হাই স্কুলে। সেখানকার পাট চুকিয়ে চাকরি করে বেড়ান ছোট-বড় নানা প্রতিষ্ঠানে। রবিন্স জীবনের প্রথম ১০ লাখ ডলার আয় করেন চিনি'র পাইকারি ব্যবসাতে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন তিনি। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যান্বেষণে চলে যান হলিউডে। সেখানে চাকরি নেন প্রযোজনা সংস্থা ইউনিভারসাল পিকচার্স-এ। প্রথমে ছিলেন শিপিং ক্লার্ক, পরে হন স্টুডিও একজিকিউটিভ। তাঁর প্রথম উপন্যাস "নেভার লাভ এ স্ট্রেনজার" (১৯৪৮) অনেকাংশেই আত্মজৈবনিক। পরবর্তী উপন্যাস "দ্য ড্রিম মারচেন্টস" (১৯৪৯)-এর পটভূমি হলিউডের চলচ্চিত্র-জগৎ। রবিন্স-এর চতুর্থ উপন্যাস "নেভার লিভ মি" (১৯৫৩)-র কাহিনী আবর্তিত হয়েছে নিউ ইয়র্ক-এর একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা ঘিরে। "হোয়্যার লাভ হ্যাজ হ্যাজ গন" (১৯৬২)-এর পটভূমি আবারও হলিউড। একটি চরিত্রে প্রেরণা ছিলেন অভিনেত্রী লানা টারনার (১৯২০-৯৫)।

১৯৫৭ সাল থেকে লেখালেখিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন রবিন্স। তবে সমালোচকেরা কখনও তাঁর রচনার সাহিত্যমূল্যকে স্বীকৃতি দেন নি; তিনি অবশ্য বিশ্বাস করতেন : আজ না হোক কাল বিশ্বসেরা লেখক হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি মিলবেই। তাঁর সর্বাধিক সমাদৃত উপন্যাস "এ স্টোন ফর ড্যানি ফিশার" (১৯৫১)-এর পটভূমি "মন্দা"-কালীন নিউ ইয়র্ক। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে "দ্য বেটসি" (১৯৭১)-র মূল চরিত্র ধূর্ত বণিকবুদ্ধিসম্পন্ন এক রেস কার ড্রাইভার। "মেমোরিজ অব এনাদার ডে" (১৯৭১) এক শ্রমিক নেতার কাহিনী, এতে ছায়াপাত ঘটেছে আমেরিকার আলোচিত ইউনিয়ন নেতা জিমি হোফা'র জীবন কাহিনীর। বর্তমান সঙ্কলনের "দ্য স্টোরিটেলার" (১৯৮২)-এর বিষয়জগৎ আবর্তিত হয়েছে ধর্ম, অর্থ, যশ এবং আত্মিক বিপর্যয় ও পরিত্রাণ ঘিরে। "ডিসেন্ট ফ্রম জানাডু" (১৯৮৪)-তে রয়েছে বার্ধক্য বিড়ম্বিত এক ধনকুবের শিল্পপতির কাহিনী। "গুডবাই, জ্যানেট" (১৯৮১)-এর পটভূমি প্যারিস।

রবিন্স বিয়ে করেছেন পাঁচ বার। কোমরে ব্যথার কারণে ১৯৮২ সাল থেকে হুইলচেয়ার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৭ সালের ১৪ অক্টোবর মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর তিনটি উপন্যাস। এদের একটি "নেভার এনাফ" (২০০১)-এর কাহিনী-পরিকল্পনা ছিল তাঁর, লিখেছেন অন্য কোনও লেখক।

রবিন্স-এর অন্যান্য উপন্যাস : ৭৯ পার্ক এভিনিউ (১৯৫৫) ; স্টিলেটো (১৯৬০) ; দি অ্যাডভেনচারারস (১৯৬৬) ; দি ইনহেরিটরস (১৯৬৯) ; দ্য পাইরেট (১৯৭৪) ; দ্য লোনলি লেডি (১৯৭৬); ড্রিমস ডাই ফার্স্ট (১৯৭৭) ; পিরানহা (১৯৮৬) ; টাইকুন : এ নভেল (১৯৯৭) ; দ্য প্রিডেটরস (১৯৯৮) ; দ্য সিকরেট (২০০০)।

বৃটিশ লেখিকা জ্যাকি কলিন্স অভিনেত্রী জোয়ান কলিন্স-এর বোন। হলিউডের নেপথ্য জীবনের লালসা, বাসনা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি তাঁর উপন্যাসের মূল উপজীব্য। সুপরিচিত ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড ও সাড়া জাগানো ঘটনা-দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ প্রাধান্য পায় বলে তাঁর উপন্যাসের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ অপরিসীম। বিশ্বের ৪০টি দেশে বিক্রি হয় তাঁর উপন্যাস ; এগুলো এ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে ২০ কোটি কপিরও বেশি।

জ্যাকি'র জন্ম লন্ডনে, ১৯৪১ সালের ৪ অক্টোবর। অনেকে বলেন, তারিখটা আসলে আরও তিন-চার বছর পিছিয়ে হবে। পিতা ছিলেন নাটকের বুকিং এজেন্ট। তিনি চেয়েছিলেন দুই মেয়ে নাটকে প্রতিষ্ঠা পাক্। শেষ পর্যন্ত জোয়ান প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন হলিউডে, আর জ্যাকি এখন প্রতিষ্ঠিত লেখালেখিতে।

জ্যাকি'র লেখালেখি শুরু আট বছর বয়সে। বেপরোয়া স্বভাবের কারণে ১৫ বছর বয়সে তিনি বহিষ্কৃত হন স্কুল থেকে। ১৯৫৯ সালে বিয়ে করেন ওয়ালেস অসটিন-কে। দু'জনের বিচ্ছেদ ঘটে ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৬ সালে তিনি বিয়ে করেন অসকার লেরমান-কে। জোয়ান-এর মতো জ্যাকি-ও গিয়েছিলেন লস অ্যানজেলেস-এ, চলচ্চিত্রে কেরিয়ার গড়তে। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস "দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অব ম্যারিড মেন" রাতারাতি তাঁকে করে তোলে নন্দিত ও নিন্দিত।

ষাটের দশক থেকেই একাগ্র নিষ্ঠা নিয়ে রোমান্টিক উপন্যাস লিখে আসছেন তিনি। এই এত বছরে লেখার মান অনেক উন্নত হয়েছে তাঁর। যৌনতা ও মাদকাসক্তি—দু'টি বিষয় এখনও বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর সকল কাহিনীতে। বর্তমান সঙ্কলনের "স্টাড" (১৯৬৯) চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে, এতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁর বড় বোন জোয়ান।

জ্যাকি এখন ক্যালিফোরনিয়া'র লস অ্যানজেলেস-এ গুছিয়ে নিয়েছেন নিজের সংসার। লেখালেখি ছাড়া তাঁর সময় কাটে ছবি তুলে, সোল সংগীত শুনে এবং 'নানা কারণে বিখ্যাত' স্থানে পর্যটন করে। ২০০২ সালের জুনে প্রকাশিত হয়েছে জ্যাকি'র ২২তম বেস্টসেলার "ডেডলি এমব্রেস"।

হ্যারল্ড রবিন্স ও জ্যাকি কলিন্স-এর মতোই জনপ্রিয় লেখক আরভিং ওয়ালেস। তাঁর বেস্টসেলারগুলো অনূদিত হয়েছে বহু ভাষায়, এমনকি ফিনল্যান্ডের ফিননিশ ভাষাতেও। ওয়ালেস খ্যাত সযত্ন গবেষণা ও সৃষ্টিশীল, সহজপাঠ্য রচনারীতির কারণে। সমালোচকেরা নিন্দামন্দ করলেও তাঁর ১৬টি উপন্যাস ও ১৭টি বিবিধ বিষয়ক বই বিশ্বব্যাপী বিক্রি হয়েছে ২৫ কোটি কপি।

ওয়ালেস-এর জন্ম ১৯১৬ সালে শিকাগো-তে মা-বাবার দু' সন্তানের একজন তিনি। মায়ের নাম বেসি লিস। বাবা আলেকজান্ডার ওয়ালেস। তিনি ছিলেন এক বিপণি কেন্দ্রের

কেরানি। দু'জনেরই জন্ম রাশিয়ায়। কৈশোরেই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। ওয়ালেস বড় হয়েছেন উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের কেনোশা শহরে। লেখাপড়া করেছেন ক্যালিফোরনিয়া'র বার্কলে'র উইলিয়ামস ইনস্টিটিউট ও লস অ্যানজেলেস সিটি কলেজে। ১৫ বছর বয়সে ওয়ালেস পেশা হিসেবে বেছে নেন সাংবাদিকতাকে। তিরিশের দশকের মধ্যভাগে তিনি হয়ে ওঠেন ফ্রি-ল্যান্স।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ওয়ালেস কাজ করেছেন বিমান বাহিনীতে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত তিনি যুক্ত ছিলেন হলিউডের বিভিন্ন প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে, চিত্রনাট্য লিখেছেন কমপক্ষে ১২টি চলচ্চিত্রের। তাঁর প্রথম উপন্যাস "দ্য সিনস অব ফিলিপ ফ্লেমিং" (১৯৫৯) লেখালেখি জগতে সাড়া জাগাতে পারে নি, কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাস "দ্য চ্যাপম্যান রিপোর্ট" (১৯৬০) রাতারাতি বিখ্যাত করে তোলে তাঁকে। এরপর থেকে তিনি নিয়োজিত ছিলেন পাঠকপ্রিয় উপন্যাস রচনায়। যৌনতা, রাজনীতি, উচ্চবিত্তের জীবন, সাড়া জাগানো উদ্ভাবন বা আবিষ্কার, সোভিয়েত ইউনিয়নের গুপ্তচর— অর্থাৎ স্নায়ুযুদ্ধ কালীন বিশ্বপরিস্থিতি তাঁর অনেক উপন্যাসের মূল উপজীব্য। "দ্য প্রাইজ" (১৯৬২)-এর ঘটনা প্রবাহ নোবেল প্রাইজ বিজয়ীদের নিয়ে। "দ্য ম্যান" (১৯৩৪)-এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্টকে নিয়ে। "দ্য সেভেন মিনিটস" (১৯৬৯)-এর বিষয়বস্তু পরনোগ্রাফি ও বাকস্বাধীনতা। "দ্য ওয়ার্ড" (১৯৭২)-এর কাহিনীতে ধর্মের সঙ্গে মিশেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রাজনীতি। "দ্য ফ্যান ক্লাব" (১৯৭৪) লেখা হয়েছে হলিউডের এক যৌন তারকাকে নিয়ে। "দ্য আর ডকুমেন্ট" (১৯৭৬) একটি রাজনৈতিক থ্রিলার ; এটর্নি জেনারেল ও এফবিআই-এর ডিরেক্টরের দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা। "দ্য পিজিয়ন প্রজেক্ট" (১৯৭৯)-এর কাহিনী অমোঘ সঞ্জীবনীর ধারণাকে ঘিরে আবর্তিত। "দ্য সেকেন্ড লেডি" (১৯৮০)-তে তুলে ধরা হয়েছে ফার্স্ট লেডি'র প্রকৃত পরিচয়। "দি অলমাইটি" (১৯৮২) রচিত হয়েছে গণমাধ্যম-জগৎকে নিয়ে। "দ্য মিরাকল" (১৯৮৪)-এর কাহিনী অদূর-ভবিষ্যৎকে নিয়ে। ১৯৫৮ সালে লোরডেস-এর গ্রোটো-তে মেরি-কে দেখতে পাওয়া কৃষক-তরুণী বারনাদেত-এর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে উপন্যাসটি।

ওয়ালেস ১৯৯০ সালে ২৯ জুন লস অ্যানজেলেস-এ মারা যান প্যানাক্রিয়াটিক ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে।

তাঁর অন্যান্য বই : দ্য ফেবুলাস অরিজিনালস (১৯৫৫) ; দ্য স্কোয়ার পেগস (১৯৫৭) ; দ্য ফেবুলাস শোম্যান (১৯৫৯) ; দ্য টুয়েনটি-সেভেনথ ওয়াইফ (১৯৬১) ; দ্য থ্রি সাইরেনস (১৯৬৩) ; দ্য সানডে জেন্টলম্যান (১৯৬৫) ; দ্য প্লট (১৯৬৭) ; দ্য রাইটিং অব ওয়ান নভেল (১৯৬৮) ; দ্য নিমফো অ্যান্ড আদার ম্যানিয়াকস্ (১৯৭১), দ্য টু (১৯৭৮) ; দ্য সেভেনথ সিকরেট (১৯৮৬) ; বর্তমান সঙ্কলনের 'দ্য সিলেসটিয়্যাল বেড' (১৯৮৭) ; দ্য গেস্ট অব অনার (১৯৮০)। তাঁর সম্পাদিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে : দ্য পিপলস অলম্যান্যাক, দ্য বুক অব লিস্টস, দ্য বুক প্রেডিকশনস, দি ইনটিমেট সেক্স লাইভস অব ফেমাস পিপল।

মাইক স্কিনার ও স্যাঁ সাফোয়াত-এর উপন্যাস রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মতো। উপন্যাস দু'টি যাঁরা লিখেছেন তাঁদের নিয়ে আলোচনা করার চেয়ে যা লিখেছেন তা পড়াই আসলে বেশি জরুরি।

–সম্পাদক

গল্পকার

(The Story Teller)

হ্যারল্ড রবিন্স

ধনসম্পদ ও লাগামছাড়া যৌন আবেগের যথেচ্ছায় কোন স্রোতে মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তা দেখতে গিয়ে অজান্তে নিজের সংসারে ঝড় তুলল জো। সেই ঝাপটায় তার সংসার গেল ভেঙ্গে। সংসার ভাঙ্গলেও মনের জোর সে হারাল না। কাজের তাগিদে চলে এল ইউরোপে। এখানে নানা ঘাত-প্রতিঘাত আর জৈব চাহিদা পূরণের একাধিক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে এতদিন যা খুঁজে বেড়িয়েছে সেই প্রেম একদিন বেস্টসেলার লেখক জো ক্রাউনের সাফল্যের সঙ্গিনী হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে।

প্রস্তাবনা

আগে দেখা দেয় ভীতি, প্রতিনিধির মত তা বেদনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। একটা ঘটনা তুলে ধরলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। ধরুন আপনি গাড়ি চালাতে চালাতে একবার পেছনের জানালা, তারপর পাশের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নজর রাখছেন। সান ডিয়েগো ফ্রিওয়ে ধরে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছেন, একেবারে উইলশ্যায়ারে পৌঁছে নামবেন। এগোচ্ছেন নির্দিষ্ট লেন ধরে, কোথাও কোনও গোলমাল নেই, ভুলচুক হয়নি। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল পেল্লায় ট্রেলার ট্রাকখানা বাঁদিকের লেন ধরে এমনই তেড়েফুঁড়ে ছুটে আসছে যে আগেভাগে ছুটে পাশ কাটাতে না পারলে ওটা ঠিক এগিয়ে এসে রাস্তার মাঝখানে আপনার পথ রুখবে।

"ধুশ্ শালা!" খিস্তি মেরে ট্রাকটার এগোনোর রাস্তা করে দিতে ব্রেক কষলাম। আর ঠিক তখনই সাপের মত পাক খেয়ে খেয়ে আমার মাথার ভেতরে ফণা তুলল—ভয়! ট্রাকটা তখনও আমার পাশে পাশে একভাবে ছুটছে। আরও জোরে ব্রেক মারলাম। খানিক আগে মগজের ভেতর যে ভয় ফণা তুলে খাড়া হয়েছিল সেটাই এবার নামতে লাগল শিরদাঁড়া বেয়ে, নামতে নামতে টিপে ধরল আমার টুঁটি, তারপর আরও নীচে নামতে লাগল। বুক পর্যন্ত নেমে সেটা এগিয়ে এল বাঁদিকে, কলজের কাছে এসে ফোঁশ করে উঠেই আবার ধেয়ে চলল নীচে ; টুঁটির পাক তখনও খোলেনি, ঐ অবস্থাতেই ওটা এবার আমার পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো জড়িয়ে ধরল পাকে পাকে। মুখ ঘোরাতে দেখি সেই হতচ্ছাড়া ট্রেলার তখনও একইভাবে ছুটছে, ছুটছে আমার ওপর কাত হয়ে, দেখে মনে হচ্ছে যেন আদিমকালের দত্যিদানোর মত দেখতে যেসব সাংঘাতিক চেহারার জানোয়ার চারপাশে দাপিয়ে বেড়াত তাদেরই একটা দলছুট হয়ে পিছু নিয়েছে, পাশ দিয়ে ছোটার সময় তার বীভৎস মুখখানা ঝুঁকে পড়েছে যেন দেখছে খুব কাছে থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তার নাগাল থেকে সরে আসতে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরালাম।

স্লো-মোশন ফিল্ম নিশ্চয়ই দেখেছেন, বেশ মনে আছে আড়চোখে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল ফিল্মে যেমন দেখি তেমনই স্লো-মোশনে ট্রেলার ট্রাকখানা আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ছে আমার ওপর। যতদূর মনে পড়ে প্রচণ্ড ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'অ্যাই খানকির বাচ্চা! আমায় পিষে ফেলতে চাস? তোর চোখদুটো আছে কোথায়, সামনে না পেছনে?'

সেই গালি শুনেই যেন ট্রাকটা ক্ষেপে গেল। দানোর চোখের মত ছ'ছটা-হেডলাইটা জ্বলে উঠল। সেই ছটা চোখ থেকে ঠিকরানো কড়া আলোয় আমার চোখ গেল ঝলসে। একটি মুহূর্ত, তারপরেই কয়েক লাখ টন ভারি ইস্পাত মুখ থুবড়ে পড়ল আমার গাড়ির ওপর। সীমাহীন যন্ত্রণায় একবার চেঁচিয়ে উঠলাম, তারপরে নিমেষে তলিয়ে গেলাম নিবিড় আঁধারে। তারপরের কথা আর কিছু মনে নেই।

চোখ মেলতে দেখি শুয়ে আছি হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে, সিলিং-এ আঁটা চোখ জুড়োনো ফ্লোরোসেন্ট আলোয় চারিদিকে ধুয়ে যাচ্ছে। চোখ নামিয়ে আনতে দেখি

সাদা টুপি আর সাদা এপ্রন পরা এক কমবয়সী রূপসী নার্স হাঁ-করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। "আমি এখানে এলাম কি করে," প্রশ্ন করলাম তাকে, "কে নিয়ে এল আমায়?"

"প্যারামেডিক্যাল স্টাফেরা," সংক্ষেপে শান্ত গলায় জবাব দিল মেয়েটি, "আপনার নিজের ডাক্তারও এসেছিলেন।" তারপরেই ঘাড় ঘুরিয়ে এক ছোকরা ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে বলল, "ওঁর জ্ঞান ফিরেছে।" দু'জন ডাক্তার ডিউটি দিচ্ছে, একজন ছেলে, অন্যজন মেয়ে। আড়চোখে একপলক আমায় দেখে সঙ্গিনীকে একা রেখে ছেলে ডাক্তার কেটে পড়ল।

"হতচ্ছাড়া ট্রাকটা আমায় কতটা বারোটা বাজিয়েছে?" মেয়ে ডাক্তারকে প্রশ্ন করলাম।

"আপনার কোমরের নীচে পেছনের হাড় ভেঙ্গেছে, হিপ ফ্যাকচার। ওটা আরও খারাপ হতে পারত!" সান্ত্বনা দেবার গলায় সে বলল, "তবে যেখানটা ভেঙ্গেছে সেটা আপনার লেখালেখি করার হাত নয়, তাই আপনার কাজকর্মের খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়।"

"বুঝলাম", বলে তাকালাম তার দিকে। ডাক্তার মেয়েটা দেখতে সত্যিই সুন্দরী, টিভিতে ওষুধ-বিষুধ নিয়ে যেসব মামুলি প্রোগ্রাম দেখায় তাতে মেয়ে ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করার মত সুন্দরী একথা মানতেই হবে।

"খুব ভাল বলেছেন," তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, "এর পরেও আমি লেখালেখি চালিয়ে যেতে পারব, কিন্তু আরও একটা কাজ যে বাকি রইল, সেটা কে করবে শুনি?"

"কোন কাজের কথা বলছেন?"

"বিছানায় শুয়ে কসরত দেখানোর কাজ—বেডগেম, বুঝলেন এবার? আমার হয়ে ওটা কে করে দেবে?"

ডাক্তার হলেও এমন একটা বিশ্রি নোংরা চাঁচাছোলা জবাব মেয়েটি আমার মুখ থেকে শোনার আশা করেনি তা তার ফ্যাকাসে মুখ আর অপ্রস্তুত চাউনি দেখেই বুঝলাম। তবে মেয়েটা বেশ চালাক তাই সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে স্মার্ট গলায় জবাব দিল, "তাইত! যে কাজের কথা বলছেন আপনার এই অবস্থায় ওটা করা সত্যিই মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কি বলতে চাইছি বুঝেছেন? যে কাজের কথা বলছেন সেটা করতে গেলে আপনাকে বারবার কোমর আর পাছা নাচাতে হবে ; এখন মুশকিলের ব্যাপার হল আপনার হাড় এমন জায়গায় ভেঙ্গেছে যার ফলে নাচানো দূরে থাক আপনি কোমর নাড়াতেই পারবেন না।"

"তাহলে মুখমৈথুন?" তার সুন্দর ফুটফুটে মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম, "ওতে ত অসুবিধে নেই?"

"আপনি এখন অসুস্থ এই কথাটাই বারবার ভুলে যাচ্ছেন।" চোখ নামিয়ে জবাব দিল সে।

"সে আর এমন কি কথা," নিজের গলা আমার নিজের কানেই নাছোড়বান্দার মত শোনাল, কিন্তু বললাম "তার সঙ্গে হিপ ফ্রাকচারের ত কোনও সম্পর্ক নেই।"

"আপনি শীগগিরই সেরে উঠবেন।" আমার হাতে হাত রাখল সে, "অন্য একটা কামরায় খানিক বাদেই আপনাকে আমরা সরিয়ে নিয়ে যাব সেখানে আপনি একাই থাকবেন। এখন তারই তোড়জোড় চলছে।"

শুনে সত্যিই ভাল লাগল, সেইসঙ্গে কি হয় কি হয় গোছের কৌতূহলও জাগল মনে। মনে হল অল্প কিছুক্ষণ আগে এখানে এসে পৌঁছেছি।

"ক'টা বাজে বলতে পারেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"বেলা প্রায় দশটা।" সে বলল, "গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ আপনাকে এখানে আনা হয়েছে।"

"কিন্তু আমার ত কিছুই মনে পড়ছে না" আবার বললাম, "সত্যিই আমি তখন বেহুঁশ ছিলাম?"

"সে ত বটেই," সে বলল, "বেহুঁশ অবস্থাতেও প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। পরপর অনেকগুলো পরীক্ষা আর এক্সরে করানোর ছিল তাই ভর্তি করার পরেই একগাদা ইনজেকসন আপনাকে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। সেসব ঝামেলা মেটার পরে আপনাকে এখানে এনে শোয়ানো হয়েছে, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ারের যন্ত্রপাতির হাতে। আপনার সবকিছুর দায়িত্ব এমন ওদের ওপর।"

"আমার হাল এতটাই খারাপ হয়েছে?"

"তা বলছিনা। তবে চিকিৎসা করে পুরোপুরি সারিয়ে তোলার ব্যাপারে কিছু সুনাম আমাদের আছে। একজন রুগী সে যেই হোন, সাধারণ অসুখবিসুখে ভুগে চুপিচুপি এখানে ভর্তি হয়ে, তারপর আমাদেরই হাতে মরবে এটা আমরা কেউ চাইনা।"

"শুনে সত্যিই ভরসা পেলাম," মুখে বললেও নিজের গলা আমার নিজের কানে বিদ্রূপের মত শোনাল।

"খুব বিপদে আপনি পড়েন নি।" আশ্বস্ত করার গলায় বলল সে। আমি মুখ তুলতেই তার চোখে চোখ পড়ল। হয়ত আমার চোখের চাউনিতে এমন কিছু ছিল যা দেখে লজ্জায় রাঙা হল তার নিষ্পাপ সরল সুন্দর মুখখানা।

"বিপদে পড়িনি বলছেন" আমি বললাম, "কিন্তু এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?"

"তাহলে কাল রাতের কথা বলতে হয়", সপ্রতিভ গলায় সে বলল, "আমরা ডিমেরল ইনজেকশন দিতেই আপনার তলপেটের নীচের দিকটা খাড়া হয়ে উঠল। খানিকক্ষণের জন্য আপনার হুঁশ ফিরে এল। চোখ মেলে আপনি আমায় দেখলেন তারপর মুখে আনা যায়না এমন সব নোংরা কথা বলে আমায় গালিগালাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।"

"বাঃ, এত কাণ্ড ঘটে গেছে অথচ কিছুই আমার মনে পড়ছেনা!" হেসে বললাম, "তা আমার ঐসব নোংরা গালিগালাজ শুনে আপনি কি করলেন?"

"কি, করার কিছু থাকলে তবে ত করতাম!" ডাক্তারনী এবার ভুরু কোঁচকালো, "তখন অর্থোপেডিস্ট আপনার পায়ে ট্রাকসান দিচ্ছেন, আমি ওঁকে সাহায্য করছি। আমাদের কাজ শেষ হবার আগেই আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন, তখনকার মত ঝামেলা মিটে গেল।"

"এইজন্যে মন খারাপ? একদম দুঃখ করবেন না। আগে অন্য কামরার দখল নিই। তারপর আরেকটা সুযোগ আপনাকে দেব।"

'তা কি করে হবে। আমার ডিউটি যে এখানে, ইনটেনসিভ কেয়ারে, কেয়ার ইউনিটে, আমি কখনও প্রাইভেট কামরায় বা কেবিনে যাইনা।"

"যান না ত বুঝলাম, কিন্তু একবারও যাবেন না?"

"খুব দরকার পড়লে কখনও যাই বইকি, যেতে হয়," বলে চোখ নামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল সে, "আপনার লেখা কয়েকটা বই আমার বাড়িতে আছে, কাল রাতে আমায় যেসব নোংরা গালি দিচ্ছিলেন সেসব ঐ বইগুলোতেও আছে। ওগুলোতে আপনার নাম সই করে দেবেন?"

"দেব নিশ্চয়ই তবে এক শর্তে, আমার কামরায় ওগুলো আপনাকে বয়ে নিয়ে আসতে হবে।"

এ কথার জবাব না দিয়ে সে ঘুরে দাঁড়ান, পরমুহূর্তে দু'জন অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট আমায় ট্র্যাকশন সমেত খুব সাবধানে একটা ট্রলিতে শোয়ালো। আমি চোখ বুঁজতেই ওরা ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের বাইরে নিয়ে এল। ফাঁকা করিডরের ওপর দিয়ে ট্রলি

ছুটছে, ট্রাকশনে পা ঝুলিয়ে আমিও ছুটছি তার ওপর শুয়ে। যেতে যেতে আড়চোখে দেখছি আশেপাশে বেশ টের পাচ্ছি দু'পাশের মানুষজন কেউ আমায় পাত্তা দিচ্ছে না, মুখ ঘুরিয়েও তারা দেখছেনা আমায়। অবশ্য হাসপাতালে এটাই স্বাভাবিক। আমি মড়ার মত চোখ বুঁজে পড়ে রইলাম। কেউ আমার দিকে তাকিয়ে দেখুক বা না দেখুক সে তাদের ব্যাপার, আমি নিজেই চাইনা কেউ আমায় এই অসহায় অবস্থায় দেখুক, মানুষের চাউনি আগে অনেক ঝরে পড়েছে আমার ওপর বৃষ্টির মত।

করিডোরের পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে যাবার সময় ট্রলির চাকায় শব্দ হচ্ছে ক্রিক ক্রিক। সেই আওয়াজ কানে যেতে মন ফিরে গেল বহুদূরের হারানো অতীতে—পাতাল রেলের সাবওয়েতে লাইনের ওপর রেলগাড়ির চাকা ছোটার সময় এমনই আওয়াজ হত।

পাতালরেলে আমি সবসময় দরজায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়াই, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বারবার ঘুমে ঢলে পড়ি। সামনে দাঁড়ানো অফিসমুখো যাত্রীদের ভিড়ের পুরো চাপ পড়ে তখন আমার ওপর, ফর্টিসেকেণ্ড স্ট্রিটে গাড়ি থামলে ভিড় খানিকটা হালকা হয় আর তখনই আমার ঘুমের ঘোর যায় কেটে। সবার পেছন পেছন উঠে আসি ওপরে, তারপর হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হই আমার অফিসে।

জুলাই আর অগাস্ট, এই দুটো মাস অসহ্য—ভ্যাপসা গরমের সঙ্গে মেশে হাজারও মানুষের ঘামের দুর্গন্ধ, পাখার হাওয়ায় সেই দুর্গন্ধ ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে, সাবওয়ের ভেতরটা তখন নরক হয়ে ওঠে। বেশ মনে পড়ছে তখন আমার বয়স সতেরো, গরমের ছুটিতে দৈনিক খবরের কাগজ 'ডেলি নিউজ'-এ কপি বয়ের কাজ করছি। ঐ বীভৎস গরমে রোজ শার্টের হাতা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে বাড়ি থেকে বেরোই, জ্যাকেট আর টাই ঝোলে বাঁ হাতে। সেই সময় একদিন প্রথম তার মুখোমুখি হলাম।

সেদিন সকাল থেকেই গরমে টেঁকা যাচ্ছিল না আজও মনে আছে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপ ট্রেনের ভেতরে মেয়েটিকে ঠেসে ধরেছে আমার সঙ্গে, একসময় আর থাকতে না পেরে মুখ তুলে তাকাল সে, মিহি গলায় বলল, "আপনার হাতটা বুকের ওপর থেকে সরালে আমি একটু দাঁড়ানোর জায়গা পাব।"

কথা না বাড়িয়ে হাতটা সরিয়ে এনে রড ধরলাম যাতে টাই আর জ্যাকেট খসে না পড়ে। নিঃশব্দ হাসিতে ঠোঁটে ধন্যবাদ ফুটিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, নিজের কোমর জোরে চেপে ধরল আমার তলপেটে। ট্রেন স্টেশন ছাড়তেই শুরু হল কামরার দুলুনি, দেখতে দেখতে বেড়ে গেল ট্রেনের স্পিড। সে কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল একইভাবে, ফলে এখনও বেশ মনে আছে আধ মিনিটের মধ্যে আমার গা গরম হয়ে উঠল তলপেট শক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ট্রেনের ভেতর আমার মুখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরে পড়ছে শার্টের কলারে। চোখ নামাতে দেখি সে তখনও ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে যেন তার কোমর সেঁটে গেছে আমার তলপেটে, বারবার চেষ্টা করেও মনটা অন্যদিকে ফেরাতে পারছিনা। ট্রাউজারের নীচে আঁটো শর্টস পরেছি তাই উদ্ধত তলপেটও কিছুতেই বাগে আসছে না। আমার বিপজ্জনক আর অসহায় অবস্থা মেয়েটি টের পাবার আগেই হাত ঢোকালাম পকেটে, তলপেট আর তার লাগোয়া জায়গাগুলো টেনেটুনে খানিকটা বাগে এনে ঘাড় হেঁট করলাম, মনে হল ও কিছুই টের পায়নি। এতক্ষণে নিজেকে একটু সুস্থ মনে হল। দুটো স্টেশনের মাঝখানে সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখে আচমকা ট্রেন থেমে গেল। সাধারণ আলোগুলি তখনই নিভে যেতেই এমার্জেন্সি আলোগুলো টিমে হলদে আভা ছড়িয়ে জ্বলে উঠল দপ্‌দপ্ করে। ডান কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ তুলে এতক্ষণে জানতে চাইল সে, "কেমন, ঠিক আছেন ত?"

মনটা অন্যদিকে ঘোরাতে চাইছি তাই কথা বলবার ক্ষমতা তখন আমার নেই, সংক্ষেপে মাথা নেড়ে বললাম, "খাসা"।

"আপনার ছোঁয়া আমি ঠিক টের পাচ্ছি," মুখ টিপে হাসল সে।

এবার না মুখ নামিয়ে সরাসরি তার চোখে চোখ রাখলাম, সেখানে রাগ বা বিরক্তি দেখলাম না। সাহস পেয়ে বললাম, "দুঃখিত, আমায় অন্যরকম ভেবো না।"

সে বলল, "না না ও কিছু না। এই পাতাল রেলের ভেতরে কত লোক যে আমার সঙ্গে ঐ এক খেলা খেলতে চায় বললে বিশ্বাস করবেন না।" আমার জবাব শুনবে বলে কয়েক সেকেণ্ড থামল সে কিন্তু বলার মত কিছুই আমার মাথায় এল না। "এ হপ্তায় আপনাকে নিয়ে দাঁড়াল চারজন। মানুষ ত নয়, এক্কেকটা ঢ্যামনা শুয়োর! মনে ধরার মত জীব কমই আছে ওদের মধ্যে! কিন্তু তোমার কথা আলাদা, যেমন দেখতে ভাল, তেমনই সাফসুতরো, তুমি মোটেও বাকি সবার মত নও।"

"অশেষ ধন্যবাদ," তার মুখের দিকে তাকাতে এইটুকুই শুধু বেরোল আমার মুখ থেকে।

"তোমার হয়ে গেছে?" আমার চোখের ভাষা পড়তে গিয়ে হেঁয়ালি করে জানতে চাইল সে।

না, হয়নি, সংক্ষেপে ঘাড় নেড়ে বোঝালাম।

"মন চাইছে?" ফের জানতে চাইল সে।

উত্তর না দিয়ে তার চোখে চোখ রাখলাম আর তখনই আমার তলপেটের কাছে তার হাতের ছোঁয়া পেলাম। ব্যস্, বাকি যেটুকু ছিল তা ওতেই হয়ে গেল। ঠিক তখনই ট্রেনের গতি গেল বেড়ে, যে আলোগুলো নিভে গিয়েছিল সেগুলো ফের জ্বলে উঠল।

আমার অবস্থা সেইমুহূর্তে শিশুর মত অসহায়, ভেতরের অবদমিত পৌরুষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। রড ধরে কিভাবে পোশাক সামলাচ্ছি বলে বোঝাতে পারব না। "বেশ খানিকটা মজা হল", বলতে বলতে খোলা দরজা দিয়ে সে চট করে নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। আমি তখনও রড আঁকড়ে দাঁড়িয়ে। দেখলাম প্ল্যাটফর্মে অগুনতি মাথার ভিড়ে তার মাথাটাও জায়গা করে নিল। ওর সঙ্গে আবার ডেট করতে মন চাইলেও আমি নিরুপায়, আমার জামাকাপড় আমার বশে নেই, তার ওপর তলপেটের নীচে খানিক আগে যা ঘটেছে তাতে ঘেন্নায় গা গোলাচ্ছে। এই অবস্থায় এখন আমি ওর নাগাল পেতে হাঁটতে পারব না। ভিড়ের মধ্যে এখনও পা মিলিয়ে ঐ তো হাঁটছে সে ; আড়চোখে চেয়ে তাকে ডাকতে যাব কিন্তু তার আগেই ট্রেন দিল ছেড়ে, কামরার জানালাগুলো তার পাশ কাটিয়ে দৌড়াল।

"মুখ্যু আর কাকে বলে।" প্রাণভরে নিজেকে গালি দিলাম. কলের পতুলের মত ঠায় দাঁড়িয়ে না থেকে মেয়েটার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে কে মানা করেছিল? ঐভাবে তাকে আরও খানিকক্ষণ কাছাকাছি রেখে দিতে পারতাম।

কয়েকবার পিটপিট করে চোখের পাতা ফেললাম। কিন্তু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বদলে আমার পায়ের ঝোলানো ট্র্যাকসানটাই ভেসে উঠল চোখের সামনে।

করিডর পেরিয়ে কখন একটা আলাদা কামরায় পৌঁছে গেছি চোখ বুঁজে থাকায় টের পাইনি। দেয়াল আর ছাদে হালকা নীল পালিশ ; কেবিন নয়, এখানে এই কামরার পোশাকী নাম প্রাইভেট রুম। হালকা জুতোর আওয়াজ কানে আসতে ঘাড় ফেরাতে দেখি অনেকটা ভেজা ন্যাকড়া হাতে একজন সুশ্রী যুবতী নার্স এগিয়ে আসছো, বয়স চল্লিশের কোঠায় ; ন্যাকড়াটা বাড়িয়ে দিয়ে নার্স বললেন "এটি দিয়ে আপনার তলপেট ভাল করে মুছে ফেলুন?"

"কোন কম্মে, শুনি?" বলে ভেজা ন্যাকড়াটা তাঁর হাত থেকে নিলাম।

"ঘুমের মধ্যে আপনার স্বপ্নদোষ হয়েছে, তলপেটটা নোংরা হয়ে গেছে। ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকসান বেশি পড়লে এমন হয় তাই এ নিয়ে মিছে ভাববেন না।"

"কিন্তু ওটা হল কখন?" জানতে চাইলাম ট্রলিতে চাপিয়ে নীচে নামানো হচ্ছে এটুকু বেশ মনে আছে এর বেশি আর কিছু মনে নেই।

"এখানে নিয়ে আসার সময় আপনি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন" নার্স বললেন।

"ট্রলির চাকার আওয়াজ আমার সাবওয়ের দিনগুলোকে ফিরিয়ে এনেছিল, কি আশ্চর্য?"

"ওসব ছাড়ুন?" চাপা ধমকের গলায় নার্স আদেশ দিলেন, "ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে তলপেটটা চটপট মুছে নিন। গত তিনঘন্টার ওপর একটানা ঘুমিয়েছেন, আপনার ডাক্তার যে কোন মুহূর্তে এসে হাজির হবেন।"

নার্সের কথা ফলে গেল, তলপেট সাফ করার পরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এড এল রাউণ্ডে ট্র্যাকসানটা একবার দেখে খাটের পাশে চেয়ার টেনে বসে বলল, "আপনার কপাল সত্যিই ভাল বলতে হবে, অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়াটা কেটে গেল।"

"তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি?" এডকে খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে না পেরে বললাম। "ব্যথায় মরে যাচ্ছি আর উনি এসেই মনভোলানো গপ্পো শুরু করলেন। তবু অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি, এড তোমার সহানুভূতির জন্য।"

"মনভোলানো গল্প নয়।" এড আমায় বোঝাতে চাইল। "এটা আরও খারাপ হতে পারত আমি তাই বলতে চাইছি। আপনার ভাঙ্গা হাড় ঠিক সময়েই জুড়ে যাবে, তবে আরও অনেককে ত দেখেছি, হুইলচেয়ারে বসে জীবন কাটিয়ে দিল, তাই বললাম অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কাটল।"

এড-এর মুখের দিকে চোখ বরাবর তাকালাম। আবেগে পরিপূর্ণ সেই নীল দুটি চোখ সবসময় জলে ভর্তি, ব্যথা পেলেই সেই জল গড়িয়ে পড়বে দু'গাল বেয়ে। যেন নীল চোখে লালচে আভা ফুটেছে। নিশ্চয় কাল সারারাত ব্যস্ত ছিল আমার ভাঙ্গা হাড়গোড় জোড়া দিতে। ফলে ঘুম হয়নি। বেচারা! খানিক আগে দেয়া খোঁচাটার জন্য খারাপ লাগল, বললাম, "কাল রাতে নিশ্চয়ই কাউকে রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়ানোর ডেট ছিল মাঝখান থেকে আমি হাড়গোড় ভেঙ্গে সেটা বানচাল করলাম, তাই না এড?"

"ও কিছু নয়," সহজ গলায় বলল এড "এখন কিছুদিন কাজকর্ম করতে পারবেন না তাই জমানো লেখাগুলো এই ফাঁকে কাজে লাগাতে পারবেন।"

"আমার কাজকর্ম করার অবস্থায় ফিরে আসতে ক'দিন লাগবে বলো না।"

"আপনি যত সহজে বললেন আমার পক্ষে বলা তত সহজ নয়। সেরে ওঠার ব্যাপারটা একটা লম্বা প্রক্রিয়া তা ধাপে ধাপে এগোয়।

"প্রথম ধাপ : আপনার ভাঙ্গা হাড়গোড় সব জায়গা মতন ফিরে এসেছে এ ব্যাপারে যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছি ততক্ষণ আপনাকে ট্র্যাকসান নিয়ে এখানে এইভাবে পড়ে থাকতে হবে; ধরে নিন কম করে এক হপ্তা। আমরা নিশ্চিত হলে ছুটি দিয়ে দেব, আপনিও তখন বাড়ি ফিরতে পারবেন। বাড়ি ফিরেও খুব হুঁসিয়ার হয়ে হাঁটাচলা করতে হবে হাঁটতে হবে পা টিপে টিপে, খুব আস্তে। প্রথম কিছুদিন একটা চাকা লাগানো ওয়াকার ধরে ধরে হাঁটবেন। তারপরে দুটো ক্রাচ দু'বগলে চেপে হাঁটবেন, ক্রাচ নিয়ে হাঁটার সময় খুব আস্তে থেমে থেমে পা ফেলবেন, সেইসঙ্গে বাড়াতে হবে বিশ্রাম আর ঘুমের সময়। এই নিয়মের সঙ্গে অভ্যস্ত হবার মাসখানেক পরে আবার এখানে আসবেন ভাঙ্গা জায়গার আরও কিছু এক্সরে নেব। এক্সরে রিপোর্টে সবকিছু ঠিক থাকলে আরেকটু বেশি হাঁটাচলা করার অনুমতি আমরা আপনাকে দেব কিন্তু তাও ক্রাচ

নিয়ে। আরও একমাস ঐভাবে কাটলে আবার এক্সরে নিতে হবে, ততদিনে ভাঙ্গা হাড়গোড়ও জুড়ে যাবে। তখন একটা ক্রাচ নয় ত একখানা মোটা ছড়ি নিয়ে আরও কয়েকটি মাস হাঁটতে হবে খুব আস্তে পা ফেলে। ঐসময় একবার পরীক্ষা করে দেখব আপনার পেছনের 'হিপ সকেট' আর কার্টিলেজ ঠিক ঠিক কাজ করছে কিনা। রিপোর্ট ঠিকঠাক পেলে তখন আপনি স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে পারবেন।"

"তার মানে অন্তত দু'টি মাস," ঢোক গিলে বললাম।

"প্রায় ঐরকমই আরকি" গম্ভীর ডাক্তারি গলায় সায় দিল এড।

"আমি কাজ করতে পারব ত?"

"আশা ত করছি," এড বলল, "তবে ব্যথাটা সবসময় ভোগাবে তাই খুব আস্তে এগোতে হবে।"

"এই ব্যথাটা কতদিন ভোগাবে?"

"অনেকদিন, যতদিন যাবে, ব্যথার মাত্রা তত কমবে ঠিক? কিন্তু পুরোপুরি যাবে না। এই ব্যথা সহ্য করে বেঁচে থাকার ব্যাপারটা আপনাকে শিখতে হবে। তবে আপনার কাজকর্মে এটা কোনভাবে নাক গলাবে না এটুকু বলতে পারি?"

যাক ও সরাসরি সত্যি কথাটা শুনিয়ে দিল—বয়সে অনেক ছোট হলেও শুধু এই এক কারণে আমি এডকে শ্রদ্ধা করি, রুগীর মন চাঙ্গা রাখতে একরাশ মিথ্যে আশ্বাসের মিষ্টি বড়ি খাওয়ানোর মধ্যে নেই ও।

"কিন্তু যে প্রোগ্রাম করেছিলাম তার যে ব্যরোটা বাজল," মুখ তুলে বললাম, "জানো এই হপ্তার শেষে বাইবেল-এর ওপর টেলিভিশনে একটা সিরিয়ালে হাত দেব ঠিক করেছিলাম, তার পরের সপ্তাহে একটা ব্রিটিশ খবরের কাগজের জন্য প্রবন্ধ লেখা। এসব সেরে নিজের বই লেখার কাজ, তিন মাসের মধ্যে প্রথম খণ্ড ঠিক নামিয়ে দিতাম।"

"ঐ প্রোগ্রাম মেনে ত এখন আর চলতে পারবেন না," গম্ভীর গলায় বলল এড, "কিন্তু এ নিয়ে এত ভাবনা চিন্তারই বা কি আছে? আপনার শেষ বই এক বছরের ওপরে এখনও বেস্ট সেলার লিস্টে আছে।"

"তা আছে, মানছি কিন্তু ঐ বই বাবদ টাকাকড়ি ক'বারে যা পেয়েছি তা এক বছরের ওপর হল খরচ হয়ে গেছে। লেখক হিসেবে একটা বিরাট কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া আমায় চালু রাখতে হয় তা ত জানো।"

"আমার মনে হয় সেটা ঠিক," এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে এড বলল, "দ্রুতগামী জীবন মোটেও সস্তা নয়। এখানে বেভার্লি হিলস-এ বাড়ি, ফ্রান্সে রিভিয়েরায় ভিলা আর ইয়াট, আবার শীতের সময় আকাপুলকোতে বাড়ি ভাড়া নেয়া এতসব ম্যানেজ করেন কিভাবে?'

"যেভাবে তুমি করছ", গলা স্বাভাবিক রেখে জবাব দিলাম, 'নাকেমুখে রক্ত তুলে দিনরাত শুধু খাটা, খেটেই মরছি।"

"এর ওপর আছে মদ, পার্টি, মেয়ে আর ডোপের পেছনে জলের মত টাকা ওড়ানো। এসব ছেঁটেকেটে ফেলুন। দেখবেন অনেক টাকা বাঁচবে।"

"পলকে চেনো ত, আমার উকিল, তুমি ঠিক ওর মত বলছ। কিন্তু কেক-এর ওপরে যে আই-সিং থাকে সবাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঐটেই দ্যাখে, আর ঐ একটু খুদে ব্যাপারই গোটা কেকখানা জমিয়ে রাখে, তার দামও ওঠানামা করে তার ওপর। এই সাধারণ ব্যাপারটা তোমাদের দুজনের একজনও বুঝতে চাওনা। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামিয়ে ব্যাংকে ফেলে রাখা যায় ঠিকই কিন্তু তাতে কোনও মজা নেই।

"স্ফূর্তি আর জীবনকে উপভোগ করা এ দুটো করার ব্যাপারকে কিনতে হলে যেভাবে জীবনযাপন করতে হয় আমি সেই জীবনযাপন করতে গিয়ে আমার রোজগারের টাকা ওড়াই।"

"কিন্তু তার পরেও ত আপনাকে কাজ করতে হয়", বলল এড।

"সে ত বটেই কেন তোমাকে কাজ করতে হয় না?"

"হ্যাঁ," এড সায় দিল "সে ত করতেই হয়, কিন্তু আপনার সম্পর্কে কেউ ওরকম ভাবে না।"

"ওরা আমার লেখা বই দিয়ে আমার বিচার করে," তার কথায় হাসলাম, "আমি আর আমার লেখা বই, ওরা ভাবে, এ দু'টোর মধ্যে কোনও ফারাক নেই।"

"তার মানে?" এড অবাক হল, "আপনি বরাবর এভাবেই কাজ করে এসেছেন নাকি? একদম গোড়ার দিকেও?"

"বরাবর," আমি বললাম, "তার চেয়ে বেশিও হতে পারে।"

মুহিবা কামাল আহমদ সংগ্রহশালা
শাহবাগ, ঢাকা।

প্রথম পর্ব
১৯৪২

এক

"জো!" শোবার ঘরের বন্ধ দরজার পাল্লা ফুঁড়ে মায়ের ডাক তার কানে এসে ঠেকল। জোর ঘুম ভেঙেছে আগেই কিন্তু আলসেমি এখনও সে কাটাতে পারছেনা। খুব আস্তে পাশ ফিরে খাটের পাশে রাখা অ্যালার্ম ঘড়ির দিকে তাকাতে চমকে উঠল জো। বেলা এগারোটা, কাঁটায় কাঁটায়। সময় দেখার পরেও জোর এতটুকু ভাববিকার ঘটল না পাশ ফিরে আগের জায়গায় গড়িয়ে চলে এল সে, একটা বালিশ টেনে মাথায় চাপা দিল। "জোর কি এখনও সূর্য ওঠেনি?" মায়ের গলা এবার আরও জোরালো ঠেকল। বালিশের তলা দিয়ে উঁকি মেরে জো দেখল শোবার ঘরের দরজা খোলা। সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে মাসতুতো বোন মটি, ড্যাবড্যাব করে দেখছে তাকে।

"অ্যাই মটি!" হেঁকে উঠল জো "ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস?"

"তোকে ডাকতে ডাকতে তোর মায়ের গলা শুকিয়ে গেল তাই দেখছি", মটি জবাব দিল, "দেখছি আর কত ঘুমোতে পারিস।"

"মার ডাক আমার কানে গেছে!" নিষ্ঠুর গলায় চেঁচিয়ে উঠল জো, "আমি এখনও ভীষণ ক্লান্ত।"

"ভাল চাস ত চটপট উঠে পড়" মটি বলল, "কেন মিছিমিছি ঝামেলা পাকাচ্ছিস? ব্যাপারটা জরুরী।"

"আরও আধঘন্টা শুয়ে না থাকলে আমি চোখই মেলতে পারব না।" বলতে বলতে বালিশের নীচে আবার সেঁধিয়ে গেল জো।

খানিক বাদে গা থেকে কম্বলটা কেউ টেনে নিল স্পষ্ট টের পেল জো, "অ্যাই, এসব কি হচ্ছে?' দু'হাতে তলপেট ঢাকতে ঢাকতে চেঁচিয়ে উঠল সে।

"কম্বল চাপা দিয়ে ফের তলপেট ঘাঁটছিস?" হাসি হাসি মুখে ভাইয়ের দিকে চোখ পাকাল মটি।

"কিসব বাজে কথা বলছিস", রেগেমেগে উঠে বসল জো।

"ফের মিছে কথা।" খাঁকিয়ে উঠল মটি, "তোর বিছানা আর চাদরে নোংরা দাগ লেগেছে আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

"সে ঘুমের মধ্যে হয়ত হয়ে গেছে," মুখ নামিয়ে বিছানার চাদরের মাঝখানটা দেখতে দেখতে বলল জো।

"ঘুমোচ্ছিলেন?" ঠাট্টার সুরে বলল মটি, "একথা ত আগেও কতবার শুনেছি। তোকে চিনতে আমার বাকি নেই। যখন এইটুকুন ছিলি তখনই তোকে আমার চেনা হয়ে গেছে।"

"ওঃ, চেনা হয়ে গেছে। আমার কতবড় স্পেশ্যালিস্ট দিদিমণি এলেন রে?" মুখ ভেংচে বলল জো, "তুই আমার অল্প ক'দিনের বড় তা ভুলে যাস না।"

"তুইও মনে রাখিস আমি পঁচিশে পা দিয়েছি," রাগ রাগ গলায় বলে উঠল মটি, "ছেলেদের ধাত এই বয়েসে জানতে কিছু বাকি থাকে না। যখন এইটুকু পুঁচকে ছিলি তখন আমিই তোকে রোজ চান করিয়ে দিতাম!"

"আমার ঠিক মনে আছে", জো অল্প গলা চড়াল "গা মোছানোর ফাঁকে তুই রোজ আমার তলপেটে 'ওটা' নেড়েচেড়ে দুহাতে কচলে দেখতিস কেমন জিনিস। তোর ঐ সময়ের চোখের চাউনি জীবনে ভুলব না।"

"কক্ষণো না!" এবার মটি গলা চড়াল, "আমি মোটেও ওসব অসভ্যতা করিনি।"

"ওহো, না বুঝে তখন অসভ্যতা করেছিস বলে এখন লজ্জা হচ্ছে এইত। লজ্জা কিসের, করেছিস বেশ করেছিস।" বলতে বলতে তলপেট থেকে হাত সরালো জো, "অ্যাই, মটি, আমি তৈরি, ছোটবেলার মত এখন আমায় একটু চান করিয়ে দিবি?"

"চোপ্, শুয়ার?" চাপা গলায় ধমকে উঠল মটি, "ফাঁক পেলেই নোংরামো করার সাধ হয়, তাই না? যত নোংরা ব্যাপারস্যাপার, সব দিনরাত ঘুরপাক খায় তোর মাথায়। ম্যাগাজিনে তোর লেখা যেসব গল্প বেরোয় তাদের একটাও আমার পড়তে বাকি নেই। প্রেমের গল্প, গোয়েন্দা গল্প, অ্যাডভেঞ্চার গল্প, সব রসালো। পাতায় পাতায় খালি শরীরের কথা।"

"ওসব লেখা তোর না পড়লেও চলবে," সোজাসুজি চোখ তুলে বলে উঠল জো।

"ঠিক বলেছিস, আসলে তুই কি লিখছিস দেখতে চেয়েছিলাম। তাই কয়েকটা ম্যাগাজিন ঘাঁটলাম। সব ক'টায় সেই এক কথা—শরীর। এখন দেখছি ওগুলো না পড়লেই ভাল হ'ত।"

"আমার একটা লেখা পরেও তোর গা শিরশির করেনি?"

"শিরশির নয়, গা গোলাচ্ছিল", ঘেন্নায় মুখ বিকৃত করল মটি, "ভাল ম্যাগাজিনের ত অভাব নেই, স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট, কোলিয়াস, লেডিজ হোম জার্নাল—লেখক হবার যখন এতই সাধ তখন এসব জায়গায় লিখলেও পারিস!"

"চেষ্টা করে দেখেছি", শান্ত গলায় বলল জো, "মুশকিল হচ্ছে ওরা যেগুলো ছাপে সেসব গল্প আমার হাত দিয়ে বেরোয় না।" এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জো বলল, "তুই যতই গাল দিস, আমার রোজগার কিছু খারাপ হচ্ছে না। ঐ সব ম্যাগজিনে লিখে আমি একেক হপ্তায় লেখা পিছু পনেরো ডলার কামাচ্ছি।"

"এটা মোটেও বলার মত না," বলল মটি, 'এ অ্যাণ্ড এস'-এর একএকটা বিজ্ঞাপনের কপি লিখে আমি হপ্তায় পঁয়ত্রিশ ডলার কামাই।"

"বিজ্ঞাপনের কপি লিখিস! আরে ছো! ওকে আবার লেখালেখি বলে নাকি। তোর রোজগারেরও আরও ধান্ধা আছে—দোকানে সেলস কাউন্টারে যে কাজ করিস সেখান থেকেও ত ভাল রোজগার হয়।"

এ কথায় পাত্তা না দিয়ে মটি দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, "ভাল চাস ত এইবেলা নীচে নেমে আয়, তোর মা রেগে আগুন হয়ে আছে।" বলতে বলতে মটি হালকা পা ফেলে ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। মটির পায়ের আওয়াজ সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের হলঘরের দিকে যাচ্ছে শুনতে পেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল জো, হাত পা ছড়িয়ে আড়ামোড়া ভাঙ্গল খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে শ্বাস নিল বুক ভরে। অক্টোবর মাস হলে কি হবে, বাতাস এখনও গরম আর স্যাঁতসেঁতে গ্রীষ্মকাল কবে কেটে গেছে তবু তার রেশটুকু যেন এখনও যেতে চাইছেনা। এগিয়ে এসে জানালার চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল জো, তাদের বাড়ি আর পাশের বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে গাড়ি চলার পথ, ঝুঁকে সেদিকে তাকাতে না

তাকাতেই দেখল পাশের বাড়ির গায়ের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মটি, এক ঝলক দেখেই বুঝল কাজে যাচ্ছে। "তোর আজ বেরোতে দেরি হল," জানালায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল জো।

"হোক গে", মুখ অল্প তুলে জবাব দিল মটি, "আজ বেস্পতিবার খেয়াল নেই? বেস্পতিবার দোকান দেরিতে খোলে।"

"ও!"

"আজ অনেক রাত জেগে লেখালেখি করবি নাকি?" মুখ পুরো তুলে জানতে চাইল মটি।

"না।"

"ছুটির পরে বসে থাকব কিন্তু," মটি বলল, "দোকানে এসে আমায় নিয়ে যাস। ফেরার রাস্তাটা ভাল নয়। একা বাড়ি ফিরতে বড্ড বিশ্রি লাগে।"

"টেলিফোনে কথা বলব তোর সঙ্গে", বলল জো. "চেষ্টা করব।"

"ঠিক আছে", বলে গাড়ি চলার পথ ধরে মটি এগিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে।

জো জানালা থেকে ঘরে এল। মটি মেয়েটা ভাল তবে একেক সময় ভূত চাপে ওর ঘাড়ে, আর তখনই জ্বালিয়ে মারে। মটি ছিল জো'র খুড়তুতের বোন। মটির বয়স যখন দশ সেই সময় এক দুর্ঘটনায় তার মা বাবা দু'জনেই একসঙ্গে মারা যান। জো'র মা বাবা ছাড়া তখন আর কোনও আত্মীয় মটির আশেপাশে ছিল না ; জো'র মা তা জানতেন তাই মেয়ের সব দায়িত্ব স্বেচ্ছায় হাসিমুখে নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন তিনি।

ঘরের এক কোণে জানলা ঘেঁষে স্টিভেনের খাট বিছানা মেঝের অনেকটা জায়গা জুড়ে পড়ে আছে। স্টিভেন জো'র বড় ভাই, তার চেয়ে সাত বছরের বড়। ওক্লাহামার এক মেডিক্যাল স্কুলের থার্ড ইয়ারে পড়ছে স্টিভেন, বছরে মাত্র দু'হপ্তার ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসে সে। স্টিভেন বরাবরই মেধাবী ছাত্র দিনরাত পড়ার বই-এর জগতে কাটায় সে। ছোটবেলা থেকেই স্টিভেনের ডাক্তার হবার ইচ্ছে—ডাক্তার হবে বড় হয়ে। একবার ডাক্তার হতে পারলে স্টিভেনের নাগালই আর পাওয়া যাবে না, মটির অসুখ হলে তাকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে জামাকাপড় খুলিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরীক্ষার নামে ঘাঁটতে পারবে, একথা ভেবে খুব মজা পায় জো ; ছুটিতে স্টিভেন বাড়িতে এলে কথাটা তাকে ও বলেছিল পেছনে লাগার মতলবে। কিন্তু বড় ভাইয়ের ধাত চিনতে পারেনি জো, তার ঐকথা শুনে মোটেও হাসেনি তার দাদা স্টিভেন বরং চাউনিতে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে এমনভাবে চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। স্টিভেনকে কখনও হাসতে বা কাউকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে দেখেছে বলে জো'র মনে পড়ে না, হয়ত দিনরাত পড়াশুনোর মাঝে ডুবে থাকে বলেই ঠাট্টা তামাশা হজম করতে পারে না সে।

ড্রেসারের ওপর রাখা প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বের করল জো, ধরিয়ে জোরে একরাশ ধোঁয়া টানল বুকের খাঁচায়। এই ব্রাণ্ডের স্বাদ তেমন ভাল নয়। আসলে তার পছন্দ লাকিজ। এখন বিশ্বযুদ্ধে লাকিজও লড়ছে, কোম্পানি সিগারেটের কাটতি বাড়াতে বিজ্ঞাপনে এই বুলিই কপচাচ্ছে যার ফলে দর হু হু করে বেড়েছে, এখন এক প্যাকেট জোগাড় করতে হলে নগদ কুড়ি ডলার গুনে বের করতে হয় পকেট হাতড়ে, তাই অন্য ব্রাণ্ড ধরতে হয়েছে তাকে বাধ্য হয়ে। বাথরোব গায়ে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ভেতরের বারান্দা ধরে এগোল জো, বাথরুমের লাগায়ো তার বাবা মায়ের ঘর পেরিয়ে এসে ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে। তার মা পেছন ফিরে কাজ করছে, মুখ না দেখলেও জো-র পায়ের আওয়াজ তার কান এড়ালনা। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে গাজর ফালি করতে করতে ঘাড় না ঘুরিয়ে শুধু বলল, "এখন ব্রেকফাস্ট খাবে?"

"না, মা, থ্যাংকস," জো বলল, "শুধু এক কাপ কফি, প্লিজ, আর কিছু নয়।"

"খালি পেটে কফি খেতে নেই," মুখ না ঘুরিয়েই মা বলল, "ওতে পেটের খুব ক্ষতি হয়।"

"আমার খিদেই পায়নি," বলতে বলতে রান্নাঘরের টেবিলের ধারে বসে পড়ল জো, রান্নার ছুটকো জিনিস নিয়ে মেতে উঠল ছেলেমানুষি খেলায় ফলে চাপ লেগে তার সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ফিল্টার থেকে ছিটকে পড়ে গেল। গরম কফি ভর্তি কাপ তার সামনে এনে মা রাখল, সিগারেটের গোড়ার টুকরোটা চোখে পড়তে বলল, "তোমার সবচেয়ে ক্ষতি করে এই একটি জিনিস, সিগারেট, বেশি সিগারেট খেলে শরীর বাড়ে না।"

"আমি এমনিতেই পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি হয়ে গেছি, মা", মার কথা শুনে হাসি চাপতে পারল না জো, "আমি আর বাড়ব মনে হয় না।"

"তোমার চিঠিটা দেখেছো?" আচমকা মা জানতে চাইল।

"কোন চিঠি বলো তো?" চাখতে গিয়ে কফির কাপ নামিয়ে রাখল জো।

চিঠিটা পড়েছিল টেবিলের কোণে মা সেটা এগিয়ে দিল তার দিকে। ওপর থেকে দেখে সরকারি খাম বলেই জো'র মনে হল। মুখখানা খোলা। ভর্তি-অফিসের চিঠি, যুদ্ধে যাবার আগে সশস্ত্র বাহিনীর যে বোর্ড নতুন জওয়ান বাছাই করে, সেই দপ্তরের। হাত চালিয়ে খামের ভেতর থেকে কাগজখানা টেনে নিল জো, চিঠির প্রথম লাইনটা শুধু চোখে পড়ল সেখানে লেখা "শুভেচ্ছা।"

"ধ্যত্তেরি! সাত সকালে যতসব উটকো ঝামেলা।" আপন মনে আক্ষেপ করে জো মায়ের দিকে তাকাল, দেখল তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে দরদর করে, নিয়মমাফিক তাকেও যুদ্ধে যেতে হবে ভেবে এখন থেকেই কান্নাকাটি জুড়েছে।

"নাও দ্যাখো কাণ্ড," মাকে চাপা গলায় ধমক দিল জো, "এখনই হাত পা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিলে! বলি দুনিয়া কি উল্টেছে?"

"ওয়ান-এ," মা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "তোমার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডেকেছে ওরা, তিন হপ্তার মধ্যে গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রালে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে তোমায়। চিঠিতে তাই লিখেছে।"

"লিখলেই হল?" জো'র গলা চড়লো, "গত এক বছরের ওপর ওরা আমায় ওয়ান-এ গ্রুপে ফেলে রেখেছে। তার ওপর খবরের কাগজে দেখলাম নতুন জওয়ানদের মধ্যে মাত্র শতকরা চল্লিশজন স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উতরোচ্ছে। কাজেই কান্নাকাটি করে চোখের জল খরচ কোরনা, স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আমি পাশ নাও করতে পারি।"

"তেমন হলে বলব বরাতজোরে বেঁচে গেলি," নাক মুছতে মুছতে মা বলল।

"এ ব্যাপারে কিছু একটা আমরা করতে পারি তাতে আমার নিজের কোনও সন্দেহ নেই," জো হাসতে হাসতে বলল, "এক স্টিফের সঙ্গে বাবার খুব ভাল দোস্তি আছে আমি জানি, তাছাড়া চেনাজানা আরও কয়েকজন আছেন যাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করে কথা বলা যায়।"

"তা থাকতে পারে" মার গলা হঠাৎ কঠিন শোনাল, "কিন্তু ওদের দিয়ে কাজ হবে বলে মনে হয় না, ফৌজি ভর্তি বোর্ডে হাঁ-কে না করানোর ক্ষমতা ওদের নেই। আমার মনে হয় উপায় তোমার সামনে একটাই আছে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ফেল হওয়া। আচ্ছা, তুমি 'ডেলি নিউজ'-এর চাকরিটা ছাড়লে কেন? খবরের কাগজে যারা কাজ করে সরকার তাদের লড়াইয়ে পাঠায় না। ঐ কাজটা তোমার ছাড়া উচিত হয়নি।"

"হাজারবার বলেছি," জো হতাশার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, "আমি নিজে ছাড়িনি, ওরাই আমায় ছাঁটাই করেছে। ঐ ওয়ান-এ ঐতেই কপাল পুড়েছে। ওয়ান-এ গ্রুপে ঝুলে আছে এমন কাউকে ওরা চাকরিতে রাখতে চায় না। এসব লোক চাকরি বজায় রাখতে পারবে বলে ওরা বিশ্বাস করে না।"

"কেন ঐ কাগজের অতবড় নামী লেখিকা—সেই যে তোমার বান্ধবী, ঐ মাগি ইচ্ছে করলে তোমার চাকরিটা রাখতে পারত।"

জো'র মুখে কথা নেই, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। লেখিকা বান্ধবী মানে কিটি। কিটির বারোটা বাজিয়ে ছিল বলেই যে তার চাকরিটা গেছে একথা মাকে কিছুতেই বলতে পারবে না সে। খানিক বাদে কফিতে চুমুক দিয়ে জো বলল, "আমার কথা ছেড়ে দাও, মা, স্টিভেনকে নিয়ে তোমার ভাবনার এখনও ঢের দেরি, আরও চারটে বছর ও স্বস্তিতে থাকবে।"

"ইজি কাকুর কারখানার চাকরিটা সময়মত নিলে তুমিও স্বস্তিতে থাকতে পারতে", মা বললেন।

"তখনও যে আমাদের লড়াই বাধেনি মা", জো বলল, "তার ওপর তুমি জানো আমি লেখক, ঐসব কাজ আমার পোষায় না।"

"তুমি সিটি কলেজে ভর্তি হতে পারতে," মা বলল, "তাতে এই যুদ্ধে যাবার ব্যাপারটা আরও পিছিয়ে যেত।"

"হয়ত যেত," জো বলল, "কিন্তু আমি যে পরীক্ষাতেই পাশ করিনি।"

"তুমি মোটেও সিরিয়াস নও," হাল ছেড়ে দেবার গলায় মা বলল, "ভবিষ্যতের কথা মোটেও ভাবো না, যত রাজ্যের একরত্তি খুদে মাগিগুলোর পেছনে ছুটে শুধু শুধু সময় নষ্ট করলে!"

"দয়া করে এবার থামবে?" জো বিরক্ত হল, "এর পরে বলবে আরও আগে আমার বিয়ে করা উচিত ছিল।"

"ঐ খুদে মাগিগুলোর একটাকেও বিয়ে করলে যদি তোর লড়াইয়ে যাওয়া পিছোত তাহলে আমি আপত্তি করতাম না!" মা জোর গলায় বললেন।

"তাতে এমন কি লাভ হত?"

"কম করে তিনটা-এ আর একটা বাচ্চা হলে আরও বেশি লাভ হত।"

"কিন্তু সে পালাও কবে চুকে বুকে গেছে" জো বলল, "আমি বিয়েও করতে পারিনি আর বাচ্চার বাপও হতে পারিনি, তাই এসব কথা এখন ভুলে যাওয়াই ভাল।"

"এ নিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে", মা মুখ তুলে তাকাল, তার গলা শুনে জো'র মনে হল এক্ষুণি আবার কান্নাকাটি জুড়ে দেবে।

"বাবা কি বলল?"

"ওঁর অফিসে গিয়ে তোমায় দেখা করতে বলেছেন, বললেন কথাবার্তা সব সেখানেই হবে।"

"ঠিক হ্যায়!" জো হাসল, "কথা শুনে মনে হচ্ছে গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রালে যাবার আগে তিন চারটে রাত আমায় মুর্গি বাজারে কাটাতে হবে। তাতে আমার গায়ে যদি উকুন হয় ত আর দেখতে হবে না। স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাঝখানেই ওরা আমায় মারতে মারতে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।"

"বাবাকে নিয়ে আমার সামনে ঠাট্টা তামাশা মোটেও করবে না," মার গলা গম্ভীর শোনাল। টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, "ওপরে গিয়ে চটপট জামাকাপড় পাল্টে নাও ; আমি ব্রেকফাস্ট তৈরি করছি, পেটভরে খেয়ে বেরোবে।"

এখন দুপুর। ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড় উপছে পড়ছে পিটকিন অ্যাভিনিউতে, লাঞ্চে সস্তার খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে সবাই। সেই ভিড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে পা ফেলে এগোচ্ছে জো। লিটল ওরিয়েন্টাল রেস্তোরাঁর খোলা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল এবং

মধ্যে বেশির ভাগ টেবিল দখল হয়ে গেছে, রেস্তোরাঁর ভেতরে সদর দরজার ওপাশে একপাল খদ্দের লাইন করে দাঁড়িয়ে, চেয়ার খালি হলেই একেকজন এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ছে। রাস্তার ওপারে লো-উর পিটকিন থিয়েটারে ম্যাটিনি শো-এর বিজ্ঞাপন টাঙ্গানো হচ্ছে, এখন থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত টিকেটের দাম নেবে মাত্র পঁচিশ সেন্ট। কিন্তু ডাবল ফিচারের ঐ বিজ্ঞাপনে জো'র এতটুকু আগ্রহ নেই. একসময় যেসব স্টেজ শো বা ফিল্ম ওরা দেখাত তার আগ্রহ ছিল সেদিকে। ডিক পাওয়েল, ওজি নেলসন সেই জমানায় মঞ্চে অনুষ্ঠান পরিচালনার সম্রাট বলা হত তাদের, চমক দেখাতে তাদের জুড়ি ছিল না। আর সবাই যারা ছিল তারা রূপোলি পর্দার আকর্ষণে গিয়ে ভিড়েছে হলিউডে।

হাঁটতে হাঁটতে আরও চারটে ব্লক পেরিয়ে এল জো। দামি খাবারের দোকান এখানে নেই যেগুলো আছে সব সাদামাটা, ভেতরেও তেমন সাজানো নেই বললেই চলে। এমনকি রোসেনক্রান্জের ফাইভ-অ্যাণ্ড-ডাইম-এ পিজা পর্যন্ত চোখে পড়ে না, অথচ মাত্র পাঁচটা গলি আগে উলওয়ার্থে শোকেসে তা সাজানো আছে থরে থরে। মোড় পেরোলেই তার বাবার বিশাল মুর্গির কারবার দেখলে মুর্গির হাট বলে ভুল হয়। জো এবার সেদিকে এগিয়ে গেল।

পাশের রাস্তার ঠিক মাঝখানে অনেকটা জায়গা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে বানানো হয়েছে মুর্গির খোঁয়াড়, তার ওপাশে নানা জাতের কয়েক হাজার মুর্গি কঁক্ কঁক্ করতে করতে চরে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলো মৃত্যু আসন্ন আঁচ করে রোঁয়া ফুলিয়ে বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে, তাদের চোখে আতংক। খোঁয়াড়ের মাথায় ঝুলছে পেল্লায় সাইনবোর্ড, তাতে সবুজ জমির ওপর সাদা রং-এ বড় বড় হরফে লেখা :

ফিল ক্রোনোউইজ—অ্যালবার্ট পাভেনি খাবার মুর্গি পোষার মুর্গি
ইহুদি নিয়মে জবাই রেস্তোরাঁয় জোগান
ইহুদি পুরুতের নজরদারি
পাইকারি খুচরো

সাইনবোর্ডের হরফগুলো দেখতে দেখতে একটা সিগারেট শেষ করে ফেলল জো, যদিও তার বাবা তার সিগারেট খাওয়া পছন্দ করে না।

সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ফেলে রাস্তা পেরিয়ে এপারে মুর্গির খোঁয়াড়ের অফিসের কাছে এসে দাঁড়াল জো, দরজার হাতল ঘুরিয়ে দেখল চাবি আঁটা। "ধ্যাত্তেরি!" বলে সরে গেল, খোলা জায়গা দিয়ে ঢুকে পড়ল লাগোয়া খোঁয়াড়ে। এ পথে সচরাচর পা ফেলে না সে, মুর্গির কঁক কঁক আর আর্তনাদে কানে তালা লাগবার জোগাড়।

খোঁয়াড়ের সামনে পা ফেলে এগোচ্ছে জো, জানে অর্ধেকের বেশি জায়গায় জবাইয়ের মুর্গিগুলো চরে বেড়ায়। কোদালের মত দেখতে মুর্গি জবাইয়ের কয়েকটা বড় খাঁড়া সামনে গড়াচ্ছে। তাদের হাতলগুলো নলের মত লম্বা আর ফাঁপা, সেই নলের শেষে একেকটা ছোট বালতি বাঁধা—জবাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাটা মুর্গির সব রক্ত নলের ভেতর দিয়ে এসে পড়ে সেই বালতিতে। সব রক্ত ঝরে গেলে দাওয়ালা বিশুদ্ধ ইড্ডিশে ইহুদি ধর্মের মন্ত্রোর আউড়ে মুর্গি তুলে দেয় খদ্দেরের হাতে। খদ্দের মুর্গির দামের ওপর বাড়তি কিছু দিলে দাওয়ালা মুর্গি দেয় পাশের লোককে, সে লোম আর ছাল ছাড়িয়ে ধুয়ে আগুনে সেঁকে থলেতে পুরে খদ্দেরকে দেয়। জবাই থেকে শুরু করে এত ঝক্কি, এসব সামলাতে হয় তার বাবাকে।

জোর বাবার পার্টনারের নাম অ্যালবার্ট পাভোনি, সংক্ষেপে শুধু অ্যাল—মোটাসোটা গাঁট্টাগোট্টা চেহারার ইটালিয়ান, ঠোঁটে সবসময় একফালি বজ্জাতি হাসি ঝুলছে। জো'র বাবা

ফিল ক্রোনোউইনেজের চেয়ে অনেক বেশি মুর্গি বেচে অ্যাল। শুধু কম দরে দেয় বলেই নয়, তার মুর্গি জবাইয়ের সঙ্গে কোনরকম ধর্মের ভড়ংবাজি নেই, তাও একটা কারণ। অ্যালের দাওয়ালা গলা কেটেই মুর্গিটা ছেড়ে দেয় কবন্ধটা রক্ত ছিটিয়ে পাগলের মত দাপিয়ে বেড়ায়, জীবনীশক্তি ফুরিয়ে গেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন অ্যালের লোকেরা লাশগুলো তুলে টগবগে গরম জলের চৌবাচ্চায় ফেলে দেয়, খানিক বাদে জল থেকে তুলে শক্ত তারের বুরুশ দিয়ে আঁচড়ে সব পালক উপড়ে ফেলে।

ফিলের গদির কাছে একটি খদ্দেরও নেই। মুর্গির পালক আর ছাল ছাড়ায় এমন দুটো কমবয়সী ছোঁড়াকে নিয়ে দাওয়ালা অফিস-বাড়ির দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে। দাওয়ালার লম্বা চওড়া তাগড়াই চেহারা, মুখ ভর্তি কুচকুচে কালো দাড়ি গোঁফ, দেখলে ছোটদের রূপকথার জল্লাদের কথা মনে পড়ে, আপন মনে সিগারেট টানছে লোকটা।

"এই যে পুরুতঠাকুর, আছো কেমন?" ইংরেজিতে তাকে প্রশ্ন করল জো।

"কেমন আর থাকব, কোনমতে দিন কাটছে," নিখুঁত ইড্ডিশে জবাব দিল দাওয়ালা ; কিন্তু লোকটা যে তার মতই ইংরেজি বলতে পারে তা জো জানে।

"আমার বাবা কোথায়?"

"কোথায় থাকার কথা?" পাল্টা প্রশ্ন করল দাওয়ালা।

"অফিসে তালা বন্ধ" জো বলল, "জোসির খবর কি?"

বয়স যতই বাড়ুক জোসি এখনও যুবতীই আছে। এই মুর্গির কারবারের ক্যাশ আর হিসেবপত্র একা সামলায় সে।

"ও লাঞ্চে গেছে," দাওয়ালা জবাব দিল।

"আমার বাবার সঙ্গে গেছে?" জানতে চাইল জো। কেন কে জানে জো'র ধারণা তার বাবা ফাঁক পেলেই জোসির পেছনে ঘুরঘুর করে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার ফিকির খোঁজে। বুক, কোমর, পাছা জোসির সবই এখনও আঁটোসাটো, ফেটে পড়ছে যেন—তার বাবার যেমনটি পছন্দ।

"কাকে নিয়ে লাঞ্চে বেরোল তা দেখা আমার কাজ নয় বাপু," দাওয়ালা তেরিয়া মেজাজে বলল, "আমি দিনরাত নিজের ভাবনায় আছি, অন্যের দিকে নজর দেবার সময় আমার নেই।"

'ধ্যাৎ, গুখেকোর ব্যাটা!' আপন মনে গালি দিয়ে সরে এল জো, তখনই দেখল তার বাবার পার্টনার অ্যাল কাটা মুর্গি সেদ্ধ করার চৌবাচ্চার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

"কি খবর, বাপ?" নিখুঁত ইড্ডিশে জানতে চাইল অ্যাল, "কেমন আছো?"

"আরে অ্যাল কাকু" হাসল জো, "তুমি দেখছি আমার চেয়েও ভাল ইড্ডিশ বলতে শিখেছো!"

"বাবাকে খুঁজতে এসেছো ত?" এবার ইংরেজিতে বলল অ্যাল, "সোজা লিটল ওরিয়েন্টাল রেস্তোরাঁয় চলে যাও, তোমার বাবা ওখানে লাঞ্চ খাচ্ছে, তুমি এলে ওখানে যাবার কথা আমায় বলতে বলে গেছে।"

"লিটল ওরিয়েন্টাল?" ভুরু কোঁচকাল জো, "কিন্তু জেক কাকু কি বাবাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে?"

"কেন, ঢুকতে দেবে না কেন, তোমার মা সঙ্গে নেই বলে?" নিজের রসিকতায় হেসে ফেলল অ্যাল।

"তা নয়," জো বলল, "পাছে মুর্গির চামড়ার উকুন বাবা ওখানে নিয়ে যায়, তাই।"

"আরে না, সে ভয় নেই।" আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল অ্যাল, "তোমার বাবা কাজ সেরে গরম জল আর সাবান দিয়ে ভাল করে চান করে ভাল স্যুট পরে বেরিয়েছে। চান না করলেও জেক ওকে আটকাত না। তোমার বাবা মিঃ বুখালটারের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছে।"

"মিঃ বুখালটার তার মানে ওরাহ্?" অ্যাল জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। জবাব দেবার দরকার নেই : জো জানে ওরাহ্ আর লেপকি, মৃত্যুদূতের চেয়েও ভয়ানক এই দুই পাতালপুরীর অসুর নিউ ইয়র্কের পূবদিকের এলাকা সমেত গোটা ব্রাউনসভিল নিজেদের খেয়ালখুশিমত শাসন করে ; তাদের দাপটে পুলিস তটস্থ, দুর্দান্ত মাফিয়ারা পর্যন্ত তাদের ঘাঁটাতে ভয় পায়।

"ঠিক আছে, অ্যাল কাকু," হাত নাড়ল জো, "আমি ওখানেই যাচ্ছি, থ্যাংকস।"

"তোমার ওয়ান-এ'র খবর পেলাম," অ্যাল বলল, "শুনে আমারও ভাল লাগছে না, যাক, মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আরেকটা থ্যাংকস, অ্যাল কাকু," বলল জো, "ফল যাই দাঁড়াক, আমি জানি একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

দুই

লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, শুয়োরের মত ঘাড়ে গর্দানে মিশে একাকার হয়ে গেছে, চওড়া কানাত দেয়া টুপির আড়ালে চোখের ভাষা ঢাকা পড়েছে, এই হল লুই বুখালটার, দু'পাশে দু'জন বিশ্বস্ত লোককে নিয়ে অনেকক্ষণ আগেই সে এসে বসেছে গোলটেবিলে, তার মুখোমুখি বসে জোর বাবা ফিল ক্রোনোউইজ, চোখেমুখে কৃপাপ্রার্থীর হাবভাব। জো এসে বসল বাপের পাশে।

"এটিই তোমার ছেলে?" ইশারায় জো-কে দেখাল লুই।

"হ্যাঁ," সংক্ষেপে জবাব দিল ফিল।

"তুমিই লেখালেখি করো?" জো'র দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল লুই।

"আজ্ঞে হ্যাঁ," ভদ্রভাবে জবাব দিল জো।

"এ তো ভাল ছেলে হে, ফিল," লুই তাকাল জো'র বাবার দিকে, "দেখতে শুনতেও বেশ ভাল। তা ওকে নিয়ে কি মুশকিলে পড়েছো?"

"ছেলে আমার ওয়ান এ-তে পড়ে গেছে। লুই," জো'র বাবা বিনয় বিগলিত গলায় বলল, "ওর মায়ের শুধু পাগল হতে বাকি ; খাওয়া ঘুম ভুলে দিনরাত বেচারি শুধু চোখের জল ফেলছে, বলছে কিছুতেই ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাবে না। দোহাই, তুমি কিছু একটা করো?"

"ওয়ান-এ, তার মানে ফৌজি দপ্তরের ভর্তি-অফিস ওকে দৈহিক পরীক্ষার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। সেখানে কতদিনের ভেতর হাজিরা দিতে হবে?"

"তিন হপ্তার ভেতরে।"

"গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল, তাই না?" আপন মনে বলল লুই, "ওদের সামলাতে গেলে খরচাপাতি কিছু বেশি পড়বে, ফিল। এখানে কাছাকাছি ফৌজি অফিসের ব্যাপার হলে কম খরচে হত, কাজটাও সহজে হয়ে যেত।"

"তাহলেও তুমি কাজটা করে দিতে পারবে ত?" ভিতু ভিতু গলায় জানতে চাইল ফিল।

"করাটা অসাধ্য কোনও কাজ নয়, ফিল," লুই বলল, "তবে ঐ যা বললাম, ওখানে খরচ কিছু বেশি হবে।"

"বেশি বলতে কি রকম?"

"তা কম করে দু' হাজার ডলার ত বটেই। সেই সঙ্গে ব্যাংকের মুনাফার শতকরা পঁচিশ ভাগ।"

"এত খরচের কাজ এটা নয়, বাবা," জো বলল, "আমার ফোর-এফ পাবার শতকরা চল্লিশ ভাগ চান্স আছে।"

"তুমি একদম বেশি কথা বলবে না।" ফিল ছেলেকে ধমকে উঠল, "সব কিছুতেই ওস্তাদি করা চাই, না?"

বাপের ধমক খেয়ে মুখ গোমড়া করে বসে রইল জো, তার বাবা এবার গলা ঝেড়ে খোশামুদে গলায় বলল, "লুই, আর কোনও পথ কি সত্যিই নেই?"

খুব জোরে মাথা নেড়ে নেই শব্দটা বোঝাতে গিয়ে থেমে গেল লুই, ইশারায় জোকে দেখিয়ে বলল, "ফিল, তোমার এই ছেলে কাজকর্ম কিছু করে?"

"না লুই," ফিল জবাব দিল, "কাজকর্ম বলতে শুধু ম্যাগাজিনে লেখালেখি, তা সে কাজটা ও বাড়িতে বসেই করে। ওর ঘরে একটা টাইপরাইটার আছে, তাতে কাগজ পরিয়ে খুটখাট টাইপ করে লেখালেখির যা কিছু কাজকর্ম করে ও।"

"যদি ওকে কোনও দোকানের কাজে লাগিয়ে দিই, করবে?" জানতে চাইল লুই বুখালটার।

"কিসের দোকান?"

"ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না, ফিল," লুই আশ্বাস দিল, "দোকান একেবারে সাফ, খারাপ জিনিস কিছু নেই সেখানে। তোমার ছেলেকে শুধু দুটো কাজ করতে হবে—দিনে টেলিফোন মেসেজ যত আসবে তাদের জবাব দিতে হবে এছাড়া মাঝেমাঝে কিছু প্যাক করা মাল পাচার করতে হবে এখানে ওখানে।"

ফিল কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

"তোমার ছেলে এই কাজটা করতে রাজি হলে ওর নামধাম খুব সহজে পাল্টে দেয়া যায়।" লুই বলল, "দোকানটা ম্যানহাটানে। ওখানে মাথা গোঁজার মত একটা জায়গা পেয়ে গেলে আর ভাবনা নেই, ফৌজি অফিসে ওর ভর্তির যেসব কাগজপত্র আছে সব আমরা তখন 'হাপিশ' করে দেব, তারপর ওর একটা নয়া নাম দেব। হপ্তায় ও পঁচিশ ডলার করে পাবে। বলো, জো, রাজি?"

"রাজি হব না কেন," জো বলল, "কিন্তু ওখানে কাজ করে লেখালেখির সময় পাব?"

"লেখালেখি করতে যতটা সময় দরকার তার পুরোটাই পাবে," লুই বুখালটার মুখ টিপে হাসল।

"তুমি যেখানে কাজ করবে সেটা নামেই দোকান, কিন্তু কোনও খদ্দের সেখানে ঢোকেনা।"

"আমার ছেলেটাকে শেষকালে কোনও ঝামেলায় ফেলবে না ত?" ভিতু ভিতু গলায় জানতে চাইল ফিল।

"তোমার ছেলেকে ঝামেলায় ফেলব আমি?" পাল্টা প্রশ্ন করল লুই বুখালটার, "কথাটা তোমার মনে এল কি করে ফিল?"

"তা তুমি ফেলবে না আমি জানি," ফিল বলল, "কিন্তু তুমি না চাইলেও এক্কেক সময় সব কেমন তালগোল পাকিয়ে ঝামেলা বেধে যায়, তা ত জানো?"

"তোমার ছেলের ভালমন্দের ব্যাপারে আমি নিজে জামিন রইলাম, ফিল। ও কাজটা নিলে আমিও কথা দিচ্ছি খানিক আগে ব্যাংকে মুনাফার যে শতকরা পঁচিশ ভাগ চেয়েছিলাম সেটা ছেড়ে দেব।"

"আর যে দু'হাজার ডলার চাইলে সেটা?"

"ওটা তোমায় দিতেই হবে, ফিল," লুই বলল, "টাকাটা আমি নিচ্ছিনা, ফৌজি দপ্তরের কেরানিগুলোকে ঘুষ দেবার জন্য খরচ হবে।"

"ঠিক হ্যায়," হাত বাড়িয়ে দিল ফিল, "তাহলে ঐ কথাই রইল, একদম পাকা!"

ফিলের হাতে হাত মিলিয়েই জো-র দিকে তাকাল লুই, "ভর্তি-অফিসের কার্ড আর নোটিশ সঙ্গে এনেছ?"

"এনেছি," নিরুত্তাপ গলায় জো বলল।

"ওগুলো দাও কাজে লাগবে।"

কাগজগুলো পকেট থেকে বের করে টেবিলে রাখল জো। কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে লুই বুখালটার পাশে বসা তার ডানহাতকে দিল। ডানহাত সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো নিজের জ্যাকেটের পকেটে চালান করে দিল।

"ক্রোনোউইজ," লুই বলল, "বাপের দেয়া নাম আর পদবি তোমায় বরবাদ করতে হবে জো। পছন্দসই কোনও নাম চটপট ভেবে বের করো।"

"আমি জোসেফ ক্রাউন" ছদ্মনামে ম্যাগাজিনে লেখালেখি করি, জো বলল।

"বাঃ, বেশ লাগসই নাম", ঘাড় ঘুরিয়ে ডানহাতকে হুকুম দিল লুই, "এটা হবে ওর নয়া নাম, খেয়াল রেখো।"

ডানহাত সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

"কাগজ কলম নাও," জোকে বলল লুই, "একটা নাম আর ঠিকানা বলছি, লিখে নাও।" জো কাগজ কলম খুলে তৈরি হতে সে বলল "ক্যারিবিয়ান ইম্পোর্টস, ঠিকানা ফিফটি থার্ড স্ট্রিট অ্যাণ্ড টেন্থ অ্যাভিনিউ। ওখানে যে লোক থাকবে তার নাম জ্যামাইকা। টেলিফোন বই থেকে নম্বরটা বের করে নিও।" কেমন, ঠিক আছে?

"হ্যাঁ, ঠিক আছে," জো বলল।

"তাহলে ফিল, আর কিছু বলবে?" জো-র বাবার দিকে তাকাল লুই।

"না লুই," ফিল বলল, "যে উপকার আমার করলে টাকার দামে তা শোধ হয়না, আমি আজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।"

"এটুকু না করলে আর বন্ধু কিসের?" বলে উঠে দাঁড়ালো লুই বুখালটার, তার ডান হাত বাঁহাতও উঠে দাঁড়াল দু'পাশে। "আচ্ছা আমি রান্নাঘর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। গুড বাই, জো।"

"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মিঃ বুখালটার," জো বলল।

লুই বুখালটার তার ডানহাত আর বাঁহাতকে নিয়ে বিদেয় হবার পরে ফিল তাকাল ছেলের দিকে, "শুধু তোমায় মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এটা করলাম। নয়ত তুমি যুদ্ধে গিয়ে দুশমনের গুলি খেয়ে মরলে আমার কিছু যায় আসে না।"

জো জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে রইল। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিলের কষ্ট হল, দু'হাতে তার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আই, মুখ তোল, ভারি একটু বকেছি তাতেই মনখারাপ হয়ে গেল? খিদেয় ত মুখখানা শুকিয়ে গেছে বাপ, এখানে লাঞ্চ খাবি?"

"না বাবা, ধন্যবাদ," জো মুখ তুলে স্বাভাবিক গলায় বলল, "বেরোবার আগে মা ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিয়েছে পেট এখনও ঠেসে আছে।"

"তাহলে চল, যাওয়া যাক," বলে তার বাবা উঠে দাঁড়াল। ফিল ক্রোনোউইজ লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, "বেস্পতিবারের বিকেলে খদ্দের সামলাতে গিয়ে তখন মুখ তুলে তাকাবারও সময় পাবনা" ছেলেকে নিয়ে সে এগোবার আগে রেস্তোরাঁর মালিক জোক ছুটে এসে দাঁড়াল, তেরিয়া মেজাজে বলে উঠল, "তোমরা ভেবেছ কি, শুনি? এতক্ষণ বকবক করে কিছু না খেয়েই চলে যাচ্ছ? একজন ত দুই চ্যালাকে নিয়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দিব্যি গলে গেল,

এখন তোমরাও বেরিয়ে যাচ্ছ। বলি এটা রেস্তোরাঁ না মিটিং হল? তোমরা এমন করলে আমি কারবার চালাব কি করে বলতে পারো?"

কথাগুলো ফিলের গায়ে লাগল, একটা দশ ডলারের নোট বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে বলল "নাও, মেলা বকবক করে ভরদুপুরে আমার মাথাটা গরম কোর না। ভারি আমার কারবারী এলেন? নাও, তোমার লোকসান পুষিয়ে দিয়ে গেলাম, টাকাটা চটপট তুলে নাও।"

"চলে আয় জো।" বলে ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে রেস্তোরাঁর বাইরে বেরিয়ে এল ফিল। ছেলে তখনও চুপ করে আছে দেখে বলল, "তুই কি একটা কথাও বলবি না ঠিক করেছিস?"

"কেন বলব না বাবা," উঁচু হয়ে দুহাতে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু খেয়ে জো বলল. "তোমায় অশেষ ধন্যবাদ, বাবা।"

চোখের জল সামলে ধরা গলায় ফিল বলল, "এখন কোনদিকে যাচ্ছিস?"

"একটা ম্যাগাজিনে লেখার ব্যাপারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে" জো বলল, "সেখানেই যাব।"

"যা তাহলে," ফিল বলল, "রাতে কথা হবে দেখেশুনে যাস, তোর ভাল হোক, চলি!"

ক্যানাল স্ট্রিটে সাবওয়ে স্টেশন থেকে উঠে এল জো। হল্যান্ড সুড়ঙ্গের ভেতর ট্রাক ঢুকছে বেরোচ্ছে, তাদের আওয়াজে কানে তালা ধরার জোগাড়। পথের কোণে দাঁড়িয়ে জো তাকাল ট্র্যাফিক সিগন্যালের দিকে, আলোর রং পাল্টালেই হেঁটে পথ পেরিয়ে উল্টোদিকে চলে আসবে সে। উল্টোদিকে কোণের মাথায় একটা বড় বাড়িতে ম্যাগাজিনের অফিস।

বাড়িটা বেশ পুরোনো, হালে অনেক মেরামত করে তার যৌবন ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আগে পুরোনো এলিভেটরে শুধু মালপত্র তোলা হত, এখন মালপত্রের পাশাপাশি ওপরে উঠতে মানুষও চাপছে। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে এসে নির্দিষ্ট বাড়িতে ঢুকল জো, এলিভেটরে চেপে উঠে এল দু'তলায়। গ্রিলের গেট খুলে বাইরে আসতেই স্বচ্ছ কাঁচের দরজার মুখোমুখি হল সে। সেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পায়ে পায়ে কিছুদূর এগিয়ে এল জো, দেখল এক জায়গায় কালো হরফে লেখা সার্চলাইট কমিকস্। পাশে একখানা তীর আঁকা। সেই তীর চিহ্ন বরাবর হাঁটতে লাগল জো। ঢাকা করিডর ধরে এগোচ্ছে সে, জানালার ওপাশে ম্যাগাজিনের আর্ট ডিপার্টমেন্ট, জো জানে সেখানে আর্টিস্ট আর ইলাস্ট্রেটররা এই মুহূর্তে যে যার ড্রইংবোর্ড আর ইজেলে নাক ডুবিয়ে মনপ্রাণ দিয়ে ম্যাগাজিনের একেকটি চরিত্র আর দৃশ্যপটে প্রাণসঞ্চার করতে ব্যস্ত। এছাড়া দেয়ালের ওপাশে আছে সম্পাদকীয় দপ্তর আর বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মীদের সারি সারি চৌকো অফিস। কাঁচের দেয়াল হলেও কোনটিরই দরজা নেই। আচমকা দেখলে জেলখানার সেল বলে মনে হয়। একটু থামল জো। তারপর একটা দরজাহীন খোলা অফিসে ঢুকে পড়ল।

মিঃ হ্যাজল অনেকগুলো ম্যাগাজিনের সম্পাদক, টেবিলের ওপর গাদাগাদা পাণ্ডুলিপি আর আর্টওয়ার্কের আড়ালে তিনি ঢাকা পড়েছেন, জোকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে বললেন, "এস জো, এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

"মিঃ হ্যাজল খবর ভাল ত?" হাসল জো, "আমার একটা চেক তৈরি আছে ত?"

"এখনও হয়ে ওঠেনি," টাকলু মিঃ হ্যাজল চশমার আড়াল থেকে প্যাঁচার মত কুতকুতে চোখে জোকে দেখতে দেখতে বললেন, "দু'একদিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। 'স্পাই সি অ্যাডভেঞ্চারে' তোমার লেখা গল্পটা আমাদের খুব ভাল লেগেছে সেই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলার ছিল।"

"আমার কাছে এতো রীতিমত সুসংবাদ" জো তখনও দাঁড়িয়ে। খুদে অফিসে তার বসার আর একটি চেয়ারও নেই।

"বড়কর্তার সঙ্গে কথা বলছিলুম" বললেন মিঃ হ্যাজল, 'গল্পটা ওঁরও মনে ধরেছে। তবে উনি এও বললেন যে ঐ গল্পের পক্ষে আড়াই হাজার শব্দ অনেক বেশি হয়ে যাবে, সঙ্গে কোনও ইলাসট্রেশন না থাকলে ওটা একাই দশ পাতা খেয়ে নেবে। কিন্তু অত জায়গা ত হাতে নেই, আমরা একেকটা গল্পের জন্য বড়জোর পাঁচ পাতা জায়গা দিতে পারি। তার বেশি হলে চলবে না।"

"তাহলে এখন কি করতে হবে?" জানতে চাইল জো।

"বড়কর্তা ওটাকে ধারাবাহিক ভাবে ছাপাতে চাইছেন, হয়ত গোটা কুড়ি অধ্যায় হবে, প্রত্যেক সংখ্যায় একটা করে বেরোবে।"

"শব্দ পিছু এক পেনি হিসেবে ধরলে পাঁচশো শব্দ নিয়ে একেকটা অধ্যায়," জো সরাসরি তাকাল মিঃ হ্যাজলের দিকে, "তাতে আমার পাওনা দাঁড়ায় গল্প পিছু পাঁচ ডলার। কিন্তু লেখকের চেয়ে ইলাসট্রেটররা বেশি পাচ্ছে, পাতা পিছু আপনারা ওদের পঁচিশ ডলার দিচ্ছেন।"

"ঐভাবেই আমাদের ম্যাগাজিন চালাতে হয়।" হ্যাজল বললেন, "এই বটতলা মার্কা ম্যাগাজিনের গল্প কোনও খদ্দের পড়ে না, পাতায় পাতায় মেয়েদের শরীরের যেসব রসাল ছবি ছাপা হয় সেসব তারিয়ে তারিয়ে দেখবে বলেই লোকে এগুলো কেনে।"

"হতে পারে," জো বলল, "তাহলেও আমার মজুরি আরও বাড়ানো দরকার।"

"দাঁড়াও, একটা বুদ্ধি এসেছে," হ্যাজল বললেন। "তোমার গল্পের ঐ হনি সোনা চরিত্রটা বড়কর্তার খুব মনে ধরেছে। হনি সোনা নামে প্রত্যেক মাসে একটা ফিচার লেখানোর কথা আমি ওঁর কাছে পাড়ব। ওটা প্রত্যেক সংখ্যায় হনি সোনাকে নিয়ে আলাদা একেকটা অ্যাডভেঞ্চার হবে। তাহলে উনি তোমায় শব্দ পিছু দু'সেন্ট দেবেন। ফিচার পিছু সাড়ে সাত শো শব্দ তাতে তুমি প্রতি মাসে পনেরো ডলার পাবে তাছাড়া আমাদের জন্য অন্যান্য গল্পও লিখতে পারবে।"

"আপনার কি মনে হয় উনি রাজি হবেন?"

"আমি এখুনি যাচ্ছি, গিয়ে দেখি ওঁকে রাজি করাতে পারি কিনা," হ্যাজল বললেন, "তার আগে বলো তুমি রাজি কিনা।"

"আমি রাজি", বলল জো।

"বারান্দা থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এসে বোস্" হ্যাজল চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, "আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।"

"ওখানে একটা চেয়ার নিয়ে বোস গে," সাজিয়ে রাখা চেয়ারগুলো দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন মিঃ হ্যাজল, "আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি।"

জো বারান্দায় গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সিগারেট বের করে দেখল বারান্দার শেষ মাথায় একটা ঢাকা কামরার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন মিঃ হ্যাজল। বাড়ির এই তলার ঐ একটি ছাড়া চারদিক ঢাকা কামরা আর নেই, মিঃ হ্যাজলের বড় কর্তা বসেন ওখানে। সিগারেট ধরিয়ে অনেকটা ধোঁয়া ছাড়তেই তার নজর গিয়ে পড়ল বসা একটি কমবয়সী মেয়ের দিকে, একমনে টাইপ করে যাচ্ছে সে। জো একদৃষ্টে তাকে দেখছে টের পেয়ে মেয়েটির অস্বস্তি হল, আঙুল নামিয়ে মুখ তুলে জানতে চাইল, "আপনিই জো ব্রাউন?"

ঘাড় নেড়ে সায় দিল জো।

"আপনার পাঠানো বেশিরভাগ লেখাই আমি পড়ে ফেলেছি" স্বাভাবিক গলায় মেয়েটি বলল, "খুব ভাল হাত আপনার, মিঃ হ্যাজল বলছিলেন এখনকার লেখকদের মধ্যে আপনিই সেরা।"

"ধন্যবাদ," জো হাসল "এসব কথা শুনলে এত ভাল লাগে যা ভাষায় বলে বোঝানো যায় না।"

"আমি বলব এদের কাগজের পক্ষে আপনি বেশ ভাল লিখছেন," মেয়েটি বলল, "ভাল নামী ম্যাগাজিনগুলোতে লেখেন না কেন?"

"চেনাশুনো নেই তাই", জো বলল, "চেনাশুনো থাকতে হয় নয়ত ওরা আপনার লেখা পড়া দূরে থাক ছুঁয়েও দেখবে না।

"তাহলে কোনও এজেন্টকে ধরে লেখা পাঠান।"

"সেখানেও চেনাশোনা লাগে", জো বলল, নতুন্ লেখকদের লেখা পড়ার মত সময় এজেন্টদের হাতে নেই।"

"আমার চেনা একজন এজেন্ট আছে তার নাম ঠিকানা দেব আপনাকে," মেয়েটি বলল, "কিন্তু দেখবেন, মিঃ হ্যাজল যেন এসব জানতে না পারেন।"

"কথা দিলাম, জানতে পারবে না।" জো বলল।

ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটি দেখল বড়কর্তার কামরা থেকে মিঃ হ্যাজল বেরোননি। সে এই ফাঁকে একটুকরো কাগজে একটা নাম টাইপ করে জো-র দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, "নিন, টাকলু বেরোবার আগে ঝটপট পকেটে চালান করে দিন।" তার গলা অল্প নার্ভাস ঠেকল।

"আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হল না", বলল জো।

"ঐ কাগজের পেছনে আমার নাম আর টেলিফোন নম্বর আছে।" সে বলল, "কিন্তু রবিবার আমার ছুটি তাই শুধু ঐদিন আমায় বাড়িতে পাবেন।"

"ঠিক আছে," জো বলল। "রবিবার টেলিফোন করব আপনাকে, অজস্র ধন্যবাদ।"

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বড়কর্তার কামরার দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মিঃ হ্যাজল, জো-র কাছে এসে বললেন, "চলো, বড়কর্তা মিঃ কাহন তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।" সম্পাদক মিঃ হ্যাজলের পেছন পেছন জো এসে ঢুকল বড় কর্তার বন্ধ কামরায়। কামরা খুব বেশি বড় নয়। এককোণে চারটে জানালা জো-র নজরে পড়ল। নকল মেহগনি কাঠের দেয়াল আর ডেস্ক। দেয়ালের গায়ে ম্যাগাজিনের বিভিন্ন সংখ্যার প্রচ্ছদ ঝুলছে।

ভারিক্কি চেহারার মিঃ কাহনের মুখখানা বেশ হাসিখুসি, চুলের ঘন জঙ্গলের নীচে চোখে টরটয়েজ শেলের ফ্রেমের চশমা। "জো", চেয়ার থেকে উঠে করমর্দন করতে হাত বাড়িয়ে ভরাট গলায় বললেন, "প্রতিভাশালী লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হতে আমি ভালবাসি আমার মতে আপনি আমাদের সেরা লেখক।"

"ধন্যবাদ, মিঃ কাহন", জো বলল।

"হ্যাজলকে বলেছি ওঁর প্রস্তাবে আমি রাজি, তাতে আপনি শব্দ পিছু পাবেন দু সেন্ট। আগেই বলেছি, প্রতিভার পুরস্কার দেয়াই আমাদের নীতি।"

"বুঝেছি, মিঃ কাহন্" আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি" বলে জো হ্যাজলের পেছন পেছন বাইরে বেরিয়ে এল।

"জানতাম উনি এককথায় রাজি হয়ে যাবেন।" শামুকের খোলার মত নিজের একরত্তি অফিসে ঢুকে হ্যাজল হাসলেন।

"আগেভাগেই অত নিশ্চিন্ত হলেন কি করে?" জানতে চাইল জো।

"তোমার গল্পের শেষ দৃশ্যটা মনে আছে?" হ্যাজল বললেন, যেখানে আরবী শেখটা ওর তলোয়ার দিয়ে হনিসোনার ব্রা ছিঁড়ে দিল আর ভেতর থেকে হনির পুরুষ্ঠ বুক বেরিয়ে পড়ল, মনে পড়ে?"

"মনে পড়ছে" জো বলল।

মিঃ কাতন বলছিলেন একসময় পিয়েরো লুই-এর লেখা 'আফ্রোদিতি' পড়ে ওঁর গা সাংঘাতিক গরম হয়ে উঠেছিল তারপর এত লেখা পড়েছেন কিন্তু ঠিক তেমনটি আর হয়নি। অনেকদিন পরে তোমার লেখায় ঐ বর্ণনা পড়ে ওঁর শরীর নাকি তেমনই তেতেপুড়ে উঠেছিল।"

"কথাটা আরও আগে বলতে কি হয়েছিল?" হেসে উঠল জো, "তাহলে আমার লেখার জন্য শব্দপিছু তিন সেন্ট আপনার ওঁর কাছে চাওয়া উচিত ছিল।"

"ধৈর্য ধরো, জো", হ্যাজল বললেন, "ওঁকে একটু সময় দাও। এবার তাহলে তুমি কাজে লেগে যাও। আগে আড়াই হাজার শব্দের গল্পগুলোকে ছেঁটেকেটে সাড়ে সাতশোয় আনতে হবে।"

তিন

এইত সেই রাস্তা। পকেট থেকে টাইপ করা কাগজের চিলতেটুকু বের করে ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিল জো, কয়েক পা এগিয়ে এসে ঠিকানা মিলিয়ে একটা বড় অফিস বাড়ির সামনে এসে থামল সে।

কাগজটা পকেট থেকে আবার বের করে চোখের খুব কাছে নিয়ে এল। বড় বড় হরফে টাইপ করা :

লরা শেলটন
পিয়ার্সল অ্যাণ্ড মার্সাল এজেন্সি ইস্ট থার্টি নাইন্থ স্ট্রিট
টেলি : লেক্সিংটন ২২০০

এর পরে টাইপিস্ট মেয়েটা তার নিজের নাম আর টেলিফোন নম্বর জুড়ে দিয়েছে।

ক্যাথি শেলটন। টেলিঃ ইয়র্কটভল ৯৮৩১। পুনশ্চ। আজ রাতে আমার বোনকে তোমার কথা বলে রাখব তাই কালকের আগে ওকে টেলিফোন কোর না যেন। কে. এস।

ভাষা পড়েই জো-র মনটা খুব খুশি খুশি হল, তার মনে হল ক্যাথি মেয়েটাই তাকে সৌভাগ্যের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। এই এজেন্সির নাম সে আগেও শুনেছে শহরের যে কটা নামী আর সেরা লিটারেরি এজেন্সি আছে এটা তাদের অন্যতম। এর আগে বহুবার সে তাদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সে নতুন লেখক বলেই হয়ত টেলিফোন অপারেটর অথবা রিসেপসনিস্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেয়নি তাকে।

ক্যানাল স্ট্রিট ধরে হাঁটছে জো। বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে অফিস ফেরতা মানুষের আর বাড়ছে গাড়িঘোড়ার চাপ।

সেই কখন বাড়ি থেকে বেরোবার মুখে মা জোর করে ভরপেট ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিয়েছিলেন সে-খাওয়া পেটের কোন খানাখন্দে ঢুকে হজম হয়ে গেছে। তারপর সারাদিনে পেটে আর কিছু পড়েনি। এতক্ষণে খিদে আর তেষ্টা দুই-ই চাগিয়ে উঠছে থেকে থেকে।

আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকাল জো। পাঁচটা বাজতে বেশি দেরি নেই। পরের মোড়টায় পৌঁছে মেঠাইয়ের দোকান দেখেই ভেতরে ঢুকে পড়ল। কাউন্টারের ওপাশে

দাঁড়ানো লোকটার চোখে চোখ পড়তে একটা এগ ক্রিমের অর্ডার দিল।

"বড় না ছোট, কোনটা খাবেন?" লোকটা জানতে চাইল। "একটা বড়, হাত দিয়ে বড় মাপ বোঝাল জো। "সাত সেণ্ট দিন", বলেই ডিপ ফ্রিজ খুলে বড় এক গ্লাস চকোলেট ড্রিংক বের করে লোকটা তার সামনে রাখল। কাউন্টারে একটা ডলার রেখে গ্লাস নিয়ে উল্টোদিকে পে ফোন কাউন্টারে চলে এল জো, রিসিভার কানে ঠেকিয়ে ফুটোর ভেতর খুচরোগুলো ফেলে দিতেই আওয়াজ হল। সেই আওয়াজ শুনে নম্বর ডায়াল করল সে। এই নতুন পে ফোনের কেরামতি আলাদা। এতে অপারেটরের গলা শোনা যায় না। উল্টোদিকে রিং হচ্ছে স্পষ্ট কানে এল, সেই আওয়াজের দিকে কান রেখে বাঁ হাতে ধরা গ্লাসে আলতো চুমুক দিল জো। কয়েক সেকেণ্ড বাদে ওপাশ থেকে মেয়েলী গলায় কেউ বলল 'হ্যালো!' "লুটেসিয়া? আমি জো।" "আরে জো, খবর কি তোমার, আছো কেমন?" লুটেসিয়ার গলা খুব সরু ঠেকল জো-র কানে। টিনের বাসনে চামচে ঠুকলে যেমন আওয়াজ ওঠে, তেমন।

"কিটি বাড়িতে?" জানতে চাইল জো।

"হ্যাঁ, এখনও ঘুমোচ্ছে।"

"বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হতে চলল, এখনও খোঁয়াড়ি ভাঙ্গল না? কত নেশা করেছে?" "ওর মনটাই হাওয়া হয়ে গেছে," লুটেসিয়া বলল, "যাই বলো না কেন এখন ওর মাথা কাজ করবে না, তোমার কথা শুনে খালি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে।"

'দূর গুখাকি!' চাপাগলায় আপন মনে খেঁকিয়ে উঠেই নিজেকে সামলে নিল জো, "যে কাজটা করে দিয়েছি তার বাবদ পুরো পাঁচ ওর আমায় দেবার কথা। টাকাটা আজ তৈরি থাকবে বলেছে কিটি।"

"বলে থাকলে হয়ত মালটা ওর কাছেই আছে," বলেই হাসল লুটেসিয়া, "কিন্তু তার আগে তোমার এখানে আসতে হবে ওর খোঁয়াড়ি ভাঙ্গাতে হবে।"

"টাকাটা এই মুহূর্তে আমার খুব দরকার বলেই ফোন করছি," জো বোঝানোর চেষ্টা করল, "সঙ্গে গাড়ি ভাড়া যা ছিল জলখাবার খেয়ে তোমায় ফোন করতে সব বেরিয়ে গেল।"

"একটু কষ্ট করে চলে এসোই না বাপু," লুটেসিয়া বলল, "কপালে থাকলে ঠিক পেয়ে যাবে আর কিটিরও খোঁয়াড়ি ভাঙ্গবে।" গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে একমুহূর্ত ভাবল জো। এখন তার আর কিছু করার নেই। কোথাও যাবারও নেই। "ঠিক আছে," জো বলল, "আমি আধঘণ্টার ভেতর যাচ্ছি।"

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দোরগোড়ায় লুটেসিয়াকে দেখল জো। পেছনে হলঘরের ঠিকরে আসা জোরালো আলোয় লুটেসিয়ার শিফনের ড্রেসিং গাউনের ভেতরের উদোম শরীরের আভাস স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

"কিটির ঘুম এখনও ভাঙ্গেনি," জো ভেতরে ঢুকতে বলে উঠল লুটেসিয়া। জো কিছু না বলে ঘুরে দাঁড়াতে হলঘরের দরজা ভেজিয়ে পাল্লায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল লুটেসিয়া তার হাতে ধরা লাল ওয়াইন ভর্তি গ্লাসটা তখনই দেখতে পেল জো। লুটেসিয়ার একরাশ থোকা থোকা চুল ঘাড়ের ওপর ঝাপটাচ্ছে, নীল চোখের বড় বড় তারা দুটো অস্পষ্ট রহস্যময় ঠেকছে ফিল্মের স্লো মোশনের ঢং-এ আলতো করে পা ফেলছে লুটেসিয়া। অ্যাপার্টমেণ্টের ভেতর পোড়া ম্যারিজুয়ানার কড়া গন্ধ ভাসছে।

"তুই নিজেও ত ভালই দম মেরেছিস দেখছি," লুটেসিয়ার অস্পষ্ট রহস্যমাখানো চোখের দিকে তাকিয়ে বলল জো।

"মারলেও আমার দশা ওর মত হয়নি। ভদ্‌কা আর চা কখনও মেশেনা তা ত জানিস।"

অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে কম্বাইণ্ড লিভিং-অ্যাণ্ড-ডাইনিং রুমে লুটেসিয়া নিয়ে এল জোকে। সামনে বিশাল কৌচ তার ওপর আচমকা হাত পা ছড়িয়ে আলুথালু হয়ে শুয়ে পড়ল লুটেসিয়া। পা জোড়া তুলতেই পরণের ড্রেসিং গাউন পা থেকে সরে কোমর পর্যন্ত উঠে এল। জো আড়চোখে দেখল ঐখানে একটা পাতলা বেল্ট দিয়ে গাউনখানা কোমরে এঁটেছে সে।

"অ্যাই. শোন্, তাকা এদিকে," মেজাজী গলায় জো-কে হুকুম করল লুটেসিয়া, "ককটেল টেবিলে এক বোতল ওয়াইন আর কয়েকটা গ্লাস রাখা আছে, ওগুলো চটপট নিয়ে এসে বোস্ আমার পাশে।"

"তুই যত খুশি গেল, কিন্তু আমায় বাদ দে," জো বলল, "টেলিফোনে তখনই বললুম আমার পকেট একদম খালি। গাড়িভাড়া নেই তাই ক্যানাল স্ট্রিট থেকে এতদূর হেঁটে এসেছি। গরমের মধ্যে পায়ে হেঁটে এতদূর আসতে গিয়ে ভাপে সেদ্ধ হয়ে গেছি। আমার এখন দরকার শুধু একটা কোল্ড ড্রিংক, আর কিছু না।"

"আমাদের আইস-বক্সে কানাডা ড্রাই আর কোকাকোলা দুটোই আছে," লুটেসিয়া বলল, "ওটা কোথায় থাকে তুই ত জানিস, আরেকটু কষ্ট করে দু'পা গিয়ে নিয়ে আয় প্লিজ।"

অ্যাপার্টমেন্টের রান্নাঘর জো-র চেনা, সেখান থেকে বরফ দেয়া এক গ্লাস জিঞ্জার নিয়ে এল্ নিয়ে এসে সে দেখল লুটেসিয়া সিগারেট ধরাচ্ছে, পোড়া ম্যারিজুয়ানার কড়া গন্ধে নাক, চোখ জ্বালা করছে। ককটেল ক্যাবিনেটের ওপর ঝুঁকে পড়েছে লুটেসিয়া ঝাঁকড়া চুলগুলো উল্টে পড়ে তার মুখ ঢেকে ফেলেছে। সেইসঙ্গে চাপ পড়ায় গাউনের ওপরের টিপ বোতামগুলো খুলে গিয়ে পুরুষ্টু স্তনজোড়া উঁকি দিচ্ছে ভেতর থেকে। এবার ঝাঁকুনি দিয়ে চুলগুলো পেছনে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল লুটেসিয়া, ম্যারিজুয়ানা ভরা একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "কিরে, একটা চলবে নাকি?"

"এখন নয়, পরে," ইজিচেয়ারে মুখোমুখি গা এলিয়ে বসেছে জো, গ্লাসে আলতো চুমুক দিয়ে জবাব দিল।

পরপর দু'বার টান মেরে সিগারেটটা অ্যাশট্রের কানায় রাখল লুটেসিয়া। গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল, "কিছু ভাল লাগছে না রে, সব কেমন একঘেয়ে ঠেকছে!"

"সবকিছুই ত একদিন একঘেয়ে ঠেকে," মুখ টিপে হাসল জো, "নতুন বলতে আছেটা কি?"

"অ্যাই জো, আমি কিন্তু গরম হয়ে উঠছি," আচমকা বলে উঠল লুটেসিয়া।

"ও তোর ব্যাপার-স্যাপার। নিজেকে সামলানো তোর দায়িত্ব," বলল জো।

"আজ গোটা বিকেলটা আমার কি বিশ্রি কেটেছে আর কি বলব," নেশা জড়ানো গলায় আক্ষেপ করল লুটেসিয়া, "বাথরুমে দরজা বন্ধ করে একা একা আঙ্গুল চালানোর খেলা! ধ্যাৎ! অতি যাচ্ছেতাই!"

"হস্তমৈথুনের খেলাটা যে একাই খেলতে হয় রে," জো সান্ত্বনার সুরে বলল।

"কিন্তু এমনটা ত না হলেও চলে," একই আক্ষেপের সুরে বলল লুটেসিয়া।

জবাব না দিয়ে জো গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল।

কড়া নেশার ঘোরে স্থান কাল পাত্র জ্ঞান পুরোপুরি হারিয়ে ফেলল লুটেসিয়া, জোকে উত্তেজিত করতে হাঁটু ফাঁক করে ডানহাতের তর্জনি আর মধ্যমা উল্টে ইংরেজি 'ভি' অক্ষরটা উল্টো করে দেখাল সে, তার পরণের অন্তর্বাস খুলে গোপনাঙ্গ দেখাতে লাগল জোকে।

"কিরে, তোর হলটা কি?" জো একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছে দেখে হাসি চাপতে পারল না লুটেসিয়া "এবার তাহলে তোর নিজেরও গা গরম হচ্ছে বল?"

"হতেই পারে," সহজ গলায় কথাটা বলেই জো টের পেল লুটেসিয়া ঠিক ধরেছে, তার তলপেটের নিচের দিকটা এরই মাঝে উত্তেজিত হয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। "আমি সাধু সন্নিসী নই, তার ওপর এখনও জল জ্যান্ত বেঁচে" মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় জো বলল, "কবরের নিচে যাবার আগে পর্যন্ত আমার শরীর গরম হতে চাইলে কেউ তাকে রুখতে পারবেনা।"

"ফালতু জ্ঞান না দিয়ে এদিকে দ্যাখ," লুটেসিয়া হাসল "এটা কামড়ে খেয়ে ফেলবি?"

"খেতে আপত্তি নেই," জো বলল, "কিন্তু ওতে আমার কি ছাই হবেটা কি?"

"তোকে এমন আরাম দেব যা বলে বোঝানো যায় না", লোভ দেখাল লুটেসিয়া "ছোট একটা কামড় দিয়েই দ্যাখ্ —গরম যেটুকু জমেছে সব ঠাণ্ডা মেরে যাবে।"

" ঐ কাজটা তোর চেয়ে আমি আরও ভালভাবে করতে পারব," জো হাসল "জিভ, নয়ত তলপেট, একদিক দিয়ে খেলেই হল," বলতে বলতে সবকটা বোতাম খুলে ফেলাতেই পরনের ট্রাউজার্স কোমর থেকে খসে পড়ল পায়ের পাতায়। ভেতরে অন্তর্বাস নেই; জো তখন পুরো উলঙ্গ। এতটুকু দ্বিধা না করে ঐ অবস্থাতেই এগিয়ে এল সে, লুটেসিয়ার মাথা দু'হাতে চেপে ধরে নিয়ে এল নিজের তলপেটের কাছে। এদিকে তার মতলব আঁচ করে লুটেসিয়া আগেই দাঁতে দাঁত চেপে মুখ বন্ধ করেছে, তা দেখতে পেয়েই হেঁকে উঠল জো, "অ্যাই মাগী। মুখ খোল্ বলছি! হাঁ কর! বড় হাঁ কর!"

কিন্তু হাঁ করা দূরে থাক, উল্টে লুটেসিয়া বার বার তার মাথাটা এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগল। জো তাতে দমল না, চুলগুলো খামচে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে লুটেসিয়ার মাথাটা আবার সে তার তলপেটের কাছে টেনে নিয়ে এল। কিন্তু নিয়ে আসাই সার হল কারণ তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে, জোর সব পৌরুষ তার উদ্ধত শরীরের বেড়াজাল থেকে ছাড়া পেয়ে গড়াচ্ছে তার দু'পা বেয়ে।

একপলক সেদিকে তাকিয়ে বিরক্তি মেশানো গলায় লুটেসিয়া নাক সিঁটকে বলল "ইস্ কি ঘেন্না। কি ঘেন্না! নাঃ, জো-র শুধু মুখেই যত বাকতাল্লা, আসলে ও কোনও কম্মের নয়, অপদার্থ!"

"অ্যাই মাগী! চোপ!" ফের ধমকে উঠল জো লুটেসিয়ার ড্রেসিং গাউন দিয়ে নিজের তলপেট, কুঁচকি আর পা মুছে ট্রাউজার্স পরে বোতাম আঁটল।

লুটেসিয়া ভিতু ভিতু চোখে দেখছিল এবার বলে উঠল, "তুই যাচ্ছিস কোথায়?"

"কেটে পড়ছি," স্বাভাবিক গলায় বলল জো।

"না এখন আমায় এই অবস্থায় ফেলে তুই কোথাও যাবিনা!" কাঁদো কাঁদো গলায় লুটেসিয়া বলল "আমার মাথাটা তুই দু'হাতে আবার জোরে চেপে ধর্!"

"জোরে চেপে ধর্।" লুটেসিয়াকে ভেঙিয়ে বলল জো, "ধরেছিলাম ত, তুই ত বারবার মাথা সরিয়ে নিচ্ছিলি!"

'আমার মাথা তুই ছাড়া আর কার হাতে দেব। ঠিকই দিতাম, তার আগে ভেতরটা একটু তাতিয়ে নিচ্ছিলাম। তুইও তেমনই সামলে রাখতে পারলিনা, আমি তেতে ওঠার আগেই তোর মাল বেরিয়ে গেল। বল, সেও কি আমার দোষ?"

"বাঃ, বেড়ে বলেছিস রে মাগী! তুই ভালই জানিস এর পরে আমার বলার আর কিছু থাকবেনা। আর, আরেক রাউণ্ড খেলছি তোর সঙ্গে, তবে তার আগে আমার পা থেকে এই

নোংরাগুলো ভাল করে মুছে সাফ কর, তারপর জাপানি কিমোনোর মত ঐ হোঁৎকা মাল যেটা ভর সন্ধ্যেবেলা গায়ে চাপিয়েছিস ওটা খুলে ফ্যাল্। তোর ওটা আমায় খাওয়াতে চেয়েছিলি না? দাঁড়া তোর কোমর আর পাছা খসে না পড়া তক্ আমি ওটা দাঁত দিয়ে কেটে কুটি কুটি করছি! বড্ড গুমোর বেড়েছে তোর না? দাঁড়া, এবার দেখাচ্ছি মজা!"

পুরো দুটো ঘন্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল দু'জনের একজনও টের পেলনা, কিটি তখনও ঘুমোচ্ছে। খানিক বাদে খেয়াল হতে ঘড়ি দেখে জো বলল, "আটটা বাজতে দেরি নেই, এবার আমায় যেতে হবে রে, কিটির ঘুম আজ আর ভাঙবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"ঠিক ধরেছিস," হাসল লুটেসিয়া "দেখছি ঠাণ্ডা গরমের খেলায় তুই কারও চেয়ে কম যাসনা, জো'"

"ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ," শুকনো গলায় বলল জো, "আমায় এক্ষুণি একটা ফোন করতে হবে, তোদের টেলিফোনটা কোন দিকে?"

লুটেসিয়া ইশারায় দেখিয়ে দিতে টেলিফোনের কাছে এসে দাঁড়াল জো, রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল, লুটেসিয়া কান খাড়া করে শুধু এটুকু বুঝল যে জো তার এক খুড়তুতো বা জ্যাঠতুতো কারুর সঙ্গে কথা বলছে, ফুলটন স্ট্রিটে দোকানের বড় ফটকের সামনে জো তাকে অপেক্ষা করতে বলছে স্পষ্ট শুনতে পেল লুটেসিয়া। খানিক বাদে রিসিভার নামিয়ে জো বলল, "এবার আমায় যেতে হবে রে।"

"আর তাহলে", লুটেসিয়া ধরাগলায় বলল, "কিটিকে কিছু বলতে হবে?"

"থাক, তুই কিছু বলতে যাস না, কাল সকালে বরং ফোন করব।"

"ঠিক আছে," গ্লাসে আবার ওয়াইন ঢেলে চুমুক দিল লুটেসিয়া।

"আাই জো, তুই সত্যিই আমার ওপর রাগ করিস নি ত?"

জোর গলায় হেসে উঠল জো "তবে এবারের মত পার পেয়ে গেলি। পরেরবার কিন্তু আমি ছাড়বনা আগেই বলে রাখছি!"

আব্রাহাম অ্যাণ্ড স্ট্রস-এর বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সদর দরজার সামনে অনেকক্ষণ হল দাঁড়িয়ে জো। ন'টা বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিটে একজন বিশেষ পুলিশ কনস্টেবল দরজার ওপাশে নিজের জায়গায় দাঁড়াল আরেকজন পুলিশ কনস্টেবল এসে দাঁড়াল বাইরের দরজার সামনে। দরজা খুলে দিতে প্রথমে সার বেঁধে বেরিয়ে এল খদ্দেরের পাল, ঘড়িতে ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দোকান বন্ধ হবার ঘন্টা বেজে উঠল, ততক্ষণে বেশির ভাগ খদ্দেরই বাইরে বেরিয়ে এসেছে। পুলিশ দুটো মাঝের জোড়া দরজা ছাড়া দোকানের বাকি সবগুলো দরজা বন্ধ করে তালা এঁটে দিয়েছে। দোকানের ভেতরে গলি ঘুপচিতে আরও যে সব খদ্দের ছিল তারা এবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেরিয়ে এল তাদের পেছন পেছন বেরোল কর্মচারিদের প্রথম দল।

মটির বেরোতে দেরি হল; প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ ও বেরিয়ে এল।

"এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি বলে রাগ করিসনি ত? আমি দুঃখিত জো। বিশ্বাস কর, বেরোবার মুখেই বিজ্ঞাপন ম্যানেজার বলল রোববারের বিজ্ঞাপনে কিছু অদল বদল করতে হবে তাই আরও কিছুক্ষণ থেকে যেতে হল।"

"আরে ও নিয়ে আমি কিছু ভাবিনি," মটির হাত শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে এগোল জো। মোড়ের মাথায় গেজ অ্যাণ্ড টলনারের রেস্তোরাঁ। খদ্দেরে গিসগিস করছে, বসার জায়গা নেই বললেই চলে। রেস্তোরাঁ পেরিয়ে এল ওরা।

"আমাদের অনেক এক্সেকিউটিভ প্রত্যেক বেস্পতিবার রাতে ওখানে ডিনার খায়," বলল মটি।

"ওদের খাবার ভাল?" জানতে চাইল জো।

"ভাল ত বটেই, তেমনই বেজায় দাম," মটি জবাব দিল।

সোজা রাস্তায় না গিয়ে ভেতরের গলি দিয়ে হাঁটিয়ে জো মটিকে নিয়ে এল অ্যাটলান্টিক অ্যাভিনিউ সাবওয়ে স্টেশনে। আলো থাকলেও সবক'টা গলি ডুবে আছে বিষণ্ণ আঁধারে। নিগ্রো আর পোর্টো রিকানদের বস্তি সেই আঁধারের কদর্যতা বাড়িয়েছে। বস্তির বাসিন্দারা যে কেউ সুবিধের লোক নয় তা তাদের চেহারা আর জামাকাপড় দেখলেই বোঝা যায়। এই এলাকার ভেতর দিয়ে যেতে মটির ভয় ভয় করছিল। শক্ত মুঠোয় জোর হাত চেপে ধরে জোরে পা চালিয়ে বস্তিগুলোর পাশ কাটাতে লাগল সে। কয়েক পা এগোতেই গলির মোড়ে পাতাল রেলের অ্যাটলান্টিক অ্যাভিনিউ স্টেশনের চোখ ধাঁধানো আলো দেখে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললল মটি। গলি থেকে বেরিয়েই সাবওয়েতে ঢোকার পথ।

জোর পকেটে খুচরো কয়েক সেন্ট ছিল তাই দিয়ে টিকেট কেটে টার্নস্টাইল পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল দু'জনে। জোরে পা চালিয়ে প্ল্যাটফর্মের একদম সামনে চলে এল ওরা। এইসময় যে গাড়িটা আসে তাতে ভিড় হয় কম। ওরা নামবে নিউ লটস স্টেশনে এখান থেকে উঠলে ঠিক সেখানকার দরজার সামনে নামতে পারবে।

দু'জনেরই বরাত ভাল কিছুক্ষণ দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ঝমঝমিয়ে ঢুকে পড়ল একটা গাড়ি—নিউ লটস অ্যাভিনিউ এক্সপ্রেস, ভেতরে যাত্রী নেই বললেই চলে। ভেতরে ঢুকে শক্ত কাঠের বেঞ্চে মুখোমুখি বসল জো আর মটি।

"এবার বল" মুখ তুলে তাকাল জো, "ভালো আছিস ত?"

"এগিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ, জো" মটি বলল, "এইত গেল হপ্তায় আমাদের একজন সেলসগার্ল আমার মতই ঐসব গলির ভেতর দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল। বস্তির লোকগুলো ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ্ করেছে।"

"ওদের দোষ দেয়া মিছিমিছি" জো বলল "হয়ত মেয়েটা নিজেই রেপ্‌ড হতে চেয়েছিল।"

"দুঃখিত তোর কথা মানতে পারছিনা!" রেগে উঠল মটি, "শুধু একসঙ্গে কাজ করি বলে নয়, তার বাইরেও ওকে আমি ভাল করেই চিনি, খুবই ভাল মেয়ে এসব বাজে চিন্তা ভাবনা ওর মাথায় আসে না। তোরা ছেলেরা এমন অসভ্য কেন? সব মেয়েই রেপ্‌ড হতে চায় এমন ধারণা তোদের মনে আসে কি করে?"

"রাগ করে লাভ নেই, সোনা," হাসল জো, "আমি ভুল বলিনি, রেপ্‌ড হতে সব মেয়েই চায়। এখনকার মেয়েগুলোর দিকে একবার চোখ মেলে দ্যাখ্ ওদের জামাকাপড় আর সাজের বহর দেখলেই বুঝবি আমার কথা সত্যি কিনা।" একটু থেমে বলল জো, "আর সবাইকে দিয়ে দরকার কি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার নিজেকে দ্যাখ্! জামাটা ছাঁটতে ছাঁটতে এত ছোট করেছিস যে বুক জোড়া ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তেমনই কোমরের কাছটা এত চাপা যে দেখলে যে কেউ ভাববে পাছাটা হয়ত ফেটেই পড়বে। এসব পরে হাঁটাচলা করলে যারা রেপ করার তালে ঘুরছে তারা যদি ধরে নেয় তুই ওদের আহ্বান করছিস তাহলে তাকে অন্যায় বলা চলে না। বুঝলি মটি, কোমর দুলিয়ে পা ফেলার মানেই ছেলেদের নেমন্তন্ন করা, কাজেই হুঁশিয়ার। কথাটা মনে রাখিস!"

"তোর মন বড্ড নোংরা। কথাটা শুনলেই গা ঘিনঘিন করে।"

"যা স্বাভাবিক তাতে রাগের আছেটা কি," হাসল জো,"তোদের বুক আর পাছা দেখলেই যে কোন পুরুষেরই গা গরম হয়ে ওঠে।"

"তোর মুখে ঐ এক কথাই শুনে আসছি, গা গরম। যখন এইটুকু বাচ্চা ছিলি তখনও হয়ত তোর গা গরম হয়ে উঠত।"

জো কিছু না বলে চুপ করে রইল।

"তোর বাবার কাছে গিয়ে ছিলি?" জানতে চাইল মটি।

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"উনি কি বললেন?"

"কি আবার বলবেন, কিছুই নয়, সব ঝামেলা চুকে বুকে গেল।"

"তোর বাবা কি রেগে ছিলেন?"

"সে তুই ত ওকে ভালই চিনিস,তবে ঐ যা বললাম, সব ঝামেলা চুকে বুকে গেল। নিউ ইয়র্কের এক আমদানি রপ্তানি কারবারে আমার একটা কাজ জুটে গেল। "

"তোর ফৌজি ট্রেনিং নিতে যাবার কি হল?" মটি জানতে চাইল।

"আমি ত বারবার বলছি ওসব ঝামেলা মেটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে" একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল জো-র গলায় মটি এই প্রসঙ্গে আর কিছু না বলে থেমে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে কোলের ওপর রাখা হাতব্যাগটা দেখতে দেখতে একসময় বলে উঠল, "স্টিভ আমায় চিঠি লিখেছে," তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ও আমার বিয়ে করতে চায়। লিখেছে এবার ছুটিতে বাড়ি এসেই বিয়েটা সেরে ফেলবে।"

"স্টিভ?" অবাক হল জো, "তুই আমার ভাইয়ের কথা বলছিস মটি? ও তোকে বিয়ে করতে চায় বলে চিঠি লিখেছে? আমার ভাই স্টিভ?"

"তোর ভাই নয়ত কে? এবার মটি বিরক্ত হল, "স্টিভ নামে আর ক'জনকে জানিস তুই?"

"ব্যাপারটা আমার মাথায় এখনও ঢুকছেনা" জো বলল, "মায়ের হাতে না পড়ে ঐ চিঠি তোর হাতে গেল কি করে?"

পরিবারে যার নামেই চিঠি আসুক না কেন আগে জো-র মা নিজে সব খুলে দ্যাখে, তারপর যার চিঠি তার হাতে দেয়।

"স্টিভ ও-চিঠি তোদের বাড়ির ঠিকানায় পাঠায়নি" মটি বলল, "পাঠিয়েছে আমাদের দোকানে। আজ সকালে কাজে গিয়েই চিঠিটা হাতে পেলাম।"

"তার মানে স্টিভ তোকে আগে আরও চিঠি লিখেছে এটাই দাঁড়াচ্ছে।"

"প্রায়ই লেখে, মাঝে মাঝে'

"বিয়ের কথা আগে কখনও লিখেছে?"

"না।"

"কাপুরুষ বেজন্মা কাঁহিকা।"

চাপা গলায় গর্জে উঠে সরাসরি মটির দিকে তাকাল জো, "ডুবে ডুবে জল খাওয়া বল, এবার তুই কি করবি ভেবেছিস?"

"সত্যি বলছি আমি কিছু জানিনা," বলতে গিয়ে মটির গলা কেঁপে উঠল, "তোর মা ঐ চিঠির কথা জানলে কি ভাবতেন তাই ভেবেই আমার ভয় হচ্ছে। হাজার হলেও তুই স্টিভ আর আমি আমরা ত খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোন।

"ওতে কারও কিছুই যায় আসেনা," জো বলল "আমরা ইহুদি তা ভুলে যাস না। আমাদের জাতের মধ্যে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ের রেওয়াজ সেই সাবেক কাল

থেকে চালু আছে। বুড়োরা কি বলে জানিসনা 'জ্যাঠা নয়ত কাকার মেয়ে বৌ হয়ে এলে, সেই সংসার ভাঙে নাকো, কভু না টলে'।

"এটা কিন্তু ঠাট্টার ব্যাপার নয়," মটি বলল।

"চিঠি পেয়ে তুই কি ভাবছিস তাই বল্", জো বলল "স্টিভকে সত্যি বিয়ে করতে চাস?"

"ওকে আমার ভাল লাগে," মটি বলল "কিন্তু তাই বলে বিয়ে করার কথা কখনও ভাবিনি। স্টিভ চিঠিতে লিখেছে এতদিন ও শুধু আমারই কথা ভেবে এসেছে, তবে এও ঠিক যে ওর সঙ্গে বিয়ে হলে আমরা দু'জনেই খুব ভাল ভাবে জীবন কাটাতে পারব তার কারণ হল এক, আসছে বছর মেডিক্যাল স্কুলে ওর শেষ বছর, এর মধ্যে আমাদের বিয়েটা হয়ে গেলে মিলিটারিতে ঢুকবেনা, ফৌজি ডাক্তার না হয়ে কোনও নিয়মিত হাসপাতালে কম করে তিন বছরের জন্য আবাসিক ডাক্তারের চাকরি পাবে ও লিখেছে। এরই মাঝে দেশের মোট আটটা হাসপাতাল ওকে চাকরির অফার দিয়ে রেখেছে যে এলাকা আমাদের পছন্দ সেখানকার হাসপাতালে ও ইচ্ছে করলেই কাজ জোটাতে পারে। দেশে এখন ডাক্তারের ঘাটতি চলছে, আমাদের অনেক ডাক্তার দরকার।"

"শুনে সত্যিই ভাল লাগল।" মটির দিকে তাকাল জো, "অন্তত এ নিয়ে মা কোনও কথা কাটাকাটির মধ্যে যাবে না। আমার মনে হয় মাকে নিয়ে তোর দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।"

মটি কিছু না বলে চুপ করে রইল।

"অত ভাবনার কি আছে?" জো বলে উঠল।

"জানি না" ধরাগলায় বলল মটি," আমার পৃথিবীর চারপাশের সবকিছু কত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ঝরে পড়ছে। আমি বরাবর প্রেম আর রোমান্সের স্বপ্ন দেখে এসেছি। তোর চোখে আমি নিশ্চয়ই একটা হাঁদা বোকা বুদ্ধু মেয়ে। এখন আমার পঁচিশ চলছে। এর মাঝে হাল ত দেখছিস, যুদ্ধ চলছে, ছেলেরা লড়তে গিয়ে ঝাড়ে বংশে শেষ হয়ে যাচ্ছে, পুরুষমানুষেরা সংখ্যায় কমে আসছে। এইভাবে দিন কাটালে আর ক'বছর পড়ে আমার চেহারায় আর ত কোনও জৌলুষ থাকবে না", তিরিশে পা দেবার আগেই থুথুরে বুড়ি হয়ে যাব।" বলতে বলতে মটির দু'চোখ ছলছল করে উঠল।

"ছি এসব বলেনা," মটির হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে জো বলল "এসব ভাবতে নেই। তুই একটা সুন্দর ফুটফুটে ভাল মেয়ে।"

"কিন্তু চিঠির কোথাও স্টিভ আমায় ভালবাসে বোলেনি" বলতে গিয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না মটি তার দু'চোখের কোল বেয়ে জল গড়াতে লাগল দরদর করে, "একবারও বলেনি ও আমায় ভালবাসে।"

"একদম লেখেনি?" অবাক হল জো, "কোথাও না?"

লিখেছে চিঠির শেষে তাও একবার 'ভালবাসা নিও তোমার স্টিভি' বলে।"

"তাহলে আর এনিয়ে মন খারাপ করছিস কেন একবার হলেও লিখেছে ত!" জো হাসল, "আরে বাপু, ও হল গে ডাক্তার, আমার মত লেখক ত নয়। আমি হলে অবশ্য কথাটা চিঠির সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতাম। ডাক্তাররা ত আর লেখকদের মত ভাবতে পারেনা।"

"তাহলে তুই বলছিস এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই?" চোখের জল মুছে বলল মটি।

"শোন মটি" জো হাসল "স্টিভ ত আমার নিজের ভাই, ওকে আমার চেয়ে ভাল কেউ চেনে না। ওর দিক থেকে ভালবাসার ঘাটতি হবেনা। যদি ঘাটতি পড়ে আমায় জানাতে মোটেও দেরি করিসনা যেন। যেটুকু কম পড়বে সেটুকু আমি নিজে ঠিক পুষিয়ে দেব এই সংসারে দেওর আর ভাসুরের ভালবাসায় এই ঘাটতিটুকু মেটানোর জন্যই ত টিকে আছি রে।"

চার

টেন্থ অ্যাভিনিউ-র পশ্চিমে। ফিফটি সেকেণ্ড আর ফিফটি ফোর্থ স্ট্রিটের মাঝ বরাবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড় করানো পসরা বোঝাই একগাদা ঠেলাগাড়ি। বিক্রেতাদের বুলি কানে যেতে জো বুঝল এদের বেশীর ভাগই ইটালিয়ান। মুখ তুলে তাকাতেই সে দেখল কতকগুলো ঠেলায় নানারকম ফল আর সবজি পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে ; কতকগুলোতে থরে থরে সাজিয়ে রাখা ইটালিয়ান পনীরের গোলা। মেয়েদের বাড়িতে পরার পোশাক আর অন্তর্বাস সুন্দরভাবে সাজানো আছে কতকগুলো ঠেলায় ; আবার তাদের পাশাপাশি ছুরি, কাঁটা, প্লেট, বাটি, রান্নার হরেকরকম বাসন থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় জিনিস সাজানো। বেচাকেনার পাট শুরু হয়েছে। সব বয়সের নারীপুরুষ ফুটপাতে ভিড় করে দোকানদারের সঙ্গে দর কষাকষি করছে। সকাল প্রায় দশটা। গায়ে গায়ে রাখা দুটো ঠেলার মাঝখান দিয়ে এগোবার মত জায়গা করে জো এসে দাঁড়াল উল্টোদিকের ফুটপাতে ; সামনে একটা ছোট দোকানের জানালার পাল্লার গায়ে মাঝারি হরফে লেখা, "ক্যারিবিয়ান ইম্পোর্টস"।

ধুলো আর মাকড়সার জাল জড়ানো সেই জানালার দিকে একঝলক তাকিয়ে জো বুঝল কয়েক মাস ধরে সেখানে ঝাঁট পড়েনি। দোকানের ভেজানো দরজার পাল্লারও একই অবস্থা, নোংরা থিকথিক করছে। তবু তারই মধ্যে "খোলা আছে" লেখা একখানা বোর্ড ঝুলছে দরজার পাল্লার এপাশে। সেই পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে।

সামনেই কাউণ্টার তার ওপর একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। চারপাশে অনেকগুলো তাক, সেইসব তাকের ওপর কাঠ আর ইস্পাতের হাতল আঁটা। একগাদা ছুরি আর কাঁটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কাউণ্টারের ওপর দাঁড় করানো বিভিন্ন দেশের নানা মাপের কাঠের পুতুল, প্রত্যেকের পরণে তার দেশের পোশাক। পেছনের দেয়ালের গায়ে ঝুলছে অনেকগুলো পেন্টিং, তাদের ফ্রেমগুলোর কোনওটা চৌকো, কোনওটা বা আয়তাকার।

উজ্জ্বল রং-এ আঁকা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকা আর সেসব এলাকার নরনারীরাই ছবির বিষয়বস্তু।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল জো। ভেতরে কাউকে চোখে পড়ছে না। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই, কাউণ্টারের ওপর জোরে টোকা মারল জো। তবু কেউ সাড়া দিল না। এবার ভাল করে তাকাতে কাউণ্টারের ওপিঠে পিছনের দেয়ালে একটা দরজা তার চোখে পড়ল। আনাড়ি হাতে তার গায়ে বড় হরফে লেখা "ব্যক্তিগত"। খানিক ইতস্তত করল জো, তারপর এগিয়ে এসে জোরে টোকা দিল সেই দরজার পাল্লায়।

খানিক বাদে দরজার পাল্লা খুলে গেল, ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল, "নতুন কাজের লোক?"

"হ্যাঁ," সে বলল, "জো ক্রাউন।"

"দশটা বেজেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," জো বলল।

এবার শেকল খোলার আওয়াজ হল ঝনঝন্ করে। দরজার পাল্লা আলতো করে খুলে দশাসই চেহারার এক কৃষ্ণাঙ্গ মুখ বাড়িয়ে বলল, "সঙ্গে আর কাউকে জুটিয়ে এনেছো?"

"না", জো বলল, "আমি একাই এসেছি।"

"সদর দরজায় তালা আঁটো", লোকটা হুকুম দিল। "তারপর 'খোলা আছে' লেখাটা উল্টে দিয়ে এখানে এসো।" জো তার কথামতন 'খোলা আছে' লেখা বোর্ডটা উল্টে ভেতর থেকে

সদর দরজা ভেজিয়ে তালা আঁটল, লোকটা যে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে কাজ করতে করাতে তা ঠিক টের পেল জো। সে কাউন্টারের ওপিঠে যেতেই লোকটা দরজার পাল্লাদুটো পুরো খুলে দিল আর সেই মুহূর্তে জো দেখল লোকটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ, একফালি নেংটিও তার পরনে নেই। "আমার নাম জ্যামাইকা", বলে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

"আর আমি জো ক্রাউন", তার বাড়িয়ে দেয়া হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে গভীরভাবে করমর্দন করল জো।

"ভেতরে চলে এসো", জ্যামাইকা বলল, "আমি প্যান্ট পরে এখুনি আসছি।"

জ্যামাইকার সঙ্গে পেছনের ঘরে চলে এল জো। পোড়া ম্যারিজুয়ানার ফিকে গন্ধ ঘরের ভেতর ভেসে বেড়াচ্ছে। পুরোনো আমলের রোল টপ ডেসকের খানায় ল্যাম্প জ্বলছে মিটমিট করে। ডেসকের চেয়ারের পেছন থেকে একটা সর্টস টেনে বের করে জ্যামাইকা চটপট তার ভেতর পাদুটো গলিয়ে দিল। ঠিক তখনই খানিক তফাতে দেয়ালের দিকে একটা চাপা আওয়াজ হতে জো সেদিকে মুখ ফেরাল। একটা ছোটখাটো সোফা-কাম-বেড ঘরের মাঝখানে পড়ে, অবাক হয়ে জো দেখল তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবতী সেই সোফায় ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে শুয়ে। সুশ্রী ঐ তিন যুবতী সম্পূর্ণ নগ্ন, পোশাক বলতে তাদের পরণে কিছু নেই।

কৌতূহলী চোখে জোকে তাদের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে জ্যামাইকা বড় সাদা দাঁত বের করে হাসল, "ওদের নিয়ে ভেবোনা," সে বলল, "ওরা হল গে বৌ।"

"কার বৌ?" বোকার মত প্রশ্ন করল জো, "তোমার?"

তা একরকম আমার ত বটেই," জ্যামাইকা বলল, "ঐ তিনটেই আমার মাগী, আমার হয়ে ওরা খাটে, ওরকম মাগী আমার আরও ছ'টা আছে। আমি ওদের সবার মনের মানুষ।"

"এখানে তিনজন," জো বলল, "তারওপর বলছ আরও ছ'জন আছে, তার মানে দাঁড়াচ্ছে ন'জন। এতগুলোকে তুমি একা সামাল দাও কি করে?"

"এ আর এমন কি শক্ত কাজ?" জ্যামাইকা হো হো করে খানিক হেসে বলল, "এত খুব সোজা। আমি একেকব্বার তিনটের বেশি নিই না।"

"ওদের সবার নাম মনে রাখো কি করে?" অবাক হয়ে জানতে চাইল জো।

"সে ত আরও সোজা," জবাব দিল জ্যামাইকা, "ওজের ন'জনের একটাই নাম, লোলিটা।" কথা শেষ করে সোফা কাম বেড-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াল জ্যামাইকা, খুঁচিয়ে ধাক্কা দিয়ে তিনটি মেয়ের ঘুম ভাঙ্গাল। তারা চোখ মেলতেই হেঁড়ে গলায় বলল, "অ্যাই ঢের ঘুমিয়েছিস, এবার ওঠ, উঠে পড়! উঠে চটপট গতর ঢেকে তৈরি হয়ে নে। বলি পড়ে পড়ে শুধু ঘুমোলেই হবে, কাজগুলো করবে কে? জলদি তৈরি হয়ে নে সবাই, আমি এই ফাঁকে এই লোকটার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা সেরে নিই।" চেয়ারের ওপর ঝোলানো একটা শার্টে হাত গলাতে গলাতে জ্যামাইকা বলল, "আমি দেখতে যেমন ভূতের মত, তেমনই যত দিন যাচ্ছে তত ভদ্রতার পাট চুকিয়ে পুরোপুরি বাঁদর হয়ে যাচ্ছি। ইয়ে জামা পরার আগে তুমি ওদের একটাকে নিয়ে একটু গতরের সুখ করে নেবে নাকি? মন চাইলে বলে ফ্যালো বাপু, এতে লজ্জা সরমের কিছু নেই।"

"না, নানা, অশেষ ধন্যবাদ", তিন যুবতীকে আড়চোখে দেখতে দেখতে জবাব দিল জো।

"বেশ" খুশি খুশি গলায় জ্যামাইমা বলল, "এখন তাহলে থাক ; তবে অন্য সময় যখন তোমার মন চাইবে তখনই ওদের পাবে। তোমার কোনও খরচ লাগবে না, ওরা বিনি পয়সায় খুশি করে দেবে তোমায়। এটা হবে তোমার ঐ যাকে বলে উপরি রোজগার।" কিছু না বলে জো শুধু ঘাড় নাড়ল। "চলো, এবার তাহলে দোকানের দিকে যাওয়া যাক," বলে ঘাড় ঘুরিয়ে জ্যামাইকা বলল, "অ্যাই, মন দিয়ে শোন। তোরা এখানে তিনটে লোলিটা আছিস। তোদের

মধ্যে একজন বাইরে যা। মোড়ের মাথায় কফি কর্ণার থেকে আমাদের জন্য গরম কফি আর গোটাকয়েক মিষ্টি রোল নিয়ে আয়।"

"জেফ পেছন পেছন দোকানে এল জ্যামাইকা, কাউন্টারের পেছনে তার মুখোমুখি বসে বলল, "শুনলাম তুমি নাকি লেখ, সত্যি?"

"সত্যি," জো বলল।

"কি, এত কি লেখো?"

"ছোট ম্যাগাজিনে গল্প লিখি।"

"পড়াশুনো আমার তেমন হয়ে ওঠে না", জ্যামাইকা বলল, "তবে যারা লেখালেখি করে আমি তাদের শ্রদ্ধা করি।"

"সে ত খুব ভাল কথা।"

"শোন, এই যে মেয়েগুলোকে দেখছ," জ্যামাইকা বলল, "তোমার কাজে ওদের দরকার হবে না, ওদের কাজে লাগিয়ে আমার বাড়তি কিছু মুনাফা হয়।"

"মন্দ নয়," মুখ টিপে হাসল জো।

"এবার কাজের কথায় আসছি, মন দিয়ে শোন। বেশিরভাগ সময় আমায় বাইরে থাকতে হয়। দোকান সামলানো আর টেলিফোনের জবাব দেয়া, এই হবে তোমার কাজ, এছাড়া দোকান বন্ধ হবার পরে মাঝেমাঝে তোমায় কিছু মাল এখানে সেখানে পৌঁছে দিতে হবে। কি বললাম বুঝলে?" বলে জ্যামাইকা তাকাল তার দিকে।

"বুঝলাম," জো বলল "তবে এখানে আমার কাজটা কি হবে, আর কি মাল বিক্রি করতে হবে এটাই এখনও বুঝতে পারছিনা। ওখানে তাকের ওপর যা কিছু রাখা আছে আর দেয়ালে যেসব ছবি টাঙানো আছে তাদের সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।"

"মিঃ বি তোমায় কিছু বলেন নি?"

"না," জো সংক্ষেপে মাথা নাড়ল।

"গামবলস গ্যাঞ্জু, আর হ্যারিওস্টই", জো-র চোখে চোখ রেখে বলল জ্যামাইকা। "ওর মানে আফিম মারিজুয়ানা আর কোকেন।"

জো বলল "কিন্তু মিঃ বি আগে ওসব আমায় বলেন নি।"

"চিন্তা করার কিছু নেই," জ্যামাইকা বলল, "আমার খদ্দেররা সবাই নামী লোক। ওঁরা সবাই উঁচুদরের শিল্পী, দিনরাত, গানবাজনা নিয়ে সময় কাটান। মিঃ বি-র সঙ্গে সিণ্ডিকেটের চুক্তি হয়েছে, সবরকম ঝামেলা থেকে বাঁচাতে ওরা আমাদের চারদিক থেকে আগলে রেখেছে।"

জো কিছু না বলে চুপ করে রইল।

"ব্যাপারটা অন্যভাবে ভাবো, দেখবে সব ভয় হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে", জ্যামাইকা আন্তরিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল, "এখানে কাজ করতে না এলে তোমার দশা কি হত তাই ভাবো। ক'দিন মিলিটারি ট্রেনিং দিয়ে ওরা তোমায় সোজা পাঠিয়ে দিত যুদ্ধে। সেখানে দুশমনের গুলি খেয়ে মরার চেয়ে এখানে দিনরাত ভয়ের মধ্যে কাটিয়ে কিছু রোজগার করা আমার মতে ঢের ভালো।"

জো এবারেও কিছু বলল না। কাউন্টারের পেছনের দরজা খুলে তিন লোলিটার এক লোলিটা বেরোল, সস্তা রঙিন ছাপার কাপড়ে তৈরি বাড়িতে পরার জামা গায়ে গলিয়েছে মেয়েটা, পুরুষ্টু বুক আর পাছা যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বড় বড় চোখে একরাশ কৌতূহল ছড়িয়ে মেয়েটা জোকে দেখল, তারপর জ্যামাইকার কাছে এসে বলল, "কফি আর

অ্যানিসা এনেছি, তোমাদের থেকে আমাদেরও এট্টুখানি ভাগ দেবে ত? গরম কফি খাবার বড় সাধ হয়েছে গো?"

"কাজের জোগাড় করেছিস?" হেঁকে উঠল জ্যামাইকা।

"পেরায় শেষ হয়ে এল", চটুল চাউনি ছুঁড়ে মেয়েটা জবাব দিল।

"এই যে, তোদের জন্যও নিয়ে আয়," বলে একটা পাঁচ ডলারের নোট জ্যামাইকা বাড়িয়ে দিতে মেয়েটা ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নিল।

"যা খাবার জলদি খেয়ে নে, সবাই", হেঁড়ে গলায় বলল জ্যামাইকা, "আমাদের হাতে কাজের পাহাড় জমে আছে।"

"এই যে, তোমায় বলছি," জো-র গা ঘেঁষে মেয়েটা দাঁড়াল, "তোমার কফিতে ক্রিম আর চিনি দেব ত?"

"ওসবের দরকার নেই", জো বলল, "ক্রিম, চিনি কিছু নয়, একদম ব্ল্যাক, কালো, তোমার মত কালো",

"কালোয় যখন এতই সাধ তখন তুমি আমার পছন্দের মানুষ," বলে মুখ টিপে হাসল সে।

"তুই যাবি এখান থেকে?" তেড়ে উঠল জ্যামাইকা, "কাচ মরদ দেখেই মাগীর জিভে জল ঝরছে, কতক্ষণে ছোঁড়ার হাড়মাস চিবিয়ে খাবে তাই ভেবে আর তরসইছে না! সব এখুনি খরচ করিস নে লো ঢলানি! কাজ ফুরোলে তখন আমাদের জ্বালানি লাগবে, তখন উনোনে গোঁজার মত এইবেলা কিছু জমিয়ে রাখ্।" জো-র সামনে জ্যামাইকার ধমক খেয়ে মেয়েটা অপ্রস্তুত হল, কাঁদো কাঁদো মুখে পেছনের দরজা খুলে বেচারি চলে গেল ওপাশে।

"এই মাগীগুলোকে নিয়েই হয়েছে যত মুশকিল", জো-র দিকে তাকাল জ্যামাইকা, "চাইলেই ওদের ঠাণ্ডা করতে পারো এটা দিনরাত ওদের করে দেখাতে হবে!" জো এবারেও কিছু না বলে চুপ করে রইল।

"দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে ছটা হবে তোমার কাজের সময়," জ্যামাইকা বলল, "তুমি কাজে এলে আমি বাইরে বেরোব। বেলা একটা থেকে সন্ধ্যে ছটা, এই সময়টুকু আমি বাইরে থাকব।" কিছু না বলে জো ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"চলো ওপরে যাই," বলেই উঠে পড়ল জ্যামাইকা, "দেখে আসি মাগীগুলোর কাজ কতদূর এগোল।"

জ্যামাইকার সঙ্গে পেছনের ঘরে আবার এল জো, ভেতরে ঢুকে অবাক হল সে। অবাক হওয়া খুবই স্বাভাবিক কারণ ঘরের ভেতরের চেহারা কিছুক্ষণের মধ্যে গেছে পাল্টে। এই ঘরে যে কিছু তৈরি হয় তা যে কেউ একপলক তাকালেই আঁচ করবে। সিলিং-এ দুটো ফ্লুরোসেন্ট টিউব চোখধাঁধানো নীলচে আলো ছড়াচ্ছে। সোফা-কাম-বেড-এর চেহারাও পাল্টেছে, এই মুহূর্তে ওটাকে দেখলে যে কেউ নকল চামড়ার কৌচ বলে ভুল করবে। পাশাপাশি রাখা কালো অয়েল ক্লথ মোড়া টেবিল দুটো ইংরেজি 'টি' হরফের আকার নিয়েছে। সবই পাল্টেছে শুধু মেয়েদুটো ছাড়া। খানিক আগে জো যেমন দেখেছিল তেমনই সস্তা ছাপা কাপড়ের জামা এখনও পরে আছে ওরা।

একরাশ চাবি ঝোলানো একটা লম্বা চেন পকেট থেকে টেনে বের করল জ্যামাইকা, আর ঠিক তখনই দেয়ালের গায়ে বসানো একগাদা তালাবন্ধ আলমারি তার চোখে পড়ল। ঘরের কোণে দুটো আনকোরা নতুন বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটরও তার চোখে পড়ল, দুটোরই দরজায় তালা আঁটা। এরপর জ্যামাইকা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে রেফ্রিজারেটর আর দেয়াল আলমারির গা তালাগুলো চটপট খুলে ফেলল। জো-র অবাক চোখের সামনে জ্যামাইকা

দেয়াল আলমারিগুলোর পাল্লা খুলে ভেতর থেকে একগাদা সরঞ্জাম বের করে সাজিয়ে রাখল টেবিলের একধারে, সেগুলো পরপর সাজিয়ে রাখতে মেয়েগুলোও তার সঙ্গে হাত লাগাল। একটা টেবিলের ধারে হাতে চালানো পেষাই মেশিন আর ময়দা মাখার একটা বড় মিক্সার রাখা, পাশে কাঁচের খোপে রাখা ছোট হালকা দাঁড়িপাল্লা যেমন থাকে গয়নার দোকানে। খোপের ভেতর দাঁড়িপাল্লার পাশে আধগ্রাম থেকে শুরু করে দু'আউন্স ওজনের বাটখারা। দাঁড়িপাল্লার বাইরে কাঁচের ঘেরার গা ঘেঁষে একগাদা ছোট কাগজের টুকরো, তাদের একপিঠে নীল নয়ত গোলাপি রং করা, ভেতরে মোম মাখানো। জো বেশ বুঝতে পারল ঐসব ছোট ছোট কাগজের টুকরো পুরিয়া তৈরি করার কাজে লাগে। কাগজের টুকরোগুলোর পাশে কয়েকটা লেবেল আঁটা বাদামি রং-এর কাঁচের শিশি দাঁড় করানো। জো দেখল লেবেলগুলোর একটার গায়ে লেখা "মার্ক", তারপর বড় হরফে লেখা : "কোকেন। তুষারের দানা। সাত (৭) গ্রাম।

সে অবাক হয়ে দেখল বড় চৌকো টেবিলের চওড়া দিকটায় হাতে চালানো একটি বড়ি তৈরি করার খুদে মেশিন বসানো, তাতে একেক চাপে দশটা বড়ি তৈরি করা যায়। খানিকটা তফাতে বর্শার মত দাঁত লাগানো একটা ছোট রোলার তাতে মারিজুয়ানার পাতা ডাল থেকে ছাড়িয়ে গোটানো হয়। এই রোলারের গায়েই একটা হাতে তৈরি সিগারেট বানানোর রোলার , এই রোলারে সিগারেটের কাগজ পেতে তার ভেতর মারিজুয়ানা মেশানো অর্থাৎ তামাক দিয়ে হাতল ঘোরালে ছোট ছোট সিগারেট বেরিয়ে আসে।

একগাদা বাক্স রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে টেবিলে রাখল জ্যামাইকা। প্রত্যেক বাক্সে দশটা করে কোকেনভর্তি শিশি। এরপর একটা ছোট টিনের কৌটো আর একটা মাঝারি শিশি সে রাখল কোকেনের শিশিগুলোর পাশে। টিনের কৌটোর গায়ে লেবেলে লেখা ল্যাকটোস', তার পাশে শিশির গায়ের লেবেলে 'স্ট্রিকনিন', এবার জো-র দিকে তাকিয়ে জ্যামাইকা বলল, "এই যে কোকেন দেখছো এসব ওষুধ কোম্পানির মাল, শতকরা সত্তর ভাগ খাঁটি, জিভে একটু ছোঁয়ালেই আর দেখতে হবে না, তোমায় একেবারে আকাশে পৌঁছে দেবে। এগুলো আমরা ল্যাকটোসের সঙ্গে সমানভাগে মেশাই তাতে সোয়াদ মিঠে হয়। সবশেষে এক চিমটি স্ট্রিকনিন দিই, তার ফলে ল্যাকটোসের মিঠে সোয়াদ ঢাকা পড়ে, তখন এটা জিভে তেঁতো লাগে। এর তেঁতো মিঠে সোয়াদ সবাই পছন্দ করে।"

জো কিছু না বলে শুধু শুনল। এই বিষের নেশার কারবারে যে কোটি কোটি ডলার মুনাফা হচ্ছে জ্যামাইকা সেকথা একবারও বলল না তা লক্ষ্য করল সে। সে অবাক হয়ে দেখল জ্যামাইকা একদলা কালচে বাদামি আফিম মেয়েদুটোর একটার সামনে রাখল, আরেকটার সামনে রাখল এক বাক্স মারিজুয়ানার শেকড়।

"তোমার এসব চলে?" জোকে প্রশ্ন করল জ্যামাইকা।

"শরীর চাইলে মাঝেমধ্যে কোনও ঠেক-এ গিয়ে বসে পড়ি," জো বলল, "তবে সে কখনও সখনও। আমি ঠিক নেশারু নই, একটু আধটু খেলে মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়।"

"এমন দশা", জ্যামাইকা হাসল, "নেশাকে বাগ মানাতে না পারলে ছেড়ে দিয়ে সময় কাটানো ঢের ভাল।"

দরজায় টোকা পড়তে চমকে উঠল সবাই, তারপর যে মেয়েটা কিছু আগে কফি আনতে গিয়েছিল সে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে বলল, "কফি এনেছি, কাউন্টারে রেখেছি।"

"ঠিক হ্যায়," জ্যামাইকা হেসে মেয়েদের বলল, "চল্, এবার তাহলে কফি খাওয়া যাক্।"

"অ্যাই, শুনছো?" একটা মেয়ে এগিয়ে এসে জ্যামাইকার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, আবদার করে বলল, "কাল রাতে আমরা ঘুমোতে পারিনি, জানো ত, আমাদের সবাইকে তোমার ঐ নেশার ওষুধ দাওনা গো, না ত গা তুলতে পারছি না। বেশি নয়, এট্টুখানি।"

জ্যামাইকা তার আবদার শুনে কটমট করে তাকাল।

"চোখ পাকাচ্ছো যে বড়," মেয়েটা ঘ্যানঘ্যান করে উঠল, "ফিরতে ফিরতে ভোর হয়ে গেছে, সকাল সাতটায় শুয়েছি। তারপর কতক্ষণ ঘুমিয়েছি তুমিই বলো। দাও না গো তোমার ওষুধ, এই এট্টুখানি এক চিমটি করে!'

"ঠিক আছে, এই নে," বলে পকেট থেকে একটা ছোট শিশি আর একরত্তি একটা রূপোর চামচ বের করল জ্যামাইকা, সবাইকে এক চামচে কোকেন দিয়ে শিশি আর চামচ আবার পকেটে রেখে বলল, "ব্যস, আর নয়। এর বেশি আর একদম নয়। মিষ্টি রুটি খেয়েছিস, কফি গিলেছিস, কোকেন নিয়েছিস, ব্যস্! খানাপিনা ফূর্তির পাট শেষ, এবার মন দিয়ে কাজে লেগে যা। কত কাজ হাতে জমে আছে খেয়াল আছে? হপ্তা ত ফুরিয়ে এল বলে।"

নেশা করবে বলে এক চিমটি কোকেনের জন্য মেয়েগুলো জ্যামাইকাকে ঘিরে বসে আছে, তাদের দেখে একটা বাস্তব ছবি ভেসে উঠল জো-র কল্পনায়—বাড়িতে ব্রেকফাস্ট তৈরি করার সময় সেঁকা পাউরুটির টুকরোটাকরা রান্নাঘরের মেঝেতে পড়তে দেখেছে সে। দেখেছে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে চড়ুইপাখিরা ওর একটু পাউরুটির টুকরো মেঝে থেকে ঠোঁটে তুলে নিতে কি আগ্রহ তাদের। মেয়েগুলোকে তার সেই চড়ুইপাখির পালের মত মনে হল।

"জানো ত," জ্যামাইকা ইশারায় মেয়েগুলোকে দেখিয়ে হাসল, "এগুলোর সবকটার নাম লোলিটা, সব কটাই মার্কামারা খানকি।" বলে গম্ভীর গলায় বলল, "খানাপিনা হল, গল্পগুজব ফুরোল, এবার কাজের পালা। যা, তোরা তোদের কোঠরে গিয়ে ঢোক্। তার কথা শেষ হতেই মেয়েগুলো একমুহূর্ত নষ্ট না করে ওপাশে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল। এবার জো-র দিকে তাকাল জ্যামাইকা "আজকের দিনটা ত সব দেখেশুনে নিলে, তুমি তাহলে কাল থেকে আসছো ত?"

"আমি ঠিক সময়ে এসে যাব," জো বলল।

"তোমার কাজকর্ম আরেকটু খোলাখুলি ভাবে বোঝানোর আছে," জ্যামাইকা বলল, "এখানে আমার ঐ মেয়েগুলোর ওপর নজরদারি করতে হবে। আমি ও ঘরে গেলে ওরা ঠিক কাজে ফাঁকি দিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলবে।"

"বেশ ত, আপনি যান ওখানে," জো স্বাভাবিক গলায় বলতেই টেলিফোন বেজে উঠল, জ্যামাইকা হাত বাড়িয়ে রিসিভার কানে ঠেকাল, মুখের কাছে হাত এনে চাপাগলায় বলল, "ক্যারিবিয়ান স্পোর্টস," একমুহূর্ত চুপ করে ওপাশের বক্তব্য শুনে বলল, "আপনার এক্ষুণি চাই?" আবার কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর সে বলল, "ঠিক আছে, দেখছি।"

'একটা কাজ করে দেবে?" রিসিভার নামিয়ে জো-র মুখের দিকে তাকাল জ্যামাইকা, জবাব না দিয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল জো।

জ্যামাইকা আবার তাকে নিয়ে এল ভেতরের ঘরে। জো দেখল মেয়েরা সবাই মন দিয়ে কাজ করছে। জ্যামাইকা তাদের দিকে একবারও না তাকিয়ে দুটো ছোট বাদামি কাগজের ঠোঙা বের করল। একটা ঠোঙার ভেতর আরেকটা ঢুকিয়ে চটপট কিছু ভেতরে ঢালল সে, তারপর ভাল করে মুখ আঁটল। এত চটপট আর হুঁসিয়ার হয়ে কাজটা জ্যামাইকা সারল যে জো টেরও পেল না ঠোঙার ভেতর কি ঢেলেছে সে। এরপর মজবুত বাদামি সুতো দিয়ে ঠোঙা বেঁধে জোকে দিল জ্যামাইকা। একটা কাগজে ঠিকানা লিখল : ২৫ সি পি ডব্লিউ পেন্ট হাউস সি ১০০০ ডলার।'

"কি হল, সব দেখে নিয়েছ জো?" জ্যামাইকা হেঁড়ে গলায় জানতে চাইল। জো ঘাড় নাড়ল। একটা পাঁচ ডলারের নোট তার হাতে দিয়ে জ্যামাইকা বলল, "এটা দরোয়ানকে দিলেই

"কোন কথা?"

"বাঃ, ভুলে গেলি এক রাতেই? স্টিভ, আমার ভাইয়ের চিঠির ব্যাপার।"

"রোববারের আগে পেরে উঠব না রে। আসছে কাল আবার শনিবার। সকালে মন্দিরে যেতে হবে, তারপর বাড়ি ফিরে খাবার তাড়া।"

"যেমন ভাল বুঝবি করবি," জো বলল, "আমার মদত দরকার হলে বলিস।"

মটির সঙ্গে কথা শেষ করে স্লটে আবার খুচরো ফেলে আরেকটা নম্বর ডায়াল করল জো। লুটেসিয়ার সাড়া পেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল সে, "কিটি আছে?"

"লাইনটা একটু ধর," লুটেসিয়ার গলা ভেসে এল, "ওকে ডেকে দিচ্ছি।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কিটির গলা ভেসে এল, "হ্যালো, জো বলছিস?"

"হ্যাঁ", সে বলল, "কাল বিকেলে তোদের ওখানে অনেকক্ষণ ছিলাম। তুই তখন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছিলি!"

"জানি" কিটি বলল, "জেগে থাকার মত অবস্থা কাল সত্যিই আমার ছিল না।"

"এখন ঠিক আছিস ত?"

"একদম," কিটি বলল, "তোর টাকা রেখে দিয়েছি, চাইলে এখন এসে নিয়ে যেতে পারিস।"

"আমি একটু বাদেই যাচ্ছি," বলে রিসিভার আগের মত ঝুলিয়ে রাখল জো। খুচরোগুলো বাক্সে পড়ার আওয়াজ হতে আবার রিটার্ণ স্লট খোলার চেষ্টা করল জো। কিন্তু এবার তার কপাল আর খুলল না, একটা খুচরোও বের করতে পারলনা জো।

একফালি ঘুপচি খোপে বসে টাকা গুনতে গুনতে জো-র মা মার্টা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ঘাড় ঘোরাতে দেখল জো-র বাবা ফিল ডেসকের ড্রয়ারে চাবি আঁটল। মার্টার চোখের সামনে ফিল খাপে আঁটা চামড়ার বেল্টখানা কাঁধে আড়াআড়ি বাঁধল; ৩৮ ক্যালিবারের কোল্ট পুলিশ পজিটিভ রিভলভারখানা গুঁজল খাপে। প্রত্যেক শুক্রবার এই একই দৃশ্য দেখে মার্টা, ফিল তার রিভলভার খাপে গোঁজার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে, "কতকগুলো পাঁচ ডলারের নোট সঙ্গে নেবে। তার জন্য বন্দুক পিস্তলের কি দরকার বাপু?"

"ওপর থেকে দেখছো ত, তাই ওকথা বলছ," ফি শুক্রবারের মত আজও একই জবাব দিল ফিল, "সকাল থেকে জমতে জমতে বিকেলে ঐ পাঁচ ডলার দেড় দু'হাজার ডলারে দাঁড়ায়। টাকা ছেনতাই করার মত বদমাসের অভাব নেই তা ত দেখছো। ওদের কথা ভেবেই এটা সঙ্গে নেয়া।"

"তুমি একা ওদের গুলি মেরে সাফ করে দেবে?" জানতে চায় মার্টা।

"তোমার ইচ্ছেটা কি, ওরা আমার টাকাকড়ি নিয়ে পালাক, এই ত?"

"তুমি ভাল বন্দুকবাজ তা জানি" মার্টা আবার বলে, "কিন্তু ওরা যদি আগেভাগে গুলি চালিয়ে তোমায় খতম করে তখন? তুমি তার আগে গুলি ছুঁড়ে ওদের খতম করতে পারবে?"

"আসলে তুমি কিছুই বোঝনা। মেয়েমানুষের মাথা হলে যা হয়।" ফিলের গলায় একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ে। "শখের জন্য আমি এটা সঙ্গে নিই তা ভেবো না। সঙ্গে পিস্তল নিই তাই হতভাগারা আমার ধারে কাছে ঘেঁষার সাহসই পায় না।" ঠিক তখনই কোনও খদ্দের জানালার সামনে এসে দাঁড়াতে মার্টা প্রসঙ্গ পাল্টাতে বাধ্য হয়। খদ্দেরের হাত থেকে মুর্গির দাম নিয়ে মার্টা দেখে ফিল গাদাগাদা পাঁচ ডলারের নোট পার্সে জোর করে ঠাসছে, ভেতরে জায়গা না থাকায় নোটগুলো মাথা বের করে উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে। "কাজের মেয়েটার আজ আবার কি হল? লাঞ্চ সেরে মাগী রোজ দেরি করে দোকানে ফিরছে!"

"সবে ত সাড়ে বারোটা বাজল", পেটমোটা পার্স জামার ভেতরে গুঁজে হাতঘড়ি দেখে আড়চোখে বৌয়ের দিকে তাকাল ফিল, "ওর লাঞ্চের ছুটি পুরো একঘণ্টা, মাত্র আধঘণ্টা হল বেচারি খেতে গেছে।"

"শুরু হল কাজের মেয়ের হয়ে ওকালতি," বিড়বিড় করে আপন মনে গর্জায় মার্টা, "শুক্রবার যে আমাদের কাজের চাপ বাড়ে অনেকদিন ধরে দেখছে জোসি। সেকথা ভেবেই অন্তত এই দিনটা ওর আধঘণ্টার মধ্যে লাঞ্চ সেরে দেখা উচিত। জানি এসব বলে লাভ নেই, একটা কাজের মেয়ের কাছ থেকে আর কি বিবেচনা আশা করা যায়? তারও ওপর" ঝাঁঝিয়ে উঠতে গিয়েই থেমে গেল মার্টা।

"কাজের লোক হলেও সে ত মানুষ, তোমার মত জোসি বেচারি নিজেও দুটো বাচ্চার মা। দুপুরে বাচ্চা দুটো স্কুল থেকে ফিরলে ওদের খাবার জন্য না হক কিছু তৈরি করতে হয়—"

"সেখানে ওর অন্য ব্যবস্থা করলেই পারে," রেগে মেগে বলল মার্টা ফিল ইচ্ছে করেই আর কথা বাড়াল না। কাজের মেয়ে জোসি জানে দুপুরে লাঞ্চের সময় ফিল যাবে তার কাছে। "আমি বেরোচ্ছি ফিরতে ফিরতে চারটে বাজবে," বলে ফিল দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

"সাবধানে থেকো, সবদিকে খেয়াল রেখো," স্বামীকে হুঁশিয়ার করে জানালার কাছে সরে এল মার্টা ; বাইরে ততক্ষণে একপাল মুর্গির খদ্দের লাইন করে দাঁড়িয়েছে।

বাজার থেকে বেরিয়ে দু'পা এগোলেই এক অ্যাপার্টমেন্টে কাজের মেয়ে জোসির ফ্ল্যাট ; সদর দরজা খোলা দেখে ফিল সোজা লিভিং রুমে চলে এল। তার জুতোর আওয়াজ পেয়ে জোসি রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসে বলল, "আসতে এত দেরি হল, কি ব্যাপার?"

"ব্যাপার নতুন আর কি" ফিল বলল, "আজ শুক্রবার তাই আমাদের কাজের চাপ পড়েছে," বলতে বলতে জ্যাকেট খুলে একটা চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে দিল সে।

"বুঝেছি", জোসি মুখ টিপে হাসল, "আমার নাম করে তোমার বৌ রোজের মত ক্যাঁক ক্যাঁক করে চিল্লাচ্ছে, এইত?"

জবাব না দিয়ে ফিল খাপে আঁটা রিভলভার সমেত বেল্টখানা কাঁধ থেকে খুলে নামিয়ে রাখল। শার্ট খোলার পরেই তার চোখে পড়ল জোসি এখনও কাপড় খোলেনি। "তোমার আবার কি হল?" জানতে চাইল ফিল।

"তোমার বৌ আমায় দু'চক্ষে দেখতে পারে না।" অভিমানের সুরে বলল জোসি।

"দেখতে পারে না ত হলটা কি?"

"তুমি আমার কাছে আসো ও ঠিক জানতে পেরেছে।"

"জানতে পেরেছে না ঘোড়ার ডিম।" বলে জুতো, মোজা, ট্রাউজার্স, আর অন্তর্বাস সব খুলে কাজের মেয়ে জোসির মুখোমুখি দাঁড়াল ফিল।

"আমাদের হাতে মাত্র কুড়ি মিনিট আছে," জোসি বলল, "দোকানে ফিরতে ফিরতে আমার অনেক দেরি হয়ে যাবে। এমনিতেই তোমার বৌ আমার ওপর খাপ্পা। তার ওপর ফিরতে দেরি হলে আমায় আস্ত আর আস্ত রাখবে না। ঝাঁপ বন্ধ না করা পর্যন্ত তোমার মুর্গিগুলোর মত একটানা ক্যাঁক ক্যাঁক করতেই থাকবে।"

"হোক গে দেরি," বলে ফিল জোসির কাছে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, "দোকান আর আমার বৌয়ের কথা না ভেবে এখন আমার কথা একমনে ভাবতে থাক্। হাঁ করে দেখছিস কি, চটপট কাপড় খোল্?"

"ওসব করতে গেলে এখন কম করে পুরো একটা ঘণ্টা কেটে যাবে," বলল জোসি। কিন্তু অবুঝ ফিল তাতে শান্ত হল না—দোকানে ব্যবসার চাপ, বৌয়ের মনের কোণে সন্দেহের মেঘ সব ভুলে জোসির সঙ্গে উদ্দাম হয়ে শরীরের নির্লজ্জ খেলায় মেতে উঠল ভর দুপুরে।

"মঠে না গিয়ে আজ রাতে নয় এখানেই চলে এসো," মনের সুপ্ত বাসনা মনিবের সামনে মেলে ধরল জোসি।

"আসার সাধ ত আমারও ছিল।" করুণ হাসল ফিল। "কিন্তু আজ রাতে মঠে না গেলেই নয়। আরও অনেকের সঙ্গে আজ আমায় ভজন গাইতে হবে, তার ওপর কিছু সেবার ব্যাপার আছে। ওসব তোর না বুঝলেও চলবে। কিন্তু তোকে আমি দুঃখ দিতে চাই না। তাই তোর সাধ যখন হয়েছে তখন আসছে শুক্রবার দেখব গোটা রাতটা এখানে তোর সঙ্গে কাটাতে পারি কিনা।" ফিলকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে চাইছে জোসি। সেই অবস্থায় টের পেল ফিল নিজের জামাকাপড় হাতড়াচ্ছে। "নে, হল তো, এবার আমায় ছেড়ে উঠে পড়।" ফিল জোর গলায় বলে উঠল, "লাঞ্চের নাম করে অনেকক্ষণ হল বেরিয়েছিস আমার বৌ একা দোকান সামলাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। দেরি না করে জামাকাপড় পরে চটপট দোকানে চলে যা!"

নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার বিনিময়ে ঐ কড়া কথাগুলো শুনে জোসির চোখে জল এসে গেল। একটি কথাও না বলে উঠে পড়ল সে। ততক্ষণে ফিলের জামাকাপড় পরা শেষ, খাপসুদ্ধ রিভলভারের বেল্ট আগের মত আড়াআড়ি কাঁধে বেঁধে তার ওপর জ্যাকেট চাপাল ফিল, জোসির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বেরিয়ে গেল ফ্ল্যাট থেকে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ফিল যখন দোকানে এল তখন পাঁচটা বাজতে দেরি নেই। বাইরে দাঁড়িয়ে দেখল দোকানের সামনে পড়ে থাকা মুর্গির রক্ত, পালক, আর নোংরা ময়লা সব ধুয়ে সাফ করা হয়েছে তার সব মুর্গি বিক্রি হয়ে গেছে।

"দিনটা কেমন কাটল?" তাকে ঢুকতে দেখে কথাটা ছুঁড়ে দিল তার বৌ মার্টা।

"কেমন আবার কাটবে রোজের মতই," জবাব দিল ফিল। আড়চোখে তাকাতে দেখল জোসি জানালার সামনে তার নিজের জায়গায় বসে মুর্গি বিক্রির টাকা গুনছে একমনে। ফিলের সাড়া পেলেও জোসি মুখ তুলে একবারও তাকাল না।

"কত হল?" জোসির দিকে না তাকিয়ে জানতে চাইল ফিল।

"এখনো দেড়শো ডলার, মিঃ ক্রোনোউইজ", মাইনে করা কাজের মেয়ের স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল জোসি।

"একটু চটপট ওগুলো গুনে ফ্যাল," মার্টা বলল জোসিকে, "নয়ত মিঃ ক্রোনোউইজের মঠে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।"

"তোমরা গোনাগুনতি সেরে ঝাঁপ গটাও," ফিল বলল, "আমি এই ফাঁকে গিয়ে গাড়িটা বের করি। মঠের ফটক থেকে দূরে কোথাও পার্ক করতে হবে নয়ত ঠাকুরমশাই দেখে ফেলবেন আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। আমি তাহলে এগোলাম।" বলে বাইরে এল ফিল। ঠিক সেই মুহূর্তে মুখ তুলল জোসি, "উইক এণ্ড দু'জনে ভালভাবে কাটান, মিঃ ক্রোনোউইজ," হপ্তার শেষে মনিব আর তার স্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাল সে।

"তোমারও জোসি," মুখ ফিরিয়ে বলল ফিল, "উইক এণ্ড ভালভাবে কাটুক।"

"জোসি উইক এণ্ডে কাজ করেনা?" গাড়িতে উঠে জানতে চাইল মার্টা।

"ও শনিবার কাজ করে," ফিল জবাব দিল "আর সেজন্য ওকে বাড়তি কিছু দেয়।"

"তাহলে ও রোববারে কাজ করে না।" বলল মার্টা, "কেন করে না?"

"কেন খাটবে? পান্টা প্রশ্ন করল "কিন্তু গোলাম বলে ওর কি ছুটির দিন, বিশ্রামের দিন থাকতে নেই?"

ছয়

টাইপরাইটারের দিকে পেছন ফিরে বসে কিটি ব্রাঞ্চ, একপাশে কফিভর্ত্তি মগ, আরেকপাশে অ্যাশট্রে ভর্ত্তি পোড়া সিগারেটের টুকরো, কালো রিমের চশমার সঙ্গে ছোট ছোট একরাশ চুলের গুছি চমৎকার মানিয়েছে এই ফ্যাশনের নাম সল্ট অ্যাণ্ড পিপার মানে নুন গোলমরিচ। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর গরম মন্দ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ধূসর লিনেনের স্কার্ট আর পাতলা সুতির লম্বা হাতার শার্ট পড়েছে সে। জো ভেতরে ঢুকতে মুখ তুলল কিটি, "কফি, না কোল্ড ড্রিংক কি নিবি, জো?" জানতে চাইল সে। হুইস্কির নেশার সঙ্গে অবসাদ মিশে অস্বাভাবিক রুক্ষ শোনাল তার গলা।

"কোকা কোলাই ভাল" মুখ নামিয়ে বলল জো, "তোকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?"

"আর বলিস না জো" ট্রাক ড্রাইভারদের মত রুক্ষ কর্কশ গলায় কিটি বলল, "আমি পুরো ধ্বসে গেছি। ভেতরে যা জমেছিল সব খসে গেছে। একটু বেশি মাল টেনে ফেলেছি, এখন জ্ঞানে টিকলে হয়।"

"ঠিক এক্ষুণি তোর কি ওষুধ দরকার জানিস কিটি?" মুখোমুখি চেয়ারে বসে চোখ তুলে তাকাল জো।

"আমার কি দরকার তা আমার জানা আছে," একই সুরে জবাব দিল কিটি, "তোর চেয়ে ঢের বেশি জানি। কিন্তু ওসবের মধ্যে আমি নেই।"

জো আর কিছু বলল না।

"বলি অ্যাই লুটেসিয়া," গলা চড়িয়ে হেঁকে উঠল কিটি, "শীগগির একটা কোকা কোলা এনে জো-কে দে।" সামনে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা পাঁচটা ডলার তুলে জো-র হাতে গুঁজে দিয়ে কিটি বলল, "আমায় সাহায্য করার জন্য অজস্র ধন্যবাদ, জো।"

"এজন্য ধন্যবাদ দেবার কি আছে," জো বলল, "খুশি মনেই তোকে সাহায্য করেছি আমি।"

কাকোকোলার বোতল, ছিপি খোলার হাতল আর বরফের কিউব ভর্তি গ্লাস ট্রেতে সাজিয়ে ঘরে ঢুকল লুটেসিয়া। টেবিলে ট্রে নামিয়ে রেখে রুক্ষ গলায় কিটিকে বলল, "এই যে মালকিন, আপনার আর কি চাই চটপট বলে ফেলুন।"

তেরছা চোখে রাগরাগ মুখে তার দিকে তাকাল কিটি, দেখল গতকালের পরা শিফনের ড্রেসিং গাউনখানা আজ আবার পরেছে লুটেসিয়া।

"হ্যাঁরে, ভগবানের নামে দিব্য করে বলত ঘরে পরার মত ভাল জামাকাপড় তোর কি নেই, নাকি সেসব পরার ধাতটাই বরবাদ করে দিয়েছিস?"

"থাক চাই না, থাক কোন দুঃখে ওগুলো পরতে যাব বল দেখি?" খেঁকিয়ে উঠল লুটেসিয়া, "আমায় কতদিন বেড়াতে নিয়ে যাসনি সে খেয়াল তোর আছে? গেল হপ্তাটা শুধু মাল টেনে হাত পা ছড়িয়ে উল্লুকের মত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলি। না বাপু, এসব আমার আর সইছে না!"

"হুঁ ভারি কথা বললেন, সইছেনা!" মুখ বেঁকিয়ে ভ্যাঙ্গাল কিটি, "ওগুলো ও মুখপুড়ি হারামজাদি! এসব না সইলে যা হক একটা কোনও কাজকর্ম্ম জুটিয়ে নিলেই ত পারিস। কোথাও ঘরমোছা কি বাসন মাজার কাজও জোটাতে পারছিস না?"

"ওসব ঝি চাকরের কাজ, তোর সাধ হলে জুটিয়ে নে যত খুশি!" রেগেমেগে লুটেশিয়া বলল, "আমি বাপু কাজ বলতে মডেলিং ছাড়া কিছু বুঝি না। বোঝার চেষ্টাও করি না। সেখানেও ত আরেক গ্যাড়াকল বাঁধিয়ে রেখেছিস লো মাগি। কাপড় চোপড় খুলে আমি ন্যুড মডেলিং করি সে ত আবার তোর পছন্দ নয়। সেখানেও আমায় হিংসে।"

"কেন, শুধু ন্যুড মডেলিং কেন," কিটি তেড়ে উঠল, "চাইলে তুই খুব ভাল সেক্রেটারির কাজ পাস তাও আমার জানা আছে সে যোগ্যতাও তোর আছে।"

"চেষ্টা করলে পেতে পারি তা আমিও জানিরে," কাঁদো কাঁদো শোনাল লুটেসিয়ার গলা, "কিন্তু ওতে আর কত পাব, হপ্তায় বড়জোর কুড়ি কি পঁচিশ ডলার তার বেশি নয়। সেখানে মডেলিং করে এককে বেলায় আমি পনেরো কুড়ি ডলার পকেটে পুরব। আর প্রাইভেটে সিটিং দিলেত কথাই নেই। আরও বেশি পাব, এককে সিটিং-এই কম করে পঁচিশ ত্রিশ ডলার। মডেলিং-এ সবচেয়ে বড় লাভ কি জানিস। কিছু বড় আর নামী লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা যায়।" আড়চোখে জোকে একপলক দেখে আবার কিটির দিকে তাকাল লুটেসিয়া, "গতকাল তোর সেই বন্ধু এসেছিল ; সেই যে বিশ্ব চালিয়াৎ আর ফাজলেমির গুরুঠাকুর। কার কথা বলছি বুঝতে পারছিস? সেই যে হতচ্ছাড়া পাঁঠার বাচ্চা গল্পের নামে ছোটলোকদের মাগাজিনে শুধু খিস্তিখেউর লেখে আর ভাবে দুনিয়ার সব মেয়ে ওকে দেখলে ভিরমি খায়, সেই হতচ্ছাড়া! বুঝেছিস?" আড়চোখে জো-র দিকে আগুন ঝরা চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে লুটেসিয়া দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

"ওটার হল কি?" কোকা কোলায় আলতো চুমুক দিয়ে জানতে চাইল জো।

"কি হল তা এত কথার পরেও তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে?" জো-র চোখে চোখ রাখল কিটি। "কেন জানিনা আমার বারবার মনে হচ্ছে লুটেসিয়া আমায় ছেড়ে চলে যাবার মতলবে ভেতরে ভেতরে নিজেকে সবদিক থেকে তৈরি করছে।"

"তা এ নিয়ে তুই মিছে ভেবে মরছিস কেন" গ্লাসে আবার চুমুক দিয়ে বলল জো, "যে নিজে থেকে খসে পড়তে চাইছে তাকে ধরে রেখে তোর কি লাভ বলতে পারিস?"

"লুটেসিয়া বলেছে তুই ওকে রেপ্ করতে গিয়েছিলি!" জো-র চোখের দিকে তাকিয়ে বলল কিটি।

"ওর কথাটা বড় নয়," জো শান্ত সুরে বলল। "আমি জানতে চাই তুই ওর কথা বিশ্বাস করেছিস?"

"না, একদম না," ঘাড় নেড়ে বলল কিটি, "লুটেসিয়ার ধাত আমার জানা আছে। ও ভারি হিংসুটে আমার সুখ ও মোটেও সইতে পারে না। আমি খুশিতে আছি দেখলেই জ্বালা ধরে ওর গায়ে।" জো কিছু না বলে একমনে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল।

"কাল কি হয়েছিল?" জানতে চাইল কিটি।

"লুটেসিয়া চাইছিল আমি ওকে খাই," সহজ গলায় সংক্ষেপে এক কথায় জবাব দিল জো।

"তা তুই কি করলি?"

"খাবার জিনিস যখন যেচে এসে মুখের ভেতর ঢুকতে চায় তখন তাকে ফেরাতে নেই," বলল জো, "সেই নিয়ম মেনে আমি ওকে খেলাম।"

"কতটুকু সুখ আর আরাম মাগী খাবার সময় দিল তোকে?"

"সুখ না ঘোড়ার ডিম," আক্ষেপের সুরে বলল জো, "মুখে নেবে কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত নেয়নি। তারপর ওর হাতের মধ্যেই আমার যা হবার হয়ে গেল।"

"অ্যাদ্দিনে লুটেসিয়া সত্যিসত্যি একটা মাগী হয়ে উঠেছে তাহলে", বলে মুখ টিপে হাসল কিটি।

"যা বলেছিস," ব্যঙ্গের সুরে সায় দিল জো।

"কিন্তু জো," আচমকা গম্ভীর শোনাল কিটির গলা, "এখন রাগ, বিরক্তি আর জ্বালা নিয়ে এসব বলছে বটে, কিন্তু মাথা যখন ঠাণ্ডা থাকে তখন এই আমারই একেক সময় লুটেসিয়াকে একটা বাচ্চা মেয়ে ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। মনে হয় ও এখনও শিশু আছে, শরীর আর মনের ব্যাপার-স্যাপার কম বয়সে বুঝে আমরা যতটা পেকে ঝানু হয়ে গেছি, তার ধারে কাছে আসতে ওর এখনও ঢের দেরি।"

"সে তোর দয়ালু মন তুই ভাবতে পারিস," বলল জো, "কিন্তু আমি বাজি রেখে বলছি যাকে আজ শিশু মনে হচ্ছে সেই একদিন তোর ঘাড় মুচড়ে শরীর নিংড়ে ওর যা যা দরকার সব আদায় করে তবে ছাড়বে।"

"সে কথা কি আমিও আঁচ করিনি ভেবেছিস," এক মুহূর্ত জো-র চোখে চোখ রেখে সিগারেট ধরিয়ে কিটি বলল, "কিন্তু কি করব বল, হাজার হলেও ওকে আমি বড্ড ভালবাসি।"

"দুঃখিত," জো বলল, "তোর মনে আঘাত দেবার মত কিছু আমি বলতে চাইনি। কিছু মনে করিস না, কিটি।"

"বাদ দে ওসব," অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে তাচ্ছিল্যের গলায় কিটি বলল, "এসব ঝড় আগেও সয়েছি। শোন্, খবর আছে। ওল্ড পরিবারের ওপর একটা স্টোরি ফ্রন্ট ডেস্কের দরকার ওটা পরপর পাঁচ পর্বে ছেপে বেরোবে। জানিস ত, অ্যাস্টরদের দলের সঙ্গে ভিড়ে ওরাই নিউ ইয়র্ক সেণ্ট্রাল বানিয়েছে। একবার যদি লেগে যায় তাহলে প্রায় কুড়ি ঘণ্টা এক নাগাড়ে কাজ করতে পারব তোর সঙ্গে।"

"খুব ভাল কথা," জো বলল, "এর মাঝে বিকেলে দোকানে আমার কিছু কাজ আছে, তাছাড়া ম্যাগাজিনের কিছু গল্প নিয়েও কথাবার্তা পাকা করতে হবে।"

"ভাল বড়দরের কোনও ম্যাগাজিনে একটু লেখালেখির সুযোগ পেলে তোর পক্ষে খুব ভাল হয়।" বলে হাসল কিটি।

"হয়ত একদিন বরাতে শিকে ঠিকই ছিঁড়বে," জো বলল, "তাই বলে আমার কিছুই হল না, কিছুই পেলাম না, বলে প্যানপ্যান ঘ্যানঘ্যান করার লোক আমি নই। বাজে ফালতু ম্যাগাজিনে লিখে যে টাকা পাই তা যত কমই হোক। সেটা আমি লিখে আয় করি এটাই আমার কাছে বড় কথা।"

"ঠিক বলেছিস" সায় দিল কিটি, "এই হল জীবন।" সিগারেটটা অ্যাশট্রের কিনারায় পিষে নিবিয়ে কিটি বলল, "যাক, পরে ফোন করছিস ত? আজ রাতে একসঙ্গে ডিনার হবে নাকি?"

"ঠিক," বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল জো, "তোর ঝড় ঝাপ্‌টা সব কেটে যাক আমি তাই চাই কিটি।"

"তোর সম্পর্কে আমিও একই কামনা করছি" জো-কে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে শুভেচ্ছা জানাল কিটি।

দু'পাশে সারি সারি বাড়ির মাঝ বরাবর চলে গেছে ড্রাইভ ওয়ে বা গাড়ি চলার পথ। সেই পথ ধরে হাঁটছে জো-র জ্যাঠতুতো বোন মটি। জো-দের বাড়ির হাতায় আসতেই মটি দেখল গ্যারাজের শাটার খোলা, ভেতরে ফিলকাকুর গাড়ি নেই, এ বাড়ির নাড়ি নক্ষত্র সব মটির জানা ; বাইরে থেকে বিশেষ কায়দায় ঠেলতেই খিড়কির দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকে

ওপাশ থেকে খিড়কির দরজা আগের মতই এঁটে দিল সে, তারপরে চলে এল রান্নাঘরে। রান্নাঘরের দেয়ালে ঝুলছে পুরোনো ঘড়ি, সেদিকে চোখ পড়তেই মটি দেখল ছোট কাঁটার ভলপেটের ওপর বড়কাঁটা লম্বালম্বি দাঁড়িয়েছে। শুক্কুরবার বিকেল ছ'টায় বাড়ি খালি থাকবে এতো খুবই স্বাভাবিক, মনে মনে বলল মটি। ফি শুক্কুরবার সন্ধ্যের আগে জো-র বাবা মা মঠে যান, পুরো সন্ধ্যেটা ওখানেই কাটিয়ে বাড়ি ফেরেন দশটা এগারোটায়, আজকে একটু সকাল সকাল দোকান থেকে ছুটি পেয়েছে মটি।

গ্যাসবার্ণারের সামনে এসে ঘাড় হেঁট করল মটি। বড় বাটিতে পট রোস্ট আর কিছু সেদ্ধ ছোট আলু। মধুতে ডোবানো সেদ্ধ গাজর আর মটরশুঁটির ঝোল রাখা আছে ছোট বাটিতে। একটু ভাবল মটি। খুব খিদে তার সত্যিই পায়নি তাই মটি ঠিক করল ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে বাইরের জামাকাপড় পাল্টে ভাল করে স্নান করবে, তারপর ডিনার খাবে।

ট্যাপ্......ট্যাপ্.....ট্যাপ্......। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে ওপরে উঠতেই টাইপরাইটারের আওয়াজ কানে এল। নির্ঘাৎ জো বসেছে তার টাইপরাইটার নিয়ে। ভেতর থেকে দরজা ভেজিয়ে ঝড়ের বেগে টাইপ করে চলেছে জো। মটি বুঝল তার মানে কোনও জুতসই গল্প মাথায় এসেছে।

"জো, দরজা খোল্", বাইরে দাঁড়িয়ে দরজার পাল্লায় টোকা দিয়ে বলল, "আমি মটি, আজ সকাল সকাল ছুটি পেয়েছি।"

"মটি, নটি, ডটি, তুই যেই হোস তাতে কিছু যায় আসে না," ভেতর থেকে ভেসে এলে জো-র গলা, "আমি এখন ভারি ব্যস্ত।"

"সে ত দেখতেই পাচ্ছি," মটি গলা চড়িয়ে বলল, "মন দিয়ে শোন। আমি স্নান করতে যাচ্ছি। তোর হাত খালি হলে আমায় ডাকিস্ খাবার গরম করে একসঙ্গে ডিনার খাব।"

"ঠিক আছে এখন যা।"

সরে এসে নিজের ঘরে ঢুকল মটি। দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ অবসাদ এসে ছেয়ে ফেলল তাকে। বাইরের আঁটা জামাকাপড় ছেড়ে ঢোলা ঘরোয়া পোশাক পরল মটি। টানটান হয়ে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল। চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ গা এলিয়ে পড়ে থাকতে চেয়েছিল মটি। কিন্তু মানসিক অবসাদ আর দৈহিক ক্লান্তি এতটাই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাকে যে খানিক বাদে নিজের অজান্তেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুমের ভেতর পৌঁছে গেল স্বপ্নের দেশে।

স্বপ্ন নয়, ঘুমের ভেতর মটি যেখানে পৌঁছোল সে হল দুঃস্বপ্নের দেশ। মটি স্পষ্ট দেখল জো-র মা অর্থাৎ তার কাকিমা চোখ পাকিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করছেন তাকে—

"না, কক্ষণো না, বেঁচে থাকতে এ কখনোই হতে দেব না! স্টিভকে বিয়ে করার আগে আমার মরা মুখ দেখবি তুই! হারামজাদী, সেদিনের ছোট্ট একফোঁটা মেয়ে কবে মাগী হয়ে উঠলি টেরই পেলাম না! দোকানে বসে মালিকের মাল বেচে তোর এত বাড় বেড়েছে যে হাত বাড়িয়েছিস আমার ছেলের দিকে? বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাধ? বলি ওলো ও মাগী, দজ্জাল বেবুশ্যে পোড়ারমুখি, সাধ ত হয়েছে, কিন্তু আমার ডাক্তার ছেলের পায়ে ঢেলে দেবার মত কত টাকা তুই কামিয়েছিস, শুনি? ছেলে আমার রুগী দেখার চেম্বার খুলতে চাইলে তুই তার ভাড়া জোগাতে পারবি? বিয়ের পরে আমার ছেলের ফ্ল্যাট কেনার সাধ হলে তুই জোগাতে পারবি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা? ফ্ল্যাট কেনা দূরে থাক, তার আসবাবপত্তর কেনার মুরোদ হয়েছে তোর? আমার স্টিভি ডাক্তার হয়ে বেরোবে, সে হবে পেশাদার লোক। বিয়ে দিতে হলে আমরা তেমন

মেয়ের সঙ্গেই তার বিয়ে দেব যার বাড়িতে টাকার গাছ পোঁতা আছে, ঝাঁকুনি দিলেই ঝরে পড়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। সময়মত আমরা পাশে না দাঁড়ালে তোকে যে ফুটপাতের বাচ্চার মত লাথি ঝাঁটা খেয়ে বড় হতে হত তা একবারও ভাবিস? আমাদের খেয়ে আমাদেরই সঙ্গে বেইমানি করতে চাস? আমার যুগ্যিমস্ত ডাক্তার ছেলেকে গিলে খাবার সাধ হয়েছে এত নোলা বেড়েছে তোর? মর, মরে আমাদের মুক্তি দে, বেবুশ্যে মাগী কোথাকার?"

স্বপ্নের ভেতর কাকিমার মুখে নোংরো গালিগালাজ শুনে তার দু'চোখ বেয়ে দরদর করে জল গড়াচ্ছে টের পেল মটি। সে বলতে গেল, "কিন্তু কাকি, স্টিভ আর আমি, আমরা দুজনেই যে দুজনকে ভীষণ ভালবাসি। যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসছি।"

"রাখ্ তোর ভালবাসা, ধুমসি মাগী।" মটির কাকি মার্টা ফের খেঁকিয়ে উঠল, "যা, বেরো, এক্ষুণি বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে! যেদিকে দু'চোখ যায় সিধে চলে যা সেদিকে। হাজারও জাহান্নমের দরজা খোলা আছে তোর মত রাস্তার মাগীর জন্য। তাদের একটার ভেতর গিয়ে ঢোকগে যা! পচে গলে মর্! তা যদি না পারিস ত রেললাইনে গলা দিয়ে শুয়ে পড়, নয়ত দশ পনেরো তলা উঁচু বাড়ির ছাতে উঠে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়। তুই অপঘাতে মরেছিস খবর পেলে আমার হাড় জুড়োবে, দিব্যি করে বলছি তোর কাটা ছেঁড়া লাশ দেখতে আমরা কেউ মর্গে যাব না। যা ভাগ! দূর হ চোখের সামনে থেকে।"

এতক্ষণে স্বপ্নের ভেতর স্টিভকেও স্পষ্ট দেখতে পেল মটি, মায়ের বাধ্য ছেলেটির মত মুখ করে দাঁড়িয়েছে সে কাকিমার গা ঘেঁষে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে মটি এবার সোজা তার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ ফুটে বলল, "এত সব শোনার পরেও তুমি চুপ করে আছো, স্টিভ? তোমার মাকে বোঝাও, আমাদের ভালবাসার কথা তুমি ওঁকে বলো, আমাকে বিয়ে করার সাধ যে তোমার হয়েছে একথা মুখ ফুটে বলো তোমার মাকে।"

কিন্তু স্টিভ সে সবের ধার দিয়েও গেল না। মোষের শিং-এর রিমের চশমার কাঁচ দিয়ে কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি খুব ঠাণ্ডামাথায় সবদিক বিচার করে দেখলাম মটি। এ ব্যাপারে রাতারাতি কিছু করে ফেলা ঠিক হবে না। আমাদের দু'জনকেই প্রচুর ভাবতে হবে, সুবিধা, অসুবিধা, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, এসব ভাল করে খতিয়ে দেখে তবেই পা ফেলতে হবে। হয়ত আমরা তাড়াহুড়ো করে ব্যাপারটা সেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন সবার স্বার্থের কথা ভেবে বেশ বুঝতে পারছি ঐভাবে এগোনো হবে হটকারিতা, তাতে আমাদের ভাল কতটুকু হবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এও জেনো, মা তোমাকে খুব ছোট থেকে দেখে আসছেন, উনি তোমার শত্রু নন। তোমায় শাসন করার অধিকার বা বকাঝকা করার অধিকার ওঁর পুরোপুরি আছে। তোমার কথা জানি না। তবে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, মা এতক্ষণ যা কিছু বলছেন সে সবই যাতে আমাদের দু'জনেরই ভাল হয় সেই ভেবেই বলেছেন।" কথাগুলো বলতে গিয়ে স্টিভের গলা বারবার কেঁপে গেল—স্বপ্নের ভেতরেও তা দিব্যি শুনতে পেল মটি। স্টিভির মুখে এমন নিষ্ঠুর স্বার্থপরের মত কথা শুনে তার ধৈর্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে ; কান্না, রাশিরাশি কান্নার স্রোতে হাবুডুবু খেতে লাগল মটি। স্বপ্নের ভেতর হাপুস নয়নে কেঁদে চলেছে সে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কাকিমা, স্টিভ, সবাই গেছে মিলিয়ে। সেই অসহায় অবস্থায় আচমকা কার দুটো পুরুষালি হাত শক্ত করে চেপে ধরল তার কাঁধ। সেই হাতের ছোঁয়ায় গেল ঘুম ভেঙ্গে। দু'গাল বেয়ে তখনও জল গড়াচ্ছে দরদর ধারায়, সেই অবস্থায় মটি আচমকা চেঁচিয়ে উঠল 'স্টিভ!' বলে। সেই মুহূর্তে চোখ মেলল সে, আর মেলেই দেখল স্টিভি নয়, সামনে দাঁড়িয়ে জো, তার প্রেমাস্পদ হবু ডাক্তার স্টিভের ভাই, বটতলা

মার্কা আজেবাজে ম্যাগাজিনে লেখালেখি করে যে বড় নামী লেখক হবার স্বপ্ন সযত্নে লালন করে বুকের ভেতর।

"জো!" হাঁফ ছেড়ে বলে উঠল মটি, "এলি এতক্ষণে?"

"তোর হল কি বলত?" জো বলল, "স্নান করবি বলে ঘরে ঢুকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিস নিজেই জানিস না। ঘুমের ঘোরে নিশ্চয়ই আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছিস। তোর চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসে দেখি ঘুমের ভেতর ভেউ ভেউ করে কাঁদছিস আর হাউমাউ আওয়াজ করছিস।"

"আমি দুঃখিত, জো", বলে চোখের জল মুছল মটি।

"দুঃখ টুঃখ পাবার কিছু নেই রে," সান্ত্বনা দেবার গলায় জো বলল, "দুঃস্বপ্ন অনেকেই দেখে, আর তোর মত অনেকেই স্বপ্নের ভেতর কেঁদে বালিশ ভেজায়।"

"আমি কি ভীষণ বোকা রে, জো," খুড়তুতো ভাইয়ের দিকে তাকাল মটি, "সত্যি, ঘুমের মধ্যে এভাবে কান্নাকাটি করার কোনও মানে হয়? কিন্তু জো, বেশ বুঝতে পারছি তোর মা ব্যাপারটা জানলে কি বলবেন তাই ভেবে ভেতরে ভেতরে আমি বেশ ঘাবড়ে গেছি। স্টিভ ওঁর কাছে কত বড়, তা জানি, ওর সম্পর্কে উনি কি ভাবেন তাও জানি।"

"কি করবি বল," জোর করে মুখে হাসি আনার চেষ্টা করল জো, "বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার মায়ের মাথা একেক সময় খারাপ হয়ে যায়। ছিটেফোঁটা যেটুকু বুদ্ধি মগজে থাকে তাও তখন উধাও হয়ে যায়। মা ভাবেন, ওঁর ডাক্তার ছেলের বৌ হবার মত একটি মেয়েও ধারে কাছে নেই। হয়ত মা ধরেই নিয়েছেন ডাক্তার হবার পরে স্টিভের লেজ আর পাখা দুটোই গজাবে। আশ্চর্য! স্টিভের বয়সী আর কোনও ছেলে যেন ডাক্তার হয়না।"

"তোকে কিন্তু কাকিমা সে চোখে মোটেও দেখেন না," মটি বলল।

"দেখবে কি করে, আর কেনই বা দেখবে?" জো বলল, "আমি যে এখন কেউকেটা হয়ে উঠতে পারিনি। মাথার ঘাম পায়ে না ফেলে দিনরাত যে শুধু লিখে যায় সে আবার কেমনতর লেখক? শুধু আমার নিজের মা বলে নয়, ওঁর ধাতের যত মহিলা আছেন তাদের সবাই এইভাবে বিচার করেন।"

"কিন্তু এটাও ত এক ধরনের কাজ, তবে অন্যরকম।"

"সে আমি জানি, তুই জানিস, কিন্তু মা জানেনা, হাজার বোঝালেও মানতে চাইবে না।" মুখ বেঁকিয়ে বলল জো।

"তুই এবার বাইরে যা" মটি বলল, 'আমি স্নানটা সেরে গিয়ে ডিনার গরম করছি।'

"আমার তাড়া নেই," জো হাসল, "আমি ঘরে গিয়ে কাজে হাত দিচ্ছি, তুই সব সেরে আমায় ডাকিস।"

জো-র টাইপরাইটারের আওয়াজ না শোনা পর্যন্ত খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে রইল মটি। খানিক বাদে দরজা এঁটে ঘরে পরার ঢোলা গাউনের খোলস থেকে নিজেকে বের করে আনল। পুরোপুরি উদোম হয়ে দাঁড়াল ড্রেসার-এর আয়নার সামনে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকতে মটি দেখল দু'চোখের চারপাশে কালশিটের মত কালচে গোল দাগ পড়েছে। হাত বাড়িয়ে সুইচগুলো টিপতেই জোরালো আলোগুলো জ্বলে উঠল, ঘর ভরে গেল আলোয়, আলোয়। খোলা জানলার দিকে চোখ পড়তে সে দেখল সূর্য ডুবে গেছে আঁধার দ্রুত গ্রাস করছে চারপাশের সবকিছুকে। খাটের গায়ে ঝোলানো বেডসুইচ টিপে ল্যাম্প জ্বালিয়ে আবার আয়নার সামনে এল মটি। চোখের চারপাশে কালচে গোল দাগগুলো আগের চেয়ে গাঢ় ঠেকছে। যেন চামড়ার বুকে বসে গেছে ওগুলো। বুকের কাছে হাত এনে 'ব্রা' খুলে ফেলল সে, খুলে ফেলল কোমরে আঁটা গার্ডসের ফিতের ফাঁস। এখন তার গায়ে একটুকরো সুতোর

আবরণও নেই। আয়নার বুকে নিজেকে এমন খোলাখুলি ভাবে দেখতে কি যে ভাল লাগে ভাষায় বোঝাতে পারবে না মটি আর ঠিক তখনই অন্তর্বাস যেখানে মজবুত হয়ে এঁটে থাকে সেখানকার চামড়ায় লাল লাল দাগ দেখতে পেয়ে ভুরু কোঁচকালো মটি। হাতের তালু দিয়ে দাগগুলো দাবিয়ে দিতে লাগল সে। উরুতে আর কোমরেও ঐরকম ঐরকম লাল দাগ হাতের তালু দিয়ে চেপে দিতে লাগল মটি। এরপরে দু'হাতের মুঠোয় দু'দিকের স্তন চেপে ধরল মটি। স্তনদুটো খুব ভারি ঠেকতে অবাক হল, ওদের আয়তন দিনে দিনে বাড়ছে কিনা এই প্রশ্ন উঁকি দিল মনে। 'ব্রা'-র হিসেবে তার একেকটি স্তনের মাপ এ-৩৬, বা তার বয়স আর শরীরের অনুপাতে যথেষ্ট বড় বলে তার ধারণা। ও দুটো অস্বাভাবিক বড় মনে হয় বলে ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি পায় সে। দোকানেও খদ্দের থেকে ওপরওয়ালা সবাই কেমন হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে তার বুকের দিকে তা লক্ষ্য করেছে মটি। ওরা যে ও দুটো ছুঁয়ে নরম হাতের মুঠোয় নিয়ে দেখতে চায়, নিদেনপক্ষে তাদের অস্বাভাবিক আকার নিয়ে কিছু বলতে চায় তাদের চোখের চাউনি দেখে তা বেশ বুঝতে পারে মটি। তার বুক ছুঁয়ে দেখতে ওদের সবার হাত যে নিশপিশ করছে তা দিব্যি টের পায় সে।

চট করে ক্যালেণ্ডারে আজকের তারিখটা দেখে নিল মটি। মাসিক ঋতুচক্র শুরু হতে এখনও ক'দিন বাকি। হয়ত তাই নিজেকে তার এত ভারি ভারি ঠেকছে। মটি আগেও লক্ষ্য করেছে মাসিক ঋতুচক্র শুরু হবার কিছুদিন আগে তার ওজন কয়েক পাউণ্ড বেড়ে যায়। হয়ত সেই সময়টা এগিয়ে আসছে বলেই এই মুহূর্তে মন এত খারাপ লাগছে। এত হীন মনে হচ্ছে নিজেকে। এসব ভাবতে ভাবতে আপনা থেকেই তার হাত এসে ঠেকল তলপেটের নিচে গোপনাঙ্গে। সে জায়গাটাও টান টান, ফোলা ফোলা আর ভারি হয়ে উঠেছে। আঙুল দিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করতে অজানা পুলকে শিউরে উঠল দেহমন্ আর তখনই নিজেকে সংযত করে হাত সরিয়ে আনল মটি। মাসিক ঋতুচক্র শুরু হবার আগে প্রত্যেকবার এমনই উত্তেজনা আর অজানা পুলক অনুভব করে সে, শরীর যখন তখন গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু আজ তার মাথায় কিছু আসছে না। ভাল করে স্নান করলে শরীর জুড়োবে ভেবে গাউনটা পরে বাথরুমে ঢুকল সে।

স্নান সেরে সত্যিই সুস্থ বোধ করল মটি। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে দেখে জো-র ঘরের দরজা খোলা ভেতর থেকে টাইপরাইটারের একটানা আওয়াজ ভেসে আসছে খটখট খটাখট।

"জো, আমি রান্নাঘরে চললুম", জোর গলায় বলে উঠল মটি। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে মনে হল কানের কাছে খটখট আওয়াজে জো হয়ত তার কথা শুনতে পায়নি। একমুহূর্ত কি ভেবে নিল সে তারপর ঠেলা দিল ভেজানো দরজার পাল্লায়। দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে পা দিয়ে মটি দেখল টাইপরাইটারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে একমনে একের পর এক চাবি টিপছে জো। পা টিপে টিপে তার পেছনে এসে দাঁড়াল মটি, উবু হতেই রোলারে আঁটা কাগজে ফুটে ওঠা হরফগুলো দেখতে পেল সে। নিছক কৌতূহলের বশে পরপর পংক্তিতে সাজানো জো-র গল্প পড়তে লাগল মটি—

'খাঁড়ার একদিকে ক্ষুরের মত ধারালো তার ছোঁয়া লাগতে কেটে খসে পড়ল সুন্দরীর ব্রা, চমকে উঠে সে দেখল তার বুকে আবরণ নেই, উন্মুক্ত হয়েছে দুটি স্তন। লজ্জায় দু'হাত জড়ো করে বুক ঢাকতে গেল সে, কিন্তু তাতে লাভ হল না যেহেতু তার কুঁচযুগল আকারে অস্বাভাবিক বড়। বরং হাত দিয়ে ঢাকতে যেতে ফল হল উল্টো ভারি স্তনের আড়ালে ঢাকা পড়ল তার দু'হাতের নরম দশটি আঙুল। সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র আরবের উষ্ণ ঠোঁট দুটো নেমে এল

তার গলার কাছে—গলায়, ঠোঁটে আর ঘাড়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তাপ অনুভব করলে সে। দু'হাতের আঙুলগুলো বুকের কাছাকাছি নেমে এসে প্রলুব্ধ করে তুলল তাকে। সাহায্যের আশায় বুকফাটা চিৎকার করে উঠতে চাইল সুন্দরী, কিন্তু এই বৃদ্ধ দানবের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে এমন কাউকে ধারে কাছে দেখতে পেল না। এই দানবের কবল থেকে তাকে বাঁচাবার মত কেউ নেই। তবু দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল সে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক কাঁপিয়ে অট্টহাসি হেসে উঠল দানব। সুন্দরীর ঢেউখেলানো সুগোল নিতম্ব আর সরু কোমর ঢাকা পড়েছিল প্যান্টের আড়ালে, খাঁড়া চালিয়ে দানব সেই প্যান্ট কাটতে যেতেই সুন্দরী বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল। "না! দোহাই না! আর এগিয়ো না। আমি এখনও অধরা কুমারী।"

"সে ত একশোবার!" সুন্দরীর কথা শুনে আবার অট্টহাসি হেসে উঠল শেখ হারুণ রশিদ, হাসতে হাসতে বলল, "শেখের পৌরুষের সঙ্গে কুমারীর রক্ত মিশবে এত ভাল।" কথা শেষ করেই খাঁড়া চালিয়ে সুন্দরীর প্যান্ট কেটে ফেলল সে।

পরণে একটুকরো কাপড়ও নেই সেটা তখনও আঁচ করতে পারেনি সুন্দরী, লাফিয়ে উঠে একদৌড়ে সে ছুটে গেল তাঁবুতে ঢোকার প্রবেশ পথের দিকে ; কিন্তু বাইরে পা রাখবার আগেই দৈত্যের মত ভয়ংকর দেখতে দুই আরব ক্রীতদাস হাত বাড়িয়ে দু'দিক থেকে চেপে ধরে ফেলল তাকে।

"ওটাকে নিয়ে আর এখানে," হেঁকে উঠল শেখ হারুণ রশিদ। ক্রীতদাস দুটো টানতে টানতে অসহায় সুন্দরীকে নিয়ে এল তাঁবুর মাঝখানে। তাদের শক্ত হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে তখনও থেকে থেকে ছটফট করছে সে, সেইসঙ্গে বারবার আর্তনাদ করে উঠছে 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে।

প্রভুর হুকুমে তাঁবুর মাঝখানের দুটো বড় খুঁটির সঙ্গে তার দু'হাতের কবজি আর দু'পায়ের গোড়ালি টানটান করে বেঁধে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে। সুন্দরী দেখল এমনভাবে তাকে বাঁধা হয়েছে যাতে সে এতটুকু নড়তে না পারে হারুণ রশিদ এবার উঠে এসে সামনে দাঁড়াল, ঝাপটে পড়া চুলের গোছা সরিয়ে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ফুটফুটে মুখের দিকে। মোটা মোটা মাংসল আঙুল দিয়ে শেখ তার মাথা থেকে পা, দেহের প্রতিটি জায়গা ছুঁল, শরীরের কোনও খানাখন্দ, আনাচ কানাচ, পর্বত, গিরিখাত, স্রোতধারা, নদীকূল ছুঁয়ে দেখতে বাকি রাখল না। এরপরে তার পেছনে এসে দাঁড়াল শেখ। সুন্দরী এখন আর তার ভয়ানক মুখ দেখতে পাচ্ছে না, শুধু কোমর আর নিতম্বের নরম পাতলা বাঁকগুলোতে মাংসল আঙুলের ছোঁয়া পেয়ে বারবার শিউরে উঠছে পুলকে। এ পুলক, এ সুখানুভূতি অনন্ত, অনাস্বাদিত। "এবার আমায় নিয়ে কি করবে?" একরাশ ভয় আর উৎকণ্ঠা মেশানো কৌতূহলে জানতে চাইল সুন্দরী।

"দেখতেই পাবে", বলে পেছন থেকে সামনে এসে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল শেখ পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে। তারপরে ডানহাত মেলে ধরতেই সুন্দরী দেখল শেখের হাতের মুঠোয় ধরা হাতলের মাথায় আঁটা একরাশ নরম রেশমী ফিতের চাবুক। গুনে গুনে সে দেখল মোট নটা ফিতে। ওগুলো দেখতে বেড়ালের লেজের মত নরম আর তুলতুলে। যে ভয় এতক্ষণ জড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাকে তা এবার বিস্ময় মেশানো একরাশ সীমাহীন আতংকের চেহারা নিল, "এবার তুমি এটা দিয়ে আমায় মারবে?" ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল সে।

"না গো, সোনা," নরম গলায় জবাব দিল শেখ, "তোমায় মারব আমি কি এতই অমানুষ? কি করব জানতে চাইছিলে না? মন দিয়ে শোন, এটা দিয়ে এবার আমি তোমায় শুধু আরাম আর সুখ দেব। বিশ্বাস করো, আরাম আর সুখ ছাড়া কোনরকম ব্যথা বা জ্বালা যন্ত্রণা টেরই

পাবে না তুমি। এই চাবুকের একেক ঘায়ে এমন উত্তেজনা তোমার শরীরে আমি জাগিয়ে তুলব যা ভাষায় বলে বোঝানো যায়না। আমাদের দুজনের মিলন ছাড়া আর কিছু দিয়ে সে উত্তেজনাকে তুমি শান্ত করতে পারবে না।"

সম্মোহিতের মত সুন্দরী বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল শেখের হাতের মুঠোয় ধরা সেই চাবুকের দিকে। চাবুক ধরা শেখের হাতখানা একবার ওপরে উঠল, আরও ওপরে উঠে গেল। সেটা সাপের ছোবলের মত বিদ্যুদ্বেগে নেমে আসার আগে দমবন্ধ করল সুন্দরী, বুজে ফেলল দু'চোখ........."

আচমকা ঘাড়ে নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেতে টাইপ করা থামিয়ে মুখ ফেরাল জো। মটি দেখল তার মুখের পানে তাকিয়ে থাকলেও জোর দু'চোখের দৃষ্টি চলে গেছে বহুদূরে, ধারালো রশ্মির মত সে চাউনি তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ঠিকরে গিয়ে পড়েছে অন্য কোথাও।

জোর সেই অন্তর্ভেদী চাউনির দিকে তাকিয়ে থাকতে না পেরে চোখ নামাল মটি। অবাক হয়ে দেখল খুড়তুতো ভাইটির পরনে শুধু আণ্ডারপ্যান্ট।

"একি জো!" লজ্জা শরম ভুলে গিয়ে বলে উঠল মটি "তোর গা যে তেতে উঠেছে! চোখ নামিয়ে একবার দ্যাখ্।"

চোখ নামিয়ে নিজের তলপেটের দিকে একবার তাকিয়ে জো বলল, "ঠিক বলেছিস।"

"এই অবস্থায় তুই লেখালেখি করিস কি করে?" জানতে চাইল মটি।

"এ আর এমন কি শক্ত ব্যাপার।" জো সহজ গলায় জবাব দিল, "পেছনে দাঁড়িয়ে গল্পটা এতক্ষণ পড়ছিলি! এই ধাঁচের গল্প লেখার সময় আমার শরীর আপনিই তেতে ওঠে। তেমনই দুঃখের গল্প লিখতে গিয়ে দেখেছি আমার দুচোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ভয়ের গল্প লেখার সময় বেশ টের পাই গায়ের লোমগুলো সব কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে। যখন যেমন লিখি তখন সেই ভাব এসে যায় আমার ভেতর। এমনকি অন্য লোকের কথা লিখতে গেলে তাদের অনুভূতিও এসে খেলা করে আমার মধ্যে।"

"আসল লোকেদের বেলাতেও এমন হয়?"

"নিশ্চয়ই," জোর গলায় বলল জো, "তুই, মা, বাবা, এমনকি স্টিভ সবার বেলাতেই এটা হয়।"

"লেখার পরেই কি তোর অনুভূতি হয়। নাকি অনুভূতি হবার পরে লিখতে বসিস?

"তা ঠিক বলতে পারি না", জো বলল, "কখনও আগে লিখি, আবার কখনও অনুভূতি হবার পরে লিখতে বসি। "

"তোর গা কিন্তু এখনও আগের মতন তেতে আছে।" জো-র আণ্ডারপ্যান্টের দিকে আবার চোখ পড়তে বলে উঠল মটি।

"ঠিক বলেছিস," বলেই তলপেটের কাছাকাছি ট্রাউজার্সের জিপার্স টেনে ফ্লাই খুলে ফেলল জো।

"এসব কি হচ্ছে জো?" মৃদু শাসনের সুরে বলে উঠল, "ফ্লাই ত খুলে ফেললি। এবার কি করবি?"

"কি করব তা তুই ভালই জানিস, মটি, না জানার ভান করিস না" জো এতটুকু লজ্জা না পেয়ে স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল হয় ঝাঁকিয়ে ফেলে দে নয়ত স্নান করে গাটা ঠাণ্ডা কর। তাছাড়া অন্য রাস্তা ত খোলাই আছে, কাউকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ব।" মটির চোখের পানে তাকাল জো, "পেছনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ত গল্পটা বেশ পড়ছিলি। শেষটুকু পড়ে তোর

নিজের গা তেতে ওঠেনি? সত্যি কথা বল!" জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল মটি। জবাব দেবে কি করে, তাহলে ত মুখ ফুটে স্বীকার করতে হয় জো-র অনুমান ঠিক, তার কোমরের নিচের দিকটা এখনও জ্বলছে আগুনের মত। "না", গম্ভীর গলায় ইচ্ছে করেই মিছে বলল মটি।

"কি বললি, না? ঠিক আছে, মানছি হয়নি, কিন্তু তোর 'না'-কে 'হ্যাঁ' করতে কতক্ষণ লাগবে?" ছোটবেলায় শোনা বাগধারা জো-র মনে পড়ল—"চুম্বনে করো প্রশস্ত পথ।"

"জো" গম্ভীর সংযত গলায় মটি বলল, "ভুলে যাসনা তোর বড় ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে।"

"তুই বলতে পারিস," জো বলল। "কিন্তু বিয়ে এখনও হয়নি। কবে হবে তারও ঠিক নেই।"

"তোর মত ছেলেদের 'গুখেকোর ব্যাটা' বলে গাল দিতে হয়।"

"যা বলেছিস, এই মোর সত্য পরিচয়।"

"না লোকে তোকে যতটা ভাবে ততটা বদ ছেলে তুই নোস, জো" তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসল মটি।

"অ্যাই ফের হাসছিস?" জো গলা চড়াল, "আমি কিন্তু আবার গরম হয়ে উঠছি!"

"সে তোর ভাবনা তুই ভাব", মটি বলল, "আমি খাবর গরম করতে নিচে চললাম।"

সাত

কলিং বেলের আওয়াজ শুনে চমকে উঠল জো। গত দু'হপ্তা হল এখানে কাজে লেগেছে সে, তার মধ্যে আজ এই প্রথম দরজার কলিং বেল বাজার আওয়াজ তার কানে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ঝকমকে পোশাক পরা ছিপছিপে পাতলা দেখতে এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবতী, "হ্যালো জো", বলে যুবতী এগিয়ে এল হাসিমুখে। তার কথায় হালকা দক্ষিণী টান লক্ষ্য করল জো। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যুবতীর মুখখানা আগে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না সে। তার অবস্থা আঁচ করে যুবতী হেসে বলল, "আমায় চিনতে পারছোনা জো? আমি লোলিটা।"

তবু অবাক হয়ে জো তাকিয়ে রইল তার দিকে। তার এটুকু মনে পড়ে প্রথম দিন কাজে এসে দোকানের পেছনের কামরায় তিনটি মেয়েকে দেখেছিল, জ্যামাইকার মুখে শুনেছিল ওদের তিনজনেরই নাম লোলিটা।

"মনে পড়ছে" যুবতীর দিকে তাকিয়ে বলল জো, "কিন্তু লোলিটাও তিনজন ছিল। তুমি কোন জন?"

"বাঃ, ভুলে গেলে এরই মধ্যে?" যুবতী বলল, "তিনজনের মধ্যে একজন কফি আনতে গিয়েছিল, মনে পড়ে? আমি সেই লোলিটা।"

শুনে জো এমনভাবে ঘাড় নাড়ল যেন এতক্ষণে মেয়েটিকে চিনতে পেরেছে সে, আসলে সে তাকে এখনও চিনতে পারেনি।

"লোলিটা?" প্রশ্ন করার ঢং-এ বলে উঠল সে।

"আমার নাম মোটেও লোলিটা নয়," অনুযোগের সুরে বলল মেয়েটি, কিন্তু জ্যামাইকা ঐ একই নামে আমাদের ডাকে। আমার আসল নাম হল গে শার্লট। ছোট করে শার্লি।

"শার্লি। বাঃ, খাসা নাম!"

জো হাত বাড়াতেই তার হাতে হাত মেলাল শার্লি। তার ছোট হাতখানা জো-র হাতের পাঞ্জার চাপে গরম হয়ে উঠল। "বলো তোমার জন্য কি করতে পারি?" জানতে চাইল জো।

শাহবাগ, ঢাকা।

"আমি আশেপাশেই ছিলাম," শার্লির হাত তখনও জো-র হাতের মুঠোয়। "তুমি একা একা করছটা কি?"

"কি করছি জানতে চাও? কাউন্টারের একধারে রাখা টাইপরাইটারখানা ইশারায় দেখাল জো, "কাজ করছি, কাজের কমতি আছে নাকি?"

"তার মানে লেখালেখি করছ?" আড়চোখে টাইপরাইটারের দিকে তাকাল শার্লি।

"ঐ একটু আধটু চেষ্টা করছি বলতে পারো।"

"জ্যামাইকা ভেতরে নেই?" বলেই জো-র হাতের মুঠো থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল শার্লি।

"সন্ধ্যে ছ'টার আগে ওর দেখা পাবে না," হাতঘড়ির দিকে তাকাল জো। "সবে পৌনে চারটে বেজেছে।"

"তাহলে ত ভারি মুশকিল হল দেখছি," ব্যাজার মুখে বলল শার্লি, "আমায় যে ওর সঙ্গেই দরকার।" পরমুহূর্তে গলা নামিয়ে সিগারেটে দম দেবার ঢং-এ বলল, "একটু মালের খোঁজে এসেছিলাম গো, তেষ্টায় আমার বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করছে।"

"দুঃখিত, শার্লি," জো বলল, "ওসব মাল আমার হেফাজতে জ্যামাইকা কখনও রাখে না। ওসব ওর নিজের হেফাজতে থাকে। আমার কাজ হল শুধু বাইরের সব টেলিফোন মেসেজ লিখে রাখা।"

"পেছনের ঘরের মেঝেতে ফেলে দেয়া বাতিল মালের ছেঁড়া ফাটা টুকরো টাকরা পড়ে থাকে," করুণ সুরে শার্লি বলল, "আমার ওতেই হয়ে যাবে।"

"ঠিক বলেছো", জো বলল, "কিন্তু পেছনের দরজায় ত তালা ঝুলছে, তার চাবি জ্যামাইকা সবসময় নিজের কাছে রাখে।"

"ধ্যাত্তেরি?" ভীষণ বিরক্তিতে খেঁকিয়ে উঠল শার্লি, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "কি খারাপ লাগছে তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। খোলা রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়াতে কি বিশ্রি লাগে তুমি জানো না। সময় কাটাতে কলম্বাস স্কোয়ার থেকে টাইমস স্কোয়ার পর্যন্ত কম করে তিনবার হেঁটেছি।"

মেয়েটির হতাশা উপলব্ধি না করলেও তার জন্য করুণা বোধ করল জো। ঠিক তখনই তার মনে পড়ল মেয়েটি যে নেশার খোঁজে এসেছে সেই মারিজুয়ানার খানিকটা আছে তার নিজের কাছে।

"দাঁড়াও, অত মন খারাপ করার কিছু নেই," জো বলল, "একরত্তি মাল আমার কাছে আছে তা ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে বহুদিন হল ছুঁয়ে দেখিনি তাই ওর কি হাল হয়েছে বলতে পারব না।"

"আছে তোমার কাছে?" দমবন্ধ হয়ে ডুবে মরার মুখে একমুঠো ঘাস যেন ধরতে পেরেছে এমন শোনাল শার্লির গলা, "হাল যাই হোক, তুমি যা দেবে ওতেই তেষ্টা মিটবে।"

জো কিছু না বলে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। ভেতরে কুড়িটা হাতে তৈরি ছোট সিগারেট। প্রত্যেকটায় তামাকের সঙ্গে মারিজুয়ানা মেশানো। একটা সিগারেট বের করে শার্লিকে দিতেই সেটা নাকের কাছে এনে শুঁকে দেখল। ততক্ষণেই জো নিজেও একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরেছে।

"ভেতরের মাল ঠিক আছে," বলে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল শার্লি, জো-র সিগারেটটাও ধরিয়ে দিল। একটু সময় যেতে না যেতেই মারিজুয়ানার কড়া গন্ধে ঘর ভরে উঠল।

"ওঃ, ভগবান জোর বাঁচিয়েছেন।" হাসিমুখে জো-র দিকে তাকাল শার্লি, "সত্যিই তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আজ আমার হাল কি হত ভাবতেও ভয় হচ্ছে।" মারিজুয়ানার নেশা জো-

র মগজের ভেতর কাজ শুরু করে দিয়েছে। গলা কাঁধ, আর হাতাখোলা ব্লাউজের ভেতর থেকে মাথা তুলেছে শার্লির উত্তুঙ্গ স্তন। জো ঢুলুঢুলু চোখে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেদিকে।

"কি দেখছ অমন হাঁ করে?" বুকে হাত দিল শার্লি, "দেখতে ভাল লাগলেও রং কিন্তু কালো। কুচকুচে কালো।"

"তবু সুন্দর অদ্ভুত সুন্দর, অকল্পনীয়।" নেশা জড়ানো গলায় ভাবের ঘোরে বলল জো। জো-র মুখে প্রশংসা শুনে শার্লি আঙুল চালিয়ে ব্লাউজ খুলে ফেলল।

"এ জিনিস আগে দেখেছো?"

নিজের স্তন ইশারায় দেখিয়ে বলে উঠল শার্লি, জোকে উত্তেজিত করতে তার ট্রাউজার্সের ফ্লাই-এ হাত রাখল।

"অ্যাই কি হচ্ছে!" চাপাগলায় ধমকে উঠল জো, 'সামনের দরজা খোলা, এখন ওসব করতে যেয়োনা।"

"অত ঘাবড়ানোর কি আছে" শার্লি বলল, "এখন কেউ আসবে না, এসো আমার সঙ্গে।"

নেশার ঘোরে জো-র মুখে একটি কথাও জোগাল না, মন্ত্রমুগ্ধের মত সে শার্লির পেছন পেছন এগিয়ে চলল। কাউন্টারের পেছনে দেয়ালের এক কোণে তাকে দাঁড় করাল শার্লি, সিগারেটে জোরে দম দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তার সামনে। পরমুহূর্তে জো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার ট্রাউজার্সের ফ্লাই একটানে খুলে দু'হাতে জো-র অণ্ডকোষ দুটো আলতো করে ধরে পরম মমতায় জিভ বোলাতে লাগল পুরুষাঙ্গের চারপাশে।

কড়া নেশার মধ্যেও জো টের পেল কেমন এক দুর্বলতা চেপে ধরছে তার পা দুটোকে। সেই দুর্বলতা হাঁটু বেয়ে উঠে আসতে লাগল আরও ওপরে। এমনই সময় জো-র টেলিফোন বেজে উঠতেই জো-র নেশার ঘোর অনেকটা কেটে গেল, নীচের দিকে তাকাতে শার্লিকে ঐ অবস্থায় দেখে ভীষণ চটে উঠল সে। দু'হাতে তাকে ঠেলে সরাতে গেল জো, কিন্তু শার্লি পাথরের মত অনড় হয়ে বসে রইল একভাবে। ওদিকে টেলিফোনটা তখনও বেজেই চলেছে। এবার জোর করে এক হ্যাঁচকায় পা ছাড়িয়ে নিয়ে জো লাফিয়ে এসে দাঁড়াল কাউন্টারে, রিসিভার তুলে বলল, 'ক্যারিবিয়ান ইম্পোর্টস'।

"মিঃ ক্রাউন?" উল্টোদিক থেকে যুবতীর সুরেলা গলা ভেসে এল। গলাটা জো-র খুব চেনা ঠেকল, কিন্তু কড়া নেশার ঘোর মগজ থেকে পুরো কাটেনি তাই সেই গলার অধিকারিণীর নাম অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না।

"বলছি!" এটুকু শুধু বেরোল তার মুখ থেকে।"

"লরা শেলটন বলছি, মিঃ ক্রাউন", যুবতীর গলা আবার ঝংকার তুলল তার কানের পর্দায়, "আপনার জন্য দারুণ সুখবর আছে।"

সুখবর! তাও শোনাবে লরা শেলটন? নেশার ঘোর পুরো না কাটলেও তার লেখালেখির ব্যাপারে ঐ যুবতীর সঙ্গে যে একটা যোগাযোগ গড়ে উঠেছে তা নিমেষে তার মনে পড়ল।

"বলুন মিস শেলটন," যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল জো।

"ভুলটা আমার তরফেই হয়েছে, মিঃ ক্রাউন," মিস শেলটনের আহা মরি গলা একই পর্দায় ওঠানামা করছে, "আরও আগেই আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করা উচিত ছিল। কিন্তু কাজের চাপে তা হয়ে ওঠেনি। যাক, এবার কাজের কথায় আসছি। মনে আছে নিশ্চয়ই আপনি 'দ্য শপলিফটার অ্যাণ্ড দ্য স্টের ডিটেকটিভ' নামে একটা গল্প আমায় পাঠিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, মনে আছে," বলতে গিয়ে ঢোক গিলল জো।

"গল্পটা কোলিয়ার্স ম্যাগাজিনকে দেড়শো ডলারে বিক্রি করেছি।"

"হা ঈশ্বর।" মিস শেলটনকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে ঐ দু'টি শব্দ আপনিই বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। আচমকা তলপেটের নিচে অস্বস্তি বোধ হতে রিসিভার কানে চেপে চোখ নামাতে দেখল শার্লি আবার এসে হাঁটু গেড়ে বসেছে সামনে দু'হাতে তার অণ্ডকোষ চেপে ধরে আবার জিভ বোলাচ্ছে পুরুষাঙ্গের আশেপাশে।

"কি হল, মিঃ ক্রাউন?" উল্টোদিক থেকে লরা শেলটনের উৎকণ্ঠা মেশানো গলা শুনতে পেল জো, "মিঃ ক্রাউন, আপনার শরীর ঠিক আছে ত?"

"হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। "আসলে আপনার মুখে সুখবর শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।"

"নিশ্চয়ই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন," মিস শেলটনের গলায় আত্মপ্রসাদ জো-র কান এড়াল না। "এখনও ত আপনার সঙ্গে মুখোমুখি বসাই হল না?"

"ঠিক বলেছেন" নিজেকে শান্ত রেখে জো বলল, "আসলে হয়েছে কি জানেন, একটা জরুরি কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে আপনার দেয়া দারুণ সুখবর শোনার জন্য ঠিক তৈরি ছিলাম না।"

"কিন্তু এবার যে আপনাকে একবার আমাদের এখানে আসতেই হচ্ছে, মিঃ ক্রাউন! কিছু সইসাবুদের কাজ সেরে ফেলতে হবে। আপনি কাল সকালে একবার চলে আসতে পারবেন? আপনার এজেন্সি কন্ট্রাক্ট আর ম্যাগাজিনের চেক দুটোই তৈরি করে রাখব।"

"কাল সকালে?" খুব ব্যস্তভাবে পেশাদারি গলায় জো বলল, "প্লিজ, একটু ধরুন। না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্যাডখানা আবার গেল কোথায় এদের নিয়ে কি যে করব এক্কেক সময় ভেবেই পাইনা? এই যে পেয়েছি। তা মিস শেলটন, ধরুন কাল সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ যদি যাই?"

"সাড়ে দশটা? তাহলে ত খুবই ভাল হয় মিঃ ক্রাউন।"

"আবার বলছি মিস শেলটন, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। আর আমার হয়ে আপনার বোনটিকেও ধন্যবাদ দিতে ভুলবেন না যেন। ও সাহায্য করেছিল বলেই আপনার সঙ্গে.........

"আমার বোনকে আপনার ধন্যবাদ দেবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিঃ ক্রাউন। তাহলে ঐ কথাই রইল। কাল সকাল সাড়ে দশটায় দেখা হচ্ছে। রাখছি এখন,"

"গুড বাই, মিস শেলটন," বলার সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হল। হাতে ধরা রিসিভার ক্রেডলে ফেলে কাউন্টারে নামিয়ে রাখল জো। ঠিক তখন চরম পুলক সুড়সুড়ির মত উঠে এল তার তলপেটের নিচে, পরমুহূর্তে নিজেকে ধরে রাখতে পারলনা জো, ভেতরের সব পৌরুষ ছিটকে বেরিয়ে এল।

"অ্যাই, ওটা কি হচ্ছে?" চোখ নামিয়ে শার্লিকে ধমক দিল, "আমার ডিম দুটো না ফাটিয়ে ছাড়বি না, তাই না?"

জো-র ছিটকে বেরিয়ে আসা পৌরুষ লেগেছে শার্লির গালে, চিবুকে। সেগুলো মুছতে মুছতে সে হেসে বলল, "তোমার ডিম দুটো যে তাজা গো, ভেতরে এখনও অনেক কুসুম আছে", বলতে বলতে আচমকা শার্লি একসঙ্গে সরু সরু দুটো আঙুল গুঁজে দিল জো-র মলদ্বারে। অসহ্য যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেই জো সপাটে এক থাপ্পড় মারল শার্লির মুখে। "আই কেলে খানকি? এটা কি হল? আমায় মেরে ফেলতে চাস?"

থাপ্পড় খেয়ে গাল চেপে ধরে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল শার্লি, ছলছল চোখে তাকিয়ে আহত গলায় বলল, "তোমার মনের মত সুখ দিতে গেলাম আর তুমি কিনা আমায় এমন জোর মারলে?" জো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই খিড়কির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো

জ্যামাইকা, বড় বড় পা ফেলে সামনের দিকে এসে দুজনকে একপলক দেখেই পরিস্থিতি আঁচ করে নিল। জো-র থাপ্পড় খেয়ে শার্লি তখনও মেঝেতে গড়াচ্ছে।

"কচি ছেলেটার মাথা চিবিয়ে খেতে এসেছিস লোলিটা?"

আড়চোখে শার্লির দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুর ঠাণ্ডাগলায় খেঁকিয়ে উঠল জ্যামাইকা।

"না গো সোনা," জ্যামাইকার গলা কানে যেতে আঁতকে উঠল শার্লি, নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "মাথা খেতে যাব কোন দুঃখে শুনি? তুমি নেই দেখে ওর সঙ্গে এট্টু ইয়ার্কি মারছিলাম।"

"ফের মিছে কথা! খানকি? নাঃ, তুই রাস্তার নেড়ি কুকুরেরও অধিক!" বলে শার্লির পাঁজরে ভারি বুট দিয়ে ক্যাঁৎ করে এক লাথি মারল জ্যামাইকা। লাথি খেয়ে দোকানের আরেক কোণে ছিটকে পড়ল শার্লি, সেদিকে একপলক তাকিয়ে জ্যামাইকা বলল, "কতবার মানা করেছি না আমি না থাকলে দোকানে ঢুকবি না? বল্, বলেছি কিনা?"

"দিব্যি করে বলছি আমার কোনও কুমতলব ছিল না", ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়ে শার্লি বলল, "তোমার জন্য শরীর মন উপুসি ঠেকছিল বলেই না ছুটে এলাম।"

"ফের মিছে কথা!" বলতে বলতে কোমর থেকে পুরু চামড়ার বেল্ট খুলে ক্ষ্যাপা মোষের মত তেড়ে এল জ্যামাইকা, শার্লির পিঠে বেল্টের দু'ঘা কষিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "খানকি, তুই মিছে কথা বলছিস! আমি জানি তুই এসেছিলি ওষুধের খোঁজে? কচি ছোঁড়াটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে যদি একটু আধটু মেলে এই ছিল তোর মতলব!" বেল্টের ঘা খেয়ে শার্লি ততক্ষণে প্রায় বেহুঁশ, সেই অবস্থায় বাঁ হাতে তার ডান বগলের কাছটা খিমচে ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেলো জ্যামাইকা, পেছনের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা এঁটে দিল। আবার বেল্ট কোমরে এঁটে দোকানে ফিরে এল জ্যামাইকা, ততক্ষণে জো নিজের পোশাক ঠিকঠাক করে ঢুকে পড়েছে কাউণ্টারে।

"দুঃখিত জ্যামাইকা," জো বলল। "আমায় মাফ করো।"

"দোষ তোমার নয়," জ্যামাইকা বলল, "ঐ খানকির মাথায় সব সময় নানা ফন্দি ঘোরে। কিন্তু আমার এখানকার নিয়মকানুনও ওর জানা।"

"বিশ্বাস করো," জো বলল, "আমি ওকে এভাবে তোমার হাতে ধোলাই খাওয়াতে চাইনি।"

"তুমিও ওকে দু'ঘা দিয়েছো। তাই না?" বোকার মত জো-র দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল জ্যামাইকা।

জো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। "ওর মত মাগীর একমাত্র দাওয়াই হল ধোলাই," মুখ টিপে হাসল জ্যামাইকা, "বেধড়ক ধোলাই! এই সহজ ব্যাপারটা এখনও বোঝনি তুমি? মাঝে মাঝে মাগীর গতর যখন তেতে ওঠে তখনই মনের সুখে প্যাদানি দিই। আমার হাতে এমনই বেধড়ক প্যাদানি না খেলে গতরখাকির শরীরের জ্বালা জুড়োয় না। মার খেয়ে মাগীর মাথা এখন ঠাণ্ডা হয়েছে, ভির্মি ধরা কেটেছে। আমি ওকে কতটা ভালবাসি তা এতক্ষণে ও ঠিক আঁচ করতে পেরেছে।"

"তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না," জো বলল।

"যতই লেখালেখি করো বাপু," জ্যামাইকা হাসল, "আসলে তুমি এখনও শিশু আছো, আস্তে আস্তে শিখবে।" বলেই জ্যামাইকা দেখল টেলিফোনের রিসিভার কাউণ্টারের ওপর পড়ে।

"কে ফোন করেছিল?" জানতে চাইল সে।

"আমার এজেন্ট," জো বলল, "কোলিয়ার্স ম্যাগাজিন এই প্রথম আমার একটা গল্প কিনল।"

"এই প্রথম?"

"হ্যাঁ, ওটা বড়ঘরের ম্যাগাজিন, বাজারে খুব নাম।"

"সাবাস।"

"ধন্যবাদ," জো হাসিমুখে বলল, "খবরটা এখনও আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার লোলিটা মেঝেতে বসে চুলবুল করছিল এমন সময় ফোনটা এল। তুমিই বলো, লোলিটা তখন আমায় নিয়ে খেলছে। ঐভাবে কোনও মহিলার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলা যায়? উনি নিশ্চয়ই ভাবলেন খবরটা শুনে আমার মাথা ঘুরে গেছে।"

"মন্দ কি," জ্যামাইকা বলল, "এদিকে লোলিটা ওদিকে মহিলা এজেন্ট, একসঙ্গে দু'জনের সঙ্গে ক'জন খেলা চালিয়ে যেতে পারে?"

"কি সব আজেবাজে বকছ মাথায় ঢুকছে না।"

"ঢুকবে কি করে শুনি?" জ্যামাইকা বলল, "এবার তোমাকেও বকব। ওদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই নাকে এল গাঁজার গন্ধ। তারপরে ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম......"

"হ্যাঁ," জো অপরাধীর গলায় বলল, "আমার কাছে খানিকটা মাল ছিল। ও এমন করে চেপে ধরল যে কিছুতেই দেব না বলতে পারলাম না। অর্ধেকটা ওকে দিলাম। বাকিটা ঝোঁকের বশে নিজেই টানলাম।"

"ঠিক আছে, আজ যা দিয়েছো দিয়েছো, কিন্তু এবার থেকে আমি না বললে এখানকার একটা মাগীকেও মাল দেবে না, খেয়াল থাকবে?"

"থাকবে, জ্যামাইকা সত্যি বলছি, যা হয়ে গেছে সেজন্য আমি দুঃখিত।"

"ব্যস্ সব মিটে গেছে, কাজেই আর দুঃখ পাবার ব্যাপার নেই, ওসব ভুলে যাও," বলে পকেট থেকে নোট বই বের করল জ্যামাইকা, দু'চারটে পাতা উল্টে বলল, "কয়েকটা বাড়তি জায়গায় মাল পৌঁছে দিতে হবে, তোমার সময় হবে?"

"হবে না কেন," স্বাভাবিক গলায় বলল জো, "ঐটেই ত আমার কাজ।"

আট

ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ আর ফিফথ অ্যাভিনিউ-র ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় বাদামি রং-এর পাথরে তৈরি যে বাড়িটার নতুন সংস্কার করা হয়েছে সেখানেই পিয়ের্সল অ্যাণ্ড মার্শাল এজেন্সির অফিস। ছুঁচোলো লোহার ফলায় আঁটা এক চৌকো ফলকে উল্লেখ করা হয়েছে বাড়ির চারতলায় ঐ এজেন্সির অফিস। বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা নিচে নেমে একটা পুরোনো আমলের এলিভেটরের সামনে এল জো। আর কেউ নেই আশেপাশে, ভেতরে ঢুকে গেট বন্ধ করে বোতাম টিপল সে। ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ তুলে এলিভেটর তাকে নিয়ে এল চারতলায়।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে জো দেখল সামনে ছোট একফালি জায়গায় ডেস্কের পেছনে রিশেপশনিস্ট টেলিফোন আর সুইচবোর্ড সামলাচ্ছে। সামনে এসে দাঁড়াতেই রিশেপশনিস্ট মুখ তুলে তাকাল।

"মিস শেলটনের সঙ্গে দেখা করব," জো বলল।

"আপনার নাম?"

"জো ব্রাউন।"

"অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে?"

"হ্যাঁ," ঘাড় নাড়ল সে।

"মিঃ ক্রাউন মিস শেলটনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" সুইচ বোর্ডের দুটো বোতাম পরপর টিপে বলে উঠল যুবতী রিশেপশনিস্ট। এক মিনিট রিসিভার কানে ঠেকিয়ে নামিয়ে রেখে একটা চেয়ার ইশারায় দেখিয়ে জো-কে বলল, "আপনি বসুন, মিস শেলটন মিটিং-এ ব্যস্ত আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।"

রিশেপশনিস্টের মুখোমুখি দুটো গদিওয়ালা কৌচ আর দুটো চেয়ার তাদের মাঝখানে ম্যাগাজিনে বোঝাই ছোট কফি টেবিল। না বসে চারপাশে তাকাল জো। দেয়ালের হালকা বাদামি পেইন্ট জায়গায় জায়গায় খসে পড়ছে, ফ্রেমে আঁটা কিছু প্রিন্টও ঝুলছে দেয়ালের এখানে ওখানে। রিশেপশনিস্টের দিকে তাকাল জো, কিন্তু যুবতী তাকে পাত্তা দিল না। চোখে চোখ না রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে।

"পিয়ের্সন অ্যাণ্ড মার্শাল এজেন্সি," টেলিফোন-সুইচবোর্ড বেজে উঠতেই বাঁধা বুলি গেয়ে উঠল যুবতী। পরমুহূর্তে দারুণ উত্তেজনা ভরা গলায় জোরে জোরে বলে উঠল, "হাঁ, মিঃ স্টেইনবেক, আমি এক্ষুণি মিঃ মার্শালকে আপনার লাইন দিচ্ছি।" সুইচবোর্ডের বোতামের দিকে তাকিয়ে যুবতী তাকাল জো-র দিকে, গায়ে পড়া হয়ে বলল, "লেখক জন স্টেইনবেকের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, উনি ফোন করেছিলেন।"

এবার জো-র পাত্তা না দেবার পালা, কিছু না বলে শুধু সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল সে।

"ওঁর বই পড়েছেন ত?" যুবতী আবার বলল, "উনি আমাদের মক্কেল।"

"আমিও আপনাদের মক্কেল," দাঁতে দাঁত পিষে বলল জো, সাহস কম না, জন স্টেইনবেকের বই পড়েছি কিনা সেই খোঁজ নেয়া হচ্ছে? রিশেপশানে বসে করিস ত শুধু হ্যালোবাজি, লেখালেখির কি আর কতটুকু বুঝিস তুই?

"আমি আপনার নাম জীবনেও শুনিনি," নাক তুলে জবাব দিল যুবতী।

"শোনেন নি ঠিকই তবে এবার থেকে শুনবেন," বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জো, জানতে চাইল, 'মেনস রুমটা' কোনদিকে বলুন ত, আমার একবার না গেলেই নয়।"

"একদম নিচের তলায় এলিভেটরের পেছনে", যুবতী বলল, "কিন্তু মিস শেলটন যে কোন সময় আপনাকে ডাকতে পারেন।"

"তাহলে আমি কাজ সেরে ফিরে না আসা পর্যন্ত ওঁকে অপেক্ষা করতে বলবেন।" এলিভেটরের দিকে যেতে যেতে জো বলল, "আর নয়ত ঐ যে এককোণে টবে রবার গাছটা আছে ওর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।" যুবতী কিছু বলার আগেই জো এলিভেটরে ঢুকে পড়ল। একতলায় নেমে জলবিয়োগ সেরে আবার ওপরে উঠে এল সে।

"কাঁচের দরজার ওপাশে বাঁদিকে ছ'নম্বর অফিস," জোকে এলিভেটর থেকে বেরোতে দেখে ঝাঁঝ মেশানো গলায় বলে উঠল যুবতী।

"অজস্র ধন্যবাদ," বলে কাঁচের দরজা ঠেলে ওপাশে গেল জো, লরা শেলটনের নাম লেখা দরজা দেখে পাল্লার গায়ে আলতো টোকা দিল সে।

"ভেতরে আসুন," গতকাল টেলিফোনে শোনা সেই সুরেলা গলা ভেসে এল ভেতর থেকে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল জো। ছোট অফিস, মাঝারি ডেসকের ও পররে গাদাগাদা টাইপ করা পাণ্ডুলিপিতে চাপা পড়েছে। তা হলেও সব কিছু বেশ গোছানো। ডেসকের ওপাশে লম্বাটে গড়নের যে মেয়েটি বসে আছে তার বয়স কুড়ির কোঠায় মাঝামাঝি না হয়ে যায় না। একরাশ বাদামি চুল ছোট খোঁপা করে বাঁধা, অফিসের ভেতরেও তাজা উষ্ণতা যেন মেয়েটির ধপধপে ফর্সা চামড়া ছুঁয়ে যাচ্ছে, চশমার কাঁচের আড়ালে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি নীল চোখ দেখে মুগ্ধ হল জো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, হাতে হাত মিলিয়ে ইশারায় মুখোমুখি চেয়ার দেখাল।

"আমার ধন্যবাদ নিন, মিস শেলটন", জো মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।"

"কাল আমার ফোন পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন?" মুচকি হেসে জানতে চাইল লরা শেলটন।

"তার চেয়েও বেশি", জো বলল, "খবরটা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি।"

"সে আপনার গলা শুনেই বুঝতে পেরেছি," বলতে গিয়ে তার চোখের দিকে তাকাল লরা, "আপনাকে এবার কিছু কাগজপত্রে সই করতে হবে।" কাগজপত্র সব তৈরি করে রেখেছি," লরা বলল, "সইসাবুদের ব্যাপারগুলো এবার সেরে নেয়া যাক।"

"বুঝেছি," জো ঘাড় নাড়ল।

"তিনটে ব্যাপার!" লরা বলল, "এক, এজেন্সি কনট্রাক্ট, আপনার যেসব লেখা বিক্রি হবে, বিক্রির তারিখ থেকে এক বছরের জন্য সেসব লেখা বই-এর অন্তর্ভূক্ত হবার ব্যাপারে আমরাই আপনার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করব।

"দুই, আপনার একটা ছোট সংক্ষিপ্ত বায়োডেটা ; আপনার আর আপনার লেখা সম্পর্কে আগ্রহী হবেন এমন প্রকাশক আর সমালোচকদের কাছে তা পাঠাতে হবে, এতে একই সঙ্গে আপনার সম্পর্কে নানারকম তথ্য আর প্রচারের কাজ হয়ে যাবে। অবশ্য এজন্য আপনার কয়েকটা ফোটোগ্রাফও দরকার হবে।"

"কি ধরনের বায়োডেটা?" জানতে চাইল জো।

"এই ধরুন বয়স, কবে কোথায় জন্মেছেন, লেখাপড়া শখ শৌখিনতা, এইসব আর কি।"

"এ আর এমন কি ব্যাপার," মুখ টিপে হাসল জো, "তেমন কিছু আমি করতে বা হতে পারিনি। ব্রুকলিনে জন্ম, বয়স পঁচিশ [মিছে কথা—তার বয়স বাইশ চলছে]। ১৯৩৮-এ টাউন সেণ্ড হ্যারিস হাই স্কুলের স্নাতক [এটাও মিছে কথা]। সি সি এন ওয়াই সাহিত্য আর সাংবাদিকতা ছিল প্রধান বিষয়। কিন্তু প্রয়োজনে পারিবারিক ব্যবসায়ে যোগ দিতে বাধ্য হওয়ায় থার্ড ইয়ারে ছেড়ে দিয়েছি তাই স্নাতক হওয়া হয়ে ওঠেনি।" মিছে কথা, সব ঝুড়ি ঝুড়ি নির্জলা মিছে কথা।

"কোনও ছবি নেই?" লরা তাকাল তার দিকে, "খেলাধুলো, শিকার, দাবা?"

"ওসব না," জবাব দিল জো।

"কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আপনার আগ্রহ নিশ্চয়ই আছে?"

"তা আছে তবে যেসব প্রসঙ্গ ওখানে তোলা ঠিক হবে মনে হয় না।"

"তবু বলুন শোনা যাক" নাছোড়বান্দার মত বলল লরা, "বলা ঠিক হবে কিনা সে বিচার ত আমি করব।"

"এই ধরুন সেক্স," আমতা আমতা করে কথাটা বলেই ফেলল জো।

"বাঃ, আপনার রসবোধের তারিফ না করে পারছি না, মিঃ ক্রাউন", বলতে গিয়ে হেসে ফেলল লরা।

"আমায় জো বলে স্বচ্ছন্দে ডাকতে পারেন", মুচকি হাসল জো, "এক আর দুই ত হল, এবার তিন নম্বর কি বলুন।"

"ও হ্যাঁ," মুহূর্তের জন্য হতভম্ব দেখাল লরাকে, "কোলিয়ার্স ম্যাগাজিনের পাঠানো গল্প মনোনীত হবার চুক্তিপত্র আর চেক, এই হল তিন নম্বর। চুক্তিপত্রে ছাপানো গল্পের পারিশ্রমিক উল্লেখ করা হয়েছে দেড়শো ডলার। তা থেকে আমরা আমাদের দশ পার্সেণ্ট কমিশন,

টেলিফোন, ডাক খরচ, ইত্যাদি বাবদ ধরে নিয়েছি। কাজেই ঐসব খরচখরচা বাদ দিয়ে আমরা আপনাকে একশো আঠাশ ডলারের চেক দিচ্ছি। নিন এটা ধরুন।"

"ওঃ মিস শেলটন", হাতে ধরা চেকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জো বলল, "আপনাকে আদর করে একটা চুমু খাবার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে।"

"এত শীগগির নয়," লরা হাসল, "সে সময় আসেনি এখনও, আগে আপনার আরও কয়েকটা কণ্ট্রাক্ট জোগাড় করে দিই, তারপর। তাহলে মিঃ ক্রাউন, এবার বেশি বেশি করে ভাল ভাল লেখা আমাদের পাঠিয়ে যান। আমরাও তাহলে সেসব ছাপানোর জায়গা খুঁজে বের করব। আপনার লেখার হাত সত্যিই ভাল, মিঃ ক্রাউন আপনি যে লেখক হিসেবে উন্নতি করবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।"

দোকনে ঢুকে জো দেখল জ্যামাইকা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে "এই যে এসো," জোকে দেখে খুশি খুশি গলায় বলে উঠল জ্যামাইকা, "দারুণ সুখবর আছে তোমার জন্য।"

"সুখবর মানে?" জ্যামাইকার কথার অর্থ জো বুঝতে পারল না।

"আরও বড় জায়গায় তোমার চাকরি হয়েছে", জ্যামাইকা বলল, "তোমায় যেতে হবে শহরের উত্তরদিকে।"

"তোমার কথা কিছুই মাথায় ঢুকছে না।" জো বলল, "আমি এখানে ভাল আছি।"

"তোমার বা আমার কথায় ত হবে না।" জ্যামাইকা বলব, "মিঃ বি. খবর পাঠিয়েছেন তাই তোমায় জানলাম।"

"ব্যাপার কি বলো ত?" একমুহূর্ত চুপ করে থেকে জানতে চাইল জো।

"চলো যেতে যেতে গাড়িতে বসে সব বলব," জ্যামাইকা বলল, তার সঙ্গে দোকানের পেছনের ঘরে এসে চমকে গেল জো। ঘরের ভেতর নেশার ওষুধ তৈরি করার এত সাজসরঞ্জাম, জোগাড়যন্ত্র কিছু নেই সব রাতারাতি উধাও। মেয়েগুলোর একটাকেও দেখা যাচ্ছে না ধারে কাছে। দেয়াল আলমারি আর রেফ্রিজারেটরের দিকে ঝটিতি চোখ বুলিয়ে জ্যামাইকা বলল, "বাইরের দরজা দিয়ে চটপট গলিতে চলে এসো"।

জো তার কথামতন দোকানের দরজায় তালা ঝুলিয়ে গলিতে এসে দাঁড়াল। খানিকবাদে জ্যামাইকা তার ১৯৪০ মডেলের কালো ঝকঝকে প্যাকার্ড-১২ গাড়িখানা এনে দাঁড় করাল। জোকে তার পাশে ওঠার ইশারা করতেই সে দরজা খুলে উঠে পড়ল সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে।

"দোকানে ত তালা ঝোলালে" জো বলল, "কিন্তু এখন ওখানকার দেখাশোনা কে করবে?"

"ও যেমন আছে তেমনই থাকবে," জ্যামাইকা বলল, "তার চেয়ে এ ব্যাপারটা ঢের বেশি জরুরি", বলে সেই যে মুখ বন্ধ করল, এইটথ অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়ে কলম্বাস সার্কেলে পাক খেয়ে উত্তরদিক বরাবর সেণ্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টে এসে পৌঁছোনোর আগে মুখ খুলল না। ওদিকে জো একা একা কৌতূহলের ভাপে সেদ্ধ হচ্ছে, জ্যামাইকার আচমকা গম্ভীর হয়ে যাওয়া দেখে কোনও প্রশ্ন করার সাহসও পাচ্ছে না বেচারা! তার অবস্থা আঁচ করেই যেন খানিক বাদে মুখ খুলল জ্যামাইকা, আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "আমার পোষা লোলিটাগুলো দেখেছো ত?

"হ্যাঁ।"

"আরও একপাল পোষা লোলিটা আমার আছে," মুখ টিপে হাসল জ্যামাইকা, "তবে দোকানে যাদের দেখেছো, তাদের মত মুখ্যু ও জংলি বাঁদর এরা নয়। এরা সবাই উঁচুদরের

লোলিটা হাই সোসাইটিতে মেলামেশা করা মেয়েদের মত। ইটালিয়ানদের পার্টনার করে মিঃ বি এই বড় কারবারে নেমেছেন, ওঁদের কিছু না হোক ফিফটি পার্সেন্ট লাভ থাকবে।"

হাঁ করে জ্যামাইকার কথাগুলো শুনল জো, তারপর বলল, "তা এর মধ্যে আমার করার মত কি আছে?"

"নাইনটি সেকেণ্ড স্ট্রিটে পাশাপাশি চারটে বাড়ি আমার আছে," জ্যামাইকা বলল, "সেগুলো একসঙ্গে জুড়ে একটা বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউস বানিয়েছি হালে। ঐ বাড়িতে মোট সত্তরখানা অ্যাপার্টমেন্ট আছে তাদের অর্ধেক তার মানে দাঁড়াচ্ছে পঁয়ত্রিশটায়, খানিক আগে যাদের কথা বললাম সেইসব মেয়েরা ভাড়া থাকে। কাজের মেয়ে, দারোয়ান, আর নানারকম মিস্ত্রি, এসব আমরা ওদের জোগাই। মেয়েরা একেকজন হপ্তা পিছু দুশো থেকে চারশো ডলার দেয় আমাদের। ঐ বাড়িতে আগে অন্য একজন ম্যানেজার ছিল, সে ব্যাটা মাইনেপত্র ভালই পেত, তার ওপর ছিল নানারকম সুযোগসুবিধে। কিন্তু এতসব পেয়েও ওর মন ভরল না শেষকালে ভাড়াটে মেয়েদের রোজগারে নিজে ভাগ বসাতে শুরু করল। কিন্তু এসব খবর চাপা থাকে না। ব্যাটা একদিন হাতে নাতে ধরা পড়ল, আর..."

"তুমিও সঙ্গে সঙ্গে তার চাকরি খেলে?"

"তা বলতে পারো। তবে লোকটাকে হাতেনাতে ধরেছিল আমার পার্টনার সাজাও যা দেবার সেই দিয়েছে নিজের হাতে। কি সাজা দিয়েছে তা আমি একবারও জানতে চাইনি। পার্টনারদের সবরকম কাজে আমি কখনও নাক গলাই না। যা বলছিলাম, আজ সকালে মিঃ বি আমায় ডেকে তোমায় ঐ বাড়িতে ম্যানেজারের কাজে বহাল করতে বললেন।"

"কাজটা যদি আমি না নিই?" জানতে চাইল জো।

"সেটা খুব বোকামি হবে," আড়চোখে জো'র দিকে বলল। "মিঃ বি নিজেই বললেন তুমি কিছুদিন কাজটা চালিয়ে নিতে পারবে তারপর উনি দেখবেন কি করা যায়।"

জো চুপ করে শুধু শুনে যেতে লাগল। জ্যামাইকা গাড়ির গতি কমিয়ে নাইনটি সেকেণ্ড স্ট্রিটে ট্র্যাফিকের ভিড়ে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিল। খানিক দূরে এসে একটা বড় বাড়ির ফটকের ধারে গাড়ি থামাল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতে ফটকের হলদে মাথা দেখতে পেল জো, তাতে লেখা 'আপটাউন হাউস, ফার্ণিশিং অ্যাপার্টমেন্টস'। তাকাল জ্যামাইকা, "তোমার আর তোমার বাবার মুখ চেয়ে মিঃ বি কতবড় উপকার করছেন একবার ভাবো। উনি তোমার যখন দেখছেন তখন তুমিও কিছু করো ওঁর জন্য।"

জো একটি কথাও না বলে মুখ বুজে রইল।

"তাছাড়া এ কাজ তোমায় চিরকাল করতে হবে না", জ্যামাইকা শান্ত গলায় বলল, "দুই বড়জোর তিন মাসের জন্য, যতদিন তারা এ লাইনে কাজ জানে এমন লোক না পাচ্ছে ততদিন তুমি চালিয়ে নাও। তুমি লেখক, এসব কাজ করা তোমার নেই তা ওরা জানে। মিঃ বি নিজেই বললেন, তুমি কিছুদিন কাজটা চালিয়ে নিতে পারবে।" তারপর উনি দেখবেন কি করা যায়।"

সে চুপ করে শুধু শুনে যেতে লাগল, জ্যামাইকা গাড়ির গতি কমিয়ে নাইনটি সেকেণ্ড স্ট্রিটে ট্রাফিকের ভিড়ে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিল। খানিকদূর এসে একটা বড় বাড়ির ফটকের ধারে গাড়ি থামাল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতে ফটকের হলদে মাথা দেখতে পেল জো। তাতে লেখা 'আপটাউন হাউস, অ্যাপার্টমেন্টস'। ফটকের ওপাশে কাচের জোড়া পাল্লার দরজা দেখে জো জানতে চাইল, "এখানে আমার বসার অফিস আছে?"

"অফিস বলতে পারো", জ্যামাইকা বলল, "কিন্তু আসলে ওটা হবে ম্যানেজারের মানে তোমার অ্যাপার্টমেন্ট।"

"কেন, অ্যাপার্টমেণ্ট কেন?"

"কারণ এখানে তোমায় থেকে কাজকর্ম সামলাতে হবে," জ্যামাইকা বলল, "তোমার বাবার সঙ্গে মিঃ বি-র যে চুক্তি হয়েছে এটা তার মধ্যে পড়ছে। মিঃ বি. বলছেন তোমায় বাড়ির বাইরে থাকতে হবে। তোমার ভালর জন্যই এই ব্যবস্থা তুমি বুঝতে পারছ না।" জো কিছু না বলে তার মুখের দিকে তাকাল।

"বুঝতে পারছ না?" জ্যামাইকা বলল, "ফৌজি ট্রেনিং-এ যাবার তাগাদা দিয়ে কার্ড এসে গেছে তোমার নামে অথচ তুমি সেখানে যাচ্ছোনা, কিন্তু তুমি যে রোজ বাড়ি থেকে কোথাও যাওয়া আসা করছ এটা আশপাশের লোকেদের চোখে পড়ছে। খবরটা ওরা ফৌজি দপ্তরে জানিয়ে দিলে ফলটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছো?"

"এসব কথা নিয়ে ওদের মাথা ঘামাতে বয়ে গেছে", জো বলল, " নতুন ড্রাফট কার্ড আমার নামে আসেনি এখনও।'

"আসেনি, সত্যি বলছ?" বলেই জ্যামাইকা পকেট থেকে একটা খাম বের করে দিল তার হাতে। খাম খুলতেই একটা নতুন ড্রাফট কার্ড বেরিয়ে এল। জো দেখল মিঃ বুচালটায় তার বাবার সামনে যা কথা দিয়েছিল সেইভাবে তার পদবি সত্যিই পাল্টে দিয়েছে। কার্ডে তার নাম লেখা হয়েছে 'জো ক্রাউন শ্রেণী : ৪ এফ। তারিখ : ২২শে অক্টোবর ১৯৪২'।

"নাও, তোমার কাজ হয়ে গেল। চিন্তাভাবনার আর কিছু রইল না। ৪ এফ পেয়ে গেছো তাই ফৌজি ট্রেনিং এখুনি নেবার দরকার নেই। এবার শুধু এগিয়ে চলো" অদ্ভুত শান্ত গলায় কথাগুলো বলল জ্যামাইকা।

জো কি বলবে ভেবে পেল না। একটি কথাও জোগাল না তার মুখে, অবাক হয়ে সে শুধু তাকিয়ে রইল জ্যামাইকার মুখের দিকে।

"অমন হাঁ করে দেখছ কি," জ্যামাইকা হাসল ; "এখনও ত কিছুই হয়নি। ধরে নাও তুমি উদ্ধার হয়ে গেছো।"

নয়

"কি বললি, মাইনে হপ্তায় একশো ডলার, সেইসঙ্গে তিন কামরার অ্যাপার্টমেণ্ট?" জো-র মুখে তার নতুন চাকরির সুযোগ সুবিধার কথা শুনে তার মা মার্টার দু'চোখ কপালে উঠল। "বাড়ির দারোয়ানের চাকরিতে এত সুযোগসুবিধে? আমি ত বাপু যতদূর জানি একতলায় নিচে মদের ভাঁড়ার ঘরে বিনে পয়সায় রাত কাটাবার মত একটু জায়গা পেলেই দারোয়ানেরা বর্তে যায়। উঁহু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। নতুন চাকরি করতে গিয়ে শেষকালে তোর আবার জেল ফাঁসি না হয়।"

"তুমি না একটা কী!" জো হেসে মাকে বোঝাতে চাইল "দারোয়ানের চাকরি তোমায় কে বলল? যে বাড়ির কথা বলছি সেখানে মোট সত্তরটা আলাদা অ্যাপার্টমেণ্ট আছে। ঐ সত্তরটা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে হপ্তায় কম করে সাত থেকে দশ হাজার ডলার রোজগার হয়। আমি হব ঐ বাড়ির রেসিডেণ্ট ম্যানেজার। লেখালেখি করার এন্তার সময় পাব সেটাই বড় কথা। কোলিয়ার্স ম্যাগাজিনে গল্প ছাপানোর পারিশ্রমিক বাবদ এই দেড়শো ডলার পেয়েছি, এ ত সবে আমার শুরু।"

"এক, দেড়শো নয়, বাদছাদ দিয়ে তোমার হাতে এসেছে মাত্র একশো আঠাশ ডলারের চেক ; দুই, তোমার আরও গল্প যে ছেপে বেরোবে তার কোনও গ্যারাণ্টি আছে?"

"ধ্যাৎ। তোমায় এসব বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা, কিছুতেই বুঝবে না এই কসম খেয়ে বসে আছো!" বলে জো ব্যাজার মুখে উঠে পড়ল টেবিল ছেড়ে। ফিল কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে আছে, জো তার দিকে মুখ তুলে বলল, "বাবা, চাকরিটা নিতে আমি বাধ্য হচ্ছি, তা তুমিই মাকে বুঝিয়ে বলো না!"

এক মুহূর্ত ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে বৌয়ের দিকে তাকাল জো-র বাবা ফিল, "তুমি শুধু শুধু এসব ভেবে অস্থির হয়ো না, মার্টা। আমি বলছি এই চাকরিটা খুবই ভাল। বিশ্বাস করো, জোকে ঝামেলায় ফেলার মত কোনও কাজ আমার বন্ধু কখনোই করবে না।"

"বন্ধু, হুঃ!" তাচ্ছিল্যের সুরে মার্টা বলল, "বন্ধু না হাতি! তোমার ঐ বন্ধু যে একটা গুণ্ডা বদমাশ, সেকথা সবাই জানে। ওসব বলে আমায় ভোলাতে এসো না!"

"কে বললে, আমার বন্ধু গুণ্ডা বদমাশ।" রাগে ফিলের মুখ লাল হয়ে উঠল, "তোমার এই ছেলেকে যাতে ফৌজি ট্রেনিং নিতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে তুমিই দিনরাত আমার কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছিলে। দায়টা ছিল তোমার, আমার বন্ধুর নয়। যাকে গুণ্ডা বদমাশ বলছ আমার সেই বন্ধুর তদবিরের জোরে আজ জো-র নামে নতুন ফোর এফ ড্রাফ্‌ট কার্ড এসেছে। কত মেহনত করে ওর নাম কাটাতে হয়েছে সে খোঁজ রাখো? এর দাম ওকে আর আমাকে দু'জনকেই দিতে হবে তা তোমার পছন্দ হোক ছাই না হোক।"

"সেই দাম দিতে গিয়ে যদি আমার ছেলের জানটাই চলে যায়, কি জেল জরিমানা, কি আরও খারাপ কিছু হয়, ত তাই মেনে নিতে হবে?" স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে ঝাঁঝিয়ে উঠল মার্টা।

"যে কাণ্ড করে তোমার ছেলের ড্রাফ্‌ট কার্ড পাল্টানো হয়েছে তা ফাঁস হলে এমনিতেই সরকার ওকে আগে জেলে পাঠাবে। তারপর সেখান থেকেই পাঠিয়ে দেবে যুদ্ধে?" বলতে গিয়ে প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফিলের দম বন্ধ হবার জোগাড়। "ভাল চাও ত মুখ বুজে থাক নয়ত আমার ফের হার্ট অ্যাটাক হবে!"

হার্ট অ্যাটাকের কথায় মার্টার দু'চোখ, ভয়ে কপালে উঠল, নিজেকে সামলে বারবার বলতে লাগল, "না গো, ফিল, ওসব বোলনা গো, তুমি শান্ত হও! আমি এনিয়ে আর কিছু বলব না তোমায়। বড়ি খাবে, বড়ি? দাঁড়াও, আমি তোমার হার্টের বড়ি নিয়ে আসছি।" জো-র দিকে তাকিয়ে মার্টা বলল, "গুণধর ছেলে আমার, দ্যাখো, বাপের কি হাল করেছো। একবার চোখ মেলে দ্যাখো!"

"আমি নিজে ঠিক আছি, থাকবও," ফিল বলল, "তুমি গলাবাজি কমাও! বাড়ির লোকেদের শান্তিতে থাকতে দাও!"

"কিন্তু জো ওখানে যাবার আগে আমার নিজে গিয়ে একবার ওর অ্যাপার্টমেন্টের হাল দেখে আসা দরকার," মার্টা এবার অন্য লাইনে শুরু করল, "লোকের স্বভাব কি নোংরা তা ত জানো ফিল। জো-র খাটের নীচেই হয়ত ইঁদুর আর আরশোলার নাদিতে ভরে আছে। ওর বিছানার চাদরগুলো সাফসুতরো আছে কিনা তাই বা জানব কি করে? ঐ ত হয়েছে এক ছেলে। কোনদিকে খেয়াল নেই। খাওয়া আর শোয়া হলেই হল। তুমি বলো, ফিল একথাটা কি ভুল বলেছি, আমার নিজের কি একবার সেখানে গিয়ে দেখে আসা উচিত না?"

"ঠিক আছে," ফিল শান্ত গলায় বলল, "যাবে'খন। কিন্তু এখনই নয়। আগে জোকে ওখানে গিয়ে কাজকর্ম বুঝে নিয়ে থিতু হতে দাও, তারপর। তখন তুমি গেলে ওর কিছু যাবে আসবে না।"

"কিন্তু পাড়ার লোকেদের কি বলব, তুমিই বলে দাও", সামান্য গলা চড়াল মার্টা, "ওরা সবাই যখন জানতে চাইবে জো কোথায় তখন কি বলব?"

"ওঃ, এই হয়েছে আরেক জ্বালা পাড়ার লোক, পাড়ার লোক আর পাড়ার লোক।" মাথা ঝাঁকিয়ে বিরক্তি ভরা গলায় বলল ফিল, "তোমার ছেলে যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ফৌজি দপ্তরে গেছে তা সবাই জানে, পাড়ার নেড়ি কুকুরগুলোরও জানতে বাকি নেই। কেউ জানতে চাইলে সাফ বলে দেবে জোকে মিলিটারিতে নিয়ে গিয়েছে।"

"তা নয় বুঝলাম কিন্তু স্টিভ আর মটির বিয়ের সময় লোকের মুখ কি বলে চাপা দেবে? ভাইয়ের বিয়েতে জো আসতে না পারলে কি বলবে তাদের?"

মটি তখনও খাচ্ছে টেবিলের এক ধারে বসে, মায়ের কথাটা কানে যেতে জো আড়চোখে একবার দেখল তাকে। স্টিভেন তাকে বিয়ে করতে আসছে এখবরটা মটি তার কাকা কাকিমাকে বলেছে তা জানেনা জো। জো তাকিয়ে আছে আঁচ করে মটি মুখ না তুলে মাথা নামিয়ে খেতে লাগল একমনে।

"তা এ নিয়ে এত ভাবনার কি আছে," মার দিকে তাকিয়ে বলল জো, "বিয়ের সময় আমি না হয় চলে আসব।"

"না। মোটেও নয়।" জোর গলায় বলল ফিল, "তোমার মাকে এই মাত্র কি বললুম শুনলে না? তোমার মা সবাইকে বলবে তুমি ফৌজে ঢুকেছো, তোমার বেসিক ট্রেনিং চলছে। বেসিক ট্রেনিং-এর সময় ছুটি মেলে না তা সবাই জানে। আমি বলে রাখছি মটি আর স্টিভের বিয়ের সময় কি তার আগে তুমি এ বাড়ির ধারও মাড়াবে না।"

"আমি ঘরে চললুম," বলে উঠে পড়ল জো, "প্রচুর গোছগাছ বাকি আছে।"

"আমি একটু বেরোচ্ছি" বলে উঠে দাঁড়াল ফিল, "ফিরতে ফিরতে সাড়ে দশটা হবে।"

"কি সোমবার আর বুধবার রাতের বেলা তুমি পাওনা আদায়ে বেরোবে ও কেমন কথা?' মার্টা ব্যাজার গলায় বলল, "এত ধারবাকি রাখছ কেন? অ্যাদ্দিন ত শুক্কুরবার বিকেলের মধ্যেই সবাই ধারে মুর্গি কেনার দাম পুরো মিটিয়ে দিয়েছে। তাহলে?"

"আমাদের কারবার কি আর আগের মত আছে।" দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল ফিল, মানুষের বাচ্চার মত কারবারও দিনে দিনে বড় হয় তার হাল পাল্টায়। কারবার চালু রাখতে গেলে ধারবাকি দিতেই হবে। এখন আমি তাগাদায় না বেরোলে ওরা মুর্গির দাম মোটেও মেটাবে না। এগোলাম তাহলে, সাড়ে দশটায় ফিরব।"

"ওষুধের শিশিটা সঙ্গে নাও," মার্টা চেঁচিয়ে উঠল।

"ওটা সঙ্গেই আছে," বড়ি ভর্তি ছোট শিশিটা পকেট থেকে বের করে দেখাল ফিল।

দরকারি জামাকাপড় ভাঁজ করে ঝোলায় ভরে ফেলল জো আর ঠিক তখনই বাবার গাড়ির আওয়াজ পেল সে তাদের লাগোয়া দুটো বাড়ির মাঝখানের গলি দিয়ে ঢুকছে গাড়ি। একটু বাদে পাশের দরজা খোলার আওয়াজও তার কানে এল। আরেকটু পরে বাবার ভারি বুটের আওয়াজ শুনতে পেল জো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে সে আওয়াজ ঢুকে পড়ল বাথরুমে ; বাবার বাথরুমের দরজা খোলার আওয়াজ হবার পাঁচ মিনিটের ভেতর শোবার ঘরের আলো নিভে গেল দরজার নিচ দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল জো।

খাটের গদির তলা হাতরে কতকগুলো পুরোনো গল্পের পাণ্ডুলিপির খসড়া টেনে বের করে আনল জো। খসড়াগুলোর একের পর এক চোখ বুলিয়ে ফেলে দিতে লাগল বাজে কাগজের ঝুড়িতে। একটা খসড়ায় চোখ বোলাতেই চমকে উঠল সে ; রুলটানা সস্তার হলদে কাগজের এক পিঠে পেনসিলে লেখা একটা গল্পের খসড়া বছর পাঁচেক আগে স্কুলের ইংরেজির প্রান্টিকে

পটানোর মতলবে গল্পটা লিখেছিল সে। খসড়াটা ফেলে না দিয়ে এতদিন পরে নতুন করে পড়ল জো, পড়ে হাসতে লাগল নিজের মনে।

স্কুলে পড়ার সময় লেখার হাত তার বরাবরই খুব ভাল ছিল। লেখকের সত্তা যে তার মধ্যে আছে, চর্চা করলে সে খুব ভাল লেখক হতে পারবে এ আশ্বাস সেই যুবতী শিক্ষিকার মুখেই প্রথম শুনেছিল সে। আন্টির পরনের চৌকো প্যাটার্নের খোলামেলা পোশাকের ভেতর থেকে তাঁর উত্তুঙ্গ দুটি স্তন আর তাদের গোলাপি বোঁটার উত্তেজক সরস বিবরণের সঙ্গে তার লেখক হবার সিদ্ধান্ত নেবার কোনও সম্পর্ক ছিল না। তবু তা জোকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, সেটাই ছিল গল্পের বিষয়বস্তু—এক হাইস্কুলের ছাত্র তাঁর ইংরেজির আন্টির প্রেমে পড়েছে কারণ সে ধরেই নিয়েছে নিজের উদ্ভিন্ন যৌবন দেখিয়ে তার কাছে নিজের তনুমন সঁপে দিতেই মহিলা খোলামেলা পোশাক পরে স্কুলে আসেন যার ভেতর দিয়ে তাঁর শরীরের প্রতিটি বাঁক স্পষ্ট দেখা যায়। বসন্তদিনের এক উইকেণ্ডের সন্ধ্যায় ছাত্রটি একটি পুষ্পস্তবক নিয়ে হাজির হল তার স্বপ্নপ্রেয়সী সেই ইংরেজি-র আন্টির ফ্ল্যাটে ; না, আন্টি নন, দরজা খুলে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এক অচেনা পুরুষ। ছাত্রটি সেই পুষ্পস্তবক নিয়ে বসেছিল ড্রইংরুমে খানিকবাদে আন্টি এলে সে তার হাতে তুলে দিল প্রথম প্রেমের প্রীতি উপহার। সদ্যযুবক ছাত্রের কাছ থেকে "দৈনিক গুণমুগ্ধের কাছ থেকে' লেখা গোলাপি কার্ড সমেত পুষ্পস্তবক পেয়ে খুশিতে ভরে উঠলেন তিনি, তারপর যে পুরুষটি দরজা খুলে দিয়েছিল তাকে ডেকে ছাত্রের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আবেগের সঙ্গে কাঁপা হাতে হ্যাণ্ডসেক করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রটির প্রেমের সুখস্বপ্নের সমাধি রচিত হল, এই নিয়ে গল্পের সমাপ্তি। পাঁচ বছর বাদে গল্পটা পড়ে জো উপলব্ধি করল আগেরটা নয়, তার গত এক বছরের হতাশাই ঐ গল্পের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত ছিল। খসড়াটা দলা পাকিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়ল জো। শোবার আগে রোজ রাতে দাঁত মাজে জো, কিন্তু আজ আর তার শুধু দাঁত মাজার জন্য বাথরুমে ঢুকতে একদম মন চাইছে না। হাত বাড়িয়ে সুইচ নিভিয়ে আলো নেভাল জো, ঘর এখন আঁধারে ভাসছে। অন্ধকারের মধ্যে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, দেখল গলির শেষ মাথার রাস্তার আলো জানালা দিয়ে তার ঘরে ঢুকে সিলিং-এ নানা নকশা তুলছে। জানালা থেকে সিলিং-এর দিকে চোখ ফেরাতেই বাইরে থেকে মৃদু টোকা পড়ল দরজায়, সঙ্গে সঙ্গে সিলিং-এ আলোর নকশাগুলো আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল।

এত রাতে তার শোবার ঘরের দরজায় টোকা দিচ্ছে কে। বাবার শরীর আবার খারাপ হল না ত? সঙ্গে সঙ্গে খাবার টেবিলে উত্তেজনায় বাবার দম বন্ধ হবার মুখখানা তার মনে পড়ল। না, সঙ্গে সঙ্গে জো নিজেকে বোঝাল তেমন কিছু সত্যি সত্যি হলে তার মা এতক্ষণে চেঁচামেচি করে বাড়ির সবাইকে অস্থির করে তুলত।

আবার, আবার সেই টোকা। আর চুপ করে থাকতে না পেরে জো উঠে বসল বিছানায়, কান খাড়া করতে অবাক হল সে, কারণ টোকার আওয়াজ একটা আসছে ঠিকই, তবে তা বাইরে থেকে দরজার পাল্লার গায়ে পড়ছে না। আবার আবার টোকার আওয়াজ তারপরে মেয়েলি কণ্ঠ স্পষ্ট তার কানে এল। "জো, অ্যাই জো, ঘুমোলি? শুনতে পাচ্ছিস?"

ওহো, এত তার জাঠতুতো বোন মটির গলা। জো-র শোবার ঘরের দেয়ালের ওপাশেই তার বড় ভাই স্টিভের ঘর, টোকা যে দিচ্ছে সে এই মুহূর্তে শুয়ে বা বসে আছে স্টিভের খাটে, দেয়ালের গায়ে খাটটা ঠেস দিয়ে আছে বলেই আওয়াজটা এপাশে জো-র কানে এসে ঠেকছে।

চেনা গলা শুনে জো নিশ্চিন্ত হলেও আর শুয়ে থাকতে পারল না, খাট থেকে এক লাফে নেমে দেয়ালে কান পাতল। চাপাগলায় বলে উঠল, "কে মটি?"

"হ্যাঁ রে," চাপাগলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল সে, "একটা কাজ করতে পারবি?"

"কি কাজ?"

"এ দুটো ঘরের মাঝখানের দরজা ছিটকিনিগুলো খুলে ফ্যাল ত।"

সঙ্গে সঙ্গে জো-র মনে পড়ল পাকাপাকি স্টিভের ঘরে মটির শোবার ব্যবস্থা হবার পরে মাঝখানের দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিয়েছে জো-র মা মার্টা।

ছিটকিনিগুলোতে মর্চে ধরেছে, তবু কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরে সবকটা খুলে ফেলল জো, দুই ঘরের মাঝখানের দরজার পাল্লা ঠেলে মটি মুখ বাড়িয়ে বলল, "খুলেছিস? যাক, বাঁচলাম! এখনও ঘুমোসনি যে বড়? বলি তোর ব্যাপার কি?"

"আমরা হলাম লেখক", মুখ টিপে হাসল জো, "আমাদের কি আর তোদের মত ঘুমোলে চলে? ঘুমের ভেতর কতবার আমার ছিটকিনি খুলি আর এঁটে দিই সে খেয়াল আমার নিজেরই থাকে না।"

"এই শুরু হল রাতদুপুরে নোংরা নোংরা কথা! শুনলে গা পিত্তি জ্বলে যায়।"

"তাই বুঝি?" মেঝে থেকে উঠে এসে খাটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল জো। "তাহলে তুমি বাপু এই রাতদুপুরে বাইরের দরজার বদলে ভেতরের দরজায় টোকা দিচ্ছিলে কেন?"

"কারণ তোর মা বাবা দরজার বাইরে আমায় দেখে ফেলে তা আমি চাই না।" দিব্যি স্পষ্ট গলায় বলল মটি, "আমার কাকিমা, মানে তোর মা একখানা চিজ্! তোর সঙ্গে কথা বলব বলেই ভেতর দিয়ে ঢুকেছি।"

"জানি রে মটি।" সহানুভূতির গলায় বলল জো, "আমার মা কি চিজ তা আমি নিজের চোখেই দেখছি! যত দেখছি তত তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি, ঐ মহিলাকে তুই আর নতুন করে আমায় চেনাতে যাস না। আয় ভেতরে আয়, বোস্।"

"না", ঘাড় নাড়ল মটি, "তার চে তুই বরং ও ঘরে চল্। তোর বাবা মা পাশের ঘরে শোয়, আমি জানি ঘুমুলেও তোর মায়ের কান খাড়া থাকে। দেয়ালের এপাশে আমাদের কথাবার্তা সব ওর কানে যাবে। আয় ওঘরে আমার বিছানায় আয়।"

একটি কথাও না বলে জো নেমে এল খাট থেকে ; হড়কানো "স্লাইড" দরজার দুটো পাল্লার মাঝখানের অল্প ফাঁক দিয়ে শরীরটা কুঁকড়ে দিব্যি গলে গেল পাশের ঘরে। সামনে একটা ঠাকুর্দার আমলের একখানা পেল্লাই চেস্ট অফ ড্রয়ার্স, তার পেছন থেকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তার বাঁ কাঁধটা গেল ছড়ে।

"ধ্যাৎ!" আমার বাপ মার আর এটা রাখার জায়গা জোটেনি খেঁকিয়ে উঠেই গলা সামলে নিল জো, ডান হাতখানা বাঁ কাঁধে বোলাতে বোলাতে উঠে দাঁড়াল সে।

"কি হল, কেটে ছড়ে গেছে?" মটি তখনও দেখতে পায়নি জোকে, শুধু গলা শুনে বুঝেছে সে এঘরে এসেছে।

"ও কিছু না," বলতে বলতে সামনে এল জো, "এবার বল্ শুনি কি বলবি?" ঠিক তখনই জো-র দিকে তাকিয়ে ভীষণ চমকে উঠল মটি।

"একি রে, তুই ন্যাংটো? এতক্ষণ এই অবস্থায় শুয়েছিলি?"

"গরমে হাঁসফাঁস করছিলাম" জো বাজে অজুহাত দেখাল, "ঘুমচোখে কখন সব খুলে ফেলেছি মনে নেই। তখন ত জানতুম না তুই ডাকবি।"

"দাঁড়া আগে তোকে একটা তোয়ালে এনে দিই," বলে সরে এল মটি, আলমারি খুলে একটা বড় স্নানের তোয়ালে এনে দিল আদরের খুড়তুতো ভাইকে। তোয়ালেটা তার হাত থেকে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে জো বলল, "ধন্যবাদ।"

"কোলিয়ার্স-এ তোর গল্প বেরিয়েছে শুনেও কংগ্রাচুলেটই করতে ভুলে গিয়েছি জো," কুণ্ঠিত গলায় মটি বলল, "কিছু মনে করিস না।"

"ধন্যবাদ,' মুখ টিপে হাসল জো, "কংগ্রাচুলেট ত তোকে আমার করার কথা রে মটি। মনে পড়ে তুই একটা সত্যি ঘটনা আমায় বলেছিলি? সেই যে তোদের দোকানের একটা মেয়ে কেনাকাটা করার ছলে একটা জিনিস তুলে নিয়ে জামার ভেতরে গুঁজে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মনে পড়ে?"

"খুব মনে পড়ে," মটি যেন বই থেকে পড়ছে এইভাবে বলতে লাগল, "কিন্তু সব বড় দোকানের মত আমাদের দোকানেও মাইনে করা ডিটেকটিভরা খদ্দেরদের ওপর আড়াল থেকে নজর রাখে। জানিস ত? ঐ রকম এক ছোকরা ডিটেকটিভ তফাতে দাঁড়িয়ে নজর রেখেছিল মেয়েটার ওপর। মেয়েটা দরজার কাছে আসতেই সে ওকে চ্যালেঞ্জ করে বসল; তারপর ভেতরে একটা খালি ঘরে নিয়ে গিয়ে জামার ভেতর হাত গলিয়ে মালটা বের করে আনল। মেয়েটা যে খুব গরিব, দু'বেলা পেটপুরে খেতে পায় না তা ওর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায়। বেচারি ধরা পড়ে তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, ভাবছে ডিটেকটিভ ছোকরা এবার হয়ত ওকে পুলিশে দেবে। সেটা আঁচ করে লোকটা কি করল জানিস? দরজা বন্ধ করে রেপ করল বেচারিকে।"

"আহা রে, গরিব বেচারি," চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জো," না হয় একটা অন্যায় সে করেই ফেলেছে, তাই বলে এমন সাজা দিতে হবে তাকে?"

"বল তাহলেই বল, তুই নিজে লেখালেখি করিস নারী পুরুষের মন আর বিবেক নিয়েই ত কাজ করতে হয় তোকে। কাকে চোর বলবি তাই ভেবে দ্যাখ। হ্যাঁ, না বলে জিনিসটা তুলে লুকিয়ে ফেলা মেয়েটার পক্ষে অন্যায় হয়েছে মানছি, তাই বলে.........."

"বড় বড় কথা একটু কম বল, মটি," চাপা গলায় গর্জে উঠল জো, "পেট পুরে দু'বেলা যে খেতে পায় না ন্যায় অন্যায় তাকে বোঝানোর কোনও মানে হয় না। যাক, তোর মুখ থেকে শোনার পরেই ঘটনাটা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। এটা নিয়েই একটা গল্প শেষকালে লিখে ফেললাম। তোর মুখ থেকে যেমন শুনেছি গল্পে সব কিছু তেমনই রেখেছি শুধু শেষটা ছাড়া। গল্পে শেষটা আমি একটু অদল বদল করেছি। আমি দেখিয়েছি ডিটেকটিভ মেয়েটাকে হাতেনাতে ধরে ফেলল ঠিকই কিন্তু ততক্ষণে বেচারিকে তার খুব ভাল লেগে গেছে তাই দোকানের মালিকের সামনে মেয়েটাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে বাঁচিয়ে দিল সে। কিন্তু এর ফলে তার নিজের চাকরি গেল। আমার গল্প এইভাবে শেষ হয়েছে।"

"বাঃ, চমৎকার!" খুব চাপা গলায় তারিফ করল মটি, "সত্যি, শেষটা চমৎকার হয়েছে!" বলেই উবু হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল সে। জো দেখল তার শরীরটা কান্নার দমকে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে।

"অ্যাই, কি হল তোর; কাঁদছিস কেন?" মটির কানের কাছে মুখ এনে জানতে চাইল জো।

"আমার বড্ড ভয় করছে রে।" চাপাগলায় প্রায় ফিসফিস করে জবাব দিল মটি।

"কেন, এখন আর ভয় কিসের?" মটির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল জো। "এখন ত সব মিটে গেছে স্টিভের সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যাপারটা তোর কাকিমা মানে আমার দজ্জাল মা-ও মেনে নিয়েছে যাকে নিয়ে তুই বেশি ভয় পেয়েছিলি। তুই-ত আমাদের বাড়িরই মেয়ে। আমার আপন জাঠতুতো বোন, নিজের ডাক্তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বৌ করে মা তোকে খুশি মনে ঘরে তুলবে। এর ওপর আমার নামে নতুন ড্রাফট কার্ড এসেছে তাতে এফ ৪ শ্রেণী পেয়েছি আমি। কার বাবার সাধ্যি এবার আমায় যুদ্ধে পাঠায়। হিটলারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে আমেরিকা জিতুক চাই হারুক তাতে আমার বয়ে গেছে। আমি যুদ্ধেও যাব না। মিলিটারি ট্রেনিং

ও নেহ মা। দিনরাত্ত কেবল লিখব ব্যস্! তাই বলছি, খুশিতে আমার মা যেখানে ডগমগ করছে, শুধু নাচতে বাকি, সেখানে তুই মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিস কেন, বোকা মেয়ে!"

"মানছি সব ঝামেলা মিটে গেছে," ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল মটি, "তবু দেখছিস না সব কেমন পাল্টে যাচ্ছে, তুই ত শুনছি কিসের এক চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছিস। হাজার মাথা খুঁড়ে মরলেও আর ত পাশের ঘরে তোকে পাব না, জো!"

"এই নিয়ে এত কান্নাকাটি। নাঃ, তুই সত্যিই হাঁদা, মটি। আরে বাপু এখান থেকে চলে গেলেও আমি ত আর হাওয়ায় উধাও হচ্ছি না। তোর মন যখন চাইবে তখনই নিউ ইয়র্কে চলে যাবি! শুধু নদীটুকু পেরোতে যা কষ্ট। আমি থাকব নদীর ওপারে আর তুই এপারে। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যেন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি!"

"তুই ত নিজের কথাই শুধু বলে যাচ্ছিস, জো, কিন্তু তুই চলে গেলে বাড়িতে কথা বলার লোক যে আমার আর কেউ থাকবে না তা মাননি ত?"

"বোকা মেয়ে!" বাঁ হাতে মটির মাথা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর ঝাপটে ধরল জো। কানের কাছে মুখ এনে বলল, "বাড়িতে না হলেও তুই টেলিফোনে যতক্ষণ খুশি কথা বলতে পারবি আমার সঙ্গে সে রাস্তা ত খোলাই রইল।"

"আগের মত আর কিছুই থাকবেনারে জো", ফোঁপাতে ফোঁপাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মটি, "তুই মিলিয়ে নিস আমার কথা।"

"দু'দিন বাদে তোর বিয়ে হবে, তারপরেই দেখবি সবকিছু ভাল লাগছে, সব আবার আগের মত ঠেকছে, দেখবি কোনকিছুই পাল্টায় নি। সব যেখানে যেমনটি ছিল তেমনটি আছে। যা বললাম মিলিয়ে নিস।"

"না! না! না!" বলতে বলতে প্রবল কান্নার আবেগে ভেঙ্গে পড়ল মটি, "তুই আমাকে ভোলাতে চাইছিস, আমি জানি। কোন কিছুই আর আগের মত থাকবে না। থাকতে পারে না!"

বাঁ হাতে মটির মাথা জড়িয়ে ধরে মুখ নামিয়ে তার চোখের পানে তন্ময় হয়ে কী খুঁজে বেড়াতে লাগল জো। জো-র চোখে চোখ রেখে মটিও চেয়ে রইল এক ভাবে, অপলকে। ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে আনল জো। মটির কপালে বুকে, সবশেষে ঠোঁটে চুমু খেল গভীর আবেগে। জো অনুভব করল মটির শরীর ভীষণ তেতে উঠেছে, সেই প্রচণ্ড উত্তাপের হল্‌কায় জ্বলে উঠেছে তার নিজের শরীর। সেই জ্বলুনির ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙ্গে খাড়া হয়ে উঠতে চাইছে তলপেটের নিচের ঘুমন্ত দানব।

"আই, কি হচ্ছে!" বলে মটিকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল জো, নিজেকে বোঝাতে লাগল "ছিঃ এ আমি কি করতে যাচ্ছি, দু'দিন বাদে ও না ভাইয়ের বৌ হবে!"

কিন্তু ধাক্কার ঠেলা খেয়েও দূরে সরে গিয়ে আরও প্রবলবেগে তার ওপর শরীরের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মটি। কিন্তু মটির মাথায় তখন কি উন্মাদনা চেপেছে, সেই উত্তেজনায় আবেগে ধাক্কার ঠেলা খেয়েও সরে ত সে গেলই না, উল্টে শরীরের সবটুকু শক্তি নিয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল তাকে। "কি হচ্ছে, মটি, কি করছিস!" বারবার বলল জো তার কানের কাছে মুখ এনে, কিন্তু কানে গেলেও সেকথা মটির মাথায় কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারল না। জো-র ঠোঁটে বারবার আঙুল রেখে ইশারায় তাকে চুপ করতে বলল।

একসময় প্রকৃতির দুর্বার আকর্ষণ জো-র পৌরুষের সব কঠোর অহমিকাকে দাবিয়ে দিয়ে দুকূল ছাপিয়ে উঠল। হাত ধরাধরি করে দু'জনে শুয়ে পড়ল খাটের ওপর একে অপরের সংলগ্ন হয়ে। তার আগেই জো-র কোমরে জড়িয়ে থাকা মটির দেয়া তোয়ালে খসে গড়াচ্ছে মেঝেতে; মটিও ততক্ষণে তার নাইট গাউন আর তার ওপর জড়ানো পাতলা চাদর খুলে ছুঁড়ে ফেলেছে মেঝেতে।

খুড়তুতো বোনটি তার চোখে যতই হাঁদা ভোঁদা বোকা বুদ্ধু হোক, তার এই উন্মাদিনী রূপ আগে কখনও দেখেনি জো। তাই বুঝিয়ে শান্ত করতে তার কানের কাছে মুখ এনে আদর করে নাম ধরে ডাকল সে 'মটি' বলে।

"চোপ!" চাপাগলায় গর্জে উঠল মটি, "ফের কথা বললে টুঁটি টিপে ধরব বলে দিচ্ছি! আমি বড় জ্বালায় জ্বলছি রে জো। পারিস ত এই জ্বালা জুড়িয়ে দে। ইচ্ছে মতন ছিঁড়েখুঁড়ে খা আমায় যত খুশি, যেমন খুশি! শেষ করে ফ্যাল্ আমায়!"

দশ

গলির ভেতর গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে যেতে মটির ঘুমের রেশ গেল কেটে, উদোম গায়ে বিছানার চাদরটা কোনমতে জড়িয়ে উঠে বসতে চোখ পড়ল মুখোমুখি জানালার শার্সির দিকে, দেখল ভোর হয়ে আসছে, আঁধার কেটে ফিকে ধূসর হয়ে আসছে আকাশ। খাট থেকে নেমে জানালার সামনে চলে এল মটি, পর্দা আলতো তুলে দেখল গাড়ি ঠিকই, জো-র বাবা ফিল কাকুর গাড়ি। কাক ডাকা ভোরে গাড়িটা গলি পেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই পর্দা ফেলে আবার খাটে উঠে পড়ল মটি।

জো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পরনে কিছুই নেই, বিছানার চাদর, গায়ের চাদর সব জড়ো করে তালগোল পাকিয়ে তার ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে দিব্যি আরামে। জোকে দেখে অদ্ভুত ভাব জাগল তার মনে। এই মুহূর্তে জোকে যে দেখবে সে-ই ধরে নেবে দিনের পর দিন সে মটির সঙ্গে এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছে। জোকে পাশে নিয়ে রাত কাটানোর সাধ এর আগে বহুবার উঁকি দিয়েছে মটির মনে। প্রত্যেকবারই ভেবেছে সত্যিসত্যিই তেমন কিছু ঘটে গেলে বিবেকের কাছে নিজেকে তার খুব অপরাধী বলে মনে হবে। কিন্তু মটি অবাক হয়ে লক্ষ্য করল অপরাধী ত নয়ই, বরং এতদিন বোকার মত নিজেকে বারবার গুটিয়ে রেখেছিল বলে নিজের ওপর তার ভীষণ রাগ হচ্ছে। মনের ঘুমোনো সাধগুলোকে এতদিন চেপে রাখার বদলে কোন স্বর্গ তার হাতে এসেছে? ঘুমন্ত জো-র কাঁধে আলতোভাবে হাত রাখল মটি।

ঘুমের ভেতর জো, মটির হাতের ছোঁয়া টের পেল কিনা কে জানে, তবে এতক্ষণ সে শুয়েছিল কাত হয়ে, এবার পাশ ফিরে চিৎ হল। মটি দেখল জো নিজে ঘুমিয়ে আছে বটে, কিন্তু তার তলপেটের নিচের দানব শিশুর ঘুম গেছে ভেঙে, এই সাতসকালেই ব্যাটাচ্ছেলে খিদের চোটে উঠে দাঁড়িয়েছে। দেখে যেমন মজা পেল তেমনই নিজেও তেতে উঠল মটি। দুষ্ট ছেলের কান পেঁচিয়ে ধরার ঢং-এ হাত বাড়িয়ে সেই দানব শিশুকে মুঠোর ভেতর চেপে ধরল সে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল জো, একটি কথাও না বলে তার মাথা থেকে পা ভাল করে জরিপ করল সে অবাক চাউনি মেলে।

"সুন্দর," ভোরের হালকা বাতাসের ছোঁয়ার মত লাজুক হাসল মটি, "এটা সুন্দর খুব, খু-উ-ব ভাল।" জো কোনও জবাব দিল না!

"কেন মরতে আমরা অ্যাদ্দিন বসেছিলাম?" কান্নাচাপা গলা, ফিসফিস করে বলল মটি।

"আমি চেয়েছিলাম ঠিকই," এতক্ষণে মুখ খুলল জো, "কিন্তু তুই....."

"আমি বোকা হাঁদা তা ত জানিস তুই," জো-র কথার মাঝখানে বাধা দিল মটি, "তবে আমি ভয়ও পেয়েছি।"

"কিন্তু এবার যখন ভয়ের সেই বাঁধটা ভেঙ্গেছিস তখন যেভাবে হোক এটা ম্যানেজ ত করতে হবে?" বলল জো।

"না" আলতো মাথা হেলাল মটি, "না জো, কাল রাতে যা পেয়েছি তা এক সুন্দর অনুভূতি, আমি একে তেমনই খুব যত্ন করে সাজিয়ে রাখতে চাই। বাড়াবাড়ি করলে সেটা আর সুন্দর থাকবেনা, হয়ে দাঁড়াবে নোংরামি। তারপর সেই নোংরামি আমাদের সবাইকে, এই পরিবারের সবাইকে ধ্বংস করবে।"

"ওফ্, পারি না!" দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল জো, "তোর বুলি শুনে আমার ঘাম বেরিয়ে গেছে!"

"এমা!" নিজে যেখানে শুয়েছিল যেদিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল মটি, "দেখেছিস কাণ্ড! বিছানার চাদর রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।"

"তার মানে?" নার্ভাস গলায় বলে উঠল জো, "তোর পিরিয়ড শুরু হয়ে গেল?"

"ধ্যাৎ, ছাগল কোথাকার।" চাপা গলায় ধমকে উঠল মটি, "আমি যে কাল পর্যন্ত অক্ষত যোনি কুমারী ছিলাম!

কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল জো।

"দেখছিস কি অমন হাঁ করে?" তেড়ে উঠল মটি।

"তোর মায়ের চোখে পড়ার আগে এই চাদরগুলো চটপট সরিয়ে ফেলতে হবে, তারপর ভাল করে কেচে সব দাগ ধুয়ে ফেলতে হবে। তোর মা একবার দেখতে পেলে ঠিক আঁচ করবে, তারপর দেখবি কেমন তান্ডব বাধায়! তোর মা তোর বাবার রিভলভার দিয়ে আমায় গুলি করে মেরে ফেলবে।"

"মাকে জানতে না দিলেই হল", সবজান্তার মত বলল জো, "একান্ত যদি জেনে ফেলে ত বলবি তোর পিরিয়ড শুরু হয়েছে।"

"নিজের মা-টিকে ত অ্যাদ্দিনেও চেনোনি", ফিসফিসিয়ে বলল মটি, "আমার পিরিয়ডের খোঁজখবর উনি আমার চেয়ে বেশি রাখেন।"

জো এসে পৌঁছোবার আগেই জ্যামাইকা তার টাইপরাইটার, টাইপ করার কাগজ, খসড়া লেখার কাগজ, টাইপ করা পান্ডুলিপি, এসব নিয়ে এসেছে অ্যাপার্টমেন্টে, জো এসে সেগুলো গোছগাছ করতে লাগল।

জোর অ্যাপার্টমেন্টখানা বেশ ভালই। আসবাবগুলো পুরোনো ঠিকই কিন্তু কাজ চালানোর পক্ষে সেগুলো বেশ টেঁকসই। বসার ঘরে ইমিটেশন লেদারের একটা থ্রি সিটার কৌচ, তার সামনে ছোট কফি টেবিল আর একটা ম্যাচ করা ইজিচেয়ার। কৌচের দু'পাশে ছোট দুটো টেবিলের ওপর ছোট বৈদ্যুতিক ল্যাম্প। ঘরের এককোণে রাস্তার দিকের একটা জানালার সামনে মুখোমুখি দুটো চেয়ারের মাঝখানে ছোট ডাইনিং টেবিল। অল্প তফাতে রান্নার কিচেনটা। শোবার ঘরের দেয়ালে সবুজ পেন্ট, থ্রি কোয়ার্টার মাপের কাঠের খাট ছাড়া সেখানে আছে ড্রেসার আর চেস্ট অফ ড্রয়ার্স। খাটের কুশনের ওপর বালিশ আর চাদর ঢাকা পড়েছে হলদে ইমিটেশন চাদরে। বাথরুমে সর্বাধুনিক আমেরিকান ফিক্সচার্স, সাওয়ার রডে ঝুলছে হলদে পর্দা, ম্যাচিং পর্দা ঝুলছে ছোট একফালি জানালাতেইও, দুটো আলো বাথরুমে, একটা সিলিং-এ, অন্যটা সিংক-এর ওপর মেডিসিন ক্যাবিনেটে আঁটা।

এসে পৌঁছোনোর দু'ঘণ্টার মধ্যে জো গোছগাছের কাজ সব সেরে ফেলল। জামাকাপড় আর ঝোলা দুটো শোবার-ঘরের আলমারির ভেতরে ওপরের তাকে সাজিয়ে রাখল। টাইপরাইটারখানা

রাখল ডাইনিং টেবিলে যাতে পেছনের জানালা থেকে যথেষ্ট আলো এসে পড়ে। কাগজ আর পাণ্ডুলিপিগুলো রাখল টাইপরাইটারের দু'পাশে। একমনে খুঁটিয়ে এসব দেখছিল সে, এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল। সরে এসে দরজা খুলতেই দেখে জ্যামাইকা।

"কি গো, এসব কেমন লাগছে?" মুচকি হাসল জ্যামাইকা।

"গোছগাছ সব সেরে ফেললাম," বলল জো।

"আরও কয়েকটা জিনিস নিয়ে এসেছি," জ্যামাইকা বলল, "ফ্রেড ওগুলো ওপরে তুলছে।" ফ্রেড অ্যাপার্টমেন্টের মজুর।

"আবার কি নিয়ে এলে?" জো বলল।

"একটা নতুন কম্বিনেশন ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেটার আর একটা টেবিলটপ স্টোভ। আগেরটা বিগড়েছে। টেলিফোন আজ বিকেলেই এসে লাগিয়ে দিয়ে যাবে। একতলায় আমাদের নিজেদের সুইচবোর্ড আছে। এ বাড়ির সব কল ওতে আসে।"

"মেয়েদের কলও?" জানতে চাইল জো।

"বিশেষত মেয়েদের কলগুলো," বলল জ্যামাইকা, "সুইচবোর্ড হয়েই আসে ওদের কল, তারপর রোজ সকালে বুকিং-এর একেকটা লিস্টি পাওয়া যায়।"

"হুঁ, বুঝলাম," ঘাড় নাড়ল জো, "এবার বলো ওদের টাকা তোলে কে?"

"ওরা রাতভর যা কামাবে তার পুরোটা সকালে দেবে তোমার হাতে," জ্যামাইকা বলল, "কার কাছে কত পাওনা সে হিসেব পাবে সুইচবোর্ড সার্ভিসে।"

"বেশ জটিল ব্যাপার," বলল জো'

"তেমন জটিল নয়," জ্যামাইকা বলল, "এখানকার মেয়েরা একেক রাতে মাথা পিছু গড়ে পাঁচশো ডলার কামায়, এর বাইরে গ্রুপ পার্টি, নানারকম শো, এস আর এম, মেয়েদের মর্জিমতন এসবের ওপর বাড়তি চার্জ।"

"মেয়েগুলো দেখতে কেমন?" জানতে চাইল জো।

খ্যাক! খ্যাক! খ্যাক! জো-র প্রশ্ন শুনে হেসে উঠল জ্যামাইকা। "দেখতে কেমন?" খ্যাক! খ্যাক! খ্যাক! "বাজি ধরে বলতে পারি এমন সুন্দর দেখতে মেয়ে বাপের জন্মে খুব কম লোক দেখেছে! এরা তোমার জ্যামাইকার দোকানের ওটকো চরসখোর কেলে কেলে লোলিটা নয় গো। একেকজন ডাকসাইটে সুন্দরী। এদের কারও পাল্লায় তোমায় ভিড়িয়ে দিলে কি হবে জানো? মরে যাবে, এক হপ্তার মধ্যে তোমার সব রস নিংড়ে এমন দড়ি পাকিয়ে চিমড়ে বানিয়ে দেবে যে হার্টফেল করে মরা ছাড়া তখন আর গতি থাকবে না!" খ্যাক! খ্যাক! খ্যাক! কথা শেষ করে আবার হাসতে লাগল জ্যামাইকা নিজের রসিকতায়।

"কি ভেবেছো তুমি আমায়?" জ্যামাইকার কথায় বিব্রত বোধ করল জো, "ওদের পাল্লায় ভিড়তে বয়েই গেছে আমার। তাছাড়া বাজে কাজে নষ্ট করার মত সময় কোথায়? এদিকের এত কাজ, তার ওপর লেখাপত্তর। শোন, লেখা আর মেয়েবাজি একসঙ্গে কখনও মিশ খায় না। ও দুটো আলাদা ব্যাপার, প্রচুর সময় যায় একেকটার পেছনে।"

"হবে হয়ত" তার রসিকতা জো হজম করতে পারছে না দেখে মজা পেল জ্যামাইকা। "তবে সে তোমার ব্যাপার, তুমি বুঝবে।" কথা শেষ করতে না করতেই টোকা পড়ল দরজায়। "ঐ বুঝি ফ্রেড এল মালপত্র নিয়ে," বলে এগিয়ে এসে দরজা খুলল জ্যামাইকা।

ফ্রেড নয়, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে এক যুবতী। একরাশ লম্বা বাদামি চুল, চোখে হর্ণ রিমড় চশমা, পরনে বাদামি স্কার্টের ওপর ঢোলা হালকা বাদামি সোয়েটার। তাকে দেখলে দেহোপজীবিনীর বদলে কলেজের ছাত্রী বলেই ধারণা জাগে মনে। অন্তত ঘরের ভেতর উঁকি

দিয়ে জো-র তাই মনে হল। সত্যিই কলেজের ছাত্রী, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের ঝড় তুলল তার মনে, নাকি পয়সা কামাতে বাধ্য হয়ে মহাযুদ্ধের বাজারে—

"এ দিকেই যাচ্ছিলাম," জ্যামাইকার দিকে চোখ তুলে বলল মেয়েটি, "মাঝখানে মনে পড়ল তোমাদের নতুন লোকটা আজ আসবে। তাই যদি কিছু দরকার হয় ভেবে ঢুকে পড়লাম।"

ততক্ষণে জো বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। তার দিকে অল্প ঝুঁকে বলল জ্যামাইকা, "মিঃ জো ক্রাউন, এ হল অ্যালিসন ফ্যালওয়েল।"

"আলাপ হয়ে ভাল লাগল, জো", বলে হ্যাণ্ডশেক করতে মেয়েটি নিজের হাত বাড়াল। জো হাত বাড়াতে যেতেই জ্যামাইকা তার হাত ঠেলে কটমট করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "জো নয়, বলো মিঃ ক্রাউন।"

"কিন্তু ওঁকে দেখে ত বয়স খুব কম মনে হচ্ছে," আহত গলায় বলল অ্যালিসন, ছলছল চোখে তাকাল জ্যামাইকার দিকে।

"মিঃ ক্রাউন বলো বলছি," ঠাণ্ডা গলায় বলল জ্যামাইকা।

"আলাপ হয়ে ভাল লাগল, মিঃ ক্রাউন", জো-র দিকে ফিরে বলল মেয়েটি, "আপনাকে কোনভাবে সাহায্য করার থাকলে বলুন।"

"থাক, ধন্যবাদ," জ্যামাইকার ভাবভঙ্গি আঁচ করে সেইমত ঠাণ্ডা অথচ ভদ্র গলায় তাকে ফিরিয়ে দিল জো, "তবে দরকার পড়লে আমি নিশ্চয়ই খবর দেব তোমায়।"

"খানকি!" মেয়েটি মুখ কালো করে চলে যেতে দরজা ভেজিয়ে বলে উঠল জ্যামাইকা, "এ আর হয়েছে কি, আরও কত আসবে দেখো! কচি ছেলে দেখলেই তার মাথায় চেপে নাচা, সব কটার একই ধান্দা!"

"তাহলে?" জো বলে উঠল।

"কাউকে মাথায় চাপতেই দেবে না," বলল জ্যামাইকা, "ভালো মাগীর দালাল যদি হতে চাও ত একই চোখে দেখবে সবকটাকে। ওরা কে কি করছে তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাবে না। কোথাও একটু গলদ নজরে পড়লেই কোমরের বেল্ট খুলে বেধড়ক প্যাঁদাবে, পেঁদিয়ে গায়ে কালসিটে ফেলে দেবে।"

"ও কাজটা আমায় দিয়ে হবে কিনা বলতে পারছি না," জো বলল।

"ঠিকই পারবে," দু'চোখ পাকিয়ে জ্যামাইকা তার দিকে তাকাল "লোলিটা তোমার কি করেছিল ভুলে গেলে? ঠিক তেমনই ভাববে ওরা সবাই কাঠি দিতে চাইছে তোমার পেছনে।" একটু থেমে আবার বলল, "দেখতে যত রূপসী আর সুন্দরীই হোক না কেন, সবাই এককেটা নম্বরী মাগী—খানকি ছাড়া কিছু নয়। এই কথাটা সবসময় মাথায় রাখবে, তাহলেই দরকার মত পেঁদিয়ে ওদের ছাল ছাড়িয়ে নিতে পারবে। দেখবে তখন আর হাত কাঁপছে না। এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না।"

চাকরি করতে বাড়ি ছেড়ে আগে কখনও বাইরে যায়নি জো, তাই প্রচুর বিলাস বৈভবের পরিবেশের মধ্যেও মনটা তার পড়েছিল সেখানেই। সন্ধ্যের কিছু পরে আর থাকতে না পেরে মাকে টেলিফোন করল সে।

"আটটা ত কখন বেজে গেছে," রিসিভার তুলেই সে চেঁচামেচি শুরু করে দিল, "ডিনার খেয়েছিস?"

"এখনও হয়ে ওঠেনি," জো বলল, "জিনিসপত্র গোছগাছ করে সাজিয়ে রেখে খানিক আগে সবে উঠলাম, তার ফাঁকে ফাঁকে এখানকার হালচাল আর কাজকর্ম বুঝে নিতে হল। দায়িত্ব কি কম! সব সেরে এখন তোমায় ফোন করছি।"

"ঘরে মেয়েমানুষ নেই, তোকে ত এখন কিছুদিন বাইরেই খাওয়াদাওয়া করতে হবে। তা হ্যাঁ রে, ধারে কাছে ভাল ইহুদি রেস্তোরাঁ আছে ত?"

"রেস্তোরাঁ আছে," জো বলল, "আসার পথে চোখে পড়ল, একটা নয় মা, দুটো। আগে থেকেই বলে রাখছি ও দু'টোর একটাও ইহুদি নয় বটে, তবে যেসব খাবারের নাম শুনলে জিভে জল আসে সে সবই ওখানে পাওয়া যায়।"

"তোর অ্যাপার্টমেণ্টটা সাফ সুতরো আছে ত? বিছানাপত্রের অবস্থা কেমন?"

"সব ঠিক আছে মা," জো-র গলায় আশ্বস্ত করার সুর ফুটল. "আমি ত এখন বড় হয়েছি, নাকি? কাজেই শুধু শুধু আজেবাজে চিন্তা কোরনা," বলেই প্রসঙ্গ পাল্টাল জো, "বাবা ফিরেছে, মা?"

"না", জো-র মা মার্টা বলল, "হপ্তায় এই একটা রাত যে ওর ফিরতে দেরি হয় তা ত জানিস্, জো। তাগাদায় বেরোয় ফেরে বেশি রাতে।"

"মটি দোকান থেকে ফিরেছে?"

"হ্যাঁ" মা বলল, "কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে। ডাকব ওকে, কথা বলবি?"

"দাও, মা।"

খানিকবাদে মটির গলা ভেসে এল, "জো?"

"বলছি, তুই ঠিক আছিস ত?"

"আমি ঠিক আছি," বলেই গলা নামিয়ে ফিসফিস করার মত চাপাগলায় বলল, "বাড়িটা বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে রে!"

"তুই কি বলতে চাস বুঝেছি।"

"নতুন কাজ কেমন লাগছে?"

"কাজটা নেহাৎই কাজ," এড়িয়ে যাবার ঢং-এ জো বলল, "সব গা সওয়া হয়ে যাবে, জ্যামাইকা বলেছে এটা অল্প কিছুদিনের জন্য আমায় করতে হবে। বড়জোর তিন মাস।"

"তিনমাস পরে তুই কি করবি?"

"জানিনা রে, সত্যি বলতে কি, ও নিয়ে এখনও কিছু ভাবিনি। তবে এখানে আমার লেখালেখির প্রচুর সুবিধে।"

"তোর মায়ের মন ত ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে, তোকে না দেখে ভারি ছটফট করছে।"

জো ইচ্ছে করেই জবাব দিল না।

"তোকে না দেখে মন আমারও খারাপ লাগছে জো।"

"মনটন খারাপ না করে মাঝেমধ্যে আমরা ত দেখাও করতে পারি, না কি!" জো বলল, "তোকে নিয়ে ফূর্তির জায়গায় যাব। একদিনের জন্য হলেও কিছুক্ষণ মজায় কাটাব দু'জনে।"

"না রে জো," মটির গলা স্পষ্ট শুনতে পেল জো, "একসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালে দু'জনের তা ভাল লাগবে বলে আমার মনে হয় না। বিশ্বাস কর, তার চেয়ে তুই আমার কাছ থেকে যত দূরে থাকবি আমাদের পক্ষে তা ততই ভাল হবে।"

"মনে হচ্ছে তোর কথাই ঠিক রে মটি," এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জো।

"তাই বলে তুই আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিসনা।" কাঁদো কাঁদো গলায় বলল মটি, "মাঝে মাঝে সময় করে টেলিফোনে কথা বলিস আমার সঙ্গে ; কি রে, বলবি ত?"

"নিশ্চয়ই, নিজের শরীরের কথা ভাবিস, ঠিকমত যত্ন নিস।"

"তুইও নিস," বলে লাইন ছেড়ে দিল মটি। চোখ নামিয়ে টেলিফোনের দিকে তাকাল জো, মুখে না বললেও তার নিজেকে বড্ড একা একা লাগছে। বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকার কষ্টটা এই প্রথম টের পেল জো। দরজায় টোকার আওয়াজে তার তন্ময়তার রেশ গেল কেটে।

দরজা খুলে জো দেখল বাইরে দাঁড়িয়ে অ্যালিসন। "আমি টেলিফোন করেছিলাম কিন্তু সুইচবোর্ড থেকে বলল আপনার লাইন ব্যস্ত আছে।"

"ঠিকই বলেছে," নিস্পৃহ গলায় উৎসাহ না দেখিয়ে বলল জো।

একটা শ্যাম্পেনের বোতল বের করল অ্যালিসন, "আমার কাছে যেসব খদ্দের আসে তাদের একজন এটা দিয়েছে। একসঙ্গে ভাগাভাগি করে খেলে জমবে ভেবে নিয়ে এলাম। আপনি আজ এখানে এলেন সেই উপলক্ষে একটা ঘরোয়া পার্টিও ধরে নিতে পারেন এটাকে।" বলে দুটো শ্যাম্পেনের গ্লাস বের করল মেয়েটি।

সকালবেলাই জ্যামাইকা যেভাবে ধমকেছে তারপর এত শীগগির ওর সঙ্গে সহজ হওয়া তার পক্ষে ঠিক হবে কিনা-ভেবে কূলকিনারা পেল না জো। পিছিয়ে "ভেতরে এসো," বলে পিছিয়ে এসে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল সে। বোতল আর গ্লাস দুটো নিয়ে অ্যালিসন পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল ডাইনিং টেবিলের ধারে। বোতল আর গ্লাস টেবিলে রেখে বলল, "আপনি শ্যাম্পেন ঢালুন মিঃ ক্রাউন, আমি একটু আপনার শোবারঘরে যাচ্ছি।" বলে জো-র অনুমতির তোয়াক্কা না করে ঢুকে পড়ল তার শোবারঘরে।

"আপনার হলো?" খানিক বাদে শোবারঘর থেকে বলে উঠল অ্যালিসন। "শ্যাম্পেন ঢেলে গ্লাসদুটো নিয়ে আসুন এখানে।"

জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেনের বোতল হাতে নিয়েছে জো। এ বোতলের ছিপি খোলার একটা কৌশল আছে তা জানে সে। "খানিকক্ষণ কসরৎ করার পরে ছিপিটা খুলে যেতেই সাবধানে বোতল থেকে ওয়াইন গ্লাসে ঢালল সে। বোতলের মুখে ছিপি এঁটে ভর্তি গ্লাস দুটো নিয়ে শোবারঘরে এল জো।

শোবারঘরে খাটের পাশে ছোট টেবিলে শুধু একটি আলো জ্বলছে। সেই আলোয় জো দেখল অ্যালিসন জামাকাপড় খুলে ফেলেছে। নগ্ন দেহে চিৎ হয়ে পড়ে আছে তার বিছানায়। হাত বাড়িয়ে একটা গ্লাস নিয়ে অ্যালিসন বলল। "কি গো মশাই, কি মনে হচ্ছে আমায় দেখে? হাঁ করে তাকিয়ে না থেকে চটপট বলে ফেলুন, বলুন আমায় কেমন দেখতে?"

"আমার কি বলা উচিত, তুমিই বলো," হাসল জো, "বলব তোমায় বিশ্রি বদখত্‌ দেখতে?"

"তা যদি নাই বলবে ত এখনও জামাকাপড় খুলছো না কেন?" জো তখন নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্লাসে আলতো চুমুক দিয়ে ঘাড় খানিকটা তুলল অ্যালিসন, "এত সময় নিচ্ছেন কেন বলুন ত?" বলে হাত বাড়িয়ে তার ট্রাউজার্সের ফ্লাই-এর জিপার্স একটানে খুলে ফেলল, "এত লজ্জা কিসের আপনিত অলরেডি তৈরি হয়েই আছেন," বলে হাত সরিয়ে নিল সে।

"আমি সব সময়েই তৈরি থাকি," বলে খাটে উঠে এল জো, অ্যালিসনের মাথাটা ধরে তলপেটের কাছে এনে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে।

অ্যালিসন হেসে বলল "আমিও প্রস্তুত"।

এগারো

থ্যাংকসগিভিং ইভ-র আগের দিন। বিকেলবেলা। তুষারপাত শুরু হয়েছে, শহরে ঋতুর প্রথম তুষারপাত। খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে জো। যানবাহনের

চাকা আর পথচারীদের জুতোয় মাটির সঙ্গে তুষার মিশে জলনিকাশি নর্দমাগুলোয় থকথকে কাদায় ভরে উঠেছে। সিগারেট ধরিয়ে কবজিতে বাঁধা 'ইঙ্গারসলে' চোখ রাখল জো। বিকেল সাড়ে তিনটে অন্য দিনের চেয়ে অফিসগুলো সব আজ অনেক আগে ছুটি হবে। সন্ধ্যের আগেই পথঘাট সব সুনসান হয়ে যাবে তাও জানে সে। ফিরে এসে আবার চেয়ার টেনে বসল জো, সঙ্গে সঙ্গে পাশে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। সেই আওয়াজ কানে যেতে টাইপরাইটারের কি-বোর্ডের ওপর দু'হাতের আঙুলগুলোর নাচ থামিয়ে থমকে দাঁড়াল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল জো, "ক্রাউন বলছি।"

"হ্যাপি থ্যাংকসগিভিং," খুব চেনা যুবতীর ঢেউখেলানো সুরেলা গলা তার পাতাঝরা নিঃসঙ্গ মনে বসন্তের হিল্লোল জাগাল।

"হ্যাপি থ্যাংকসগিভিং, মিস শেলটন" পাল্টা শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে গলার অল্প কাঁপন নিজের কানের পর্দায় স্পষ্ট টের পেল জো, "এখনও অফিস সামলানোর জন্য বসে আছেন?"

"শুধু অফিস কেন, আপনার ছুটির দিন উপলক্ষে কিছু সুখবর ঝাঁপিতে সামনে রেখেছি।"

"সুখবর মানে আমার আরেকখানা গল্প কোনও ম্যাগাজিনে বিক্রি করেছেন, এইত?"

"সে ত আছেই, তবে তার চেয়েও ভাল কিছু খবর আছে যা শুনলে আপনার তাক লেগে যাবে।"

"দোহাই, আগে থেকে এসব ভূমিকা করে আমার মাথাটা বিগড়ে দেবেন না," জো বলল।

"শুনুন মিঃ ক্রাউন, আপনার 'কোনি আইল্যাণ্ড হলি ডে' গল্পটা কোলিয়ার্স আড়াইশো ডলারে কিনেছে।"

"এত দারুণ সুখবর!" জো বলল, "এর চেয়ে ভাল খবর আমার কাছে আর কি হতে পারে।"

"এবার মন দিয়ে শুনুন, মিঃ ক্রাউন, কিছুদিন আগে 'দ্য শপলিফটার অ্যাণ্ড দ্য ডিটেকটিভ' নামে আপনার লেখা একটা গল্প কোলিয়ার্স কিনেছিল মনে আছে নিশ্চয়ই। গল্পটা ইউনিভার্সাল পিকচার্সের পছন্দ হয়েছে, ওরা ঐ গল্প নিয়ে একটা ফিল্ম তুলতে ইচ্ছুক বলে আমাদের জানিয়েছে। জেমস স্টুয়ার্ট, মার্গারেট সালিভ্যান, ছবির মুখ্য চরিত্রে এঁরা দু'জন থাকবেন। 'দ্য লিটল সপ অ্যারাউণ্ড দ্য কর্ণার' ছবিটা আশা করি দেখেছেন, ঐ ছবিও প্রযোজনা করেছিল ঐ একই ইউনিভার্সাল পিকচার্স।

"আপনার কথা ত আমার বিশ্বাস করতেই মন চাইছে না," বলল জো।

"আমি একটু মিথ্যে বলছি না বা বাড়িয়ে বলছি না," মিস শেলটন বললেন, "আপনার গল্পের চলচ্চিত্র স্বত্ববাবদ ওঁরা আড়াই হাজার ডলার অফার করেছেন। এছাড়া গল্পের চিত্রনাট্য লেখার অফারও দিয়েছেন ওঁরা—হলিউডে গিয়ে কুড়ি সপ্তাহের মধ্যে কাজটা শেষ করতে হবে, সেই বাবদ বাড়তি আরও পাঁচ হাজার ডলার আর সেই সঙ্গে ওখানে যাওয়া আসা বাবদ আপনার খরচ।"

"কিন্তু চিত্রনাট্য কিভাবে লেখে তা ত আমার জানা নেই," জো বলল।

"আপনি না জানতেই পারেন, মিঃ ক্রাউন তবে ওঁরা জানেন। আর তাই একজন চিত্রনাট্য রচয়িতা ওখানে সঙ্গে থেকে আপনাকে এই কাজে সাহায্য করবেন। কিন্তু এটা ওদের আবদার, আমি টাকাকড়ির পরিমাণ আরেকটু বাড়াতে চাইছি। আরেকটু বাড়াতে আমি ঠিকই পারব। আমার ইচ্ছে ফিল্ম স্বত্ব বাবদ আড়াই হাজারের বদলে ওরা সাড়ে তিন হাজার আর চিত্রনাট্য লেখার জন্য সাড়ে সাতহাজার ডলার দিক।"

"এ সব শুনলে ওরা আবার ভয় পাবে না ত।" নার্ভাস গলায় বলল জো, "আমি এত টাকা পাবার উপযুক্ত নই তা যদি ভেবে বসে ওরা, ভেবে পিছিয়ে যায়, তখন?"

"এই দর বাড়ানোর খেলাটা একা আমায় খেলতে দিন," মিস শেলটন বললেন, "আমার ওপর ভরসা রেখে আপনি শুধু দূরে বসে দেখুন। এই খেলা আগেও অনেক খেলেছি আমি। একান্ত যদি না পারি তখন ওদের অফার ত হাতে রয়েই গেল, তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন?"

"আপনি ওস্তাদ লোক, মিস শেলটন," জো বলল, "বেশ, আপনি খেলায় নামুন, আমি আছি আপনার পাশে।"

"ধন্যবাদ, মিঃ ব্রাউন, আপনার আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা না করে পারছি না।"

"না মিস শেলটন," জো বলল, "এসব আপনার কৃতিত্ব, ধন্যবাদ আপনার একারই পাওনা।"

"ঠিক আছে, এই দেনাপাওনার ব্যাপারে আপাতত মাথা না ঘামালেও চলবে," মিস শেলটন বললেন, "এই উইকএণ্ডে যা করার করব। ফলাফল যাই দাঁড়াক, আসছে সোমবার আপনাকে জানিয়ে দেব।" বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।

জো-র খারাপ লাগল, তার লেখালেখির জের টেনে মিস শেলটন আরও কিছুক্ষণ কথা চালিয়ে যাবেন আশা করেছিল সে। রিসিভার তুলে বাড়িতে ফোন করল সে। মনে মনে ভাবল বাড়ির লোকেরা দেখুক এতদিনে সত্যিসত্যি সে লেখক হতে পেরেছে কিনা, দেখুক লেখক হবার সম্ভাবনা তার মধ্যে আছে কিনা। কিন্তু বাড়ির নম্বর ডায়াল করাই সার হল, কেউ রিসিভার তুলল না। বাড়িতে কাউকে না পেয়ে শেষপর্যন্ত মটিকে তার দোকানে ফোন করল জো। "হাতে একদম সময় নেই, জো," মটি বলল, "কিছু বলার থাকলে জলদি বল, এখুনি আমায় একটা মিটিং-এ যেতে হবে।"

"প্লিজ মটি, এক মিনিটের বেশি সময় আমি নেব না," মিনতি করল জো, "জানিস, এক্ষুণি খবর পেলাম কোলিয়ার্স আমার আরেকটা গল্প ছেপেছে আর ছাপাবে বলে কিনেছে আর একটা। আর সেই যে, সেই গল্পটা—'দ্য শপলিফটার অ্যাণ্ড দ্য ডিটেকটিভ,' ইউনাইটেড পিকচার্স ঐ গল্প নিয়ে ছবি করতে চাইছে।"

"তাহলে ত তোকে অভিনন্দন জানাতেই হচ্ছে," মটি বললেও তার গলা তেমন আন্তরিক ঠেকল না। এই খবরে সে যে এতটুকু উত্তেজিত হয়নি তা বেশ টের পেল জো।

"তোকে দেবার মত একটা খবর আমারও আছে," বলল মটি।

"কি খবর?"

"মনে হচ্ছে আমার পেটে বাচ্চা এসেছে," মটি বলল, "আমার পিরিয়ড তিন হপ্তা হল আটকে গেছে।"

"কি যা তা বলছিস!" চেঁচিয়ে উঠল জো, "যা বলছিস সে ব্যাপারে তুই নিশ্চিত?"

"ডাক্তার দেখাতে ভারি ভয় করছেরে," মটি বলল, "এদিকে আসছে সপ্তাহে স্টিভ এসে পড়বে ওকেই বা কি বলব আমি?"

"কি আবার বলবি, মুখ বুজে চেপে যাবি।" জো বলল, "তোদের বিয়ে হবে হপ্তার শেষে, উইকএণ্ডে। পাঁচ হপ্তা কিছুই না। অনেকেরই প্রথম বাচ্চা সকাল সকাল হয়।"

"তুই একটা যাচ্ছেতাই!" রেগেমেগে বলল মটি, "ভুলে যাসনা স্টিভ তোর ভাই, নিজের মায়ের পেটের ভাই। কথাটার মানে কি দাঁড়ায় জানিস?"

"একশোবার জানি," জোর গলায় বলল জো, "আর জানি বলেই ত বলছি মুখ বুজে চেপে বসে থাক। তুই এ ব্যাপারে মুখ খুললে কিন্তু সবাই মনে আঘাত পাবে, ভীষণ আঘাত। সবাই মানে আমাদের পরিবারের সব কটা শুয়োরের বাচ্চা!"

"তুই বলছিস তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে?" একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল মটি।

"ঠিক হতেই হবে," আত্মবিশ্বাসের সুরে বলল জো, "না হয়ে যাবে কোথায়? পেটে বাচ্চা আসার তিন মাস পর থেকে লক্ষণগুলো চেহারায় ফুটে ওঠে।"

"কিন্তু আমার বুক দুটো যে বড্ড ভারি ভারি ঠেকছে জো, এরবেলায় কি বলবি?"

"পিরিয়ড শুরু হবার আগে অনেক সময় এমন হয়।" হাসিমুখে জো বলল, "তুই নিজেই বহুবার বলেছিস, পিরিয়ড শুরু হবার মুখে তোর বুক দুটো ফুলে ফুলে ওঠে।"

"বড্ড নার্ভাস লাগছে রে", জো-র এত আশ্বাস সত্ত্বেও তার ভয় যে কাটে নি মটির কথাতেই তা ফুটে উঠল, "সিঁভি ত ডাক্তার আমি নিজে মুখ বুজে থাকলেও ও যদি কিছু টের পায়, যদি ওর ডাক্তারি চোখে ধরা পড়ে, তখন?"

"ডাক্তার হোক চাই না হোক," জো বলল, "সিঁভি একটা আস্ত গাধা ছাড়া কিছু নয়। তুই ঐ গাধার ভাবনা মন থেকে বিদেয় করে আমি যেমন বললাম তেমনই চল্।"

"মিটিং-এর দেরি হয়ে যাচ্ছে রে," মটি বলল, "এবার রাখছি।"

"মাথা ঠাণ্ডা রাখ্, পরে এ নিয়ে কথা বলব", একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মটির লাইন ছেড়ে দেবার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল জো।

"ধ্যাৎ!" হাতে ধরা রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপন মনে বলল, কোন হতচ্ছাড়া যেন বলেছিল অক্ষতযোনি কুমারী মেয়েরা প্রথম মিলনের চোট হজম করতে কষ্ট পায়?

এক টেবিলে পাশাপাশি খেতে বসেছে মটি তার কাকিমা মার্টা কাকু ফিলের সঙ্গে। একটা পুরুষ্ট সাইজের লালমুলো তুলে নিল ফিল, বৌ আর ভাইঝিকে দেখিয়ে পুরোটাই তা ঢুকিয়ে দিল মুখের ভেতর, চিবুতে চিবুতে মার্টাকে লক্ষ্য করে বলল "জানো, আজ আমরা সারাদিনে মোট একশো একুশটা টার্কি বেচেছি।"

"এত দারুণ সুখবর।" আন্তরিক গলায় বলল মার্টা।

"একশো একুশখানা বেচে ভাবছি ভারি কম্মো করেছি," ফিল প্যানপেনে গলায় বলল, "অনেকে চারশোর বেশি বেচেছে।"

"প্যানপ্যান করার স্বভাবটা শোধরাও।" মার্টা বলল, "দিনে দিনে বয়স ত বাড়ছে, আমার বেশ মনে আছে পাঁচ বছর আগেও সারাদিনে কুড়ি কি বড়জোর ত্রিশটা টার্কি বেচতে পারলে ভাবতাম অনেক করেছি। ক'জন খদ্দের টার্কি কিনত তখন?" অল্প থেমে আবার বলল—"মুর্গী বলতে আমরা চিকেন নয়ত খাসি মোরগ, এসবই জানতাম, কিন্তু টার্কি? ও নাম আমরা তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।"

"বাঃ, বেড়ে বানিয়েছো ত," প্লেটের ঝোলে সেঁকা পাউরুটি ভিজিয়ে চেখে ফিল বলল, "সত্যি বলছি মামণি, খুব ভাল রেঁধেছো, এমনটি কতকাল যে খায়নি।"

"কারবারে আছো তাই বেঁচে গেছ," মার্টা বলল, "নয়ত মুলোর বদলে তোমাকেও টার্কির মাংস চিবোতে হত। চিকেন আর খাসি মোরগের দাম যা বাড়ছে, সাধারণ লোক টার্কি ছাড়া খাবেই বা কি?"

"তেমন দিন সত্যি সত্যি এলে আমি না খেয়ে উপোস করে থাকব তবু টার্কি খাব না।" ফিল বলল, "টার্কির শুকনো মাংস খাবার বদলে উপোস করে থাকা ঢের ভালো।"

"ফের প্যানপ্যান?" চাপা ধমকের সুরে মার্টা বলল, "টার্কি বেচে যে আয় করছ আগে তা কখনও করেছো?"

"আমি নিজের মনে আক্ষেপ করছি তুমি তার মধ্যে নাক গলাচ্ছ কেন," খেঁকিয়ে উঠল ফিল, "আগের মত আবার রোজ বাজার যাচ্ছো না কেন? সারাদিন ঘরে বসে কি এমন 'কম্মো' করো, শুনি? বাজারে গিয়ে দোকান দেখাশোনা করলে ত আমারও সাহায্য হয়।"

"কই, তোমার পার্টনার অ্যালের বৌ ত দোকানে যায় না।"

"অ্যালের বৌ বছরে একটা করে বাচ্চা বিয়োয়," ফিল ঠোঁট উল্টোল, "দোকানে যাবে কখন? দিনরাত হয় ফিডিং বোতল সাফ করছে, নয়ত বাচ্চার ইজের ধুচ্ছে, এসব ছেড়ে দোকানে যাবেটা কখন?"

"ওটা কোনও ব্যাপার নয়," বিজ্ঞের মত মুখ করে মার্টা বলল, "অ্যালের বৌ যেখানে যায় না সেখানে আমি গেলে সবাই ভাববে তোমার কারবার হয়ত অ্যালের মত ভাল চলছেনা তাই আমায় সামনে রেখে পেছন থেকে তুমি কাজকর্ম চালাচ্ছো।"

"আমি কি করি না করি তা নিয়ে যার যা খুশি ভাবতে পারে তাতে আমার কিছু যায় আসে না।" ফিল আরেক টুকরো মাংস কেটে প্লেটে রাখল। "আমাদের ইহুদিদের নিয়ে মুশকিল কি জানো? সবাই যখন ভাবে আমাদের দিন খুব ভাল কাটছে তখনই শুরু হয় আমাদের যত ঝামেলা। আমার কথা বিশ্বাস না হলে জার্মানির দিকে তাকাও দেখবে ঠিক বলছি কিনা—ওখানে আমাদের বাড়বাড়ন্ত দেখে হিটলারের বেজায় হিংসে হল, তাই সে হতচ্ছাড়া নাজিদের লেলিয়ে দিল আমাদের পেছনে।"

"ফিল," মার্টা শান্ত গলায় বলল, "তুমি ভুলে যাচ্ছো এটা ইওরোপ নয়, আমেরিকা।"

"বোকার মত কথা বোল না," ফিল গলা চড়াল, "আমেরিকায় আছো বলে কি ভাবছো খুব নিশ্চিন্তে আছো? এখানেও প্রচুর নাজি আছে, তাই আমাদের চুপচাপ মাথা ঠাণ্ডা রেখে হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হবে। এমনভাবে চলবে না বা এমন কিছু করবে না যাতে ঐ নচ্ছারগুলো আমাদের হিংসে করার সুযোগ পায়।"

"ফিল কাকু হয়ত ঠিকই বলছেন," আচমকা মটি বলে উঠল।

"তার মানে?" দু চোখে বিরক্তি মিশিয়ে মার্টা তাকাল তার দিকে, "ভাল মন্দের তুই বুঝিস কতটুকু?"

"আমাদের বিয়েটা 'টুইন ক্যাণ্টরে' ঘটা করে দেয়া হয়ত এইমুহূর্তে ঠিক হবে না," মটি বলল, "বিশ্বযুদ্ধ চলছে, জিনিসপত্রেরও দাম হু হু করে রোজ বাড়ছে। টুইন ক্যাণ্টর কি খরচের জায়গা তাও সবাই জানে। ওখানে বিয়ে দিলে সবার নজর পড়বে তোমাদের ওপর।"

"সে কি রে," মার্টা অবাক হয়ে বলল, "দুনিয়াসুদ্ধ মেয়ে টুইন ক্যাণ্টরে বিয়ের স্বপ্ন দেখে আর তুই বলছিস ওখানে বিয়ে করতে চাস না?"

"দাঁড়াও," ফিল বলল, "ও হয়ত ঠিকই বলেছে। শুধু টাকা খরচ নয়, মনে রেখো আমাদের দু দুটো ছেলের মধ্যে একজনও মিলিটারিতে ঢোকেনি। ওখানে এমন অনেকের থাকার সম্ভাবনা আছে যারা ভাল চোখে ব্যাপারটা দেখবে না।"

"সিডি ডাক্তার," মার্টা বলল, "সবাই জানে বিবাহিত ডাক্তারদের মিলিটারিতে চাকরি না নিলেও চলে।"

"সে তো জানে ঠিকই, আর মিলিটারিতে চাকরি নিলে পাছে যুদ্ধে যেতে হয় এই ভয়েই তোমার ডাক্তার ছেলে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করছে। এছাড়া আরও অনেকে আছে যারা ভাবে জো কায়দা করে সরকারকে কলা দেখিয়েছে যাতে যুদ্ধে তাকে যেতে না হয়। এসব প্রমাণ করার সুযোগ ওদের দেয়া কেন, এই হল আমার কথা।"

"তাহলে কি রকম বিয়ে চাস তুই?" মটির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল মার্টা।

"আমার ইচ্ছে বিয়েটা হবে বরো হলে," মটি বলল, "আর সেখানে আমাদের পরিবারের লোকজন ছাড়া বাইরের এমন কেউ থাকবে না যারা আমাদের চেনে।"

"পুরুতও থাকবে না?" মটির কথা শুনে ধাক্কা খেল মার্টা।

"বরো হলে বিয়ে রেজিস্ট্রি করে হয়," মটি বলল, "ওখানে পুরুত নেই, দরকারও হয় না। তবে সে বিয়ে পুরুতের দেয়া বিয়ের চেয়েও বৈধ।"

"তার চেয়ে যদি এই বাড়িতেই পুরুত ডাকিয়ে তোর বিয়েটা দেয়া যায়, তাহলে?" মার্টা বলল, "পুরুত ছাড়া আবার বিয়ে হয় নাকি?"

"সে ত তোমরা দিতে পারো ঠিকই," ঘাড় নাড়ল মটি, "কিন্তু মনে রেখো সে বিয়েতে জো আসতে পারবে না। আমার বিয়েতে জো এলে পাঁচজনে তাকে দেখে ফেলবে, তারপর পাঁচরকম প্রশ্ন তুলবে। এই ঝুঁকি আমরা কখনোই নিতে পারি না। কিন্তু বরো হলে বিয়ে হলে সে ভাবনা নেই, সেখানে জোকে কেউ চেনে না। তাকে নিয়ে কারও মাথা ঘামাবার দায়ও থাকবে না।"

"মেয়ের কত বুদ্ধি একবার দ্যাখো," ফিল বৌকে বলল, "দেখে শেখো। যেমন চটপটে চালাক চতুর, তেমনই শান্ত। এই না হলে আর আমার ভাইঝি? ও যে পথ বাতলেছে সেটাই ঠিক।"

"আমার ছেলেদের বিয়ে নিয়মকানুন মেনে হবে এটাই আমার সাধ, নিয়মকানুন না মেনে বিয়ে দেওয়ার সাধ আমার নেই," মার্টা বলতে বলতে তার দু'চোখ জলে ভরে উঠল।

"কেঁদো না, মার্টা কাকিমা," বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মটি, মার্টার পাশে এসে তার চোখের জল মুছিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। ভেতরের আবেগ উঠে এসে দলা বাঁধল তার গলার কাছটায়, দু'চোখ ছলছল করে উঠল। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারল না মটি, মার্টার গলা দু'হাতে জড়িয়ে তার বুকে মুখ গুঁজে ভেঙ্গে পড়ল কান্নায়।

"কেন, কেন এমন হল?" হাজার প্রশ্ন পোকার মত উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্টার মনে, তার মগজে তীক্ষ্ণ বিষাক্ত হুল বিঁধিয়ে দিল তারা। সেই বিষের জ্বালায় ছটফটিয়ে ওঠে মার্টা। আগুন হানা চাউনি মেলে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল সে, বলল, "বলো আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, কেন এই সময় যুদ্ধ বাঁধাল ওরা? ছেলের বিয়ে দিচ্ছি, আমাদের পরিবারের মেয়ে বৌ হয়ে আসবে বাড়িতে, ঘরে আনন্দের হাট বসবে কিন্তু তার মধ্যে আমায় থাকতে হবে ভয়ে ভয়ে, আমার আদরের ছোট ছেলেটা কাছে থাকবে না। পাছে সবাই দেখে ফেলে এই ভয়ে তাকে তার একমাত্র ভাইয়ের বিয়েতে আসতে মানা করে দিয়েছো। এমন ত না হলেও পারত! হা ঈশ্বর! এত নিষ্ঠুর তুমি!

"ঈশ্বরকে নয়, শাপমন্যি যা করার ঐ বজ্জাত অ্যাডলফ হিটলারকে করো।" বলতে বলতে রেগেমেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফিল।

"আমি অতশত বুঝি না, বুঝতে চাই না!" চোখের জল মুছে মার্টা বলল, "পুরুত ছাড়া বিয়ে হবে না, এই আমি সাফ বলে দিচ্ছি। আমার ছেলে-বৌয়ের পাপ হবে আমি বসে দেখতে রাজি নই মনে থাকে যেন!"

মার্টার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠল। ফিল রিসিভার তুলে বলল, "হেলো, কে জো? শুনছ জো ফোন করেছে। বল্, কি খবর? কেমন আছিস?"

"বাবা আমার আরেকটা গল্প কোলিয়ার্স ম্যাগাজিন কিনেছে!" জোরালো গলা যেন ফেটে পড়ছে রিসিভারে, "আমার আগের গল্পটা নিয়ে ইউনিভার্সাল পিকচার্স হলিউডে ছবি তুলতে চাইছে। ওরা গল্পের জন্য আমায় সাড়ে সাত হাজার ডলার দেবে বলেছে!"

"কি বললি? সাড়ে সাত হাজার ডলার!" ছোট ছেলের কথা যেন ফিল বিশ্বাস করতে পারছে না। "কাকে মামা ধরেছো, বাপ আমার?"

"মামা নয় বাবা," উল্টোদিক থেকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর জো-র গলা ভেসে এল। "যা কিছু হয়েছে আমার নিজের চেষ্টায়। ছবির চিত্রনাট্য লেখার জন্য ওরা আমায় খরচ দিয়ে হলিউডে নিয়ে যেতে চাইছে।"

"কবে?" জানতে চাইল ফিল।

"আমি রাজি হলে আজই, এক্ষুণি, তবে খুব সম্ভবত আসছে হপ্তায়।"

"এত শীগগির?"

"ওতে কিছু যায় আসে না, বাবা," জো বলল, "এ এক দারুণ সুযোগ যা বারবার আসবে না!" রিসিভার হাতে নিয়ে বৌয়ের দিকে তাকাল ফিল। বুক ফুলিয়ে বলল, "এই যে মার্টা, খবর শুনেছো? অ্যাদ্দিন 'ভারি লিখিয়ে হয়েছে' বলে যাকে খোঁটা দিতে, তোমার সেই ছোট ছেলে আমাদের ছোটকর্তা জো এবার সত্যি সত্যি লিখিয়ে নয়, লেখক হয়েছে, ওর আরেকটা গল্প কোলিয়ার্স-এ ছেপে বেরোবে। জো-র আগের গল্পটা নিয়ে হলিউডে ছবি হচ্ছে, ওরা খরচ দিয়ে ওকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে। গল্পের দাম বাবদ ওকে সাড়ে সাত হাজার ডলার দেবে বলেছে। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে বুঝলে? মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে পুরুত ডেকেই তুমি তোমার ছেলের বিয়ে দিতে পারবে।"

বারো

বাইরে থেকে এসেই জ্যামাইকা জো-র মুখোমুখি বসে তার লম্বা পা দুটো টেবিলের ওপর তুলল। উল্টোদিকে জো তখন বেজার মুখে টাইপরাইটারের দিকে তাকিয়ে আছে।

"কি জো, তোমার মুখখানা এমন কালো দেখাচ্ছে কেন?" জানতে চাইল জ্যামাইকা।

"ভীষণ মুশকিলে পড়েছি," জো মুখ তুলল, "কি করব বুঝতে পারছি না।"

"হলটা কি?"

"হলিউড থেকে ডেকে পাঠিয়েছে," জো বলল, "ওখানে গিয়ে দু' হপ্তার মধ্যে আমারই একটা গল্পের চিত্রনাট্য লিখে দিতে হবে।"

"এ ত ভাল খবর," জ্যামাইকা বলল, "ভাল, টাকাও পাবে?"

"তা পাব ঠিকই, আর সেখানেই ত মুশকিল। ওরা আমায় আসছে হপ্তায় হলিউডে যেতে বলছে, এদিকে মিঃ বি চান আমি এখানে তিন মাস কাজ করি।"

"মিঃ বি -কে বুঝিয়ে বলো।" জ্যামাইকা বলল, "উনি অবিবেচক নন।" জ্যামাইকার কথা শুনে অবিশ্বাসীর চোখে জো তাকাল তার দিকে। কাগজের খবর অনুযায়ী ব্রুকলিনে কম করে ছটি খুনের দায় চেপেছে মিঃ বি.-র ঘাড়ে, সেখানকার যাবতীয় অপরাধ চক্রের পাণ্ডা হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে তাকে। জ্যামাইকা উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। "তুমি এ ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে কথা বলেই দ্যাখোনা," খানিক বাদে বলল জ্যামাইকা, "ওঁকে সবাই যত খারাপ ভাবে আসলে তত খারাপ উনি নন।"

"আমার হয়ে তুমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারো না?" ভয়ে ভয়ে বলল জো।

"তা কি করে হয়," মাথা নাড়ল জ্যামাইকা, "এই চুক্তি ত আমার সঙ্গে হয়নি, তাছাড়া অন্যের ব্যাপারে কখনও নাক গলাতে নিষেধ করা হয়েছে।"

"আমি এ কাজের উপযুক্ত নই অন্তত এটুকু ত বলতে পারো ওঁকে," জো বলল।

"সে কথা সত্যি হলেও তবু উনিই এই কারবারের কর্তা, আমার এখানে বলার বা করার মত কিছু নেই।"

"তাহলে তুমি ওঁকে ভয় পাও?" জো বলল।

"হ্যাঁ বাপু, ভয় পাই," জ্যামাইকা বলল, "আমি এক সাধারণ নিগ্রো বাচ্চা। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে দু'পয়সা কামানোর ধান্ধায় ঘুরছি। তার বেশি কি আমার পরিচয়। ক্ষমতাই বা কি?" বলেই হেসে ফেলল সে, "তাই বলে তোমার এত ভয় পাবার কিছু নেই। কি হবে, কি হতে পারে? বড় জোর উনি বলবেন এই চাকরি ছেড়ে তোমার ওখানে যাওয়া চলবে না। আবার মন চাইলে হয়ত বলবেন, ঠিক আছে যাও, তবে তুমি যতদিন না ফিরে আসছো ততদিন আমি অন্যলোক রাখব না তাও মনে রেখো। তোমায় ওঁর কাছে যেতে হবে, জো, গিয়ে সব খুলে বলতে হবে। না বললে ছুটি পাবে না।"

এক মুহূর্ত জো তাকাল তার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল তার অহমিকা। বলল, "তোমার কি মনে হয় এই চাকরি করার উপযুক্ত লোক আমি নই?"

"কোনও দিক দিয়েই উপযুক্ত নও," বলল জ্যামাইকা, কথাটা বলতে গিয়ে তার মুখে এতটুকু ঘৃণা বা হিংসা ফুটল না, "কিন্তু তুমি নিজেকে ত আর এর সঙ্গে জড়াওনি। আরও বড় পরিচয় তোমার আছে, তুমি মাগীর দালাল নও, লেখক। শিখিয়ে পড়িয়ে কাউকে মাগীর দালাল বানানো যায় না। এক্কেকজন ঐ গুণ নিয়ে জন্মায়।"

"লেখকদেরও ঘষে মেজে তৈরি করা যায় না।" আত্মপক্ষ সমর্থনের সুর জো-র গলায়, "তারাও এক্কেকজন লেখার ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়।"

"লেখকদের ব্যাপার-স্যাপার জানা নেই," জ্যামাইকা বলল, "কিন্তু তুমি এখানে আসার পর থেকেই কারবারে মন্দা শুরু হয়েছে, ব্যবসা শতকরা বিশ ভাগ কমে গেছে, মেয়েগুলো হয়ে উঠেছে ফাঁকিবাজ। বেশিরভাগ সময় গতর নিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। তুমি এখানে আসার পর অ্যাদ্দিন হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত এগুলোর একটাকেও কোমরের বেল্ট দিয়ে চাবকে ছাল ছাড়িয়ে নিতে পারলেন না! আর এই কাজটাই আমি তোমায় করার কথা পই পই করে বলেছিলাম। কেমন, বলেছিলাম কিনা, যার যা দাওয়াই, জো। ভালবাসার বুলি ঝেড়ে এদের দিয়ে কাজ আদায় করা যায় না! সেজন্য চাই চাবুক, নিদেনপক্ষে বেল্ট! ওদের পুরো জাতটাই এমনই, ধরে পেঁদিয়ে বিষ ঝেড়ে দিলে তখন মানে, ভক্তি করে। যেমন বলো তেমনই চলে, জানোয়ার! জো, এই মেয়েমানুষ জাতটা একেবারে যাকে বলে গাধা গোরুর মত জানোয়ার ছাড়া কিছু না, হয়ত তারও অধম!"

"এসব কথা যদি তোল ত আমারও বলার মত কিছু থাকতে পারে, জ্যামাইকা।" জো বলল, "আমি ত গোড়াতেই তোমায় বলেছিলাম তুমি যেমন চাও তেমনইভাবে মারধর করে এখানকার মেয়েদের চালানো আমায় দিয়ে হবে না।"

"হ্যাঁ তুমি বলেছিলে বটে," সায় দিল জ্যামাইকা, "আমার মনে আছে, তাই আমিও কারবারের হাজার লোকসান হলেও হাসিঠাট্টার মধ্যে তা মেনে নিচ্ছি মুখ বুজে, কথা শোনাচ্ছি কি তোমায়?" বলে উঠে দাঁড়াল সে, "জো, আমি তোমায় ভালবাসি, ভারি মায়া পড়ে গেছে তোমার ওপর। আর তাই মনে হচ্ছে মিঃ বি ঠিকই তোমায় ছুটি মঞ্জুর করে দেবেন, চাই কি তোমার বরাবরের মতই ছেড়ে দিতেও পারেন উনি। তাতে তুমি আর উনি দু'পক্ষই খুশি হবে। তুমি যা চাইছো তা পাবে, আমরাও এ লাইনের কাজকর্ম জানা লোক বহাল করে ফের আগের মত কামাই ধান্ধায় লেগে যাব।"

মুখ তুলে তার দিকে তাকাল জো। শ্রদ্ধা মাখানো গলায় বলল, "জ্যামাইকা, তুমি সত্যিই অন্য ধাতুতে গড়া, অশেষ ধন্যবাদ।"

"তুমি তাহলে যাবে ত ওঁর কাছে?" জানতে চাইল জ্যামাইকা।

"হ্যাঁ," জো বলল, "মিঃ বি-র সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে আমার বাবার সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে, বাবাই ত ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।"

সূর্য সবে ডুবলেও তার লাল আভার রেশ আকাশের বুকে রয়ে গেছে এখনও। সন্ধ্যের আঁধার নামতে ঢের দেরি এখনও। পাতাল রেল থেকে নেমে সাবওয়ে ধরে পিটকিন অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটছে জো। এই রাস্তাটা সোজা গিয়ে মিশেছে বাজারের পেছন দিকে। আশপাশের দোকানগুলো আলোয় ঝলমল করলেও বাজারের আলোগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে ফলে আঁধার জমিয়ে বসেছে সেখানে।

খোঁয়াড়ের ধারে ফিলের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখে হাঁফ ছাড়ল জো, তাহলে তার বাবা এখনও দোকানেই আছে। দোকানে ঢুকতে গিয়ে জো দেখে পাল্লা ভেজানো, ভেতর থেকে তালা আঁটা। ঘুরে দোকানের পেছনে এল জো, সেখানকার দরজাও একইভাবে ভেতর থেকে তালা আঁটা দেখে যেমন অবাক হল, তেমনই ঘাবড়ে গেল। পেছনের দরজায় টোকা দেবে কিনা ভাবছে সে ঠিক তখনই দোকানের ভেতর কে যেন হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। শুনেই চমকে উঠল জো—মেয়েমানুষের গলা। তার চেয়েও বড় কথা এ গলা তার খুব চেনা। জোসি নামে যে কম বয়সী মেয়েটি কাজ করে তাদের দোকানে এ তার গলা। কাত হয়ে কাঁধ দিয়ে খুব জোরে ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মর্চে ধরা পুরোনো লোহার তালা ভেঙ্গে পাল্লা হাঁ হল, ভেতরে ঢোকার মুখে দরজার পাল্লার অনেকটা পচে গেছে তাও জো-র চোখ এড়াল না।

দোকানের ভেতর এককোণে ছোট একফালি কামরায় তার বাবার অফিস। ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতে সেখান থেকে আবার ভেসে এল জোর চিৎকার, একই নারীকণ্ঠ। ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়ল জো, ভেতরের দৃশ্য দেখে তার নিজেরই চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। সোফা কাম বেডের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে তার বাবা ফিল। শুয়ে না বলে পড়ে আছে বললেই ঠিক হবে। পরনের ট্রাউজার্স কোমর থেকে নিচে প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি টেনে নামানো। বাবার পেটের ওপর দু'পাশে থামের মত দুটো উরু ভাঁজ করে উবু হয়ে বসে তাদের দোকানের কাজের মেয়ে জোসি। জোসির ইলাস্টিক আঁটা গাউন উঠে এসেছে বুকের কাছে। বাবা আর জোসি দু'জনকেই ঐ রকম আধা ন্যাংটো অবস্থায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জো। কি বলবে বুঝতে না পেরে চোখ পিটপিট করতে লাগল। ততক্ষণে জোকে দেখতে পেয়েছে জোসি, কোথায় নিজের আর মনিবের কাপড়চোপড় টেনে সামলে নেবে তা নয় তার বদলে বারবার বলতে লাগল 'তোমার বাবা তোমায় বাবা' বলে। জো লক্ষ্য করল তার বাবার মুখখানা নীলচে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শক্ত করল সে। কিছুদিন আগে প্রথম হার্ট অ্যাটাকের সময় বাবার মুখ এমনই নীলচে ফ্যাকাশে হতে দেখেছিল তার স্পষ্ট মনে আছে। বাবার বুকের বাঁ দিকে যে খিল ধরা চাপা যন্ত্রণা হচ্ছে তা আঁচ করল জো, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে চেয়ারে ঝোলানো কোটের পকেট হাতড়ে শিশিটা বের করল। ছিপি খুলে দুটো বড়ি বের করে বাবার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল জো, আলতো করে ঠোঁট খুলে বড়ি দুটো মুখের ভেতরে পুরে খানিকটা জল ঢেলে দিতেই ফিল গিলে ফেলল ও' দুটো।

"হাঁ করে বসে দেখছ কি!" ইচ্ছে না থাকলেও জোসিকে ধমকে উঠল জো, "উঠে এসে কাপড় ঠিক করো, তারপর একটা টেলিফোন করো ডঃ গিটলিনকে ওঁর চেম্বারে। এক্ষুণি চলে আসতে বলো। অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে বলো ওঁকে!"

ধমক খেয়ে নেমে এল জোসি, গাউন নামিয়ে ডায়াল ঘোরাল। ফোন নামিয়ে রেখে বলল, "ডাক্তার গিটলিন এক্ষুণি আসছে বলল।'

"তার আগে একটা ভেজা তোয়ালে এনে বাবার কপাল আর মাথা ভাল করে মুছে দাও," বলে নিজের রুমাল বের করে বাবার কপালের ঘামের ফোঁটাগুলো মুছিয়ে দিতে লাগল সে।

তোয়ালে ভিজিয়ে এনে লজ্জায় ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল জোসি, কাঁদতে কাঁদতে বলল, "দুঃখিত জো, বিশ্বাস করো এই ঘটনার জন্য আমি এতটুকু দায়ী নই। আমাকে একা পেলেই তোমার বাবার মাথায় ছেলেমানুষির ভূত চাপে। তা চাপে চাপুক, হাজার হলেও পুরুষ মানুষ বলে কথা! কিন্তু ওঁর বয়সও বাড়ছে, তার ওপর হার্টের জন্য দিনরাত ওষুধ খাচ্ছেন, এই এক ধকল কি রোজ ওঁর শরীর সামলাতে পারে? বারবার বলি কর্তার ইচ্ছে যখন হয়েছে তখন আমায় একটু আলতো করে ছুঁয়ে আদর করে একটু নেড়ে চেড়ে ঘাঁটু ঘাঁটু করে দাও। ওতে এত ধকল হয় না। কিন্তু আমার কথা উনি কানেই তোলেন না, আগের দিনের লোক, তাই আমায় ওপরে না তুললে ওঁর খিদে......"

"বকবক করার ঢের সময় পাবে," জো কড়া গলায় বলে উঠল। "আরেকটা তোয়ালে ভিজিয়ে বাবার কোমর, তলপেট সব ভাল করে মুছে দাও, তারপর প্যান্টটা উঠিয়ে কোমরে বেল্ট এঁটে দাও। গিটলিন ডাক্তার আসার আগে এসব সেরে ফ্যালো।" বাবার মুখের রং আবার আগের মত স্বাভাবিক হচ্ছে দেখে মনে জোর পেল জো।

"আমি খুব দুঃখিত, জো." মনিবের তলপেট মুছিয়ে দিতে দিতে জোসি বলল, "আর কোনদিন তোমার বাবার ছেলেমানুষি আবদারে কান দেব না। তাতে উনি আমায় তাড়িয়ে দেন সেও ভাল।"

"নাঃ, তুমি দেখছি বকবক করে আমার মাথা না ধরিয়ে ছাড়বে না। আমি তোমায় কিছু বলেছি, জোসি? বাবাকে ওষুধ দিয়েছি, সেরে উঠবেন। তুমি আর দেরি না করে বাড়ি যাও। যা হয়েছে তা কাউকে বোল না যেন। কাল এমন মুখ করে কাজে এসো যেন কিছুই জানো না।"

"ধন্যবাদ, জো," বলে জোসি বেরিয়ে গেল পেছনের দরজা দিয়ে।

"আ-আমি কোথায়?" বুকের ব্যথা দূর হতে চোখ মেলল ফিল। পাশ ফিরতেই জোকে দেখে চমকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম লজ্জা এসে গ্রাস করল তাকে। "আ-আমি কোথায়? তুমি? গেল কোথায় ও, দেখি?"

"জোসি বাড়ি গেছে বাবা," ফিলের মাথায়, কপালে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিল জো, "আমিই এইমাত্র বাড়ি পাঠিয়েছি ওকে। তুমি সুস্থ আছো, শুয়ে থাকো চুপচাপ। ডাঃ গিটলিন এই এসে পড়লেন বলে। তুমি বিশ্রাম নাও।"

"কিন্তু আমার হয়েছে কি?"

"তেমন কিছু নয়।" জো অনেক কষ্টে রেখে ঢেকে বলার চেষ্টা করল, "জোসির সঙ্গে একটু খেলাধুলো করছিলে, পুতুল খেলা! ও এমন কিছু নয়। বর বৌ খেলা আর কি! ও এমন কিছু নয়!"

"আর জোসি, ও কি করছিল?"

"জোসি খুব ভাল মেয়ে, বাবা ওর মত এত ভাল কাজের মেয়ে এ তল্লাটে নেই।"

"তা বলছি না। জোসি যে এখানে—" বলতে গিয়ে বলার খেই হারিয়ে ফেলল ফিল, ছোট ছেলের সামনে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবার লজ্জা সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেলল ভেউ ভেউ করে।

"কি হল, বাবা, কাঁদছ কেন?" জো সান্ত্বনা দেবার গলায় বলল, "বললাম ত জোসি খুব ভাল মেয়ে, কিন্তু ও ত এখানে ছিল না। আমি ভেতরে এসে দেখি তুমি একা শুয়ে গোঙাচ্ছো,

আশেপাশে কেউ নেই। তোমাকে ওষুধ খাইয়ে চটপট ডাঃ গিটলিনকে ফোন করে আসতে বললাম।"

"আমায় বোঝাতে এসেছিস, জো? এতবড় তালেবর হয়েছিস? ভুলে যাস না, আমি কারবারী লোক, মানুষ চরিয়ে খাই, তুই যখন ভেতরে এলি তখন জোসি এখানে ছিল আমার ওপরে চেপে। বুকের ব্যথায় মরে যাচ্ছি, তার মধ্যে তোকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছি আমি, ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ। আমি কি করছি! তুই আমার ছোট ছেলে, আজ নিজের চোখে দেখে গেলি তোর বাপ দোকানের কাজের মেয়ের সঙ্গে—" কান্নার আবেগে ফিলের গলা জড়িয়ে এল, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে ছেলেমানুষের মতন, "তোর কাছে দেখাবার মুখ নেই রে জো, বাপ আমার। এখন আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার গতি নেই।"

"চোপ্!" বাবার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় ধমক দিল জো, "ফের ওকথা বললে ভাল হবে না। বলে দিচ্ছি। তুমি একটা মানুষ, বাবা, রক্ত মাংসের মানুষ! তাই যা করেছো তা আমার কাছে অন্যায় নয়, এটুকু জেনে রেখো, আমি তা অন্যায় বলে মনে করি না!"

"কাজটা আমি ঠিক করিনি রে," ফিল ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলে, "তোর মা এত করে আমার জন্য, এত ভাবে আমার জন্য, আর আমি কিনা এইভাবে ওকে দাগা দিচ্ছি দিনের পর দিন। তুই ছেলে হয়ে সব দেখলি, জানলি!"

"কি বাজে বকছ বলো ত?" গলা চড়ায় জো, "আমি কিছুই দেখিনি, কিছুই জানিনা, নাও, চোখ মোছ! ঐ তোমাদের গিটলিন ডাক্তার এসে পড়েছে। তুমি শুয়ে থাকো, কথাবার্তা যা বলার আমি বলছি! যা বলি শোন, যদি কিছু হয়ে থাকে ত সে কথা ভুলে যাও।" বলে বাবার চোখ মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেয় জো। সঙ্গে সঙ্গে দোকানের সামনের দরজায় টোকা পড়ে। উঠে এসে দরজা খুলে দেয় জো, খোলা দরজা দিয়ে পেল্লায় চামড়ার ব্যাগ হাতে ভেতরে ঢোকেন ইহুদী ডাক্তার মিলটন গিটলিন। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ব্যাপার কি বোঝার চেষ্টা করেন। ফিলকে শুয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে তার পাশে বসেন। "কি হলটা কি," ফিলের মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার, "আবার কি বাধিয়ে বসেছো?" ফিল কিছু বলার আগে জো-ই মুখ খুলল, "বাবার সঙ্গে দরকার ছিল তাই এসেছিলাম। ভেতরে ঢুকে দেখি ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চটপট ব্যথার ওষুধ খাইয়ে আপনাকে ফোন করলাম।"

গিটলিন বোকা বুড়োহাবড়া নন, এই বুড়ো বয়সেও রুগী চরিয়ে খান। ফিলের খালি গা, ট্রাউজার্স ছাড়া আর কিছু পরনে নেই দেখে ব্যাপার খানিকটা আঁচ করলেন। ব্যাগ খুলে স্টেথোস্কোপ বের করে তার বুক পিঠ দেখলেন। হাতের শিরার ওপর রেখে ব্লাডপ্রেসার মাপলেন। সবশেষে অপ্থ্যাল্মস্কোপের আলোয় দু'চোখের কোণ পরীক্ষা করলেন। চটপট হাতে অ্যাড্রিন্যালিন ফুঁড়ে দিয়ে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি অ্যাম্বুলেনসে খবর দিয়েছি, ওরা তোমায় হাসপাতালে নিয়ে যাবে।"

"না, আমি মোটেও হাসপাতালে যাব না," কাঁদোকাঁদো একগুঁয়ে গলায় বলে উঠল ফিল।

"তোমার হার্টে চাপ পড়েছে ফিল।" হাসি হাসি মুখে বললেন গিটলিন, "দু' একদিনের জন্য হলেও হাসপাতাল একবার তোমার ঘুরে আসতেই হবে। এই অ্যাইনার ব্যথা কি মারাত্মক তা ত জানোনা? আজ গিয়ে ভর্তি হও, সব ঠিক থাকলে কাল সকালে আমি গিয়ে তোমায় ছাড়িয়ে আনব।"

"জামিনে খালাস করে আনবেন হাজত থেকে?" রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারলো না জো।

"হুবহু তাই," বলে গিটলিন নিজেও হেসে উঠলেন, "জো, অ্যাম্বুলেনসের হটার শুনতে পাচ্ছি, ওরা কাছাকাছি এসে পড়েছে। এখন কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। তুমি সঙ্গে চলো, বাবাকে ভর্তি করে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে টেলিফোনে মাকে খবর দেবে।" তাঁর কথা শেষ হতে জো দেখল স্ট্রেচার হাতে দু'জন অ্যাম্বুলেনসের লোক ঢুকে পড়েছে বাজারের ভেতর, বাইরে বেরিয়ে তাদের ভেতরে নিয়ে এল সে।

বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করে বাড়িতে মাকে টেলিফোন করল জো। খানিকবাদে মটিকে নিয়ে মার্টা এসে ঢুকল হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে। দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে এল জো, দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল মায়ের গালে।

"অ্যাই, সর! আমি ওসব বুঝি!" দু' চোখ পাকিয়ে জো-র দিকে তাকাল মার্টা, "আমাকে না বলে কয়ে বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে এলি যে বড়? বলি তোর চেয়ে তোর বাবার ওপর আমার দাবি ঢের বেশি জোরালো কিনা? হাজার হলেও আমি ত ওর বৌ, না কি?"

"আমাকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছ, মা," জো বলল, "বাবার সঙ্গে কাজ ছিল তাই এসেছিলাম এসে দেখি বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে, মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ওষুধ খাইয়ে গিটলিনকে খবর দিলাম, উনি এসে বাবাকে দেখে বললেন সব ঠিক আছে, তবু দু' একদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। এর মধ্যে আমার দোষটা কোথায়? গিটলিন যা বলল আমি তাই করলাম।"

"এসব বুড়ো হাবড়া ডাক্তারদের হাত পা বেঁধে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিতে হয়।" রেগেমেগে বলল মার্টা, "তোর বাবা আগে বাড়ি আসুক, তারপর আমি তাই করে ছাড়ব দেখে নিস। হাসপাতালের অপারেটরগুলোও হয়েছে তেমনই। কিছুতেই বলল না তোর বাবার কি হয়েছে! তুই-ই বল্ ত জো, গিটলিন ডাক্তার তোর বাবাকে হঠাৎ হাসপাতালে ভর্তি করল কেন?"

"উনি আমায় যা বললেন তার মানে দাঁড়ায় বেশি খাটতে গিয়ে বাবার হার্টে চাপ পড়েছে, ভাল করে বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"অ্যাদ্দিন ত চাপ পড়েনি," মার্টার গলায় সন্দেহের সুর ফুটল, "আজ হঠাৎ এমন কি হল যে হার্টে চাপ......"

"চাপ পড়ার আর দোষ কি," জো-র মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, "দিনে কুড়ি ক্রেট বোঝাই মুর্গী ওঠানোর ধকল একটা ষাঁড়ও সামলাতে পারবে না। আর বাবা ত তোমার আসার মত মানুষ।"

"সেটা খুবই বোকার মত কাজ হয়েছে," মার্টা বলল, "ডাক্তার ওকে বেশি ভারি মাল তুলতে মানা করেছে। ডাক্তার মানা করলে কি হবে, তোর বাবা সব সময় ভাবে ওর গায়ে পালোয়ানদের মত জোর, নিজেকে ও বরাবর স্যামসন বলে ভাবে—"

"কাকু এখন কেমন আছে?" মটি এই প্রথম কথা বলল।

"ভাল, আগের চেয়ে ঢের ভাল," বলল জো চুমু খেল তার গালে।

"চল্, ওপরে গিয়ে তোর বাবাকে দেখে আসি," বলল মার্টা।

"এখন নয় মা," জো বলল, "গিটলিন বলেছেন বাবার টেস্টগুলো আগে হয়ে যাক তারপর আমরা ঢুকব ওঁর কেবিনে।"

"তোর বাবা একটা ভোঁদাই হাঁদারাম!" মার্টা বলল, "একেক সময় ইচ্ছে হয় গুলি করে মেরে ফেলি ওকে। কিন্তু ইচ্ছে হলে কি হবে, রিভলভারটা যে ওর কাছেই থাকে। ওঃ, ফিল, আমার সোনা ফিল!" বলতে বলতে মার্টার গলা ধরে এল, দু'চোখ ভরে উঠল জলে।

"চোখ মোছ, মা," বলে রুমাল বের করে নিজেই মায়ের চোখের জল মোছাল জো, "শান্ত হও, বলছি ত ডাক্তার বলছে ভয়ের কিছু নেই, বাবা সেরে উঠবে।"

"বাব্বাঃ," মটি বলল, "ভাগিস জো এসে পড়েছিল তাই কাকুর চোটটা এমন অল্পের ওপর দিয়ে গেল! তাই না কাকিমা?"

"হুম," আনমনা গলায় সায় দিল মার্টা, তারপরেই চোখ পাকিয়ে তাকাল সে জো-র দিকে, "অ্যাই ছোঁড়া, তোর কাজকর্ম আছে না তাও খুইয়েছিস? তোর ত ব্রুকলিনে থাকার কথা, সেখান থেকে এখানে এসেছিস কি করতে?"

"বাবার সঙ্গে আমার কিছু কাজ ছিল," ভয়ে ভয়ে জো বলল, মার থেকে থেকে এই অবুঝপনাকে ভারি ভয় পায় সে।

"কি কাজ ছিল শুনি?"

"হলিউডে ত আমায় কম করে একটানা দু'হপ্তা থাকতে হবে," জো বলল, "মিঃ বি আমায় এতদিন ছুটি দেবেন কিনা জানতে এসেছিলাম।"

"দেবে না মানে?" হঠাৎ গলা চড়াল মার্টা। "এজন্য তুই অতদূর থেকে চলে এলি তোর বাবার কাছে? তুই ভাবিস না জো, ছুটি পেয়ে যাবি। ঐ ছোটলোক শুয়োরের বাচ্চা নিজে ত এখন একগাদা মামলায় ফেঁসেছে, ঘাড় ধরে ওকে দিয়ে তোর যে ক'দিনের দরকার সেই ক'দিনের ছুটি আদায় করে নেব। ছুটি না দিলে আমিও একবার দেখে নেব ওকে। যেখানে পয়দা হয়েছিল ফের পাঠিয়ে দেব সেখানে। তুই হলিউডে চলে যা জো, এ সুযোগ জীবনে বারবার আসে না।" মার্টার রূপ দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল জো আর মটি। ঠিক তখনই হাসি হাসি মুখ নিয়ে গিটলিন এসে ঢুকলেন ওয়েটিং রুমে। মার্টার কাছে এসে বললেন, "জো-র বাবার সব টেস্ট হয়ে গেছে, ভয়ের কিছু নেই। ইসিজি ঠিক আছে, নতুন করে কোনও ড্যামেজ হয়নি। ব্লাড প্রেসার একশো পঁয়ত্রিশ ওভার পঁচাশি, জ্বর একদম নেই। আমি বলব আজ গোটা দিনটা ফিল এখানে ঘুমোক, পুরোপুরি বিশ্রাম নিক। তারপর কাল সকালে এসে আমি ওর ছুটি লিখিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেব।"

"আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা জানা নেই, ডঃ গিটলিন," কৃতজ্ঞতা ভরা গলায় বলল মার্টা," তাহলে এখন একবার গিয়ে ফিলকে দেখে আসি?"

"তুমি একা যাও," গিটলিন বললেন, "ওরা ততক্ষণ এখানে বসুক, রুগীর ঘরে বেশি ভিড় করতে নেই। দেখো, চেঁচামেচি, উত্তেজনা এসব যেন হতে দিও না, দশ মিনিটের বেশি থেকোনা। ওর ভাল ঘুম দরকার।" মার্টা ঘাড় নাড়তে নাড়তে গিটলিনের পেছন পেছন গিয়ে লিফটে উঠতেই মটির দিকে হাসিমুখে তাকাল জো, "মা বাবাকে স্যামসন বলল, শুনলি ত? তাহলে মা নিশ্চয়ই বাবার ডিলাইলা?"

"কাকিমা ডিলাইলা নাকি জোসি?" পাল্টা প্রশ্ন করল মটি, "তাহলে এই ব্যাপার, স্যামসন ডিলাইলার খেলা খেলতে গিয়েই ফিলকাকুর হার্টে চোট লেগেছে!"

"ব্যাপার ধরে ফেলেছিস্ তাহলে? নাঃতোকে দেখছি আর বোকা হাঁদা বুদ্ধু মেয়ে বলা চলবে না।" জো বলল, "তোর বুদ্ধিশুদ্ধি আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে, ভাল হয়েছে। এবার তোর খবর বল্ মটি, কেমন আছিস, ভাল ত?"

"ভাল আর কি করে বলি," যেন জোর করে হালকা গলায় বলল মটি, "পিরিয়ড পাঁচ হপ্তা পিছিয়ে গেছে। পোয়াতি মেয়েদের এই সময় দেখতে ভারি সুন্দর লাগে, তাই না রে?"

"এই ব্যাপার?" আদরের ছলে মটির গালে আলতো টোকা দিল জো, "এ খবর শুনলে স্টিভ নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে।"

কিন্তু জো-র কথা শুনে মটিকে মোটেও হাসিখুশি দেখাল না। ভুরু কুঁচকে বলল, "পরশু বুধবার, ঐ দিনই স্টিভির বাড়ি ফেরার কথা। তার ঠিক চারদিন বাদে রোববার বিকেলে বিয়ে। তার মানে এর আগে ও কোন কিছু সন্দেহ না করলে তবেই—"

"ও সন্দেহ করবে না।" জো-র গলায় আত্মবিশ্বাস ফুটল।

"আমি এত নিশ্চিত হতে পারছি না" বলে জো-র মুখের পানে তাকাল মটি, "তুই কবে যাচ্ছিস?"

"শনিবার গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল থেকে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি এক্সপ্রেস ছাড়ে," জো বলল, "আমার এজেন্ট এইটুকুই বলেছে।"

"আমারও তাই মনে এসেছিল।" মটি বলল, "তবে ওটা তেমন ভাল মনে হচ্ছে না।"

"আগে বিয়েটা হয়ে যাক, তখন দেখবি সব কিছু ভাল মনে হচ্ছে," জো বলল।

"জানিনা," মটি বলল "আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, ভয় ভাবনা বাড়ছে। ফিল কাকুর শরীর খারাপ হবার জন্য বিয়ে পিছিয়ে যেতে পারে।"

"তোর ফিল কাকু কাল সকালেই ছাড়া পেয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে।" জো বলল, "তারপর সব কিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে চলবে, দেখে নিস। নে, এবার বিয়ের আগে চিন্তা ভাবনা আর একদম করবি না।"

"পারছিনা যে।"

"বিয়ের আগে কোনও মেয়েই পারে না।" বলে হেসে উঠল জো।

তেরো

মুখোমুখি বসেছিল জো, তার দিকে দুটো খাম এগিয়ে দিয়ে মিস শেলটন বললেন "একটায় আপনার ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস টিকেট আরেকটায় আছে চেক, গল্পের চলচ্চিত্র স্বত্ব কেনাবাবদ আড়াই হাজার ডলার তা থেকে আমাদের দশ পার্সেন্ট কমিশন বাদ দিয়ে দু' হাজার দুশো ডলার, এছাড়া রাহা খরচ বাবদ আছে নগদ একশো ডলার। ওখানে যে ক'দিন চিত্রনাট্য লেখার কাজ করছেন সেই ক'দিন ফি হপ্তায় মাইনে পাবেন। প্রথম হপ্তায় মাইনের চেক ওরা আমাদের কাছে পাঠাবে আমাদের পাওনা কমিশন কেটে নিয়ে বাকিটা আমরা আপনাকে পাঠিয়ে দেব। এছাড়া একটা চিঠিও আছে দু'নম্বর খামে—ওখানে স্টুডিওর স্টোরি ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জ মিঃ রে ক্রোসেট নাম যেন, আপনার ঠিক ওপরের চিঠিটা ওঁকে লেখা আপনার পারিচিতি পত্র।"

"মন চাইলেও অনেক—অ্যাত্তোগুলো ধন্যবাদ দিতে পারছি না," আড়চোখে চেক-এর খামের ভেতর উঁকি দিয়ে জো বলল," আমার এই জীবনে এত টাকা আগে কখনও দেখিনি।

"আমাদের ধন্যবাদ দেবার দরকারই নেই," মিস শেলটন বললেন, "খেটেখুটে কষ্ট করে লিখেছেন, এ আপনারই রোজগার।"

"তবু আপনার জন্য বিশেষ কিছু করতে মন বড্ড চাইছে," মিস শেলটনের চোখে চোখ রাখল জো, "আজ দু'জনে একপাক ঘুরে আসি চলুন না, যাবেন?"

"শুনে পুলকিত হবার মত আইডিয়া নয় এটা।" মিস শেলটন বললেন 'আপনার হয়ত জানা নেই আমাদের এই এজেন্সির কতকগুলো নিজস্ব বিশেষ নিয়ম আছে তাদের মধ্যে একটা হল মক্কেলদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক যাতে গড়ে না ওঠে সে সম্পর্কে কর্মচারীদের সচেতন রাখা।"

"রাখুন মশাই আপনার ইয়ের নিয়ম!" সংযমের তোয়াক্কা না করে খেঁকিয়ে উঠল জো, "আমার সঙ্গে ডিনারের নামে একটু ভালমন্দ খাবেন তারপর পাশে বসে একটা ফিল্ম দেখবেন, এর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আসছে কোথায়?"

"আপনি আমার বোন ক্যাথিকেও বাইরে ডেকে ছিলেন, তাই না?" আড়চোখে একপলক জো-র দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন মিস শেলটন।

"হ্যাঁ, ডেকেছিলাম," জো জবাব দিল, "কিন্তু ও আর পরে আমায় ফোন করেনি। হয়ত আমায় পাত্তা দিতে চায়নি।"

"ও ঠিকই পাত্তা দিতে চেয়েছিল," লরা বলল, "কিন্তু তার আগেই একটা চাকরি পেয়ে ও চলে গেল লস এঞ্জেলসে, যে স্টুডিওতে আপনি ছবির গল্প লিখবেন, ক্যাথি সেখানেই কাজ পেয়েছে। ওখানে পৌঁছেই কিন্তু টেলিফোন করবেন ক্যাথিকে, হয়ত ও দরকার মতন সাহায্য করতে পারবে আপনাকে।"

"এটা একটা ভাল কথা বলেছেন," জো বলল, "তারিফ করার মত। কিন্তু কি ঠিক করলেন বলুন। ওসব নিয়ম ফিয়ম আর মক্কেল টক্কেল, ওসব গুলি মারুন, আর যার কাছে হোক, আমার কাছে ওসব ফলাতে আসবেন না। আমরা নিজেদের কাজ সেরে অফিসের বাইরে আমরা যাই করি না কেন তাতে এজেন্সির বাপের কি আসে যায়?"

"অত জোরে নয়, আস্তে কথা বলুন", মিস শেলটন ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় তাকে চুপ করতে বলল, "আপনার সঙ্গে যাবার ইচ্ছে আমারও নেই তা নয়, কিন্তু ভয় হয় পাছে বাইরে এদের কেউ দেখে ফেলে। আসল মুশকিল হয়েছে সেটাই। মিঃ ব্রাউন এখানে এজেন্সির কেরানীগিরি করে জীবন পার করে দিতে আমি চাইনে, আমি চাই কোনও বড় নামী প্রকাশকের সম্পাদক হতে।"

"চমৎকার উচ্চাশা," জো বলল, "কিন্তু শুনেছি প্রকাশকের সম্পাদকদের লেখক নিয়ে আসতে হয়।"

"ঠিকই শুনেছেন," মিস শেলটন আড়চোখে তাকাল তার দিকে, "গল্প ত অনেক লেখেন, এবার উপন্যাসে হাত দিন। আপনার লেখা উপন্যাস খুব ভাল কাটবে আর তাতে আমার আশাও মিটবে।"

"উপন্যাস লেখার কথা আগে আমার মনেও বহুবার এসেছে," জো বলল, "কিন্তু আগে কখনও লিখিনি অভিজ্ঞতা নেই।"

"আমি সাহায্য করব, যতদূর পারি দেখিয়ে দেব কিভাবে উপন্যাস লিখতে হয়। আমার কাজের বেশিটাই বড় ঔপন্যাসিকদের নিয়ে। আপনি হাত লাগান, তাহলে দু'জনেরই আশা মিটবে।"

"আমার টাকা চাই, প্রচুর টাকা," জো বলল।

"বলছি ত একখানা ভাল উপন্যাস আগে ছাড়ুন তারপর দেখবেন টাকা কোথা থেকে উড়ে আসে।"

"তখন আপনার এই এজেন্সির কি হবে?"

"গোল্লায় যাক এজেন্সি, জাহান্নমে যাক!" এবার মিস শেলটনও অল্প গলা চড়াল। "এখানে পুরো হপ্তা খেটে কত পাই খোঁজ রাখেন? হপ্তায় মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার, আর একজন মোটামুটি রুচিশীল নতুন সম্পাদক হপ্তায় একশো থেকে একশো পঁচিশ ডলার আয় করে।"

"আর একটা উপন্যাস লিখে কত আয় হয়?"

"বেস্ট-সেলার হলে খুব কম করে পঁচিশ হাজার ডলার, তারপর আরও বাড়ে।"

"সত্যি!" লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জো। "আপনাকে আমার আগের চেয়ে বেশি ভাল লাগছে।" বলে উল্টোদিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

"আমারও ভারি মনে ধরেছে আপনাকে," নিজের হাত জো-র দিকে বাড়িয়ে দিলেন মিস শেলটন।

খপ্ করে জো তাঁর হাত মুঠোর ভেতর চেপে ধরে বলল, "তাহলে আমরা আজ ডিনার খেয়ে ফিল্ম দেখতে যাচ্ছি ত?"

"যেখানে নিয়ে যাবেন যাব।"

"এই ত মুখে বোল ফুটেছে," জো বলল, "কিন্তু আমি যে এতেই তেতে উঠেছি।" জো-র হাত ছেড়ে দিয়ে মিস শেলটন নিজের চেয়ারে বসে বললেন, "ওখানে গিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ভুলবেন না।"

"ঠিক ত," খামদুটো পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল জো। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, "কথা দিলেন কিন্তু মনে থাকে যেন। আজ তবে আসি।"

লাঞ্চ আওয়ারের মাঝামাঝি ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেতে বসা গাদাগাদা খদ্দের ঠেলে তো ঢুকে পড়ল স্টেজ ডেলিকাটেসেনে। খালি চেয়ার খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ দেখল স্টিভি এককোণে বসে। ততক্ষণে স্টিভিও দেখে ফেলেছে তাকে, জোকে দেখে হাত নাড়ল সে। কাছে যেতেই স্টিভের মুখোমুখি চেয়ার খালি হল, জো বসল সেই চেয়ারে। হেসে বলল, "এখনই যা ব্যস্ত মানুষ হয়েছিস, ভয় হচ্ছিল বোধহয় আর কখনও দেখাই হবে না।"

"আমার হাল ত তোমার হয়নি চাঁদু," স্টিভ বলল, "এরই মধ্যে সাতখানা হাসপাতালে ইণ্টারভিউ দেয়া, হয়ে গেছে, বাড়ির লোকের মুখ দেখার সময় কই? ত যা বলছিলাম, রেসিডেণ্ট ফিসিশিয়ানের কাজ সব ক'টা হাসপাতালই দিতে চেয়েছে।"

"সে ত খুব ভাল কথা," জো হাসল, ইচ্ছে করেই ভাইয়ের সামনে দামি খাবারের অর্ডার দিল জো।

"আমাকেও তাই দাও," ওয়েটারকে একই খাবারের অর্ডার দিল স্টিভি।

"তারপর?" জো হাসল, "বিয়ের আগে কেমন লাগছে?"

"আর বলিস না," স্টিভ বলল, "বাবা যেমন তেমন কিন্তু মাকে দেখে ত মনে হচ্ছে ডানা মেলে উড়ে যাবেন। মটিরও হয়েছে একই দশা, ওদের দোকানের মেয়েগুলো আজ ওকে চান করিয়ে নিজেদের পছন্দমত যাবে সাজঘরে তারপর সকলে রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাবে। বুঝলি, এখন দেখছি ছেলেরা নামেই বিয়ে করে, কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটা পুরো এনজয় করে মেয়েরা, ছেলেদের চেয়ে ওদের কাছে তাই বিয়ের গুরুত্ব এত বেশি।"

"মার মত তোর নিজের ডানা মেলে উড়তে মন চাইছে না?" জানতে চাইল জো। ততক্ষণে ওয়েটার দুটো আলাদা প্লেটে বিফ স্যাণ্ডউইচ এনে সামনে রেখেছে। জো-র প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটা তুলে নিয়ে কামড় বসাল স্টিভ, এক কামড় দিয়েই বলল, "বাঃ, বেড়ে বানিয়েছে ত?"

"বাড়ির হালচাল কেমন দেখছিস?" স্যাণ্ডউইচে কামড় বসিয়ে জানতে চাইল জো।

"বাবাকে একই রকম দেখছি, জলখাবার খেয়ে বাজারে গিয়ে দোকান খুলে বসেছে। মা বিয়ের বাজার করতে বেরিয়েছে। আর সব ঠিক আছে, বেঠিক কেউ নেই।"

"মটিও?" জো হঠাৎ জানতে চাইল। "আমার ত মনে হচ্ছে ওকে দারুণ দেখাচ্ছে।"

"সত্যিই ভাল দেখাচ্ছে ওকে," স্টিভ সায় দিল, "আগের চেয়ে শরীর একটু ভারি হয়েছে মনে হল মুটিয়েছে। ইহুদি মেয়েগুলো খুব চটপট মুটিয়ে যায়।" স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে জোর বারবার মনে হতে লাগল মটির ব্যাপারে স্টিভ অন্য কিছু আশংকা করছে কেন, স্টিভির চোখে কি কিছু ধরা পড়েছে? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল জো।

"তুই বলে বেড়াতিস লেখক হয়ে দেখাবি। এই বয়সেই হলিউড যাচ্ছিস তোর ত কপাল খুব ভাল রে। বাবা বলছিল তুই একটা গল্পের জন্য সাড়ে সাত হাজার ডলার পাচ্ছিস, সত্যি?"

"সত্যি।" জো বলল।

"সে ত প্রচুর টাকা রে!" ভাইয়ের গলার আওয়াজে চাপা ঈর্ষা ঠিক ধরা পড়ল জো-র কানে, "হাসপাতালগুলো সব আমায় বছরে চৌত্রিশশো ডলার দেবে বলছে। নিউ ইউর্কের কথা বলছি, বাইরে আরও কম।"

"তা ত আগেই তোমার জানা ছিল।" জো বলল।

"হ্যাঁ," স্টিভ বলল, "একবছর বাদে ওরা আমায় স্টাফ করবে, তখন মাইনে হবে বছরে পঁয়ত্রিশ শো।"

"এ ত বেশ ভাল মাইনে" জো বলল, "আবার কবে কাজ পাব তার ঠিক নেই। আমার কাজের ত কোনও গ্যারাণ্টি নেই।"

"আর একদম সময় নেই," হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল স্টিভ, "দেড়টা বেজে গেছে। ঠিক দেড়টায় নিউইয়র্ক ইউনিয়ন হাসপাতালে একটা ইণ্টারভিউ দেবার ছিল একগাদা খেতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। এবার আমায় পাঁই পাঁই করে ছুটতে হবে," বলে শেষ স্যাণ্ডউইচখানা মুখে পুরে দিল স্টিভ।

"গল্প করতে গিয়ে তোর দেরি করিয়ে দিলাম! আমি দুঃখিত" জো বলল, "কিছু মনে করিস না।"

"দুঃখ আমারও কম নয় রে," স্টিভ জোর করে গলা তুলল," বিয়েতে তুই পাশে থাকবি না আমার একমাত্র ভাই হয়ে—"

"এখান থেকেই তোদের বিয়েতে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি," জো বলল, "তোর কনেকে আমার নাম করে একটা চুমু খাস্।"

"সে ত একশবার," বলে স্টিভ হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁয় থেকে জো তারিয়ে তারিয়ে নিজের প্লেটের সব ক'টা স্যাণ্ডউইচ শেষ করল ওয়েটার এলে দু প্লেটেরই দাম মেটাল। স্টিভের কথা মনে হতে আপন মনে হাসল জো। জো-র মনে পড়ল স্টিভকে এ পর্যন্ত কোন দিন নিজের পয়সা খরচ করে রেস্তোরাঁয় খেতে দেখেনি সে। কি বন্ধুবান্ধব, কি নিজের ভাই, স্টিভ বাইরে খাবার ব্যাপারে সব সময় অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভাঙে। এত কিপ্টেমি করে জীবন কাটানোর কথা জো স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

খেয়েদেয়ে অনেকক্ষণ পরে কিটির অ্যাপার্টমেণ্টে এল জো। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে কলিং বেল টিপতেই পাল্লা খুলে মুখ বের করল লুটেসিয়া। "এসো, ও তোমারই জন্য বসে আছে," বলে জো-কে নিয়ে এল ভেতরে। হাঁটতে হাঁটতে ছোট লাইব্রেরি কামরায় ঢুকে জো দেখল কিটি দরজার দিকে মুখ করে বসে এক মনে টাইপ করে যাচ্ছে।

"এসেছিস! আয়!" জোকে ঢুকতে দেখে খুশিতে চনমন করে উঠল কিটি, চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তুলল তাকে।

"নে এবার ছাড়, ছেড়ে দে সোনা আমার?" কঁকিয়ে উঠল জো, "চুমো খেতে খেতে যে আমার দম বন্ধ হবার জোগাড়!"

"চোপ্!" চাপা গলায় ধমক দিল কিটি, "তুই যা হতে চেয়ে ছিলি হয়েছিস, করে দেখিয়েছিস! এখনও অনেকগুলো চুমু তোর খাবার আছে, কোটা শেষ হলে আমি নিজেই থেমে যাব।" বলতে বলতে জোকে ছেড়ে সরে এল কিটি, একটা টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল "এটা রাখ্, ওখানে হলিউডে আমার চেনাজানা বন্ধু যত আছে তাদের নাম ঠিকানা দিলাম টাইপ করে। তোকে পেয়ে ওরা খুব খুশি হবে।"

"তোকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব নিজেই ভেবে পাচ্ছি না," জো বলল।

"তোর কথা ভেবে গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছে," কিটি বলল, "একটু মাল খাবি? হাতে সময় আছে?"

"খুব জলদি, বোঁ করে যদি বানিয়ে দিস্ ত সময় আছে," জো হাসল, "আমি চোঁ চোঁ করে গিলে কেটে পড়ব। কিছু মনে করিস না কিটি, অনেক কিছু গোছগাছ করার বাকি আছে।"

"লুটেসিয়া," কিটি দরাজ গলায় হেঁকে উঠল, "শ্যাম্পেন আর তিনটে গ্লাস। জলদি, এ ঘরে নিয়ে আয়!" এক মিনিটের মধ্যে লুটেসিয়া ট্রেতে তিনটে গ্লাস আর শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে এসে ঢুকল। নিজের হাতে গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে গ্লাস তুলে ধরল কিটি।

"কংগ্রাচুলেশনস জো ক্রাউন, তোমার যাত্রা শুভ হোক!"

"গুড লাক!" লুটেসিয়া শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে জুড়ে দিল।

"ধন্যবাদ।" কিটি আর লুটেসিয়াকে বুকে জাপটে ধরল জো, "তোমাদের দুজনকেই অজস্র ধন্যবাদ!"

রাত এগারোটা নাগাদ জ্যামাইকা জো-র অ্যাপার্টমেন্টে এল। চারপাশে বাঁধাছাঁদা মালপত্রের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "গোছগাছ যা করার সব সেরে নিয়েছো?"

"বেশির ভাগ জিনিস গোছানো হয়ে গেছে," জো বলল।

"তোমার জন্য একটা জিনিস নিয়ে এলাম," বলে একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স জ্যামাইকা এগিয়ে দিল তার দিকে। বাক্সের ঢাকা খুলতেই জো অবাক, ভেতরে বাদামি রঙের ছোট ছোট কয়েকটা কোকেনের শিশি পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা। "এ দিয়ে আমি কি করব?" জানতে চাইল জো, "আমার কোন কাজে লাগবে?"

"এ হল গে তোমার ইনশিওরেনস" বলে মুখে টিপে হাসল জ্যামাইকা।

"কিন্তু তুমি ত জানো আমার এ নেশা নেই," জো বলল।

"এখানে মোট পঞ্চাশ গ্রাম মাল আছে। যেখানে যাচ্ছো সেখানে এর বাজারদর একেক গ্রাম পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ ডলার। বিদেশ বিভুঁই জায়গা কখন টাকার টান পড়ে তার ঠিক আছে? তাই আমি এর নাম দিয়েছি ইনশিওরেনস। নগদ টাকার চেয়ে এর দাম অনেক।"

"তুমি সত্যিই আজব লোক," জ্যামাইকার কথায় না হেসে পারল না জো, বাক্সটা নিয়ে বলল, "দাও, অশেষ ধন্যবাদ, তোমার উপদেশ মনে রাখব।"

"এখান থেকে সকালে কখন বেরোচ্ছ?"

"ঠিক দশটায়।

"তাহলে যাবার আগে আর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না?"

"তাইত মনে হচ্ছে," জো বলল।

"নার্ভাস লাগছে না ত?"

"একটু" ঘাড় নাড়ল জো।

"ও ত লাগবেই।"

"তবে আশা করছি ওটা ঠিকই কাটিয়ে উঠব।"

"কাটিয়ে তুমি ঠিকই উঠবে" আশ্বাস ভরা গলায় বলল জ্যামাইকা, "রূপোসী তারাগুলো সব হলিউডে গিয়ে জুটেছে, তাই না?"

"ঠিক তাই।"

"তাহলে তোমার ভাবনা নেই," জ্যামাইকা হাসল, "শুধু মনে রেখো, তুমি ঠিক পথে চলেছো—আমাদের রূপোলি তারাদের নাগাল পেতে চলেছো।"

পরদিন সকালে রওনা হবার আগে বাড়িতে ফোন করল জো, স্টিভি ধরল। "মা বাবা কই?" জানতে চাইল সে।

"দুজনেই ভোরবেলা মঠে গেছে," বলল স্টিভি।

"মটি ধারে কাছে থাকলে একবার ডেকে দে," জো বলল, "যাবার আগে গুড বাই করে যাই।"

"ও ত একটু আগে কাজে বেরোল," স্টিভি বলল।

"দু'দিন বাদে বিয়ে, এখনও কাজ, কারবার," একটু ইতস্তত করল জো, "ওকে আমার শুভেচ্ছা দিস, আর, বাবা মা এলে বলিস কাজের ফাঁকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে টেলিফোন করব।"

"বলব," স্টিভি বলল, "গুডলাক জো।"

"গুডলাক তোকেও," রিসিভার নামিয়ে একবার আশেপাশে তাকিয়ে দেখল কিছু পড়ে রইল কিনা। তারপর ঝোলাগুলো তুলে বাইরে এল, ট্যাক্সিতে উঠে বলল "গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল, ফর্টি সেকেণ্ড স্ট্রিটের মুখে নামব।"

ফর্টি সেকেণ্ড স্ট্রিটের গেটের মুখে ভাড়া মিটিয়ে নামতেই লাল টুপি মাথায় এক ছোকরা কুলি এসে তার কাঁধ থেকে ঝোলাগুলো নিয়ে বলল, "কোন গাড়ি, সাব? টিকেট হাতে নিন।"

"টিকেট সঙ্গেই আছে," বলে তার পেছন পেছন এগোল জো, সামনে বড় দেয়ালঘড়িতে চোখ পড়তে দেখে সোয়া এগারোটা, বাঁ দিকের গেট ধরে ঢুকলে যে প্ল্যাটফর্ম, টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি এক্সপ্রেস ওখানেই দাঁড়ায়। গেটে টিকেট দেখাতে যাবে ঠিক তখনই কে যেন তার বাঁ হাত ধরল।

"আমায় মনে রেখেছিস?" পাশ থেকে মটির চেনা গলা কানে এল।

"কিরে, তুই এখানে?" অবাক হল জো, "স্টিভি যে বলল তুই কাজে গেছিস........."

"ও তাই ভেবেছে," জো-র চোখে চোখ রাখল মটি, "আমায় তোর সঙ্গে নিয়ে চল্ জো, তুই ছাড়া আর কারও সঙ্গে কোথ্থাও যাব না আমি।"

"কি যা তা বলছিস, তোর মাথাটাই দেখছি বিগড়ে গেছে!" চাপা গলায় ধমকে উঠল জো।

"মাথা আমার ঠিকই আছে মোটেও বিগড়ায় নি," মটি বলল, "স্টিভকে আমি কোনদিনই ভালবাসি নি। সেও আমায় একটি দিনের জন্য ভালবাসি নি। ও শুধু আমায় ভোগের উপকরণ হিসেবে দেখেছে, ঐ ভাবেই দেখতে চায়। এতটুকু বাড়িয়ে বলছিনা, কিন্তু বিশ্বাস কর, আজ পর্যন্ত স্টিভ একবারও চুমু খায়নি আমায় এই সেদিন এই স্টেশনেই ট্রেন থেকে নেমেও একটা লোক দেখানো চুমু খাওয়ার তাগিদও বোধ করল না। শুধু আলতো করে হাতটা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল। এরপরেও আমার সম্পর্কে ওর মনোভাব বুঝতে বাকি আছে ভেবেছিস?"

"আমার ভাইকে আমি চিনি, মটি," জো বোঝাতে চাইল, "স্টিভির মধ্যে কোনদিন আবেগের ব্যাপার-স্যাপার দেখিনি।"

"দিনরাত নিজের নিজের স্বার্থ যারা বড় করে দ্যাখে তাদের মধ্যে আবেগ জাগবে কি করে? নিজের ভাবনা ছাড়া আর কারও ভাবনা ওর মাথায় ঠাঁই পায় না। দিনরাত কেবল আমার এই, আমার ওই, এর বাইরে অন্য কোনও কথা নেই। সবার চেয়ে ত বটেই, এমনকি যাদের দৌলতে দুনিয়ার আলো দেখল সেই বাপ মার চেয়েও নিজেকে অনেক বড় ভাবে।"

"কাল তোর বিয়ে আর আজ তার এত সমালোচনা করছিস মটি।" জো অসহায়ের মত বলে উঠল, "আগামিকালই ত তোর বিয়ে!"

"ভ্যাট্!" তেড়ে উঠল মটি, "বিয়ে করবে না ছাই করবে! মরে গেলেও স্টিভকে আমি বিয়ে করছি না সাফ বলে দিলুম! যা পারে করুক!"

"সবই ত বুঝতে পারছি," জো বলল, "কিন্তু বাবা মার কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ! ওঁদের দু'জনের মাথা যে একসঙ্গে খারাপ হবে তা একবারও ভেবেছিস?"

"মাথা খারাপ হলে হবে ত হবে। গিটলিন ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে খারাপ মাথা ফের ভাল হয়ে যাবে।" বলে জো-র গায়ে গা ঠেকিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল মটি, "আমি শুধু তোকে ভালবাসি জো, বরাবর শুধু তোকে ভালবেসেছি, আমার মনপ্রাণ সব সঁপে দিয়েছি। আর তুই নিজেও তা খুব ভাল জানিস, তাই না?"

মুখে কিছু বলল না জো, বুক ভরে শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সায় দিল। "এবার বল্, আমায় তোর সঙ্গে নিয়ে যাবি ত জো, বল্, নাকি?"

মুখ তুলে সোজাসুজি তাকাতে জো দেখল মটির দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে ঠোঁটজোড়া কেঁপে কেঁপে উঠছে চাপা কান্নার আবেগে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না জো, দু'হাতে মটিকে বুকে জোরে চেপে ধরে ঠোঁট ছোঁয়াল তার ঠোঁটে, দু' গালে সবশেষে কপালে। শক্ত করে জোকে আঁকড়ে ধরে রইল মটি।

"হাতে সময় বেশি নেই, সাব," লাল টুপি মাথায় ছোকরা কুলিটা কোন মতে হাসি চেপে বলল, "এ গাড়ি ধরতে হলে আর পনেরো মিনিটের মধ্যে চাপতেই হবে।"

"তাই বুঝি, সোনার চাঁদ?" হাসিমেশানো রাগ রাগ চোখে জো ছেলেটার চোখে চোখ রাখল, "তাহলে দাঁড়িয়ে বকবক না করে আমাদের আগে টিকেট কাউন্টারে নিয়ে চলো। আমার যে একা যাওয়া হবে না তা কি এখনও টের পাওনি? উফ্! হেভি রোমান্স বুঝি একেই বলে!"

দ্বিতীয় পর্ব
১৯৪৬—১৯৪৭

চৌদ্দ

একটার ওপর আরেকটা বালিশে ঠেশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে জো একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে মটিকে। আয়নার সামনে বসে সাজগোজে ব্যস্ত থাকলেও জো-র নজর যে শুধু তার পেছন দিকে ঠিকরে পড়ছে তা মটি ঠিকই টের পাচ্ছে। আয়নার কাছে মাথা নিয়ে এল মটি, খুব সতর্ক হাতে পেনসিল দিয়ে ভুরু আঁকল।

"তোর পেছনটা সত্যিই তারিফ করার মত, একবার চোখ পড়লে বারবার ঘুরেঘুরে তাকিয়ে দেখার সাধ হয়," মটির ভুরু আঁকা শেষ হতে বাহবা দেবার গলায় বলে উঠল জো, "ঠিক যেন বড়সড় একখানা ধুরি নয়ত ধামা।"

"ভারি কথা বললি!" মুখ না ঘুরিয়ে আয়নার দিকে চোখ রেখে জোকে বলল মটি, "সব মেয়েকে ত জীবনভর এই একই সার্টিফিকেট দিয়ে যাচ্ছিস!"

"সবাইকে দিতে যাব কেন," মুখ টিপে হাসল জো, "যাদের ও জিনিস সত্যিই আছে শুধু তাদের দিই।"

"তোকে নিয়ে পারা যায় না, সত্যিই!" এবার ঘাড় ফেরাল মটি, "সাতসকালে ঘরে বসে আমার সাজগোজ দেখে সময় কাটাচ্ছিস যে বড়! হাতে কাজ নেই?"

"আজ আমার বেকারদের লাইনে দাঁড়ানোর কথা!"

"ফের কাজ খুইয়েছিস!"

"কিছুদিনের জন্য," জো বলল, " এ জে বলেছে হপ্তা দু'য়েকের ভেতর আমার জন্য একটা প্রজেক্ট বানিয়ে ফেলবে।"

"আগের বারও ত ও একই কথা শুনিয়েছিল," ব্যঙ্গের সুরে বলল মটি, "পুরো আড়াইমাস তোকে বসে থাকতে হল।"

"এবার পাক্কা দু' হপ্তা, তার বেশি নয়," বলেই প্রসঙ্গ পাল্টাল জো, "বাচ্চাটা গেল কোথায়?"

"রান্নাঘরে মেক্সিকান ছুঁড়ির কাছে," বলল মটি, "ক্যারোলিন রাঁধুনির ভীষণ ন্যাওটা হয়ে পড়েছে, দিনরাত ওর কোলেকোলেই থাকতে ভালবাসে, আমার ধারে কাছে ঘেঁষতেই চায় না। এখন নিচে গেলে দেখবি রাঁধুনি ওকে মেক্সিকান ব্রেকফাস্ট খাওয়াচ্ছে। ভালভাবে আদায় করার বিদ্যে ক্যারোলিন শিখে নিয়েছে। হবে না! বাপ কে দেখতে হবে ত!"

"আমাদের মেয়ে মেক্সিকান ব্রেকফাস্ট খাবে এ কেমন কথা?" জো অবাক হবার ভান করল, "ও হল গে ইহুদি কা লেড়কি, বাগেলস, লক্স ক্রিমচিজ শুধু এইসব খাবে। কপালে আবার মেক্সিকান ব্রেকফাস্ট জুটেছে কবে?"

"হপ্তায় মাত্র ত্রিশ ডলার খরচ করে একটা মেক্সিকান রাঁধুনি পেয়েছিস," বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মটি, "আমার মেক আপ শেষ। নে, এবার চোখ মেলে প্রাণ ভরে যত খুশি দ্যাখ্ আমায়," বলে জোর কাছে এসে দাঁড়াল সে।

"সত্যিই খাসা লাগছে তোকে," জো হাসল, "বুক পেট, সামনে পেছনে সব চৌত্রিশ। ভেতরেরগুলোও খাসা বলতে মনে ছিল না।"

"দু' বেলা ব্যায়াম করে করে এটুকু বানাতে হয়েছে সোনা," মটি হাসল, "নার্স ত বলেই দিয়েছে বাচ্চা হবার পরে নিয়মমত খাওয়াদাওয়া আর ব্যায়াম না করলে শরীর ভীষণ ভেঙ্গে পড়বে।"

"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ লিখে আমি ওঁকে একটা চিঠি পাঠাব," বলতে বলতে গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলল জো, তলপেটের নিচে দানব শিশুর দিকে আঙুল দেখিয়ে যেন খুব অবাক হয়েছে এমন গলায় বলল, "দ্যাখ্ ব্যাটার ঘুম ভেঙেছে, খিদে পেয়েছে।"

"তোর মুখে দিনরাত ঐ এক কথা" হাসি চাপতে চাপতে আলমারির দিকে তাকাল মটি, "নতুন কিছু ত বলতে শুনি না। আমায় কাছে পেলেই যত আহ্লাদ উথলে ওঠে।"

"শোন্ মটি, চটপট একটু হয়ে যাক না, বেচারা খেতে চাইছে"

"আহ্লাদ দেখে বাঁচিনা," আবার হাসল মটি, "তোর ঐ বাচ্চাকে খাওয়াতে গিয়ে এখন আমার মেক আপ মাটি হোক এটাইত তুই চাস। তাই না? আজ সকালে এমনিতেই আমার জরুরি মিটিং আছে।"

"থাক, আর বকিস না। তোর মিটিং-এর চেয়ে সাত সকালে গা গরম করা ঢের বেশি জরুরি।"

"কাজটা নতুন, জো," মটির গলায় আত্মবিশ্বাস ফুটে বেরোল, "মিঃ মার্কসের নাম আমার মুখে আগেও শুনেছিস আমাদের দোকানের রেভার্লি হিলস ব্রাঞ্চের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট। হাই ফ্যাশন ডিপার্টমেন্টের বায়ারের কাজে বাইরে থেকে লোক না এনে আমাকেই উনি বহাল করতে চান।"

"সে কি রে?" জো অবাক হল, "আমি ত ধরে নিয়েছিলাম ওদের অ্যাডভার্টাইজিং-এই তুই সুখে আছিস!"

"ছিলাম ঠিকই। কিন্তু নতুন কাজটা নিলে মাইনে দু'গুণ বেড়ে যাবে। বিজ্ঞাপনে আগে যারা কাজ করত—যুদ্ধের আগে বিজ্ঞাপনের সব কাজ ছেলেরা একাই সামলাত—যুদ্ধ লাগতে ওরা সব ঝেঁটিয়ে চলে গিয়েছিল। এখন যুদ্ধ শেষ হতে আবার সবাই ফিরে আসছে যে যার পুরোনো কাজে। বিজ্ঞাপনে আর ক'দিন টিকতে পারব নিজেই জানিনা।"

"নতুন কাজটা পেলে কত পাবি?"

"মাসে হাজার না হলেও আটশো ত বটেই। তাছাড়া প্রচুর উপরি আছে।"

"উপরি মানে?" একটু চুপ করে মুখ তুলল জো। "যখন তখন ঐ মিঃ মার্কসের পাশে শুতে হবে তোকে?"

"ধ্যাত্, তোর মন বড্ড নোংরা," একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল মটির গলায় "দিনরাত এই সবই ভাবছিস। রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী বলতে যা বোঝায় মিঃ মার্কস ঠিক তাই। স্ট্রাইপড টাই ছাড়া পরেন না। তার ওপর ওঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ।" বলতে বলতে ব্রাসিয়ার এঁটে প্যান্টিতে পা গলাল মটি।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জো বলল, "স্টুডিওয় পা রাখলে অমন অনেক লোচ্চা দেখবি যাদের বয়স পঞ্চাশে এসে ঠেকেছে।"

প্যান্টি পরে এবার একটা লম্বা পুরো হাতার সাদা রেশমি শার্ট গায়ে চাপাল মটি, বোতাম আঁটতে আঁটতে বলল, "ওখানকার হাওয়াই অন্যরকম। একগাদা খানকি গিয়ে হামলে পড়েছে স্টুডিওতে ; সবকটার মুখে এক আবদার অভিনেত্রী হব।"

"অ্যাদ্দিনে তুই আমার মা'র মত কথা বলছিস," জো বলল।

"বলতে পারি, কিন্তু যা বলছি তাতে বেঠিক কিছু নেই," মটি বলল, "কথাটা যে সত্যি তার অনেক প্রমাণ আছে আমার হাতে। কাজ থেকে ফিরে যে কটা শর্টস কাচবার জন্য ছেড়েছিস

সেগুলোয় তলপেটের নিচে লিপস্টিকের দাগ লেগেছে, সব কটায়। ভেবেছিস তোর ব্যাপার আমার নজর এড়িয়ে গেছে? আমার মেয়েমানুষ চোখ রে। এড়িয়ে যাওয়া সোজা নয়।" বলে স্কার্ট পড়ল মটি, উবু হয়ে পায়ের সোজা সেলাইগুলো টেনে সোজা করতে লাগল।

চুপ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জো বলে উঠল, "ভেবেছিলাম রোজা শর্টসে লেগে থাকা দাগগুলো ধুয়ে সাফ করে দিতে পারবে।" উত্তর না দিয়ে মটি চুপ করে রইল।

"মুখ বুজে আছিস যে বড়? আমার কৈফিয়ৎ চাস না?" সামান্য গলা চড়াল জো।

"না," নীরস শোনাল মটির গলায়, "আমি চাইলেও তোর দেবার মত কৈফিয়ত কিছু নেই। তোকে ত আজ নতুন দেখছি না। তোর স্বভাব চরিত্রও আমার জানা আছে। জীবনভর তোর ধাত একই রয়ে গেল দেখছি।"

"তারপরেও আমার ওপর তোর রাগ হচ্ছে না?"

"রেগে ওঠার ব্যাপারটা এবার থেকে নতুন করে শুরু করতে হবে," কয়েক মুহূর্ত তার চোখে চোখ রাখল মটি, একপলক দরজার দিকে তাকিয়ে আবার তাকাল তার দিকে, "বেকার দপ্তরে গিয়ে যদি নাম লেখাতেই হয় ত আবার বই লেখার কাজে হাত দিচ্ছিস না কেন? দু'হপ্তার মধ্যে প্রচুর কাজ হয়ে যাবে।"

জবাব না দিয়ে জো মুখ বুজে রইল।

"পাণ্ডুলিপি ত তৈরি হয়ে গেছে।" মটি বলল, "তোর এজেন্ট নরা বলেছে ওটা এডিট করে পাঠিয়ে দিলে ভাল টাকা পাবি।"

"হুঁ, সে ত বটেই," দায়সারা গলায় বলল জো, "তাহলেই আমার কাজ দেখিয়ে উনি এডিটর হতে পারবেন যা ওঁর অনেকদিনের সাধ।"

"আমি এগোচ্ছি", মটি বলল, "আমায় গুডলাক বলবি না?"

অপ্রস্তুত হলেও নিমেষের মধ্যে নিজেকে সামলে খাট থেকে নেমে পড়ল জো, এগিয়ে এসে মটির দু'গালে, ঠোঁটে আর কপালে চুমু খেয়ে বলল "গুডলাক।" জো একপাশে সরে দাঁড়াল, মটি ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে এল, সিঁড়ি বেয়ে নেমে লিভিং রুমে এল, তারপর জোকে ওপরে রেখে বেডরুমের দরজা এঁটে দিল বাইরে থেকে। খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে সিগারেট ধরাল জো, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'যাচ্ছেতাই।'

পরমুহূর্তে নিচের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করার শব্দ কানে যেতে চমকে উঠল জো, সিগারেট টানতে টানতে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল।

"রোজা, অ্যাই রোজা?" সিঁড়ির নিচে রান্নাঘরে মেক্সিকান রাঁধুনি মেয়ের নাম ধরে ডাকল জো।

মনিবের গলা কানে যেতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে লিভিং রুমে এল রোজা, মুখ তুলে ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে বলল, "বলুন সেনর?"

"একটু গরম কফি খাওয়াবি?"

"খাওয়াব, সেনর", মুখ তুলে জো-র দিকে একবার তাকিয়ে যেন দারুণ মজার কিছু দেখেছে এমনই খিল খিল হাসি জুড়ে দিল রোজা।

"অ্যাই ছুঁড়ি, তুই হাসছিস কেন রে?" বিরক্ত হয়েই চাপা ধমক দিল জো। তার চোখে চোখ পড়লে, নয়ত তাকে দেখলেই মেয়েটা এমনই খিল খিল করে হাসে আগেও তার চোখে পড়েছে।

"কই, কিছু হয়নি ত সেনর।" ধমক খেয়ে হাসি থামিয়ে জবাব দিল রোজা।

"মিছে বলছিস", বলল জো, "নিশ্চয়ই হাসি পাবার মত কিছু ঘটেছে তাই হাসছিস, কি দেখেছিস বল। আমার কাছে লুকোস না।"

"আপনার প্যান্টালুনের বোতাম খোলা তাই দেখে হাসি পাচ্ছে, খুব আচমকা খুব সাহসী হয়ে বলে ফেলল রোজা। তলপেটের দিকে তাকিয়ে জো দেখল মেয়েটা ঠিকই বলেছে, ফ্লাই-এর সবকটা বোতাম গেছে খুলে।

"এদিকে তাকাস না।" বোতাম আঁটতে আঁটতে বলল জো, "এখনও কচিখুকি আছিস, এসব দেখার বয়স তোর হয়নি এখনও।"

"যা বলেছেন, সেনর," জো-র কথার মাঝখানে বলে উঠল রোজা। "কফি এখানে খাবেন না ঘরে দেব?"

"এখানে না, স্টাডিতে যাচ্ছি, ওখানে নিয়ে আয়।" বলে উঠে দাঁড়াল জো। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল হালকা পা ফেলে রান্নাঘরে ফিরে যাচ্ছে রোজা। একরাশ চকচকে কালো চুলের রাশ পিঠের ওপর ঝাপটে পড়ে নিতম্বের ওপর দুলছে পা ফেলার তালে, সেদিকে তাকাতে জো আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না, রোজার এলিয়ে পড়া একরাশ কালো চুলে সেঁটে গেল তার চাউনি। রোজা তা ঠিক টের পেল, রান্নাঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে তার পা আচমকা থেমে গেল, ঘাড় ফেরাতেই জো-র চোখে চোখ পড়ে গেল। একমুঠো হালকা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল রোজা। একটা মাগী তৈরি হয়েছে, নিজের মনে বলে উঠল জো, এই বয়সেই মনভোলানো ছলাকলা দিব্যি শিখে নিয়েছে।

সরে এসে ব্যালকনি ধরে এগোতে লাগল জো। তাদের বাচ্চার শোবার ঘরের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল, ঐ ঘরেই একফালি ছোট চৌকিতে রাত কাটায় রোজা, তাদের বাচ্চার সঙ্গে ঘরখানা ভাগাভাগি করে নিয়েছে সে। ভেতরে একঝলক উঁকি দিয়ে এগিয়ে এসে পাশের ছোট ঘরে ঢুকে পড়ল জো। দিনরাতের কাজের লোকের থাকার জন্যই এই ঘরখানা তৈরি হয়েছে, রাঁধুনি রোজার এই ঘরেই থাকার কথা। কিন্তু বাচ্চা সামলাতে হয় বলে তাকে সরিয়ে 'ঘরখানা পুরোপুরি দখল করেছে সে নিজে—ছোট একটা ডেকস জো পেতেছে এখানে তার ওপর টাইপরাইটার রেখেছে, একটা টাইপিস্টের চেয়ারও এনে ঢুকিয়েছে, অন্যান্য আসবাবের মধ্যে আছে কতকগুলো প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বুকসেলফ আর একখানা সেকেন্ডহ্যান্ড চামড়ার ইজিচেয়ার।

চেয়ারে বসে টাইপরাইটারের দিকে তাকাল জো। রোলারে আঁটা কাগজখানা ফাঁকা পড়ে আছে, টাইপের একটা আঁচড়ও পড়েনি তাতে। কাগজটা এঁটে কি লিখতে বসেছিল মনে করার চেষ্টা করল জো, অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না রেগেমেগে কাগজটা টেনে খুলে ফেলল সে, দলা পাকিয়ে ফেলে দিল বাজে কাগজের চুবড়িতে। টাইপরাইটারের পাশে রাখা স্টেশনারি বক্সখানা তুলে এনে সামনে রাখল সে, ওপরের ঢাকনা খুলতেই চোখ পড়ল টাইপ করা শিরোনামার দিকে বড় হরফে লেখা—

তারারা চলে না

উপন্যাস

জোসেফ ক্রাউন

দ্রুত হাত চালিয়ে পাতাগুলো পরপর ওল্টাল জো, প্রায় পঁয়তাল্লিশ পাতা নোট যার ওপর ভিত্তি করে মাত্র দশ পাতা টাইপ করেছে সে, সবে শুরু হয়েছে গল্পটা। টাইপ করা খাতার দিকে তাকিয়ে নিজের ওপর ভীষণ রেগে গেল জো। গত আট মাসে মাত্র এই দশপাতা টাইপ করতে পেরেছে সে তারপর আর এগোতে পারেনি, এখনও আটকে আছে প্রথম পর্বে। তখন থেকে দুটো চিত্রনাট্যে হাত দিয়েছে সে। সেদিক থেকে দেখলে উপন্যাস লেখার কাজটা পুরো একা সারতে হয়, আমি আর আমার টাইপরাইটার, এছাড়া সাহায্য করার অন্য লোক একজনও নেই।

কিছু একটা ভেবে নিয়ে ছবি আঁকার মত করে পরপর চাবি টিপে যাও, একসময় একটা ছাপানো পাতা বেরিয়ে আসবে। এ যেন অন্যরকম হস্তমৈথুন যাতে একফোঁটা আনন্দ নেই, নেই চরম পুলকের রসাস্বাদন। কষ্ট করে খেটেখুটে যাও বা একটা কিছু খাড়া করে পাঠালাম, কেটেছেঁটে তার চেহারাটাই পাল্টে দেবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে লরা শেলটন, বড় প্রকাশকের এডিটর হতে না পারলে শান্তি নেই। লরার নাম মনে পড়তে আবার রেগে উঠল জো। পশ্চাদেশে কেবল বিষফোঁড়া ছাড়া এখন আর অন্য কিছু বলে মনে হয় না লরাকে। তার টাইপ করা পাণ্ডুলিপিতে নানারকম কাটা, দিনরাত নতুন নতুন ভাবনা মোড় নেয় ঐ মাগীর মাথায় ; যেসব ভাবনা তার এত কষ্ট করে টাইপ করা পাণ্ডুলিপিতে গাদাগাদি করে ঢোকানোর জন্য মাগী মুখিয়ে থাকে, ফাঁক পেলেই এটা পালটান ওখানে এটা ঢোকান, এইসব জ্ঞান দেয়া ফরমান।

"আসব সেনর?" পেছন থেকে রোজার হালকা নরম গলা যেন রিন রিন করে বেজে উঠল। ঘাড় ঘোরাতে জো দেখল দরজার ফ্রেমে ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে রোজা, দু হাতে ধরা ট্রে-তে কফির পট, পেয়ালা পিরিচ, চামচ, দুধ, চিনি, সেই সঙ্গে একটুকরো মিষ্টিরুটি। খালি কোণটা ইশারায় দেখাল জো, "এখানে রেখে দে।"

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে চেয়ারের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল রোজা। ঝুঁকে সামনের দিকে, অনেক ঝুঁকে ট্রেটা নামিয়ে রাখতে যেতেই ঢোলা গাউনের কাঁধের কাছটা অনেকটা ফাঁক হল। লোভ সামলাতে না পেরে সেই ফাঁকে উঁকি দিতেই একজোড়া আপেলের মত দুটি স্তন থেকে তার নজর ঠিকরে নেমে এল তলপেটের নিচে বেড়ালের পশমের মত কুচকুচে কালো লোমের জঙ্গলে। তাকে দেখানোর জন্যই যেন তখনও ঝুঁকে আছে রোজা। কাপে গরম কফি ঢেলে দুধ চিনি মিশিয়ে সোজা হল সে, জো-র দিকে তাকিয়ে বলল, "চেখে দেখুন কেমন হয়েছে।"

তোর তৈরি কফি ভাল না হয়ে পারে? মনে মনে বলে কফিতে চুমুক দিল জো, জিভে ছ্যাঁকা লাগলেও বানিয়েছে ভাল মানতেই হবে। "খাসা হয়েছে," বলল সে, রোজা খালি ট্রে নিয়ে চলে যাচ্ছিল ঠিক তখনই একটা কথা জো-র মনে পড়ে গেল।

"যাস না, কথা আছে," শুনেই দাঁড়িয়ে পড়ল রোজা, "কাছে আয়।" ভীরু পায়ে এগিয়ে এসে চেয়ার থেকে অল্প তফাতে দাঁড়াল সে।

"মুখ তোল, সত্যি জবাব দিবি। হ্যাঁ রে, আমার সার্টসে যে লিপস্টিকের দাগ লেগেছিল তাকি তুই দেখিয়েছিলি সেনোরাকে?" ব্যাপারটা যে রোজার জানতে বাকি নেই সে বিষয়ে জো নিশ্চিত।

"না, সেনর," স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল রোজা।

"তাহলে সেনোরা জানল কি করে?"

"যেসব জামাপ্যান্ট আপনি কাচতে দেন বাড়ি ফিরে সেনোরা সেসব রোজ খুঁটিয়ে দেখেন। ঐ ভাবেই জেনেছেন।"

"রোজ খুঁটিয়ে দেখে?"

"আমি ত কাজে বহাল হবার পর থেকে রোজই দেখছি।"

একটি কথাও না বলে চুমুক দিয়ে টাকরা পুড়িয়ে গরম কফি শেষ করল জো। পেয়ালা সরিয়ে রেখে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে দু'চোখ পাকিয়ে তাকাল রোজার দিকে, তাকে ঘাবড়ে দিতে নাক দিয়ে ঘনঘন ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

"সেনর কি আমার ওপর রাগ করলেন?" জো-র নাক দিয়ে ঘনঘন ধোঁয়া ছাড়ার বহর দেখে সত্যিই ঘাবড়ে গেল রোজা।

"না, তুই দেখছি আমায় না জ্বালিয়ে ছাড়বি না!" ইচ্ছে করেই গলা সামান্য চড়াল জো, "শোন ছুঁড়ির কথা। ও ভাবছে আমি ওর ওপর রেগে গেছি। আরে তোর ওপর রাগতে যাব কেন? তুই কি আমার রাগের যোগ্য, না কি তোর সঙ্গে আমার রাগের সম্পর্ক? তবে তুই ধরেছিস ঠিক, আমি ভীষণ রেগে আছি আর সে রাগটা হচ্ছে আমার নিজের ওপর।" বলে মুখ ফিরিয়ে টাইপরাইটারের দিকে তাকাল জো। একটি পা-ও এগোতে পারছে না সে। যে বই লিখতে হাত দিয়েছিল তার প্রত্যেকটি শব্দ যে তার মগজের ভেতরেই আছে তা সে ভাল করেই জানে, কিন্তু জেনেও লেখার কাজে মন বসাতে পারছেনা। হয়ত এখানে সব কিছু সহজেই পাওয়া যায়, বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদাগুলো খুব সহজে হাতের নাগালে চলে আসে বলেই হয়ত পেরে উঠছে না। মাত্র সাড়ে তিনবছর হল এখানে জো এসেছে মটিকে নিয়ে। এই অল্প সময়ের মধ্যে নিউ ইয়র্কে বসে যে স্বপ্ন আগে দেখেছিল তার চেয়ে অনেক অনেক কম খাটাখাটুনি করে প্রচুর টাকা কামিয়েছে সে। এখানকার মেয়েগুলো দেখতে আরও ভাল, তাদের পেলা ওখানকার চেয়ে সহজ, একবার 'আয় তু' বললেই চলে আসে। সবকিছুই সহজে মেলে এখানে. এখানকার জীবনযাত্রার এক প্রধান চাহিদাই হল সেক্স-যৌনতা, এর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারলে এখানে টিকে থাকা যায় না। ফিল্মে নামতে হলে সব মেয়েকেই তা সে বড় বা ছোট যে রোলেই হোক না কেন লেখক, চিত্রনাট্যকার পরিচালক বা প্রযোজক, এদের কারও সঙ্গে কম করে একটা রাতও বিছানায় কাটাতেই হবে। এই এখানকার রীতি, জল হাওয়াও এখানকার জীবনযাত্রায় মতই সহজ—বৃষ্টির সঙ্গে ঠান্ডা যতই পড়ুক সে ঠান্ডা নিউ ইয়র্কের মত মোটেও নয়, নিউ ইয়র্কের মত এখানকার ঠান্ডা গায়ের চামড়ায় দুঃখ দারিদ্র ব্যর্থতা আর হতাশার দীর্ঘশ্বাসের কামড় বসায় না।

এখানে বেঁচে থাকা নিউ ইয়র্কের চেয়ে অনেক সহজ একথা মটিকেও বলতে শুনেছে জো। মুশকিল শুধু একটাই, করার মত কিছুই নেই এখানে। ঠিক এই কারণেই সময় কিছুতেই কাটতে চায় না বলেই মেয়েটা হবার মাত্র ছ'মাস বাদে আবার একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে মটি, আগের মতই বড় দোকানের কাজ। কাজে ঢোকার আগেই কিছুদিনের মধ্যে তার উন্নতি হয়েছে, সাধারণ সেলসগার্ল থেকে মটি তাদের দোকানের বিজ্ঞাপন বিভাগের বড়কর্তার অ্যাসিস্ট্যান্টের পদে প্রোমোশন পেয়েছে। হলিউড জায়গাটা ক্যালিফোর্নিয়ায়। মটি হাসতে হাসতে একদিন বলেছে ক্যালিফোর্নিয়ার মেয়েরা স্কুলে পড়তে গিয়ে লন টেনিস খেলার ব্যাপারটাই শুধু ভাল করে খেলে। তাই এখান থেকে নিউ ইয়র্কে গিয়ে ওখানকার কোনও দোকানের কাজে উন্নতি করা ওদের পক্ষে খুব কঠিন।

অস্বস্তি বোধ করতে মুখ তুলল জো। দেখল রোজা দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। একটু অবাক হল সে তাকে ওখানে দেখে। মেয়েটা যে এখনও ঘরের ভেতরেই আছে তা ভুলেই গিয়েছিল জো। রোজার পরনে খুব পাতলা সুতির পোশাক, ঘরের আলোয় সেই পোশাকের ভেতরের পর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আভাস ফুটে বেরোচ্ছে লক্ষ্য করল জো। আর তাতেই উত্তেজনা অনুভব করল সে।

"অ্যাই ছুঁড়ি! তোর লজ্জাশরম নেই?" রোজার ওপর হঠাৎ রেগে উঠল জো, "ভেতরে আন্ডারওয়্যার পরিস নি কেন? বাড়িতে নেই?"

"আছে, সেনর", ম্লান হাসল রোজা। "একজোড়ার বেশি নেই। দিনের বেলা কেউ বাড়ি থাকে না বলে পরি না। আপনার বাচ্চাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার আগে পরি, তবে বেরোই। আবার বাড়ি ফিরে রোজ রাতে কেচে শুকোতে দিই।"

"আন্ডারওয়্যারের দাম কত?"

"ব্রাসিয়ার, প্যান্টি আর স্লিপ নিয়ে দু'ডলার সেনর।"

হাতল টেনে ড্রয়ার খুলল জো। খুচরো কিছু ডলার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ভেতরে। তাই থেকে খুচরো আট ডলার বের করে "রোজার দিকে বাড়িয়ে দিল জো। এটা রাখ, কয়েকটা আন্ডারওয়্যার কিনে নিস।"

"আপনার অশেষ দয়া সেনর", হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিয়ে বলল রোজা, "অশেষ ধন্যবাদ।"

"থাক, আর ধন্যবাদ দিতে হবে না" বলে আবার মুখ ঘোরাল জো।

"সেনর, বুঝতে পারছি আপনার মন ভাল নেই", রোজা বলে উঠল, "আপনি চাইলে রোজা এক্ষুণি আপনার মন ভাল করে দিতে পারে।"

রোজার কথার মানে প্রথমে জো-র মাথায় এল না, তারপরেই তার চোখ পড়ল তলপেটে। তলার ফ্লাই-এর কাছটা ফুলে আছে, দেখেই বিদ্যুচ্চমকের মত ধরে ফেলল কি বলতে চাইছে রোজা।

"তুই টের পেলি কি করে? আমার মন ভাল নেই কে বলল তোকে," জানতে চাইল জো।

"বাড়িতে আমার ওপর পাঁচটা ভাই আছে, সেনর" মুখ টিপে হাসল রোজা, "আর আছে বাপ—ছ'টা মরদের মনের খোঁজ আমায় রাখতে হয় সেনর।"

"তোর বয়স কত শুনি।" রোজার মুখের দিকে তাকাল জো।

"সাড়ে ষোল সেনর।"

"তাহলে" অস্বস্তির সঙ্গে প্রশ্নটা করল জো। "বাপ আর পাঁচ ভাই-এর সঙ্গে রোজ এক বিছানা শুতে হয় তোকে?"

"আমায় যেতে হয় না, সেনর" নিজের মাথার চুল হাতে চেপে ধরল রোজা, "আমি না চাইলে কি হবে, ওরা আমার চুলের মুঠো এমনই করে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বিছানায় আছড়ে ফেলে প্রায়ই।" তারপর হাতের মুঠি পাকিয়ে উপর-নীচ করে দেখাল।

"বুঝেছি", কোথায় যেন চাপা অস্বস্তি বোধ করল জো, হেসে বলল, "আমার মন তোকে ভাল করতে হবে না। রোজা তবু কথাটা বলার জন্য ধন্যবাদ।"

যেন জো-র মনের অবস্থা আঁচ করেই পিছু হটল রোজা, মুখ তুলে জো তার কোমর দুলিয়ে চলার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। রোজা চোখের আড়ালে চলে গেলে তার মনে হল বাপ আর ভাইদের মনঃতুষ্টি করার ব্যাপারটা কত স্বাভাবিক ভাবেই না মেনে নিতে হচ্ছে বেচারিকে। ভেবে লাভ নেই। রোজা যে সমাজ থেকে এসেছে হয়ত সেখানে এই প্রথাই চালু আছে মন থেকে মেনে না নিলেও বাধ্য হয়েই সে নিজেকে এর সঙ্গে অভ্যস্থ করে তুলেছে।

সিগারেটটা বিস্বাদ লাগছে। আধপোড়া টুকরোটা অ্যাশট্রেতে পিসে ফেলে দিয়ে ট্রে থেকে মিষ্টি পাঁউরুটি তুলে কামড় বসাল জো। জিনিসটা খেতে ভাল অন্তত নিউ ইয়র্কের চাইতে বেশি মিষ্টি। এখানে মিষ্টি পাঁউরুটির ভেতরে নয়, ওপরে সুগার আইসিং-এর আস্তরণ থাকে। পাঁউরুটি পুরো শেষ করে অনেকটা কফি খেয়ে টাইপরাইটারের দিকে তাকাল, রোলারে আঁটা সাদা কাগজের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, এবার কি করবে? উপন্যাস লেখার কাজে হাত দেবে? সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে জো বলল, 'হ্যালো।'

"শুভ মর্ণিং।" গলা শুনেই জো বুঝল লরা শেলটনের বোন ক্যাথি। ক্যাথি [illegible] ওতে এদের সেক্রেটারির কাজ করছে সে খবর হলিউডে আসার আগে লরার মুখে শুনেছিল সে।

"আজ কি করছ?" ক্যাথি জানতে চাইল।

"আজ বেকার দপ্তরে নাম লেখাব", জো বলল

"যা করার সকালের মধ্যে সেরে নাও" ক্যাথি বলল, "এ জে দুপুর তিনটেয় তোমায় দেখা করতে বলেছে।"

"তার মানে আমার জন্য কাজ ও জোগার করেছে?

"সে আমি জানি না। ওর সঙ্গে দেখা করার সংবাদটা তোমায় দিতে বলল তাই ফোন করলাম। দ্যাখো, হয়ত কপাল খুলতেও পারে।"

"আমি যাব দেখা করতে", জো বলল, "তুমি আজ সন্ধ্যের পরে কি করছ?"

"তেমন কিছু ভাবিনি এখনও।"

"ঘন্টাখানেক দু'জনে ফুর্তি করলে আপত্তি আছে?"

"কোথায় করবে—বারে, না আমার অ্যাপার্টমেন্টে?"

"তোমার অ্যাপার্টমেন্টে।"

"আমার অ্যাপার্টমেন্টে," একমুহূর্ত কি ভেবে ক্যাথি বলল, "ঠিক আছে, আমার আপত্তি নেই। তবে বোতলটা তুমিই নিয়ে এসো। তাহলে ঐ কথাই রইল, সন্ধ্যে ছ'টা, কেমন?"

"ঠিক আছে।"

"হ্যাঁ, আর মনে করে ঐ জিনিসটাও নিয়ে এসো দেখো, যেন রবারের হয়।"

"সেসব আমি যোগাড় করব।" জো বলল, "তাহলে রাখছি, ঠিক তিনটেয় তোমার অফিসে যাচ্ছি।"

রিসিভার নামিয়ে টাইপরাইটারের দিকে তাকিয়ে জো বলল, নাও আজকের দিনটাও পার পেয়ে গেলে। নিষ্প্রাণ টাইপরাইটারের তরফ থেকে কোনও সারা মিলল না।

এক চুমুকে যেন্ন কফিটুকু গলায় ঢালল জো। এই মুহূর্তে ব্যাংকে তার নিজের অ্যাকাউন্টে জমানো আছে ত্রিশ হাজার ডলার; পাশাপাশি ছবির মত সুন্দর এই অ্যাপার্টমেন্ট আর দু'খানা গাড়ি, তিন বছরের বাচ্চা মেয়ে আর শক্ত সমর্থ রোজগেরে বৌ—তার আর কি চাইবার আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর লেখক জো ব্রাউনের মগজে তক্ষুণি এলনা, কিছুই পান্টায় নি, এইটুকুই শুধু তার চোখে পড়ছে। নতুন নতুন শরীর তার নতুন রোজগারের সুযোগ এছাড়া আর কিছু এই মুহূর্তে আসছেনা তার মাথায়।

পনেরো

"বেভার্লি হিলস স্টোর-এর কোন তলাটা খদ্দেরদের বেশি টানে আশা করি তা আপনাকে বলে দেবার দরকার হবে না। ওক কাঠের কেদারায় এক্সিকিউটিভ ডেসকের ওপাশ থেকে মিঃ মার্শ বললেন, সেই তলাটাতে নতুন করে সাজানোর কাজে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তা আমাদের কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে সবার হাড় জুড়িয়েছে। ফ্রন্ট থেকে ঘরে ফিরে জওয়ান ছেলেরা অনেকেই বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে। দোকান সাজানোর আগে এদের কথা সবসময় মাথায় রাখতে হবে। ওদের ভুলে গেলে চলবে না। আবার নিজের মতে সবে যারা বিয়ে করেছে এমন সব যুবক যুবতীদের বেশি আকর্ষণ করতে দোকানের ভেতরের চেহারায় একটু নিউ ইয়র্ক ঘেঁষা সূক্ষ্ম কৃত্রিমতা না আনলেই নয়।"

"এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত", গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে সায় দিল মটি।

"আপনি নিজেও ত একসময়, নিউ ইয়র্কের দোকানে কাজ করেছেন, তাই আমি যা চাইছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।"

"স্যাক্‌স ফিফথ অ্যাভিনিউ-র ধাঁচে ভেতরটা ঢেলে সাজাতে চাইছেন।"

"খানিকটা তেমনই বটে, তবে খানিকটা আবার ম্যাসির মতও। খুব দামি মাল কেনার জন্য আমাদের খদ্দেররা এখনও তৈরি নয় এই কথাটা সবসময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সেরা অথচ দামে সস্তা এমন জিনিস নিয়েই আমাদের কারবার এমন একটা ধারণা ওদের মনে গড়ে তুলতে হবে।"

"তার মানে ব্লুমিংডেল-এর মত।" মটি বলল।

"আপনি আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন", মুখ টিপে হাসলেন মিঃ মার্কস, সামনে বিছিয়ে রাখা কতকগুলো ব্লু-প্রিন্ট ইশারায় দেখিয়ে বললেন, "এগুলো সব মেইন ফ্লোর এর নকশা, আপনি একবার চোখ বোলাবেন?"

"নিশ্চয়ই," আগ্রহ ভরা গলায় বলল মটি, মিঃ মার্ক্স-এর ইশারায় চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে খসড়াগুলোর দিকে তাকাল সে। নীল খসখসে কাগজের ওপর একরাশ সাদা হিজিবিজি রেখা দেখে সে যে কিছুই বুঝতে পারছে না তা মটির মুখের দিকে না তাকালেও মিঃ মার্কসের বুঝতে অসুবিধে হল না।

"দেখুন, এই হল সদর দরজা।" ব্লু-প্রিন্টের একটা জায়গায় আঙুল রাখলেন তিনি, "এর ঠিক গা ঘেঁষে ডানদিকে থাকবে নতুন বইপত্র আমাদের রুচিতে যা ফ্যালনা নয় এতেই তা ফুটে উঠবে। পশমের তৈরি যত গরম জামাকাপড় সব ঢেলে উজাড় করে দেব বাঁদিকে এই ফার সেলোনে। এবার সোজাসুজি সামনে আর দোকানের পেছন দিকে থাকবে কোট আর হরেক রকম পোশাকের স্টল, সব সেরা অথচ দামে সস্তা।"

মটির কান খাড়া রেখে ব্লু-প্রিন্টের ওপর ঝুঁকে পড়ে দোকানের ভেতরের চেহারা কেমন হবে খসড়া দেখে তা আঁচ করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

"বলুন, কেমন হবে বলে মনে হচ্ছে?" মুখ তুলে জানতে চাইলেন মিঃ মার্কস।

"ঠিক ধরতে পারছি না।" ভেতরের ভাব গোপন করল মটি, "আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি তাই আপনি যা করতে চাইছেন সেটা ঠিক বলেই আমায় ধরে নিতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে মটির মুখোমুখি ঘুরে বসলেন মিঃ মার্কস, তাঁর বাঁ কাঁধ মটির স্তনের ওপর ঘষটে গেল, গায়ের সুগন্ধী সুবাস পেল মটি। "আমার সব কথাই ঠিক বলে মেনে নিতে হবে এমন এক্সিকিউটিভ কিন্তু আমি নই। নিজের সুচিন্তিত অভিমত জানাবেন বলেই আমি এই কাজটা আপনাকে দিতে চাইছি।"

এবার মুখ তুলে তাকাল মটি। কিন্তু ওপরওয়ালাটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে নেই, তাঁর দু'চোখের চাউনি তার খোলা কাঁধ আর গলায় অস্থিরভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে, বড় বেশি বৈবিক সে চাউনি। ব্রার আড়ালে স্তনবৃন্ত শক্ত হয়ে উঠছে টের পেল মটি। টের পেল লজ্জায় মুখ তার রাঙা হয়ে উঠছে ভেতরে ভেতরে এবার তার অস্বস্তি হতে লাগল। ঢোলা ব্লাউজের বদলে সিল্কের ব্লাউজ পরে আসার জন্য নিজের ওপর তার ভীষণ রাগ হল। আঁটোসাঁটো সিল্কের ব্লাউজ পরলে তার দুটি স্তনের ওপর চাপ পড়ে, বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যেন জামা ফেটে বেরিয়ে আসবে। এসব জানে মটি, তাহলে ...

"এবার আপনার অভিমত বলুন শুনি", মিঃ মার্কস এবার তার মুখের পানে তাকালেন, পাতলা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা মটির চোখ এড়াল না।

মুখের মত জবাব দিতে জিভ সুড়সুড় করলেও নিজেকে সংযত করতে বুকভরে শ্বাস নিল মটি। সে জানে মোক্ষম জবাব দেবার বদলে চাকরিতে এই উন্নতির সুযোগ হাত থেকে পিছলে

বেরিয়ে যেতে পারে, অথচ বলার মত আর কিছু এইমুহূর্তে ভেবে পাছে না সে। একটু ভেবে নিয়ে মটি বলল, "আমরা সেরা বলতে ঠিক যা বোঝাতে চাই এই ব্লু-প্রিন্টগুলোর মধ্যে সে সবই আছে, তবে আমার মনে হয়েছিল আমরা কম বয়সী খদ্দেরদের টানতে চাইছি; যারা শুধু জিনিস দেখেই চলে যাবে না। কেনাকাটাও করবে।"

মটি যে কারবারের শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে সত্যিই কিছু ভাবছে তার জবাবে মিঃ মার্কস সে বিষয়ে নিশ্চিত হলেন, জানতে চাইলেন, "আপনি কি বলতে চাইছেন খুলে বলুন।"

"আমি যা বলতে চাইছি তার ভিতটুকু আপনিই তৈরি করেছেন," ওপরওয়ালার মন জোগাতে কায়দা করে জবাব দিল মটি, "খানিক আগে আপনি ম্যাসি গোষ্ঠীর কথা বলছিলেন। আমার এক বান্ধবী ওখানে কাজ করে। হালে ওর লেখা একটা চিঠি পড়ে জানলাম তেমন খদ্দের টানছে না বলে ওরা ওদের বই-এর সেকশন একতলা থেকে সাততলায় সরিয়ে নিয়ে গেছে।"

"তার জায়গায় কি এসেছে?"

"চিঠিতে ও সে কথা লেখেনি" মটি বলল, "ওরা এ ব্যাপারে এখনও কিছু স্থির করেছে কিনা জানি না।"

"আপনি হলে কি করতেন?"

"বই-এর জায়গায় কসমেটিকস পারফিউম, আর সাজগোজ করতে যা যা লাগে সব এনে জায়গাটার অর্ধেক এমনভাবে সাজাতাম যাতে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে খদ্দেরের নজর পড়ে।"

"এটা উলওয়ার্থ গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি," মিঃ মার্কসের গলা প্রতিবাদের মত জোরাল।

"হোক না।" মটি বলল "ওদের মোট বিক্রির শতকরা কুড়ি ভাগ আসে ওখান থেকে তাতে অসুবিধা কিছু নেই।"

"কিন্তু ওরা যে শুধু সস্তা মাল বিক্রি করে।"

"করুক, আমরা একধারে এগিয়ে যাব। যুদ্ধ শেষ হয়েছে এখন ফরাসি কোম্পানিগুলো দলবেঁধে আমাদের দেশে আসছে। ওদের মাল খুব বেশি দামি নয়। আমরা ওদের একেকটা লাইনের জন্য আলাদা কাউন্টার করব। ঠিক যে ধরনের খদ্দের আমরা চাইছি মনে হয় এর ফলে তা আমরা পাব।"

"এতে খরচ বাড়তে পারে," মিঃ মার্কস বললেন,

"ওরা আমাদের বাজারে ঢুকতে হুড়োহুড়ি শুরু করছে," মটি বলল "তাতে বাড়লেও তার অর্ধেক ওরা দেবে এ আমি বাজি রাখতে পারি।"

"আপনার মৌলিক চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা আর ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি আছে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি" মটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মন্তব্য করলেন তার ওপরওয়ালা মিঃ মার্কস।

"ধন্যবাদ," বলল মটি।

"আমায় দেবার মত আর কোনও প্রস্তাব আপনার আছে?"

"ওরা বাজারে ফিরে আসার মুখে আমি নিজে যা যা কিনেছিলাম এখনও মনে আছে ইলেক্ট্রিক ইস্ত্রি, টোস্টার, ফ্রাই প্যান। কাপ প্লেট, ডিস, পট, রান্নার হরেকরকম প্যান। এছাড়া সিলকের মোজা, লিঙ্গারি।

"ওদের মান সম্পর্কে আমায় খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিতে হবে। আমাদের সবাইকেই এটা আরও খুঁটিয়ে দেখতে হবে।" মটির দিক থেকে মুখ সরিয়ে মিঃ মার্কস সামনে বিছিয়ে রাখা

দোকানের বিভিন্ন তলার ব্লুপ্রিন্টের দিকে তাকালেন,একতলায় আছে মোট ত্রিশ হাজার স্কোয়ার ফুট, প্রত্যেকটা ফুট থেকে মুনাফা তুলতে হবে।"

"হ্যাঁ, মিঃ মার্কস," ঘুরে এসে ওপরওয়ালার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল মটি।

"ব্যাখ্যায় কোনও ভুলভ্রান্তি আমাদের বরদাস্ত হবে না", বললেন মিঃ মার্কস।

"আপনি কি বলতে চান বুঝেছি", মটি বলল।

"আমাদের গোষ্ঠী প্রধান দুর্গ হবে বেভার্লি হিলস স্টোর এই আমার ইচ্ছা", মিঃ মার্কস বললেন, "হয় আমাদের খ্যাতি দিনে দিনে বাড়বে নয় একবারে তলিয়ে যাবে।" ডেসকের ওপার থেকে মটির দিকে তাকালেন মিঃ মার্কস, "নিউ ইর্য়কে গিয়ে একবার ওদের কাজকর্ম হালচাল সব দেখে এলে কেমন হয় ভাবছি। কারবারের রীতিনীতির দিক থেকে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক কদম এগিয়ে রয়েছে।"

"আপনি কি চান আপনার সঙ্গে আমিও নিউ ইয়র্কে যাই?"

"নিশ্চয়ই, আর তা আপনার কাজের মধ্যেই পড়ে", নরম শোনাল মিঃ মার্কসের গলা, "এছাড়া বছরে কম করে একবার প্যারিসেও যেতে হবে আপনাকে।"

"আমি ইওরোপে কখনও যাইনি।" মটি বলল।

"যুদ্ধের আগে আমি বহুবার গিয়েছি," মিঃ মার্কস বললেন, "ওখানে উত্তেজনার রেশ চারদিকে ছড়ানো আছে। ওখানে এমন জিনিস আপনাকে দেখাব যা আপনি ভাবতেও পারবেন না।"

"কিন্তু আমি যে বিবাহিতা, মিঃ মার্কস", মটি বলল, তার গলা তার নিজের কানেই কমজোরি শোনাল, "বাড়িতে আমার একটা বাচ্চাও আছে।"

"বিবাহিত আমিও মিসেস ক্রাউন", একই নরম পালিশ করা গলায় বললেন মিঃ মার্কস., "কিন্তু এখানে আমরা শুধু কাজের কথা আলোচনা করব বলে এসেছি। তাই ও প্রসঙ্গ বরং থাক।"

"এ ব্যাপারে আগে আমার স্বামীর সঙ্গে আমায় কথা বলতে হবে", মিঃ মার্কসের উগ্র চাউনি তার দুটি স্তনের দিকে নিবদ্ধ টের পেয়ে মটি বলল।

"আপনি কথা বলুন, মিসেস ক্রাউন", নিষ্প্রাণ গলায় মিঃ মার্কস বললেন। "আমার সঙ্গে প্রায়ই নানা জায়গায় যেতে হবে বলেই আপনার মূল বেতন মাসিক সাড়ে আটশো ডলার। নানা রকম বোনাস জুড়লে যার পরিমাণ মাসে দেড় হাজার থেকে দু'হাজার ডলারে দাঁড়াবে। আপনার এই বোনাস ও মাস-মাইনের ব্যাপারটা কিন্তু ভাববার মত গুরুত্বপূর্ণ এটা আপনার স্বামীকে বুঝিয়ে বলবেন।"

"আমি তা বুঝতে পারছি মিঃ মার্কস", মটি বলল হাত ঘামছে না বুঝে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

"বাপি, কাজে যাচ্ছ?" জোকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে তার মেয়ে ক্যারোলিন আধো আধো গলায় জানতে চাইল।

"ঠিক ধরেছো, সোনামণি।" উবু হয়ে মেয়ের কপালে চুমু খেল জো। "আমি কাজে যাচ্ছি।"

"আমার ক্যান্ডি এনো", বলে মুচকি হাসল মেয়ে, সূর্যের আলোয় তার মাথার কোঁকড়া লাল চুলের গুচ্ছি ঝিকমিকিয়ে উঠল।

"নিশ্চয়ই আনব।"

"উঁ হু এক্ষুণি দাও", জেদী গলায় দাবি করল ক্যারোলিন। হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে রোজার দিকে তাকিয়ে জো জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে দু'পেনি দামের টুটসি রোলস বের করে মেয়ের হাতে দিয়ে বলল, "এবার আমার ক্যারোলিন কি বলবে?" "থ্যাংক ইউ," বলেই দু'হাতে কাগুজ মোড়ক ছিঁড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্যারোলিন, বাপির জন্য এখন আর তার মাথাব্যাথা নেই।

কলিংবেল বাজতেই জো রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল, লিভিং রুম পেরিয়ে সদর দরজা খুলতেই পোস্টম্যানের মুখোমুখি হল। "মিঃ ক্রাউনের নামে পার্সেল আছে" বলে একটা চৌকো বাক্স এগিয়ে দিল সে।"

বাক্সটা হাতে নিয়ে জো দেখল লাল রং-এর পেনসিলে তার গায়ে অনেকবার 'অমনোনীত পাণ্ডুলিপি' শব্দ দুটো লেখা। নিজের নাম সই করে রসিদবইটা পোস্টম্যানের হাতে দিতে সে বলল, "আবার আপনার লেখা ফেরত এল মিঃ ক্রাউন। সত্যি আপনার কথা ভেবে খারাপ লাগছে। একমাসে এই নিয়ে পরপর দ'বার লেখা ফেরত এল।"

"এই তো জীবন", জো লোকটার চোখের দিকে তাকাল, "আমাদের পেশায় এমন কত হয়। এ নিয়ে মন খারাপ করলে চলে না। আশা করছি পরের বার ভাল খবর নিয়ে আসবে", পোস্টম্যান বলল, "আচ্ছা আজ আসছি তাহলে, গুড ডে মিঃ ক্রাউন।" "গুড ডে", বলে দরজা বন্ধ করে পার্শেলটা নিয়ে ভেতরে এল জো। তার নামে ডাকে কি এল না এল তা নিয়ে পোস্টম্যানের মাথাব্যথা অভাবিত ঠেকল তার কাছে। পার্শেলটা খুলে দেখল ভেতরে পাণ্ডুলিপি নেই, তার বদলে পরপর সাজানো আছে চল্লিশটা কাগজের খাম, এক্কেকটা খামের ভেতর সিকি গ্রাম কোকেনের পুরিয়া, খাম পিছু পঁচিশ ডলার দাম ধরলে এইমুহূর্তে একহাজার ডলার দামের কোকেন আছে তার হেপাজতে, অথচ এর দাম বাবদ ক'দিন আগে জ্যামাইকাকে মাত্র আড়াই শো ডলার পাঠিয়েছে সে, বাক্সটা বন্ধ করে মনে মনে হিসেব কষল জো—এ জে তাকে আজ স্টুডিওতে ডেকেছে তার মানে ঘন্টাখানেকের ভেতর ওখানকার রেকর্ডিং বিভাগের গায়ে বাজিয়েদের কাছে চল্লিশটা খাম গছাতে পারবে সে, শিল্পীরা হল এসবের সবচেয়ে বড় সমঝদার খদ্দের।

পায়ে পায়ে রান্নাঘরে এসে দাঁড়াল জো, দেখল ক্যারোলিনের কচি মুখখানা চকোলেটে মাখামাখি হয়ে গেছে। রোজা বড় ওয়াশ বেসিনে কাপড় কাচছে। জো-র দিকে মুখ তুলে তাকাল সে।

"সেনোরা এলে বলিস আজ বিকেলে আমি স্টুডিওতে থাকব", জো বলল।

"বলব সেনর" বাচ্চার তোয়ালের জল নিংড়ে ফেলতে ফেলতে জবাব দিল রোজা।

বেলা প্রায় দশটা। হলিউডের কেন্দ্রস্থলে ক্যালিফোর্নিয়া এমপ্লয়মেন্ট অফিস ভবনের ওপারে এসে গাড়ি থামাল জো। অবাক হয়ে দেখল এরই মধ্যে গাড়িতে গাড়িতে জায়গাটা ভরে গেছে পার্কিং লটে আর জায়গা নেই বললেই চলে। এদিক ওদিক করে বহু কষ্টে যুদ্ধের আগে কেনা ক্রাইসলার এয়ারফ্লোখানা পার্ক করে নেমে এল সে। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে এসে জো দেখল অফিসে ঢোকার মুখে একগাদা গাড়ি পরপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে—একটা বিদায় হতে না হতে আরেকটা এসে তার শূন্যস্থান পূর্ণ করছে। এই গাড়ির ভিড়ে অনেক লিমুজিনও তার চোখে পড়ল যাদের ভেতরে বসে আছে উর্দিপরা শোফাররা। বহর দেখে মুখ টিপে হাসল জো। এমপ্লয়মেন্ট অফিসের এই বাড়িকে স্টুডিওর অনেকে ঠাট্টা করে বলে ক্যালিফোর্নিয়া ক্লাব। হলিউডের অনেক বড় আর নামী চিত্রতারকারাও হাতে কাজকর্ম না থাকলে এখানে হপ্তার বেকার ভাতা নিতে চলে আসেন, তাঁদের গাড়িও অফিসের বাইরে গাড়ির সামনে

দাঁড়ায়। তার সেইসব গাড়ি অন্তত একবার খুব ইচ্ছে করে কাছ থেকে দেখতে। পর্যটন দপ্তরের বাসে চেপে আসা দেশী বিদেশী টুরিস্টরা ড্রাইভারকে এখানে বাস থামাতে বাধ্য করে। যে কারণে এটা একটা বাসস্টপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামনে দিয়ে না ঢুকে বাড়িটার পেছনদিকে চলে এল জো, কর্মচারিদের ঢোকার গেটে দাঁড়ানো উর্দিপরা বুড়ো দারোয়ান তার চেনা। চোখে চোখ পড়তে বুড়ো মুচকি হেসে ভেতরে ঢোকার ইশারা করল। ভেতরে ঢুকে কড়িডরে কিছুদূর হেঁটে এসে থামল জো, সামনে ঘসা কাঁচের জানালায় লেখা মিঃ রস। আসতে করে ঠেলে পাশের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। সামনে ডেসকের ওপাশে বসে জ্যাক রস ; বয়স্ক লোকটির মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। তাকে দেখে হেসে বললেন, "এসো জো, কেমন চলছে বলো?"

"কেমন চলছে তা ত আমায় দেখেই বুঝতে পারছ, জ্যাক", জো বলল হাতে কাজকর্ম থাকলে কি আর এখানে আসি?"

"বোস," জ্যাক ইশারা করতে মুখোমুখি চেয়ারে বসল জো, এবার পাশে কাগজের গাদা থেকে একটা ফর্ম তুলে জ্যাক তার দিকে এগিয়ে দিল, 'নাও এটা পূরণ করো।"

'তা করছি", জো বলল, "কিন্তু একটা মুশকিল আছে। আসছে মাসেই বড়দিন। বাড়ির সবার জন্যই কিছু কেনা কাটা আছে। কিন্তু তোমাদের পয়লা চেক হাতে আসতেই ত দেড়মাস লাগবে।"

"সেটাই ত সরকারি নিয়ম," জ্যাক রস তার চোখে চোখ রেখে ইশারায় কিছু বলতে চাইল।

"নিয়ম তা ত দেখতেই পাচ্ছি।" জো বলল, "কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে সেটা একটু সহজ ত করাও যায়।"

"আমাদের অবস্থা ভীষণ টাইট, জো", রস বলল, "ইলোনা ম্যামি, রিচার্ড অর্লেন, এঁদের মত নামী শিল্পীরা পর্যন্ত হাতে কাজ নেই বলে বেকার ভাতার লাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তবে বলছ যখন তখন ব্যবস্থা একটা করা যাবে ঠিকই, কিন্তু কিছু ছাড়তে হবে।"

"কত?" জো জানতে চাইল।

"ফর্মে তারিখের জায়গাটা খালি রাখো", জ্যাক রস বলল, "আমি দু'মাস আগের তারিখ বসিয়ে ওটা আপটু ডেট করে দেব। তবে ভাই, আমি ছাড়া আরও লোক ত আছে, সবাইকেই কিছু কিছু ছাড়তে হবে। তারিখ পাল্টানোর জন্য পঁচিশ ডলার। এছাড়া বেকার ভাতায় চেক পিছু শতকরা দশ। রাজি?"

"এই নাও" বলে পার্শ খুলে পঁচিশ ডলার টেবিলে রাখল জো, জ্যাক রস সঙ্গে সঙ্গে টাকাগুলো ভেতরের পকেটে গুঁজে ফেলল। "ফর্ম আমি পূরণ করে দিচ্ছি, তুমি শুধু এই তিনটে জায়গায় নাম সই করে দাও," বলে ফর্মের তিনটে জায়গায় টিক্ দিয়ে দিল রস।

"এই নাও," তিনটে জায়গায় নাম সই করে ফর্মখানা এগিয়ে দিল জো, "তাহলে চেক কবে পাচ্ছি?"

"কাল সকালে ঠিক সাড়ে ন'টায় চলে এসো", রস বলল, "দু'হপ্তার চেক তৈরি করে রাখব।"

"ধন্যবাদ জ্যাক", বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জো। "আজ যাচ্ছি তাহলে একদিন লাঞ্চ খাওয়াব তোমায়।"

"ছুটিগুলো যাক", জ্যাক রস বলল, "তারপর হবে, এখন হাতে অনেক কাজ, নিঃশ্বাস ফেলার সময়টুকুও নেই।"

"তোমার সুবিধে মতই হবে। চলি কাল সকালে আবার দেখা হবে, ধন্যবাদ।"

ষোল

ইউনিভার্সাল এণ্ড ওয়ার্নার ব্রাদার্স-এর চেয়ে ট্রিপল এস স্টুডিওর আকারে যথেষ্ট ছোট হলেও ছবি তোলা আর মিউজিক রেকর্ডিং-এর জন্য চারটে বড় আর তিনটে ছোট মোট সাতটা ফিল্ম স্টেজ আছে এখানে। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই ধূসর রং-এর তেতলা একখানা ইটের বাড়ি তার খানিকটা তফাতে দুটো দোতলা কাঠের বাড়ি, তাদেরও রং ধূসর। ইটের তেতলা বাড়িতে কর্তৃপক্ষের অফিস। পরের কাঠের দোতলা বাড়ি দুটোর একটায় বসেন প্রয়োজকেরা। অন্যটায় স্টুডিওর রসদ দপ্তর। পুরোনো অপরিষ্কার চেহারার এই বাড়ির একতলায় আছে একটি রেস্তোরাঁ দোতলায় অনেকগুলো খুপরি গোছের কামরায় লেখক আর চিত্রনাট্যকারদের দপ্তর। স্টুডিওর চারপাশে অপুষ্ট রিকেটি বাচ্চাদের মত অনেকগুলো বাংলো, ডিরেক্টর আর তাঁর ইউনিটের লোকেরা এগুলো ব্যবহার করে। স্টুডিওর শেষপ্রান্তে কুঁড়েঘরের মত সারিসারি ছোট বাড়িতে মিউজিক ডিপার্টমেন্ট।

পাশাপাশি বড় শস্যগোলার মত দেখতে মাঝারি বাড়িগুলোর স্টুডিওর সেট আর কস্টিউম ডিপার্টমেন্ট। পাশেই ওয়ার্নার ব্রাদার্স-এর স্টুডিও, বহির্দৃশ্য তোলার জন্য যথেষ্ট জায়গা না থাকায় প্রায়ই তাদের নির্দিষ্ট জায়গা ব্যবহার করতে চেয়ে হাতে পায়ে ধরতে হয়।

"তুমি এই সাত সকালে, কি ব্যাপার?" ধূসর সার্ট গায়ে স্টুডিওর দারোয়ান অবাক চোখে তাকাল জো-র দিকে।

"এ জে তলব করেছেন।" এঞ্জিন বন্ধ করে জো বলল। "তাই এলাম।"

"সে ত বিকেল তিনটেয় দারোয়ানের গলা রুক্ষ শোনাল এখন সবে একটা এত আগে এলে কেন?"

সে খোঁজে তোমার কি দরকার কথাটা বলতে গিয়েও বলল না জো, স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইল, "গাড়ি রাখব কোথায়?"

"বরাবর যেখানে রাখো।" দারোয়ান বলল, "নতুন ব্যবস্থা আমরা করিনি এখনও।"

"ধন্যবাদ", জো মুখ তুলে জানতে চাইলে, "ম্যাক্সি কিহো এসেছেন? জো আবার বলল।

"ভাল টিপ পেয়েছো নাকি?" দারোয়ান পাল্টা প্রশ্ন করল। ম্যাক্সি কিহো পেশায় মিউজিক কন্ট্রাক্টর, বিভিন্ন ছবির আগাগোড়া সঙ্গীত পরিচালনার সব রকম ব্যবস্থা তিনিই করেন। এছাড়া আড়ালে রেসের মাঠের বে আইনি বুকির কারবারও চালান।"

"ওসব নয়।" জো বলল, "ওঁর সঙ্গে অন্য কাজ আছে।"

"খানিক আগে ওঁকে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে দেখেছি," দারোয়ান বলল। ধন্যবাদের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে গাড়ি ফের স্টার্ট করল জো। স্টুডিও চত্বরে ঢুকে লেখকদের দপ্তর যে বাড়িতে তার সামনে গাড়ি পার্ক করল। দরজা লক করে ঢুকল রেস্তোরাঁয়। টানা লম্বা ঘরের সামনের দিকে সাধারণ লোকেদের খাবার ব্যবস্থা—লাইনে দাঁড়িয়ে দাম দিয়ে পছন্দ মতন খাবার প্লেটে তুলে নাও খালি টেবিল পেলে কোনও ভাবনা চিন্তা না করে খেয়ে চলে যাও। ঘরের পেছনের অংশ সুসজ্জিত। সেখানে স্টুডিওর কর্তৃপক্ষ নামী শিল্পী, প্রযোজক এঁদের খাওয়ানোর এলাহি ব্যবস্থা—বাহারী কাপড়ের ঢাকা দেয়া ছোট ছোট গোল খাবার টেবিল, সুশ্রী ওয়েট্রেস, স্টুয়ার্ডেস, সবই আছে সেখানে।

রেস্তোরাঁয় ঢোকার মুখে একধারেই একটা টেবিলে বসা ম্যাক্সি কিহোকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল জো। বছরের পর বছর ধরে কিহো এই একই জায়গায় বসছেন। এই মানুষটিকে নিয়ে এখানকার কেউ মাথা ঘামায় না। তিনি না ডাকলে কেউ যেচে এসে বসেনা তাঁর টেবিলে। জো সামনে এসে দাঁড়াতে একরাশ কৌতূহল মাখানো ছলছল দুটি ফ্যাকাশে নীল

চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকালেন ম্যাক্সি কিহো, "কিহে, শুনলাম কাল তুমি বেকার হয়েছ?"

"ঠিকই শুনেছেন", জো বলল, "আজ বিকেলে এ জে আমায় তলব করেছেন।"

"বোস", ইশারায় পাশের চেয়ার দেখালেন কিহো "তারপর কিখবর বলো।"

"এ জে কি চাইছেন জানি না।" জো চাপা গলায় বলল। "ভাবলাম আপনি হয়ত জানেন।"

"আমি ত শুনলাম নিউ ইয়র্ক থেকে কোন এক নতুন ব্যাংকার আসবেন, এ জে ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন।"

"তাতে আমায় দিয়ে কি কোন কাজ হবে তাই ত মাথায় ঢুকছেনা। বলেই ফিস ফিস করে বলল জো, "নিউ ইয়র্কের কথা তুললেন বলেই বলছি। খানিক আগে ওখান থেকে মাল ভর্তি তাজা প্যাকেট হাতে এসেছে। মনে হল আপনার কাজে লাগতে পারে।"

"পয়সাকড়ির অবস্থা টাইট", কিহো কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে রইলেন। "অনেকে ছাঁটাই হচ্ছে।" জো একথায় জবাব দিলনা। "কত পড়বে?" জানতে চাইলেন কি হো।

"চল্লিশটা প্যাকেট", জো বলল, "আর কেউ হলে পুরো হাজার বলতাম, কিন্তু আপনাকে সাড়ে আটশোয় দিয়ে দেবই।"

"সাতশো", কিহো বললেন।

"সাড়ে সাতশো দিন।"

"ঠিক আছে, সাড়ে সাতশোই দেব। মাল এনেছো?"

"মাল আমার সঙ্গেই আছে।"

"এখন নয়," কিহো মাথা নাড়লেন। লাঞ্চের পরে ঠিক আড়াইটের রেকর্ডিং স্টেজ সি-র বাইরে আমায় পাবে।

"ওখানেই দেখা করব তাহলে।" বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল জো। কাউন্টারের কাছে এসে একটা ট্রে তুলে নিয়ে হট ফুড টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। ওপাশে দাঁড়ানো ওয়েট্রেসকে অর্ডার দিল। একটা সলসবেরি স্টেক আর ম্যাসড পটাটো গ্রেভিসহ। খুশি খুশি মনে দাম মিটিয়ে খাবার নিয়ে টেবিলে এসে বসল জো। আড়াইশো ডলারে কেনা মাল বিক্রি করছে সাড়ে সাতশোয় ফাঁকতালে চারশো ডলার নিট লাভে। চল্লিশ প্যাকেট একসঙ্গে বেচে ভাল হল একদিক থেকে, নয়ত খুচরো খদ্দের খুঁজতে গোটা হপ্তাটাই নষ্ট হত।

দরজা খুলতেই জো দেখল ক্যাথি নিজের টেবিলে বসে টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে। "খুব আগে এসে পড়লাম?" গলা সামান্য চড়াল সে।

রিসিভার বাঁ কানে চেপে ধরে ডান হাত অল্প নেড়ে ভেতরে আসার ইশারা করল ক্যাথি। ভেতরে ঢুকে জো আগে দরজা ভেজাল, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল। ক্যাথি রিসিভার ছাড়তে জো জানতে চাইল, "জোয়ানি গেল কোথায়?"

"জোয়ানির শরীর খারাপ।" ক্যাথি বলতে না বলতেই ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। জোয়ানি এক নম্বর সেক্রেটারি, সে না আসায় কাজের পুরো চাপটাই একা ক্যাথিকে সামলাতে হচ্ছে। টেলিফোনের লাইন এ জে-র ঘরে পাঠিয়ে জো-র দিকে মুখ তুলে তাকাল ক্যাথি, জোয়ানির শরীর খারাপ হয়ে আমার দফারফা। তোমার সঙ্গে ঘন্টাখানেক মজায় কাটাব ভেবেছিলাম তা সেই প্রোগ্রামও চৌপাট হল। বাড়ি ফিরতে এমনিতেই অনেক দেরি হবে।"

"আরে ঠিক আছে," জো বলল, "পরে একদিন হবে এখন।"

"তুমি সত্যিই এক আজব চিজ", ক্যাথি তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "আমার সঙ্গে ঘন্টাখানেক কাটানোর প্রোগ্রাম মাটি হয়ে গেল বলে একটুও মন খারাপ হচ্ছে না?"

"মন খারাপ হলে তা মুখ ফুটে না বললেই নয়?" পাল্টা প্রশ্ন করল জো, "প্রোগ্রাম মাটি হলে তোমার আমার করার কি আছে? যে কাজ করতে হবে বসে না থেকে সেটা সেরে ফেলতেই হবে এইটুকু শুধু আমি জানি।"

"এ জে লরাকে ফোন করে, টেলিফোনে এ জে লরার সঙ্গে কথা বলছিল", ক্যাথি বলল, "বলছিল ও একটা কাজের কথা ভাবছে তুমি তা করতে রাজি হবে কিনা।"

"লরা কি বলল?" জো জানতে চাইল। "ও শুধু বলল যে কোন কাজের পক্ষেই তুমি খুব ভাল। তারপর এ জে-কে ছেড়ে আমার পেছনে লাগল লরা বলল, তোমার স্বভাব চরিত্র মোটেও ভাল নয়, মেয়ে দেখলেই খালি পটানোর ধান্দা খোঁজ, ওদের দুর্বল মুহূর্তে অন্যায় সুযোগ নাও। সবশেষে তোমার কাছ থেকে সাত হাত তফাতে থাকতে আমায় হুঁশিয়ার করল।"

"এসব কথা ও বলতে গেল কেন?" ক্যাথির কথাগুলো জো-র কৌতূহল বাড়াল।

"আমার মনে হয় লরা নিজে তোমায় একা পেতে চায়, যদিও এটা আমার শুধুই অনুমান।"

"কিন্তু হাবে ভাবে তা কখনও আমায় বুঝতে দেয়না", জো বলল।

"দেবে কেন", কাথি বলল, "এ কি আর ক্যাথি? ও হল সে লরা ভেতরের অনুভূতি কিভাবে সবসময় চেপে রাখতে হয় তা ওর চেয়ে ভাল খুব কম মেয়েই জানে।"

"তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না", জো বলল, "আচ্ছা এও ত হতে পারে যে তোমার আর আমার সম্পর্কের কথা কোনওভাবে জেনে বা আঁচ করেই ও এসব বলেছে?"

"তা নয়", বলেই নিজেকে সামলে নিয়ে ক্যাথি বলল, "এ জে এখন টেলিফোনে কথা বলছেন, উনি লাইন ছাড়লেই আমি জানিয়ে দিচ্ছি তুমি এসেছো।"

"দুঃখিত", নিজেকে সামলে নিয়ে জো বলল, "এখান থেকে বেরোবার আগে ভদকার বোতলটা আমি তোমার গাড়িতে রেখে যাব।"

"রাখার কোনও দরকার নেই," শুকনো নিষ্প্রাণ গলায় বলল ক্যাথি।

"দোষ ত তোমার নয়", জো বোঝানোর চেষ্টা করল, "আমার মন মেজাজও তোমার মতই বিগড়ে আছে।" ক্যাথি একথার কোনও জবাব দিল না। "কাল সময় হবে নাকি?" জানতে চাইল জো।

"দেখা যাক", নিস্পৃহ গলায় বলল ক্যাথি সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের পাশের সাদা বাতিটা জ্বলে উঠল। রিসিভার তুলে ক্যাথি বলল, "মিঃ রোজেন, জো ক্রাউন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" একমুহূর্ত মন দিয়ে কিছু শুনল ক্যাথি তারপর হাত নেড়ে জোকে ভেতরে যাবার ইশারা করে মাউথপিসে বলল "উনি ভেতরে যাচ্ছেন স্যার।"

"ধন্যবাদ" পেশাদারি গলায় বলে জো এ জে-র অফিসের দরজার দিকে পায়ে পায়ে এগোল। "গুডলাক", ক্যাথি মুখ তুলে আন্তরিক ভাবে শুভেচ্ছা জানাল তাকে।

এ জে লোকটা বেঁটে খাটো। টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি বসা লোকের তাদের মুখ ভাল করে যাতে দেখা যায় সেই উদ্দেশ্যে মেঝেতে কাঠের পাটাতন বিছিয়ো তার ওপর ডেস্ক [illegible] পেতেছে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই এ জেকে দেখতে পেল জো। কেন কে জানে লোকটাকে [illegible] নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মত দেখতে বলে তার মনে হল। বোনাপার্টের মত [illegible] বেঁটেখাটো [illegible] ভুঁড়িওয়ালা [illegible] এত কম সময়ের মধ্যে খবর [illegible] এসেছো বলে [illegible] এ জে হাসল, সেই হাসি তার গালের [illegible]

[illegible]

"আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন জেনে আমি গর্ববোধ করছি, মিঃ রোজেন।" তোষামোদের গলায় বলল জো। ক্ষমতাবান মানুষদের খুশি রাখার এই অনবদ্য কৌশল বহুদিন আগে হলিউডে এসেই আয়ত্ত করেছে সে।

"মনে হচ্ছে তোমার জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে পারব।" এজের গলা শুনে জো এটুকু আঁচ করল ব্যাপার যাই হোক বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

"তুমি ত নিউ ইয়র্কের লোক, তাই না?" জানতে চাইল এজে।

"জন্ম কর্ম সবই ওখানে", জো বলল,

"নিউ ইয়র্কের ওপর তোলা যে কোন ছবি দেখেছি বক্স অফিসে দারুণ লেগে যায়", "এজে বলল, এই যেমন, ইউনিভার্সালের দা ডেড এণ্ড কিডস, তারপর মনোগ্রামের দ্য ইস্ট সাইড কিডস, অবশ্য ওটা আগে ইউনিভার্সালই তুলবে ঠিক ছিল কিন্তু পরে ওরা সরে দাঁড়াল বলেই মনোগ্রাম লুফে নিল। তারপর থেকে দেখছো ত কিডস নামে বই তোলার কি হিড়িক লেগেছে, ঠিক যেন একটা সিরিজ।"

এ জে কি ব্যাপারে কথা বলছেন এখনও আঁচ করতে পারেনি জো। সে শুধু সায় দেয়ার ঢং-এ মাথা নাড়ল।

"এ দুটোর চেয়ে আরও ভাল একটা ছবি তোলার কথা আমি ভাবছি। স্যাম গোল্ডউইন-এর ডেড এণ্ড দেখেছো ত, অনেকটাই ঐরকম।

"ডেড এণ্ড সত্যি ভাল ছবি", জো বলল।

"নিউ ইয়র্কে আমার ব্যাংকার যাঁরা আছেন ওঁদের একজনের মাথা থেকে এটা বেরিয়েছে", এজ জে বলল "আইডিয়াটা খারাপ নয়। নিউ ইয়র্কের এক গুন্ডা বদমাশ এক রূপসী অভিনেত্রীর প্রেমে বাঁধা পড়ল, তারপর ফিল্মের নায়িকা বানাতে সে তাকে হলিউডে নিয়ে যাবে ঠিক করল।"

"সত্যিই এটা একটা দারুণ আইডিয়া মিঃ রোজেন", জো তার আগ্রহ প্রকাশ করল।

"আগেই জানতাম এই আইডিয়া তোমার পছন্দ হতেই হবে।"

"আপনি নিজে যে আইডিয়া পছন্দ করেছেন তা ভাল না হয়ে পারে?" জো বলল, "ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় যারা অভিনয় করবে আমার ত মনে হয় তাদের নামও আপনি ছকে ফেলেছেন।"

"নায়িকার রোলের মেয়ে আমার হাতে এসে গেছে", এজে বলল, "কিন্তু মুখ্য চরিত্রের ব্যাপারে মন স্থির করতে পারছিনা। বোগার্ট, এডি রবিসন নয়ত কাজনি। এদের তিনজনের মধ্যে একজনকে নিতে চাইছি।"

জো গুরুগম্ভীর ঢং-এ সায় দিলেও সে খুব ভালভাবেই জানে ঐ তিনজন অভিনেতার মধ্যে কারও এই ছবির মুখ্য চরিত্রে থাকার সম্ভাবনা নেই। "আপনি বললেন মেয়ে পেয়ে গেছেন", কথাটা কায়দা করে বলল সে।

"পেয়েছি ত, এই যে", বলে প্রচারের কাজে ব্যবহৃত একটা স্টিল ফোটোগ্রাফ জো-র দিকে বাড়িয়ে দিল এ জে, "জুডি আঁতোয়ান।"

খুঁটিয়ে ফোটোটা দেখল জো। শুধু রূপ নয়, উদগ্র লালসার পশরা স্তরে স্তরে সাজানো আছে তার সর্বাঙ্গে, একপলক দেখলে যে কোন পুরুষ উত্তেজনা অনুভব করবে দেহে মনে। আঁটসাঁটো রূপোলী গাউন পরার ফলে তার রং যৌবন যেন উথলে পড়ছে যার কাছে বেটি গ্রাবল বা লানা টার্নোরি দুজনকেই জলো নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। "একে আমি চিনি", জো শুধু এইটুকু বলল।

"শুধু তুমি কেন, গোটা দুনিয়া ওকে চেনে", উৎসাহ ভরা গলায় বলল এজে। "তিনমাসের কন্ট্রাক্টে ও যখন ছিল তখনই ওর দরদাম আমার যাচাই করা হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত কোনও ছবিতে ও নামেনি ঠিকই কিন্তু ঐ তিনমাসে প্রত্যেক হপ্তায় ওর একটা ফোটোর জন্য হাজার হাজার টেলিফোন আসত।"

"এদেশে এমন কোনও খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন নেই যেখানে ওর ফোটো ছাপা হয়নি। ও হট একথা মানতেই হবে," বলে নিজেকে সামলে নিল জো। সহবাসের চরমমুহূর্তে মেয়েটা প্রায়ই চেঁচামেচি করে পুরুষসঙ্গীর মনমেজাজ খারাপ করে দেয় বলে স্টুডিও মহলের লোকেরা ওর নাম দিয়েছে চিল্লানেওয়ালী। এ জে কি সে কথা জানে? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল জো। জোর আগের ছবিতে কাজ করার সময় তার পরিচালকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার শর্তে এই মেয়েটাই একটা রাত কাটিয়েছিল তার সঙ্গে। এ মেয়েকে তাই এজে তার চেয়ে বেশি কখনোই চেনে না।

"আমার ব্যাংকারও মনে করেন ছবির নায়িকার চরিত্রে ওর মত নিখুঁত অভিনয় আর কেউ করতে পারবে না," এ জে বলল, তারপরেই কি ভেবে বলল, "আমি আর আমার স্ত্রী আমার ব্যাংকারকে পেরিনোতে ডিনার খাওয়াচ্ছি। তুমি জুকিকে নিয়ে চলে এসো না? আজ রাতে?"

চিবুকে হাত বোলাল জো। "আজ রাতে।"

"আজ রাতে", আজরাতে হয়ত ওকে নাও পাওয়া যেতে পারে।"

"ওকে ঠিকই পাওয়া যাবে", গলা সামান্য চড়াল এ জে, "সে ব্যবস্থা আমার করা হয়ে গেছে।"

"আগে আমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে" জো বলল।

"এ ত রোজগার মানে কাজ কারবারের ধান্দা" এ জে গলা নামল, "উনি ঠিক বুঝবেন।"

"বেশ।"

একমুহূর্ত ভাবল জো। "তাহলে আমার কাজ কবে শুরু হচ্ছে?"

"এই মুহূর্তে। আজকের কাজের জন্য তুমি আড়াই হাজার পাবে ; তারপরে চিত্রনাট্য লিখতে হলে পাবে আরও সাড়ে বারো হাজার।"

"ঠিক আছে," জো ঘাড় নেড়ে বোঝাল সে রাজি।

"সাড়ে সাতটায় ডিনার শুরু। রাত সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।"

"তারপর আমায় কি করতে হবে?" জানতে চাইল জো।

"আমার ব্যাংকার যে হোটেলে উঠেছেন সেখানে ওকে পৌঁছে দেবে। তুমি নিচের ককটেল লাউঞ্জে অপেক্ষা করবে। ব্যাংকারকে খুশি করে ও নিচে নেমে এলে তুমি ওকে ওর বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসবে, রাত বারোটার মধ্যে সব শেষ হয়ে যাওয়া উচিত।"

কোনও মন্তব্য না করে জো নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। "মাগীকে হুঁশিয়ার করে দিও যেন বেশি বাড়াবাড়ি না করে। ব্যাংকারা এমনিতেই ভিতু, নার্ভাস মানুষ হয়, বাড়াবাড়ি করলে পিছিয়ে যেতে পারে।"

"এ জে-র অফিসে থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে ক্যাথির মুখোমুখি দাঁড়াল জো, বলল, "আমায় নিয়ে এজে কি বলে খেলতে যাচ্ছে তা তুমি জানতে, তাই না ক্যাথি?"

"এটা জোয়ানির দপ্তর" ক্যাথি ঘাড় নাড়ল, "ওর শরীর খারাপ হল বলে জেনেছি।"

"নোংরা কারবার" জো বলল।

"ভীষণ নোংরা" সায় দিল ক্যাথি। "কিন্তু তা হলেও তোমার ত একটা রোজগারের হিল্লে হল। এবার তুমি লরাকে টেলিফোন করে বলো তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা হয়েছে।"

সতেরো

ক্যাথির অফিস থেকে বেরিয়ে স্টুডিও চত্বরে রেস্তোরাঁর সামনে এল জো। পুরোনো কাঠের বাড়ির দোতলায় লেখক আর চিত্রনাট্যকারদের আলাদা আলাদা দপ্তর। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। ভেতরে বড় ঘরে স্টেনো পুল, ছোট ছোট অনেকগুলো ডেসক গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো ডেসকে বসে হেড স্টেনো। ভেতরে ঢুকে মাত্র দু'জন স্টেনোকে দেখল জো, মন দিয়ে দু'জনেই হাতে লেখা চিত্রনাট্যের খসড়া দেখে টাইপ করে যাচ্ছে, হেড স্টেনো একটা টাইপ করা চিত্রনাট্যের প্রুফ দেখছে। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের খাতা দেখছে। জো ঢুকতেই মুখ তুলল হেড স্টেনো, হেসে বলল, "খবর পেয়েছি তুমি শীগগিরই ফিরে আসছো। তোমার অফিসের দরজার পাল্লা থেকে এখনও তোমার নেম প্লেট খুলে নিইনি।"

"ধন্যবাদ শার্লি ধন্যবাদ" বলল জো,

"এই নাও," বলে দেরাজ খুলে একটা চাবি বের করে জো-র হাতে দিল শার্লি, "তোমার অফিসের চাবি, ভেতরে যা যা দরকার সব আছে। রাইটিং প্যাড, কাগজ, পেনসিল, এমনকি টাইপরাইটার পর্যন্ত।"

"তোমার জবাব নেই," বলল জো।

"এবারের কাজটা কি?" জানতে চাইল শার্লি।

"নিউ ইয়র্কের ওপর গল্প" জো বলল, "এর বেশি এখনও জানিনা।"

"নিশ্চয়ই খুব চাহিদা হবে এমন গল্প", শার্লি বলল, "এজেকেও আগে কখনও এত ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে দেখিনি।"

"আমারও তাই মনে হয়।" জো বলল, "আমি সকালের দিকে থাকব, এখন কয়েকটা টেলিফোন করব।"

"আমার কিছু করার থাকলে জানাতে ভুলে যেয়োনা। আচ্ছা গুডলাক জো।"

"ধন্যবাদ, শার্লি" বলে স্টেনো পুল থেকে বেরিয়ে চাবি দিয়ে নিজের অফিসঘরের দরজা খুলল, ভেতরে একটা ছোট ডেসক তার দু'পাশে মুখোমুখি দুটো চেয়ার। দু'জন লোক দুটো চেয়ার দখল করলে আর কারও দাঁড়াবার মত জায়গা ভেতরে নেই। তাদের হয় দরজার বাইরে নয়ত টানা করিডোরে অপেক্ষা করতে হবে। চেয়ারে বসে টেলিফোনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জো। কিন্তু সে ডায়াল ঘোরাবার আগে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকিয়ে বলল, "জো ক্রাউন।"

"জুডি ওঁহোয়ান", ওপাশ থেকে এক যুবতী চাপা গলায় বলে উঠল, "শুনলাম আজ রাতে আপনার সঙ্গে আমার ডেট।"

"আমিও তাই শুনেছি" জো বলল।

"আমার মর্জির কত জানেন?"

"তার মানে?"

"রাতের [illegible] আমার শোয়ানোর মর্জির [illegible]

"দাঁড়ান", জো বলল, "একথা কেউ আমায় আগে বলেনি, এ জে আর ওর ব্যাংকারের ডিনারে আপনাকে নিয়ে যাবার দায়িত্বটুকু আছে আমার ওপর তার বেশি কিছু নয়। আপনি যা বলছেন স্টুডিওর পাবলিসিটি দপ্তরের তা মেটানোর কথা।"

"পাবলিসিটি দপ্তর উল্টো গাইছে ওরা বলছে আমার টাকাকড়ি মেটানোর দায় আপনার শুনুন মিঃ ব্রাউন, এটা আমার পেশা, অনেক রকম খরচ আমার মেটাতে হয়। আমি কোথায় থাকি জানেন? সানসেট টাওয়ার্সের অ্যাপার্টমেন্টে। এখানে ফি হপ্তায় ঘরভাড়ার পেছনেই খরচ হয় পুরো তিনশো ডলার। আপনার স্টুডিও হপ্তায় মাত্র একশো পঁচিশ ডলার দেয়। আমার ঐ টাকার ওপর ভরসা করে বেঁচে থাকা যায়?"

"যে ছবির গল্প আমি লিখছি তার মুখ্য নারী চরিত্রে আপনাকে নেয়া হবে একথা পাবলিসিটি থেকে আপনাকে জানানো হয়নি?"

"একথা ত আগাগোড়াই শুনে আসছি", ওপাশ থেকে জুডি আঁতোয়ানের ব্যঙ্গের হাসি আছড়ে পড়ল জো-র কানের পর্দায়—"আমাকে নায়িকা করা হবে এই গল্প কম করে একহাজার বার আমায় শোনানো হয়েছে।"

"এ জে নিজে আমায় যা বলেছেন তাই আপনাকে শোনালাম, গল্পের কথা বলতে পারব না। ওঁর ব্যাংকার এ ছবিতে টাকা ঢালবেন, উনিই আজ রাতে আপনার খদ্দের হবেন। আমার কাজ হল ডিনারের পরে আপনাকে ওঁর হোটেলের কামরায় পৌঁছে দেয়া তারপর নিচে ককটেল লাউঞ্জে বসে থাকা। কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনাকে আপনার আস্তানায় পৌঁছে দিতে পারলে আমার ছুটি। আমি আগে ভেবেছিলাম সব ঠিক ঠাক আছে। আপনি যে মাঝখানে ঝামেলা পাকাবেন তা জানা ছিল না।"

"অত কি বড় বড় কথা বলছেন মশাই", মেয়েটির গলায় ক্ষোভ ফুটে বেরোল। "রাতের বেলা শরীর বেচে রোজগার করা পুরোপুরি আমার নিজের ব্যাপার, আপনাদের স্টুডিওর কন্ট্রাক্টে এ কাজ করতে আমায় মানা করা হয়নি।"

"শুনুন আমার সময়ের দাম আছে," জো গলা অল্প চড়াল, "এবার শুধু বলুন আমার করার মত কি কাজ আছে?"

"আমার মজুরি ঐ দুশো ডলার দিয়ে তবেই আমায় যে জাহান্নমে নিয়ে যাবার যাবেন, নয়ত আগেই বলে রাখছি বাড়ি থেকে এক পাও আমি বেরোব না। লাইন ছাড়ার আগে বলে দিন টাকাটা নিয়ে আসছেন কিনা। আমি সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বাড়ি আছি।"

"কি হচ্ছে, জুডি" জো এবার মেয়েটিকে ঠাণ্ডা করতে চাইল, "আমার প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ পর্যন্ত তোমার নেই?"

"কৃতজ্ঞতা? আপনার প্রতি?" ওপাশ থেকে চাপা ব্যঙ্গের হাসি ভেসে এল, "কোন দুঃখে মশাই?"

"বাঃ, এত শীগগির ভুলে গেলে? আমার আগের ছবির পরিচালক রে স্টার্টের সঙ্গে তুমি আলাপ করতে চেয়েছিলে, মনে পড়ে? আমি ত তোমায় ওঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"আমার মনে পড়ছে না।" পেশাদারী গলায় জবাব দিল মেয়েটি, "সব খদ্দেরই একরকম, খালি ফোকটে গতর কেনার ধান্দা। টাকা চাইলে তখনই নানান গপ্পো ফাঁদে।"

"আমি গল্প ফাঁদছি না।" নিজের গলা জো-র নিজের কানে অসহায়ের মত শোনাল, গলা জলে ডোবা মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায় হুবহু তেমনই ভাবে একটা ঘটনা তার মনে পড়ে গেল। "বেশ, একটা দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, মনে পড়ে জুডি, স্টুডিওতে আমার কামরায় একটা শোফা রাখার জায়গা নেই বলে তুমি আমি দু'জনে একদিন দেয়ালে ঠেস দিয়েই একটু টয়ো মানে কিছুক্ষণ মজা লুটেছিলাম, মনে পড়ে সে কথা?"

"বলছি ত আমার মনে পড়ছে না। ওসব বাজে ছেঁদো তাপ্পি মেরে কোনও লাভ হবে না। আপনি আমায় টাকা দেবেন কিনা তাই বলুন। এখন নেই বুঝি? ঠিক আছে আমার টেলিফোন নম্বর ত জানেন, টাকা যেখান থেকে যেমন করে হোক জোগাড় করে আমার টেলিফোন করে জানিয়ে দিন? আপনার সঙ্গে বাজে বকবক করার সময় আমার নেই।" বলে লাইন ছেড়ে দিল মেয়েটি। অসহায় চাউনি মেলে কিছুক্ষণ টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে রইল জো, তারপর রিসিভার তুলে এজের অফিসের নম্বর ডায়াল করল। ক্যাথির গলা পেতে বলল, "জো বলছি, এজের সঙ্গে জরুরি দরকার, ওঁকে লাইন দাও।"

"কিন্তু উনি ত চলে গেছেন। আজ আর আসবেন না।"

"কিন্তু আমাকে ওঁর সঙ্গে কথা বলতেই হবে ক্যাথি।"

"সরি, জো বিশ্বাস করো, আমার কিছুই করার নেই", ক্যাথি বলল, "এজে বাড়ি চলে গেছেন, বাড়িতে ওঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা যাবে না। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার আগে নয়।" ক্যাথি বলল, "খুব জরুরি দরকার?"

"খুব জরুরি", জো বলল, "উনি যাকে মুখ্য নারী চরিত্রে নামাতে চান সে আসলে একটা পেশাদার খানকি, আজ এজে আর ওঁর ব্যাংকার ওকে ডিনার খাওয়াবেন আমায় দালাল হয়ে ঐ মাগীকে নিয়ে যেতে হবে সেখানে। মাগী খানিক আগে আমায় টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছে ওর মজুরি দুশো ডলার। সেটা আগাম না পেলে ও বাড়ি থেকে এক পাও বেরোবে না।"

"এত দেখছি যাচ্ছেতাই ব্যাপার।" চেঁচিয়ে উঠেই নিজেকে সামলে নিল ক্যাথি, বলল, "আমি তোমায় সাহায্য করতে পারতাম জো, কিন্তু ক্যাশিয়ারের অফিস ত তিনটেয় বন্ধ হয়ে গেছে।"

"ঠিক আছে, সোনামণি", এক মুহূর্ত কি ভেবে জো বলল, "এ নিয়ে ভেবো না। আমি ঠিক যাহোক করে জোগাড় করে নেব।" উল্টোদিক থেকে ক্যাথি কিছু বলল না। রিসিভার নামিয়ে জো জ্যাকেটের পকেট থেকে চামড়ার ওয়ালেট খানা বের করল। অল্প কিছুক্ষণ আগে ম্যাপ্পি কিহো কোকেনের দাম বাবদ নগদ সাড়ে সাতশো ডলার গুনে দিয়েছেন। নোটগুলো একসঙ্গে ভেতরে ঢোকানোর ফলে ওয়ালেটটা ফুলে ঢোল হয়ে আছে, ওয়ালেটের ভেতর থেকে গাদাগাদা নোট বের করল জো, সাবধানে চারটে পঞ্চাশ ডলারের নোট বের করে অন্য পকেটে রাখল। বাকি নোটগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে ওয়ালেটখানা আবার জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে চালান করল জো।

এবার সে তৈরি। কাজ আদায়ের জন্য এ পর্যন্ত কখনও কোনও মাগীকে পয়সা দেয়নি জো, তা ওর ধাতে নেই। কিন্তু এটা তার রোজগারের ব্যাপার, এখন সে পাঁকে পড়েছে, আগে যেভাবে হোক বেরিয়ে তাকে আসতেই হবে। জুডি আঁতোয়ানের নম্বরটা বের করে রিসিভার তুলল জো: হ্যালো সানসেট টাওয়ার্স? বলছি। জুডি আঁতোয়ানের সঙ্গে খুব দরকার, জো বলল, ওকে লাইনটা দিন।

"হ্যালো", খানিক বাদে জুডির গলা পেতেই নিজের ডানহাতের মুঠো পাকাল জো, দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "জুডি আঁতোয়ান? জো ক্রাউন বলছি। শোন, তোমার গতর বেচার মজুরি দুশো ডলার নিয়ে আসছি সাড়ে পাঁচটার ভেতর। তৈরি থেকো, রাখছি", বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলার টাই বাঁধছে জো এমন সময় মটি এল শোবার ঘরে, পেছনে দাঁড়িয়ে বলল, "রোজার মুখে শুনলাম তুই আবার স্টুডিওতে যাচ্ছিস, সত্যি?"

আয়নার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল জো, টাই-এর গিঁটটা খুলে আবার বাঁধতে বাঁধতে বলল, "এ জে আমায় ডেকে নতুন কাজ দিয়েছো, নতুন ছবির কাজ পেয়েছি।"

"ছবিটা ভাল ত?" জানতে চাইল মটি।

"গোড়ায় সব ছবিই ভাল থাকে রে", গিঁটের শেষ ফাঁসটা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জো, "চোখ মেলে একবার দ্যাখ মটি, এই গিঁটটা পছন্দ হচ্ছে?"

"একটু বেশি বড় লাগছে যেন" খুঁটিয়ে দেখে বলল মটি।

"এই গিঁটটা একটু বড়ই দেখায়" আত্মবিশ্বাসে ভরা গলায় জো বলল, "এর নাম উইণ্ডসর নট। ফ্রাংক সিনাত্রা সবসময় টাই-এ এই নট দেন।" বলে হাত বাড়িয়ে ঘন নীল জ্যাকেটখানা টেনে নিল জো।

"ঐ সুট পরে চললি কোথায়?" কৌতূহলী গলায় জানতে চাইল মটি।

"এজে আজ পেরিনোতে ওর ব্যাংকারকে ডিনার খাওয়াচ্ছে, আমারও নেমন্তন্ন আছে।"

"এমন ত আগে দেখিনি", মটি বলল, "মাত্র তোরা তিনজন?

"না, আরও দু'জন নামকরা এজের বৌ আর স্টুডিওর কনট্রাক্টার আর আছে এমন এক উঠতি অভিনেত্রী."

জো বলল "আসলে এই মেয়েটার ফোটো দেখে এজের ব্যাংকার ক্ষেপে উঠেছে, তাই ডিনারের নেমন্তন্ন।"

"তা এর মধ্যে তোর ভূমিকা কি?" হেসে জানতে চাইল মটি।

"আমি মাগীর দালাল।"

"তুই চিনিস মেয়েটাকে?"

"চেনা পরিচয় বলতে যা বোঝায় তা নেই", জো বলল, "আসলে ছবির গল্পটা হবে নিউ ইয়র্কের ওপর, আমি নিউ ইয়র্কের লেখক বলেই কাজটা পেয়েছি ছবি তোলার টাকা ঢালবেন এজের ব্যাংকার। মেয়েটাকে উনি মুখ্য নারী চরিত্রে নামাতে চাইছেন তাই মেয়েটাকে ওর বাড়ি থেকে তুলে ওর কাছে হাজির করার দায়িত্ব এজে আমার কাঁধে চাপিয়েছেন।"

"মেয়েটার নাম কি?" মটি জানতে চাইল।

"জুডি, জুডি আঁতোয়ান, গায়ে ফরাসি রক্ত আছে।"

"নামও শুনিনি", মটি বলল, "ও আগে কোন ছবিতে অভিনয় করেছে?"

"এখনও পর্যন্ত একটা ছবিতেও মেয়েটা নামেনি," জো বলল, "তবু নতুন অভিনেত্রী হিসেবে গত তিনমাস ও স্টুডিওর কনট্রাক্টে আছে। ওর ফোটোতে স্টুডিওর চারদিক ছয়লাপ।"

"আর বলিস না", মটি মুখ বেঁকাল, "অভিনেত্রী না হাতি, ও আসলে একটা খানকি ছাড়া কিছু নয়।"

"এতদিনে একটা খাঁটি কথা বলেছিস", বলেই হুঁশিয়ার হল জো। মেয়েটির প্রসঙ্গে কোনরকম মন্তব্য করা তার উচিত হয়নি বেশ বুঝতে পারল। "তা এতসব জেনেশুনে এজে তোকে এই চাকরিটা দিতে গেল কেন," ব্যঙ্গের সুরে বলল মটি, "লেখক, না মাগীর দালাল, অভিজ্ঞতা কোনদিকে জেনেছে।"

"যা কি সব বকছিস", মৃদু প্রতিবাদ করল জো।

"নতুন কাজ দেবার লোভ দেখিয়ে তোকে করতে বলল, আর তুইও তখনই রাজি হয়ে গেলি", রাগ রাগ গলায় বলল মটি "এক্ষুণি তোর কাজ না করলে চলবে না, আমাদের অবস্থা ত এত খারাপ নয়। তোর হাতে কাজ নেই ত কি হয়েছে, আমি ত কাজ করছি, আমার ওপর ভরসা করে তুই আবার বই লেখার কাজে হাত দিতে পারতিস।"

"বই লিখে শেষ করাতে করতে অনেক সময় লেগে যাবে", জো বলল, "অতদিন বসে বসে খাবার মত টাকা আমাদের জমানো নেই, তুই ভুলে যাসনে এখন শুধু আমরা দুজন নই, আমাদের একটা বাচ্চাও আছে সে বড় হচ্ছে।"

"সে আমরা ঠিকই ম্যানেজ করতাম," মটি বলল, "মিঃ মার্কস আমায় প্রোমোশন অফার করেছেন। প্রোমোশন পেলে আমার মাসিক মাইনে দাঁড়াবে সাড়ে আটশো, তার সঙ্গে নানারকম বোনাস হয়ে দেড় থেকে দু হাজার দাঁড়াবে।"

"এত টাকা মাইনে হলে তোকে প্রচুর খাটতেও হবে," জো বলল।

"সে ত হবেই", সায় দিল মটি, "ফ্যাশন সিজনের সময় মাল কিনতে আমায় বছরে বেশ কয়েকবার বাইরে যেতে হবে।"

"বাইরে মানে কোথায়?"

"কখনও নিউ ইয়র্ক, কখনও প্যারিস", মটি বলল।

"একা যাবি?" জো জানতে চাইল "তোর ঐ ওপরওয়ালা তোর পিছু নেবে না?"

"না, তোর মন বড্ড নোংরা", বলেই নিজেকে সামলে নিল মটি, আর একটি কথাও না বলে চুপ মেরে গেল।

"মানছি আমার মন বড্ড নোংরা," ড্রেসারের দেরাজ খুলে নগদ টাকা বের করে পকেটে পুরে মটির দিকে পেছন ফিরে বলল জো, "কিন্তু ঐ ব্যাটা ওপরওয়ালা মিঃ মার্কসের মনও যে নোংরা নয় তা জানবি কি করে? নাঃ ভেবে দেখলাম যদি মাগীর দালালি করেই খেতে হয় তাহলে নিজের বৌয়ের বদলে এমন মাগীদের জন্য করব যাদের চিনি না, জানি না!"

নারকেল কুঞ্জে ঢোকার মুখে ককটেল লাউঞ্জের বারে একা বসে জো, শোরুম থেকে ভেসে আসা বড় ব্যান্ডের বাজনার প্রতিধ্বনি অনেকটাই ফিকে হয়ে ভেসে আসছে। অল্প আলোয় অপেক্ষা করার একঘেয়েমি কাটাতে এরই মাঝে পরপর দুটো ড্রিংক তার নেয়া হয়ে গেছে। জোর গ্লাস ফাঁকা হবার আগেই বারটেণ্ডার এগিয়ে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, ঝুঁকে পড়ে তার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, "আর কয়েক মিনিট বাদে নিচে শো শুরু হবে। আপনার টেবিল লাগবে?"

"না, ধন্যবাদ", বলে আপন মনে গ্লাসে আলতো চুমুক দিল জো। "ভর্তি করে দেব?" ইশারায় তার হাতে ধরা গ্লাসটা দেখাল বারটেণ্ডার। "না, না দুটোর বেশি আমি কখনও নিই না," বলে একটা সিগারেট তুলে ঠোঁটে গুঁজল সে, বারটেণ্ডার নিজের লাইটার জ্বেলে তার সিগ্যারেট ধরিয়ে দিতে আগুনের শিখায় ঘড়ির দিকে তার চোখ পড়ল এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

"আপনার ডেট-এর আসতে দেরি হচ্ছে?" নিঃসঙ্গ মানুষ ঠাউরে বিনীত গলায় জানতে চাইল বারটেণ্ডার।

"না," জো হাসল, "আমি নিজেই আগে এসে পড়েছি।"

লাউঞ্জের শেষপ্রান্তে একটা টেবিল ইশারায় দেখাল বারটেণ্ডার, "উনি না এলে ভাববেন না। ওখানে দুজন মহিলা বসেছেন, ভাল দেখতে দু'জনকেই। আমি ওঁদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতে পারি।"

"তোমায় কিছু করতে হবে না বাপু আমি ঠিক আছি," বলে কাউন্টারের ওপর তার সামনে পাঁচ ডলারের একটা নোট রাখল।

"আপনাকে সাহায্য করতে চাই, স্যার," বলে নোটটা পকেটে গুঁজল বারটেন্ডার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠল পেছনের বারে। বারটেন্ডার রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলে উঠল। মিঃ ব্রাউনকে চান? প্লিজ, একটু ধরুন, বলে জো-র দিকে তাকাল, জো ঘাড় নাড়তে রিসিভার কানে জোরে চেপে ধরল বারটেন্ডার তারপর নামিয়ে বলল, "আপনার ভেট বললেন লবিতে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।"

জো হোটেলের লবিতে আসতেই এলিভেটরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল জুডি। "সব ঠিক আছে ত?" জানতে চাইল জো।

"ঠিক আছে," জবাব দিল জুডি। দু'জনে পাশাপাশি বাইরে এল, কার পার্কিং অ্যাটেণ্ডান্টকে ডেকে জো তার গাড়ি আনতে বলল। অ্যাটেণ্ডান্ট গাড়ি আনতে এক ডলার বকশিস দিল জো। অ্যাটেণ্ডান্ট পেছনের দরজা খুলে দিতে জুডি উঠে বসল, জো বসল সামনে ড্রাইভারের সিটে।

"এবার কি বাড়ি যাবে?" হোটেলের চাতাল থেকে রাস্তায় নেমে জানতে চাইল।

"না, বাড়ি নয়", জুডি বলল, "আমার একটু ডেভস ব্লু রুমে নামিয়ে দাও না।"

"যেখানে বলবে নিয়ে যাব", বলে মোড় ঘুরতে যেতেই ট্রাফিকের লালবাতি জ্বলে উঠল। "যার কাছে ছিলাম সে খাঁটি লোক ত?" জো ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে জানতে চাইল জুডি।

"কার কথা বলছ, মিঃ মেটাক্সা?"

"হ্যাঁ," জুডি আমতা আমতা করে বলল, "সত্যিই উনি অতগুলো ব্যাংকের মালিক?"

"সেসব আমি জানি না।" ট্রাফিকের সবুজ বাতি জ্বলে উঠতে এঞ্জিন চালু করল জো, "এজে বলছিলেন কাল সকালে বিশ লাখ ডলার ধার দেবার কাগজপত্রে সইসাবুদ হবে, এর বেশি আমি আর কিছুই জানিনা।"

"উনি আমায় বলেছেন আমায় নিয়ে যে ছবিটা তুলবেন তাতে ঐ টাকাটা পুরো ঢালবেন।" খুশিখুশি গলায় জুডি নিজেই বলল "এখন আমি হপ্তায় একশো পঁচিশ ডলার পাচ্ছি ত। এজে বলেছেন নতুন কন্ট্রাক্টে এবার থেকে ওটা বেড়ে হপ্তায় পাঁচশো ডলার হবে। এজে আমার জন্য একটা নতুন অ্যাপার্টমেন্টও দেখছেন যাতে দরকার হলে রাত কাটাতে পারেন আমার সঙ্গে।

"এক লোকের কাছে যখন এত সুবিধে আদায় করেছো তখন বোঝাই যাচ্ছে গতর দিয়ে ঐ ব্যাংকারকে ভিরমি খাইয়ে দিয়েছো।" আড়চোখে জুডির দিকে তাকিয়ে প্রায় নিজের মনেই বলল জো।

"মোটেও না," জুডি বলল, "যা ভাবছো তার কিছুই হয়নি, উনি আমায় ছুঁয়েও দেখেননি।"

"সত্যি বলছ?" জো অবাক হল।

"সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো।" জুডি বলল, "আমি জামাকাপড় সব খুলে একদম উদোম হয়ে ওঁর সামনে দাঁড়ালাম কিন্তু উনি এমন হাবভাব দেখালেন যেন দেখেও দেখছেন না। এমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন যেন আমার গায়ে তখনও জামাকাপড় আছে। আমার ত মনে হচ্ছে আমি কখন জামাকাপড় পড়লাম তা উনি খেয়াল করেন নি।"

"আমার মাথায় ত কিছুই ঢুকছে না।" এর বেশি কথা জো-র মুখ দিয়ে বেরোল না।

জানালা দিয়ে একপলক বাইরের দিকে তাকিয়ে জুডি বলল, "তুমি মিকি কোহেনের নাম শুনেছো?"

"হ্যাঁ। সেই নামজাদা গুণ্ডা? খবরের কাগজে ওর বদমাইশির কথা অনেক পড়েছি।"

"বদমাশটার সঙ্গে আলাপ করবে?"

"আজ রাতে?" জুডির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জো।

"হ্যাঁ, ওর কাছেই ত যাচ্ছি।"

"ওর সঙ্গে আলাপ হলে সত্যিই খুশি হব," জো বলল, "কিন্তু এবার আমায় বাড়ি যেতেই হবে। যতক্ষণ না পৌঁছোব ততক্ষণ আমার বৌ মুখ ভার করে বসে থাকবে।"

"মিকি ঐ ব্যাংকার মিঃ মেটাক্সা সম্পর্কে অনেক কিছু জানে এবিষয়ে আমি নিশ্চিত", নিজের মনেই কথাটা বলল জুডি। আচমকা জো-র ভেতর যেন আলো ঝিলিক দিল, সে বলল, "মিকি কোহেনকে তুমি অনেকদিন ধরে চেনো, তাই না?"

"অনেকদিন ত বটেই।" সায় দিল জুডি, "আমি যখন নিউ ইয়র্কে ছিলাম তখন এই গুণ্ডা মিকিই হলিউডে যাবার বুদ্ধি আমায় দিয়েছিল, বলেছিল ফিল্মস্টার হতে গেলে যা যা দরকার সেসবই আমার আছে।"

জুডির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠতে আবার গাড়ি থামাল জো, বলল, "তাহলে মিকিই তোমায় হলিউডে নিয়ে এসেছে বলতে হয়।"

"আমরা দু'জনে দু'জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু," বলল জুডি।

সবুজ আলো জ্বলে উঠতে গাড়ি চালাতে জো ব্যস্ত হল বটে, কিন্তু তার মনে ততক্ষণে ভীষণ আলোড়ন শুরু হয়েছে—এজ্রের পরের ছবির গল্পের বীজ বাস্তব জীবনে এসে ঠেকেছে তার হাতের নাগালে। মিকি কোহেনের মত নিউ ইয়র্কের এক কুখ্যাত গুণ্ডার প্রেরণায় জুডি একদিন এসে জুটেছিল হলিউডে, আজ সেখানে তার আসন পাতা হতে চলেছে, জুডি হতে চলেছে হলিউডের অন্যতম ফিল্ম স্টার, হলিউডের রূপোলী আকাশের অন্যতম একটি তারা।

ডেভস ব্লু রুমের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল জো, এক মুহূর্তের জন্য জুডির সঙ্গে ভেতরে যাবার প্রবল তাগিদ অনুভব করল জো, তার পরেই বহু কষ্টে সংযত করল নিজেকে মিকির সঙ্গে আলাপ হলে তার গল্প লেখা সহজ হবে ঠিকই, কিন্তু সে সময় এটা নয়। তার আগে ব্যাংকার সম্পর্কে কিছু খবর জোগাড় করতে হবে তাকে। দারোয়ান পেছনের দরজা খুলে টেনে ধরতে জুডি হেসে ফেলল, জো-র দিকে ঘুরে ভদ্র সংযত গলায় বলল, "অজস্র ধন্যবাদ।"

"অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও তোমার সঙ্গ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি," একইরকম ভদ্র অথচ পেশাদারী গলায় বলল জো, "আগামিকাল স্টুডিওতে আমায় টেলিফোন কোর। আর হ্যাঁ, মিঃ মিকি কোহেনকে বোল ওঁর সুবিধামতন আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করব।" রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢোকার পরে জুডিকে যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ পেছন থেকে তার দিকে তাকিয়ে রইল জো, তারপর বাড়ির দিকে গাড়ির মুখ ঘোরাল।

আঠারো

"চিত্রনাট্যের স্ক্রিপ্ট খুব সুন্দর হয়েছে," টেলিফোনে এজ্রে-র গলা শুনতে পেল জো, "খুব ভাল লিখেছো, তবে অন্যদিকে কিছু মুশকিল হয়েছে।"

"ঠিক বুঝতে পারছিনা কি বলছেন," জো বলল।

"তুমি জুডির কোনও টেস্ট দেখেছো?"

"না," জো বলল, "কেউ ত আমায় দেখতে বলেনি।"

"প্রোজেকশন রুম বি-তে আমি আছি, তুমি ওখানে চলে এসো," এজ্রে বলল, "তাহলে বুঝতে পারবে আমি কি বলছি।"

চিত্রনাট্যের ধপধপে সাদা বাঁধানো স্ক্রিপ্টখানা পড়ে আছে তার ডেসকে, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে মনে একটা ছোট ধাক্কা খেল জো, তিন মাস ধরে হাড়ভাঙ্গা খেটে মনের মত ঐ স্ক্রিপ্টখানা নামিয়েছে সে। ওটা নিয়েই প্রোজেকশন রুমে যাবে কিনা ভাবল জো, কিন্তু পরক্ষণে বুঝল ওতে কোনও লাভ হবে না। ওটা ডেসকের ওপর রেখে তাই সে ঘর থেকে বেরিয়ে স্টুডিওর প্রোজেকশন রুম বি-তে গিয়ে ঢুকল। এজে একা নয়, ব্যাংকার মিঃ মেটাকসা, ছবির পরিচালক রেস্টার্ণ, এঁরাও জুটেছেন। আরও একজন লোক তাঁদের সঙ্গে বসে আছে কিন্তু জো আগে তাকে দেখেনি।

"এস জো," অচেনা লোকটিকে ইশারায় দেখাল এ জে, "ইনি মিকি কোহেন, এঁর সঙ্গে হাত মেলাও।" ছোটখাটো গাঁট্টাগোঁট্টা লোকটির দিকে তাকাল জো, মিকি কোহেন নিউ ইয়র্কের গুণ্ডা, জুডি আঁতোয়ানের বন্ধু। তার মনে পড়ল জুডি বলে ছিল এই মিকির প্রেরণাতেই সে এসেছে হলিউডে ফিল্মে অভিনয় করবে বলে।

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যিই খুশি হলাম।" মিকির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল জো।

"আপনার নাম আমিও জুডির মুখে অনেক শুনেছি জো," তার হাত নিজের বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় নিয়ে লোকটি বলল, "আপনি আমায় মিকি বলবেন।"

"ধন্যবাদ", জো বলল।

আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে এজের পাশের সিটে বসে পড়ল জো। পর্দার বুকে ফুটে উঠল জুডির স্ক্রিন টেস্ট—জুডি তার চরিত্রের সংলাপ বলছে, গাইছে, নাচছে। সাদা কালো আর রঙিন, দু'রকমই আছে। একটানা পনেরো মিনিট তারা বসে বসে ঐ টেস্ট দেখল খুঁটিয়ে। অত্যন্ত যাচ্ছেতাই, জুডির টেস্ট যে এত বিশ্রি আর বাজে হবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি জো। "সবই কি খারাপ এসেছে?"

না, একরাশ নৈরাশ্যের মাঝেও একটু আশার আলো আছে, রঙিন ফিল্মের টেস্ট ভাল এসেছে—'ওয়ান পিস বেদিং সুট পরে সমুদ্রের তীর ধরে ছুটে চলেছে জুডি। ক্যামেরার দিকে ছুটে আসছে। আচমকা এক বিশাল ঢেউ তার সামনে খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়তে সেই ঢেউ-এর ফেনায় গা ভাসিয়ে দেয় জুডি, জলে সাঁতার কাটতে কাটতে ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায়, তার দেহের প্রত্যেকটি গোপন জায়গা ধরা পড়ে লেনসে—চওড়া বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা দুটি স্তনবৃন্ত এমনকি রেশমের মত পাতলা ফিনফিনে সুইম সুটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা অবাধ্য কোঁকড়ানো যৌন কেশও ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। এটা সাউণ্ড টেস্ট নয় তাই কোনও শব্দ এখানে শোনা যাচ্ছে না। জুডির মুখের ক্লোজ আপ-এ ফিল্মের টেস্ট রিল শেষ হয়েছে। সাগরতীরে দৌড় শেষ করে খুব জোরে শ্বাস নিচ্ছে জুডি, পর্দায় চোখমুখের হাবভাব খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় চরম পুলক উপভোগ করছে, তার মানে খানিক আগে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে কারও সঙ্গে। রিল শেষ হতে পর্দা কালো হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হলে আলোগুলো দপদপ করে জ্বলে উঠল।

জো-র মুখে কথা নেই। প্রযোজক, পরিচালক সবাই মুখ চুপ করে তাকিয়ে আছে এজের দিকে। এজে-র মন্তব্য, তার মানসিক প্রতিক্রিয়া জানতে উদগ্রীব সবাই। "এইভাবে নিজেদের কপাল নিজেরা পোড়াচ্ছি আগে জানলে—" কথা শেষ না করে চুপ করে গেল এজে।

"হয়ত ওর আরও কোচিং দরকার," বললেন ফিন্যানশিয়ার মিঃ মেটাকসা।

"কোচিং-এর কথা বলছেন?" চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল এজে, "হলিউডের সেরা কোচদের দিয়ে টানা তিনমাস ওর কোচিং-এর ব্যবস্থা করেছি, সবাই ওর ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এবার সত্যিই আমাদের বারোটা বাজল। প্রধান মুখ্য চরিত্রে স্টিভ কোকরানকে পনেরো হাজার

ডলার দিয়ে সই করিয়েছি, দ্বিতীয় মুখ্য চরিত্রে সই করিয়েছি ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-এর প্যাট ও ব্রায়ানকে ওকে দিতে হয়েছে দশ হাজার। পর্দায় ওর তলপেটের দিকে একবারও দেখেছেন? ভেতরের জিনিসটা যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে মনে হচ্ছিল। ব্যালে নাচিয়েরা আণ্ডারপ্যান্ট পরলে তাদের পুরুষাঙ্গ আর অণ্ডকোষ বাইরে থেকে যেমন ফুলে ওঠে ঐ মাগীরটা তার চেয়েও বড় দেখাচ্ছিল। বেদিং স্যুটের নীচে শর্ট স্কার্ট না পরালে ওর ছবিও সেন্সরের সার্টিফিকেটই পাবে না।"

"আমাদের মোট খরচের ধাক্কাটা কত, এজে?" জানতে চাইলেন ছবির ফিন্যানশিয়ার মিঃ মেটাকসা।

"তা কম করে দু'লাখ ডলার ধরে নিন," এজে শুকনো গলায় জবাব দিল, "এর মাঝেই প্রায় পঁচাত্তর হাজার ডলার রঙিন ফিল্ম কেনা বাবদ খরচ হয়ে গেছে।"

"এখন ওর কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বীমা কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে পুরো টাকাটা পাওয়া যাবে না?" জানতে চাইল নিকি কোহেন, জুডির একদা প্রেমিক ও নিউইয়র্কের গুণ্ডাজগতের সর্দার।

"ছবির প্রোডাকশনের কাজ শুরু হবার আগে টাকা পাবার প্রশ্নই আসবে না।" এজে জবাব দিল, "তাছাড়া ঐসব ঝুঁকি আমরা নিতে পারব না।"

"কথাটা মাথায় এল তাই বললাম" কোহেন বলল।

"সত্যিই ভারি বিশ্রি ব্যাপার," পরিচালক রে স্টার্ণ বললেন, "জো-র লেখা স্ক্রিপ্টে আমি চোখ বুলিয়েছি, এত ভাল চিত্রনাট্য খুব কমই লেখা হয়েছে হলিউডে। আমি আরও কাজে হাত দেব বলে মুখিয়ে আছি। এক কাজ করলে হয়না? এই মেয়েটাকে বাদ দিয়ে ইউনিভার্সাল-এর ইভন ডি কার্লো নয়ত মারিয়া মন্তেজকে দিয়ে ছবিটা তুলতে পারি।"

"চাইলেই তা হয়না," এজে বলল, "জুডি অ্যাতোয়ানের ছবি বলে আমরা আগেভাগেই ঢাকঢোল পিটিয়ে বসে আছি, এখন ওকে বাদ দিলে কি দাঁড়াবে ভাবতে পারো? যারা ঐ ছবি সিনেমা হলে আগাম বুক করেছে তারা জুডি আঁতোয়ান নাম শুনেই বুক করেছে তাও মনে রেখো।"

"আগে কোন স্টোরি আমরা ওদের বিক্রি করিনি?" জানতে চাইল জো।

"না, শুধু জুডির পিন আপ ফোটো ওদের বিক্রি করেছি," এজে বলল "তাতেই ও এত ফেভারিট হয়ে গেছে।"

"শীনা, কুইন অফ দ্য জাংগল নামটা কি রকম?" জো জানতে চাইল।

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?" এজে দু'চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকাল, "ঐ নামটা মনোগ্রাম কোম্পানি কিনে রেখেছে তা তুমি ভালই জানো, জো।"

"তাহলে 'আমাজনের লড়াকু রাণী,' জো বলল," নাম আর গল্পের প্লটের এত অভাব? স্টোরি লাইন হবে এরকম, স্টিভ আর প্যাট একটা মালবাহী প্লেন চালাচ্ছে, অ্যাটলান্টিকের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। একটা দ্বীপের গভীর জঙ্গলে প্লেনটা ভেঙ্গে পড়ে। আমাজন বা লড়াকু জংলি মেয়েদের এক বিলুপ্ত গোষ্ঠী ঐ জঙ্গলে টিকে ছিল, জুডি হল তাদের রাণী। এই প্লটের ওপর আমরা হাজারবার ছবি করেছি, সব ক'টাই ভাল চলেছে। এ ছবিতে আমাদের শুধু দরকার একগাদা জংলি টাইপ মেয়ে হাজার কোচিং পেলেও যারা সভ্য ভব্য হবে না, গাছের বাকল নয়ত লতাপাতা কোমরে জড়িয়ে যারা তলপেট ঢাকে, এসব মেয়েদের রাণী হবার মত মেয়ে হল জুডি, ওকেও ত কোচিং করে সভ্য ভব্য করা যায়নি। এ গল্পে পুরো এক লাইন সংলাপও ওকে বলতে হবে না। টার্জেনের ছবি দেখেছেন ত,

এ ছবিতে জুডি হবে মেয়ে টার্জেন। তুমি স্টিভ আনি জুডি এসো, শোয়া যাক। এই হল স্টোরি লাইন।"

এজে মন দিয়ে সব শুনল, তারপর প্রথমে জো তারপর বাকি সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে গল্পটা ভালই লেগে যাবে। স্ক্রিপ্ট করতে ক দিন লাগবে?"

"যদি বলেন ত দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে মাল নামিয়ে দেব।"

"আপনার কি মনে হয়?" এজে তাকাল ব্যাংকারের দিকে, "আপনি ত ছবির ফিন্যানশিয়ার, স্টোরি লাইন কেমন লাগল?"

"ছবির ব্যাপারে আমি কিছু জানিনা মশাই," ব্যাংকার জবাব দিলেন, "এ ব্যাপারে আমার কোনও ধারণাই নেই। একটা স্পটও তোলা হচ্ছে না এদিকে আমি জলের মত টাকা ঢালছি তা আমার বরদাস্ত হবে না।"

"গল্পটা আমার বেশ লেগেছে," গুণ্ডা সর্দার নিকি কোহেন ইশারায় জো-কে দেখাল, "ওঁকে লেগে যেতে বলুন।"

"নাও, এবার স্ক্রিপ্টটা চটপট লিখে ফ্যালো।" জো-কে বলল এজে।

"এ ত নতুন কাজ," জো বলল, "টাকাকড়ি কি দেবেন?"

"আমার এই দুঃসময়," এজে তার দিকে তাকাল, "এর মধ্যে টাকাকড়ির কথা তুমি ভাবছো কি করে?" জো জবাব দিল না। নতুন গল্পের স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য বাড়তি টাকার কথা সত্যিসত্যি ভাবেনি সে। যে গল্পের স্ক্রিপ্ট সে লিখেছে তার বাকি পারিশ্রমিকটুকু আদায় করার চেষ্টা করছিল। যে গল্পের ওপর ছবি তোলার কথা হয়েছিল তার চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়া জমা দিয়েছে সে। এজে তা পছন্দও করেছে। এবার আরও কাটছাঁট করে চূড়ান্ত রঙ দেবার মুখেই সেটা বাতিল হল, যার ফলে তার পাওনা বাকি পাঁচ হাজার ডলার দিতে এজে আর বাধ্য থাকবে না। জো কি ভাবছে এজে আঁচ করেছে সে বলল, "তুমি ভেবোনা, নতুন স্ক্রিপ্ট মন দিয়ে লেখো। আমি তোমার বকেয়া পাওনা সব মিটিয়ে দেব, তাছাড়া এ ছবির কাজ শুরু হলে বাড়তি এক হাজার ডলারও তোমায় দেব।"

"ঠিক আছে," জো এবার বাকি সবার দিকে তাকাল। "আমার কাজে হাত দিতে হবে তাই আপনাদের অনুমতি নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। পরে দেখা হবে।"

রুলটানা হলদে রাইটিং প্যাডে ঘণ্টাখানেক খেটেখুটে নতুন গল্পের খসড়ার অনেকগুলো নোট লিখল জো, একবার চোখ বুলিয়ে দেখল মোটামুটি স্টোরি লাইন একটা গড়ে উঠেছে। খুশি মনে এবার টেলিফোনের রিসিভার তুলে স্টেনো পুলের ডায়াল করল।

"হ্যাল্লো জো," শার্লির গলা উল্টো দিক থেকে ভেসে এল, "কি হল?"

"তোমার দিক থেকে একটু মদত দরকার, শার্লি।"

"ওটা দেবার জন্যই আমি আছি," শার্লি বলল, "কেমন মদত, কি ধাঁচের মদত চাই এসব খুলে বলো, তবে না—

"ইউনিভার্সাল আর কলম্বিয়ার তৈরি কিছু রগরগে ছবির স্ক্রিপ্ট আমায় দিতে পার? ওদের স্টাইলটা একটু দেখতাম।"

"বুঝেছি," শার্লি বলল, "কাল সকালে পেলে হবে ত?"

"তাহলে ত খুবই ভাল হয়।"

"জো," ওপাশ থেকে শার্লির চাপা গলা স্পষ্ট শুনতে পেল জো, "মেয়েটার টেস্ট খারাপ হয়েছে না?"

"খুব কম করে বললে," জো বলল, "খারাপের চেয়েও বাজে কিছু থাকে তাহলে ওর টেস্ট হয়েছে সেরকম।"

"শুনে খারাপ লাগছে," শার্লি বলল, "খেটেখুটে এত চমৎকার স্ক্রিপ্ট লিখলে, অথচ......। জো, মিঃ কোহেন নামে এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

"ওঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও।" বলে রিসিভার নামিয়ে উঠে দাঁড়াল জো। খানিক বাদে শার্লি বাইরে থেকে দরজা খুলে দিলে মিকি কোহেন ভেতরে ঢুকল, শার্লি বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল। জো ইশারা করতে তার মুখোমুখি চেয়ারে বসল মিকি।

"এই তোমার অফিস?" ছোট খুপরি ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল মিকি, "অফিস না বলে আলমারি বলা উচিত।"

"যা বলেছো।" জো হাসল, "আমি আলমারির ভেতর বসে লেখালেখি করতে ভালবাসি।"

"আমি এখানে কি করছি নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছো?" জো-র চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল মিকি।

"তোমার কাজকর্ম নিয়ে ত আমার মাথা ঘামানোর কথা নয়," জো বলল, "সব কথা খুলে বলার দরকারই বা কি!"

"তোমার বাবা আমায় চেনে," মিকি বলল, "ব্রুকলিনে থাকতে ও আমার খুব কাছের মানুষ ছিল, কেমন আছেন।"

"বাবা আছেন একরকম," জো বলল।

"এখনও সেই মুর্গীর কারবার নিয়েই আছে?"

"সেই মুর্গীর কারবার," ঘাড় নেড়ে বলল জো।

"দেখা হলে ওকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে ভুলো না।"

"আমি ভুলব না।"

"খাতায় কলমে না হলেও এখানে আমি জুডির ম্যানেজার হয়ে এসেছি।" বলে তাকাল তার দিকে, "তোমার কি মনে হয়, ওকে দিয়ে চলবে?"

"আমি স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দেব," জো বলল, "বাকিটুকু নির্ভর করছে এজে-র ওপর।"

"উনি ত সিধে পথ ধরে হাঁটছেন," মিকি বলল, "ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-এর সঙ্গে ও'ব্রায়েন-এর যে চুক্তি হয়েছিল তা থেকে উনি সরে এসেছেন।"

"ও'ব্রায়েন আর যাই করুক এসব ছবি করতে পারে না।" জো বলল, "পরিচালকও শুনলাম সেলাম করে সরে পড়েছেন," মিকি বলল, "এসব ছবি উনি আর করবেন না বলেছেন।"

"পরিচালক গণ্ডা গণ্ডা মিলবে" জো বলল, "ক'জন চাই? ও নিয়ে কোনও ঝামেলা হবে না।"

"আগে ঠিক ছিল ছবি তৈরি করতে ত্রিশ দিন লাগবে," মিকি বলল, "এজে কেটে ছেঁটে সেটা বারো দিনে এনেছেন।"

"ঠিকই করেছেন," জো বলল, "এ ছবি তুলতে তার বেশি সময় লাগেনা।"

"মেটাক্সার খুব ভাবনা হচ্ছে।" মিকি বলল।

"ও টাকা ঢালছে, মেয়ে জোগাড় করেছে," জো বলল, "ভাবনা হওয়াই ত স্বাভাবিক।"

"ভুল বললে," মিকি হাসল, "টাকা বা মেয়ে কোনটাই মেটাক্সা জোগাচ্ছে না।"

একটি কথাও না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাল জো। "নিউ ইয়র্কের জজ-এর নাম শুনেছো?" মিকি বলল, জো ঘাড় নাড়ল। "নিউ ইয়র্কে যত মাফিয়া পরিবার আছে তাদের কারবার সংক্রান্ত সবরকম খেয়োখেয়ির বেসরকারি মীমাংসাকারীকে সবাই জজ নামে চেনে।

"মেটাক্সা হল ঐ জজ-এর লোক," মিকি বলল, "ফিল্মের কারবার ওদের কাছে লাভজনক তাই স্টুডিওকে ওরা এত টাকা ধার দিচ্ছে। এটা বৈধ কারবার। পরিষ্কার, এতটুকু কালো নেই। জজের বৌ বেচারি অস্থির হয়ে উঠেছিল বলেই জুডিকে এখানে সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছি।"

"জুডি একথা জানে?" মিকির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল জো।

"খুব ভাল জানে," মিকি বলল, "ওরা এসব ভেবে সময় নষ্ট করে না। দুনিয়ায় দিনরাত নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথা ভাবে না জুডি, ওর যত ভাবনা চিন্তা শুধু নিজেকে নিয়ে।"

"তুমি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো।" একমুহূর্ত চুপ করে থেকে জো বলল, "যতদূর সাধ্য আমি করব।"

"কাজটা উৎরে দিলে আমাদের তরফ থেকেও তোমায় ভালরকম পুষিয়ে দেব," বলে উঠে দাঁড়াল মিকি, দরজার কাছে এসে বলল, "এখানকার খবর তুমি সময় সময় আমায় জানিয়ো। ডেভ্‌'স ব্লু রুমে সংক্ষেপে খবরটা পৌঁছে দিলেই জেনে যাব। দিনে রাতে যখনই হোক মনে করে জানিয়ো। আমি পরে আবার কথা বলব তোমার সঙ্গে।"

"ঠিক আছে," জো বলল। ঘাড় নেড়ে সংক্ষেপে অভিবাদন জানিয়ে মিকি বেরিয়ে গেল জো-র খুপরি অফিস থেকে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল জো। সত্যি সত্যি কিছু পাল্টায় না। মাথার ওপর নিশ্চয়ই কোথাও কেউ একজন আছে। সামনে রাখা প্যাডের কাটাছেঁড়া খসড়ার দিকে চোখ পড়তে আপনমনে হাসল জো। এজে-ত নামেই এই স্টুডিওর মালিক কিন্তু আসলে যে লোক আড়াল থেকে তাকে সুতোয় বেঁধে মালিকের ভূমিকায় নাচাচ্ছে তার পরিচয় কি জানে এজে? প্রশ্নটা নিজের মনকে করল জো।

জো-র বাড়ি পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত আটটা বাজল। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মুখে নিচে রান্নাঘর থেকে রোজা তাকে দেখতে পেয়ে বলল, "আধঘণ্টা বাদে ডিনার দেব ত?"

"দিস", বলে ওপরে এসে শোবার ঘরে ঢুকল। ঠিক তখনই বাথরুম থেকে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বেরোল মটি। মুখ তুলে তাকাতে জো ঝুঁকে পড়ে চুমু খেল তার গালে।

"বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে," বলল মটি।

"সত্যিই আজ আমি বড় ক্লান্ত।"

"একটু কিছু খাও," মটি বলল, "রোজা কাটলেট বানাচ্ছে।"

"বাঃ খাসা!" জো বলল বটে, কিন্তু নিজের গলা নিজের কানে কেমন মরা মরা ঠেকল। জো-র নিষ্প্রাণ গলা মটির কানও এড়াল না। আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "কি হয়েছে বলো ত?"

"যে ছবির স্ক্রিপ্ট লিখলাম তার বারোটা বেজেছে," চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললন জো, "বাজিয়েছে ঐ জুডি, ওর সবকটা টেস্ট মাঠে মারা গেছে। ওকে দেখতেই যা রসাল, কিন্তু ভেতরে সার বলতে কিছু নেই। নাচ, গান, অভিনয়, কিছুই ও জানেনা। ক্যামেরার সামনে শুধু ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। এজে-র মাথায় টাক ত আগেই পড়েছে, সেই টাকের আশেপাশে যে ক'গাছা লোম এখন লেগে আছে রাগে দুঃখে সেগুলোও এবার মুঠো করে ওপড়াচ্ছে। ওর দু'লাখ ডলার এরই মাঝে খরচ হয়ে গেছে। ঐ মেয়েকে দিয়ে এই স্ক্রিপ্টের সংলাপ বলানো কারও কম্মো নয়।"

"তাহলে?" মটির গলায় অল্প উদ্বেগ ফুটে বেরোল, "ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এজে তাহলে এবার কি করবে?"

"আমার মাথায় একটা আইডিয়া এল," জো বলল, "আগে যেসব রগরগে ম্যাগাজিনে গল্প লিখতাম মনে পড়ে? তাদের একটায় আমার একটা গল্প ছেপেছিল অ্যামাজনের লড়াকু রাণী। গল্পটা মনে পড়তে ওদের বললাম, নতুন গল্প মনে করে ওরাও তা তখনই কিনে নিল।"

"ম্যাগাজিনে তোমার ঐ গল্প আগে ছাপা হয়েছে ওদের বলেছো?"

"আমি কি অতই বোকা? বললাম একটা নতুন আইডিয়া মাথায় এসেছে। ওরা তখনই লুফে নিল।"

"আমার ত বিশ্বাসই হচ্ছে না।" মটি বলল।

"বিশ্বাস প্রথমে আমারও হচ্ছিল না।" জো বলল, "কিন্তু এবার দু'হপ্তার ভেতর আমাকে ঐ গল্পের স্ক্রিপ্ট তৈরি করতেই হবে।"

"তাহলে স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ যতদিন চলবে ততদিন তুমিও ফি হপ্তায় কিছু টাকা কামাবে, কেমন?"

"শুধু কামাব তাই নয়," জো বলল, "ছবির কাজ শুরু হলে আরও এক হাজার ডলার পাব।" জ্যাকেট খুলে খাটে ছুঁড়ে ফেলে জো বলল, "স্নান সেরে খেতে বসব।"

"মেয়েদের ফ্যাশনের নতুন দিক সম্পর্কে লেখাগুলো পড়েছো?" ভেতরের আবেগ চাপতে না পেরে জো-র পেছন পেছন বাথরুমে এসে ঢুকে পড়ল মটি, "যুদ্ধের আগে যা শুরু হয়েছিল প্যারিসে।"

"এসব খোঁজ আমি রাখিনা।" বলতে বলতে গরম জলের কল খুলে দিল জো, জল গরম হবার ফাঁকে জানতে চাইল, "ব্যাপারটা কি?"

"ফ্যাশনের দুনিয়ায় ঝড় তুলবে এমন ডিজাইনের পোশাক বিক্রি লস এঞ্জেলসে আমাদের দোকান দিয়েই প্রথম শুরু হবে এটাই চান মিঃ মার্কস। নিউ ইয়র্কে সেভেন্থ অ্যাভিনিউ-এ আমাদের ড্রেস হাউস খবর পাঠিয়েছে আসছে হপ্তার ভেতরে ঐ সব ঝড় তোলা ফ্যাশন ডিজাইনের পোশাক ওদের কাছে পৌঁছে যাবে। এতে অনেক টাকার ঝুঁকি, কিভাবে এগোতে হবে ঠিক করতে হলে নিউ ইয়র্কে যেতে হবে। মিঃ মার্কস জানতে চেয়েছিলেন আমি নিউ ইয়র্ক যাব কিনা।"

"তুমি যাচ্ছ নাকি?" মটির দিকে না তাকিয়ে মুখ নিচু করে হাত ধুয়ে জানতে চাইল জো।

"কাজ বজায় রাখতে গেলে যেতেই হবে।" বলল মটি। কোনও মন্তব্য না করে সাবান রেখে হাত ধুয়ে তোয়ালে তুলে নিল জো।

"আমি টেলিফোনে তোমার মার সঙ্গে কথা বলেছি," মটি বলল, "উনি বলেছেন ক্যালোনিনকে গিয়ে ওদের কাছে থাকতে পারি!"

"তাহলে ত পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলতে হয়," বলে চুপ করে গেল জো। ঝোঁকের মাথায় মটিকে নিয়ে হলিউডে চলে আসার পর বাড়িতে অনেকবার টেলিফোন করেছে সে, কিন্তু বাচ্চা হবার আগে মা একবারও কথা বলেননি তার সঙ্গে, তাও বড়জোর হুঁ, হাঁ, তার বেশি নয়। মটির সঙ্গে তার বিয়েটা যে ইহুদি মতেই হয়েছে তা প্রমাণ করতে সেই বিয়ের সার্টিফিকেটের একটা কপি বাড়িতে পাঠানোর পরে মা নরম হয়েছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, আজও তিনি ওকে ফোন করেন না, সে ফোন করলে জবাব দেন দায়সারা ভাবে। মার চোখে গোটা পরিস্থিতির জন্য দায়ী সে নিজে জো তা জানে। মটির কোনও দোষ নেই। মার চোখে মটি বরাবরই সরল হাঁদাভোঁদা মেয়ে, মটির সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সে ওকে ফুসলে নিয়ে এসেছে হলিউডে।

"মা আমার কথা কিছু বলল?" জানতে চাইল জো।

"তুমি ওঁকে টেলিফোন করো না বলে আমার কাছে নালিশ করলেন," বলল মটি।

"মা যে ব্যবহার শুরু করেছিল আমার সঙ্গে তাতে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।" জো বলল, "আমি ফোন করলেই হয় বাবাকে রিসিভার দিত, নয়ত লাইন ছেড়ে দিত। যাক, বাদ দাও ওসব, তুমি বাইরে ক'দিন থাকবে, তাই বলো।"

"প্রায় বারোদিন," মটি বলল, "তার কমে হবে না। শুক্রবার রওনা হলে রবিবার রাতে নিউ ইয়র্কে পৌঁছোব। গোটা হপ্তা কাজে কর্মে ওখানেই কেটে যাবে। পরের উইক এণ্ডে আমরা ফেরার গাড়িতে চাপব। মিঃ মার্কস বলেছেন ক্যারোলিন সঙ্গে গেলে উনি আমাদের জন্য একটা স্লিপারেট কোচের ভাড়া দেবেন।"

"ঐ ব্যাটাও কি তোমারই সঙ্গে যাচ্ছে?"

"উনি আমার দু'দিন আগে বুধবার রওনা হচ্ছেন," মটি জো-র দিকে তাকাল, "ওঁর স্ত্রী সঙ্গে যাবেন।"

"তাহলে ত ঠিকই আছে মনে হচ্ছে," আপন মনে ঘাড় নাড়ল জো, "ব্যবস্থা ভালই হয়েছে।"

"ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ভাল হয়েছে," মুখ টিপে হাসল মটি। "অ্যাদ্দিনে তোমার বাবা মা তাঁদের একমাত্র বংশধর—নাতনীর মুখ দেখবেন।" হাঁফ ছেড়ে জো-র আগে নিচে রান্নাঘরের দিকে এগোল মটি। মিঃ মার্কসের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে মোটেও যাচ্ছেন না। একথাটা সে চেপে গেছে জো-র কাছে, সেই সঙ্গে নিউ ইয়র্কের থার্টি ফোর্থ স্ট্রিটে পেনসিল ভ্যানিয়া হোটেলে, মিঃ মার্কস যে কাজে লাগাতে পারে ভেবে তার জন্য একখানা ঘর আগাম বুক করে রেখেছেন তাও জো-র কাছে দিব্যি চেপে গেছে সে।

উনিশ

আমাজনের লড়াকু রাণীর স্ক্রিপ্ট তৈরি করার পর প্রায় পাঁচমাস বাদের ঘটনা—। টাইপরাইটারে নিজের উপন্যাসখানা মন দিয়ে লিখছে জো এমনই সময় এজে-র অফিস থেকে ক্যাথির ফোন এল।

"এজে-র হুকুম," ক্যাথির গলা স্পষ্ট শুনতে পেল জো, "শুক্রবার রাতে তোমাকে আর তোমার বৌকে এজে ওঁর বাড়িতে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন। সন্ধ্যে সাতটায় ককটেল, আটটায় ডিনার মনে রেখো।"

শুনে সত্যিই অবাক হল জো, হলিউডে আসার পর এই প্রথমবার এজে তাকে ডিনারের নেমন্তন্ন করল। "ব্যাপার কি," নিজের বিস্ময় চাপা রাখতে পারল না সে, "এত লোক থাকতে হঠাৎ আমাকে—"

"কোনও খোঁজ খবর রাখো না, নাকি?" ক্যাথির চড়া গলা ফেটে পড়ল জো-র কানের পর্দায়, "যে ছবির স্ক্রিপ্ট করেছো সেই আমাজনের লড়াকু রাণী দারুণ হিট করেছে। আর সব এলাকা বাদ দিলে শুধু টেক্সাস আর ফ্লোরিডা থেকেই ও ছবি নিট ছ'লাখ ডলার মুনাফা তুলেছে।"

"কি বলছ ক্যাথি" এজে-র লাভের হিসেব শুনে জো ভ্যাবাচ্যাকা খেল, "খবরের কাগজে ঐ ছবির রিভিউ পড়ে ত মনে হচ্ছিল ওরা আমায় খুনই করে ফেলবে।"

"রাখো তোমার রিভিউ! ছবি দেখবে অগা পাবলিক, রিভিউ নিয়ে যারা জীবনেও মাথা ঘামায় না। এ ছবি কি দারুণ হৈ-চৈ ফেলেছে জানো? স্ক্রিন টেস্টে যে মেয়ে একদম উতরোয়নি সেই জুডি থ্যাভোয়ানের আরও ছবি এক্সিকিউটরেরা চাইছে। আমার ত মনে হচ্ছে একথা বলবেন বলেই এজে তোমায় ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন।"

"আমি অবশ্যই যাব," জো বলল, "কিন্তু মুশকিল হল আমার বৌ মটি গেছে নিউ ইয়র্কে। ও যে দোকানে কাজ করে তাদের মাল কেনার অর্ডারপত্র দিতে তিনমাস পরপর বাইরে যেতে হয়।"

"তোমার বৌ-এর দোকানে মাঝে ঢুকেছিলাম," ক্যাথি বলল, "খোল নলচে পুরো পাল্টে ফেলেছে। ওদের কারবার খুব ভাল চলছে তাই না?"

"আমার ত তাই ধারণা," জো বলল, "আমার বৌ যেন প্রোমোশন হয়েছে, ও এখন ওদের পুরো চেইনের হেড বায়ার—মালপত্র কেনাকাটা সব ওর অর্ডার মতই হচ্ছে।"

"বৌ-এর কথা ত শুনলাম তুমি নিজে কি করছ?"

"আমার উপন্যাসটা প্রায় শেষ করে এনেছি," জো বলল, "লরার কথামত পুরো একশো চল্লিশ পাতা 'এডিট' করেছি, অনেক কাটছাঁট করেছি, নতুন ব্যাপার অনেক ঢুকিয়েছি। তবে উপন্যাস লেখা চাট্টিখানি কথা নয়, রীতিমত শক্ত কাজ। চিত্রনাট্য লেখার চেয়ে ঢের শক্ত।"

"লরা টেলিফোনে আমায় বলেছে তাতে মনে হল যে কখানা সেরা উপন্যাস ও পড়েছে এটা তাদের মধ্যে ঠাই পাবে," ক্যাথি বলল।

"এটা একটু বেশি বলে ফেলেছে," বলল জো, "তবে যাই বলো না কেন, পয়সা দেয় চিত্রনাট্য, ওদের জগতে টাকা ওড়ে। যদিও এখনও পর্যন্ত আমি কোনও চিত্রনাট্য লেখার অফার পাইনি। এখন দেখছি লড়াকু রাণী-র চিত্রনাট্য লেখার পর থেকে চেনাজানা ছবির প্রযোজকরা সবাই রাতারাতি আমায় টেলিফোন করা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার মত এমন এক সম্ভাবনাপূর্ণ উদীয়মান চিত্রনাট্য লিখিয়ের হাত দিয়ে যে এমন গু-গোবর বেরোবে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ওঁদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে আমার সম্পর্কে এমনটাই ওঁরা ভাবছেন।"

"ক'দিন যাক," ক্যাথি গলা নামিয়ে বলল, "এই লোকগুলোই দল বেঁধে আবার ফিরে আসবে তোমার কাছে, তারপর ঐরকম একখানা চিত্রনাট্য রাতারাতি লিখে দেবার জন্য হাত পাতবে। এই শহরের হালচাল, মনমর্জি সব জানা আছে, কম দিন ত এদের দেখছি না। ওদের একজনও খুঁটিয়ে চিত্রনাট্য পড়ে না, যখন যার লেখা চিত্রনাট্যের চাহিদা বাড়ে তারই পেছনে ছোটে এরা।"

আচমকা একটা কথা জো-র মাথায় এল, মুখ ফুটে বলেও ফেলল, "আচ্ছা ক্যাথি এজে-র বাড়ির পার্টিতে তুমিও আমার সঙ্গে চলোনা?"

"দুঃখিত জো," ক্যাথি বলল, "তা হয় না, প্রথম আমার বয়ফ্রেণ্ডকে নিয়ে বেরোতে হবে, দ্বিতীয়তঃ, এজে ওঁর বাড়ির পার্টিতে আমার মত ওঁরই এক সস্তা কেরাণী মেয়ের মুখ দেখলে খুশি হবেন না।"

"টেকো এজে-র এত রোয়াব?" গলা অল্প চড়াল জো।

"আস্তে বলো," ক্যাথির খিকখিক হাসি জো-র কানে এল, "এর নাম হলিউড জো ব্রাউন। তা এক কাজ করো, তুমি লরাকে জিজ্ঞেস করে দেখো এজে-র পার্টিতে ও তোমার সঙ্গে যেতে পারে কিনা। ও কখনও হলিউডের কোনও পার্টিতে যায়নি।"

"কি করে জিজ্ঞেস করব," জো ব্যাজারগলায় বলল, "লরা ত নিউ ইয়র্কে।"

"সে কি ও তোমায় টেলিফোন করেনি?" ক্যাথির গলা শুনে জো বুঝল সে বেশ অবাক হয়েছে।

"না," বলল জো, "মাসখানেক আগে টেলিফোনে শেষবার লরার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, আমার উপন্যাস 'এডিট' করার ব্যাপারে কিছু পয়েন্ট দিচ্ছিল।"

"লরা এখন এখানেই আছে," ক্যাথি বলল, "কাল রাতেই এসেছে। ও তোমায় ফোন নিশ্চিত করবে এটাই আমি ধরে নিয়েছিলাম। লরার ঠিকানা—বেল এয়ার হোটেলে, রুম নম্বর একশো একুশ।"

"ধন্যবাদ ক্যাথি" জো বলল, "একটু বাদেই আমি ওকে ফোন করছি!"

"একটা কথা জো," ক্যাথি বলল, "লরার এখানে আসার খবর তুমি আমার কাছ থেকে জেনেছো এটা ওকে বোল না।"

"কি ব্যাপার বলো ত?"

"ব্যাপার আর কি, ঈর্ষা। তুমি আর আমি বহুবার একসঙ্গে বেড়িয়েছি, ফূর্তি করেছি এসব ওর সহ্য হচ্ছে না।"

"ও জানল কি করে?"

"বাছা, এটা হলিউড, এখানকার লোকেদের কারও পেটে কথা থাকে না। এখানে লরার কিছু বন্ধু আছে যারা ওর হুকুমে দিনরাত আমার ওপর নজর রাখে।"

"ঠিক আছে, ক্যাথি," জো বলল। "আমি স্ট্রেট গেমই খেলাব, লরাকে একবার পেয়ে নিই, তারপর ওকে টের পাওয়াব তোমার নামে যা কিছু শুনেছে সব বাজে, মিথ্যে।" রিসিভার নামিয়ে আবার তুলল জো, লরার হোটেলে ফোন করতে গিয়েই চোখ পড়ল ঘড়ির দিকে বিকেল প্রায় পাঁচটা। একমুহূর্ত ভেবে রিসিভার নামিয়ে রাখল জো। লরা হয়ত হাতে অনেক কাজকর্ম নিয়েই এসেছে হলিউডে আর সেই কাজের সূত্রে নিশ্চয়ই ব্যস্ত আছে, তার মানে এই মুহূর্তে সে হোটেলে নাও থাকতে পারে। কাজের তাগিদে বাইরে গেলে সাড়ে ছটা সাতটা নাগাদ হোটেলে ফিরতে পারে লরা।

সম্ভাবনাটা মনে উঁকি দিতেই একটা বুদ্ধি এল মাথায়। হলিউডে এসে এখনও লরা টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বলেনি। সে নিজে লরার সঙ্গে দেখা করে তাকে চমকে দিতে পারে, লরা তার খোঁজ না নিলেও সে যে লরার খোঁজ রাখে তা প্রমাণ করতে পারে। বুদ্ধিটা মাথায় আসতেই তা বাস্তবে রূপ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জো। লরার নির্দেশমত পাণ্ডুলিপির একশো চল্লিশ পাতা কেটেছেঁটে নতুন করে টাইপ করেছিল সে, সেই একশো চল্লিশ পাতার কার্বন কপিগুলো একটা খামে ভরে টেলিফোনে এক ফুলের দোকানে এক ডজন তাজা টকটকে লাল গোলাপের অর্ডার দিয়ে বলল সাড়ে ছটা নাগাদ সে নিয়ে যাবে।

"রোজা!" ক্ষুদে স্টাডি থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাঁধুনি মেয়েটাকে চেঁচিয়ে ডাকল জো। মনিবের ডাক শুনে রোজা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে, মুখ তুলে বলল, "বলুন, সেনর?"

"আমার পরার মত সুতির সাদা শার্ট হাতের কাছে তৈরি আছে?"

"আছে, সেনর, আমি ইস্ত্রি করে নিয়ে যাচ্ছি," রোজা বলল, "কয়েক মিনিট বড় জোর লাগবে।"

"আমি চান করতে যাচ্ছি," জো বলল, "তুই ওটা চটপট ইস্ত্রি করে ওপরে নিয়ে আয়।"

"সেনর বেরুচ্ছেন, ডিনার কী বাইরে খাবেন?" রোজা জানতে চাইল

"ঠিক নেই, হয়ত খেতে পারি," বলে স্ন্যাকস আর আণ্ডারওয়্যার ছেড়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল জো।

বাঁ হাতে এক ডজন তাজা লাল গোলাপ আর ডান হাতে ছোট প্লাস্টিকের বালতি ঝুলিয়ে হোটেলে লরার কামরার দরজায় টোকা দিল জো। প্লাস্টিকের বালতিতে ছোট ছোট বরফের টুকরো বসিয়ে একখানা ডম পেরিগনন বোতলও নিয়ে এসেছে সে। দরজা খুলেই লরা জোকে দেখল, "লস এঞ্জেলসে তোমায় স্বাগত জানাচ্ছি, লরা," বলেই বাঁ হাতে ধরা গোলাপগুচ্ছ বাড়িয়ে ধরল তার দিকে।

"বাঃ, তুমি ত দেখছি দিব্যি চমকে দিলে আমায়," গোলাপগুচ্ছ নিয়ে হেসে সরে দাঁড়াল লরা, "এসো, ভেতরে এসো।"

"তোমার জন্য শ্যাম্পেনও এনেছি," ভেতরে ঢুকে বালতিটা দেখাল জো।

"এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে," মুখে বললেও লরা যে খুশি হয়েছে তা জো তার হাবভাবেই টের পেল।

"তুমি এই শহরে পায়ের ধুলো দিয়েছো শুনে আমি যেমন অবাক হয়েছি তেমনই কত খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারবো না," তোষামুদে গলায় বলল জো।

"নিশ্চয়ই আমার বোনের কাছ থেকে জেনেছো," জানতে চাইল লরা।

"না," বলল জো, "ছবির কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে গত চার মাস ক্যাথির সঙ্গে কথা বলার এতটুকু ফুরসত পাইনি।"

"কিন্তু কেউ নিশ্চয়ই আমার খবর তোমায় দিয়েছে" বলল লরা।

"কেউ বলেনি বাপু," তার মনে বিশ্বাস জন্মাতে জোর গলায় বলল জো, "কাগজ পড়ে জেনেছি, হলিউডে কে কবে আসছে কে এখান থেকে যাচ্ছে সে সব ছেপে বের করার মত কাগজও আছে। তাই পড়ে জেনেছি।"

"ঝ্যাদ্দিনে তোমায় দেখে ক্যালিফোর্ণিয়ার লোক বলে মনে হচ্ছে," লরা বলল।

"তোমায় আগের চেয়ে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে," হেসে বলল জো।

"কি যে বলো," লরা বলল, "এই পুরোনো টেরি কাপড়ের চাদর গায়ে জড়িয়ে কি এমন সুন্দর দেখাচ্ছে আমায়?"

"তোমার পরণে পুরোনো বা নতুন যাই থাকুক," জো আবেগ জড়ানো গলায় বলল, "তুমি চিরকালই আমার কাছে রূপবতী।"

"পাঁচ মিনিটের মধ্যে জামা পাল্টে আসছি," লরা বলল, "তুমি ততক্ষণে শ্যাম্পেন খোল।"

"তোমার কথামত আমার উপন্যাসের একশো চল্লিশ পাতা এডিট করেছি," জো বলল, "ওগুলো নিয়ে এসেছি তোমায় দেব বলে।"

"এটা সত্যিই কাজের কাজ করেছো।"

"তা তুমি হঠাৎ হলিউডে কি মনে করে?" জানতে চাইল জো।

"এক মক্কেলের কাছে একসেট চুক্তিপত্র নিয়ে এসেছি।" বলল লরা, "আ্যাই, আমি যাচ্ছি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসব," বলে বাথরুমে ঢুকে পড়ল লরা। ভেতর থেকে ছিটকিনি তোলার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল জো। খানিকবাদে জল ঢালার আওয়াজ ভেসে এল বাথরুম থেকে, লরা নিশ্চয়ই শাওয়ার খুলে স্নান করছে। বালতির ভেতরে বরফকুচির মধ্যে ডুবিয়ে রাখা শ্যাম্পেনের বোতল থেকে দু'খানা গ্লাস ভরে নিল জো। ছিপি খুলে চুপচাপ বসে রইল। গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢাললো না।

পনেরো মিনিট বাদে লরা বেরোল বাথরুম থেকে। আঁটোসাঁটো নীল রেশমি পোশাক গায়ে চাপিয়েছে। তার ফিগারের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছে পোশাকটা।

"দেখে ত মনে হচ্ছে তোমার সাজগোজের সব কিছু বাথরুমেই থাকে," জো বলল।

"আমি খুব চটপটে," জবাব দিল লরা।

"গুড লাক," বলে দুটো গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে একটা এগিয়ে দিল জো।

"গুড লাক," পানীয়তে আলতো চুমুক দিল লরা, "জিনিসটা বেশ সরেস দেখছি।"

"ঠিকই," ঘাড় নেড়ে সায় দিল জো, "এবার বলো ডিনারে কি খাবে?"

"আজ হাতে সময় একদম নেই," লরা বলল "আমার মক্কেল আর ওঁর অ্যাটোর্ণিকে সময় দেয়া আছে, ওঁরা বসে থাকবেন।"

"ওঁদের টেলিফোন করে বলে দাও কাল দেখা করবে।"

"তা হয় না," লরা বলল, "আমি এখানে আসার আগে আমাদের এজেন্সিই সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছে," বলল লরা।

"তাহলে কালই ডিনারটা হয়ে যাক।"

"সে সময়ও নেই, কাল সকাল সাতটার প্লেনে আমি নিউ ইয়র্ক ফিরে যাচ্ছি।"

"বেশ, তুমি তাহলে তোমার মক্কেলের বাড়ি যাও," গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালতে ঢালতে জো বলল। "একটু বেশি রাতেই না হয় ডিনার খাওয়া যাবে।"

"এবারের মত ওটা তোলা থাক," লরা বলল। "মক্কেলের ওখান থেকে কখন ছাড়া পাব ঠিক নেই।"

"নিউ ইয়র্কে তোমার কাল না ফিরলেই নয়? এজে ওঁর বাড়িতে ককটেল পার্টিতে আমায় নেমন্তন্ন করেছে। আমি তোমায় ওখানে নিয়ে যেতে চাইছি। ওখানে অনেক নামী প্রযোজক আর পরিচালকের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাবে।"

"আগে কখনও হলিউডের কোনও পার্টিতে যাইনি," ঘাড় নাড়ল লরা, "তাই তোমার সঙ্গে গেলে ভালই হত। কিন্তু যতদিন এজেন্সির সঙ্গে আছি ততদিন ওদের কথামত চলতে আমি বাধ্য। তাই কাল সকালের ফ্লাইটেই আমায় নিউ ইয়র্ক ফিরতে হবে।"

"খুব যাচ্ছেতাই!" আক্ষেপের সুরে বলল জো, "যে পাতাগুলো কাঁটছাঁট করলাম সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার সময়ও নেই হাতে!"

"ওগুলো আমায় দাও," লরা বলল, "ফেরার সময় প্লেনে বসে পড়ে নেব তারপর পরশু টেলিফোনে যা বলার তোমায় বলব। তোমার সঙ্গে তাহলে আরেকদিন বেরোনোটা তোলা রইল। শুনেছি তুমি হলিউডের মেয়েমহলে বেশ ভালমতই জাঁকিয়ে বসেছো।"

"আর কাউকে নয়, লরা," জো ব্যাকুলভাবে বলল। "শুধু তোমাকে চাই।"

"দেরি হয়ে যাচ্ছে," লরা বলল, "আমার মক্কেল গাড়ি নিয়ে ঠিক আটটায় আসবে।"

তাকে বিদায় করতে লরা বদ্ধপরিকর বুঝে উঠে দাঁড়াল জো। তার চোখে চোখ রেখে বলল, "তা এরপর তোমায় পেতে হলে আমায় কি করতে হবে যাবার আগে বলে যাও আমাদের উপন্যাস বিক্রি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?"

"মনে হচ্ছে এবার তোমার চলে যাওয়াই ভাল," ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় বলল লরা।

দু'হাতে লরাকে জড়িয়ে ধরে তার গালে চুমু খেতে গিয়ে জো টের পেল লরা নিজের দুটি জোরে ঠেসে ধরেছে তার তলপেটের নিচের অংশে। ধীরে ধীরে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠতেই তাকে ঠেলে সরে গেল লরা। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জো, মুখ তুলে, "যাচ্ছি, তবে যাবার আগে জানিয়ে যাচ্ছি তোমার বোন কার্থিকে পাশে নিয়ে একটি রাতও আমি

কাটাইনি। আমি এতকাল শুধু তোমাকেই চেয়েছি। বলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল জো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এগিয়ে গেল পার্কিং লট-এর দিকে।

কুড়ি

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেও জো দেখল তার রাগ এতটুকু পড়েনি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সোজা শোবার ঘরে এসে ঢুকল সে, 'খানকি!' জ্যাকেট টাই, আর শার্ট খুলতে খুলতে গলা চড়িয়ে লরার উদ্দেশ্যে গালি দিল জো 'গা ঢলানি নম্বরি খানকি একটা!' তার আক্ষেপের রেশ না কাটতেই টেলিফোন সশব্দে বেজে উঠল, রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল লরার গলা, "জো, তুমি রাগ করেছ দোহাই, আমার ওপর রাগ কোর না। বিশ্বাস করো তোমায় রাগানোর এতটুকু সাধ আমার নেই।"

"তুমি হলিউডে এসেছো জেনে অনাহূতের মত যেচে গেলাম সুন্দর সন্ধ্যেটা একসঙ্গে কাটাব বলে," জো অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল, "আর তুমি একরকম ধুলো পায়েই আমায় খেদিয়ে দিলে। যে জ্বালা জুড়োব বলে গেলাম, তোমার ব্যবহারে তা হাজার গুণ বেড়ে গেল। এর পরে আমি যদি রাগ করি তাকি খুব অন্যায় হবে লরা? তোমার নিজের বিবেক কি বলে?"

"ওভাবে কথা বলছ কেন," লরা বলল, "তুমি জানো আমি তোমায় কোনও কথা দিইনি।"

"দাওনি বলেই এমন অসভ্যতা করলে আমার সঙ্গে" দাঁতে দাঁত পিষে খেঁকিয়ে উঠল জো।

"বোকার মত কথা বোল না, ত" লরা তাকে মনে করিয়ে দিল, "ভুলে যেয়োনা তুমি বিবাহিত, ঘরে তোমার বৌ বাচ্চা আছে। দ্বিতীয়ত, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিতান্তই ব্যবসাগত। এই সম্পর্কটা বর্তমানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছেছে এ খবর আমার অফিসে জানাজানি হলেই ওপরওয়ালা আমার চাকরিটি খাবেন তখন আমাদের যাবতীয় সুযোগ সম্ভাবনার স্বপ্ন একেবারে মাঠে মারা যাবে।"

"হয়ত ঠিকই বলছ," এক মুহূর্ত ভাবল জো, "তাহলেও আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছো তা ত অস্বীকার করতে পারবে না।"

"একটু মনটা ঠাণ্ডা করোই না বাপু," লরা জোর গলায় বলে উঠল, "বলেছি ত প্লেনে ফেরার সময় তোমার কাটছাঁট করা লেখাগুলো খুঁটিয়ে পড়ব তারপর পরশু তোমায় টেলিফোন করব।"

"করো যা খুশি," জো হাল ছেড়ে দেয়ার গলায় বলল, "এভাবেই যখন খেলাটা চালিয়ে যেতে হবে তখন আমার আর কি-ই বা বলার থাকতে পারে।"

"ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে তাহলে," লরা বলল, "আমি তাহলে বলছি, গুড বাই।"

"যাত্রা শুভ হোক, বাই," বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল জো।

লালসা মাখানো চোখে টেলিফোনের দিকে একবার তাকাল জো, দূর থেকে লরার গলা শুনেই ভেতরে ভেতরে তেতে উঠছে স্পষ্ট টের পেল জো। ভাল জ্বালা শুরু হল! শরীরের জ্বলুনি সইতে না পেরে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল জো, ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে ডাকল—"রোজা! অ্যাই রোজা!"

"আসছি, সেনর!" বসার ঘর থেকে জবাব দিল রোজা।

"একটু কফি খাওয়াবি?"

"নিয়ে আসছি, সেনর?" জো লক্ষ্য করল রোজা বসার ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকছে। রোজার পরনে পাতলা ফিনফিনে সুতির ঢোলা পোশাক। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে সেই ঢোলা পোশাকের ভেতর তার কালো ব্রাসিয়ার আর প্যান্টি স্পষ্ট দেখতে পেল। রোজাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন নিজের শরীর বিকিয়ে দিতে তৈরি হয়ে আছে, কিন্তু এটা কি সে নিজে জানে? প্রশ্নটা নিজেকে করল জো।

শোবার ঘর থেকে বাথরুমে ঢুকল জো। কমডের টয়লেট সিট তুলে ট্রাউজার্সের ফ্লাই-এর চেন টেনে খুলে ফেলল। ভেতরের জ্বলুনিটুকু বের করে শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকার আগে পর্যন্ত জো বুঝতেই পারেনি যে তার শরীর পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়নি। আচমকা রোজাকে তার চোখে পড়ল, কফির ট্রে দু'হাতে ধরে খাটের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দু'চোখের চাউনি নিবদ্ধ তারই দিকে, রোজার উপস্থিতিকে গুরুত্ব না দিয়ে জো নিজের উত্থিত পুরুষাঙ্গ হাতের মুঠোয় চেপে ধরল।

"খাটের পাশে রাখব?" হাতে ধরা কফির ট্রে ইশারায় দেখিয়ে জানতে চাইল রোজা।

"রাখ্ ঐখানে।"

"রাখছি, সেনর।" খাটের পাশে ছোট টেবিলে গরম কফি ভর্তি কাপ রাখল রোজা, "আর কিছু চাই, সেনর?"

"না।"

"আমাকে চাবকানোর সাধ হচ্ছে, সেনর?" বড় বড় চোখে জো-র দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল রোজা।

"কেন, তোকে চাবকানোর সাধ হতে যাবে কোন দুঃখে?" অবাক হলো জো।

"না, আমার বাবাকে দেখি ত, মাঝে মাঝে গা তেতেপুড়ে উঠলে আমায় চাবকাতে চায় তাই বলছি।"

"আমি তোর বাবা নই," জো বলল।

"কিন্তু মানুষ ত, রক্তমাংসের মানুষ, পুরুষ মানুষ।" অদ্ভুত শোনাল রোজার গলা। "সেনোরাকে ছাড়া আজ নিয়ে পরপর চারটে রাত একা কাটাচ্ছেন। আমি জানি সেনর, একা রাত কাটাতে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে।" মেজাজ খারাপ থাকলে আমার বাবা আমায় মনের সুখে আচ্ছা করে চাবকায় তাতেই ওর মেজাজ ভাল থাকে।"

এমনিতে এতক্ষণ যা হয়নি রোজার কথায় যেন জাদুমন্ত্রে তাই হল—তার তেতে ওঠা শরীর যে ঠাণ্ডা স্বাভাবিক হয়ে আসছে জো তা বেশ টের পেল। ভেতরে জমে থাকা তাল তাল উত্তেজনা যেন বরফের মত গলে জল হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

"দুঃখিত, রোজা," তুই যা, বলে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল জো, রোজা চলে যাবার পরে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল খাটে।

সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল জো, এখন রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। এড্ডে-র পার্টির ব্যাপারে ক্যাথি টেলিফোন করে খবর দেবার আগে পর্যন্ত এসব কিছুই তার মাথায় আসেনি। গত চার মাসে এ লাইনের চেনাজানা লোকেরা কেউ টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বলে নি শুধু তাই নয়, তার খোঁজ খবর নেয়া দরকার মনে করেনি। মটির প্রমোশনটা নাহলে শুধু থাকা খাওয়ার খরচ মেটাতে তার সঞ্চয়ের টাকায় হাত পড়ত। অবস্থা তেমনই হয়ে এসেছিল। মটি এখন মাইনে কড়ি ভালই পাচ্ছে, বছরে প্রায় চব্বিশ হাজার ডলার। হলিউডে এসে চুটিয়ে কাজ করার সময় সে নিজেও বছরে এত কামাতে পারেনি।

এইসব কথা একের পর এক যতবার ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে জো-র রাগ আর চাপা উত্তেজনাও ততই যাচ্ছে বেড়ে। এবার উঠে বসল জো, আলতো চুমুক দিয়ে গরম কফিটা শেষ

করল। প্রমোশন পাবার পরে এই নিয়ে তিনবার মটি গেল নিউ ইয়র্কে। প্রথমবার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। ছিল তারা জো-র বাবা মার কাছে। পরের দু'বার মটি উঠেছে পেনসিল ভ্যানিয়া হোটেলে। পোশাকের পাইকারি বাজারের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ঐ হোটেলে। যে উদ্দেশ্যে নিউ ইয়র্কে যাওয়া তা পূরণ করতে হলে ওখানে থাকা অপরিহার্য এটাই মটি নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছে তাকে। কিন্তু এটাই যে হোটেলে থাকার একমাত্র কারণ নয় সেটুকু বোঝার মত বয়স আর অভিজ্ঞতা জো-র হয়েছে। অনেক পাল্টে গেছে মটি নিউ ইয়র্কের দোকানের বোকাবুদ্ধু হাঁদুমণি সেলসগার্লের সেই পুরোনো চেহারা আর নেই তার। কেউকেটা গোছের ব্যক্তিত্ব এসেছে এতদিনে তার হাবেভাবে, চেহারায়, ব্যক্তিত্বে। কারবারের জগতের পেশাদারী পরশ লেগেছে মটির মেক আপে ; তার পোশাক, খোঁপা বাঁধার ঢং, সব কিছুতেই এখন হালফ্যাশনের ছোঁয়া। কিন্তু আসল পরিবর্তন এসেছে মটির দু'চোখের চাউনিতে। আগে তার চোখের চাউনি ছিল সরাসরি, সাদাসিধে, খোলা ; এখন আর তা নেই, এমনই এক জগতের বাসিন্দা এখন মটি হয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে জো ঢুকতে পারে না। জানতে পারে না সেখানকার কোনও খোঁজখবর, মটির সব সময় ঢেকেঢুকে রাখা চোরা চাউনিতে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ওপরওয়ালা মিঃ মার্কস যে মটিকে ভালমতই খাচ্ছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই জো-র মনে। নইলে রাতারাতি এই প্রোমোশন আর এত বাড়তি টাকা কোনমতেই জোটাতে পারত না সে। শুধু কি তাকানো, মটির সহবাসের ধরণও যে আগের মত নেই অনেক পাল্টে গেছে, তাও খেয়াল করেছে জো, সেখানেও যেন কেমন পোশাকী কৃত্রিমতা আর রাখোঢাকো ভাব আমদানি করেছে মটি। আগে একেক রাতে মটিকে থামানো যেত না, তার ঠেলে বেরিয়ে আসা আবেগের উচ্ছ্বাসকে ঠাণ্ডা করতে জো-র মত ওস্তাদ রাতের খেলোয়াড়ের কালঘাম বেরিয়ে যেত। কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নেবার পরে মটির শরীরের খিদে একেবারের চরম পুলকেই মিটে যায়, আগের মত বারবার জো-র সঙ্গে মিলিত হতে চায়না মটি। আগে বারবার মিলিত হবার পরে মটি দৌড়ে গিয়ে ঢুকত বাথরুমে, পাছে কোনও শুক্রকীট ডিম্বাশয়ে ঢুকে পড়ে এই ভয়ে 'ডুশ' চালিয়ে মটি গরম সাবান জল দিয়ে তার যৌনাঙ্গের ভেতরটা ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলত। এসব ব্যাপার মনে হতেই রেগেমেগে জো হাতে ধরা কফির পেয়ালা প্লেটের ওপর জোরে ঠক করে বসালো। খানিকটা কফি চলকে পড়ল টেবিলে। "অ্যাই রোজা?" কাজের মেয়ের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল জো।

"এই যে, সেনর," পেছন থেকে বলে উঠল রোজা। মুখ ফেরাতে জো দেখল রাঁধুনি মেয়েটা শোবারঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতু ভিতু চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

"এটা মুছে নে," টেবিলের ওপর চলকে পড়া কফি ইশারায় দেখাল সে। ঘাড় নেড়ে চলে গেল মেয়েটা, ফিরে এল খানিকটা ভেজা ন্যাকড়া নিয়ে। তার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে টেবিল মুছতে মুছতে মুখ তুলে হঠাৎ বলল, "এত ভাববে না, ভাবনার কিছু নেই।"

জবাব না দিয়ে খাট থেকে নামল জো, বেল্ট খুলতেই পরনের প্যান্ট খসে পড়ল মেঝেতে।

"কফির দাগ লেগেছে," জো বলল, "ধুয়ে ফ্যাল্।" এই মুহূর্তে জো পুরোপুরি নগ্ন, রোজা মুখ তুলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার পুরুষাঙ্গের দিকে।

"দেখছিস কি," রেগেমেগে খেঁকিয়ে উঠল জো, "অমন হাঁ করে দেখার কি আছে? এটা ছুঁয়ে দেখতে মন বড্ড আনচান করছে, তাই না?"

রোজার মুখে কথা নেই, কফি মাখা ভেজা ন্যাকড়া হাতে একইভাবে হাঁটু গেড়ে বসে রইল সে।

"চুপ করে আছিস যে বড়!" জো ঠাস্ করে এক চড় মারল তার গালে, "বল্, এটা তোর ছুঁয়ে দেখার সাধ হয়েছে কিনা! ভাল চাস্ ত ছুঁয়ে দ্যাখ্ নয়ত—"

শ্রদ্ধা সহকারে আস্তে আস্তে আলতো করে রোজা জো-র অণ্ডকোষে আঙুল বোলাল। "কি সুন্দর!" চাপা গলায় আপন মনে বলেই মুঠো করে চেপে ধরল জো-র পুরুষাঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে জো দু'হাতে তার দু'কাঁধ খিমচে ধরে টেনে দাঁড় করালো, রুক্ষ গলায় বলল। "ওভাবে নয়, কাপড় খোল্? একদম নাঙ্গা হয়ে যা!"

জো-র দিকে না তাকিয়ে রোজা তার ঢোলা পোশাক খুলে ফেলল, খুলে ফেলল সুতির কালো রংয়ের ব্রাসিয়ার, খসালো প্যান্টি, সব আবরণ মেঝেতে পড়ে যেতে দু'হাতে নিজের তলপেটের নিচের দিক আড়াল করল, জো এক পা এগিয়ে আসতে চাপা গলায় বলল, "না, আপনার পাশে আমায় শুতে বলবেন না, সেনর, আমি এখনও কুমারী, অক্ষতযোনি।"

"ধুৎ মাগী!" বিরক্ত হয়ে আবার খেঁকিয়ে উঠেই জো দেখল খানিক আগে যে একরাশ রাগ তার প্রায় দম আটকে ফেলেছিল সেটা আচমকা উধাও হয়ে গেছে। "যা, ঢের হয়েছে, এবার চটপট জামা পরে নে," রোজার উদ্দেশ্যে বলে বাথরুমের দিকে এগোল জো, "আমি বাথরুমে যাচ্ছি, চান করে এসে একবার বেরোব।"

মাত্র দুশো ডলারে এতগুলো রাঞ্চ মিংক জ্যাকেট?" বললেন মিঃ স্যামুয়েল "এগুলো খাঁটি রাঞ্চ জ্যাকেট, ভীষণ চাহিদা।"

"তা ত বুঝলাম," অধৈর্য গলায় বলল মটি, "কিন্তু এতে লাভ হবে কতটুকু? আমাদের দোকান কিন্তু নিউইয়র্কে নয়, লস এঞ্জেলসে।"

"আমার কথা শুনুন," মিঃ স্যামুয়েল বললেন, "এসব মিংক জ্যাকেট একবার আপনার ওখানকার দোকানে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রাখুন, দেখবেন আপনার চোখের সামনে সব হটকেকের মত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কম করে চারশো পঁচানব্বই ডলার, তার কমে একটাও বেচবেন না।"

"দামের দিক দিয়ে ঠিক আছে, মিসেস ক্রাউন," বললেন মিঃ মার্কস।

"বুঝেছি, মিঃ মার্কস" মটি ওঁর দিকে মুখ তুলে বলল, "কিন্তু আমাদের ফার সেলনগুলোকে যে শুধু লোকসান পোয়াতে হচ্ছে তা দয়া করে ভুলবেন না। তার ওপর একতলার খরচ বড্ড বেশি, বড্ড গায়ে লাগে।"

"তার কারণ হল আপনার যেসব সেলসম্যান আর সেলসগার্ল ওগুলো খাঁটি ফার-এর পোশাক বেচায় তাদের একজনও চৌকশ নয়। চৌকশ হলে ওদের বরাত পাল্টে যেত।" প্রতিবাদের গলায় জবাব দিলেন মিঃ স্যামুয়েল।

"এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না, মিঃ স্যামুয়েল," মটি বলল, "আমি জানি যে কজন লোক আমাদের আছে, তাদের দিয়েই আমাদের কাজ করাতে হবে। আপনি হয়ত কোনও ভাল বুদ্ধি বাতলাতে পারবেন।"

"এখনকার দিনে কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হলে কিছুটা চটকদারি দৃষ্টিভঙ্গি দরকার," মিঃ স্যামুয়েল বললেন, "আর তৈরি পোশাকের দোকানের বেলায় তার জন্য একান্ত অপরিহার্য তা হল থরে থরে দামি আর বাহারী পোশাকে সাজানো ফার সেলন।"

আড়চোখে মিঃ মার্কসের চোখের দিকে তাকিয়েই ফার-এর পোশাকের পাইকারি কারবারির দিকে তাকাল মটি, "ধরুন আমরা যদি আপনাকে কিছু সুবিধা করে দিই তাহলে আপনি আমাদের কি দেবেন? দরে কতটা ছাড় দেবেন? খানিক আগে আপনিই বলছিলেন ফার-এর

পোশাকের কারবার আমাদের চেয়ে আপনি অনেক ভাল চালাতে পারেন। মিঃ স্যামুয়েল, আমি কিন্তু আপনার কথা বিশ্বাস করি।"

"সুবিধা কি আমার হাতের মুঠোয় আছে যে ইচ্ছে মতন চাইলেই পাবেন," খুব সতর্ক ভঙ্গিতে বললেন মিঃ স্যামুয়েল, "আমাদের কারবারের আগের রমরমা কোথায়, বেশিটাই ত গুটিয়ে ফেলেছি। তবে হ্যাঁ, এত সবকিছুর পরেও আমার সুবিধা দেবার লোকের ঘাটতি পড়েনি ; এইত ডেট্রয়েট-এর হাডসন সপ্ চেইনের নাম আশা করি শুনেছেন, ওরাও অনেক আগে থেকে আমায় সুবিধা দিয়ে আসছে। টাকাকড়ির ব্যবস্থা কি করবেন বলুন, শুনে তারপর যা ঠিক করার করব।"

"ও নিয়ে এখনও আমি কিছু ভাবিনি," বলেই মটি ঘুরে তাকাল ওপরওয়ালার দিকে, "আপনি কিছু ভেবেছেন, মিঃ মার্কস?"

"সত্যি বলতে কি এনিয়ে এখনও কিছুই ভাবিনি আমি," মিঃ মার্কস বললেন, "আচ্ছা আমাদের দোকানের একতলার ভাড়া কত?"

"এক বেভার্লি হিলস স্টোরেই নবুই হাজার," বলল মটি।

"আর বাকি চারটে?"

"এক্কেকটায় পনেরো হাজার," মটি বলল, "আমাদের ফার-এর পোশাকের শতকরা পনেরো ভাগ বিক্রি হয় শুধু বেভার্লি হিলস স্টোরেই।"

"বড্ড-খরচের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে," মিঃ স্যামুয়েল বললেন, "না লাভ না লোকসানের কথা ভেবে এগোলেও আমায় কম করে আড়াই লাখ ডলারের মাল সবসময় তোমাদের দোকানে মজুত রাখতে হবে।"

"এ ত গেল শুধু তোমার দিক," মিঃ মার্কস বললেন, "এবার আমাদের কথা যদি জানতে চাও ত বলি মাল মজুত করলেও আমাদের মরণ, আবার না করলেও বাঁচব না।"

"তুমি সত্যিই সিরিয়াস?" স্যামুয়েল তাকালেন মার্কসের দিকে।

"আমরা একশোবার সিরিয়াস।"

"বেশ," স্যামুয়েল ঘাড় নাড়লেন, "তাহলে তোমায় একটা ভাল অফার দিই, বিজ্ঞাপনের কাজে যদি মদত দাও, ধার বাকিতে বেচার ভারটা যদি তুমি নাও তাহলে আমি তোমায় মোট দামের ওপর ছাড় দেব পঞ্চাশ হাজার সেণ্ট সঙ্গে মোট বিক্রির শতকরা কুড়ি ভাগ মুনাফা। আমার পরিকল্পনা ঠিক হলে আমরা সবাই এর ফলে প্রচুর টাকার মালিক হব।"

"আর যদি উল্টোটা হয়," মিঃ মার্কস শুধোলেন, "যদি তোমার পরিকল্পনা ভুল হয়, তখন?"

"আমার লোকসান হবে সামান্য," স্যামুয়েল বললেন, "তবে খানিক আগে তুমি ত বললে এগোলে পেছোলে দু'দিকেই তোমার লোকসান।"

"বলুন মিসেস ক্রাউন," মিঃ মার্কস তাকালেন মটির দিকে, "প্রস্তাবটা কেমন ঠেকছে, কি করা ঠিক হবে বলুন।"

"মিঃ স্যামুয়েলের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে," স্যামুয়েলের দিকে তাকিয়ে বলল মটি, "যা করতে চলেছেন তার ফলাফল যে ভালই হবে তা উনি জানেন।"

"ধন্যবাদ, মিসেস ক্রাউন," বলেই মার্কসের দিকে মুখ ফেরালেন স্যামুয়েল, "বলো জেরাল্ড তোমার কিছু বলার থাকলে বলে ফ্যালো।"

"আমরা এটা করে দেখিয়ে দেব" বলে মার্কস স্যামুয়েলের হাত চেপে ধরলেন নিজের মুঠোয়।

"আসছে হপ্তার পরের হপ্তায় আমি তোমার ওখানে যাচ্ছি," গভীরভাবে করমর্দন করে মার্কসের হাত ছেড়ে দিলেন স্যামুয়েল, "তোমাদের ফার সেলোনের ছোটখাটো কিছু অদলবদল করতে হবে।" মুচকি হেসে বললেন স্যামুয়েল, "পল, বেভার্লি হিলসের সেরা ফার-এর পোশাক নির্মাতা, ওঃ, বিজ্ঞাপনটা যেন আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে।"

"না, পল নয়," আপত্তি করল মটি।

"কেন, পল কি দোষ করল? ডেট্রয়েটের হাডসন চেইন স্টোরে ঐ নাম শুনেই হাজার মেয়েমানুষ হামলে পড়ে।"

"ওটা ডেট্রয়েট," মটি বলল, "আর এটা বেভার্লি হিলস। এখানে আরও জমকালো লাগসই নাম দরকার।"

"তার মানে আপনি রেভিলন চাইছেন, এইত?" স্যামুয়েল তাকালেন মটির দিকে।

"না, রেভিলন নয়," মটি হাসল, নাম ছিল "বেভার্লি হিলসের পাওলো। ফার-এর জমানার শেষ কথা। লস এঞ্জেলসের মানুষ বড্ড হুজুগে, ভিন দেশি নতুন নাম এদের ভীষণ টানে।"

"পাওলো অফ বেভার্লি হিলস," মটির নাম যে মনে ধরেছে স্যামুয়েল বারবার ঐ নাম জপ করাতেই তা বোঝা গেল, "ফার-এর জমানার শেষ কথা, আসুন এই নামকরণ উপলক্ষে একটু ড্রিংকস হয়ে যাক।"

নামকরণ উপলক্ষে মদ গেলা পর্ব চুকতে পাক্কা চারটে ঘণ্টা কাটল। স্যামুয়েল চলে যাবার পরে দরজা বন্ধ করে কৌচে গা এলিয়ে মটি বলল, "ওফ্, বকবকানির আর শেষ নেই! ওর কথার জবাব দিতে আমার সবটুকু দম খরচ হয়ে গেছে! ভাবলুম ওঁর মুখ হয়ত বন্ধ হবে না।"

"সাতটা বাজতে চলল," আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মিঃ মার্কস, "কুসুম কুসুম গরম জলে চান করে নিলেই দেখবে শরীর ঝরঝরে লাগছে, তারপর পোশাক পাল্টে চলো বেরোই। ডিনার সেরে চটপট ফিরে আসতে হবে।"

"এখন আবার বেরোবে, আবার বাইরে খাবে?" মটি আপত্তি করল।

"না, থাক," মিঃ মার্কস বললেন, "এখানে হোটেলের সুটে বসেই না হয় আজ ডিনার খাব।"

"এখন আর বেরোতে ইচ্ছে হচ্ছে না," বলল মটি, "বাইরে গাদাগাদা অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে বসে ডিনার খেয়ে খেয়ে আমি ক্লান্ত, আর ভাল লাগে না।"

"তুমি যখন বলছ, তখন আমরা এই সুটে বসেই ডিনার খাব, শুধু আমরা দুজনে। বিকেল থেকে আমিও তাই চাইছিলাম।" বলে ঝুঁকে পড়ে মটিকে চুমু খেলেন মিঃ মার্কস।

"আমারও মন চাইছিল, দুহাতে জড়িয়ে ধরে মটি পাল্টা চুমু খেল তাঁকে, কেমন, আশ মিটেছে? মন ভরেছে?"

"ভরে উপছে পড়ছে," বললেন মিঃ মার্কস, "তুমি আমার মনের মত জুড়ি হয়েছো। মনে হচ্ছে স্যামুয়েলের সঙ্গে এই চুক্তিটা লেগে যাবে।"

"সে ত একশোবার," সায় দিল মটি, "সেইসঙ্গে আমাদের যা কিছু সমস্যা আর ঝুট ঝামেলা সব তাড়াতাড়ি চুকেবুকে যাক তা আমিও চাই!"

"একটা ত এরই মাঝে চুকেবুকে গেছে," বলে মটির দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগালেন মার্কস। মটি তাঁর কথা ধরতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

"এখন আমি স্বাধীন," মিঃ মার্কস বললেন, "পুরোপুরি মুক্ত, আমার উকিল ফোন করে খবরটা দিলেন। উনিই বললেন টানা ছ' হপ্তা রেনোতে আলাদা থেকে আমার স্ত্রী ডিভোর্স পাইয়ে দিয়েছে। এখন সে আমার ভূতপূর্ব স্ত্রী।" মটি চুপ করে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

"চুপ করে গেলে কেন," মিঃ মার্কস বললেন, "মনে হচ্ছে খবরটা শুনে তুমি খুশি হওনি।"

"আমি খুব খুশি হয়েছি" জোর করে মুখে হাসি আনল মটি, "তোমার ভাষায় আমার খুশি উপচে পড়ছে। তবে মুখ ফুটেই বলছি আমি একটু ঘাবড়েও গেছি।"

"ঘাবড়ানোর কি আছে এতে," মিঃ মার্কস বললেন, "আজ হোক, কাল হোক, তোমার স্বামীকে বলতেই হবে তুমি ডিভোর্স চাও।"

"জানি," মটি বলল, "কিন্তু বেচারার সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে। ওর হাতে কোনও কাজকর্ম থাকলে আমি এতটুকু ভাবতাম না।"

"একটা না একটা সমস্যা সব সময়েই থাকে" বললেন মিঃ মার্কস, "তোমার কাছে তোমার বরের কথা শুনে এটুকু বুঝেছি যে তুমি ডিভোর্স করলেও ওকে সান্ত্বনা দেবার মত মেয়ের অভাব হবে না, প্রচুর মেয়ে আসবে ওর চোখের জল মোছাতে। তাছাড়া ডিভোর্স করলেও তুমি খোরপোষ চাইছো না। বাচ্চা মানুষ করার টাকা চাইছো না। এমনকি সম্পত্তির অংশও দাবি করছ না, ওকে ত তুমি বাঁচিয়ে দিচ্ছ, দেখো ও ঠিক সামলে উঠবে।"

মটি জবাব দিলনা।

"ডিভোর্স খুব সহজেই পেয়ে যাবে, বিশ্বাস করো," মিঃ মার্কস ব্যাকুলগলায় বললেন, "তোমার বর কাগজপত্রে সইসাবুদ করে দিলে তিজুয়ানায় একদিনের মধ্যে তুমি ডিভোর্স পাবে।" মটি এবারেও চুপ করে রইল। "তবে তুমি আমায় বিয়ে করতে না চাইলে আলাদা কথা," মটির চোখের পানে তাকিয়ে বললেন মিঃ মার্কস।

এতক্ষণ পাথরের মত নীরবে বসে থাকলেও ওপরওয়ালার পুরুষাঙ্গ তার হাতের ভেতর ফুলে উঠছে ধীরে ধীরে। "চাই গো, চাই," মিঃ মার্কসের কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল মটি, "আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

একুশ

বেভার্লি হিলস-এর রোডেয়ো আর লেমিটাস-এর কোণ বরাবর এড্রের বাড়ির সামনে সারি সারি রোলস রয়েস, ক্যাডিলাক আর কন্টিনেন্টালের একপাশে যুদ্ধের আগের মডেলের ক্রাইসলার এয়ার ফ্লো-খানা বড্ড বেমানান ঠেকছে। জো গাড়ি থেকে নামতেই লাল জ্যাকেট পরা পার্কিং অ্যাটেণ্ডাণ্ট তার হাতে একখানা টিকেট দিল, জো-র হাত থেকে চাবি নিয়ে সে নিজেই দরজা খুলে বসল চালকের আসনে, স্টার্ট দিয়ে গাড়িখানা নিয়ে চলে গেল সে অন্যদিকে। কয়েক পা এগিয়ে বাড়িতে ঢোকার ফটকের সামনে এসে জো লক্ষ করল নামী দামি ভি আই পি-দের গাড়ির ভিড় থেকে বহুদূরে রাস্তার একপ্রান্তে তার গাড়িটাকে পার্ক করানো হল।

"বাঃ রে দুনিয়া," হেসে মনে মনে বলল জো, "জাত পাতের ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে গাড়িরও রেহাই নেই।"

টাক্সেডো পরা চীনে বটলারকে দেখেই জো বুঝল ডিনারের দেরি নেই, "বলুন স্যার" এগিয়ে এসে বটলার জানতে চাইল, "আপনার নামটা?"

"জো ব্রাউন।"

হাতেধরা টাইপ করা তালিকার দিকে তাকাল বটলার। নামটা মিলিয়ে মাথা নাড়ল, তারপর ইশারায় [illegible] দেখিয়ে সরে দাঁড়াল।

শাহবাগ ঢাকা।

বসার ঘরের সামনে এসে জো দেখল অতিথির ভিড়ে ভেতরে পা ফেলার জায়গা নেই, দরজায় দাঁড়িয়ে এজে-র বৌ ব্ল্যানচে রোসেন। বয়স চল্লিশ ছুঁলেও দেখাচ্ছে আরও কম। একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে দিল ব্ল্যানচে, "জো, আপনাকে দেখে কি খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারব না।"

"নেমন্তন্ন করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ, মিসেস রোসেন," বলে বাড়িয়ে দেয়া হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরল জো

"আমায় ব্ল্যানচে বলবেন," বলেই এজে-র বৌ ঘরের ভেতরে অতিথিদের ভিড় ইশারায় দেখাল, "আপনি ত আমাদেরই একজন, আলাদা করে পরিচয় করানোর দরকারও তাই নেই। যারা এসেছেন তাদের সবাই কম বেশি আপনার চেনা। ভেতরে যান, আরাম করুন, কোনও সংকোচ করবেন না। বার আছে ঘরের শেষে।"

"ধন্যবাদ, ব্ল্যানচে," জো বলল কিন্তু এজে-র বৌয়ের কানে তা পৌঁছল না, সে ততক্ষণে পরের অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে ঢুকল জো। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অতিথিরা বিশাল বসার ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প গুজবে মেতেছে। এদের অনেকেই তার মুখচেনা, কিন্তু খুব কম লোকের সঙ্গে তার আলাপ আছে। হলিউডের কিছু নামী তারকাকেও অতিথিদের ভিড়ে দেখতে পেল জো। না দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘরের শেষপ্রান্তে এসে থামল জো, সামনেই বার, "বলুন স্যার," কৃষ্ণাঙ্গ বারম্যান হাসল, "কি নেবেন, কি দেব আপনাকে?"

"জল দিয়ে স্কচ," বলল জো। পানীয় ভর্তি গ্লাস হাতে ঘরের একপাশে সরে এল জো। এজেকে তখনই তার চোখে পড়ল, জুডি আঁতোয়ানকে পাশে নিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে সে। কিছু লোক গোল হয়ে তাদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। রূপোলী কাজ করা মিহি ফিনফিনে কালো কাপড়ের পোশাক জুডির গায়ে, এতটাই মিহি যে পোশাকের আড়ালে ঢাকা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাইরে থেকে দিব্যি দেখা যাচ্ছে। এজেকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ানো লোকগুলো নিজেরা বকবক করছে।

দরজার দিক থেকে চাপা উত্তেজনার আওয়াজ কানে আসতেই এজে জুডির হাত চেপে ধরে টানতে টানতে দৌড়োল সেদিকে। জো পেছন থেকে তাকিয়ে রইল। খানিক বাদেই এক মহিলার উঁচু টুপি তার চোখে পড়ল। জেডা, হলিউডের দু'জন নামী মহিলা সাংবাদিকের একজন ঘরে ঢুকছেন। এই টুপির জন্যই মহিলার যত খ্যাতি। এই টুপি দেখেই দূর থেকে তাঁকে চেনা যায়, টুপি তাঁর ট্রেডমার্ক। জেডা ঘরে ঢুকতেই ভিড়ের ভেতর থেকে ফোটোগ্রাফারদের ক্যামেরায় ফ্ল্যাশবাল্ব ঝিলিক দিয়ে উঠল, এজে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানানোর নামে যা শুরু করল জো-র চোখে তা কুকুরের মত পা চাটা তোষামোদ ছাড়া আর কিছু মনে হল না। "আমি বোধহয় এবার বাতিল হলাম!" জো-র কানের কাছে গলা নামিয়ে কে যেন বলে উঠল। মুখ ফেরাতেই পরিচালক রে স্টার্ণকে দেখতে পেল জো।

"একথা কেন বলছেন?" জানতে চাইল জো।

"বলছি কারণ ছবিটা আমায় দিয়ে করানো যেত।"

"এমন কিছু আহামরি ছবি ওটা ছিল না।" বলল জো।

"ও রকম মোটা দাগের যে কোন ছবিকেই আহামরি বলা যায়।"

"ওতে আমার কি হল বুঝতে পারছি না।" জো বলল, "তারপর থেকে আমার কোনও কাজ জুটছে না।"

"দেখে নিয়ো এবার তোমার কাজ জুটবে," স্টার্ণ বললেন, "এজে তোমায় এই পার্টিতে কেন নেমন্তন্ন করেছে বলতে পারো? তোমার লেখা কাহিনী আর চিত্রনাট্যে তোলা ছবি এ বছর এই

স্টুডিওর সবচেয়ে বেশি মুনাফা এনেছে।" কিছু না বলে জো গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

"খুব সম্ভবত পার্টি হবার আগেই ঐ ছবির উপসংহার পর্ব লেখার কাজ এজে দেবে তোমায়," রে স্টার্ণ বললেন।

"এতক্ষণ এসেছি এর মধ্যে এজে এখনও আমায় দেখেনি", জো বলল।

"এজেকে চিনতে তোমার এখনও বাকি আছে," রে স্টার্ণ বললেন। "ওর নজরে কিছুই এড়ায় না, তোমাকে ও অনেকক্ষণ আগেই দেখে নিয়েছে।"

"জানিনা," জো বলল, "আপনি এখন কি করছেন, হাতে কোন ছবির কাজ আছে?"

"কিছু না," বললেন স্টার্ণ, "আমার হাত এখন একদম ফাঁকা। যে ছবির কাজ চেয়েছিলাম তা এজে বাতিল করেছে। আমায় ও কেন নেমতন্ন করল তাই বুঝতে পারছি না। হয়ত কোনও পুরোনো পার্টির তালিকায় আমার নাম ছিল ওর লোকেরা ভুল করে আমায় ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

"না, না," জো সান্ত্বনা দিল, "নিজেকে অত ছোট ভাববার মত কারণ আপনার ঘটেনি।"

"যাও, যাও, মেলা বকিয়োনা," খিটখিটে গলায় স্টার্ণ বললেন, "তার চেয়ে আমি বরং আরেকটা ড্রিংক নিয়ে কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকি।"

স্টার্ণ বড় বড় পা ফেলে বারের দিকে এগোতে পেছন থেকে নারীকণ্ঠ তার কানে এল, "আপনিই জো ক্রাউন?"

"হ্যাঁ," বলে ঘুরে দাঁড়াতেই জো দেখল সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা পাতলা গড়নের একটি মেয়ে। মেয়েটির চোখের মণির রং নীল, বাদামি চুল প্রায় উন্মুক্ত কাঁধ ছুঁয়েছে, পরনে নীল রেশমি আঁটো পোশাক।

"চিনতে পারছেন না?" মেয়েটি বলল, "আমি ট্যামি শেরিডান।"

"দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না," জো-র মনে হল মেয়েটিকে চিনতে না পারার জন্য তার ক্ষমা চাওয়া উচিত। "সত্যিই আপনাকে আমি চিনতে পারিনি?"

"আপনার গল্পে দ্বিতীয় মুখ্য নারীচরিত্রে আমি ছিলাম," ট্যামি বলল, "যে মেয়েটার সঙ্গে জুডির দারুণ লড়াই হল।"

"এবার আমি সত্যিই দুঃখিত," জো বলল, "কারণ এখনও পর্যন্ত ছবিটা আমার দেখা হয়নি।"

"আপনার লেখা গল্পের ছবি আপনিই দেখেননি?" মেয়েটির গলা শুনে মনে হল জো-র কথা তার বিশ্বাস হচ্ছে না, "প্রোজেকশন রুমেও দেখেননি?"

"কেউ আমায় ছবি দেখতে না ডাকলে কি করে দেখব, বলো?" জো বলল, "লস এঞ্জেলসে ছবিটা এলে হয়ত দেখা হবে।"

"কিন্তু আমি যে শুনলাম ঐ ছবির উপসংহার নিয়ে আপনি নতুন কাহিনী লিখছেন। এই গল্পে আমার পার্টটা একটু বাড়ানোর কথা বলতেই আমি এসেছি।"

"যা খুশি, যত খুশি বলতে পারো" হাসতে হাসতে বলল জো, "কিন্তু গল্প লেখার কাজটা যে এখনও হাতে আসে নি। আগে কাজটা পাই, বাড়ানো কমানোর কথা তখন ভাবা যাবে।" মেয়েটি জবাব না দিয়ে হাসল। তার কথা যে সে আদৌ বিশ্বাস করে নি তার হাসি দেখেই তা বুঝল জো।

"আপনি একা এসেছেন?" জানতে চাইল মেয়েটি।

"হ্যাঁ।"

"বান্ধবী কেউ সঙ্গে আসেনি?"

"না"।

"শুনে মজা লাগছে", মেয়েটি বলল, "আমি যতদূর জানি আপনি বিবাহিত, তারপরেও জুডির সঙ্গে রাত কাটান।"

"এ হল হলিউড", জো বলল। "অন্যের নামে গাল গল্প না রটালে এখানকার মানুষ স্বস্তি পায় না। হ্যাঁ। আমি বিবাহিত ঠিকই, তবে, আমার স্ত্রী অফিসের কাজে নিউ ইয়র্কে গেছেন, না জুডির সঙ্গে একটি রাতও আমি কাটাই নি।

"শুনলাম আপনিই ওকে ফিল্মের কাজটা পাইয়ে দিয়েছেন।"

"ভুল শুনেছো" গম্ভীর গলায় বলল জো, "জুডিকে ফিল্মে নামানোর পেছনে আমার কোনও হাত ছিল না।"

"তাহলে কাজটা ও পেল কি করে?" প্রশ্ন করল ট্যামি, অভিনয় ত এখনও ও কিছুই শেখেনি। যখন আমায় কেউ চিনত না সেই সময় আমি ওর পাশে গ্রেটা গার্বোর মত অভিনয় করতে পারতাম।"

"এসব কথার জবাব আমার জানা নেই", হাত উল্টে অসহায়ভাবে বলল জো, "আমি শুধু ঐ গল্পের কাঠামো আর চিত্রনাট্য লিখেই খালাস।" যাকে এসব বলা সেই ট্যামি ফেরিজনের নজর তখন অন্যদিকে—জো-র গল্পের নায়ক স্টিভ ককরান সবে এসে হাজির হয়েছে, জুডির পাশে নানা পোজ'এ দাঁড় করিয়ে তার ছবি পরপর তুলছে ফোটোগ্র্যাফারেরা, ঘন ঘন ফ্ল্যাশবালবের আলো চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে "মর মাগী! যত খুশি ফোটো তোল!" জুডির উদ্দেশে হিংসুটের মত আক্ষেপ করল ট্যামি। তারপরেই আবার মুখ ফেরাল জো-র দিকে বলল, "আপনার গাড়ি আছে?"

জো ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"আমি ট্যাক্সিতে চেপে এসেছি", ট্যামি বলল, "পার্টি শেষ হলে আপনার গাড়িতে আমার বাড়ি পর্যন্ত লিফ্‌ট দেবেন ত?"

"নিশ্চয়ই দেব," বলল জো। "আপনি আমার দিকে নজর রাখুন এই ফাঁকে দেখি ফোটোগ্রাফারগুলোকে পটিয়ে আমার কিছু ছবি তোলাতে পারি কিনা," বলতে বলতে সরে গেল ট্যামি।

দূরে দাঁড়িয়ে জো দেখল একটা ফোটো তোলানোর জন্য ট্যামি ফেটোগ্রাফারদের ঝুলোঝুলি করছে কিন্তু তারা কেউ তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। হাতের গ্লাস খালি হয়েছে অনেকক্ষণ হল, বাইরে গিয়ে আরেকটা স্কচ নিল জো। অনেক লোকের ভিড়ে ঘরের ভেতরটা গরম হয়ে উঠেছে। অস্বস্তি কাটাতে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়াতেই ঠান্ডা হাওয়ায় তার চোখমুখ জুড়িয়ে গেল। এ জে-র ফিন্যানশিয়ার ব্যাংকার মিঃ মেটাক্সা তাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন, হালকা গলায় বললেন, "জো, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ মিঃ মেটাক্সা" হাসল জো, "কিন্তু হঠাৎ আমায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন কেন?"

"এমন একখানা খাসা স্ক্রিপ্ট লিখেছেন তাই," বললেন মিঃ মেটাক্সা, "এ ছবি কম করে বিশ লাখ ডলার ঘরে তুলবে। আমরা খুব খুশি হয়েছি।"

"খুশি আমিও কম নই", বলল জো।

"আসুন" জো-র হাত ধরলেন মেটাক্সা 'আমার এক ইটালিয়ান বন্ধুর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই, ভদ্রলোক নিজে ছবির প্রযোজক।"

সর্বাঙ্গ সুন্দর বলতে যা বোঝায় তেমন চেহারার একজন অতিথির সামনে জোকে নিয়ে এলেন মেটাক্সা. জো দেখল লম্বা পাতলা ছিপছিপে গড়নের মানুষটির মাথায় সব চুল ধপধপে সাদা, নাক ঠোঁট যেন বাটালি দিয়ে কুঁদে গড়া হয়েছে।

"ইনিই আমার বন্ধু র‍্যাফায়েলো স্যান্টিনি", মেটাক্সা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জো-কে দেখালেন। "এই ইনি জো ক্রাউন আমার ছবির স্ক্রিপ্টরে (চিত্রনাট্যকার)। আর মিঃ ক্রাউন, আমার বন্ধু সিনর র‍্যাফেয়েলো স্যান্টিনি যে ইটালির একজন নামী চলচ্চিত্র প্রযোজক, সেকথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই, হালে ওঁর প্রযোজিত 'দ্য ওয়ান হুইলড মোটর সাইকেল' ছবিখানা রোমে দারুণ বাজার পেয়েছে।"

নামটা শুনে চমকে উঠল জো। নিওরিয়ালিজমের যে হাওয়া আজকাল ইটালির চলচ্চিত্র জগতে বইছে এ ছবিতে তারই ছোঁয়া আছে। সমালোচকেরা এ ছবির উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। বছরের শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি হিসেবে অ্যাকাদেমি অ্যাওয়ার্ড ঐ ছবিকে দেবার প্রস্তাব হলিউডেও উঠেছিল জো-র মনে আছে। "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সম্মানিত বোধ করছি মিঃ স্যান্টিনি," জো বলল।

"আপনার মত সফল চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমিও খুশি, মিঃ ক্রাউন", ইটালিয়ান ঘেঁষা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললেন স্যান্টিনি, "আপনার গল্পের ওপর তোলা ছবিখানা আমি দেখেছি, বিষয়বস্তু উপভোগ করেছি। গল্পের এমন মজাদার বাঁধুনি দেখেই বুঝেছি দর্শকের চাহিদা বোঝার ক্ষমতা আপনার আছে। এরকম বোঝার ক্ষমতা আমাদের আরও দরকার।"

"ধন্যবাদ মিঃ স্যান্টিনি", জো বলল।

"আপনি সময় করে ইটালিতে চলে আসুন", মিঃ স্যান্টিনি সিরিয়াস ভাবে মাথা নাড়লেন, "তখন আপনি আর আমি দু'জনে মিলে একটা ভাল ছবি করব।"

"সে হবে আমার পরম সৌভাগ্য", জো বলল,

"কি মশাই, কি এত ফিশফাশ করছেন?" আমার পিছন থেকে বলতে বলতে এগিয়ে এল এন্জে, স্যান্টিয়ানির দিকে তাকিয়ে জোকে ইশারায় দেখাল।

"আমার সেরা লেখকটির সঙ্গে এত গুজগুজ ফুসফুস কেন? আমার কাছ থেকে ওকে হাতিয়ে নেবার মতলব?"

"মোটেও না, এন্জে, এ আপনার ভুল ধারণা" চটপট পরিস্থিতি সামাল দিলেন মেটাকসা, আসলে আমার বন্ধু মিঃ স্যান্টিনি জো-র কাজের তারিফ করছিলেন।"

"সে ওঁর যত খুশি তারিফ উনি করতে পারেন', এন্জে বলল, "তবে জেনে রাখুন, জো-র সঙ্গে আমার তিনটে ছবির কনট্রাক্ট হয়ে আছে, এর বাইরে দেবার মত বাড়তি সময় ওর হাতে এখন নেই।" মেটাক্সা কোনও জবাব দিলেন না। জো অবাক হয়ে তাকাল এন্জে-র দিকে—তিনটে ছবির কনট্রাক্ট। তার সঙ্গে করেছে এন্জে? কথাটা এই প্রথম শুনল সে, কিছু না বলে সে চুপ করে রইল, "এই ত সোমবার সকালেই প্রথম স্ক্রিপ্ট নিয়ে স্টুডিওতে আমরা বসব", বলে এন্জে তাকাল তার দিকে, "কেমন জো, তাই না?"

"ঠিক বলেছো, এন্জে সায় দিল জো।"

"প্রথম স্ক্রিপ্ট?" মুখ টিপে হাসলেন স্যান্টিনি "তা সে ছবির নাম কি হবে?"

একপলক তার দিকে তাকিয়েই এন্জে মুখ ফেরাল আমার দিকে। "বলো জো, ছবির নামটা তুমিই বলো ওকে।"

"দা বিটস অফ দা ওয়ারিয়র কুইন," চিন্তা ভাবনা না করে মনে যা এল তাই বলে দিল জো।

"বাঃ, কি সুন্দর খাসা নাম যেন আগের ছবির পিঠোপিঠি বোন। হলিউডি কারবারই আলাদা" মিঃ স্যান্টিনি বললেন, "ছবির টাইটেল পর্যন্ত আগে থেকে বিকিয়ে আছে।"

"মনে রেখো জো, সোমবার সকাল", মুচকি হেসে যেন দারুণ লড়াই জিতেছেন এমনই মেজাজে এজেন্ট সরে গেলেন, দুই ইটালিয়ান পেছন থেকে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। স্যান্টিনি গলা নামিয়ে মেটাকসাকে কিছু বললেন তারপর তাকালেন জো-র দিকে, "মিঃ ব্রাউন, আমার কথাও মনে রাখবেন, একদিন আপনি আমি দু'জনে মিলে একটা ছবি করছি রোমায়।"

"জো!" যেন জো তার বহুদিনের চেনা এমনি ভাবে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ট্যামি শেরিডান ছুটে এল, গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, "জো, মিঃ স্যান্টিনি আমার প্রিয় প্রযোজক, আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি, ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়, আপনাকে করিয়ে দিতেই হবে।"

"মিঃ স্যান্টিনি", ট্যামিকে দেখিয়ে জো বলল, "ইনি মিস ট্যামি শেরিডান, আমার গল্পের দ্বিতীয় মুখ্য নারী চরিত্র।"

"আপনার ছবিকে আমি ভোট দিয়েছি।" ট্যামি বলল, "ওটা অ্যাকাদেমি অ্যাওয়ার্ড পাব পাব করেও শেষ পর্যন্ত না পাওয়ায় কি দুঃখ পেয়েছি বলে বোঝাতে পারব না।"

"ধন্যবাদ, মিস ট্যামি" ভদ্রভাবে বললেন ইটালিয়ান প্রযোজক।

"এক্ষুণি ডিনার দেখে শুনে এলাম", আদুরে গলায় ট্যামি বলল, "আপনার পাশের চেয়ারে বসার সুযোগ আমায় দেবেন, মিঃ স্যান্টিনি? খেতে খেতে আপনার যুগোত্তীর্ণ অপূর্ব ছবি সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতাম।"

"দুঃখিত", বিনীতভাবে বললেন, মিঃ স্যান্টিনি, "ডিনারে আমি থাকছি না। চ্যাসেনস-এ আগেই আমার ডিনার ঠিক হয়ে আছে।"

"শুনে আমারও খারাপ লাগছে, মিঃ স্যান্টিনি", ট্যামি আন্তরিক ভাবে বলল।

অল্প ঝুঁকে ট্যামির হাতে চুমু খেয়ে মিঃ স্যান্টিনি বললেন। "বিদায়" তারপরেই লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন তিনি।

মেটাক্সা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন তাঁকে এগিয়ে দিতে।

"কি অদ্ভুত ভদ্র এঁদের আচার ব্যবহার" দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনে বলল ট্যামি, "আমার হাতের পিঠে ঠোঁট ছোঁয়ানোর সময় মনে হচ্ছিল উনি যেন জিভ দিয়ে আমার তলপেটের নিচে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন।"

"ভারি কম্মো করেছেন", জো বলল "ঐ খেল আমি আরও ভাল দেখাতে পারি।"

"কোন খেল? অবাক হল ট্যামি, 'আমার হাতের পিঠে চুমু খাওয়া?"

"না," মুচকি হাসল জো, "জিভ দিয়ে তোমার তলপেটের একেবারে নীচে সুড়সুড়ি দেয়া।"

বাইশ

সকাল সাতটার ভেতর স্টুডিওর কাজে হাজিরা দিতে হবে এই অজুহাত দেখিয়ে হলিউডের সব পার্টিই তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যায়। শিল্পীদের আরও আগে আসর ছেড়ে চলে আসতে হয় কারণ স্টুডিওর শুটিং-এর আগে মেকাপ রুমে তাঁদের হাজির হতে হয় সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার ভেতর। রাত এগারোটা নাগাদ জো এজে-র বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নিজের গাড়িতে চাপল, ট্যামি তার ওপর নজর রেখেছিল, পেছন পেছন সেও বেরিয়ে এল। সামনে চালকের আসনে জো-র পাশে দিব্যি বসে পড়ল সে। কার পার্ক-এর দেখাশোনা করছিল যে ছোকরা তার হাতে জানালা দিয়ে একটা এক ডলারের নোট বাড়িয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল জো, ট্যামির দিকে না তাকিয়ে জানতে চাইল, "তুমি থাক কোথায়?"

"উপত্যকায়—পাহাড়ের নিচের জমিতে", পাত্তা না দেয়ার গলায় বলল ট্যামি।

"ঠিক আছে", সহজভাবে বলল জো, "কিন্তু ওখানে যাব কিভাবে?"

"আগে লরেল খাদে চলুন, খাদের আলসের দুটো ব্লক আগে থাকি আমি।"

"তাই চলো," বলে গাড়ির মুখ সানসেট বুলেভার্ড-এর দিকে ঘোরাল জো।

"ঠাণ্ডায় হাড় পর্যন্ত কালিয়ে যাচ্ছে" ট্যামি বলল, "হিটারটা চালিয়ে দেবেন?"

কিছু না বলে সুইচ টিপল জো, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতরে গরম বাতাস বইতে লাগল।

"ধন্যবাদ," জো-র দিকে তাকাল ট্যামি, "এবার ভাল লাগছে। আপনি যাচ্ছেন ত ছবি দেখতে?"

"সোমবার এজেন্ট আমায় দেখা করতে বলেছে," সামনে উইণ্ডস্ক্রিনে চোখ রেখে বলল জো, "নিজের গল্পের ছবি দেখার সময় কোথায়?"

পরের ছবির গল্প আপনাকেই লিখতে হবে", দৃঢ়বিশ্বাস ফুটল ট্যামির গলায়।

"দেখি কি হয়।" আনমনা গলায় বলল জো, "পারিশ্রমিকের কথা এখনও কিছুই বলেন নি উনি।"

"সে ওঁর ভাবনা", ট্যামি বলল, "ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। এ ছবি হল ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা।"

"অভিনেত্রী না হয়ে এজেন্ট হলেই তোমায় মানাত", জো বলল, "ওদের মতই কথা বলছ তুমি।"

"আমার তাই হওয়া উচিত ছিল", হাসল ট্যামি, "অনেকদিন আছি এ শহরে, সবার হালচাল কমবেশি জানা হয়ে গেছে।"

"না, না অত বয়স তোমার হয়নি এখনও" জো বলল।

"তাও কম হল না মশাই, পুরো ছাব্বিশ। ষোলতে পা দিয়ে এসেছি এখানে।"

"কিন্তু তোমায় দেখে ত অত বয়স মনে হয় না।"

"দিনরাত মেকাপ নিয়ে আছি আসল বয়স ধরা পড়বে কি করে?"

সিরিয়াস গলায় বলল ট্যামি, "তবে, পরের ছবির স্ক্রিপ্ট লেখায় কাজ যে আপনিই পাচ্ছেন তাতে সন্দেহ নেই জানবেন।"

"কে বলল তোমায়?"

"মিসেস রোসেন, এজের বৌ," হাসল ট্যামি, "বলার দরকার হয়নি পার্টিতে যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ উনি আপনার দিক থেকে চোখ সরান নি।"

"আমার নজরে পড়েনি।" জো বলল "আমার সঙ্গে বলতে গেলে কোনও কথাই ওঁর হয়নি।"

"কিন্তু উনি আগাগোড়া আপনার দিকে তাকিয়েছিলেন তা আমার নজরে ঠিকই পড়েছে।" সামনেই এলাকা পেরিয়ে লরেল খাদের দিকে গাড়ি মোড় নিতে ট্যামি বলল, "আপনি জানেন বিয়ের আগে উনিই এজের সব ছবির গল্প এডিট করতেন?"

"না, এই প্রথম জানলাম।"

"এজে ছবির স্ক্রিপ্ট কখনও পড়েন না, পড়েন ওঁর স্ত্রী। ছবির গল্প লেখকরা ওঁর প্রিয় বিশেষত যাদের বয়স কম।"

"কিন্তু এসবের সঙ্গে আমার কাজটা পাবার সম্পর্ক কতটুকু তা এখনও বুঝতে পারছি না," জো বলল।

"বুঝিয়ে দিচ্ছি," ট্যামি বলল, "আপনি এজের বৌকে উপহার হিসেবে গাদাগাদা ফুল পাঠাবেন, সেই সঙ্গে নিজের নাম লেখা কার্ডেই লিখবেন অজস্র ধন্যবাদ। দেখবেন দিন দুয়েকের মধ্যে উনি আপনাকে টেলিফোন করবেন, সেই হপ্তার কোনও একদিন ম্যালিবু গিয়ে ওঁদের বাড়িতে লাঞ্চ খাবার নেমন্তন্ন করবেন। এ ওঁর একধরনের ছলাকলা, স্টুডিও মহলে এ খবর জানতে কারও বাকি নেই।"

"তুমি দেখছি অনেক ঘাটের জল খেয়েছো।" আড়চোখে ট্যামির দিকে তাকিয়ে বলল জো।

"ঠিকই বলেছেন", ঘাড় নেড়ে সায় দিল ট্যামি, "একটু দাঁড়ানোর জায়গা পেতে ঘোরাঘুরিও গত দশ বছরে কম করিনি, তাই না চাইতেই অনেক ঘাটের জল আপনিই ঢুকেছে পেটে। তবে এর ফলে আমার যে খুব ভাল হয়েছে তা কিন্তু না। হলিউডে আসার পরে বই নিয়ে পরপর তিনটে ফিল্ম স্টুডিওতে কন্ট্রাক্টে কাজ করছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ছবিতে মুখ্য নারী চরিত্রে কাজ করার সুযোগ পাইনি।" ট্যামির কথায় তার ভেতরের ক্ষোভ ফুটে বেরোল।

"তবু চেষ্টাত চালিয়ে যেতেই হবে" সান্ত্বনা দেবার গলায় বলল জো, "সবাই বলে তিনবারের বার যেকোন চেষ্টাই ফল দেয়।"

সেই আশাতেই এখনও টিকে আছি। আত্মবিশ্বাস ভরা গলায় বলল ট্যামি।

চুপ করে গাড়ি চালাতে লাগল জো, ট্যামিও হঠাৎ চুপ মেরে গেল। খানিক বাদে রাস্তাটা মোড় নিল। ভেন্চুরা বুলেভার্ডের আলোগুলো ঝিকমিক করে উঠল। ডানদিকে ঠিক তিন নম্বর লেনে। উইণ্ডস্ক্রিনের কাছে চোখ রেখে বলল ট্যামি, "দু নম্বর বাড়ি।"

নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল জো। ছোট হলেও বাড়িখানার চেহারা বেশ ছিমছাম, "বা বাড়ির চেহারাখানা ত বেশ" বলল জো।

"আপনাকে ভেতরে আসতে বলতাম", ট্যামি বলল "কিন্তু এখানে আরও দুজন মেয়ে থাকে আমার সঙ্গে তাই।"

"ও ঠিক আছে," জো স্বাভাবিক গলায় বলল, "ওতে আমি কিছু মনে করিনি।"

"তার চেয়ে এই গাড়ির ভেতরেই আমি আপনাকে একটু সুখ আর আরাম দিতে পারি", বলে তার তলপেটে হাত রাখল ট্যামি।

"না, ধন্যবাদ, আজ না", মুচকি হাসল জো।

"সত্যি বলছি আমি খুব ভাল আরাম দিতে পারি।"

"নিশ্চয়ই পারো", জো বলল, "আমি বিশ্বাস করি সে ক্ষমতা তোমার পুরোপুরি আছে কিন্তু আজ না। ওসব আরেকদিন হবে।"

"আমি বরং ততদিন অপেক্ষা করব। লিফট দেবার জন্য ধন্যবাদ", ঝুঁকে জো-র কপালে আর দু'গালে চুমু খেল, তারপর বলল, "আমি স্টুডিওতে আপনাকে ফোন করব।"

"করলে খুশিই হব" বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল জো, "গুডনাইট"। জায়গাটা ছেড়ে যাবার মুহূর্তে জো দেখতে পেল যেন অনেক দেরি হয়ে গেছে এইভাবে বড় বড় পা ফেলে সদর দরজার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে ট্যামি, নিজের মনে হেসে গাড়ির মুখ ঘোরাল জো বাড়ি পৌঁছে দেখল সবে বারোটা বেজেছে।

"খবর পেয়েছি, যে", হাসিমুখে শার্লি বলল, "এই স্টুডিওতে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড়দরের ঘোড়া হচ্ছেন আপনি জো ক্রাউন, আমরা আপনাকে আরও ভাল একটা অফিস দিচ্ছি এটা হবে কোণের দিকে।"

"ঠিকই শুনেছো", জো নিজেও হাসল, "মিনিট কুড়ি আগে এজের কাছ থেকে নতুন কাজের দায়িত্ব পেয়েছি।"

"দেখে বুঝে ঠিক লোককেই দায়িত্ব দিয়েছেন উনি" হেসে একগোছা চাবি জো-র হাতে তুলে দিল শার্লি, "গেল শুক্রবারেই আপনাকে নতুন ঘর দেবার অর্ডার দিয়েছেন এজে। আসুন, আপনার নতুন অফিস দেখিয়ে দিই।"

শার্লির পেছন পেছন করিডরের শেষপ্রান্তে এল জো। আগে যেখানে বসত ঘর না বলে তাকে খুপরি বললেই ঠিক বলা হবে, একফালি কাঁচ বসানো বোর্ডের একপাল্লার সেই দরজার বাইরে দাঁড়ালে ভেতরে সে কি করছে দিব্যি দেখা যেত। কিন্তু নতুন অফিসের দরজা মজবুত কাঠের এক পাল্লা দিয়ে গড়া। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল, শার্লিকে নিয়ে ভেতরে এল জো, চারদিকে প্যানেল করা কাঠের দেয়াল, মেঝেতে দেয়ালজোড়া কার্পেট, একপাশে খাঁটি চামড়া মোড়া দুটো ইজিচেয়ার আর একখানা সোফা। টাইপরাইটার রাখার জন্য একখানা বাড়তি টেবিল বরাদ্দ হয়েছে লেখালেখির ডেস্ক থেকে খানিক তফাতে রাখা হয়েছে সেটা।

"কেমন, মনের মত হয়েছে ত?" জানতে চাইল শার্লি।

"পছন্দের চেয়ে বড় কথা এখানে বসে একটু স্বস্তিতে দম ফেলতে পারব", বলল জো।

"পছন্দ হলেই ভাল", বলল শার্লি, "লেখার কাগজ, কার্বন পেপার, হলদে প্যাড আর পেনসিল, সব আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। টেলিফোন কানেকশন সরাসরি সুইচবোর্ডের সঙ্গে করা আছে তাই আমাকে না ডেকেই আপনি নিজে সরাসরি বাইরে কল পাঠাতে পারবেন, নিতেও পারবেন। টেলিফোনের পাশে দেখুন একটা সুইচ আছে, বাইরে গেলে অথবা কাজে ব্যস্ত থাকলে যদি চান ত ঐ সুইচ টিপতে পারেন, তাহলেই আপনার সব কল আগে আমার কাছে আসবে।"

"ব্যবস্থা ত ভালই দেখছি", বলল জো।

"স্ক্রিপ্ট লেখা শেষ হতে কতদিন লাগবে মনে হচ্ছে?" জানতে চাইল শার্লি।

"পয়লা খসড়া করতে মাসখানেক ত বটেই, তা ঘষা মাজা কাটছাঁট করতে আরও এক মাস, এজে জুলাই-এ ছবির কাজ শুরু করতে চান।"

"তাহলে ত আপনি হাতে বেশি সময় পাচ্ছেন না?"

"ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব", বলল জো।

"আপনার জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে দিয়েছি, এবার নিশ্চিন্তে কাজে হাত দিন", বলতে বলতে দরজার দিকে পা বাড়াল শার্লি, "দরকার হলে আমায় ডাকবেন কিন্তু।"

"ধন্যবাদ, শার্লি", বলল জো।

"গুড লাক", বলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল শার্লি।

চেয়ার টেনে বসল জো, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে রাখল ডেসকে, একটা বের করে ধরাল। কাজ করার জন্য ভাল সাজানো অফিসঘর দিলে কি হবে এজে আসলে একটা নচ্ছার-বই কিছু নয়। গতরাতের ডিনার পার্টিতে পাঁচজনের সামনে তিনটে ছবির কন্ট্রাক্টের কথা নিজে মুখে বললেও আজ খানিক আগে শুধু এই একখানা স্ক্রিপ্টের জন্য জো-র সঙ্গে নতুন কন্ট্রাক্ট করেছে সে, বিনিময়ে কুড়ি হাজার ডলার তাকে দিয়েছে এজে,. বাকি দুটো স্ক্রিপ্টের কথা জো নিজেই তুলেছিল, শুনে এজে বলেছে আগে এই স্ক্রিপ্টের কাজ শেষ হোক, তখন ও দুটোর কথা ভাববে সে।

টেলিফোনের আওয়াজ কানে যেতে চমকে উঠল জো, রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল, "জো ক্রাউন।"

"মিঃ ক্রাউন?" উল্টোদিক থেকে যুবতীর গলা ভেসে এল। ঠিক চিনতে না পারলেও এই গলা সে আগে শুনেছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হল জো। "ব্ল্যানচে রোসেন বলছি মিঃ ক্রাউন নতুন অফিস পাবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ মিসেস রোসেন" বলল জো।

"সে কি! কালই না পার্টিতে আমায় ব্ল্যানচে বলে ডাক ছিলেন! মিঃ ক্রাউন, আপনার পাঠানো ফুল পেয়েছি। ধন্যবাদ জানাব বলেই ফোন করলাম সত্যি, আপনার রুচির তারিফ করতে হয়।"

"আপনি খুশি হয়েছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য", এজের বৌ তার ওপর খুশি হয়েছে জেনে গদগদ গলায় বলল জো, "আপনাদের পার্টিও চমৎকার হয়েছিল। আমায় নেমন্তন্ন করার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"আপনার বেশ কিছু লেখা পড়েছি, মিঃ ক্রাউন", এজের বৌ-এর গলা স্পষ্ট শুনতে পেল জো, "কিছু ছোট গল্পও পড়েছি। পরে উপলব্ধি করেছি যে বিপুল প্রতিভা আর সম্ভাবনা আপনার মধ্যে আছে তার হদিস আপনার নিজের জানা নেই।"

"ধন্যবাদ, ব্ল্যানচে।"

"আমায় হেঁদিপেঁজি পাঠক ভুলেও ভাববেন না যেন, মিঃ ক্রাউন। একসময় নিউ ইয়র্কে ডাবলডে প্রকাশনীতে আমি এডিটার ছিলাম, সেখান থেকে যোগ দিই এজের স্টুডিওতে বিয়ের আগে পর্যন্ত আমি ছিলাম স্টুডিওর স্টোরি এডিটর আর কনসালট্যান্ট। বুঝতেই পারছেন যেসব ছবি এখানে তৈরি হয়েছে তাদের সবকটির গল্প আগে আমার ছাড়পত্র পেয়েছে। দরকার মত আমি সেসব কাটছাঁট করেছি, এখনও করি, যেসব গল্প ছবি করার উপযোগী বলে ওঁর মনে হয় তাদের সবকটির গল্প আগে আমাকেই পড়তে হয়। মতামত দিতে হয়, ছবি তুললে ব্যবসায়িক সাফল্য কতটা আসতে পারে এসব বলতে হয়।"

"আপনার কাজের কথা যত শুনছি আমার কৌতূহল তত বাড়ছে", এজের বৌকে বলা কথাগুলো জো-র নিজের কানেই খোসামুদে ঠেকল। তার পাঠানো ফুল পেয়ে খুশি হলেও এসব বলে বুঝিয়ে দিচ্ছে ছবি করার গল্প বাছাই করার বেলায় তার মতামত কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

"পরের ছবির গল্প লেখার ব্যাপারে এজে যে আইডিয়া আপনাকে দিয়েছেন তা আমি জানি। এই আইডিয়ার ওপর স্ক্রিপ্ট করতে গেলে কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি আপনাকে হতে হবে তাও আমার অজানা নয়, মনে হচ্ছে এই জাতীয় সমস্যা এড়ানোর কিছু উপায় আপনাকে বাতলে দিতে পারব। বুধবার দুপুরে লাঞ্চে চলে আসুন না। ম্যালিবু বিচে আমার একটা ছোট বাড়ি আছে, এমন কিছু আহামরি নয়, তবে বেশ নিরিবিলি, আশেপাশে ঝামেলা নেই। নিরালায় বসে খেতে খেতে কথা বলা যাবে, চলে আসুন।"

"আপনার সঙ্গে লাঞ্চ করা ত আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।"

"তাহলে ঐ কথাই রইল, দুপুর সাড়ে বারোটা কেমন?"

"কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারোটা", জো বলল, "আমি ঠিক পৌঁছে যাব", বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল জো, ট্যামি ঠিকই বলেছিল, তার দেখানো পথ ধরেই এগোচ্ছে জো। সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠল টেলিফোন রিসিভার তুলতেই ট্যামির গলা আছড়ে পড়ল—"অভিনন্দন?" বলল "কেমন! বলেছিলাম কিনা কাজটা আপনিই পাবেন?"

"তুমি ঠিকই বলেছিলে" সায় দিল জো।

"আপনার কাছে চলে যেতে মন চাইছে", ট্যামি বলল, "আপনার নতুন অফিসে সাজিয়ে রাখার মত একটা উপহার সঙ্গে আছে। নতুন অফিস ভাল লাগছে ত?"

"চলে এসো", বলল জো, "আমি এখনও কাজে হাত দিইনি।"

"দশ মিনিটের ভেতর আসছি", বলে লাইন ছেড়ে দিল ট্যামি। রিসিভার নামানোর সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠল। "তোমার লাইন দেখছি সবসময় ব্যস্ত", ওপাশ থেকে ক্যাথির চেনা গলা ভেসে এল।

"অবাক কাণ্ড", জো বলল, "আমি এখানে এসেছি এ খবর সবাই পাচ্ছে কি করে ভেবে পাচ্ছিনা। আশ্চর্য", জো বলল, "আমার এখানে আসার খবর কি করে রটল ভেবে পাচ্ছি না।"

"তোমার গল্পের ছবি এখনও তোমার দেখা হয়নি একথা এজেকে বলেছো তুমি?"

"বলেছি।"

"সমুদ্রের ধারে যত হল আছে তাদের কর্তৃপক্ষের দেখার জন্য আজ রাত সাতটায় প্যাসিফিক প্যালিসেইডস থিয়েটারে আমরা ওটা দেখানোর ব্যবস্থা করেছি, এজে তোমায় বলতে বলেছেন ইচ্ছে করলে আসতে পারো। স্টুডিওর প্রোজেকশন রুমের চাইতে ওখানে এক ঘর দর্শকের মধ্যে বসে দেখতে ভাল লাগবে।"

"ওঁকে বোল আমি যাব", বলে রিসিভার নামাল জো মিনিটখানেক যেতে না যেতেই আবার টেলিফোন বেজে উঠল, এবার নিউ ইয়র্ক থেকে লরা শেলটন।

"অভিনন্দন" উচ্ছসিত গলায় বলল লরা, "খবর পেলাম তুমি অ্যামাজনের রাণীর গল্পের উপসংহার লেখায় হাত দিয়েছো?"

"খবরটা এত শীগগির ছড়াবে ভাবতেও পারিনি।" জো বলল, "আজই সকালে ঠিক হল।"

"তোমার সঙ্গে লিখিত কন্ট্রাক্টের একটা প্রতিলিপি স্টুডিও আমাদের পাঠিয়েছে" লরা বলল, "তুমি ওতে রাজি হয়েছো?"

"নিশ্চয়ই", জো বলল, "কুড়ি হাজার ডলার কম পারিশ্রমিক নয়।"

"ওতে তোমার উপন্যাস কতটা এগাবে?" জানতে চাইল লরা।

"বড় জোর মাসখানেকের জন্য একটু ভাঁটা পড়বে, তার বেশি নয়, স্ক্রিপ্ট লিখে চটজলদি পয়সা পাওয়া যায় নামও রাতারতি হয়।"

"হলেই ভাল", লরা বলল।

"সত্যি বলতে কি হাতে যে কাজ এসেছে তা এত ভাল যার তুলনা হয়না।"

"আমি তোমার কাজের গতিকে বাধা দিতে কখনোই চাইব না।"

"উপন্যাসটা শেষ করার ব্যাপারে নির্ভয়ে থাকতে পারো", জো বলল, "তুমি চলে যাবার পরে আরও পঞ্চাশ পাতা লিখেছি, ওগুলো শীগগিরই পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে।"

"দাও", লরা বলল, "পড়ার জন্য বসে থাকব। লেখার ধারা একইরকম বজায় থাকলে বলব তুমি অর্ধেকের বেশি পথ পেরিয়ে এসেছো।"

"আবারও বলছি উপন্যাসের ব্যাপারে আমার ওপর ভরসা রাখো, আমি তোমায় ডোবাব না। আসলে স্ক্রিপ্ট লিখে কুড়ি হাজার ডলার পাব কিনা, তাই ও নিয়ে একটু বেশি ব্যস্ত আছি।"

"তুমি ভাল আছো ত?" লরার গলা খুব নরম শোনাল, "শুনলাম তোমার বাড়িতে নাকি খুব অশান্তি চলছে?"

"কে বলল?" জানতে চাইল জো, "কই, তেমন কিছু ঘটেছে বলে ত শুনিনি।"

"শুনলাম তোমার বৌ প্রায়ই বাইরে যায়, বেশ কিছুদিন এখানে সেখানে কাটিয়ে তারপর আবার ঘরে ফেরে।"

"এ জায়গাটাই হল গুজব তৈরির কারখানা। আমার বৌ চাকরি করে তা আশা করি জানো। চাকরির শর্তে ওকে এখানে সেখানে যেতে হয়। ও একটা বড় দোকানের হেড বায়ার। মালপত্র কিনতে ওকে বেরোতেই হয়।"

"বুঝেছি," লরা বলল, "তুমি নিজে ঠিক থাকলেই হল।"

"আমার জন্য চিন্তা কোরনা, আমায় নিয়ে ভেবোনো," বলল জো।

"তবু বলছি কোনরকম সহায়তার দরকার হলে আমায় জানাতে সংকোচ কোরো না। আমি তোমার পাশে আছি।"

"ধন্যবাদ, রাখছি তাহলে" বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল জো। মানুষমাত্রেই বাজে, টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, কোথায় কার ভাঁড়ারে কি পচে উঠে দুর্গন্ধ বেরোল দিনরাত কেবল সেই দুর্গন্ধ শোঁকার ফিকিরেই ঘুরছে। আমার ঘরে যে ঝামেলাই হোক না কেন, তা দিয়ে তোদের কি দরকাররে বাপু?

বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়তে চিন্তাস্রোত ব্যাহত হল, মুখ তুলে জো বলল, "ভেতরে আসুন।" দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ট্যামি ; কাল রাতে এজের পার্টি থেকে ফেরার পথে যাকে বাড়ি পর্যন্ত লিফট দিয়েছিল সে, একটা আঁটো সুতির সোয়েটার আর খাটো সুট পরেছে ট্যামি। আঁটো পোশাক পরায় বুক পাছা যেন ফেটে বেরোচ্ছে, লিকলিকে পা দুটোও দেখতে ভাল লাগছে।

"বা খুব ভাল জায়গা পেয়েছেন", চার পাশে চোখ বুলিয়ে বলল ট্যামি, "প্রযোজকদের অফিস বলে মনে হচ্ছে।"

"ধন্যবাদ" জো বলল, "জায়গাটা সত্যিই ভাল হয়েছে।" রঙিন উপহারের কাগজে মোড়া একটা ছোট চৌকো বাক্স জো-র সামনে ডেসকে নামিয়ে রাখল ট্যামি, "এটা আপনার জন্য।"

রঙিন কাগজের মোড়ক খুলেই চমকে উঠল জো, তারপরেই হাসিতে ফেটে পড়ল। "একডজন কণ্ডোম, ভারি পেছল, মনে হচ্ছে ঠিক সাইজ মিলিয়ে এনেছো", হাসি চাপতেচাপতে বলল জো, "দোকানে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সাইজে ছোট। এখন কথা হচ্ছে, এগুলো কবে আমাদের কাজে লাগাবে?"

"এক্ষুণি লাগবে মশাই", বলে ভেতর থেকে দরজা ভাল করে আটল ট্যামি, "আমায় নিয়ে যা করার চটপট করে নিন, তারপর আপনি আমায় লাঞ্চ খাওয়াবেন।"

নিজের লেখা গল্পের ছবি দেখে বেরোবার মুখে মিকি কোহেনের সামনাসামনি পড়ে গেল জো। "খাসা ছবি হয়েছে", জো-র হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আন্তরিকভাবে চাপল মিকি, দর্শক কেমন হৈ-চৈ করে খেয়ে নিল নিজেই ত দেখলেন। এদের বেশির ভাগই কিন্তু এখনও স্কুলে পড়ে, ব্যালকনিতে ওরাই বসেছিল, বাজি রেখে বলতে পারি জুডিকে দেখেই ওরা গরম খেয়েছে।

"কিন্তু আপনার কথা ত কিছুই বুঝতে পারছি না," ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল জো।

"বোঝার দরকার ত নেই", মিকি বলল, খেলটা আবার দেখান তাহলেই হবে।"

"জানিনা পারব কিনা।" জো বলল, "অত খারাপ আর অশ্লীল স্ক্রিপ্ট আমার হাত দিয়ে বেরোবে কিনা বলতে পারছিনা।"

"পারবেন মশাই, পারবেন।" মুচকি হাসল মিকি, "কুড়ি হাজার ডলারের বদলে ঐ জিনিষ আবার বেরোবে আপনার হাত দিয়ে।"

তেইশ

সকাল তখন এগারোটা। ভদ্র রীতি মেনে দরজায় টোকা না দিয়ে ঝড়ের মত তুতি খাওয়ান ঢুকে পড়ল স্টুডিওতে জো-র অফিস ঘরে। জো-র সামনে এসে গলা চড়াল, "এজে বলছিলেন পরের ছবিতে আপনি আমার বোনে আগের চেয়ে বেশি সংলাপ রাখছেন।"

জো একমনে ঘাড় গুঁজে চিত্রনাট্যের খসড়া তৈরি করছিল। জুডির ধরন দেখে অবাক হল, অভিবাদনের তোয়াক্কা না করে এইভাবে কেউ কখনও কোনও প্রসঙ্গ তুলতে পারে বলে তার জানা ছিল না। খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে জো বলল "এজে যদি ওকথা তোমায় দেন তাহলে তুমি তাই পাবে।"

"উঁহু, শুধু আপনার মুখের কথায় মানব না", জুডি আরও কাছে এগিয়ে এল, "স্ক্রিপ্টের কয়েকটা পাতা আমায় দেখান।"

"জুডি" চাপা ধমক দিল জো, "একটা ছবিতে নেমেই কিন্তু স্টার হওনি, স্টার হতে গেলে এখনও বহু পথ হাঁটতে হবে তোমায়। আর কারও কথা বলতে পারব না, তবে এইসব নচ্ছারপনা আমার মোটেও বরদাস্ত হয় না তা আগেই বলে রাখছি। নতুন ছবির কাজ সবে ধরেছি, মাত্র দু'দিন হল ট্রিটমেন্টে হাত দিয়েছি। এখনও সংলাপে হাতই দিইনি।"

"বাজে কথা বলছেন", রুখে উঠল জুডি, "আপনার কথা আমার মোটেও বিশ্বাস হয় না।"

"বিশ্বাস না হলে এজেকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো," জো বলল, "সবার আগে ট্রিটমেন্ট, তারপর স্ক্রিপ্ট। এদুটো তৈরি হলে সংলাপ আপনিই বসে যাবে প্রতিটি চরিত্রের মুখে।"

"লেকচার থামান মশাই", রেগে উঠল জুডি, "তখন হাজার বললেও আপনার পাশে শুয়ে আমি রাত কাটাব না। আপনি না বললেও যে লাখোলাখো দর্শক যারা আমার ছবি দেখেছে তারা আমায় স্টার বলে মেনে নিয়েছে। একসময় ফিল্মে একটা যেমন তেমন রোল পাবার জন্য অনেকের কাছে গতর বিলোতে হয়েছে, কিন্তু সেদিন আজ আর নেই।"

"ঠিক বলেছো", সায় দিল জো।

"আমার হাতে এখন ছবির কন্ট্রাক্ট আছে।"

"আমারও আছে।"

"আছে না ঘোড়ার ডিম।" চেঁচিয়ে উঠল জুডি, "জানেন, ইচ্ছে করলে আমি এ ছবি থেকে আপনাকে ছেঁটে বাদ দিতে পারি, স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ কেড়ে নিতে পারি আপনার হাত থেকে, তা জানেন?"

"সে ত ভাল কথা", জো বলল "ভালই ত, আমায় একবার বাদ দিয়েই দ্যাখো না। আমার কিন্তু তাতে সুবিধেই হবে, পরের কাজ যতদিন না পাব ততদিন দু'দিক থেকে বেকার ভাতা পাব। মাঝখান থেকে তুমিই পড়বে মুশকিলে—আমায় বাদ দিলে তোমার উপযুক্ত স্ক্রিপ্ট লেখা হবে না, আর স্ক্রিপ্ট লেখা না হলে ছবিও তৈরি হবে না। তখন কোন ছবিতে তুমি স্টার হবে?"

"সত্যি বলছেন?" দু'চোখ পাকিয়ে জো-র চোখের দিকে তাকাল জুডি, "ছাঁটাই হলে আপনি দু'দিক থেকে ভাতা পাবেন?"

"স্ক্রিপ্ট রাইটার গিল্ডের সদস্যরা ঐ সুবিধা পায়", জো হাসল, "আমি নিজেও গিল্ডের সদস্য, তাই ঐ সুবিধা আমারও পাবার কথা।"

"কিন্তু তাহলে আমার স্বার্থ কে দেখবে?" বলতে বলতে জুডির রাগ আচমকা পড়ে গেল, কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, "আমি যেমনটি চাইছি, ঠিক তেমনটি কোথায় পাব, কে দেবে আমায়?"

"না হয় এই প্রথম ফিল্মে নেমেছো", সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল জো, "কিন্তু স্টুডিও মহলে ত একদম নতুন আসোনি, ফিল্ম লাইনের নিয়মকানুন কিছুই ত তোমার অজানা থাকার কথা নয় জুডি, শুধুশুধু ছেলেমানুষি না করে আগে আমার স্ক্রিপ্ট লেখার কাজটা সারতে দাও। এ

ছবিতে তুমি যা চাইছো তোমার রোল ত তার চেয়েও ভাল আর জোরালো সংলাপ থাকতে পারে, আগে আমায় আমার কাজ শেষ করতে দাও তারপর যত খুশি নচ্ছারপনা কোর!"

"যান! যান! ট্যামিকে নিয়ে মজা লুটছেন, লিফট দেবার ফাঁকে গাড়িতে ওর সঙ্গে গতরের সুখ করছেন আর যত ভয়ই শুধু আমার বেলায় না? জানেন ট্যামি বলে বেড়াচ্ছে আপনার পাশে শুয়েছে বলে আপনি আমার চেয়ে ওর রোলে বেশি সংলাপ দিচ্ছেন। কিছু খোঁজ রাখেন?"

"ট্যামি এসব বলে বেড়াচ্ছে?" শান্ত গলায় বলল জো। "আর তুমি তাই সত্যি বলে বিশ্বাস করেছো? জুডি, তুমি নিজেও জানো না, কিন্তু আমি নিজে অনেক লোককে বলতে শুনেছি আমার সঙ্গে রাত কাটানোর বিনিময়ে আমি তোমার আগের ছবিতে নামার সুযোগ করে দিয়েছি। জুডি এটা নামেই মুভি স্টুডিও নামের আড়ালে এটা আসলে গুজব তৈরির কারখানা ছাড়া কিছু নয়।"

"তাহলে আপনি আমাকে ডিনার খাওয়াতে চাইছেন না কেন?" কয়েক মুহূর্ত জো-র মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল জুডি।

"তার কারণ তোমাকে ডিনার খাওয়ানো আমার পোষাবে না।" হাসল জো, "এর আগে যেবার প্রথম এক্সের কথামত তোমায় নিয়ে এলাম সেবারেই তুমি আমার দুশো ডলার এক কোপে খসিয়ে দিয়েছিলে, মনে পড়ে? এক্সে কিন্তু আজ পর্যন্ত সে টাকা আমায় পুষিয়ে দেয় নি।"

"ওসব কারবারে এখন আর আমি নেই", জুডি বলল "আপনি আমায় ফ্রি-তে ডিনার খাওয়াতে পারেন, ঐ বাবদে একটি আধলাও আমি দাবী করব না।"

"তাহলে আমি তোমায় নিশ্চয়ই ডিনার খাওয়াব", বলে হাসল জো।

"খাওয়াবেন ত বুঝলাম", জুডি মওকা বুঝে এবার চেপে বসল। "তা সেটা কবে হবে, শুনি?"

"এই শুক্রবার রাতে হলে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?"

"খাওয়াচ্ছেন কোথায়।" চেসেন'স না রোসান'র, দুটোর কোনটায়? ডিনার সেরে তারপর নয় মোকাম্বোতে যাওয়া যাবে দু'জনে

"উঁহু, জোরে ঘাড় নাড়ল জো, বড় জোর ডিনার; আমার দৌড় ঐ পর্যন্ত, তারপর মজা লুটবার নামে জুয়োর আড্ডায় গিয়ে পয়সা ওড়ানো, ওসব আমায় দিয়ে হবে না। বড়জোর ব্রাউন ডার্বি জুয়োর ব্যাপারে তার বেশি এগোনো আমার পোষায় না।

"ওটা বড্ড সস্তা", ব্রাউন ডার্বি নামটা শুনে নাক সিটকাল জুডি।

"আমি বিবাহিত, জুডি, বাড়িতে বৌ বাচ্চা আছে", জো হাসল, "তাদের মুখের খাবার জোগাড় করতেই লেখালিখি করতে হয়। ওড়ানোর জন্য এখানে টাকা কামাতে আসিনি।"

"আর যদি আপনাকে ঐ জুয়ো খেলা বাবদ একটি পয়সাও খরচ না করতে হয়", মরিয়ার মত শোনাল জুডির গলা। পাবলিসিটির লোকেরা একসময় চাপ দিয়ে আমার অনেক আজেবাজে খারাপ খারাপ ফোটো তুলেছে, ঐ টাকাটা যদি ওদের দিয়ে মেটাই, তাহলে? তাহলে আপনি আমার সঙ্গে জুয়ো খেলবেন ত?"

"এর পর কি সেকথা বলতে বাকি থাকে?" জো চাপা গলায় বলল, "ভাউচারটা একবার এনে দিয়েই দ্যাখো। সেদিন আর বাড়ি যাব না। সারারাত শুধু তোমায় নিয়েই ফুর্তি করে কাটাব।"

"পরে ফোনে কথা বলব", বলে যেমন এসেছিল তেমনই ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল জুডি, আসার মতই যাবার বেলাতেও দায়সারা গোছের অভিবাদনটুকু জানানো দরকার মনে করল না।

বাইরে গা ঝলসানো রোদ, কাঠের বড় বড় পাত জুড়ে তৈরি বেড়ার গায়ে ঝোলানো দড়ি দেখেই বুঝল ওটা কলিংবেলের দড়ি, ঘন্টাটা নিশ্চয়ই বাড়ির ভেতরে বহুদূর পর্যন্ত গেছে, দড়ি ধরে অল্প জোড়ে টান দিতেই ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, "কে এল?"

এজের বৌ ব্র্যানচের গলা—জো-র কানে খুব চেনা ঠেকল, মুখ তুলে সে বলল, "আমি জো ক্রাউন!" পাল্লার আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্র্যানচে নিজেই দরজা খুলে দিল। জো দেখল কড়া রোদের ছোঁয়া থেকে চামড়া বাঁচাতে গায়ে সানট্যান অয়েল পুরু করে মেখেছে ব্র্যানচে। সমুদ্রে স্নান করার একখানা বড় তোয়ালে ছাড়া আর কোনও আবরণ নেই তার গায়ে। সবে বারোটা। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বলল ব্র্যানচে, "আপনি অনেক আগে এসে পড়েছেন", তার গলার আওয়াজে রাগ বা চাপা ক্ষোভ খুঁজে পেল না জো।

"আগে এসে পড়েছি বলে দুঃখিত", কৃপাপ্রার্থীর গলায় জো বলল, "আসলে এখানে আমি আগে কখনও আসিনি, তাছাড়া আসতে দেরি হোক তাও চাইনি। তাই একটু আগেভাগেই এসে পড়েছি আরকি।

"ও কিছু নয়", ব্র্যানচে বলল, "আসুন", বলে বাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল হালকা তালে পা ফেলে। ব্র্যানচের পা মাটিতে পড়লেও হাঁটার ধরন দেখে জো-র মনে হল সে উড়ে যাচ্ছে পাখা মেলে। বাগান পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে কাঠের খোলা বারান্দায় জোকে নিয়ে এল ব্র্যানচে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "লাঞ্চের আগে আমার সঙ্গে জলে নামবেন মিঃ ক্রাউন? আমার ত লাঞ্চের আগে একটু সাঁতার কাটতে দারুণ লাগে।"

"আপনি আমায় লজ্জায় ফেললেন", জো মুখ নামিয়ে বলল, "আমি সাঁতার শিখিনি।"

"এতে লজ্জার কিছু নেই, মিঃ ক্রাউন", ব্র্যানচে মুখ টিপে হাসল, "অন্তত সৎ স্বীকারোক্তির জন্য আপনার ধন্যবাদ প্রাপ্য। আরও অনেকে আছে যারা সাঁতার শেখেনি, কিন্তু নিছক মজা পাবার নেশায় সেকথা তারা চেপে যায়।" আড়চোখে একবার রোদের দিকে তাকাল ব্র্যানচে, কিন্তু তাহলেও আপনার একটা সুইমিং ট্রাংক পরে নেয়া দরকার। এখানে রোদ কতটা চড়া তা ত নিজেই দেখছেন। এক্ষুণি জামাকাপড় খুলে না ফেললে গায়ের চামড়া পুড়ে ঝলসে যাবে, ছাতার নিচে দাঁড়িয়েও রেহাই পাবেন না।"

একপাশে একগাদা কানাতদেয়া খড়ের টুপি আর সুইমিং ট্রাংক সাজানো, জো একটা টুপি মাথায় পরল, সুইমিং ট্রাংকগুলো নিয়ে সুবিধা হলনা, সবকটা মাপে ছোট, তবু তাদের মধ্যে একটা নেটের বড় মাপের বের করে নিয়ে পরে দেখল তাতে কোমর ঢাকা পড়েছে বটে কিন্তু নাভির নিচে কিছু যৌনকেশ বেরিয়ে পড়েছে ফাঁকফোকর দিয়ে, আর ব্র্যানচে লোভীর মত চোখ বড় বড় করে সেগুলো দেখছে। ব্র্যানচে তার কাছে কি চায় লহমার মধ্যে আঁচ করে নিল জো, এই ছোট স্টেপ সাইজের সুইমিং ট্রাংকগুলোও সে ইচ্ছে করেই ওখানে সাজিয়ে রেখেছে তাও বুঝতে তার বাকি রইল না।

"নিজে হাতে ভদকা টনিক বানিয়েছি", ব্র্যানচে বলল, "চলবে ত?"

"[illegible] চলবে", খোশামুদে গলায় জো বলল, "ওটা আমারও পছন্দ।" কাঠের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে ভদকার গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে ব্র্যানচে বলল, ম্যালিবুতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জো।"

"ধন্যবাদ", গ্লাসে আলতো চুমুক দিয়ে জো দেখল বরফের মত ঠাণ্ডা পানীয়টা সত্যিই ভাল তৈরি হয়েছে।

"আপনি বেশি বিনয়ী নন ত?" নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে গায়ে জড়ানো তোয়ালে অল্প খসালো ব্র্যানচে তার ফলে তলপেটের নিচে ঘন কুচকুচে লোমে ঢাকা যৌনাঙ্গের খানিকটা স্পষ্ট দেখতে পেল জো। ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে।

"কি হল", জানতে চাইল ব্র্যানচে, "অমন বড় বড় চোখ করে কি দেখছেন? আমার বাপু অত রাখোঢাকো নেই, লোকে বলে, পেটে খিদে, মুখে লাজ। না মশাই, আমি ওর মধ্যে নেই, রোদেপুড়ে গায়ের চামড়া বাদামি করব বলে যেখানে এই সাগরতীরে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে থাকি, সেখানে মিছিমিছি লজ্জা সম্ভ্রম দেখাতে একগাদা জামাকাপড় গায়ে চাপাতে যাব কোন দুঃখে, আপনিই বলুন? রোদের ভেতর খালি গায়ে যতটা সম্ভব খোলামেলা ভাবে ঘোরাফেরা করতে ভালবাসি, আমি সূর্য উপাসক"—বলেই চোখ টিপে মুচকি হাসি ছুঁড়ে দিল ব্র্যানচে, "কেমন দেখাচ্ছে আমায় তাই বলুন, চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে কিনা?"

"আপনি অপরূপা ব্র্যানচে" অভিভূত গলায় বলল জো, "এ রূপের তুলনা হয় না।"

"খানিকটা সানট্যান অয়েল আমার মত আপনিও গায়ে মাখুন", ব্র্যানচে তাকাল তার দিকে "আমি নিজে হাতে মাখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে, এতে গায়ে রোদ যতই লাগুক চামড়া এতটুকু ঝলসাবে না।"

"থাক", জো বলল, "তার দরকার হবে না।"

"কেন, দরকার হবে না কেন শুনি?"

"কারণ এমনিতেই আমার গা যথেষ্ট তেতে উঠেছে", জো বলল, "তার ওপর—"

"সে ত দেখতেই পাচ্ছি," ব্র্যানচে বলল, "ট্রাংকের ভেতর থেকে পেটের শত্তুর ত মুখ বের করেই আছে দেখছি", বলে হাত বাড়িয়ে খপ করে জো-র পুরুষাঙ্গ ডান হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল ব্র্যানচে।

"সত্যি ব্র্যানচে", জো হাসল। "আপনি দারুণ খ্যাপা তাতে সন্দেহ নেই।"

"খ্যাপা হলেও আমি মানুষটি ত ভাল, নাকি?" ব্র্যানচে বড় বড় চোখ মেলে বলল, "আমি আপনার বস-এর বৌ, সেই সুবাদে কিছু বাড়তি সুবিধা দাবি করতেই পারি।"

"গল্প নিয়ে কি আলোচনা করবেন বলেছিলেন", জো মনে করিয়ে দিতে চাইল।

"গল্প একটাই। চিরকালের আদি ও অকৃত্রিম, আর তা হল এই"—বলে ডানহাতের মুঠোয় চেপে ধরা জো-র পুরুষাঙ্গ কোনও সংকোচ না করে নিজের মুখে পুরে দিল ব্র্যানচে।

হোটেলের সুটের লিভিং রুমের সবখানে ফার-এর পোশাক ধরে ধরে রাখা হয়েছে চটজলদি বাছাইয়ের জন্য। দুপাশে গাদাগাদা পোশাক, তার মাঝখানে হাঁটতে হাঁটতে মটি সেগুলো গুনছে।

"এখানে দুশোটা আছে", জেরাল্ড মার্কাসের দিকে তাকাল মটি, "আরও আসবে। কালকের মধ্যে এতগুলো গুনে বাছাই করে উঠতে পারব না।"

"তাহলে আমাদের আরেকটা হপ্তা এখানে থেকে যেতে হবে", বলল মার্কাস জেরাল্ড।

"তা কি করে হবে", মটি বলল, "আমরা এখানে পড়ে থাকলে ফারওয়ালা পর আগে ভাগেই লস এঞ্জেলসে গিয়ে হাজির হবে যে।"

"শনিবারের মধ্যে ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজটা এখানে সেরে ফেললেই হবে।" বলল জেরাল্ড।

"তাতেও সুবিধে হবে না।" আপত্তি করল মটি, "রোববারের আগে আমরা ট্রেন ধরতে পারব না। রোববার ট্রেনে চাপলে লস এঞ্জেলস পৌঁছোতে পৌঁছোতে সেই বুধবার, তাতে মুশকিলই হবে—পল আমাদের বাদ দিয়েই ওর যত ফারের পোশাক আছে সব বেচতে শুরু করবে, মাঝখান থেকে আমাদের হবে মুশকিল।"

"আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে," জেরাল্ড বলল, "ট্রেনে না উঠে আমরা ফেরার পথে চাপব প্লেনে। লস এঞ্জেলস থেকে নিউ ইয়র্ক অনেক প্লেন যাতায়াত করছে। বেলা ন'টায় নিউ ইয়র্ক থেকে প্লেনে চাপলে ঠিক চৌদ্দ ঘণ্টা বাদে রাত এগারোটায় লস এঞ্জেলসে পৌঁছে যাবে, মাঝপথে একবার চিকাগো, আরেকবার ডেনভার্স এই দু'জায়গায় শুধু প্লেন নামবে। ঐভাবে গেলে আমরা রোববারের মধ্যে লস এঞ্জেলসে পৌঁছোতে পারব।"

"কি জানি", মটি অন্যদিকে তাকাল, "জীবনে প্লেনে চাপিনি, আমার ওড়ার কথা মনে এলে বড্ড ভয় লাগে।"

"এ তোমার নিছক ছেলেমানুষি", প্রবোধ দেবার গলায় বলল জেরাল্ড, ডিনার, ড্রিংকস, প্লেনে চাপলে সবকিছুই ফ্রি, তার ওপর আছে ফ্রি সার্ভিস। মনে হবে নিজের বসার ঘরে বসে বসে যাচ্ছো, রাত বারোটার মধ্যে নিজের শোবার ঘরে পৌঁছে যাবে।"

"আজ আর মাথায় কিছু নিতে পারছি না।" জেরাল্ডের গা ঘেঁষে মটি মুখ তুলে তাকাল "এবার তোমার পাশে হাত পা টানটান করে শুয়ে পড়ব। তোমার হিসেব ঠিকই আছে, ট্রেনে চাপলেও সোমবার সকাল নাগাদ আমার বাড়ি পৌঁছোনোর কথা।"

"খবরের কাগজের লোকদের নিয়েই আমার যত ভয়", বলল জেরাল্ড, "কি ট্রেন টার্মিনাস, কি এয়ারপোর্ট, সবখানেই ওদের ভিড় থিকথিক করছে। আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখলেই সে খবর পরদিনের কাগজে ছেপে বের করে দেবে। তাতে হয়ত তোমার বাড়িতে অশান্তি হবে, কারণ কাগজপত্রে আমার ডিভোর্স-এর ফয়সালা হয়ে গেছে।"

"হয়ত তোমার কথাই ঠিক", খানিক ভেবে বলল মটি। জেরাল্ডের কথায় সে বেশ মুষড়ে পড়েছে।

"অত ভাবার কিছু নেই", জেরাল্ড মটিকে উৎসাহ দিল, "এবার দেরি না করে বাড়ি ফিরেই জো-র সঙ্গে তোমার ডিভোর্সের ব্যাপারে কথাবার্তা পাকা করে ফেলবে। মনে রেখো, তুমি যতক্ষণ না ডিভোর্স পাচ্ছ, ততক্ষণ ইচ্ছে করলেও আমরা নিজেদের খুশিমত চলতে পারব না।"

"আমিও তাই ভাবছি", ঘাড় নেড়ে গম্ভীর গলায় সায় দিল মটি একটু থেমে বলল, "তাহলে তোমার মতে প্লেনে ফেরাই নিরাপদ?"

"নিশ্চয়ই", জেরাল্ড বলল, "নয়ত প্লেনে চাপার কথা বলতে যাব কেন।"

"বেশ", থরে থরে সাজানো ফার-এ পোশাকগুলোর দিকে একপলক তাকিয়ে মটি বলল, "তাহলে প্লেনের টিকিটই কেনো।"

"সে আমার খেয়াল আছে, ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। ইয়ে—তুমি কি তোমায় শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে ডিনার খাবে?"

"আমি ওঁদের কথা দিয়েছি।"

"বেশ, কথা যখন দিয়েছো, তখন আর কিছু বলার নেই, তবে যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো, তুমি পাশে না শুলে আমার চোখে ঘুম আসবে না।"

"কাকিমা", মটি বলল, "মুর্গীর মাংস রাঁধতে তোমার এখনও জুড়ি নেই।"

"দেখে শুনে খাস, বাছা", প্রশংসায় খুশি হয়ে মার্টা বলল, "মুর্গীর মাংস বেশি খেলেও কিন্তু চর্বি বাড়ে।"

ফিল ইচ্ছে থাকলেও কথার মত কিছু না পেয়ে এতক্ষণ মুখ বুঁজে বসেছিল, মটির মন্তব্য কানে যেতে এবার বলল, "সে যুদ্ধের সময়কার কথা—তখন মাংসের বাজারে মুর্গীই ছিল রাজা, খদ্দেরদের মুখে চিকেন ছাড়া আর কোনও মাংসের নামও শুনিনি। আর এখন ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে সবাই গরু শুয়োর আর খাসির মাংস খাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। ভাল চিকেন জোগাড় করাও এখন বেশ মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

মার্টা বলল, "কিন্তু তাই বলে আমাদের যারা খদ্দের তাদের তুমি ঐ দলে ফেলতে পারবে না। ওরা খুব কৃতজ্ঞ। যুদ্ধের বাজারে যখন টাকা দিলেও কিছুই মিলত না তখনও আমরা ওদের চিকেন বিক্রি করেছি সেকথা ওরা ভোলেনি।"

"তা আমিও জানি, কাকিমা", বলে মটি অর্ধেক খেয়ে প্লেটটা একপাশে সরিয়ে রাখল।

"কিরে, শরীর ভাল নেই নাকি?" বলে মার্টা ঝুঁকে পড়ে মটির চোখমুখ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

"বড্ড ক্লান্ত লাগছে", মটি বলল "আর খেতে ভাল লাগছে না।"

"আমি বলি কি চাকরিটা এবার ছেড়ে দে", মার্টা বলল, "বাচ্চার দেখাশুনো করে আবার চাকরি করতে ছোটা, মেয়েমানুষের শরীরে এত পোষায়? বয়সও ত বাড়ছে।"

"বাচ্চাকে দেখাশুনো করে আমাদের কাজের মেয়ে রোজা।" মটি বলল "আমাদের রান্নাও সেই-ই করে। ক্যারোলিনের ব্যাপারে আমার তাই কিছুই ভাবতে হয় না।"

"জো কি কাজ করছে?" মটির চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল মার্টা।

"ও একটা নতুন স্ক্রিপ্ট লেখার কাজে হাত দিয়েছে।"

"ওর বই লেখা কতদূর এগোল?" মার্টা জানতে চাইল, "যে বই লেখার কথা ও সবসময় সবাইকে বলে বেড়াত?"

"বেশির ভাগ সময় স্ক্রিপ্ট লেখার কাজে ব্যস্ত থাকে কিনা," মটি বলল, "তাই বই লেখায় তেমন মন দিতে পারছেনা।"

"এত খাটাখাটুনি ত ও না করলেও পারে", মার্টা বলল, "বই লেখার কাজে ব্যস্ত থাকবে বলেই না তুই চাকরিতে ঢুকেছিস?"

"ঠিকই বলেছো," মটি বলল, "কিন্তু ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত অন্যরকম হয়ে গেল।"

"জো কি এখনও মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করে?" মার্টা জেরা করার ভঙ্গিতে জানতে চাইল, "আমার কাছে লুকোসনা মটি।"

কাকীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল মটি। না থেকেই বা কি করবে, এই সরাসরি প্রশ্নের কিইবা জবাব দেবে সে? জবাব না দিলেও তার না বলা কথা ঠিকই ধরে ফেলল মার্টা, এঁটো প্লেটগুলো টেবিল থেকে তুলে নিয়ে রান্নাঘরের সিংকে ধোবার জন্য রাখতে রাখতে মুখ তুলে চাপাগলায় মটিকে শুনিয়ে বলল, "তুই না বললে কি হবে! আমি ত জোকে পেটে ধরেছি, আমি জানি ওর ধাত এতটুকু পাল্টায়নি। বৌ বাচ্চা নিয়ে যারা ঘর করে, এমন আর পাঁচটা লোকের মত সংসারের দায়িত্বের মুখোমুখি হবে এমন মানুষ ও আজও হয়ে ওঠে নি। আর কবে হবে? দিন ত বসে নেই, এগিয়ে চলেছে। শুধু জো কেন, পুরুষদের ধাত কখনও পাল্টায় না।"

"বাজে কথা একদম বলবে না", ছোটছেলের হয়ে ওকালতি করতে বলে উঠল ফিল। "জো যে আর পাঁচজন ছেলের মত নয়, কোনদিনই ছিলনা তা ও যখন খুব ছোট তখন থেকে আমরা জেনে আসছি।"

"ছোট ছেলে আর পুরুষমানুষ এক নয়", মার্টা বলল, "সে হল গে আমার বড়ছেলে সিভি। হাসপাতালে থেকে রেসিডেন্সির পালা চুকিয়ে এনেছে, এখন সুবিধেমত জায়গা পেলে যে কোনদিন নিজের আলাদা চেম্বার আর অফিস খুলে গ্যাট হয়ে বসে প্র্যাকটিস শুরু করবে। খাঁটি পুরুষমানুষ বলতে এদের বোঝায়।"

"বা, কি চমৎকারই না বোঝালে," ব্যঙ্গের সুর উথলে উঠল ফিলের গলায়, "কিন্তু জো-র সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক নেই, বড়ভাইয়ের মত দিনরাত ফাঁকতালে টাকা কামানোর ভাবনা ওর নেই, আমার জো লেখক, নতুন নতুন লেখার বিষয় নিয়ে সবসময় সে ভেবে চলেছে, তাই নিয়ে মশগুল হয়ে আছে, আর তাই সংসারে থাকতে গেলে বাস্তবের যে প্যাঁচানো বুদ্ধি দরকার তা ওর ঘটে নেই বললেই চলে, মুশকিল সেখানেই।"

তিন গ্লাস গরম চা-এর কড়া লিকার নিয়ে মার্টা রান্নাঘর থেকে এল, একটা গ্লাস মটির সামনে রেখে বলল, "নে আস্তে আস্তে খেয়ে ফ্যাল, শরীরটা ঝরঝরে লাগবে।"

মটি গ্লাসে আলতো চুমুক দিতে মার্টা আবার বলল, "তবে দেখিস বাপু, আর যাই করিস না কেন, আরেকটা বাচ্চা যেন বিয়োসনা।"

"ওসবের মধ্যে আমি নেই", কাকীর সন্ধানী চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল মটি।

"তা নয় হল", ফিল বলল, "কিন্তু তুমি তাহলে আছো কিসের মধ্যে?"

মটি তার ফিলকাকুর এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ব্যাজার মুখে বসে রইল।

মার্টা বলে উঠল, "আমাদের মটি খুব ভাল চাকরি করছে, জো-র চেয়ে ওর রোজগার ঢের ভাল, ওর চেয়ে অনেক বেশি টাকা জমিয়ে ফেলেছে মটি। স্বামীর টাকা—মানে জো-র টাকা না হলেও ওর চলে। আমার ত মনে হচ্ছে এবার ও চাইলেই জোকে ডিভোর্স করে নতুন কোনও পুরুষমানুষ বেছে নিতে পারবে যে ওর উপযুক্ত হবে সবদিক থেকে।"

"ঐসব কি যা তা বলছ?" ফিল রেগে বৌকে ধমকে উঠল, "আমরা ইহুদি একথা একবারও ভুলো না। ইহুদিরা কখনও ডিভোর্স করে না। সে শুধু লজ্জা নয়, পাপ।"

মার্টার সাংসারিক বুদ্ধি তার স্বামীর চেয়ে ঢের বেশি। মটির চোখের দিকে তাকিয়েই সে যা বোঝার অনেক আগেই বুঝেছে, এবার পরিস্থিতি সামাল দিতে বলল, "নিউ ইয়র্কে হলেও হতে পারে, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় তা লজ্জা বা পাপ দুটোর কোনটাই নয়। খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়লে দেখতে হাজার হাজার ইহুদি শুধু ডিভোর্স করতে গিয়ে হাজির হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। খবরের কাগজে ওদের নাম পর্যন্ত ছেপে বেরোচ্ছে। হলিউডের বাসিন্দা অথচ ডিভোর্স করেনি এমন লোক একজনও খুঁজে পাবে না। এই ত মটির ওপরওয়ালা মার্কস ফ্রেয়ান্ড, উনিও ত হালে নিজের বৌকে ডিভোর্স করেছেন, কাগজে ওঁর নামও ছেপে বেরিয়েছে।"

টেবিলের এককোণ থেকে অসহায় চোখে বৌ আর ভাইঝির দিকে তাকিয়ে গ্লাসভর্তি চায়ের লিকারে চুমুক দিতে লাগল ফিল, খানিক বাদে মুখ তুলে গলা নামিয়ে মটিকে বলল "একটা কথা মনে রাখিস, তাজা ভাল জল যতক্ষণ না পাচ্ছিস ততক্ষণ হাতের নোংরা জলটুকু যেন ছুঁড়ে ফেলতে যাস না।"

চব্বিশ

কলিংবেল বাজতেই জো এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে পোস্টম্যান, একখানা মাঝারি প্যাকেট সে তুলে দিল জো-র হাতে। আড়চোখে তাকাতে জো দেখল

প্যাকেটের এককোণে গোটা গোটা হরফে লেখা অমনোনীত পাণ্ডুলিপি, হাতের লেখা জো-র খুব চেনা।

"আবার লেখা ফেরত এল মিঃ ক্রাউন", পোস্টম্যান বলল, "খুবই দুঃখের ব্যাপার।"

"কি আর করা যাবে বলো", গলা ভারি করে বলল জো, "তবে অমনোনীত পাণ্ডুলিপি ফেরত পেলে এখন আর মন খারাপ হয় না। হাজার হলেও আমরা লেখালেখি করি কিনা, আমার সব লেখা একজনের ভাল নাও লাগতে পারে। এসব তাই আমার গা সওয়া হয়ে গেছে।" প্রাপ্তি স্বীকারের জায়গায় নাম সই করে ডেলিভারি খাতাখানা ফিরিয়ে দিল জো, দরজা ভাল করে এঁটে প্যাকেটখানা হাতে নিয়ে এল বসার ঘরে। পুরু কাগজের মোটা খাম খুলতেই বেরিয়ে এল ছোট ছোট পলিথিনের মুখবন্ধ থলে, মোট চল্লিশটা প্রত্যেকটার ভেতরে কোকেনের ওজন করা গুঁড়ো। এছাড়া জ্যামাইকা বাড়তি আরেকটা খাম পাঠিয়েছে। পাতলা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের মোড়কে খানিকটা জ্যামাইকান মারিজুয়ানা, গন্ধে ভরে উঠেছে ঘরখানা। একটা পোস্ট অফিস বক্স ভাড়া নেবার কথা এবারেও তার মাথায় আসেনি, এলে প্যাকেটটা সেখানেই থাকত, পোস্টম্যান এভাবে বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসত না।

ট্রে-তে গরম কফির কাপ বসিয়ে ঘরে ঢুকল রোজা, ধোঁয়াওঠা কফির কাপ তার সামনে নামিয়ে রেখে নাক তুলে কয়েকবার গন্ধ শুঁকল, তারপর চোখে চোখ পড়তেই হেসে বলল "মারিজুয়ানা"।

"তুই জানিস?" অবাক হয়ে জো তার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

"মেক্সিকোর মারিজুয়ানা হল সেরা।"

"তুই খাস বুঝি?"

"খাব না কেন", ঘাড় নাড়ল রোজা। "আমাদের ঘরের বাচ্চারা পাঁচ ছ'বছর বয়স থেকে খেতে শুরু করে। এ ওষুধ খেলে ভাল ঘুম হয়। যেসব বাচ্চারা না ঘুমিয়ে সারারাত কান্নাকাটি করে, তাদের এটা খাওয়ায়।"

"তুই খাবি?" জানতে চাইল জো।

"আমি ত রোজই খাই, ফাঁক পেলেই খাই। যদি বলেন ত বাড়ি থেকে অ্যাতো অ্যাতো নিয়ে আসতে পারি।"

"থাক আমার অত উপকার তোকে করতে হবে না", চাপাগলায় ধমক দিল জো, "তোর বড্ড বাড় বেড়েছে দেখছি। এই বয়সে রোজ মারিজুয়ানা খাওয়া। দাঁড়া, একদিন এমন খাওয়া খাওয়াব তখন বুঝবি মজা", বলে পলিথিনের একটা ছোট পুরিয়া হাতে করে রোজাকে দেখিয়ে বলল, "বল ত, এর ভেতরে কি আছে?"

"কোকেইন, সেনর।"

"বা এটাও চেনা হয়ে গেছে? সাবাশ! তা তুই কি কোকেনও টানিস?"

"না, সেনর", ঘাড় নাড়ল রোজা, "ওটা বড্ড কড়া আমার ধাতে সয় না। দু'একবার টেনে দেখেছি রাতে একদম ঘুম হয় না।"

"তোর বুদ্ধি আছে, কমবয়সে বেশি পেকে গেছিস ঠিকই", জো হাসতে হাসতে বলল, "তবে তোর ঘটে বুদ্ধি আছে তাও মানছি। তুই ঠিকই বলেছিস, এ ভীষণ কড়া নেশা তবে এতে ফুর্তির আমেজ আসে।"

"মেক্সিকোতে আমরা চায়ের সঙ্গে মারিজুয়ানা মিশিয়ে খাই", রোজা বলল। "খেলে সুন্দর স্বপ্ন দেখা যায়। আমার বাবা রোজ খায়। বলে ওটা রেড ইণ্ডিয়ানদের এক ধরনের ওষুধ।"

"তোর বাবার বয়স কত?"

"তা হবে তিন কুড়ি দশ, আপনার মত আমার বাবারও অনেক মেয়েবন্ধু আছে।"

"হুম", জো বলল, "তোর মা এ নিয়ে কিছু বলে না? চিৎকার চেঁচামেচি করে না?"

"একদম না, মা বলে পুরুষমানুষের ধাতই ওরকম, শুধু বৌ দিয়ে মন ভরে না।"

কথাটা জোর কানে বাজল, কিছু না বলে গরম কফিটুকু কয়েক চুমুকে শেষ করল সে।

"সেনর কি আজ বাড়ি থাকবেন?" জানতে চাইল রোজা।

"না রে" জো বলল, "আমার স্টুডিওয় একবার না গেলেই নয়।"

"সেনোরা কি এ হপ্তায় আসছেন?"

"সোমবারের আগে নয়।"

"ও কদিন কি বাড়িতেই ডিনার খাবেন?"

"হ্যাঁ", একটু ভেবে জো বলল "হাতে একগাদা কাজ জমেছে। দেখি এ হপ্তায় ওগুলো শেষ করা যায় কিনা।" পেছনের খোলা জানালা দিয়ে একঝলক রোদ এসে রোজার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়তে জো-র চোখ পড়ল সেদিকে। গলা ঝেড়ে সে বলল, "কাপড়ের নিচে আন্ডারওয়ার পরতে তোকে বলেছিলাম না? এই আন্ডারওয়ার কেনার টাকাও দিয়েছিলাম। কিনেছিস?"

"কিনেছি, সেনর", ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল রোজা।

"কিনেছিস ত কাপড়ের নিচে পরিস নি কেন?" চাপা গলায় ধমক দিল জো, "ভেতরের সবকিছু দেখা যাচ্ছে।"

"ওটা নিচে কিচেনে আছে সেনর", রোজা বলল, "আপনাকে কফি দিয়ে পরতে যাচ্ছিলাম।"

"ফের মিছে কথা!" রেগে গলা চড়াল জো, "ঘুরে দাঁড়া, আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়া বলছি।"

কাছে এসে জো-র নির্দেশে তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল রোজা। বাঁ হাতের দু'আঙুলে রোজার স্কার্টের নিচের দিকটা তার তলপেটের কাছাকাছি তুলে ধরল জো, তারপর ডানহাতে ঠাস ঠাস করে দুটো থাপ্পড় মারল তার পাছার দু'দিকে। থাপ্পড় খেয়ে ফর্সা চামড়া রাঙা হয়ে উঠল। "আন্ডারওয়ার পরতে ভুলে গিয়েছিলি বলে তোকে একটু শিক্ষা দিলুম", জো বলল, "আর কখনও যেন ভুল না হয়।"

বাঁ হাতে তখনও স্কার্টখানা তুলে রেখেছে জো, ঘাড় ফিরিয়ে রোজা বলল, "আপনি ঠিক আমার বাবার মত, সেনর, তবে বাবা আমার ওখানে আরও জোরে, বেশি জোরে থাপ্পড় মারে।"

"বুঝেছি", স্কার্ট ছেড়ে দিয়ে জো বলল, "ওখানে থাপ্পড় খেতে তোমার ভারি আরাম লাগে। এই বয়সেই খানকি তৈরি হচ্ছ, কচি খানকি!"

"পুরুষমানুষকে সুখ দেয়া মেয়েদের কর্তব্য, সেনর", বলল রোসা জো-র মুখে কথা জোগাল না। রোজা ভুল বলেনি তা সে জানে। জানে এ হল জীবনের আরেক ধারা, নারীপুরুষের সম্পর্কের অন্য রূপ।

ম্যাক্সি কিহো জো-র অফিসে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে হাসল, জো-র কাছে এসে বলল, "অ্যাদ্দিনে একটা মনের মত অফিস হয়েছে, তার মানেই তুমি জাতে উঠেছো, দশজনের একজন হয়েছো।"

"থামুন মশাই।" জো নিজেও হাসল "এই কথা সবার মুখে শুনতে শুনতে কান পচে গেল।"

"সত্যি বলছি" কিহো বলল, "এত ভাল অফিস এই স্টুডিওতে আর কোন লেখকের নেই।"

"এসব না দিয়ে ওরা আমার টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে আরও খুশি হতাম", জো বলল, "এত ভাল অফিস না পেলেও আমার কলম একইরকম ফল ফলাবে।"

"সময় হোক, তখন টাকাও পাবেন", কিহো বলল, "জানেন ত আমি জুয়াড়ি, এখন দেখছি জীবন একটা জুয়া, ঠিকমত তাস ফেলুন দেখবেন আপনার জেতা বাজি কেউ ঠেকাতে পারবে না।"

"পেচ্ছাপ করি মশাই আপনার জুয়োর মুখে!" রেগেমেগে গলা চড়িয়েই নিজেকে সামলে নিল জো। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই ভেসে এল জুডির প্যানপেনে নাকি গলা।

"পাবলিসিটি আপনার ভাউচার পাশ করবে না বলছে," জুডির গলা স্পষ্ট শুনতে পেল জো, "ওরা বলছে আপনাকে কাগজের রিপোর্টার বা ফোটোগ্রাফার কেউ পোছে না। অন্য নামী স্টারদের সঙ্গে আমি বাইরে ডিনার খেলে পাবলিসিটি সেই ভাউচার পাশ করবে। নামী স্টার বলতে ভ্যান জনসন, পিটার লফোর্ড, মিকি রুনি, এদের কথা বলছি।"

" এ সব ত আমিই তোমায় শোনাতে পারতাম," জো বলল, "তা ওদের কেউ তোমায় ডেট দিয়েছেন?"

"ওরা ডেট পাবার জন্য খুব মেহনত করছেন", জুডি বলল।

"খুব ভাল", জো বলল "ওদের মেহনত করে যেতে বলো। হয়ত বছর শেষ হলে ফল পেলেও পেতে পারো।"

"আপনি আমার কথায় রাগ করলেন না ত?" জুডির পারা নিমেষে নেমে এল, আমার কিছু করার নেই বুঝতে ত পারছেন। আ। কিছু না পারি, নিজের স্ট্যাটাস ত ধরে রাখতে হবে ; আমি এখন স্টার হয়েছি, আমার কোনও স্ট্যাটাস থাকবেনা তাও কি হয়? আমার অবস্থা আপনি বুঝতে পারছেন?"

"খুব বুঝতে পেরেছি", বলে রিসিভার নামিয়ে ম্যাক্সি কিহো-র দিকে তাকাল জো, "জুডি আঁতোয়ানের মত মেয়ে একখানা ছবিতে নেমে সেও নিজেকে স্টার ভাবছে, বলছে হলিউডের পুরোনো নামী স্টার যারা আছে তাদের ছাড়া আর কারও সঙ্গে ডেট করবে না। গেছো খানকি মশাই, ও মাগী সাক্ষাৎ এক গেছো খানকি।"

"এ হল হলিউড, জো," কিহো মুখ টিপে হাসল, "খানিক আগেই ত বললুম, এখানে বাজি জিততে হলে ভেবে চিন্তে অনেক হিসেব করে দেখে শুনে তবে নিজের তাসটি ফেলবেন। তখন আমার কথা মনে ধরল না, বললেন আমার জুয়োর মুখে পেচ্ছাপ করবেন। এখন দেখছেন ত?"

"মনের আক্ষেপ কখনও চেপে রাখতে নেই জানেন ত", জো বলল, "কিন্তু আমার কান খোলা আছে, আপনার প্রত্যেকটা কথা আমি মন দিয়ে শুনেছি।"

"বলছিলাম এবার আপনাকে একজন এজেন্ট ভাড়া করতে হবে, পি আর এজেন্ট", কিহো বলল।

"কোন ফিল্মে?" বলল জো, "আমি লেখক, ফিল্ম স্টার নই, হবার সাধও নেই।"

"কি আজেবাজে বলছেন", কিহো বলল, "লেখকরা স্টার হয় না, না কি হয়নি? ড্যাশিয়েল হ্যামেট, উমিলিয়াম ফকনার স্কট ফিটজজেরাল্ড, হেমিংওয়ে, এরা সব এদেশেরই লেখক, এরা সবাই কি স্টার হন নি?"

"ঐসব গুণী লোকেদের সঙ্গে আপনি আমার তুলনা করছেন, কিহো?" জো বলল, "ওদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা এখনও আমার হয়নি।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন, চরম সাফল্য ওদের স্টার বানিয়েছিল, কিন্তু সেই সাফল্য পাবার জন্য ওদের কত খাটতে হয়েছে কত বই লিখতে হয়েছে তা একবার ভেবে দেখুন।"

"আমি আর ক'টা লেখা লিখেছি?"

"তাতে হলটা কি? কিহো শুকনো গলায় বলল, "আপনার অত খাটুনি খাটবার দরকার ত নেই, খাটবে যাকে ভাড়া করবেন সেই এজেন্ট।" এমনভাবে সে আপনার গুণগান গেয়ে বেড়াবে যা শুনলে আপনি নিজেই তাজ্জব হয়ে যাবেন, ভাববেন আপনার নামে গপ্পো বানাচ্ছে।"

"জানি পি আর এজেন্টদের এই কারবার অতি ছ্যাঁচরা। শুধু কথার ফুলঝুড়ি বলে এরা রাতকে দিন, দিনকে রাত বানায়।"

"তবু বলব খাটো নজরে একে দেখবেন না। আপনার লেখা ছাপার হরফে বহুবার বেরিয়েছে, এবার এজেন্ট লোকটি এমনভাবে আপনার কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে বেড়াবে যা শুনে সবাই ভাববে আপনিই আগের জন্মে উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ার ছিলেন।"

"এসব ব্যাপার-স্যাপার আমার মাথায় ঠিক ঢোকে না", জো বলল, "তাছাড়া কোনও পি আর এজেন্ট আমার হাতে নেই।"

"আমার হাতে আছে," কিহো বলল, "আমার নিজের ভাগ্নে, কলম্বিয়া স্টুডিওর পাবলিসিটিতে ও কলম লেখে, সেই সঙ্গে বাইরে কিছু ফ্রিলান্স কাজও করে। ছোঁড়া নিজের অফিস খুলবে ঠিক করেছে।"

"টাকাকড়ি কি নেবে, বেশি খরচের ব্যাপার হলে আমার পোষাবে না।"

"সে আপনি ওকে দিয়ে কতটা কাজ করাবেন তার ওপর নির্ভর করছে," কিহো বলল, "হপ্তায় আপনার নামে পাঁচটা স্টোরী করলে পঁচিশ ডলার, দশটা স্টোরী পঞ্চাশ ডলার আর গাদাগাদা হলে হপ্তায় একশো ডলার।"

"এ ত অনেক টাকার কারবার", জো বলল, "কিন্তু আপনার ভাগ্নের দৌড় কত কি করে জানব?"

"এই কথা?" কিহো বলল, "বেশ, সোমবার উইনচেলের কলমে আপনার সম্পর্কে এক লাইন ছেপে বেরোলে বিশ্বাস হবে ত?"

"ও কাজটা করতে পারলে আমি ম্যাসি রেস্তোরাঁর জানালায় আপনার ভাগ্নেকে দাঁড় করিয়ে ওর পাছায় চুমু খাব।"

"না, না, ওসব করতে হবে না।" কিহো বলল, "ধরুন রোববারে রেডিওর উইনচেলের প্রোগ্রামেও ও যদি আপনার সম্পর্কে দু'কথা জুড়ে দেয়, তাহলে?

"তাহলে আর আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না", জো বলল, "আপনার ভাগ্নেকে এখনি কাজ দেব।" বলে জ্যামাইকার পাঠানো প্যাকেটখানা কিহোর সামনে রেখে জো বলল "এবার বলুন, এর কি দাম দেবেন?"

"গেলবার যা দিয়েছি তাই দেব", কিহো বলল, "ভাগ্নের কথা ভেবে একশো ডলার বেশি দেব।"

"বাড়তি কিছুই দিতে হবে না", জো বলল, "আপনি আমায় পাঁচশো ডলার দিন তার বদলে আমি আপনাকে দেব এক ব্যাগ জ্যামাইকান গাঁজা। এভাবে আপনি আর আমি দু'জনেই কিছু মুনাফা করব।"

"মাল সরেস ত?" জানতে চাইল ম্যাক্সি কিহো।

"শুঁকেই দেখুন," বলে গাঁজার পুরিয়া খুলে কিহোর নাকের কাছে বাড়িয়ে ধরল জো।

"মাল সরেস", কিহো একটু শুঁকে বলল "পুরো মাল আমি একাই নেব।"

"তাহলে আপনার ঐ গুণধর ভাগ্নের সঙ্গে কবে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন?"

"সোমবার দুপুরে ব্যবস্থা করছি", কিহো বলল, "এখানেই আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবে। একবার আলাপ করেই দেখুন ছোঁড়াকে আপনার খুব মনে ধরবে।"

"কাজ না দেখালে ওকে শুধু শুধু আনতে যাবেন না।" জো বলল "তার চেয়ে বরং বাড়তি একশো ডলার আমায় দিয়ে দেবেন।"

"কাজ ও ঠিকই দেখাবে" ম্যাক্সি কিহোর গলায় বিশ্বাস ফুটে বেরোল। ওঃ আপনাকে বলা হয়নি ওর এক মাসি উইনচেলের এক নম্বর সেক্রেটারি।"

"লাইনটা ধরো, জো, এজে তোমার সঙ্গে কথা বলবেন," ওপাশ থেকে ভেসে এল ক্যাথির গলা।

"কাজকর্ম কেমন এগোচ্ছে, জো?" ক্যাথির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এজের গলা স্পষ্ট শুনতে পেল জো, "তোমার স্ক্রিপ্টের খসড়া কবে দেখাবে?"

"শীগগিরই দেখবেন, এজে" জো বলল, "আমি ওটা নিয়েই কাজ করছি।"

" তা আমি জানি জো, তোমায় ফোন করিনি। ম্যানহাটান থেকে কিছু ভাল রান্নার কাঁচামাল সবে এসে পৌঁছেছে। আসছে রোববার দুপুর দুটোয় আমাদের ম্যালিবু বিচের বাড়িতে ওগুলো দিয়ে একটু খাঁটানের ব্যবস্থা করেছি, লাঞ্চ মনে রেখো, তাই খালি পেটে এসো, সকালে একগাদা খেয়ে পেট ভরিয়োনা। কিছু ভাল লোকের জমায়েত হবে।"

"ধন্যবাদ এজে," জো বলল, "আমি নিশ্চয়ই যাব।"

"ক্যাথি তোমায় ঐ বাড়ির ঠিকানা বলে দেবে, রাখছি তাহলে। ঐদিন দু'জনে বসে স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথাবার্তা বলব, আমার মাথায় কিছু ভাল আইডিয়া এসেছে।"

"সে ত আরও ভাল খবর", জো বলল, "তাহলে রোববার দিন দেখা হচ্ছে," বলে আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখল সে, পেটের ভেতর খিদেটা ঘুম ভেঙ্গে উঠে আড়ামোড়া ভাঙ্গছে বেশ টের পাচ্ছে সে। লাঞ্চেরও সময় হয়ে এল! দরজার দিকে এগোতে যাবে এমন সময় টেলিফোন আবার বেজে উঠল। পিছিয়ে এসে রিসিভার তুলল, "জো ক্রাউন।"

"গলা শুনেই বুঝেছি," উল্টোদিক থেকে এজের বৌ ব্ল্যানচে বলল, "তা মশাই এখন কি করছেন?"

"কাজ করছি" নিজের কানে নিচের গলায় হতাশা ঠেকল, "কাজ করতেই ত আমি আছি এখানে।"

"ভারি করছেন।" ব্ল্যানচে বলল, "আমি আরও ভাবছি আপনি হয়ত তার চেয়ে ভাল কিছু করছেন, হয়ত তলপেটের নিচের খোকনকে নিয়ে খেলতে বসেছেন।"

"ঐ খেলা কি আর এখানে এই অযোগ্যদের মাঝখানে বসে খেলা যায়?" জো বলল "কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার এসব কথাবার্তা সুইচবোর্ড থেকে কেউ টাপ করছেনা ত?"

"না সে ভয় নেই", ব্ল্যানচে বলল, "এজে আসছে রোববার আপনাকে লাঞ্চের নেমন্তন্ন করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"এখন কোথায় লাঞ্চ খাবেন?"

"নিচে একটা ছোট রেস্তোরাঁ আছে, আমরা স্টুডিওর লোকেরা ওখানেই খাই।"

"তার চেয়ে আমার কাছে চলে আসুন না, আপনাকে আমি খুব ভাল লাঞ্চ খাওয়াব।"

"আমার আপত্তি নেই", জো বলল, "কিন্তু মুশকিল হল আপনার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে আজ আর স্টুডিওতে ফেরা হবে না।"

"অত বেশি কাজ দেখাবেন না। বুঝেছেন? আজ হল শুক্কুরবার। শুক্কুরবার লাঞ্চ খেয়ে কেউ আর স্টুডিওতে কাজ করতে ফেরেনা তা সবাই জানে। লাঞ্চ খেয়েই সবাই বাড়ি চলে যায়, আপনি তাই যাবেন। শীগগির চলে আসুন বলছি, আমি বসে আছি আপনার পথ চেয়ে।

"আর একটু অপেক্ষা করুন, আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে যাচ্ছি," জো বলল।

ব্র্যানচের হুকুম শুনে তার কোমরের তলদেশ উদ্দীপিত হয়ে উঠছে বেশ টের পাচ্ছে জো।

পঁচিশ

বিকেল তিনটে স্কচ হুইস্কির দ্বিতীয় বোতলখানা খুলেছে এজে। ডেক চেয়ারে বসে সাগরবেলার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে, মনে হচ্ছে—খুঁজছে কাউকে। গলার আওয়াজ স্বাভাবিকের চেয়ে খানিকটা চড়েছে, একইকথা বারবার বলছে ইনিয়ে বিনিয়ে। সে যে মাতাল হয়েছে, নেশার ঘোরে নিজেকে রাজা মহারাজা বলে মনে করছে এসব তারই প্রমাণ।

জো বসেছে তারই গা ঘেঁষে। নিচে সাগরবেলায় বড় বড় সান আমব্রেলার ছায়ার আড়ালে টেবিল পাতা হয়েছে, সেসব টেবিল ঘিরে ছবির পরিচালক আর অতিথিদের ভিড়, সবার পরনে সুইমসুট। মদ খেতে খেতে একেকজন টেবিল ছেড়ে জলে নামছেন, কেউ বা জল থেকে উঠে এসে বসছেন টেবিলে। অনেক ওপরে সূর্য এখনও আগুন হানছে। "খাসা পার্টি", হাতের মদভর্তি গ্লাস তুলে বালুকাবেলার দিকে ইশারা করল এজে, "অতি খাসা পার্টি, চমৎকার।"

"সত্যি খুব ভাল পার্টি", তোষামুদে গলায় সায় দিল জো।

"লোকগুলো আরও ভাল", এজে-র নেশা জড়ানো গলা। "জমেছে, খাসা।"

জো-র নেশাও বেশ চড়েছে, তাই কিছু না বলে শুধু ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল। স্টুডিওর কয়েকজন এক্সিকিউটিভকে এখানে বসেই বেশ চিনতে পারছে সে, এছাড়া ছবির দুনিয়ায় আরও কিছু মানুষ, অভিনেতা অভিনেত্রী, দু'জন পরিচালক আর একজন প্রযোজক, এদেরও দিব্যি দেখতে পাচ্ছে সে। খানিক আগে নেশার ঘোরে এজে বলছিল "এরল ইলিনও পার্টিতে এসেছেন।" কিন্তু একটানা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও ভিড়ের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেল না জো।

হঠাৎ কি খেয়াল চাপতে এজে একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে তাকিয়ে ছন্দ মেলাল। "পার্টি ত জমেছে খাসা। কিন্তু ব্র্যানচে আবার নেইকো। গেল কোন দিকে? জো, তুমি ব্র্যানচেকে দেখতে পাচ্ছো?"

"এই ত একটু আগেই ওকে দেখলাম", সামনের দিকে তাকাল জো, "কিন্তু এখন আর দেখতে পাচ্ছি না।"

"খানকি!" হুইস্কিতে চুমুক দিল এজে, "ওটা এক আস্ত খানকি!" জো কোনও মন্তব্য করল না। "মাগী ধারেকাছে নেই", সাগরবেলার দিকে আবার তাকাল এজে, কোথাও নেই।

"আজ বলে নয়। এখানে যে ক'বার বীচ লাঞ্চ পার্টি হয়েছে সেই ক'বারই এমনই আচমকা উধাও হয়ে গেছে ব্র্যানচে, কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে, যাবার আগে এসব কিছু জানায় না। এই ওর ধাত।" জো এবারেও চুপ করে রইল "মাগী ভাবে এসব আমার নজরে পড়ে না। ও এমনই করে কোথায় উধাও হয় সে খোঁজ রাখি না। খানকি।" আবার গ্লাসে চুমুক দিল এজে, 'প্রত্যেকবার পার্টিতে এসে ভিড়ের মধ্যে থেকে মাগী একটা না একটা মুখচোরা ছোঁড়াকে

ছলাকলায় ভোলায়, তারপর সে ব্যাটাকে বগলদাবা করে সবার চোখের আড়ালে কোথাও গিয়ে শোয় নিজের গায়ের গরম মজায়। এত লোকের পাশে শোবার পরেও খানকির গায়ের গরম মজে না। বুঝলে কি বললাম জো? মাগী, ইয়ে আমার বৌটা-র গায়ের গরম আর মজে না! বুঝলে?"

জো-র মুখে একটি কথাও নেই। এই একটি ব্যাপারে এজে-র কথায় সায় দেয় না, তার সুরে সুর মেশানো সম্ভব নয় তার পক্ষে। বাধ্য হয়েই মুখ বুঁজে রইল সে।

"বুঝবে না, জো" কান্না চাপা গলায় ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এজে "এই পার্টির প্রত্যেকটা লোককে দিয়ে আমার বৌ গতরের সুখ করেছে, গরম মজাচ্ছে, আর সব জেনেও তার স্বামী হয়ে আমায় মুখ বুজে থাকতে হচ্ছে, এসব মেনে নিতে হচ্ছে, ইচ্ছে করলেও একটি কথা তাকে বলতে পারছি না। এই অবস্থায় একজন পুরুষ মানুষের মনের অবস্থা কি দাঁড়ায় তা তুমি বুঝতে পারবে না। তোমায় নিয়ে এখনও মাগী শোয়নি। তাই না? গতর মজায়নি তোমায় দিয়ে, কেমন?" জো-র মুখের দিকে একপলক তাকাল এজে "নিশ্চয়ই তাই, কারণ তুমি এই সবে এসেছো। তবে এ নিয়ে মন খারাপ কোরনা। আর একটু সময় দাও, দেখবে তোমায় কিছু করতে হবে না। ও মাগী নিজেই তোমায় খুঁজে বের করবে তোমার পাশে এসে ছোঁকছোঁক করবে", বলে চেয়ারে ঠেস দিল এজে, গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে চুমুক দিতে দিতে দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, "মুশকিল কোথায় জানো, সব জেনেও আমার কিছুই করার নেই। ট্যাক্সের ঝামেলা এড়াতে আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে সবই ওর নামে লিখে দিয়েছি। এই মুহূর্তে ব্র্যানচেকে শিক্ষা দেব ভেবে আমি যদি ওকে ডিভোর্স করি, ত ওর কিস্যুটি হবে না, মাঝখান থেকে আমাকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, বুঝলে। আমার নামে একটা আধলাও নেই— কিচ্ছু নেই। সব লিখে দিয়েছি ওর নামে, তাই সব দেখে সব বুঝেও আমাকে মুখ বুজে এসব সয়ে যেতে হচ্ছে। আমার হাত পা বাঁধা। নিজের ফাঁদে নিজেই বাঁধা পড়েছি।"

"আপনি মিছিমিছি মন খারাপ করছেন, এজে" জো-র মনে হল এই চরম দুঃখের মুহূর্তে তার একদম মুখ বুজে থাকা খুব ভাল দেখাবে না। তাই যতদূর সম্ভব আসল প্রসঙ্গ থেকে সান্ত্বনা দেবার সুরে সে বলল, "আপনার অবস্থা অত খারাপ হবে না।"

"তুমি থামো।" এজে জড়ানো গলায় বলল, "আমার অবস্থা কি হবে তুমি আগে থেকে জানবে কি করে?" বলার মত কিছু না পেয়ে জো মুখ বুজেই রইল। "ব্র্যানচের স্বভাবের কথা স্টুডিওর ইঁদুর ছুঁচোগুলোর পর্যন্ত জানতে বাকি নেই।" নিজের মনে আক্ষেপ করতে লাগল এজে, "শুধু স্টুডিও ত কোন দূরে, এসব ব্যাপার এই শহরের সবাই জানে। কিন্তু কারও কিছু যায় আসে না। ওদের ধারণা আমিও হয়ত একটা মাগীকে নিয়ে দিনরাত পড়ে থাকি, কিন্তু সব কথা ত ওরা জানে না। জানা সম্ভবও নয়। আমার সব শেষ হয়ে গেছে, জো, আমার পুরুষত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। আমার ইয়ে আর দাঁড়ায় না।"

"এত মন খারাপ করছেন কেন", সহানুভূতিভরা গলায় জো বলল, "আপনার বয়সও এমন কিছু হয়নি, ভাল ডাক্তার দেখান, ঠিকমত ওষুধ খেলে এ রোগ সেরে যাবে।"

"ওষুধ গিলে ছাই হবে।" নেশাজড়ানো গলায় খিঁচিয়ে উঠল এজে, "গাদাগুচ্ছের ডাক্তার দেখিয়েছি, সে খোঁজ রাখো? তাতে লাভ কিছুই হয়নি। সবার মুখে এক কথা—এ রোগ সারবার নয়। বছর সাতেক আগে এক চীনে খানকির সঙ্গে রাত কাটানোর পরে আমার জ্বর হয়েছিল। সে জ্বর আর ছাড়ে না। একসময় ছাড়ল ঠিকই তবে সেই সঙ্গে এক মারাত্মক চোট আমায় দিল, যার ফলে আমার পুরুষত্ব জন্মের মত শেষ হয়ে গেল, ব্যস, ওতেই আমার খেল

খতম! ঢের ডাক্তার দেখিয়েছি, ঢের ওষুধ বিষুধ জুড়িবুটি খেয়েছি, কিছুতেই কিছু হয়নি।"

"সেকি"! এজের সব খোয়ানোর ইতিহাস শুনে চমকে উঠল জো, এত সব ব্যাপার ঘটেছে অথচ আমি তার কিছুই জানি না! "তবে যুদ্ধ শেষ হবার পরে এখন অনেক নতুন নতুন ওষুধ বেরোচ্ছে, আপনি আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন এজে, হয়ত আপনার এ অসুখ সেরে যেত।"

"নতুন ওষুধবিষুধের খোঁজখবর তুমি আমায় কি দেবে জো!" একইরকম দুঃখী দুঃখী গলায় বলে উঠল এজে, "নতুন ওষুধবিষুধ অনেক বেরিয়েছে ঠিক কথা। আরও বেরোবে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার রোগের কোনও সম্পর্ক নেই, আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি বলেই আমার বৌয়ের স্বভাব বিগড়েছে তা যেন ভেবোনা। ব্ল্যানচের স্বভাব গোড়া থেকে এমনই ছিল, দড়ি ছেঁড়া গোরুর মত, পুরুষমানুষ দেখলেই হল সঙ্গে সঙ্গে গা গরম হয়ে উঠল, শুরু হল ছোঁক ছোঁক। দোষ দিলেও একেক সময় মনে হয় আমার অক্ষমতার মত এটাও ওর রোগ যা মাথা চাড়া দিলে ও নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। মাথা গরম হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না সে পুরুষকে পটিয়ে পাশে শোয়াতে পারছে ততক্ষণ ওর মাথা কিছুতেই ঠান্ডা হবে না। আগে যখন সুস্থ ছিলাম তখন ওর সঙ্গে এই খেলা খেলতে ভালই লাগত, ও কিছুতেই ব্যাপারটা একঘেয়ে হতে দিত না। এখন সব খুইয়েছি, তাই বুড়ো আঙুল চোষা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই।"

চেয়ার ছেড়ে জো রেলিং-এ উঠে বসল, এখান থেকে সাগরের জল, তটভূমি আর পার্টির লোক-জনের মুখ আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আচমকা ব্ল্যানচেকে তার চোখে পড়ল, বাড়ির কোর্টের দিক থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে দেখল সে—সুইমসুট ছেড়ে একখানা ঢোলা কাতান গায়ে চাপিয়েছে ব্ল্যানচে।

"ঐ ত আপনার বৌ, মানে মিসেস ব্ল্যানচে," এজে যাতে শুনতে পায় এতটা জোরে জো বলল, "সূর্য একটু পরেই ডুববে কিনা জলে এখন থেকেই ঠাণ্ডা বাড়বে। মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা লাগছিল বলে উনি জল থেকে উঠে পড়েছেন তাই সাঁতারের পোশাক পাল্টে বড় ঢোলা জামা পরেছেন।"

এজে নিজেও চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়াল তার পাশে রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল "সূর্য যখন উঠেছে তখন ডুবতেই পারে তার সঙ্গে আমার বৌয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। একবার ওর মুখের পানে তাকিয়ে দ্যাখো দেখবে ওর চোখের চাউনি গেছে পাল্টে। এ চাউনি আমার খুব চেনা কারও পাশে শোবার পরে ওর চোখের চাউনি হাবভাব একদম পুরো পাল্টে যায়, তখন আর ওকে চেনাই যায় না। এত শান্ত দেখায় আর কি বলব" বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এজে পিছিয়ে গিয়ে ডেক চেয়ারে বসে ঘাড় ঘোরাল 'একটু বেশী নেশা হয়ে গেছে আমার সব কথায় কান দিওনা," বলল এজে।

"এ আর এমন কি ব্যাপার" জো বলল মোটামুটি আমাদের সবারই একেক সময় বেশি নেশা হয়ে যায়।"

"এতক্ষণ নেশার ঘোরে যা যা বলেছি," এজে জড়ানো গলায় বলল "তা যেন আবার পাঁচকান কোর না। বুঝতেই ত পারো শুধু দুঃখ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার লজ্জা।"

"আমি একজনের কথা আরেকজনকে বলিনা, জো বলল। "আমার স্বভাব ওরকম নয়।"

"এই ত লক্ষ্মী ছেলের মত কথা" বলার সঙ্গে সঙ্গে তার গলা গেল পাল্টে চাপা রাগ রাগ গলায় বলে উঠল, "তবে এও বলে রাখছি যদি ব্ল্যানচে কখনও তোমার পাশে শোয় তাহলে

অন্তত আমার কথা মনে রেখে বেচারিকে, না না মাগীকে একটু ভাল মতন সুখ দিও, কেমন? এতটাই দেবে যাতে হাঁসফাঁস করে আর নয়, আর চাই না, আর পারছিনা, মরে গেলুম বলে। ওর কোঁকানি না শোনা পর্যন্ত তুমি থামবেনা, কেমন, ঠিক আছে?"

জো উত্তর না দিয়ে গ্লাস হাতে তাকিয়ে রইল দিগন্ত রেখার দিকে।

"আমার শরীর আর বইছে না" বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এজে ক্লান্ত অবসন্ন গলায় বলল "ভেতরে গিয়ে খানিকক্ষণ না ঘুমোলে আর পারছিনা।"

"আমিও বাড়ি ফেরার কথা ভাবছি" জো বলল।

"ট্রিটমেন্ট নিয়ে কিছু ভাবলে?" এজে-র গলায় একরাশ ক্লান্তি ঝরে পড়ল, "উইক এণ্ডের সময়টা কাজে লাগাও।"

"নিশ্চয়ই" সায় দিল জো। "তবে কাজটা করব বাড়িতে।"

"ভাল ছেলে" জোর-র হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে জোরে চাপ দিল এজে "তাহলে ঐ কথাই রইল আসছে কাল স্টুডিওতে দেখা হবে তোমার সঙ্গে আজ তাহলে চলি।"

বাড়ি গিয়ে জো দেখল তার খুদে একরত্তি মেয়ে ক্যারোলিন খেতে বসেছে। "ড্যাডি!" তাকে দেখেই মেয়েটা খুশিতে লাফিয়ে উঠল আর সেই ঝাঁকুনিতে তার হাতে ধরা কাঁটা থেকে খানিকটা স্প্যাঘেট্টি টেবিলে পড়ে গেল। "পাস খেটি!" ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়ে "সব পড়ে গল।"

খাবারের নাম বলতে গিয়ে মেয়ের এই তালগোল পাকিয়ে ফেলার ব্যাপারটা জোকে খুব মজা দেয় হেসে বলল সে "খেতে ভাল লাগছে?"

"খু-উ-ব ভাল", সিরিয়াস গলায় মেয়ে বলল, "তবে টুটসি রোলস খেতে আরও ভাল।"

"আগে খেয়ে নাও তারপর তোমায় টুটসি রোলস দেব," জো মেয়েকে কথা দিল।

"তুমি খু-উ-ব ভাল" বলেই মেয়ে সুর পাল্টায় "মা কবে আসবে?"

"আসছে কাল", জো বলল।

"মা আমার জন্য ভাল ভাল খেলনা আর খাবার নিয়ে আসে" মেয়ে আপন মনে বলল।

"হ্যাঁ" আনমনা গলায় সায় দিল জো সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের কথা মনে হল—এক টুটসি রোলস ছাড়া আর কিছু সে মেয়ের জন্য আনে না। একমনে খেয়ে যাচ্ছে ক্যারোলিন জো তার দিকে তাকিয়ে রইল। অনেক লোককে সে দেখেছে ছেলেমেয়ের কথা উচ্ছসিত গলায় বলে, তাদের ফোটো সঙ্গে রাখে, সে নিজে এসব করেনা। সত্যি বলতে কি, তার রক্ত ঐ কচি শরীরের শিরায় শিরায় বইলেও ক্যারোলিনকে নিয়ে সে মোটেও ভাবে না তাকে নিজের বাচ্চা বলে তার মনেই হয় না। ক্যারোলিনকে একেকসময় কথা বলা পুতুল বা জ্যান্ত খেলনা বলে ভাবতেই তার বেশি ভাল লাগে। হয়ত মেয়ের সঙ্গে বেশি সময় দিতে পারেনা বলে এসব মনে হয়। হয়ত ক্যারোলিন যখন বড় হবে তখন সে তার আরও কাছাকাছি আসতে পারবে, তার চিন্তা ভাবনার জগতে ঢুকতে পারবে অথচ মেয়ের জন্য তার ভালবাসায় যে এতটুকু খাদ নেই তা জো জানে, সে বিষয়ে একতিল সন্দেহও নেই তার মনে কিন্তু সেই ভালবাসার মর্ম এখনও স্পষ্ট হয়নি তার কাছে, হয়ত সব মেয়ের বাবারই তার মত একই অবস্থা, মেয়ের প্রতি দায়িত্ববোধ এর বাইরে তার সম্পর্কে নিজের যা কিছু অনুভূতি তাদের নাগাল কেউ পায়না তারা।

"আমি রোসার সঙ্গে পার্কে বেড়াতে গেলাম" খাওয়া শেষ করে বলে উঠল ক্যারোলিন।

"পার্ক তোমার ভাল লেগেছে?" জানতে চাইল জো।

"আমরা পুকুরে মাছ দেখলাম", ক্যারেলিন বলল।

"মাছ দেখে ও খুশি হয়েছে?" রোসার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল জো।

"খু-উ-ব", ঘাড় নেড়ে বলল রোসা।

"খু-উ-ব" রোসার গলা নকল করল ক্যারোলিন। তারপর খালি প্লেটে হাতের কাঁটা রেখে জুড়ল বায়না "সব খেয়ে ফেলেছি, এবার দাও, আমায় টুটসি রোলস দাও।"

পকেট থেকে তিনটে টুটসি রোলস বের করে মেয়ের খালি প্লেটে রাখল জো। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে ছোঁ মেরের একটা তুলে নিল, চোখের নিমেষে মোড়ক খুলে সেটা মুখে দিল।

"কিছু নিলে কি বলতে হয়?" জানতে চাইল।

"মনে পড়েছে," মুখ তুলে মেয়ে বলল 'থ্যাংক ইয়ু ড্যাডি।"

"বাঃ, মেয়ে আমার সব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলছে," বলে ঝুঁকে মেয়ের গালে চুমু দিল জো, মুখ তুলে রোসাকে বলল "ওকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দে। ও ঘুমিয়ে পড়লে আটটা নাগাদ আমায় ডিনার দিস, এই ফাঁকে আমিও একটু ঘুমিয়ে নিই।"

"তাই হবে সেনর", বলল রোসা।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আবার তার দুগালে চুমু খেল জো।

"খাওয়া হল, এবার শুতে চলো মামণি," রোসা বলল, "ড্যাডি অনেক কাজ করে এসেছে, এবার উনি একটু ঘুমু টুমু করবেন। চলো, আমরাও ঘুমু টুমু করি।"

"নাইটি-নাইটি, ড্যাড" বলতে বলতে দ্বিতীয় টুটসি রোলসের মোড়ক খুলে ফেলল ক্যারোলিন, প্রথমটা ততক্ষণ খেয়ে শেষ করে ফেলেছে সে।

পা চালিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে স্টাডিতে ঢুকল জো, চিত্রনাট্যের ট্রিটমেন্টের টাইপ করা পাতাগুলো ও দেখল। মোট ত্রিশটা পাতা তৈরি হয়েছে, কাজ এগোনোর পক্ষে খুব খারাপ বলা যায় না। ত্রিশ পাতা তৈরি হওয়ার অর্থ চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে উঠেছে হয়ত আর হপ্তা দুয়েকের ভেতর তার পুরো কাজটাই শেষ হয়ে যাবে। স্টাডি থেকে বেরিয়ে বাথরুমে ঢুকল জো ভাল করে গা ধুয়ে চান করল। চড়া রোদে পুরো দুপুরটা কাটিয়ে ক্লান্ত হয়েছিল সে। কুসুম কুসুম গরম জল পড়তে সেই ক্লান্তি পুরোটা যেন ঝরে পড়ল গা থেকে। একটা বড় শুকনো তোয়ালেতে ভেজা গা মুছল জো। জামা কাপড় না পরে তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে বাথরুম থেকে সোজা চলে এল শোবার ঘরে তোয়ালেটাই একটান মেরে মেঝেতে ফেলে উদোম গায়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। শোবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ঘুম নেমে এল দু'চোখে।

জো ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখল ব্ল্যানচে তার শরীরটা সাপের মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে, ঐ অবস্থায় জোর অণ্ডকোষ তার মুখের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ব্ল্যানচের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠেছে জো। পাশে দাঁড়িয়ে ব্ল্যানচের স্বামী এ জে ঐ দৃশ্য দেখে হাততালি দিচ্ছে আর থেকে থেকে তাকে তাতিয়ে তুলছে বাহবা জবাব নেই। চালিয়ে যাও। আরও জোরে ফাঁসিয়ে দাও বলে।

"ন'টা বাজে, সেনর আপনি কি এখন ডিনার খাবেন?" চেনা গলা কানে যেতে স্বপ্নের দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল। নরম মেয়েলি হাতের ছোঁয়া লাগাতে জেগে উঠল জো। দেখল সে উদোম গায়ে বিছানায় গড়াচ্ছে, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রোসা। মুহূর্তের জন্য জৈব তাগিদের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা স্পষ্ট অনুভব করল জো সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল 'তফাত যা।" বলল, "বেরো, বেরো এঘর থেকে যাবার আগে মেঝে থেকে তোয়ালেটা তুলে দিয়ে যা!' রোসা নিঃশব্দে তোয়ালেটা এগিয়ে দিতে সেটা কোমরে জড়িয়ে খাট থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকল জো এবার

বরফের মত ঠাণ্ডা জলে ভাল করে গা ধুয়ে মুছল তোয়ালে দিয়ে। সবশেষে বাথরোব গায়ে চাপিয়ে জো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে।

"বড় রেডিওটা চালিয়ে দে", রোসাকে লক্ষ্য করে হুকুম দিল জো, "আমি বসার ঘরে যাচ্ছি, ওখানেই ছোট টেবিলে ডিনার দে।"

"দিচ্ছি সেনর," রান্নাঘর থেকে সংক্ষেপে জবাব দিল রোসা, বসার ঘরে বড় রেডিওটা চালিয়ে দিয়েছে রোসা। জো টেবিলে এসে বসতে না বসতে শুরু হল ওয়াল্টার উইনচেলের প্রোগ্রাম, খুব চটপট বুলি ঝাড়ছে উইনচেল, তার মধ্যে রোসা তার সামনে প্লেটভর্তি স্যালাড রেখে বলল বিয়ার দেব, সেনর?"

"হ্যাঁ খুব ঠাণ্ডা দেখে বিয়ার নিয়ে আয়" বলেই কান খাড়া করল জো। প্রোগ্রামের শেষ দিকে উইনচেল তার প্রসঙ্গ শুরু করল। প্রচারের নামে সেই বাতেলা বাজির তর্জমা করলে দাঁড়ায় এরকম—

"... বি শ্রেণীর ছবির প্রয়োজক বলতে যাদের একডাকে চেনে সবাই সেই ট্রিপল স্টার স্টুডিও প্রয়োজনায় তৈরি বছরের সেরা হিট ছবি অ্যামাজনের লড়াকু রাণী মাত্র দু'হপ্তায় পনেরো লাখ ডলায় মুনাফা তুলেছে। অথচ এই ছবির আশাতীত মুনাফার পেছনে আছে যে অসামান্য প্রতিভা—জো ক্রাউন নামে সেই অনামী লেখকের কথা কেউ জানে না। কিং কং, টার্জন অফ দ্য এপস, দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড হলিউডের এসব কালোত্তীর্ণ ছবির পাশে তাঁর লেখা গল্পের ওপর তোলা অ্যামাজনের লড়াকু রাণী নিজের আসন খুঁজে নেবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিখ্যাত ছোট গল্প লেখক জো ক্রাউনের সঙ্গে লাখ লাখ ডলারের কন্ট্রাক করতে হলিউডের সব স্টুডিওর মধ্যে শুরু হয়েছে দারুণ প্রতিযোগিতা......."

প্রচারের নামে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জয় ঢাক বানানোর নজির নিজের কানে শুনে জো অবাক হল।

উইনচেলের বুকনি শেষ হতেই বেজে উঠল টেলিফোন, রিসিভার তুলতে ওপাশ থেকে এজে বলে উঠল, "জো তোমার সঙ্গে আমার যে একটা কন্ট্রাক হয়েছে তা মনে রেখো। কেউ এসে বড়বড় কথা বলে মাথা ঘুরিয়ে দিল আর তুমিও তখনই ছুটলে তার পেছন পেছন, এমনটা ভুলেও ঘটতে দিও না।"

"ভুলবনা।" এ জে-কে জো আশ্বাস দেবার গলায় বলল। "আপনি সবসময় আমার কথা ভাবেন তা আমার জানা আছে।"

"ওসব ছাড়ো," এ জে বলল "কাল সকালে স্টুডিওতে ঢুকে তুমি প্রথমে আমার কাছে আসবে।"

"তাই হবে এ জে" বলে রিসিভার নামিয়ে রাখতেই আবার ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই আবার এ জে-র গলা কানে এল।

"জো তোমায় বলতে ভুলে গেছি, আমি তোমার পারিশ্রমিকের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দিলাম। তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে কন্ট্রাক্টে উল্লেখ করা আছে তুমি আমার কাছ থেকে পরের ছবির স্ক্রিপ্ট বাবদ কুড়ি হাজার ডলার পাবে। আমি বাড়িয়ে চল্লিশ হাজার করব।"

"ধন্যবাদ এ জে" হাসি হাসি গলায় বলল জো। "আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই।" রিসিভার নামিয়ে নিজের মনে খুব একচোট হাসল জো—ম্যাক্সি কিহোর ভাগ্যের সত্যিই এলেম আছে বলতে হবে। সামান্য ক' লাইন উল্টোপাল্টা ঢাক পিটিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার দর বেড়ে গেল চড় চড় করে। এ জে নিজেও যে রেডিওর উইনচেলের প্রোগ্রাম শোনে এর ফলে তা প্রমাণ হল, জো ক্রাউনকে লাখলাখ ডলারের কন্ট্রাক্ট দিতে হলিউডের

স্টুডিওগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে শুনেই ঘাবড়ে গেছে বস। জো চুপচাপ বসে নেই তা বুঝেছে এ জে, পাছে সে হাতছাড়া হয় এই ভেবে সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিকের পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে।

প্রচারের ক্ষমতা কি অসীম পরের দু'ঘন্টায় তা প্রত্যক্ষ করল জো। হলিউডে তার চেনা অচেনা যারা আছে সবাই একে একে টেলিফোন করে তাকে অভিনন্দন জানাল।

এগারোটা পর্যন্ত একভাবে এই খেলা চলল। তারপর জো খাওয়া শুরু করল। খাওয়া শেষ করে কৌচে বসল সে, রোসাকে ইশারায় ডেকে বলল, "সেদিন থাপ্পড় খেয়েও তোর শিক্ষা হয়নি মনে হচ্ছে?"

"কেন, সেনর?" বড় বড় চোখে তার দিকে তাকাল রোসা, "কি ভুল করেছি বলুন।"

"কেন, সেনর?" খেঁকিয়ে উঠল জো, দেখে ত মনে হচ্ছে আজও আন্ডারওয়্যার পরিসনি!"

"না সেনর," বলতে গিয়ে পাতলা হাসির রেখা ফুটল তার ঠোঁটের কোণে, "আমি শুতে যাচ্ছিলাম, তাই পরিনি!"

"ঠিক আছে" জো বলল, "শুতে যাবর আগে আমায় এক কাপ কফি দিয়ে যা।"

"দিচ্ছি, সেনর," রোসা বলল, আপনার জন্য কয়েকটা ছোট মেক্সিকান বিড়ি এনেছি, শোবার আগে একটা টানলে খুব ভাল ঘুম হবে।"

"তার মানে ওগুলোর ভেতর নিশ্চয়ই মারিজুয়ানা আছে?" জানতে চাইল জো।

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল রোসা।

"না তোকে নিয়ে আর পারলাম না" বলে থেমে গেল জো, একটু ভেবে বলল, "ঠিক আছে, দিয়ে যা একটা, মনে হচ্ছে একটাতেই কাজ হবে।" ভেতরে ভেতরে জো সত্যিই ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, বারবার মনে হচ্ছে মাথাটা ছিঁড়ে পড়বে।

খানিক বাদে গরম কফির সঙ্গে সরু বিড়ি নিয়ে এল রোসা। বিড়িটা তার সামনেই ধরিয়ে ফেলল জো, টের পেল অনেকটা ধোঁয়া সরাসরি ঢুকে পড়ল ফুসফুসে।

তামাকের সঙ্গে মারিজুয়ানা মেশানো থাকলেও ধোঁয়াটা হালকা আর মিষ্টি। আরও কয়েক বার টানতেই ভেতরের উত্তেজনা থিতিয়ে এল। নিজেকে তার বেশ সুস্থ স্বাভাবিক মনে হল।

"আর কিছু লাগবে, সেনর?" জানতে চাইল রোসা।

"তোকে অশেষ ধন্যবাদ," জো বলল 'যা এবার গিয়ে শুয়ে পড়।"

"যদি চান ত আপনাকে আরও শান্ত আর ঠাণ্ডা করে দিতে পারি সেনর।"

"আগের চেয়ে এখন অনেক শান্ত আর ঠাণ্ডা লাগছে" বলল জো।

"না সেনর," তার তলপেটের দিকে তাকাল রোসা, "ঐ দেখুন অবস্থা।"

চোখ নামাতে জো দেখল রোসা ঠিক ধরেছে, তলপেটের নিচের দানবশিশু ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে, বাথরোবের ভেতর থেকে মাথা তুলেছে সে। রোসাকে নিয়ে একটু মজা করার নেশা চাপল তার মাথায়। গম্ভীর গলায় বলল, "ভাল চাস ত শুতে যা রোসা, নয় ত এর হাল দেখছিস ত? রেগে কাঁই হয়ে আছে। আমি চাইলে তোর পেছনে—

"ঠিক আছে, পেছনে", রোসা বলল "কিন্তু সামনে নয়, বিয়ের আগে পর্যন্ত আমায় কুমারী থাকতে হবে।" বলতে বলতে এগিয়ে এল রোসা, জো বিড়িতে আরেকবার টান দিতে সেটা তার হাত থেকে নিয়ে রেখে দিল অ্যাশট্রের খাঁজে তারপর পরনের স্কার্ট দুহাতে তুলে আচমকা বসে পড়ল জোর কোলে।

"উঃ মা গো!" যন্ত্রণা মেশানো সুখের চিৎকার করে উঠল রোসা। কোলে বসা অবস্থাতে বারবার লাফাতে লাগল সে।

"আস্তে! চাপা গলায় বলল জো, "নয়ত যা শুরু করেছিস, মনে হচ্ছে ছাদ ফুঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবি।"

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চাবি ঘুরিয়ে দরজার পাল্লায় চাবি ঘোরানোর মৃদু আওয়াজ হল, ক্লিক! সে আওয়াজ কানে যেতে চমকে উঠল দুজনেই। নিজেকে সামলে নিয়ে জোর কোল থেকে নেমে রোসা তফাতে সরে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মটি।

"মটি" উত্তেজিত বিভ্রান্ত জো কৌচ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল "এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি যে, তোর না আসছে কাল ফেরার কথা ছিল?"

"ফেরা না ফেরা ত আমার ব্যাপার," মটির গলায় চাপা রাগ ফুটল "ভাগ্যিস আজ ফিরেছি তা বাইরে দাঁড়িয়ে চাবির ফুটোয় চোখ রেখে তোমার নোংরামো দেখা হয়ে গেল। ছিঃ! ছিঃ! জো শেষ কালে রোসা, আমাদের কাজের মেয়ে তার সঙ্গেই! তোমার জন্য আমার মান সম্মান আর রইলনা। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!'

"বিশ্বাস কর" এইটুকু কোনমতে বলতেই জো-র বেদম হাসি পেল অবশ্য হাসির বাঁধ-ভাঙ্গা ঢেউ-এর অতলে তলিয়ে যাচ্ছে স্পষ্ট অনুভব করল সে। নিজেকে সামলাতে না পেরে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সে আর মেঝেতে পড়েও তার হাসি থামলনা পাগলের মত হাসতে লাগল জো, হেসেই চলল। হাসতে হাসতেই দেখল তার দানব শিশুর রাগ তখনও পড়েনি ব্যাটা আগের মতই মাথা উঁচিয়ে আছে। আবার হাসির লহর এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল জো-কে সেই সঙ্গে কোথা থেকে ছুটে এল একরাশ চোখের জল। মেঝেতে গড়াতে গড়াতে জো অনুভব করল বাঁধভাঙ্গা হাসির পাশাপাশি জল গড়াচ্ছে তার দু'চোখ বেয়ে, হাসির ধাক্কায় নয়। বুকের ভেতর জমে থাকা একরাশ আবেগ কান্না হয়ে উঠে আসছে গলা দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে কাঁদছে সে।

"বাঃ ভারি মজা," বলে চোখ মুছতেই আবার বেশ অনেকটা জল ঝরে পড়ল দু'চোখের কোল বেয়ে।

এরপরেই যা শুরু হল তাকে দুঃস্বপ্নের পালা ছাড়া কিছু বলা যায় না।

ছাব্বিশ

"ঐ লোকটাই আমার নতুন ড্যাডি হবে?" আঙ্গুল তুলে মটির ওপরওয়ালা মার্কস জেরাল্ডকে দেখিয়ে জানতে চাইল ক্যারোলিন। ঘরের এক কোণে ছোট গোল টেবিলের চারপাশে বসে মটি, মিঃ মার্কস আর তাঁর অ্যাটর্নি। নিজেদের মধ্যে চাপাগলায় কথাবার্তা বলছেন, মটিকেও নানারকম প্রশ্ন করছেন তাঁরা। কয়েকজন কুলি মজুর গোছের লোক মটি আর ক্যারোলিনের ব্যবহার করা জিনিসপত্র সুটকেসে ভরে বাইরে দাঁড়ানো ট্রাকে নিয়ে তুলছে। এই পরিস্থিতিতে মেয়ের প্রশ্ন জোকে ভাবিয়ে তুলল। বড়রা যে প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করে, কুণ্ঠিত হয় সেই একই প্রশ্ন ছোটরা কত সহজেই না করে বসে! তবু ক্যারোলিনের সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ মার্কস তার নতুন ড্যাড হবেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে জো বলল, "হয়ত হতে পারেন।"

জবাব শুনে খুশী হলনা ক্যারোলিন আবার প্রশ্ন করল 'তাহলে তুমি? তুমি তাহলে আর আমার ড্যাডি থাকতে চাও না, এই ত?"

"নিশ্চয়ই আমি তোমার ড্যাডি হয়ে থাকতে চাই সোনা," নিজের অজান্তেই আশ্বাস ভরা গলায় বলল জো, "কিন্তু তোমার মত ছোট্ট মেয়েদের তাদের মায়ের সঙ্গেই থাকার নিয়ম।"

"রোসা ত আমাদের সঙ্গে যাবে না" ক্যারোলিন মাথা নেড়ে বলল, "মা ওর মত রাঁধতেই পারেনা। মা আমায় পার্কেও বেড়াতে নিয়ে যায় না।"

"তোমার মা আরেকজন লোক রাখবেন", জো মেয়েকে আশ্বাস দিল "সে রোসার চেয়ে ভাল রাঁধবে, তোমাকেও পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবে।"

"আর তুমি এদিকে কৌচে শুয়ে রাত কাটাবে ড্যাডি?" আচমকা পাকা বুড়ির মত জানতে চাইল ক্যারোলিন "কৌচে ঘুমোতে তোমার বুঝি ভাল লাগে?"

"কই না ত," মেয়ের প্রশ্নের জবাব আমতা আমতা করে দিল জো।

"তাহলে তুমি মাকে পাশে নিয়ে খাটে ঘুমোও নি কেন?"

মেয়ের জেরার জবাবে কি বলবে ভেবে পেলনা জো। আজ শুক্রবার, রবিবার রাতে মটি ফিরে আসার পর থেকে একবারও খাটে ওঠেনি সে। কৌচে শুয়েই রাত কাটাচ্ছে সে। সোমবার সকালে মটি জানিয়েছে সে ডিভোর্স চায়।

"ভুল করছিস" জো বোঝাতে চেয়েছে "রোসাকে পাশে নিয়ে শুইনি, ওর সঙ্গে একটু মজা করছিলাম।"

"মজা, কাজের মেয়ের সঙ্গে ঐরকম মজা করতে তোমার একবারও রুচিতে বাধলনা? আর রোসা একা কেন, আরও অনেক মেয়ের সঙ্গে তুমি যা তা করে বেড়াও তা সবাই জানে।"

"ধ্যাত" জো প্রতিবাদ করেছে "যা তা আবার কি? হ্যাঁ মেয়ে বন্ধু আমার অনেক আছে ঠিকই আর তাদের পাশে নিয়ে যদি শুয়েও থাকি ত জানিস তাদের পুরো সায় ছিল। নিছক মজার ছলে বুঝলি? মজা, ওরা কেউ আপত্তি করেনি।"

"তোমায় আমি এতদিনেও বুঝতে পারলাম না" মটি বলেছে, "তুমি আগাগোড়া একরকম রয়ে গেলে। ভেবেছিলাম বিয়ের পরে তোমার স্বভাব চরিত্র পাল্টাবে।"

"আমি চেষ্টা করেছি," জো বলেছে, "পারিনি।"

"তুমি মোটেও তেমন জোরালো চেষ্টা করোনি" বলতে বলতে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে মটিও "ক্যারোলিন যখন পেটে তখনও তুমি মাগীবাজী করে বেড়িয়েছো। এই একই মতলবে তুমি ফিল্ম স্টুডিওতে কাজ নিয়েছো।"

"তুই থামবি?"

"না।"

"ডিভোর্স চাস বললেই ত আমি তোকে বের করে দিতে পারবনা" জো বোঝাতে চেয়েছে, "তোর উকিল ঠিক করতে হবে সেই সব করবে। এসব কাজ ঝট করে হয় না সময় লাগে।"

"উকিল আমার হাতে আছে," একটা নিদারুণ সত্যি কথা বেরিয়ে এসেছে মটির ভেতর থেকে "মিঃ মার্কসের ডিভোর্স যিনি আদায় করেছেন। আমি ওঁকে ঠিক করেছি।"

"তুই আমায় ডিভোস করতে চাস ভাল কথা" জো বলেছে "তা এর মধ্যে মার্কসের নাক গলানো কেন?"

মটি জবাব দিতে পারেনি।

"বল্ তুই মার্কসকে বিয়ে করবি এই ত ব্যাপার?"

এবারও জবাব দিতে পারেনি মটি, তবে জো-র অনুমান শুনে তার দু'কান লাল হয়ে উঠেছে তা টের পেয়েছে। "ও এই ছিল ব্যাপার!"

জো গলা চড়িয়েছে "সত্যি আমি একটা গাধা বুরবক! মার্কসের পাশে শোবার মতলবে কাজের নাম করে ওর সঙ্গে বাইরে যাওয়া? বাইরে গিয়ে অ্যাদ্দিন এইসব করে বেড়িয়েছিস?"

"সবাইকে নিজের মত নোংরা ভেবো না।" চুপ করে থাকতে না পেরে রাগে ক্ষেপে ফেটে পড়েছে মটি।

"নোংরামো যা করার তা তুই করলি মটি।" জো বলেছে, "আমার স্বভাব গোড়া থেকেই খারাপ কিন্তু তোর মার্কসের মত সাধু সাজিনি।"

"তুমি অফিসে যাবে?" হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টেছে মটি।

"যেতেই হবে" জো বলেছে "এজের সঙ্গে মিটিং-এ বসতে হবে।"

"আমি বাড়িতেই থাকব," মটি বলল আমার উকিলকে বলে দিচ্ছি স্টুডিওতে যেন তোমায় টেলিফোন করেন।"

"তার দরকার হবে না" জো বলেছে "আমি সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসছি। উনি এখানেই এসেই আমায় যা বলার বলতে পারেন।"

"যে কদিন আছি তুমি শোবার ঘরে একদম ঢুকবেনা" মটি বলেছে।

"আমার কাছে এটা কোনও ব্যাপার নয়", জো বলেছে, "নিচে বসার ঘরে কৌচে শুয়ে দিব্যি রাত কাটিয়ে দিতে পারব। আমি নিজে ত ডিভোর্স চাইছিনা, তাই আমার চলে যাবার প্রশ্নও আসছেনা।"

"এ হপ্তার শেষে আমি এখান থেকে চলে যাব" বলে তার সামনে থেকে সরে গেছে মটি।

"তুমি আবার একদফা খেল দেখালে।" জো-র দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এজে বলল, উইনচেল প্রোগ্রাম বাগালে কি করে বাপু? এতে বক্স অফিসে ছবির বিক্রি কম করে আরও দশ লাখ ডলার বাড়বে।"

"সে তাহলে আমার সৌভাগ্য বলতে হয়" জো বলল।

"তা আর বলতে," এজে সায় দিল, "এর আগে আমাদের পাবলিসিটির লোকেরা অনেক ধরাধরি করেও উইনচেলের প্রোগ্রামে একটু ঠাঁই পায়নি। অথচ তুমি দেখছি দিব্যি ম্যানেজ করলে। এতেই তাক লাগছে।"

জো এবার একটি কথাও বললনা। গতরাতের ঘটনাগুলো দুঃস্বপ্নের যে ছাপ মনের ওপর ফেলেছে তারপর এদের এই পিঠ চাপড়ানো শুনতে তার একটুও ভাল লাগছেনা।

এজের অভিজ্ঞ চাউনিতে তা ঠিক ধরা পড়ল। শকুনের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, "কি ব্যাপার, জো, তোমার এত ব্যাজার দেখাচ্ছে কেন? দেখে মনে হচ্ছে যেন গাড়ি চাপা পড়েছো! কি হয়েছে?"

"বাড়িতে বৌকে নিয়ে বড্ড অশান্তি হচ্ছে," জো কথাটা বলেই ফেলল "ওপরওয়ালাকে বিয়ে করার সাধ হয়েছে তাই আমায় ডিভোর্স করতে চাইছে।"

"যে কোন বয়সেই মানুষের মনে বিয়ে করার সাধ জাগতে পারে" এ জে বলল "তা পাত্রটি কে—জেরাল্ড মার্কস ঐ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স চেইনের বড়কর্তা?"

"আপনি চেনেন লোকটাকে?" জো সায় দিয়ে জানতে চাইল।

"হাড়ে হাড়ে চিনি" এ জে বলল, "শুয়োরের বাচ্চা ক'দিন আগে নিজের বৌকে ডিভোর্স করেছে।"

"লোকটার ধাত কিরকম?" জানতে চাইল জো।

বড় লোকের ছেলে দেদার টাকার মালিক, একমাত্র বংশধর। ওর ওপরের লোকেদের মরতে দেরি নেই তারপর ও একাই একগাদা ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মালিক হবে। নাঃ জো তোমার বৌয়ের বুদ্ধি আছে মানতেই হবে জেনে শুনেই বড় গাছে নৌকো বেঁধেছে।"

"মাগী উকিল লাগিয়েছে", জো বলল "যে ব্যাটা ক'দিন আগে মার্কসের ডিভোর্সের মামলা তদারক করেছে তাকে।"

"তাহলে সত্যিই ভাববার ব্যাপার" এ জে বলল, "মার্কসের অ্যাটর্নি যেমন ঘুঘু তেমন ধড়িবাজ, তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো চেঁছে সাদা করে দেবে।"

"কিন্তু কেন?" জো অবাক হল "মার্কসের টাকার অভাব নেই, সে টাকার ওপর আমার বৌয়ের অধিকার আছে, ওর যা যা দরকার তা না চাতেই পাবে। তাহলে আবার আমার অল্পস্বল্প যেটুকু আছে তার দিকে হাত বাড়াবে কেন?"

"এসব ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা নেই" গুরু গম্ভীর গলায় এ জে বলল, "এখনও শিশু আছো। তোমার ইচ্ছে মতন ত দুনিয়া চলবেনা, মার্কসের উকিল ওর মক্কেলকে, মানে তোমার বৌকে বলবে তোমায় টুঁটি টিপে ধরতে। রাস্তায় যদি দাঁড়াতে না চাও ত এইবেলা একজন চৌকস উকিল ধরো। তাতে অন্তত প্রাণে বাঁচবে।"

"আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবার মত কিছুই নেই," জো বলল, 'বাড়িতে যে ক'টা আছে তা এমনিতেই পুরোনো, দাম উঠবেনা। এছাড়া ব্যাংকে নগদ টাকা বলতে বড় জোর ছাব্বিশ কি সাতাশ হাজার ডলার পড়ে আছে।"

"ওরা সেটুকুও কেড়ে নেবে," এ জে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে তার পেছনে দাঁড়াল তারপর ছেলে মানুষ করার খরচ দাবি করবে। ক'টা দিন ধৈর্য ধরো, তোমার নতুন কন্ট্রাক্টে সইসাবুদ করার খবর আগে ওদের জানতে দাও তারপর দেখবে ওরা কেমন তোমার গায়ের মাংস খুবলে খাচ্ছে।

"তাহলে এখন আমার বাঁচার পথ কোথায়?" জানতে চাইল জো।

"বললাম ত আগে একজন উকিল ধরো," এ জে বলল "আমার চেনা একজন উকিল আছে তুমি যার মক্কেল হবার উপযুক্ত" এ জে বলল টাকাকড়ি তেমন নেবেনা। এরপরে তোমাকে বাঁচাতে হলে কন্ট্রাক্ট সই করার কাজটাও ইচ্ছে করেই বেশ পিছিয়ে দিতে হবে, অন্তত ডিভোর্সের ফয়সলা যতক্ষণ না হবে। নয়ত আগে না বলেছি, ওরা তোমায় চেঁছেছুঁছে একদম সাদা করে দেবে।"

"আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন", জো হাসল "মটি কখনও আমার সঙ্গে তেমন কিছু করবে না।"

"নিজের ইচ্ছে না থাকলেও ওকে দিয়ে করানো হবে," এ জে বলল "আর তাই তখন থেকে হপ্তায় সাড়ে সাতশো ডলারের বেশি পারিশ্রমিক তুমি পাবেনা। এর পরেও ওরা বাড়াবাড়ি করলে আমি তোমায় সত্যিই ছাঁটাই করে দেব। তখন আর তোমার কাছ থেকে ওদের কিছু আদায় করার থাকবেনা।"

জো কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল, এ জে বলতে লাগল "তারপর সব ঝামেলা চুকে বুকে গেলে তখন নতুন করে তোমায় দিয়ে কন্ট্রাক্টে সই করাব।" জো-র মুখে তখনও কথা নেই। এ জে বলল "জো অন্তত আমার ওপর তুমি বিশ্বাস রাখতে পারো, জেনো আমি তোমার পক্ষে আছি। তোমার মত এক প্রতিভাধর স্ক্রিপ্ট রাইটারকে তার বৌ ডিভোর্স আদায় করতে কান ধরে ওঠবোস করাচ্ছে তা কিন্তু আমার দেখতে ভাল লাগছেনা।"

"ও কি সত্যিই আমায় ঐ ভাবে ধাক্কা দেবে নাকি?" জানতে চাইল জো।

"কিছু মনে কোরনা" এ জে বলল "আমার কাছে মেয়েমানুষ খানকি ছাড়া কিছু নয়। নিশ্চয়ই বৌয়ের সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে?"

জো ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"বৌ হাতিয়ে নেবার আগে পুরো টাকাটা তুলে নাও।"

"আমার বৌ ওসব নোংরামি করবেনা" আত্মবিশ্বাসে ভরপুর গলায় বলল জো "আজ নতুন ত ওকে দেখছি না।"

"তাই নাকি?" এ জে বলল "আমার কথা বিশ্বাস হলনা? বেশ তোমার ব্যাংকে ফোন করে দেখো তোমার অ্যাকাউন্টে টাকা আছে কিনা। এখান থেকেই করো।"

এজে-র সামনেই টেলিফোন রিসিভার তুলে জো ব্যাংকের নম্বর ডায়াল করল। লাইন পেতেই অ্যাকাউন্টসে যোগাযোগ করল, জানতে চাইল তার অ্যাকাউন্টে কত আছে।

"দুঃখিত, মিঃ ক্রাউন" অ্যাকাউন্টস-এর জনৈক অফিসার জানালেন, "খানিক আগেই আপনার স্ত্রী মানে মিসেস ক্রাউন এসেছিলেন, উনি টাকাকড়ি যা ছিল সব তুলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।" রিসিভার নামিয়ে রেখে এজের দিকে তাকাল জো, বলল "ও খানিক আগে ব্যাংকে গিয়েছিল সব টাকা তুলে নিয়েছে অ্যাকউন্ট থেকে।"

"আমি ত আগেই বলেছিলাম" দুঃখিত ভাবে ঘাড় নাড়ল এজে "টাকাকড়ির বেলায় যত মেয়েমানুষ খান্‌কি হয়ে যায়।"

"তা ত হল " অসহায়ভাবে জো বলল "কিন্তু এবার আমি কি করব?"

"আমি তোমার জন্য উকিল ঠিক করে দিচ্ছি, "এ জে বলল, "তুমি এক্ষুণি গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করো।"

পকেট থেকে দুটো টুটসি রোলস বের করে জো ক্যারোলিনের হাতে গুঁজে দিল তারপর সামনের দিকে তাকাল। কফি টেবিলের ওপাশে মটি তার হবু স্বামী জেরাল্ড মার্কস তার উকিলের পাশে বসে চাপা গলায় কথা বলছে। ওরা যে তার কান বাঁচিয়ে নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করছে তাতে জো-র এতটুকু সন্দেহ নেই। তাদের খানিকটা তফাতে বসে জো-র উকিল ডন সইয়ার, যুবক, এজের আপন ভাইপো। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে ডন আদৌ এঁটে উঠবে কিনা তা জানে না জো শুধু জানে তুরুপের তাস মটির হাতে—তাকে কাত করার জন্য রীতিমত তৈরি সে সবদিক থেকে।

"সমাধান খুব সহজ আর সরল" বলতে বলতে একগোছা কাগজ সামনে টেবিলের ওপর রাখল জো-র উকিল ডন, "এই কাগজগুলোতে চারটে শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, আপনি একবার পড়ে সই করে দিলেই সব ঝামেলা চুকে যাবে" বলা শেষ করে উঠে এল ডন, একটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসল।

"শর্ত? কিসের শর্ত," জানতে চাইল জো পরমুহূর্তে নিজেকে তার ভীষণ বোকা বলে মনে হল।

"বুঝিয়ে দিচ্ছি," ডন বলল, "এক, ডিভোর্সের মামলা রুজু হচ্ছে হবে মেকসিকোর আইনে, সে মামলার বিরোধিতা আপনি করবেন না অর্থাৎ বিবাদী হবেন না। দুই, আপনার স্ত্রী আর আপনি একই সম্প্রদায়ভুক্ত। সেদিক থেকে যে সম্পত্তি আপনার আছে বা হাতে আসবে তাতে ওঁর সমান অধিকার মেনে নিতে হবে আপনাকে। তিন, বাচ্চাকে দেখতে পাবেন না এই শর্তে রাজি হলেই তাকে মানুষ করা অথবা স্ত্রীর খোরপোষের দাবি প্রতিপক্ষ করবেনা। চার, আদালত ডিভোর্স মঞ্জুর করলেই আপনার জয়েন্ট ব্যাংক অ্যাকউন্টে যা ছিল তা থেকে দশ হাজার ডলার আর অ্যাপার্টমেন্টের যাবতীয় আসবাব আপনি ফেরত পাবেন। এটা আসছে সপ্তায় ফয়সালা হয়ে যাবে আশা করছি।"

"আদালত যদি ডিভোর্স মঞ্জুর না করে, তাহলে?" প্রতিপক্ষের কানে যাতে না যায় এইভাবে ফিসফিস করে জানতে চাইল জো।

"আদালত ঠিকই মঞ্জুর করবে।" ডনও একরকম ফিসফিস করে জবাব দিল "ওরা ডিভোর্স পেতে কতটা তেতে উঠেছে আপনি ভাবতে পারবেন না।"

"ধ্যাত্!" সামনে রাখা কাগজগুলোর দিকে একপলক তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল জো, "মনে হচ্ছে আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই।"

"যদিনা লড়তে চান," ডন বলল "তাছাড়া লড়াই করেও সুবিধা হবেনা। ক্যালিফোর্নিয়ার আইন আদালত সবই আপনার বিরুদ্ধে যাবে।"

জো মুখ ফিরিয়ে তাকাল মটির দিকে, মটি সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘোরাল। "আপনার কলম দিন", ডনের দিকে হাত বাড়াল জো, "আমি এক্ষুণি সই করে দিচ্ছি।" ডন কলম এগিয়ে দিতেই জো পরপর চারটে শর্তের নিচে সই করে দিল। সইকরা কাগজগুলো ডন এবার তুলে দিল মটির উকিলের হাতে।

"আর কিছু বাকি নেই ত?"

মটি তাকাল নিজের উকিলের দিকে, "এবার তাহলে আমরা যেতে পারি?"

"সইসাবুদ সবই হয়ে গেল" কাগজে একবার চোখ বুলিয়ে মটির উকিল বলল, "হ্যাঁ এবার আপনি বরাবরে মত এই ঘরসংসার ছেড়ে চলে যেতে পারেন।"

ক্যারোলিন এতক্ষণ বসে ছিল জো-র পাশে তার গোটা মুখ চকোলেটে মাখামাখি হয়ে গেছে। "চলে আয় ক্যারোলিন" মেয়ের হাত ধরল মটি, " এবার আমাদের যেতে হবে।"

"বাই বাই, ড্যাডি," জো-র মুখের দিকে চোখ তুলে শান্ত গলায় বলল ক্যারোলিন।

"গুডবাই, বেবি", মেয়েকে বিদায় জানাতে গিয়ে জো-র গলা ধরে গেল, মটির দিকে চেয়ে তিক্তগলায় বলল, "এবার শান্তি হয়েছে?"

মটি উত্তর দিল না জো লক্ষ্য করল তার মুখখানা আচমকা আবেগে রাঙা হয়ে উঠল। জোকে উপেক্ষা করে বাচ্চার হাত ধরে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মটির চোখমুখ তার হাঁটাচলা কেমন কেমন ঠেকল জোর চোখে। মটির এ হাবভাব এই হাঁটাচলা তার চেনা। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু তার মনে পড়ে গেল, "তাই বল্", গলা অল্প চড়াল জো তুই আবার পেট বাঁধিয়েছিস্!"

জো-র কথা শেষ হবার আগেই মটি বাচ্চার হাত ধরে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বেরিয়ে গেল। মার্কস জেরাল্ডও পা চালিয়ে এগোচ্ছে দরজার দিকে তার চোখে চোখ পড়তে জো চেঁচিয়ে উঠল, "এই আরেক বোকা পাঁঠা। যাক, আমিই তাহলে দুনিয়ার সবেধন বোকা পাঁঠা নই এই যা সান্ত্বনা! মাগী একদিন আমাকেও এমনি করে কব্জা করেছিল।"

জো-র গালাগালি মুখবুঁজে হজম করে মার্কস জেরাল্ড দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

"এই হল আসল ব্যাপার", জো তার উকিলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এজন্যই ওরা ডিভোর্সের জন্য এত তাড়াহুড়ো লাগিয়েছে। না আমি সত্যিই বোকা ভীষণ বোকা, ব্যাপারটা আগেই আমার আঁচ করা উচিত ছিল।" সঙ্গে সঙ্গে তার রাগ পড়ে গেল। ধূর্ত হাসি হেসে আপন মনে জো বলল, "বুদ্ধির দিক দিয়ে আমাকে কাত করে বেরিয়ে গেল মটি। তবে হয়ত কপাল ভাল বলেই বেঁচে গেলাম।"

"ঠিক," ডন সায় দিল "নয়ত ফল আরও খারাপ হতে পারত।"

"যা বলেছেন" জো হাসল নয়ত দুটো বাচ্চার দখল নিয়ে আমায় লড়াই করে মরতে হত যাদের মধ্যে একটার বাপ সত্যিই আমি নই!"

সাতাশ

কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে ছ'টা।

জো-র উকিল ডন সইয়ার ডিভোর্সের সব কাগজপত্র ব্রিফকেসে রাখতে রাখতে বলল, "আমি তাহলে আজকের মত এগোচ্ছি। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে ডিনারের প্রোগ্রাম আছে।"

"খাসা ব্যবস্থা।" জো বলল।

"আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?" সহানুভূতির চোখে ডন তাকাল তার দিকে।

"নেমন্তন্ন করার জন্য ধন্যবাদ" জো বলল "তবে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছেনা।"

"আপনার অভিজ্ঞতা নেই তাই বলছেন" ডন বলল "ডিভোর্সের পর প্রথম প্রথম রাতগুলো কি বিচ্ছিরি লাগে বলে বোঝাতে পারব না। ঘরে একা বসে শুধু শুধু মন খারাপ করে কি লাভ? তার চেয়ে বেরিয়ে পড়ুন বাইরে ডিনার খান ফিল্ম দেখুন।"

"মনে হচ্ছে এ সম্পর্কে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা আছে", জো বলল।

"আছে বলেই ত বলছি" ডন হাসলেন "ডিভোর্সের পর আমি আবার বিয়ে করেছি।"

একমুহূর্ত চুপ করে জো বলল "সবাই ভাবে তা, মানুষের স্বভাব এই। সে ভাবে তার বেলায় যা ঘটেছে এমনটি আর কোথাও কখনও কারও বেলায় ঘটেনি। অবশ্য এটা আমার নিজের দিকে।"

"সে আপনি বলতে পারেন" সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন ডন "এসব জীবনের অঙ্গ হিসেবে মেনে নিতে হয় তারপর ধীরে ধীরে সয়ে যায়।"

"আমি ঠিক সইয়ে নেব" হেসে ডনের সঙ্গে করমর্দন করল "যাক যা করলেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"ওরা কাগজপত্রগুলো ফেরত পাঠালেই আপনাকে ফোন করব" ডন বললেন "আশা করছি আসছে হপ্তার গোড়ার দিকেই আপনাকে ফোন করতে পারব।"

উকিল চলে যাবার পরে জো দরজা এঁটে স্কচের বোতল খুলল। পরপর তিন ঢোক নিট খেয়ে নিল সোডা বা জল ছাড়াই গলায় ভেতর দিয়ে মালটা ভেতরের চামড়া মাংস সব জ্বালিয়ে ছড়িয়ে নিচে নামছে দিব্যি টের পেল, সে জ্বালা সইতে না পেয়ে কয়েকবার কাশল খক্ খক্ করে। কাশির দমক চলে যেতে বোতল রেখে রেডিও চালিয়ে এলিয়ে পড়ল কৌচের গদিতে। রেডিওতে খবর পড়া হচ্ছে কিন্তু তা শোনার মত মেজাজ তখন তার নেই। নব্ অনেকটা ঘুরিয়ে একটা স্টেশান জো পেল যেখানে তখন বাজনা বাজছে। খানিক বাদে উঠে আরেক ঢোক স্কচ গিলে গদিতে মাথা রেখে ফের শুয়ে পড়ল। তখনও বেহুঁশ হয়নি জো তেমন সাংঘাতিক নেশা হয়নি, শুয়ে থাকতে থাকতে আচমকা তার দুচোখ জ্বালা করল। আলত হাতে ডলতে অনুভব করল জল গড়াচ্ছে যদিও কান্নাকাটি জীবনে কখনও করেনি সে। পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুমের হালকা পরত সবে ভর করেছে চোখে তারই মধ্যে জো-র কানে এল বাচ্চার কান্নার আওয়াজ এ কান্না তার মেয়ে ক্যারোলিনের কিনা বুঝতে পারলনা জো। ঘুমের রেসটা কেটে যেতে চোখ মেলল সে। দেখল ঘরের ভেতর গাঢ় আঁধার কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। রেডিওর বাজনার প্রোগ্রাম কখন শেষ হয়ে গেছে, এখন শুধু ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ আওয়াজ হচ্ছে। সুইচ ঘুরিয়ে রেডিও বন্ধ করল জো। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপতেই ঘর ভরে গেল আলোয়। কফি টেবিলের ওপর রাখা, স্কচের বোতলটা প্রায় অর্ধেক খালি হয়ে এসেছে। ড্যাব ড্যাব করে ভুতুড়ে চোখ মেলে সেটা তাকিয়ে আছে তার দিকে। বোতলের প্রায় অর্ধেকটা শেষ, ঝোঁকের মাথায় এতটা

খেয়ে ফেলেছে টেরই পায়নি সে। হাতঘড়ি দিকে তাকাতে দেখল রাত একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ আগে।

চারপাশে তাকাতে ঘরটা কেমন অচেনা ঠেকল, মনে হল আগে কখনও ঢোকেনি এখানে। তারপরেই জো অনুভব করল নীরবতা, একটানা নিবিড় নীরবতার জন্যই নিজের ঘরবাড়ি অচেনা ঠেকছে। এতদিন সব সময় কিছু না কিছু শব্দ হত—কারও না কারও কথাবার্তা, চেঁচামেচি জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করার আওয়াজ বাচ্চা মেয়ের আধো আধো গলার কাকলি আবদার কান্না এসব শোনা যেত। এখন সেসব হারিয়ে গেছে। সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরাল সে, বারুদের চাদরে দেশলাই কাঠি ঘষায় আওয়াজ জোরালো প্রতিধ্বনি তুলল কানে। জোরে দম মেরে ধোঁয়াটা ছেড়ে দিতে নাক দিয়ে বেরিয়ে এল গলগল করে। হাতের দিকে চোখ পড়তে দেখল ভেতরের চাপা উত্তেজনার আবেগে দুটো হাতই কাঁপছে থরথর করে সেই সঙ্গে এবার মাথার ভেতরে শুরু হল দপদপ যন্ত্রণা।

সিগারেট শেষ করে কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল জো, পায়ে পায়ে কিচেনে এসে ফ্রিজ খুলে একটা পেপসির বোতল বের করল তাক থেকে ওষুধের কৌটো নিয়ে ঢাকনা খুলল। তিনটে অ্যাসপিরিনের বড়ি মুখে পুরে গিলে ফেলল পেপসি দিয়ে। বোতলের বাকি পেপসিটুকু গলায় ঢেলে আলো নিভিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল শোবার ঘরে।

শোবার ঘরে অন্ধকার। সুইচ টিপতেই আলোয় ভরে উঠল চারদিক। চারপাশে তাকাতে জোর বুকের ভেতর হু হু করে উঠল। চলে যাবার আগে এঘরের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে মটি। জামাকাপড় দলা পাকিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, দেখে বোঝাই যায় রাগ দেখাতে ওগুলো টেনে ছুঁড়ে ফেলেছে কেউ। প্রত্যেকটা আলমারি আর আসবাবের পাল্লা খোলা ভেতরের দেরাজগুলো টেনে বের করা হয়েছে। সেগুলো একদম খালি যাবার আগে দেরাজে যা কিছু ছিল সব চেটেপুটে সাফ করে দিয়ে গেছে মটি। লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে জো দেখল সেখানেও একই অবস্থা, শুধু তার দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সেভিং ক্রিম আর আফটার শেভ লোশন ছাড়া যে ক'টা সাবান ছিল তাদের একটাও চোখে পড়ছে না। জোর ভোগান্তি বাড়াতে তার টুথব্রাস আর টুথপেস্টের টিউবও নিয়ে গেছে মটি বাথরুম থেকে। আবার শোবার ঘরে ফিরে এল জো। পাশেই ক্যারোলিনের ছোট ঘর। সেখানে ঢুকে জো দেখল তার শোবার ছোট খাট, আলমারি আর অন্যান্য সরঞ্জাম কিছুই নেই। পড়ে আছে শুধু রোসার খাট বিছানা আর ছোট এক ফালি আলমারি। মটি যে রাতে ফিরে এল সেরাতে সেই যে রোসা পালিয়েছে তারপর আর ফিরে আসেনি সে, যাবার আগে নিজের বিছানা আর জামাকাপড় নিয়ে গেছে কিনা তা অবশ্য জানেনা জো। রোসার খাট বিছানার পাশ কাটিয়ে স্টাডিতে ঢুকল জো। ডেসকে তার নিজের টাইপ করা পাণ্ডুলিপি সুন্দর ভাবে গোছানো। টাইপ রাইটারের ওপর হাতে লেখা একখানা কাগজ চোখে পড়তে এগিয়ে এসে সে সেটা তুলে নিল। তাকে লেখা মটির শেষ চিঠি মটি লিখেছে :

"জাহান্নামে যাও। তুমি নিজে যেমন অপদার্থ নচ্ছার ছাড়া কিছু নও তেমনই এক লাইন লেখার ক্ষমতাও তোমার নেই গল্প উপন্যাস দূরে থাক, সাধারণ কমিক স্ট্রিপ লেখার ক্ষমতাও তোমার নেই। শুধু লিখতে অক্ষম তাই নও সহবাসের ক্ষমতাও তোমার নেই, সেদিক থেকেও তুমি অযোগ্য অপদার্থ! এতদিনে একজন খাঁটি পুরুষমানুষ আমার জীবনে এসেছে, সহবাসের আসল স্বাদ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি আমি। মাত্র এক মিনিটে যে আরাম আর তৃপ্তি উনি আমায় দেন সেই ক্ষমতা অর্জন করতে তোমার কম করে কয়েকশো বছর লাগবে। হামবড়াই

ছাড়া আর কিছু ত জীবনে করতে শেখোনি মিছেই এতদিন পুরুষাঙ্গের বড়াই করেছো। তোমার চেয়ে ওঁরটা দ্বিগুণ আর তাই দিয়ে উনি এমন অনেক কিছু করতে পারেন যা তুমি ভাবতেও পারবেনা। শরীরের খেলায় তুমি এখনও শিশু মানুষ হতে তোমার ঢের দেরি।

প্রিয়তমা মটি

চিঠিটা আগাগোড়া পড়ে প্রচণ্ড রাগে জোর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। ঠিক তখনই চিঠির সমাপ্তিটুকু তার চোখে পড়ল এত গাদাগুচ্ছের গালি দেবার পরেও হতচ্ছাড়ি নিজের নামের আগে প্রিয়তমা লিখতে ভোলেনি। হারামজাদী মুটকি খানকি। নিজের মনে মটির উদ্দেশ্যে গাল দিল জো মুখ তুলতেই দারুণ ধাক্কা খেল জো দেখল তার ডেসকের এককোণে ফ্রেমে বাঁধানো তাদের দুজনের রঙিন ফোটোখানা এখনও আগের মতই আছে। কি মনে হতে এগিয়ে এসে ফ্রেম থেকে কাঁচখানা খুলে মটির লেখা শেষ চিঠিখানা এমনভাবে ভেতরে ছবির নিচে গুঁজে ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দিল যাতে ফ্রেমের দিকে তাকালে 'প্রিয়তমা মটি' এই শব্দদুটো চোখে পড়ে। কাঁচটা আগের জায়গায় ঢোকাল সে তারপর ফ্রেমখানা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে রেখে দিল। মেয়েদের হাতে ছেলেদের প্রতারিত হবার জলজ্যান্ত নমুনা হবে ঐ ছবি যার, তার নিচে ভাঁজ করা মটির চিঠিখানা। ভাবতে ভাবতে নিজের ছেলেমানুষি দেখে নিজেই হেসে ফেলল জো আর তখনই টের পেল প্রচণ্ড খিদেয় তার পেটের ভেতরটা মোচর দিচ্ছে। খিদের আর দোষ কি গত চব্বিশ ঘন্টারও বেশি সময় প্রায় না খেয়ে আছে জো, গতকাল দুপুরে লাঞ্চের পরে এখন পর্যন্ত তার পেটে দানাপানি কিছুই পড়েনি।

স্টাডি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল জো কিচেনে ঢুকে রেফ্রিজারেটার খুলে দেখল আধ বোতল দুধ কয়েক বোতল পেপসি আর দু'বোতল বিয়ার ছাড়া ভেতরে খাবার মত আর কিছুই নেই। মুশকিলে পড়ল জো। আগামিকাল বাজারে গিয়ে খাবার দাবার কিছু নিয়ে আসবে সে। টিনে ভর্তি তৈরি খাবার বেশি করে কিনে এনে ফ্রিজে রাখবে যাতে [redacted] কিছুদিন রান্নাবান্না না করেও কাটিয়ে দেয়া যায়। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে চাপল জো এঞ্জিন স্টার্ট করে চলে এল সানসেট এলাকায় রাত প্রায় দুটো, পথঘাট একরকম ফাঁকা বললেই হয় একটা খাবারের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল জো, এঞ্জিন বন্ধ করে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল

এ দোকানটায় ঢাকা গোছের গাড়ি নিয়ে যারা এখানে রাতবিরেতে যাওয়া আসা করে তারা এখানে গাড়ি থামিয়ে হালকা খাওয়াদাওয়া করে। জোকে গাড়ি থামিয়ে জানালার কাঁচ নামাতে দেখে সাজগোজ করা সুশ্রী স্বর্ণকেশী একটি মেয়ে এসে ট্রেতে গরম কফি নিয়ে এল। জো জানতে চাইল, "চটপট তৈরি করে দেবার মত খাবার কিছু পাওয়া যাবে?"

"আছে," মেয়েটি হাসল, "বিফ ডগ রোল আর চিলি দিয়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।"

"চটপট নিয়ে এসো," জো বলল, "খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। একটা বিয়ার হবে?"

"দুটো বেজে গেছে" মেয়েটি বলল "এখন আর মদ বা বিয়ার দেয়া যাবেনা। আমাদের সরকারি নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। তবে কোক পাবেন তাছাড়া যেকোন সফট্ ড্রিংক।"

"ওসব নিয়ম আমায় দেখিয়ো না আমি আমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েই এসেছি" বলে পাশে রাখা জনি ওয়াকারের স্কচ হুইস্কির বোতল তুলে দেখাল।

"জনিওয়াকার সবারই বন্ধু," মেয়েটি হাসল, "আমারও।"

"তাই বুঝি?" মেয়েটির কথায় জো-র হাসি পেল "একটা গ্লাস নিয়ে এসো বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি?"

"ধন্যবাদ" মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে নিল "কাজের সময় ড্রিংক করছি দেখলে মনিব খেয়ে ফেলবে।"

"তুমি আগে গ্লাসটা নিয়ে এসো" জো বলল "এমন করে তোমায় খাওয়াব যাতে তোমার মনিব তাকিয়ে থাকলেও টের পাবে না।"

মেয়েটি ফিরে গেল—ফিরে এল খাবার আর জলভর্তি দুটো গ্লাস নিয়ে। গ্লাস দুটোর জল খানিকটা ফেলে স্কচ ঢালল জো, তারপর ইচ্ছে করেই খাবারটা মাটিতে ফেলে দিল। মেয়েটা কুড়িয়ে নেবার জন্য নিচু হতে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিল জো, বলল "চটপট দু ঢোঁকে খেয়ে নাও।"

মেয়েটা সত্যিই জলমেশানো স্কচ দু'ঢোঁকে গিলে হাসল "আমি আরেকটা ফ্রাই এনে দিচ্ছি স্যর আপনি ততক্ষণ চিলি ডগটা খেতে থাকুন।"

মেয়েটি আরেকটি ফ্রাই নিয়ে ফিরে আসতে আসতে চিলি ডগ অর্ধেকের বেশি খাওয়া হয়ে গেল। জানালার সঙ্গে আঁটা ট্রেতে ফ্রাই সমেত কাগজের প্লেটখানা রাখতে জো বলল "বা তুমিত বেশ স্মার্ট আর চটপটে দেখছি। এখানে কতক্ষণ কাজ করতে হয়?"

"দু' ঘন্টা" মেয়েটি বলল, "আর পনেরো মিনিট বাদে আমি বাড়ি ফিরতে পারব।"

"বাড়ি কি তোমায় ফিরতেই হবে?" জানতে চাইল সে।

"হ্যাঁ" মেয়েটি বলল "আমার বর হিউহেস এয়ারক্রাফটে রাতের সিফটে কাজ করে ভোর পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসে। ও গোড়াতে বলে রেখেছে চাকরি করি আর যাই করি বাড়ি ফিরে এসে যেন দেখে আমি বাড়িতেই আছি। এখান থেকে দুটো ব্লক পরেই আমি থাকি আমার ত নিজের গাড়ি নেই, বাড়ির খুব কাছে বলেই এখানকার কাজটা আমি নিয়েছি।"

"তোমার না থাক আমার ত গাড়ি আছে।" সে বলল "জনি ওয়াকারের আরেকটা বোতল আছে আমার সঙ্গে। আমি তোমায় ঠিক সময়ে বাড়ি পৌঁছে দেব তোমার বর ফিরে আসার ঢের আগে। তার আগে তুমি আর আমি দু'জনে মিলে গাড়ি চালাতে চালাতে দু নম্বর জনিওয়াকারকে চেটেপুটে সাফ করব—দারুণ মজা হবে।

"আপনার নামটাই এখনও জানা হলনা," প্রস্তাব মন্দ নয় গোছের চাউনি হেনে মেয়েটি বলল।

"তেমনই তোমার নামটাও আমার জানতে বাকি রয়ে গেল যে" জো হাসল। "কিন্তু নাম জেনে হবেটা কি? নামে কি-ই-বা আসে যায়? অজানা অচেনার খেলায় এই, বেশ।"

"আপনি ভারি বদ এক নম্বরের বজ্জাত" বলে হাসল মেয়েটি তারপর খাবারের দাম লেখা কাগজ রাখল ট্রেতে। পাঁচ ডলারের একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে জো বলল খুচরোটা রেখে দাও ওটা তোমার।"

খাবারের দাম নিয়ে একমুহূর্ত তার চোখে চোখ রেখে মেয়েটি জানতে চাইল "নাম নাই নাই বললেন কিন্তু মশাই কি করেন জানতে পারি?"

"ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখে খাই।"

"কোন স্টুডিওতে?"

"ট্রিপল এস।"

"আমি ফিল্মে অভিনয় করতে চাই" মেয়েটি বলল "স্কুলে থাকতে অনেক নাটকে অভিনয় করেছি। একটা ইন্টারভিউ জোগাড় করে দিন না?"

"দেখি" দায়সারা গোছের জবাব দিল জো।

"আমি ইউনিফর্মটা পাল্টে আসছি", উৎসাহে ডগমগ হয়ে বলল মেয়েটি, "আমি আরেকজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি সে এসে আপনার ট্রে নিয়ে যাবে। আমি যাচ্ছি, আপনি পরের ব্লক থেকে আমায় তুলে নেবেন।"

জো কিছু না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। দেখল মেয়েটি কাউন্টারে গিয়ে তার খাবারের দাম জমা দিয়ে পাশের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। গাড়িতে বসে জো দেখতে পেল মেয়েটি এগিয়ে যাচ্ছে তার প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠছে উৎসাহ। দ্বিতীয় চিলি ডগটা শেষ করে হর্ণ বাজাতে আরেকটি মেয়ে এসে গাড়ির জানালায় আঁটা ট্রে-টা নিয়ে গেল। এবার এঞ্জিন স্টার্ট করে এগিয়ে চলল জো। খাবারের দোকান থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে মেয়েটির পাশে এসে গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দিতেই যে উঠে তার পাশে বসল। স্কচের দ্বিতীয় বোতলটা রইল দুজনের মাঝখানে। বোতলটা তুলে নিজেই ছিপি খুলল মেয়েটি, কয়েক ঢোক গিলে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল "খাসা হুইস্কি, সেরা স্কচ। আপনি নিন।"

"উঁ হু" হাত নেড়ে বোতলটা সরিয়ে দিল জো গাড়ি চালানোর সময় আমি ড্রিংক করিনা।"

"ভারি চালাক," বলে ছিপি খুলে আরও কয়েক ঢোক খেয়ে ফেলল সে। বাড়ির কাছাকাছি আসার আগেই বোতলে যেটুকু মদ ছিল তা মেয়েটি একাই শেষ করে ফেলল, বাড়ির কাছাকাছি এসে জোকে গাড়ি থামাতে বলল মেয়েটি। জো গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দিতে মেয়েটি পা বাড়িয়ে নামতে গেল কিন্তু বেশি নেশা করে ফেলায় পায়ে পা জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল পথের ওপর। জো গাড়ি থেকে নেমে পাঁজাকোলা করে তাকে দাঁড় করিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

"ঠিক আছে", মেয়েটি বলল, "এবার আমি একাই বাড়িতে ঢুকতে পারব। আসলে আমার বড় খিদে পেয়েছে ওরা আমাদের যে খাবার দেয় তা খুব খারাপ বলে ওখানে কিছু মুখে দিইনা।"

"আমি তোমায় আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে পারতাম," জো বলল, "কিন্তু বাড়িতে আমার নিজের খাবার মত একটি দানাও নেই তাই তোমাদের দোকানে খেতে গিয়েছিলাম।"

"বাড়িতে খাবার নেই এ ত ভাল কথা নয়," নেশা জড়ানো গলায় মেয়েটি বলল, "বাড়িতে খাবার না থাকা খারাপ, খুব খারাপ।"

আর বেশিক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলা ঠিক হবেনা বুঝে জো গাড়িতে উঠল। মেয়েটি হাত নেড়ে বলল "আজকের এ রাতের কথা চিরদিন মনে রাখব, ধন্যবাদ।"

হাত নেড়ে সংক্ষেপে বিদায় জানিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট করল জো। বাড়ি গিয়ে দেখল বেরোবার সময় যেমন দেখেছিল গোটা অ্যাপার্টমেন্ট তেমনই আঁধারে ডুবে আছে কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। নিঃসঙ্গতা যে এত অসহ্য হতে পারে তা জো কখনও ভাবতে পারেনি। আরও তিনটে অ্যাসপিরিংয়ের বড়ি খেল সে, আরও কয়েক ঢোক স্কচ গলায় ঢেলে উঠে এল ওপরে শোবার ঘরে। স্টাডিতে ঢুকতেই চোখ পড়ল ডেসকের ওপর ফ্রেমে বাঁধানো মটি আর তার ফোটোর দিকে। ফ্রেমটা তুলে নিয়ে এল শোবার ঘরে খাটের পাশে ছোট টেবিলে রাখল। বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে ভাঁজ করে গুছিয়ে ঢোলা পোশাক পড়ল। বিছানায় শুয়ে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপতেই একরাশ আঁধার ঝাঁপিয়ে পড়ল শোবার ঘরে। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করল জো, কিন্তু ঘুম চোখের ধারেকাছে এল না। বারবার এপাশ ওপাশ করতে করতে একসময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সে। সুইচ ঘুরিয়ে রেডিও চালাল কিন্তু মেক্সিকোর স্টেশন ছাড়া আর কিছু তার নাগালে এল না। রেডিও বন্ধ করে বিছানায় বসে সিগারেট ধরালো, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল খাটের পাশে টেবিলে রাখা ফোটোখানার দিকে। সিগারেটের সবটুকু পুড়ে ছাই হতে জো-র মনে হল ফোটোর ভেতর থেকে মটি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে, এবার সত্যিই ভীষণ রেগে গেল, "মুটকি পেঁচি খানকি।" বলে জোরে চেঁচিয়ে হাত বাড়িয়ে ফ্রেমটা তুলে নিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে মারল এককোণে। মেঝেতে আছড়ে পড়ে কাঁচ ভেঙে চৌচির হতে তার রাগ অনেকটা পড়ে গেল। জো-র মনে পড়ল মটিকে বিয়ে করার দিন পা দিয়ে মাড়িয়ে কোন কারণে কাঁচ ভেঙেছিল সে। জো-র মনে পড়ল তাদের সম্প্রদায়ের প্রাচীন রীতি—বিয়ে ভাঙার মুহূর্তে কাঁচ ভাঙতে হয়। রীতিটা পরে হলেও মানতে পেরেছে ভেবে ভেতরে ভেতরে শান্ত হল, তার জমে ওঠা অস্থিরতা কেটে গেল। নিজের অজান্তে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল জো।

বহুদূর থেকে ভেসে আসা একটানা যান্ত্রিক শব্দ কানের পর্দায় আছড়ে পড়তে জো-র ঘুমের রেশ গেল কেটে। চোখ মেলতে দেখল বেলা ন'টা। টেলিফোনটা তখনও একটানা বেজেই চলেছে। এক ঝটকায় উঠে বসে হাত বাড়িয়ে রিসিভার কানে লাগিয়ে বলল, "হ্যালো।"

"জো? আমি নিউইয়র্ক থেকে লরা শেলটন বলছি।"

"গুড মর্নিং।"

"মনে হচ্ছে এই সবে ঘুম ভাঙল?" লরার গলা স্পষ্ট শুনতে পেল জো, তোমার ডিভোর্সের খবর শুনে ভারি খারাপ লাগল। এত দুঃখের মধ্যেও খুশি হবার মত একটা খবর তোমায় দিতে পারি।"

"ভাল খবর ভাঙা মনে পুলটিস দেয়", বাঁ হাতে রিসিভার কানে চেপে রেখে সিগারেট ধরাল জো, "তা এবার খবরটা দিয়ে দিতে পারো।" বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল নিচে কিচেনে কেউ কড়া কফি তৈরি করছে তার গন্ধ যেন বাতাস বয়ে এনেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল বাড়িতে এই মুহূর্তে সে ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী একজনও নেই তাই কফি তৈরি করার প্রশ্ন ওঠে না।

"ইটালিয়ান প্রযোজক সানটিনির নাম আশা করি শুনেছো" জো শুনতে পেল, "উনি তোমার গল্প নিয়ে ইওরোপে দুটো ছবি তুলতে চান। গল্প পিছু পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার, তাছাড়া নেট বিক্রির শতকরা পাঁচ ভাগ লভ্যাংশ। উনি কনট্রাক্ট ফর্ম আর তোমার নামে আগাম দশ হাজার ডলার পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"এজের বাড়িতে ককটেল পার্টিতে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল" জো বলল, "প্রস্তাবটা তখনই উনি দিয়েছিলেন। তবে আমি তখন গুরুত্ব দিইনি ভেবেছিলাম মদের গ্লাস হাতে পিতলে পিরিত করছেন।"

"না, না, উনি যে তোমার গল্প নিয়ে ছবি করতে চান তার প্রমাণ দিলাম" লরা বলল "উনি যত শীগগির সম্ভব ছবির কাজে হাত দিতে চান। সানটিনি এখন রোমে আছেন। আমি টেলিফোনে ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি।"

"যত শীগগির মানে?" জো বলার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেতে গরম কফির পট আর মিষ্টি পাউরুটি নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল রোসা। তাহলে তার ভুল হয়নি, নিচে কিচেনে সত্যিই কফি তৈরি হচ্ছিল। খাটের পাশে টেবিলে নিঃশব্দে ট্রে নামিয়ে রাখল। রেখে যেমন এসেছিল তেমনই পা টিপে টিপে চলে গেল রোসা, জো শুধু আড় চোখে তাকিয়ে দেখল তাকে। রোসা চলে যেতে পট থেকে কফি কাপে ঢেলে চুমুক দিতেই শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল মাথার ভেতর অনেকগুলো জট কেটে গেল টের পেল সে।

"যত শীগগির মানে?" কাপ নামিয়ে রেখে ফের জানতে চাইল জো, তাহলে এদের সঙ্গে আমার যে কনট্রাক্ট আছে সে কাজের কি হবে?"

"আমার মনে হচ্ছে এ জে শেষপর্যন্ত ছবি আর তুলবেনা", লরার গলা স্পষ্ট শুনতে পেল জো।

"ক্যাথি বলেছে স্টিভ ককরান ঐ ছবিতে কাজ করবেনা জুডি আঁতোয়ানও এজেকে সাফ জানিয়েছে ও টাকা সমেত নতুন কন্ট্রাক্ট না পেলে আর ঐ ছবিতে ও কাজ করবে না। শুনে এজে ওকে সাসপেণ্ড করেছেন।"

" তাহলে আমার অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে" জোর গলায় বলে উঠল "স্ক্রিপ্টের ট্রিটমেন্ট ত প্রায় শেষ করে এনেছি।"

"ওটা শেষ করতে আর ক'দিন লাগবে?"

"আরও হপ্তাখানেক।"

"এই ছবির স্ক্রিপ্ট তৈরির ব্যাপারে এদের সঙ্গে তোমার কোনও লিখিত কন্ট্রাক্ট হয়নি তা আমি জানি," লরা বলল, "তুমি কাজটা তাই স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিয়ে সানটিনির কাজে হাত দিতে পার। এ জে তাহলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।"

কফির কাপে আবার চুমুক দিল জো। এদের সঙ্গে কোনও কাজ কারবারের চুক্তি না থাকলে মিছিমিছি এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। জো-র প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এখানে একজনও নেই, ছবির স্ক্রিপ্ট লিখতে গিয়ে স্টুডিওর সঙ্গে নিজেকে এতদিন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছিল।

"মনে হচ্ছে তুমি অনেক কিছু আগে ভাগে জেনেছো," বলল, "এদের সঙ্গে তোমার কোনও কথাবার্তা হয়েছে?"

"আমি নিজেকে একজন ভাল এজেন্ট বলে মনে করি", ইতস্তত করে জবাব দিল লরা, "তুমি কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ো তা আমি চাইনা। হ্যাঁ তোমার ব্যাপারে এদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে, ও বলেছে তোমার কাজকর্ম এবং উন্নতির পথে ও কোনভাবেই বাধা হবেনা।"

জো কথাটা মন দিয়ে শুনল সেই মুহূর্তে কি বলবে তা ভেবে পেলনা।

"আরও খবর আছে", লরা বলল রাইনহার্ট-এর চিফ এডিটরের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি, ওরা তোমার উপন্যাস সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন।"

"বা তুমিও অনেক কাজ করে ফেলেছো দেখছি।" তারিফ করার সুরে বলল জো।

"আমি তোমার এজেন্ট তা ভুলে যেয়োনা জো" লরা বলল রাইনহার্টের সঙ্গে কথা বলে ওদের মনোভাব জেনে নিলাম, তোমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তার আগেই পৌঁছে গেছে ডাবলডে-র দপ্তরে। ওদের একগাদা বুক ক্লাব আছে, চাইলে প্রচুর টাকা দিতে পারে।"

"সত্যিই তোমার মুখে এসব খবর শুনে ভাল লাগছে" জো বলল "এজেন্ট হিসেবে কর্তব্যের তাগিদের বাইরেও তুমি যে আমার জন্য এতখানি করবে তা ভাবতেই পারিনি।"

"কর্তব্য নয়, জো", বলে একমুহূর্ত থামল লরা, "এই মুহূর্তে তোমার সামনে দুদুটো চমৎকার সুযোগ এসেছে; তুমি দুটোর সদ্ব্যবহার করতে পারো। তুমি কিছু বলবে?"

"তবে তাই হোক," অনেকটা দম নিয়ে জো বলল "দুটোরই সদ্ব্যবহার করা যাক তাহলে।"

"কন্ট্রাক্টের কাগজপত্র চেক আর রোমে যাবার প্লেনের টিকিট এখানে নিউইয়র্কে আছে" লরা বলল "রওনা হবার মুখে এগুলো সই করে দিতে পারো।"

"তাহলে হপ্তাখানেকের মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে কেমন?"

"আমি নই, জো, আমার অফিস কাজগুলো সম্পাদন করার দায়িত্ব নেবে। শুধু কয়েকটা কাগজে সই করা বই ত নয়— এসব অতি সাধারণ মামুলি ব্যাপার।"

"তার মানে আমার সইসাবুদের সময় তুমি ওখানে থাকতে চাওনা। এই ত?" জো জানতে চাইল।

"আমার চাওয়া না চাওয়ার প্রশ্ন নয় জো," লরা বলল "আসলে এটা তোমার সম্পর্কে এক ধরনের অনুভূতি যা কিভাবে সামলাব আমার জানা নেই। আমি তোমার হয়ে কাজ করছি ঠিকই কিন্তু একই সঙ্গে আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি যে এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হলে দু'জনেরই পক্ষে ভাল হবে।"

"এই ত," টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে জো বলল "এসব কথা বলে তুমি আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছ, লরা।"

"ভয় কিসের?" লরার আশ্বাসে পরিপূর্ণ গলা শুনতে পেল জো "পৃথিবীর এক সেরা চলচিত্র পরিচালনার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ এতদিনে তোমার সামনে এসেছে, সেইসঙ্গে পেয়েছো একজন নামী প্রকাশক যে টাকা দিতে পিছুপা হবে না। এক নতুন দুনিয়ায় তুমি এসে দাঁড়িয়েছো তোমার এই সৌভাগ্য দেখে অন্যেরা ভয় পাবে তুমি ভয় পাবে কেন? এসব নতুন সুযোগের মধ্যে একটা মেয়েকে জড়াতে যাবে কেন? সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে এখন শুধু কাজ, দিন রাত কাজের ভেতর ডুবিয়ে রাখো নিজেকে তুচ্ছ রোমান্সের সময় এখন নেই।"

"না লরা তোমার কথাগুলো এবার সত্যিই এজেন্টের মত ঠেকছে।"

"ঠিক এজেন্ট নয়, জো", লরা বলল। "আমি সত্যিই তোমার জন্য ভাবি, তোমার প্রতিভা বা টাকা নয়, তোমার জন্য, তোমায় নিয়ে আমার অনেক ভাবনা। এবার তাহলে রাখছি, জো।"

"রোসা!" রিসিভার নামিয়ে রেখে হেঁকে উঠল জো "জলদি ওপরে আয়!"

শান্ত পায়ে ভেতরে ঢুকল রোসা।

চোখে চোখ পড়তেই জো বলল "তুই এখানে কি করছিস?"

"আমার জামাকাপড় নিতে এসেছিলাম সেনর" রোসা চোখ নামিয়ে ভিতু ভিতু গলায় বলল "আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে ডাকিনি। নিচে কিচেনে গিয়ে দেখি ব্রেকফাস্ট তৈরি করার মত কিছু নেই। তখন বাজার থেকে কিছু খাবার দাবার কিনে আনলাম।"

"তোকে অনেক ধন্যবাদ, দেখি কাছে আয়।" বলে জো ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। রোসা কাছে আসতে জো দেখল তার চোখের চারপাশে কালসিটে পড়েছে, মুখে নখ দিয়ে খামচানোর দাগও ফুটেছে।

"তোর মুখে এসব দাগ পড়ল কি করে?" জানতে চাইল জো।

"বাবা আচ্ছা করে আমায় মেরেছে" রোসা বলল "আপনার এখানে চাকরি খোয়ানোর জন্য বেদম মার খেয়েছি বাবার হাতে। আপনার বৌ বাচ্চা এখন নেই বটে কিন্তু আপনার খাবার তৈরি করা জামাকাপড় ধোয়া ইস্ত্রি করা, বাসনমাজা বাজার হাট এসব করতে হবে। এ কাজগুলো করার জন্য আমায় রাখুন। আগে ত্রিশ ডলার দিতেন এখন না হয় কুড়ি ডলার দেবেন দশ ডলার মাইনে কম দেবেন তবু আমায় আপনি রাখুন সেনর আমি কাজ খোয়াতে পারবনা।" বলতে বলতে রোসা ছলছল চোখ মেলে তাকাল।

জো তাকাল তার দিকে। বেচারি মনে মনে বলল জো দশ ডলার কম মাইনে নেবে তবু আমার মায়া কাটাতে চায়না।

"শোন রোসা।" জো বলল। "বাচ্চার দেখাশোনা করতে হবেনা ঠিক, কিন্তু তাই বলে তোর মাইনে আমি কমাবোনা। আগে যা পেতিস এখনও ত্রিশ ডলারই পাবি। কিন্তু আমি ত এখানে

থাকবনা এখানকার পাট চুকিয়ে শীগগিরিই ইওরোপে চলে যাব তখন তোকে ত আর আমার দরকার হবে না"।

"তা হোক রোসা বলল, কম করে একটা হপ্তা আমায় কাজে রাখুন। তাহলে ঐ সময়ের মধ্যে আমি অন্য কোনও কাজ খুঁজে নিতে পারব।"

একমুহূর্ত ভাবল জো ইওরোপ যতদিন না যাচ্ছে ততদিন ঘর সংসার দেখাশোনার জন্য রোসার সাহায্য অপরিহার্য ঘর সংসার সামলানো তার নিজের পক্ষে সম্ভব নয়।

"ঠিক আছে," জো বলল "তুই থেকে যা তাহালে।"

"ধন্যবাদ, সেনর," এগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে জো-র হাতে চুমু খেল রোসা "ইশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

"ও ঠিক আছে, তুই যা এখন" জো বলল।

"আপনার জীবনে যা ঘটে গেল তার জন্য আমি দুঃখিত সেনর" বলল রোসা।

"যা চুকেবুকে গেছে তার নাম খবরদার নিবি না", জো বলল। "এখন আমাদের শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, পেছনের দিকে তাকালে চলবেনা।"

৩য় পর্ব
১৯৪৯

আটাশ

"বেন স্টার অ্যাণ্ড অ্যানি ওকলে", সানটিনি বললেন "শুধু ছবির এই টাইটেলের দামই কম করে দশ লাখ ডলার হওয়া উচিত।

"আমিও এখনও ভাবতেই পারছিনা" প্রোজেকশান রুম থেকে বেরিয়ে এসে জো বলল "ছবিটা খুব খারাপ হয়নি।"

"খারাপ হবে কেন" সানটিনি একগাদা ইটালিয়ান বিশেষণের ফুলঝুরি ফুটিয়ে বললেন আর এ ত আপনারই গল্পের কাঠামোর তোলা ছবি। আপনিই জুডি আঁতোয়ানকে রোমে আনিয়ে মারা বেনেত্রির সঙ্গে এই ওয়েস্টার্ট ছবিতে কাজ করালেন। এ বুদ্ধি আপনার মাথায় কে জোগাল তাই ভেবে পাচ্ছিনা।"

"জন ওয়েন আর গ্যারি কুপারকে নিয়ে অনেকদিন আগে এ আইডিয়ার ওপর একটা ছবি তৈরি হয়েছিল হলিউডে" বলল জো "গল্পটা নীরস হলেও ভাল কেটেছিল আর আপনি প্রতিভাধর মানুষ জুডির অমন জোড়া স্তনের বাহার দিব্যি সিনেস্কোপ ফিট করিয়েছেন।"

"আমরা ইটালিয়ান" সানটিনি হাসলেন। "মেয়ে মানুষের স্তনের শোভা বর্ণনার দিক থেকে আমাদের মত সেরা সমজদার দুনিয়ায় আর কেউ নেই, ইটালিয়ান মেয়েরা তাদের স্তনের জন্য বিখ্যাত।" বলে মুখ ফিরিয়ে বাঁটকুল লোকটার দিকে তাকালেন তিনি "গুণমেল্লি এবার তুমি যেতে পারো।"

"সিঃ মেস্ট্রো" গুনমেল্লি মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে চলে গেল। সানটিনি জোকে বললেন, "এবার বলুন আমার পরের ছবির জন্য কি গল্প ভাবছেন।"

জবাব দেবার আগে মনে মনে একবার হিসেব করল জো। সানটিনি নিজে যে মেয়েটিকে খুঁজে বের করেছেন তাকে জুডি আঁতোয়ানের চেয়ে দেখতে অনেক ভাল অবাধ যৌবনের আকৃতি তার দেহে আছে প্রচুর। কিন্তু প্রথম ছবির স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য তার পাওনা টাকা এখনও মেটাননি সানটিনি। বরং টেলিফোনে ছবির মোট লভ্যাংশের যে শতকরা পাঁচ ভাগের আশ্বাস দিয়েছিল সানটিনি তার নামও নেননি। এই অবস্থায় পরের ছবির জন্য তাকে চিন্তাভাবনা করার কথা দিব্যি নির্লজ্জের মত বলছেন সানটিনি। পাওনা মেটানোর দিক থেকে ইটালিয়ানরা যে আমেরিকানদের চেয়ে ঢের বেশি অসৎ তা জো-র অজানা নয়। কিন্তু এভাবে মুখ বুজে থেকে ত সানটিনিকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না তাই সে অন্যভাবে কথাটা পাড়ল গলা নামিয়ে বলল "বাজারে অনেক দেনা হয়ে গেছে অন্তত পাঁচ হাজার ডলার পেলে খুব উপকার হত।"

"পাঁচ হাজার ডলার" চেকবই আর কলম বের করে সানটিনি বললেন, "এক্ষুণি দিচ্ছি।" বলে খসখস করে চেক লিখে জো-র হাতে দিলেন। চেক হাতে নিয়ে জোর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল কাগজ নয়, পাতলা রবারের চেক, ব্যাংকে জমা দিলে ঠিক বাউন্স করবে তা জো-র মত সানটিনি নিজেও জানেন। তবু ভদ্রতা বজায় রাখতে জো বলল "ধন্যবাদ।"

"তা অগাস্ট মাসটা আপনি কি করছেন?" জানতে চাইলেন সানটিনি, গত বছরের মত এবারও ভেনিসের লিডোতে থাকবেন।"

"এখনও মন স্থির করিনি", জো বলল "এই মুহূর্তে ও জায়গা আমার অবসর কাটানোর পক্ষে বড় ব্যয় বহুল। তাছাড়া গতবছর এই সুন্দর মিষ্টি মেয়েটা ছিল ওর সঙ্গে সময়টা দিব্যি

কেটেছিল। পুরো তিনটে হপ্তা ওর সঙ্গে কাটিয়েছিলাম আমি ভেবেছিলাম ওর বয়স কুড়ি একুশের কম নয়, তারপর জানলাম সবে চৌদ্দ। ও আমায় বড্ড দাগা দিয়েছে।"

"গ্রীসের রোমানসের পরিণতি এমনিই যে" সানটিনি হাসলেন "প্রেম প্রীতি সব একসময় মরীচিকা হয়ে দাঁড়ায়। তা সেই চৌদ্দ বছরের বালিকাকে পাশে নিয়ে রাত কাটিয়েছেন নিশ্চয়ই, শরীরের সুখ ছুঁড়ি দিতে পেরেছে?"

"তা আর বলতে" জো হাসল,"অমন সুখ জীবনে খুব কমই পেয়েছি।"

"তাহলে খুব খারাপ বলা যায় না" বলে কাঁচের দরজার বাইরে তাকালেন সানটিনি। গাড়িটা ফুটপাতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললেন, "আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এখন তাহলে যাচ্ছি। আসছে হপ্তার গোড়ায় আপনাকে টেলিফোন করব জো ; বিদায়।" বলে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সানটিনির দেওয়া চেকটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সেটা ভাঁজ করে ওয়ালেটে গুঁজে রাখল জো। এটা ভাঙ্গাতে হলে নিউইয়র্কে এজেন্ট ব্যাংকার মেটাকসার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

কপাল ভাল থাকলে তিন চার মাসের মধ্যে মেটাকসা টাকা তাকে পাঠিয়ে দেবে। ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল জো ভিয়া ভেলিটোর পথ ধরে হাঁটতে লাগল।

বিকেল ছ'টা, রোমের ভ্যাপসা গরম যেন চারপাশে চেপে বসেছে। সরকারি মিউজিয়াম, ভ্যাটিকান আর দেখবার অন্যান্য জায়গা থেকে টুরিস্টরা দল বেঁধে বেরিয়ে আসছে। এখন তারা দোকানের শোকেসের সামনে ভিড় করছে, অনেকে ফুটপাতের ধারে কফি, আইসক্রিম আর কেক পেস্ট্রির স্টলের সামনে পাতা টেবিলের চারপাশে সাজানো চেয়ারে বসে খাবারের অর্ডার দিচ্ছে। কাছে ডোনে-র সামনে বাঁধাধরা টেবিলের সামনে এসে জো চেয়ার টেনে নিতেই চেনা ওয়েটার টিটো ছুটে এল, টেবিলের ওপর রাখা সংরক্ষিত কার্ডখানা সরিয়ে রাখল। টিটোর অনেক বয়স হয়েছে চাঁদির টাক ঢাকতে মাথার পাতলা হয়ে আসা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, চোকে ঘুরোনো স্টাইলের রোল্ড গোল্ডের ফ্রেমের চশমা। নিকোটিনের ছ্যাতলা পড়া ট্যারাব্যাঁকা দাঁতে হেসে টিটো অভিবাদন জানাল "বুয়েন গিয়োর্নো সিনর জো।"

"শুনলাম নতুন ছবিটা দেখেছেন", টিটো বলল "ভাল লাগল?"

জো তার চোখের দিকে তাকাল, "এ শহরে কিছুই চাপা থাকেনা।" এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে বলল "মোটামুটি।"

"আমার এক দোস্ত দিলাম ল্যাবারেটরিতে কাজ করে" টিটো বলল "ওর মুখে শুনলাম দুটো মেয়ে উদোম গায়ে রাস্তায় কাদামাটির মধ্যে লড়াই করছে।"

"ঠিকই শুনেছো, টিটো," জো সিগারেট ধরিয়ে বলল "ওদের দুজনেরই ফিগার চমৎকার।"

"ছবিটা দেখার খুব সাধ হয়েছে," টিটো বলল।

"কিছুদিন অপেক্ষা করো", জো বলল "প্রিন্টগুলো তৈরি হলে প্রাইভেট স্ক্রিনিং-এর ব্যবস্থা হবে, তখন আমি নিজে তোমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনব। কিন্তু তাও ত সেপ্টেম্বরের আগে হচ্ছেনা। কোনও ল্যাবরেটরিতে ত অগাস্টে কাজ হয়না।"

"এর নাম ইটালি সিনর জো" টিটো আরও বলল, "এখানকার লোকেরা কেউ কাজ করতে চায় না তবু আমি অপেক্ষা করব, সিনর জো, আপনি যে আমায় নিয়ে গিয়ে ছবিটা দেখাবেন বললেন এ কথা জীবনে ভুলবনা।"

"ধন্যবাদ টিটো," বলে একটা একহাজার লিরার নোট ওয়েটারের হাতে গুঁজে দিল জো। একপাল টুরিস্ট এসে পাশের টেবিল ঘিরে বসতে অর্ডার নেবার জন্য এগিয়ে গেল ওয়েটার টিটো।

মুখ তুলে তাকাতে জো দেখল উল্টোদিকে হোটেলে এসে দরজায় বাইরে গাইডদের সঙ্গে কয়েকজন পাপারাজ্জিং যুবক ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে তাদের একজনের চোখে চোখ পড়তে আঙুল নেড়ে ডাকল জো।

পাপারাৎজো যুবকটি কাছে এসে অভিবাদন জানিয়ে বলল "ভাল আছেন জো?"

"চলে যাচ্ছে ভিয়েরি" জো বলল "বসুন আমার সঙ্গে এক ঢোক খাবেন?"

"কনিয়াক যদি খাওয়ান ত খেতে পারি", (পাপারাৎজি ইটালিয়ান শব্দ বহুবচন। একবচনের রূপ পাপারাৎজো—অনুবাদক) ভিয়েরি হেসে বলল।

পাশের টেবিলের সামনে দাঁড়ানো টিটোর কানে কনিয়াক শব্দটি ততক্ষণে ঠিক পৌঁছে গেছে, জো ইশারা করতে সে বোতল আনতে ছুটল।

"এত ভিড় কেন বলুন ত ভিয়েরি," জো পাপারাৎজো যুবকটির দিকে তাকাল, "আপনারাও সবসময় উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন তা ব্যাপার কি? এবার কাদের টার্গেট করেছেন?"

"সে কি, আপনি শোনেননি?" ভিয়ের বলল "রবার্তো রসেলিনি ইনগ্রিড বার্গম্যানকে নিয়ে স্ট্রম্বোলিতে সুটিং সেরে ফিরেছেন।"

"আপনি ওঁদের দেখেছেন?" জো জানতে চাইল।

"এখনও দেখা পাইনি" ভিয়েরি বলল। তখনই ওয়েটার কনিয়াকের বোতল আর এক গ্লাস জল এনে রাখল টেবিলে কনিয়াকের বোতলটা তুলে এক পাক ঘুরিয়ে ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকল ভিয়েরি বোতল নামিয়ে রেখে বলল "আ স্বর্গীয় গন্ধ। শুধু স্বর্গের দেবদেবীর গা থেকে এমনই মিষ্টি গন্ধ বেরোয়।"

"যা বলেছেন," সায় দিল জো।

"আমি না দেখলেও আমার এক বন্ধু ওঁদের এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নামতে দেখেছে," ভিয়েরি বলল "ওর মুখে শুনলাম ইনগ্রিডের পেটে বাচ্চা এসেছে পেট ফুলে ঢোল ওর মুখেই শুনলাম ওঁরা ঐ হোটেলে উঠেছেন।"

"রোমে রসলিনির নিজের বাড়ি আছে শুনেছিলাম", জো বলল।

"ঠিকই শুনেছেন" সায় দিল ভিয়েরি "কিন্তু ওঁর স্ত্রী থাকেন সেখানে।"

"তাই বলুন।"

"আজ ত আপনি আপনার ছবি দেখেছেন" ভিয়েরি বলল, "তা সানটিনি আপনার পাওনা টাকা পুরোপুরি মিটিয়েছেন?

"উনি সেধারও মাড়াননি" বলল জো।

"শুয়ারের বাচ্চা।" ভিয়েরি গলা সামান্য চড়াল "পাঁচ মাস আগে ওঁর হয়ে কিছু ফোটো তুলেছিলাম সেই বাবদ পাওনা টাকাকড়ি এখনও পাইনি।"

"ওঁর ধাতই হয়ত এরকম" জো বলল।

"সানটিনি একা নন ইটালিয়ান প্রযোজক পরিচালক সবারই ধাত "একরকম" ব্যঙ্গের সুরে বলল ভিয়েরি "আর সবার পাওনা মেটানোর ব্যাপারে ওঁরা সবসময় মুখ ঘুরিয়ে নেন, কিন্তু নিজের বেলার পাওনা আদায় করে তারপর কাজে হাত দেন। নিজেদের পাওনা টাকা হাতছাড়া হবার আগে দিব্যি পেয়েও যায়।"

কনিয়াকের বোতল উঠিয়ে ওয়েটার গরম গরম এসপ্রেসো কফির পেয়ালা রেখে গেছে জো নিজের পেয়ালায় আলতো চুমুক দিল।

"তারপর?" ভিয়েরি তাকাল জো-র দিকে "এর পর গরমে আপনি কি করছেন?"

"কি করব এখনও জানিনা" জো বলল "ভাবছি দেশে গিয়ে আবার লেখালেখির কাজে হাত দেব। এখানে আমার করার মত কাজ নেই।" আমেরিকান ও প্রয়োজকেরা ত দল বেঁধে এখানে আসতে শুরু করেছে।"

ভিয়েরি বলল "আমেরিকার টাকায় সিনেসিট্টার অনেক বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে। অনেক বড় বড় প্রযোজক এখানে ছবি করতে আসবেন খবর পেয়েছি, হলিউডের তুলনায় এখানে ছবি তোলার খরচ অনেক কম।"

"তাতে আমার লাভ কতটুকু হবে" জো বলল "ছবির স্ক্রিপ্টের কাজ দেবার জন্য কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।"

"এতদিন করেনি, এবার হয়ত করবে," আশ্বাসের সুর ফুটল ভিয়েরির গলায় "এখানে আপনি প্রায় দুবছর কাটিয়েছেন এখানে ছবি তোলার জন্য অভিজ্ঞতা দরকার তা ত আপনার হয়েছে।"

"টাকা ছাড়া ত আমি ঘোরাঘুরি করতে পারবনা," জো বলল "স্ক্রিপ্ট লেখা উৎপাদনমূলক কাজ ওতে খরচ আছে।"

"আজ রাতে কনটেসা ব্যারোনির পার্টিতে আপনি যাচ্ছেন?" ভিয়েরি জানতে চাইল।

"আমি এখনও মন স্থির করিনি" জবাব দিল জো।"

"তা হলেও আপনার যাওয়া উচিতই" বলল ভিয়েরি এটা ওঁর একরকম বার্ষিক উৎসবের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকবছর জুলাইএর শেষ শুক্রবারে উনি এর আয়োজন করেন। সবাই যাবে। এরপর ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাতে ক্যাপ অ্যান্টিবস -এ ওঁর ভিলায় গোটা অগাস্ট মাসই উনি কাটাবেন। ওখানে সঙ্গী হবার জন্য পাঁচ ছ'জন লোককে ফিবছর উনি নেমন্তন্ন করেন।"

"কিন্তু উনি আমায় নেমন্তন্ন করেননি", জো বলল।

আজ রাতের এই পার্টিতে না গেলে উনি নেমন্তন্ন করেন না।" ভিয়েরি বলল "তবে অগাস্ট মাস উনি মৌজে কাটান। শুনেছি ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় ওঁর নিজের ইয়াট আছে রোজ রাতে সেখানে মজা লুটবার আসর বসে। ইওরোপের যেখানে যত সেরা রূপসী আছে আসছে মাসে সবাই ঝেঁটিয়ে গিয়ে হাজির হবে সেখানে।"

"তাতে আমার কি হবে", জো বলল "আমার কপালে কি জুটবে?"

"হাতফেরত হলেও কিছু মেয়ে ত আপনার কপালে ঠিকই জুটবে" ভিয়েরি বলল, "ওরা মাল খারাপ নয়।"

"ঐ মাগী আমাকে নেমন্তন্ন করবেনা", জো বলল "ওর কাছে আমি দরের ঘোড়া নই।"

"আপনি ওঁকে নিয়ে বহু ঘুরেছেন", ভিয়েরি বলল "পাশে নিয়ে রাতও কাটিয়েছেন। বলুন, কাটাননি?"

"ও মাগী একবার আলাপ হলেই তার পাশে শোয়" জো বলল "ওতে কিছু যায় আসেনা।"

"শুনুন মশাই," ভিয়েরি বলল, "টাকা চোলাই মাদকের কারবার স্যাম্পেন পার্টি এসবই ওর আছে তাই বলছি আজ রাতে ওর পার্টিতে আপনার যাওয়া উচিত হয়ত আপনার বরাত খুলেও যেতে পারে।"

"আপনি যাচ্ছেন?" জানতে চাইল জো।

"আমি নেমন্তন্ন পাইনি," ভিয়েরি বলল।

"তবু আমি যাব। ফোটো তোলার ধান্ধায় থাকব। তবে আপনি গেলে আপনার কয়েকটা ফোটোও তুলব।"

"মিছিমিছি আমার ছবি তুলে নষ্ট করবেন কেন," জো বলল "আমার ছবি কেউ কিনবেনা।"

"শুধু আপনার ছবি তুলব কেন" ভিয়েরি এক চোখ টিপল "সরেস দেখতে কোনও অচেনা রূপসী হিরোইনের পাশে পাশে খানিকক্ষণ ঘুরঘুর করবেন এটা সেটা বলে পটাবেন, আমি, সেই ফাঁকে পরপর কয়েকটা ফোটো নিয়ে নেব।"

"ওসব খেলা আমার ধাতে নেই।" জো বলল।

"যেমন করে হোক আগে পার্টিতে ত যাই" বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ভিয়েরি "আমি কাজে চললুম। কনিয়াকের জন্য অজস্র ধন্যবাদ।" জো-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিয়েরি বড় বড় পা ফেলে রাস্তা পেরিয়ে আবার সামনের হোটেলের সদর দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

কনিয়াক আর কফির দাম মিটিয়ে জো নিজেও ফিরে এল তার ছোট অ্যাপার্টমেন্টে। জো-র অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। ঘামে ভিজে চপচপে সার্ট আর স্ন্যাকস খুলে চেয়ারের পিঠে রেখে সিংকের সামনে এসে দাঁড়াল জো, কল খুলে মাথায় চোখে মুখে জল দিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল। একটা শুকনো খসখসে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে সিংকের ওপরে ফাটা আয়নায় মুখ দেখল সত্যি অগাস্ট মাসের এই গরম থেকে বাঁচতে রোমের বাসিন্দারা কেন আগেভাগে দূরে চলে যায় তা এতদিনে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে।

বসার ঘরে টেলিফোন বাজতে তন্ময়তার তার গেল ছিঁড়ে, ছোট ডেসকে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে বলল "বলছি।"

"কেমন আছো? শেলটনের গলা চিনতে তার ভুল হল না।

"এখানে বিশ্রি ভ্যাপসা গরমে আধসেদ্ধ হয়ে আছি," বলল জো।

"এখানে নিউ ইয়র্কেও প্রচণ্ড গরম যাচ্ছে" লারা বলল।

"হতে পারে" জো বলল "কিন্তু রোমের মত কখনোই নয়।"

"ছবি দেখলে?"

"আজই দেখলাম।"

"কেমন লাগল?"

"এমনিতে সব ঠিক আছে মনে হল", জো বলল "বড় পর্দায় মেয়েদের পেল্লায় স্তন দেখার সাধ হলে আমার ছবি দেখতে পার।"

"ওসব তোমার সাধনার ব্যাপার।"

লারার হাসি স্পষ্ট শুনতে পেল জো, "তুমিই আশ মিটিয়ে যত পারো দ্যাখো। আমার সাধনার ব্যাপার হলেও এতটাই বাড়াবাড়ি আমি চাইনা, জো বলল, "পরিমাণ আরেকটু বাড়ালে ভাল হত।"

"সানটিনি তোমার পাওনা মিটিয়েছেন?"

"একটা রবারের চেক উনি আজই দিয়েছেন পাঁচহাজার ডলারের ব্যাংকে দিলেই বাউনস হবে। মুখে ভরসা দিয়েছেন আমেরিকায় উনি নিজে ছবি ডিসট্রিবিউসনে নামলে বাকিটা মেটাবেন। ওঁর মতে এ ছবি কম করে দশ লাখ ডলার আনবে।"

"সেদিক দিয়ে খুব ভুল বলেন নি," লরা বলল, "ইটালিতে ছাড়বার আগে ছবির দুটো প্রিন্ট উনি এখানে পাঠিয়েছিলেন। এখানকার অনেক বড় ডিসট্রিবিউটর ছবিটা দেখেছে। এ জে নিজেও দেখেছে। ক্যাথির মুখ থেকে শুনলাম এজে হয়ত একটা প্রিন্ট কিনতে পারে।"

ভাল জো বলল "এজে কিনলে আমি আমার পাওনা টাকা পাব সেটাই দাঁড়াচ্ছে।"

"তোমার পাওনা টাকা তুমি ঠিক পাবে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই," লরা বলল "তোমার অ্যাকাউন্ট এতদিন আমি সামলেছি এবার থেকে ওটা দেখবেন পল গিটলিন। উনি তোমার

অ্যাটর্নি হলেও তোমার এজেন্ট হিসেবে কাজকর্ম করেবেন।। উনি আমার বহুদিনের চেনা, লোকটি সত্যিই ভাল।"

"তাহলে তুমি কি করবে?" লরার কথা শুনে অবাক হল জো।

"অনেকদিন আগে বলেছিলাম বড় প্রকাশকে প্রতিষ্ঠা হবার কারণ আমার বহুদিনের সাধ মনে পড়ে? এবার সে সাধ পূরণ হবার সুযোগ এসেছে আমি ডভালেভেতে এডিটারের চাকরি পেয়েছি। তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে ঠিকই তবে এবার থেকে আমি তোমার এডিটর হব, আর এজেন্ট থাকব না।"

'বেশ, তা এ ব্যাপারে তোমার এজেন্সির মনোভাব কি?"

"খুব স্বাভাবিক," লরা বলল, "এক জায়গায় আজীবন চাকরি করব বলে দাসখৎ লিখে দিই নি। এক জায়গায় না পোষালে অন্য জায়গায় কাজ খুঁজে নেবার অধিকার আমার আছে। তবে লেখক হিসেবে তোমায় ওরা কখনই পছন্দ করেনি, ওদের মতে লেখকোচিত নম্রতা, ভব্যতা তোমার লেখায় নেই?"

"ঐ চাকরি ছাড়লে কি করে?"

"ওদের কথা বাদ দাও, ডাবলডে তোমার লেখা পছন্দ করে," লরা বলল, "তোমার প্রথম বইয়ের বিক্রির বহর দেখে ওরা খুব খুশি। ঐ বই ওরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার কপি ছাপবে বলেছে। ডাবলডে বুক ক্লাব একাই এক লাখ পঁচিশ হাজার কপি বিক্রি করেছে। এবার ঐ বইয়ের পেপারব্যাক সংস্করণ বের করবে বলে চল্লিশ হাজার ডলারের চুক্তি করেছে ব্যাণ্টামের সঙ্গে। ওরা তার অর্ধেক অর্থাৎ কুড়ি হাজার ডলার পাবে।"

"এসবের মধ্যে তুমি আসছো কোথায়?"

"তুমি আমার লেখকদের অন্যতম। এখন বছরখানেকের মধ্যে আরেকখানা জমাটি বই তোমায় লিখে ফেলতে হবে। এরা তোমার দ্বিতীয় বই প্রকাশ করবে বলে চুক্তির খসড়া তৈরি করছে খবর পেয়েছি।"

"আমি এখনও লেখা শুরু করিনি।" জো বলল।

"তাহলে হাতে সময় থাকতে শুরু করে দাও," লরা বলল। "আমি জানি গল্প তোমার হাতেই আছে, গল্পের কাঠামো তুমি আমায় শুনিয়েছিলে।"

"আমার সাহায্য দরকার," জো বলল। "তুমি আমার এডিটর—এখানে চলে এসো তারপর দু'জনে মাথা খাটিয়ে উপন্যাসের খসড়া তৈরি করে ফেলব।"

"কিন্তু বললেই কি ছুটে যাওয়া যায়," লরার হাসি জো-র কানে এল, "আমার হাতে যে এখন অনেক কাজ।"

"কি কাজ?"

"চাকরি ছাড়বার আগে আমার ডেসকে যত কাজ জমে আছে সব সাফ করতে হবে, এতেই কম করে দুটো হপ্তা কেটে যাবে। পয়লা সেপ্টেম্বর আমি ডাবলডেতে যোগ দিচ্ছি।"

"তা হলেও অগাস্টের শেষ দু'হপ্তা তুমি এখানে আমার সঙ্গে কাটাতে পারো," জো বলল, "একটা গাড়ি ভাড়া করে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার ধারে শুধু ঘুরে বেড়ান তোমায় পাশে নিয়ে। শুনেছি জায়গাটা এত সুন্দর যার বর্ণনা মুখে বলা যায় না।"

"তুমি সত্যিই ক্ষ্যাপা লোক," হাসল লরা, "ওভাবে ঘুরতে কত টাকা খরচ হবে একবারও ভেবেছো?"

"সে টাকা খরচ করার ক্ষমতা আমার আছে," জো বলল। "তাছাড়া তোমায় একটিবার দেখার জন্য মন বড্ড আনচান করছে।"

"কি করব জানিনা।" দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল লরা।

"শোন, এতদিন তুমি কখন কি করছ না করছ তার ওপর ঐ হতচ্ছাড়া এজেন্সি দিনরাত নজর রাখত। এবার ত তুমি নিজেই ওপরওয়ালা হয়েছো তাই আর ওদের পাত্তা দিয়োনা। বিশ্বাস করো, আমাদের সময় চমৎকার কাটবে, আমি তোমার টিকেট পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"আমায় ভাবার জন্য একটু সময় দাও না?" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে লরা বলল।

"কত সময় চাই?"

"দশ তারিখ নাগাদ আমায় টেলিফোন কোর, তখন হয়ত ঠাণ্ডা মাথায় এনিয়ে কিছু ভাবতে পারব?"

"ঠিক আছে, দশ তারিখে আমি তোমায় ফোন করব, কিন্তু আমি এখনই তোমায় টিকেট পাঠিয়ে দিচ্ছি ;" জো বলল।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?" লরা জানতে চাইল।

"আমি ত এক জায়গায় থাকব না, ঘুরে বেড়াব। তুমি যেদিন যেখানে বলবে আমি সেদিন সেখানে সময়মত হাজির থাকব।"

"শোন্ আমি নিজের টিকেট নিজে কাটতে পারব, এখন আমায় টিকেট পাঠাতে যেয়োনা," লরা বলল, "আরেকটা কথা, এখানে নয়, তুমি আমার বাড়িতে ফোন কোর।"

"তাই করব, তুমি আগে কখনও ইওরোপে এসেছো?"

"আমি দু'বছর প্যারিতে কলেজে পড়াশুনো করেছি।"

"তাহলে ত তুমি ফ্রেঞ্চ ভালই জানো।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে ত তোমায় আসতেই হচ্ছে," জো জেদি গলায় বলল, "আমাকে চারপাশের সব ঘুরিয়ে দেখাতে তুমিই পারবে।"

"দশ তারিখে আমায় ফোন কোর আর তার আগে পরের বই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো।"

"পরের বই-এর চেয়ে অনেক মজার মজার জিনিস নিয়ে আমি ভাবতে পারি," জো বলল।

"অ্যাই," লরা মৃদু ধমক দিল, "আমি কিন্তু ভীষণ সিরিয়াস আমায় নিয়ে খেলিয়োনা।"

"আমিও খুব সিরিয়াস হয়ে উঠছি," বলল জো, "শুধু একবার বলো তুমি আমার কাছে আসছো তারপর দেখবে আমি কত সিরিয়াস হতে পারি।" বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল জো। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রিসিভার তুলে নিউ ইয়র্কে নিজেদের বাড়ির নম্বর ডায়াল করল। দশ মিনিটের ভেতর লাইন পেয়ে গেল।

"হেলো?"

আওয়াজ শুনে জো বুঝল তার মা মার্টা ফোন ধরেছে।

"মা, কেমন আছো?" জানতে চাইল।

"তুই আছিস কোথায়?" মার্টা জানতে চাইল, 'গলা শুনে মনে হচ্ছে ঘরের কোণ থেকে কথা বলছিস!'

"এখনও রোমেই আছি, বাবা কেমন আছে?"

"তোর বাবা সবদিক দিয়ে ঠিক আছে। তুই কবে বাড়ি আসবি বল?"

"ঠিক বলতে পারছিনা মা," জো বলল, "হাতে আরেকটা কাজ এসেছে। নতুন কাজে হাত দেবার আগে কিছুদিন ফ্রান্সে ঘুরে আসব ভাবছি।"

"ফ্রান্স!" মার্টা বলল, "তুই আর ঘুরে আসার জায়গা পেলি না? পয়সাওয়ালী দেমাকি বেশ্যা ছাড়া ফ্রান্সে ভদ্রলোক ক'টা থাকে রে?"

"নাঃ, মা," হাসল জো, "তুমি সেই একইরকম রয়ে গেলে, একটুও পাল্টালেনা।"

"পাল্টানোর আছেটা কি? আর কেনই বা পাল্টাব শুনি? তোর বই ছেপে বেরোনোর পরে ভাবলাম অ্যাদ্দিনে লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা পাবি। ওমা! কোথায় কি! চেনাশুনো যারা আছে বই পড়ে সবাই বলল এমন নোংরা ভাষায় লেখা অশ্লীল বই আগে কখনও পড়েনি তারা। এর পরেও সে বই-এর নাম পরপর পনেরো হপ্তা ধরে কি করে বেস্টসেলার লিস্টের গোড়ায় থাকে তাই আমার মাথায় ঢোকে না।"

"পরের মুখে ঝাল ত দেদার খেয়েছো।" জো বলল। "তুমি নিজে আমার সে বই একবারও পড়ে দেখেছো?"

"তোর সাহস ত কম নয়!" মার্টা ধমকের সুরে বলল, "ঐসব নোংরা অশ্লীল লেখা আমি পড়েছি কিনা জানতে চাইছিস? ঐ বই যে লিখেছে তাকে পেটে ধরেছি, সে আমার ছোট ছেলে তাও কাউকে বলিনি সে খবর রাখিস? ছি, ছি, কি লজ্জা! কি লজ্জা! বাপ দাদার নাম ডুবিয়ে ছাড়লি।"

"না, তোমার পাল্টানোর লক্ষণ দেখছিনা।" হতাশ গলায় জো বলল, 'বাবা বাড়িতে আছে?'

"না," মার্টা বলল, "ও বাজারে গেছে কয়েক ঘণ্টার জন্য।"

"বাবা ফিরে এলে বোল আমি ফোন করেছিলাম।" বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল জো। সে জানে মাকে এসব কথা বলা বৃথা। জানে এই বিশ্বসংসারে তার গর্ভধারিণী মার্টা একমাত্র নারী যাকে হাজার বুঝিয়েও নিজের মতে কখনও আনতে পারেনি সে।

উনত্রিশ

টেলিফোনের আওয়াজ হলে শুনতে পাবে ভেবেই বাথরুমের দরজা খোলা রাখল জো। বিশাল ইটালিয়ান বাথটব ভর্তি কুসুম কুসুম গরম জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। টবের পেছনে ঠেশ দিতেই চোখ পড়ল সামনের দেয়ালে আঁটা ঘড়িতে সবে রাত ন'টা আঁধার হতে এখনও দেরি আছে, পড়ন্ত সূর্যের যথেষ্ট আলো এখনও বাইরে আছে। রাতে পার্টিতে যাবার ব্যাপারে এখনও মন স্থির করে উঠতে পারেনি সে। অবশ্য তাড়াহুড়োও কিছু নেই। ইটালিয়ানদের পার্টি শুরু হতে হতে রাত বারোটা বেজে যায়।

বসার ঘরের দরজায় বাইরে থেকে টোকা দেবার আওয়াজ কানে আসতে জো "কে?" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

"আজ্ঞে আমি, মারিসা," বাইরে থেকে যুবতীর চেনা গলা জো-র কানে এল, "আপনার সব ফাইলপত্র আমি অফিস থেকে নিয়ে এসেছি।"

ধপধপে ফ্যাকাশে সাদা চামড়ার মানুষদের দেশ এই ইটালিতে মারিসা এক বিপরীত মেরুর জীব, কারণ তার চামড়ার রং গাঢ় তামাটে কালো। মারিসার বাবা ছিলেন নিউ ইয়র্কে ইটালিয়ান দূতাবাসের অ্যাটাশে, সেখানকার এক কালো চামড়ার আমেরিকান নিগ্রো মেয়েকে তিনি ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন, তিনিই মারিসার মা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পরে ১৯৪০-এ ইটালির তৎকালীন ফ্যাসিস্ত সরকারের হুকুমে মারিসার বাবা স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যান। পনেরো বছর বয়সে প্রথম রোমে পা দেয় মারিসা। বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিজয়ী মার্কিণ

সশস্ত্র বাহিনী ইটালিতে থাকাকালীন মারিসা কিছুদিন তাদের দোভাষীর কাজ করেছিল। পরে ইটালিয়ান ছবির প্রযোজকদের দোভাষী থেকে শুরু করে সেক্রেটারি অব্দি নানা ধরনের চাকরি করেছে সে। আপাতত সানটিনির কাছে কাজ করছে মারিসা, জো তাঁর ছবির স্ক্রিপ্ট তৈরির কাজে হাত দেবার পর সানটিনি মারিসাকে তার সেক্রেটারির কাজে বহাল করেছেন।

"সোজা ভেতরে চলে এসো," চেঁচিয়ে উঠল জো। "দরজা খোলাই আছে।" তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বসার ঘরের দরজা খুলে গেল, জো ঘাড় উঁচিয়ে দেখল জলপাই সবুজ রং-এর একখানা পেল্লায় মিলিটারি ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে ভেতরে ঢুকল মারিসা। দরজা ভেজিয়ে ঝোলাটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল।

"ঐ ঝোলায় আছে কী?" জানতে চাইল জো।

"আমার জামাকাপড়," জবাব দিল মারিসা, "কয়েকদিন মাথা গোঁজার মত একটা জায়গা আমার বড্ড দরকার।"

"ব্যাপার কি বলো ত?" অবাক হল জো, "কি কাণ্ড বাধিয়েছো?"

"আমি নই," মারিসা বলল, "বাধিয়েছেন আমার মনিব সেনর সানটিনি। একমাসের জন্য উনি অফিস বন্ধ রেখেছেন। গোটা অগাস্ট মাস ওঁর অফিস বন্ধ থাকবে। ওঁর অফিস উনি বন্ধ করতেই পারেন কিন্তু তার আগে আমার মাইনেপত্র মেটানো প্রয়োজন মনে করেন নি। এদিকে আমার বাড়িওয়ালা ঘর ভাড়ার ব্যাপারে ভীষণ হুঁশিয়ার, এক হপ্তা ভাড়া না পেলে জিনিসপত্র সমেত আমায় ঘর থেকে বের করে দেবে। কিন্তু মাইনেকড়ি না পেলে ঘরভাড়া দেব কোথা থেকে? তাই ঘর থেকে বের করে দেবার আগে নিজের জিনিসপত্তর যা ছিল সব বের করে নিয়ে এলাম।"

"সানটিনি শুয়ারের বাচ্চা তোমাকেও চোট দিয়েছে?" চেঁচিয়ে উঠল জো। "সত্যিই বাহাদুর লোক বলতে হয়?"

"উনি আপনার পাওনা টাকাকড়ি মিটিয়েছেন?" জানতে চাইল মারিসা।

"এখনও দেননি," জো হাসল। "তবে আশ্বাস দিয়েছেন, বলেছেন আমেরিকায় ছবির পরিবেশকের কারবার শুরু করবেন। তারপর বাকি পাওনাকড়ি সব মিটিয়ে দিবেন।"

"আপনার ফাইলপত্র যা আপনার কাছে ছিল সব আমি নিয়ে এসেছি," মারিসা বলল।

"ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ," বলল জো।

"একটা সিগারেট দেবেন?" বলতে বলতে বাথরুমের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল মারিসা।

"সামনে আয়না আছে, ওর নিচের তাকে সিগারেটের প্যাকেট রেখেছি," বলল জো। বাথটাবে ঠেস দিয়ে জো দেখল মারিসা প্যাকেট খুলে সিগারেট ঠোঁটে ঝোলাল, লাইটার জ্বালিয়ে ধরাল। মারিসা যথেষ্ট ঘেমেছে তা তফাতে থেকেও দিব্যি টের পাচ্ছে সে—মারিসার বগলের নিচে ছোট পুঁতির দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, রেশমি ব্লাউস ঘামে আঠার মত সেঁটে গেছে উদ্ধত বুকে।

"এখানে ক'দিন থাকতে চাও?" জানতে চাইল জো।

"এই উইক এণ্ডটা," বলল মারিসা। "আমার এক বান্ধবী ওর অ্যাপার্টমেন্ট অগাস্ট মাসের জন্য আমায় ছেড়ে দেবে বলেছে। ও বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ইসকিয়া বেড়াতে যাচ্ছে।"

"বেশ ত, থাকো," জো বলল, "আমার আপত্তি নেই।"

"আপনি সত্যিই খুব ভাল," বলে এগিয়ে এল মারিসা, সিগারেট বাঁ হাতে ধরে ঘাড় হেঁট করে জো-র সাবানের ফেনা ভর্তি গালে চুমু খেল সে।

"আমায় নিয়ে কোনও ঝামেলা হবে না। দেখবেন," মারিসা বলল, "আর কেউ এলে আমি কৌচে শুয়েও রাত কাটাতে পারব।"

"আর কাউকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা আমার নেই," জো বলল আর তখনই চোখে পড়ল গরমে দর দর করে ঘামছে মারিসা।

"ঘেমে ত নেয়ে উঠেছো," বলল জো, "জামাটামা খুলে টবের জলে আমার পাশে শুয়ে পড়ছ না কেন?"

"কেন," একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মারিসা বলল, "আমার গায়ের গন্ধ এত খারাপ যে আপনার নাকে লাগছে?"

"মোটেও না," হেসে তলপেটের নিচের দানব শিশুকে মুঠো করে দেখাল জো, "দেখছ না ব্যাটার ঘুম ভেঙেছে? চোখ মেলেই খেতে চাইছে? তুমি না এলে এর খাওয়া যোগাব কি করে?"

"ভাল বলেছেন?" বলতে বলতে মারিসাই জামাকাপড় সব খুলে ফেলল, "আপনার কথা শুনে আমারও গা গরম হয়ে উঠছে!" পুরো উলঙ্গ হয়ে মারিসা সেই বাথটবে জলের ভেতর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল জো-র ওপর। সাদা আর কালো দুই নরনারী নিমেষে মিলিমিশে একাকার হল। সেই মুহূর্তে জো-র মনে হল কেউ যেন তাকে এক কড়াই ফুটন্ত তেলে ফেলে দিয়েছে। অসহ্য উত্তাপে তার মাথা থেকে পা চিড়বিড় করে উঠল, মারিসার চওড়া বুকের নিচে তার দম বন্ধ হবার জোগাড়।

"কি হচ্ছে কি?" খেঁকিয়ে উঠল জো, "আমায় একা পেয়ে জলে ডুবিয়ে মারবার মতলব?"

"ভয় নেই," হাসল মরিসা। "লাইফ সেভিং-এর সার্টিফিকেট আমার আছে, আমি সঙ্গে থাকলে কেউ আপনাকে ডুবিয়ে মারতে পারবে না।" বলে দু'হাতে তাকে আরও জোরে চেপে ধরল। "গা এলিয়ে দিন," মারিসা বলল, "যেটুকু করার আমি করছি, ধরে নিন আপনি একটা জাহাজ যার নিচে আমি প্রোপেলারের মত জল কেটে তরতর করে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি?"

"বাঃ, তোমার ত অনেক গুণ আছে দেখছি," জো মারিসার মুখের দিকে তাকাল। "অফিসে কাজের মধ্যে কিছুই টেরই পাইনি।"

অনেকক্ষণ পরে টেলিফোনের একটানা আওয়াজে জো-র ঝিমুনি কেটে গেল। চোখ মেলতে জো দেখল মারিসা ঝোলা থেকে তার জামাকাপড় বের করছে। মারিসা এখনও উলঙ্গ হয়েই আছে। চোখে চোখ পড়তে জো ভুরু কুঁচকে বলল, "আমার দিকে না দেখে রিসিভারটা তোল।"

"বলছি," রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল মারিসা। তারপর মাউথ পিসে হাত চেপে বলল, "একটা ইটালিয়ান মেয়ে আপনাকে ফোন করছে, নাম মারা বোনেট্টি। জানতে চাইছে আপনি কনটেসার পার্টিতে যাবেন কিনা।"

"ওকে বলে দাও আমি এখনও মন স্থির করিনি।"

"রাত দশটার পরে পার্টি শুরু হবে," মারিসা বলল।

"ওরা বলে দশটা আসলে রাত বারোটার আগে এদেশে কেউ কারও পার্টিতে যায় না," বলল জো।

মারিসা মাউথপিস থেকে হাত সরিয়ে চোস্ত ইটালিয়ানে তড়বড় করে জো-র কথাগুলো তর্জমা করে বলল তারপর আবার মাউথ পিস চেপে জোকে বলল, "ওর ইচ্ছে আপনি ওকে নিয়ে যান।"

"কেন, আমি কেন," জো অল্প গলা চড়াল। "আমাদের সানটিনি গেলেন কোথায়? শুনেছিলাম সানটিনি ওকে বগলদাবা করে পার্টিতে নিয়ে যাবেন।"

জো-র এসব মন্তব্য মারিসা মারা বেনেট্টিকে শোনাল, তারপর জো-র দিকে তাকিয়ে বলল, "সানটিনি ওকেও ডুবিয়েছেন, ওকে কথা দিয়েও উনি নিয়ে যাবেন এক আমেরিকান অভিনেত্রীকে। মেয়েটার নিজের ভাল গাড়ি নেই বলেই হয়েছে মুশকিল, ওর বয়ফ্রেণ্ড নাকি বলেছে যদি আপনি ওকে নিয়ে যান তাহলে নিজের লিমুসিন পাঠিয়ে দেবে?"

"তাহলে ত বয়ফ্রেণ্ডই নিজের লিমসিনে চাপিয়ে ওকে নিয়ে যেতে পারে।"

"পারে না" মারিসা হাসল, "মারা বেনেট্টির বয় ফ্রেণ্ড এক মাফিয়া, সে গুণ্ডার দলের সর্দার ওসব পার্টিতে ওর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।"

"বাঃ, চমৎকার অবস্থা," হাসল জো, ওর বান্ধবীকে ওরই লিমসিনে চাপিয়ে আমি যাই, তারপর পার্টি শেষ হলে হতচ্ছাড়া আমার মুণ্ডু উড়িয়ে দিক। না বাপু, ওসব উটকো ঝামেলার মধ্যে আমি নেই।"

"মারার বয়ফ্রেণ্ড যতবড় গুণ্ডার সর্দারই হোক আমি সঙ্গে থাকলে ও আপনার চুলও ছোঁবেনা," আত্মবিশ্বাস ভরা গলায় বলল মারিসা।

"তোমার ঐ পার্টিতে যাবার সাধ হয়েছে?" জানতে চাইল জো।

"খু-উ-ব," হাসল মারিসা, "ঐ পার্টিতে যাব বলেই না স্টুডিওর আলমারি থেকে কিছু ভাল জামাকাপড় সরিয়ে এনেছি। এ সুযোগ জীবনে কবার আসে?"

"হুঁ-উম্," জো হাসল, "আমায় কোণঠাসা করার সব ব্যবস্থাই তুমি আগে থেকে করে রেখেছো তাহলে। বেশ, ঐ মাগীকে জিজ্ঞেস করে দেখো তুমি সঙ্গে গেলে আপত্তি করবে কিনা।"

"জিজ্ঞেস করার মত ব্যাপার এটা নয়," বলল মারিয়া, "আপনি বিদেশী, ইটালিয়ান জানেন না। আমি এতদিন আপনার সেক্রেটারির কাজ করেছি সেই পরিচয়েই আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে, ইটালিয়ান জানে এমন একজন দোভাষী ত আপনার দরকার হতে পারে। তাছাড়া, মারা বেনেত্তি আমায় খুব ভালভাবে চেনে,"

"তাহলে ঠিক আছে," বলল জো।

জো-র মন্তব্য মারাকে টেলিফোনে শোনাল মারিসা, তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, "ওরও আপত্তি নেই, বলল, আমাদের নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠাবে।"

ত্রিশ

আলমারি খুলে সাদা ডিনার জ্যাকেটখানা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল মারিসা, তাকে দেখে চমকে গেল জো, হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

"অমন করে কি দেখছেন" হাসল মারিস, "আমায় ভাল দেখাচ্ছে?"

"সুন্দর দেখাচ্ছে মানতেই হবে," জো বলল, "কিন্তু গাউনের আড়ালে বড্ড নগ্ন দেখাচ্ছে, বড্ড বেশি উলঙ্গ, যাকে বলে উদোম গা। তোমার স্তনের বোঁটা, তলপেটের 'খুকুমণি', এমনকি ঘুরে দাঁড়ালে তোমার পাছার মাঝখানের খাঁজটাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।"

"এর নামই ত মেক আপ," হাসল মারিসা, "স্পষ্ট দেখার জন্যই ওসব জায়গায় রূপোলি গুঁড়ো মেখেছি ভাল করে। শরীরের খানাখন্দ দেখতে না পেলে চনমনে লাগবে কি করে।"

চোখে মাসকারা লাগিয়েছে মারিসা, চোখের চামড়ায় বুলিয়েছে নীলচে সোনালি আই শ্যাডো। হালকা 'রুজ'-এর আভা চোয়ালের উঁচু হাড়ে। ঠোঁটে চড়ালালিমা। নরম কালো লম্বা কোঁকড়া চুলের একখানা বড় 'উইগ' চাপিয়েছে মাথায়।

"হার্লেমের এক মার্কামারা খানকি রোজ এমনি সাজত," জো বলল, "ঠিক তার মত দেখাচ্ছে তোমায়।"

"সেক্সি লাগছে ত?"

"তা আর বলতে, তোমায় দেখলে মারা বেনেত্তি ভীষণ দুঃখ পাবে মনে হচ্ছে।"

"কেন, দুঃখ পাবে কেন," মারিসা বলল, "আমি কি সাজগোজ করব তা ত ওকে আগেই বলেছি, মারা শুনে বলেছে ঠিক আছে। ও নিজে কালো লেসের ওপেন কাট জামা পরবে যাতে আমার মতই বুক, তলপেট, পাছা সব বাইরে থেকে দেখা যায়। মারা বলেছে আমরা দু'জনেই এমনই 'হট্' পোষাক পরলে সানটিনির আমেরিকান অভিনেত্রীর দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে না।"

"তোমরা মেয়েরা সবাই একেকটি অদ্ভুত জীব," জো হাসল, "আজ পর্যন্ত আমি তোমাদের বুঝে উঠতে পারলাম না।"

"আপনার না বুঝলেও চলবে মশাই," মারিসা হাসল "যদ্দিন পারেন শুধু মৌজ করে যান।"

কেচ্ছা শিকারি প্যাপারাৎজিরা ক্যামেরা উঁচিয়ে সুন্দরী সমেত ভি আই পি দেখলেই পিছু নিচ্ছে, তাদের ভেতর থেকে একজন ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে আসতেই জো চিনতে পারল—ভিয়েরি।

"আপনাকে সত্যিই বাহবা দিতে হয়," মারিসা আর মারা বেনেত্তিকে ইশারায় দেখাল ভিয়েরি, "দুটোকে একইসঙ্গে দিব্যি বাগিয়েছেন। কি করে করলেন মশাই?"

"ওপরওয়ালা পাঠিয়ে দিলেন," জো আকাশের দিকে হাত তুলল, "আমিও নিয়ে নিলাম।"

"দুটোকেই বিছানায় তুলছেন?" চাপা গলায় জানতে চাইল ভিয়েরি। কিছু না বলে মুচকি হেসে সায় দিল জো। সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েরি জোড়া সুন্দরীর সঙ্গে তার দুটো শট্ পরপর নিয়ে নিল।

"জো," ভিয়েরি হাসল, "আপনি যে এমনই ভাগ্যবান তা আগে ধরতে পারিনি। যাক ফাঁকতালে পেয়ে গেছেন, যে কদিন পারেন চালিয়ে যান, রস নিংড়ে মজা লুটে নিন। দিব্যি গেলে বলছি আপনার এই শট আমার আজ রাতের সেরা ফোটো, এগুলো আমি ইওরোপের সব কাগজে ছাপিয়ে মাল কামাব।"

"শুনে কি ভাল লাগছে বলে বোঝাতে পারব না।" জো বলল, "সানটিনি ওয়ারের বাচ্চা এসেছে?"

"আপনি আসার আধ ঘণ্টাটাক আগে এসেছে এক ভোঁদাইমুখি আমেরিকান মাগীকে নিয়ে। মাগী নাকি ফিল্মে নামে। বেঢপ আলখাল্লার মত সাদা অর্গাণ্ডার একটা ঢোলা গাউন গায়ে চাপিয়েছে। বুক, পেট, পাছা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া ফিল্মে সাদা মোটেও ভাল আসে না। এখন বুঝতে পারছি আজকের পার্টিতে এনে সানটিনি মেয়েটার কপাল পোড়াল।"

জবাব না দিয়ে জো শুধু হাসল।

"মারা-র বয়ফ্রেণ্ড জানে আপনি ওকে বাগিয়েছেন?" জানতে চাইল ভিয়েরি।

"ও নিজেই ত মারাকে আমার কাছে পাঠাল," জো বলল, "ওর গাড়িতেই আমরা এসেছি।"

"তাহলে ভয় নেই," ভিয়েরি বলল, "লোকটা পয়লা নম্বরের ঝামেলাবাজ, কথায় কথায় গুলি চালায়। ভারি খতরনাক।"

"ওকে নিয়ে আমার ভাবনা নেই," বলতে বলতে এগোল জো, তার সঙ্গিনী দু'জন এখনও একভাবে ফোটো তোলার ধাপে দাঁড়িয়ে। হাত নেড়ে তাদের ডেকে জো বলল, "এবার তাহলে আমরা এগোই।"

আর্দালি ছিটকিনি খুলে দিতে জো, তার সঙ্গিনী দু'জনকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। তাকিয়ে দেখল এটা বসার ঘর। ঘর ত নয় যেন মিনি সিনেমা হল, চারপাশে সাজগোজ করা মানুষের ভিড়, বেশিরভাগই রূপোলি পর্দার তারকা। এদের অনেকের অভিনয় জো দেখেছে কিন্তু তাদের নাম মনে করতে পারছেনা। পেছনে দাঁড়িয়ে জো-র কানের কাছে মুখ এনে মারিসা চাপাগলায় একেক জনের নামধাম বলতে লাগল। জো কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল মারিসার দিকে, এই না হলে সেক্রেটারি?

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে জো মারিসা আর মারাকে নিয়ে এগোতে লাগল। ইটালিয়ান আর ফরাসি অভিনেতারা সাবেক রীতি মেনে তার সঙ্গিনীদের হাতে চুমু খেল দু'পাশ থেকে। খানিক এগোনোর পরে কন্টেসার খাস আর্দালিকে দেখতে পেয়ে জো নিজের কার্ড বের করে তার হাতে দিল, কার্ডে তার নামের নিচে মারিসা আর মারার নামও লিখে এনেছিল সে।" ডোট্টোর জোসো ক্রাউন, সিনোরিনা মারা বেনেট্টি সিনোরিমা মারিসা পাপ্পোনি। "আপনারা এপাশ দিয়ে বলরুমে চলে যান।"

খাস আর্দালির ইশারা মেনে জো সঙ্গিনী দু'জনকে নিয়ে এসে ঢুকল বলরুমে। একজন উর্দিপরা ইটালিয়ান খানসামা রূপোর ট্রে হাতে এসে দাঁড়াল সামনে, তাদের সামনেই খানসামা বোতল থেকে শ্যাম্পেন তিনটে গ্লাসে ঢালল। তিনটে গ্লাস তারা তিনজন তুলে নিতে খানসামা ট্রে নিয়ে সরে গেল। শ্যাম্পেনে আলতো চুমুক দিয়ে মারা চারপাশে তাকাল তারপর চাপাগলায় জানতে চাইল। "সানটিনি গুয়ারের বাচ্চাকে দেখেছেন?"

"এখনও চোখে পড়েনি," শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে হাসল জো।

"সঙ্গে ত আমেরিকান মাগী নিয়ে এসেছে শুনলাম," মারা অল্প গলা চড়াল, "একবার দেখতে পেলে দুটো চোখ উপড়ে নেব!"

"আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি," জো বলল, "কিন্তু ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ওদের নিয়ে কেউ ভাবছে না। সবাই বারবার ঘুরেফিরে আপনারই সাজের বাহার দেখছে, ওদের দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না।"

"সত্যি বলছেন?" জানতে চাইল মারা। "সত্যিই আমায় সানটিনির বান্ধবীর চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে?"

"সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন," জো খোসামুদে গলায় বলল, "আজকের এই পার্টিতে আমার চোখে আপনিই সেরা সুন্দরী।"

"উনি ঠিকই বলেছেন," মারিসা সায় দিল, "পুরুষ মানুষ হলে আমি ঠিক তোমার পায়ে নিজেকে সঁপে দিতাম।"

"তোমায় দেখতে যেমন মিষ্টি তেমনই মিষ্টি তোমায় বুলি," মুচকি হাসল মারা, "জো, পুরুষ হলেও আপনার ব্যক্তিত্ব কিন্তু মিষ্টি লাগে। আপনাদের দু'জনকে এই পার্টিতে এনে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি?"

কে কাকে নিয়ে এল পার্টিতে আসায় নেমন্তন্নই বা করল কে? মারার কথায় এসব প্রশ্ন ব্যাঙের মত উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল জো-র মনে। মুখে কিছু না বলে আড়চোখে সে শুধু তাকাল

মারিসার দিকে। জো-র চাউনির অর্থ মারিসার বুঝতে দেরী হল না, সে কিছু না বলে সায় দিল চোখ নাচিয়ে।

"আপনার সঙ্গী হতে পেরে আমিও কম খুশি নই," এর বেশি কিছু বলল না জো।

বলরুমের শেষপ্রান্তে অর্কেস্ট্রা বাজছে, বাজনার তালে কিছু নারী পুরুষ নেচে চলেছে। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকছে খোলা জানালা দিয়ে। পাশের কামরায় বিশাল বুফে টেবিলে থরে থরে খাবার সাজানো হয়েছে, সেখানে অতিথিরা লাইনে দাঁড়িয়েছেন।

"মিঃ ক্রাউন?" একজন উর্দিপরা খানসামা এগিয়ে এসে পরিচয় জানতে চাইল।

জো ঘাড় নাড়তেই সে বিনীতভাবে চোস্ত ইটালিয়ানে কি যেন বলল সে। মারিসা সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করল—"কনটেসা তাঁর ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্টে আপনার আর আপনার সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

খানসামার পেছন পেছন জো মারিসা আর মারাকে নিয়ে এগোল। ডাইনিং রুমের পরে সরু করিডর, তারপর একটা দরজা খুলতেই কনটেসার ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাজির হল তারা।

খাবার সাজানো বিশাল টেবিলের মাথায় সিংহাসনের মত দেখতে এক পেল্লায় চেয়ারে বসেছেন কনটেসা, আগাপাছতলা ইটালিয়ান রূপসীর চাউনি, হাবভাব সবই রাণীর মত দাম্ভিক আর উদ্ধত।

"এই ত," জোকে আঙুল নেড়ে কাছে যাবার ইশারা করলেন তিনি, "আমার এলেমদার আমেরিকান লেখক জো ক্রাউন এসে গেছেন। আসুন জো, আমার কাছে আসুন।" বলে দামি পাথর বসানো আংটি আর গয়না পরা হাত বাড়িয়ে দিলেন।

জো এগিয়ে এসে সেই বাড়ানো হাতে আলতো চুমু খেয়ে রীতি মেনে বলল, "এক্সেলেঞ্জা, আমার সঙ্গে আছেন আমার ছবির অভিনেত্রী সিনোরিনা মারিসা পাজোনি।"

"দুটোকেই খাসা দেখতে," কনটেসা জো-র চোখের পানে সরাসরি তাকালেন, "আপনি তাহলে এ দুটোর সঙ্গেই রাত কাটাচ্ছেন?" খানিক আগে ভিয়েরির মুখে একই প্রশ্ন শুনেছে জো, এবার কনটেসাও একই প্রশ্ন করলেন। কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে জো শুধু হাসল।

"না মশাই, এতে লজ্জার কিছু নেই," কনটেসা বললেন, "বরং এমন দুই রূপবতীর পাশে শোবার জন্য আপনার গর্ববোধ করা উচিত। এদের দু'জনের সঙ্গে আপনার শরীরের কসরত দেখার সুযোগ পেলে আমি খুব খু-উ-ব খুশি হতাম। সে এক দারুণ ব্যাপার হত।" বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কনটেসা এগিয়ে এসে মারা মারিসা দু'জনের গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন। "বাঃ, চমৎকার, কি রূপের বাহার! যেমন মজবুত গড়ন তেমনই সেক্সি।" জো নিজে না হলেও যাদের উদ্দেশ্যে বলা অর্থাৎ মারিসা আর মারা দুজনেই এসব বুলি শুনতে অভ্যস্ত, এবার তারা দু'জনেই একসঙ্গে বলল, "ধন্যবাদ, এক্সেলেঞ্জা।"

কনটেসা মুখ ফিরিয়ে দু'বার তুড়ি দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রূপোর ট্রে-তে রূপোর মুখ ঢাকা চিনির বাটি নিয়ে একজন খানসামা এসে হাজির হল। তাদের সামনেই কনটেসা একটা খুদে সোনার চামচ তুলে নিলেন ট্রে থেকে, তারপর রূপোর পাত্রের ঢাকা খুলে ভেতর থেকে খানিকটা সাদা গুঁড়ো তুলে পরপর দু'বার নাকের দুটো ফুটোয় নস্যির মত গুঁজে দিলেন। একনজর দেখেই জো বুঝল জিনিসটা কোকেন, কনটেসা নিয়মিত কোকেন নেন। কনটেসার চোখের চাউনি ঢুলুঢুলু নেশাজড়ানো হয়ে এসেছে, সোনার চামচ এবার তিনি জো আর সঙ্গিনীদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। এক চামচ কোকেন নাকে গুঁজতেই জো-র মনে হল তার

মাথার ভেতরটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তারপর বইতে লাগল ঝর্ণার জলের মত হালকা আমেজ। কোকেনটা উঁচুজাতের সন্দেহ নেই, এর পাশে জামাইকার পাঠানো নিউ ইয়র্কের বস্তির চোলাই কোকেন দাঁড়াতে পারে না।

সারা বেনেট্টি খুব হুঁশিয়ার ভাবে এক চামচ নিল, কিন্তু মারিসা অত অল্পে খুশি নয়, বেলচার মত দু' চামচ কোকেন গুঁজে দিল নাকের দুই ফুটোয়। পরমুহূর্তে তার দু'চোখ বৈদ্যুতিক বালবের মত একবার দপ্ করে জ্বলে উঠল। "উঃ মাগো! পারছিনা! আমার হয়ে গেছে।" বলে কঁকিয়ে উঠল সে।

"ঠিকই বলেছো বাছা," বলে কনটেসা এগিয়ে এসে মারিসার কাপড়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে বললেন, "এমা তুমি যে কাপড়ে হিসি করে ফেলেছো বাছা! এইটুকুতেই কাত!"

মারিসার মুখে জবাব নেই, এই ফাঁকে সারা জানতে চাইল, "মাফ করবেন, এক্সেলেঞ্জা, মেস্ট্রো সানটিনির সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?"

"উনি ধারে কাছে না এলেও আমি ওঁকে ঠিক দেখেছি," কনটেসা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত ওল্টালেন, "কোথা থেকে এক আমেরিকান মাগীকে জুটিয়ে এনে নিচে মজা লুটছেন। মাগীটা যাচ্ছেতাই দেখতে, সন্ধ্যের পর যারা রাস্তায় দাঁড়ায় সেসব মেয়েমানুষেরও অধম! আমি ওদের পাত্তা দিইনি, চাকর ব্যাটাদের বলে রেখেছি যাতে ধারে কাছে ঘেঁষতে না দেয়।" বলেই জো-র দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওঁর ছবিতে আমি এক লাখ ডলার ঢেলেছি, আপনি কি মনে করেন ও ছবি বাজার টানবে?"

"আমার ত মনে হচ্ছে এতগুলো টাকা লগ্নি করে আপনি ঠকবেন না।" আনুগত্য উথলে উঠল জো-র গলায়। তার নিজের লাভ লোকসানও অনেকটাই জড়িয়ে আছে ঐ ছবির বাজার পাওয়া না পাওয়ার সঙ্গে।

"সানটিনি আপনার পাওনাগণ্ডা সব মিটিয়েছেন?" জানতে চাইলেন কনটেসা।

"আজ্ঞে না," জো বিনীতভাবে বলল, "ওঁর কাছে এখনও আমার অনেক টাকা পাওনা হয়ে আছে।"

"শুয়োরের বাচ্চা বললে অনেক কমই হয়," কনটেসা হাসিমুখে বললেন, "সানটিনি একটা জাত ছ্যাঁচোর ওঁর গায়ে ভদ্রলোকের রক্ত একফোঁটাও নেই। শুধু চেহারা ভাঙ্গিয়ে যারা চুরি ছ্যাঁচরামি করে বেড়ায় উনি তাদেরও পায়ের নখের যোগ্য নন। অথচ আমায় দিব্যি বললেন এ ছবিতে যারা কাজ করেছে তাদের সব্বার পাই পয়সা উনি মিটিয়ে দিয়েছেন।" জো একটি কথাও না বলে চুপ করে রইল।

"আর তুমি?" কনটেসা তাকালেন সারা বেনেট্টির দিকে, "উনি তোমার পাওনা মিটিয়েছেন?"

"অনেকদিন বাকি ফেলে রেখেছিলেন," সারা বলল, "ফোন করে টাকা চাইলেই দিচ্ছি, দেব করতেন। শেষকালে আমার বয়ফ্রেণ্ড সব শুনে একদিন স্টুডিওর গেটে ওঁকে চেপে ধরল। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে সানটিনি আমার পাওনা সব তখনই মিটিয়ে দিতে বাধ্য হলেন।"

"এসব বদমাশের সঙ্গে এমনই ব্যবহার করতে হয়, আর তুমি?" মারিসার দিকে তাকালেন কনটেসা, "সানটিনির কাছে তোমারও পাওনা আছে নাকি?"

"আছে একসেলেঞ্জা," মারিসা বলল, "কুড়ি হাজার লিরা।"

"এত সামান্য টাকা, তাও উনি বাকি রাখলেন কোন আক্কেলে? কো আছ?" কনটেসা তাকালেন খানসামার দিকে মারিসাকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, "এঁকে এক্ষুণি কুড়ি হাজার লিরা দিয়ে দাও।"

"না, একসেলেন্সা," মৃদু আপত্তি জানাল মারিসা, "এই পাওনা মেটানোর দায়িত্ব আপনার নয়।"

"তাতে কি," কনটেসা জোরগলায় বললেন, "তুমি ত আমার বান্ধবী, নাকি? তার ওপর তোমার তলপেটের খুকুমণিটিও যেমন সুন্দর তেমনই মিষ্টি।" তাঁর কথা শেষ হতে আরও দু'জন খানসামা দুটো রূপোর ট্রে নিয়ে এল। একটা ট্রে-তে শ্যাম্পেন ভর্তি কয়েকটা গ্লাস অন্য ট্রেতে কয়েক প্যাকেট দামি সিগারেট—ইজিপ্টের—সেরা তামাকের গন্ধে ঘর 'ম ম' করছে। শ্যাম্পেন শেষ করে জো প্রথম সিগারেট ধরাতেই তার মাথাটা ঘুরে উঠল, সিগারেটের তামাকে কড়া গাঁজার স্বাদ দিব্যি টের পেল সে, দু' চারটে দম দিতেই সেই গাঁজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

"খাসা পার্টি হচ্ছে," কনটেসা খানসামাদের হুকুম দিলেন, "আমার সুটের সব দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও। এখানে আমরা আমাদের নিজেদের খুশি মত পার্টি করব।"

গাঁজার গন্ধে নাক কোঁচকাল মারা বেনেট্টি, মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, "মাফ করবেন, একসেলেন্সা, এই ধরনের আমোদে আমি যোগ দিয়েছি শুনলে আমার বয়ফ্রেণ্ড খুশি হবে না।"

"ও ঠিকই খুশি হবে, সোনা," কনটেসা হাসলেন, "আমার এখানে এসে বয়ফ্রেণ্ডকে অত ভয় পেয়োনো। তোমার বয়ফ্রেণ্ড কে তা আমার জানতে বাকি নেই, এই রোম শহরে ওর সব কুকর্মের অংশীদার হলাম আমি, ওর মাফিয়া সাম্রাজ্য চলে আমারই টাকায়। আমার পার্টিতে ভিড়লে তাই ও মোটেও রাগ করবে না। ওর লিমুসিনে চেপেই ত তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে এসেছো এখানে, তাই না? কেমন, ঠিক বলেছি কিনা?"

মারা দেবার মত উত্তর খুঁজে না পেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কনটেসার মুখের দিকে।

"আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে না থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করো, বাছা," মুখ টিপে হাসলেন কনটেসা, "খিদেটা একটু চাগিয়ে তারপর একসঙ্গে ডিনারে বসব সবাই।" তোমার বুকের যা বাহার, ডিনারের শেষে ডেভনশায়ারের মিষ্টি ক্রিম ভেবে ভুল করে ও দুটোই না চাটতে বসে যাই।"

প্রথমে কোকেন তারপর গাঁজা, কনটেসার নেশা যে সাংঘাতিক চড়েছে সে বিষয়ে জো-র মনে সন্দেহ নেই, মহিলার কথাগুলো স্বাভাবিক ঠেকছে না। কি করবে ভেবে এপাশ ওপাস তাকাতেই পেছনের ছোট একফালি দরজার পাল্লা ঠেলে হাতে হাত ধরে দু'জোড়া যুবক যুবতী ঢুকে পড়ল ভেতরে। যুবকদের মাথায় আঁটো ভারতীয় পাগড়ি, গায়ে রেশমি কুর্তার ওপর ব্রোকেডের খাটো ভেস্ট আর কোমরে সুতো দিয়ে বাঁধা মুসলমানী প্যাণ্টালুন। যুবতীদের পরনে পাতলা রেশমের স্কার্ট, এত পাতলা যে তার ভেতর দিয়ে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থান ভালভাবে আঁচ করা যায়। যুবক যুবতীরা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোর তেজ কমতে লাগল পর্দার আড়াল থেকে ভেসে আসতে লাগল দল বেঁধে নাচের বাজনার আওয়াজ।

"আমরা এখানেই কাপড় খুলতেই পারি," মারা আর মারিসার দিকে তাকিয়ে বললেন কনটেসা, "সম্ভোগের মাধ্যমে শরীর আর মনের সুখশান্তির যত পদ্ধতি প্রাচ্যের দেশগুলোতে চালু আছে এই ছেলেমেয়েরা সে সবই শিখেছে। দৈহিক পরিতৃপ্তি দিতে এরা এককে জন কত ওস্তাদ তা শুনলে গা শিউরে উঠবে।" বলে সোনার চামচে দিয়ে আরও দু'বার নাকে কোকেন নিলেন কনেটেসা, তারপর উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। তাঁর পোষাকের বাঁধন আগেই ঢিলে হয়ে গিয়েছিল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে তা পুরোপুরি খসে পড়ল। জো আর তার সঙ্গিনী দু'জন দেখল কনটেসার চেহারা রীতিমত দশাসই সেইসঙ্গে শক্তসমর্থ। মালকিনের কাপড় খসে

পড়েছে দেখে খানসামারা দৌড়ে এল, একটা চাদর জড়িয়ে কোনমতে তাঁর লজ্জা রক্ষা করল তারা।

মারা আর মারিসার দিকে তাকাল জো, তাদের চোখের ভাষা বুঝতে বেগ পেতে হল না তাকে। এক চামচ কোকেন নাকে নিয়ে সেও কাপড় চোপড় সব খুলে ফেলল, তার দেখাদেখি মারিসা আর মারাও যে যার পোষাক ছেড়ে পুরোপুরি নগ্ন হল। তাই দেখে কনটেসা বেজায় খুশি, শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস মাথায় তুলে একপাক নেচে সুর করে গাইলেন—

"আজ আমার কি আনন্দ!
ছিঁড়ে ফেলেছি ছন্দ বন্ধ!"

একত্রিশ

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ কনটেসার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে জো, মারা আর মারিসাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। "আমার হোটেলের রান্নাঘর খুলে গেছে," জো বলল, "চলো আগে গিয়ে গরম কফি গেলা যাক।"

"কিন্তু আমার যে সিধে বাড়ি ফিরতে মন চাইছে," জো-র দিকে তাকিয়ে বলল মারা।

"বাড়ি ফিরতে ত সবারই মন চাইছে," জো বলল, "তার আগে সবাই মিলে একটু গরম কফি খেলে মন্দ কি।"

"অনেকক্ষণ বাইরে কাটিয়েছি, এখন আর কোথাও ভিড়তে পারবনা।" মারা জোর গলায় বলল, "ফেরার পথে আপনাদের হোটেলে নামিয়ে দেব।"

"বলছ যখন তখন তাই হবে," নির্লিপ্ত গলায় বলল জো।

"অ্যাই শুনুন," জো-র কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় মারা বলল, "কাল রাতভর অচেনা পুরুষদের সঙ্গে যে নষ্টামি করেছি তা আমার বয়ফ্রেণ্ডকে বলে দেবেন না ত?"

"নষ্টামি?" জো এমন করে মারার দিকে তাকাল যেন আকাশ থেকে পড়ল। "সত্যিই করেছেন? আমি ত কোকেন আর গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি। তাহলে স্বপ্ন নয়, যা দেখেছি সব সত্যি? ভয় নেই, আমি শুধু আপনাদের খেল্ দেখেছি, নষ্টামি কিছু আমার চোখে পড়েনি।"

"আমার বয়ফ্রেণ্ডকে ত চেনেন না, বড্ড হিংসুটে," মারা বলল, "অচেনা লোকদের সঙ্গে যা তা করেছি শুনলে আমায় কেটে দু টুকরো করে ফেলবে।"

"মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন," জো বলল, "আপনার বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে এখনও আমার আলাপই হয়নি। তাছাড়া এসব ব্যাপার সবই ঘটেছে কনটেসার ইচ্ছেয় ওঁর পার্টিতে। বয়ফ্রেণ্ডকে এত ভয়ের কি আছে? রোমে ও যতই দাপিয়ে বেড়াক আপনার বয়ফ্রেণ্ডের মালকিন যে কনটেসা স্বয়ং তা কি এখনও বোঝেন নি? আপনার বয়ফ্রেণ্ডের যত নাচনকোঁদন সব কনটেসার টাকায়, তা ত কাল রাতে উনিই খোলাখুলি বুঝিয়ে দিলেন, খেয়াল করেন নি? জেনে রাখুন, আপনার বয়ফ্রেণ্ড আপনার গায়ে হাত তুললে কনটেসা ওকে আস্ত রাখবেন না। আমার দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি কাউকে কিছু বলব না। ওসব আমার ধাতে নেই।" হোটেলের সামনে লিমুসিন থামতে মারিসাকে নিয়ে জো বেরিয়ে এল।

"পৌঁছে দেবার জন্য অশেষ ধন্যবাদ," জো বলল।

"আপনি কি এ মাসটা এই শহরেই কাটাবেন?"

"এখনই বলতে পারছি না।"

"পরে টেলিফোন করব, চলি তাহলে! চললাম, মারিসা।" মারা বেনেট্টিকে নিয়ে বিশাল লিমুজিন চলে যেতে মারিসার হাত ধরে হোটেলে ঢুকল জো। ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে মারিসাকে নিয়ে জো লিফটে চেপে নিজে অ্যাপার্টমেন্টে এল। মারিসার গায়ে এখন শুধু একটা 'টি' শার্ট, ভেতরে ঢুকে জো জ্যাকেট খোলার আগেই সে ওটা খুলে ফেলল।

"কনটেসা একটি চিজ," খানিকটা আপনমনেই বলে উঠল মারিসা, "মাগো! কাল রাতে ঘরের সব আলো নিভে যাবার পরে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমার তলপেটের নিচে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলেন। চেটেই চললেন, থামার নামটি নেই। রকম দেখে ঘাবড়ে গেলাম, ভয় হল চাটতে চাটতে তলপেটের নিচে দিয়ে জিভটা হয়ত ঢুকিয়ে দেবেন, তারপর আমার পেছন দিয়ে বের করবেন।"

"ভয় পেলেও আরাম লাগছিল ত?" জো তার চোখের দিকে তাকাল।

"তা লাগছিল ঠিকই। অ্যাদ্দিন বইয়ে পড়েছি শরীরের সুখ দিতে সমকামী মেয়েদের জুড়ি নেই, কাল ওঁর কাছে এসে জানলাম কথাটা সত্যি।"

দরজায় টোকা দিয়ে ওয়েটার ঢুকল ব্রেকফাস্ট নিয়ে। ওয়েটার চলে যেতে মারিসা বলল, "কনটেসা কুড়ি হাজারের কথা বললেও নগদ চল্লিশ হাজার লিরা আমার হাতে গুঁজে দিয়েছেন।"

"মন্দ কি," জো হাসল, "সানটিনি তোমার যে লোকসান করেছেন তার দু-গুণ পুষিয়ে গেল।"

"শুধু আমি কেন," মারিসা বলল, "উনি ত আপনাকেও কিছু দিয়েছেন, স্পষ্ট দেখলাম উনি আপনার হাতেও কি যেন গুঁজে দিলেন।"

"ঠিকই দেখেছো," জো হেসে পকেট থেকে একটা মোম মাখানো কাগজের প্যাকেট বের করে দেখাল, "তবে টাকা নয়, উনি যা দিয়েছেন তা নেশার উপকরণ—কোকেন।"

"তারপর বলুন," পট থেকে গরম কফি ঢালতে ঢালতে মারিসা বলল, "কনটেসার পাশে শুতে কেমন লাগল? চুটিয়ে গতরের সুখ করেছেন ত?"

"যেটুকু পেরেছি তা নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই, এর বেশি বলব না," সংক্ষেপে জবাব দিল জো।

"জিভ দিয়ে আমার তলপেটের নিচেটা উনি চাটবার ফলে আমার তলপেটের নিচে ব্যথা হয়েছে," মারিসা বলল, "হিসি করতে জ্বালা করছে..."

"জ্বালা করছে বুঝি?" গরম কফিতে চুমুক দিয়ে হাসল জো, "একটু বাদেই সব জ্বলুনি জুড়িয়ে যাবে দেখে নিও।"

"আমি কি কৌচে শোব?" জো-র চোখের দিকে তাকাল মারিসা।

"শুধু কৌচ কেন," জো বলল, "তুমি ইচ্ছে করলে বিছানায় আমার পাশেও শুতে পারো। তবে হ্যাঁ তোমার পাশ ফেরার সময় যদি আমার ঘুম ভেঙে যায় তাহলে ছেড়ে কথা বলব না।"

"ওসব ভয় নেই," মারিসা বলল, "আমি খুব লক্ষ্মী হয়ে ঘুমোই। কালকের জন্য কিছু ভেবেছেন?"

"কাল বিকেলে একটা গাড়ি লাগবে" জো বলল, "একটা আলাদা কনভার্টিবল চোখে পড়েছে, ভাবছি ওটাই ভাড়া নেব।"

"একা যাবেন না," মারিসা বলল, "আপনি আমেরিকান তা ইংরেজি শুনলেই টের পাবে, আর অমনই কোপ বসাবে। আমায় নিয়ে যাবেন, দরাদরি যা করার আমিই করব, তাতে সস্তা পড়বে।"

"আগে এক ঘুম দিয়ে নিই, তারপর ওসব ভাবা যাবে," বলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে জো খাটে উঠে শুয়ে পড়ল।

"গোটা গা চড়চড় করছে," মারিসা বলল, "আপনার বাথরুমে শাওয়ার খুলে চান করলে আপত্তি নেই ত? ভাল করে গা না ধুলে মেকাপের রূপোলি গুঁড়ো বিছানায় লাগবে।"

"যাও গা ধুয়ে আমায় উদ্ধার করো," মুচকি হাসল জো, "বাথরুমে ঢোকার আগে আলোগুলো নিবিয়ে দাও, আলো জ্বেলে আমি ঘুমোতে পারিনা।"

ঘরের সব আলো নিভিয়ে লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার খুলল মারিসা, জল পড়ার আওয়াজ শুনতে শুনতে চোখ বুজল জো। কনটেসার গতরাতের গানের কলিটা একবার মনে পড়ল, 'আজ কি আনন্দ' এই নামে ফিল্মের জন্য একটা খাসা গল্প লেখা যায়। কিন্তু সে অন্য দুনিয়া। সে দুনিয়ায় সব সুখ তার হাতের নাগালে এসেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই দুনিয়ার হালচালের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পারেনি, এসব ভাবনা মাথায় দানা বাঁধার আগেই জো ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক মানুষের গলা শোবার ঘরের বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে কানে আসতে জো-র ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ মেলে তাকাতে পাশে মারিসাকে দেখতে পেল না সে। কান খাড়া করতে মারিসার গলা স্পষ্ট শুনতে পেল জো—বসার ঘর থেকে। উঠে বসে বালিশের পাশে রাখা হাত ঘড়িটা তুলে কব্জিতে আঁটল। বেলা গড়িয়ে এসেছে, বিকেল চারটে, সিগারেট ধরিয়ে কান খাড়া করতেই মারিসা আর মারার সঙ্গে অচেনা পুরুষের গলাও তার কানে এল।

জো-র পরনে কিছুই নেই। খাট থেকে নেমে চটপট বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সে, চোখেমুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে একটা বাথরোব গায়ে চাপাল জো। খালি পায়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোবারঘরের দরজা ঠেলে বসার ঘরে ঢুকে পড়ল জো।

ছোট টেবিল ঘিরে বসেছে মারা, মারিসা আর একজন কমবয়সী অচেনা যুবক, সামনে রাখা পেয়ালা থেকে ধোঁয়াওঠা কফির গন্ধ ভেসে আসছে। "বুয়োনজিওর্নো," সবার উদ্দেশে অভিবাদন জানাল জো।

সঙ্গে সঙ্গে অচেনা যুবকটি লাফিয়ে উঠল। "সিনর ডোট্টোর" বলে ঘাড় হেঁট করে পাল্টা অভিবাদন জানিয়ে মুখ তুলতেই তার চৌকো চোয়াল ঘন কটা চোখ আর খাড়া রোম্যান নাক জোকে আকৃষ্ট করল। "কাল এঁর গাড়িতেই আমরা কনটেসার পার্টিতে গিয়েছিলাম," অচেনা যুবকটিকে ইশারায় দেখাল মারা বেনেট্টি, "ইনি আমার বয়ফ্রেণ্ড, ফ্রাংকো গিয়ানপেট্রো। উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"এতো আমার পরম সৌভাগ্য," করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জো বুঝতে পারল এই সেই মাফিওসা বা গুণ্ডার দলের সর্দার যার ভয়ে মারা সব সময় কেঁচো হয়ে থাকে।

ফরফর করে ফ্রাংকো কি যেন বলল, মারিসা সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করে বলল, "সিনর গিয়ানপেট্রো ভাবছেন আপনি আরো ঘুমোবেন। তেমন হলে উনি এখন চলে যাবেন, পরে আপনার সুবিধেমত যেদিন বলবেন সেদিন আসবেন।"

"না, না, আমি ঢের ঘুমিয়েছি, আপনি বসুন," জো ফ্রাংকোকে বসতে ইশারা করল।

"আমি ইংরেজি ভাল বলতে জানিনা," ফ্রাংকো বলল, "তবে আপনি অনুমতি দিলে বলার চেষ্টা করব।"

"এই যদি আপনার জানার নমুনা হয়," জো হাসল, "তাহলে বলব ইংরেজি আপনি ভালই রপ্ত করেছেন।" মারিসার এগিয়ে দেয়া গরম কালো কফিতে চুমুক দিতে জো-র সব জড়তা কেটে গেল, শরীরটা চনমনে হয়ে উঠল। "বলুন, সিনর ফ্রাংকো," জো বলল, "আপনার জন্য কি করতে পারি?"

"আপনি একজন নামী চিত্রনাট্যকার," ফ্র্যাংকো বলল, "মারার মতে এই পেশায় আমেরিকায় আপনি সবার সেরা।"

"ও বাড়িয়ে বলছে," হাসল জো।

"মোটেও বাড়িয়ে বলিনি।"

মারা বলল, "উনি সত্যিই আমেরিকার সেরা চিত্রনাট্যকার।"

"সানটিনি একটা নচ্ছার, পাজির পাঝাড়া!" বলল ফ্রাংকো।

"এ ব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করব না," বলল জো।

"সানটিনি ওঁর ছবিতে মারাকে একদম পথে বসিয়ে ছেড়েছেন," বলল ফ্রাংকো। "সব ভাল ভাল সিন আর ডায়ালগ উনি আমেরিকান মাগীটাকে দিয়েছেন। মারার খুব ইচ্ছে আপনি ওর কথা ভেবে একটা ভাল ফিল্মের গল্প লিখুন।"

"আমার কাছে খুবই সম্মানজনক প্রস্তাব," জো বলল, "কিন্তু দুটো মুশকিল আছে, এক, এখানে আমার চেনাজানা কোনও প্রযোজক নেই। দুই, মারার অভিনয়ের উপযুক্ত কোনও ছবি এইমুহূর্তে আমার হাতে তৈরি নেই।"

"প্রযোজক না হয় আমি জোগাড় করব," ফ্রাংকো বলল, "হালে মারা ম্যাগাজিনে একটা গল্প পড়েছে, গল্পটার নাম 'লা রাগাজ্জা সুল্লা মোটোসিকলেট্টা।"

"আমি জানি গল্পটা," মারিসা বলল, "ভাল গল্প। ভীষণ গরীব একটা মেয়ে এই গল্পের নায়িকা। একটা বড় মোটর সাইকেল চুরি করেছে মেয়েটা, পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে সেই বাইকে চেপে গোটা রোম ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। এই ভাবে ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে মেয়েটা কখনও চুরি করছে, কখনও বা নিজের দেহ বিক্রি করছে। নিজের সংসারের গরীব মা বাপের হাতে তুলে দেবার জন্যই এভাবে উপার্জন করছে সে। গল্পের শেষটা ভারি চমৎকার—শহরের ভেতর পুলিশ মেয়েটার পিছু নিয়েছে, তাদের হাত থেকে বাঁচতে সে মোটরবাইকে চেপে পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে একটা মোড়ে এসে পৌঁছোয় সে, দেখে একটা বাচ্চা রাস্তা পেরোচ্ছে। মেয়েটা দেখল পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গেলে খুব জোরে তাকে বাইক ছুটিয়ে যেতে হবে, কিন্তু ঐভাবে বাইক ছোটালে বাচ্চাটা তার গাড়ির নিচে চাপা পড়বে। বাচ্চাটাকে বাঁচাতে গিয়ে মেয়েটা খুন হল পুলিশের গুলিতে।"

"শুনে ত ভালই লাগল," জো বলল, "তবু আগে আমায় একবার গল্পটা পড়ে দেখতে হবে। কাউকে দিয়ে গল্পটা তর্জমা করানো যাবে?"

"যদি বলেন ত একদিনে আমি ওটা তর্জমা করে দেব," বলল মারিসা।

"আমি সানটিনি নই," ফ্রাংকো বলল, "আমার সঙ্গে কাজ করলে আপনার পাওনা টাকাকড়ি ঠিক সময়মত পেয়ে যাবেন। শুনলাম আপনি অগাস্ট মাসটা সাউথ অফ ফ্রান্সে কাটাতে চান। ওখানে নাইসের বাইরে আমার একটা বড় ভিলা আছে সেখানে মারাকে নিয়ে আমি গিয়ে উঠব। ওখানে একটা চমৎকার গেস্ট হাউস আছে, সেটা আমি আপনাকে ছেড়ে দেব। আপনি যে ক'দিন চান আরামে থাকবেন সেখানে। এমন কি দরকার হলে আপনার চলাফেরার জন্য একটা গাড়িরও ব্যবস্থা করব।"

"শুনতে ত ভালই লাগছে," জো বলল, "কিন্তু আগে আমায় গল্পটা পড়ে দেখতে হবে। হয়ত ঐ গল্পের চিত্রনাট্য লেখার উপযুক্ত লোক আমি না। এখানকার লোকজন, তাদের ধাত, চিন্তাভাবনা, এসব আমার ভাল জানা নেই।"

"তাতে কি!" ফ্রাংকো আশ্বাস দিল, "মারা আর মারিসা, দু'জনেই ত আপনার হাতের নাগালেই আছে, যখন যা দরকার হবে সব ওদের কাছে জেনে নেবেন। আপনার মত গুণী লোকের পারিশ্রমিক কি হওয়া উচিত তাও আমার অজানা নয়। স্ক্রিপ্ট লেখা শেষ হলে আমি আপনাকে পুরো পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার দেব। সেইসঙ্গে এই বাবদ আপনার যা যা খরচ হবে সব আমি এক থোকে মিটিয়ে দেব। কবে ছবি মুক্তি পাবে ততদিন পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না।"

"আপনি যে একজন মহৎ ও উদার মনের মানুষ," জো বলল, "তা আপনার প্রস্তাব শুনেই বুঝতে পারছি, সিনর গিয়ানপেট্রোই, কিন্তু আমারও ত কাজের পদ্ধতি আছে। তাই গল্পটা আগে আমার একবার পড়া দরকার। করতে পারব না জেনেও করে দেবার কথা দিয়ে আপনাকে ঠকানোর কোনও ইচ্ছে আমার নেই।"

জো-র চোখের দিকে তাকিয়ে ফ্রাংকো গিয়ানপেত্রো পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করল, সব এক হাজার ডলারের নোট। টাকাগুলো গুণে জো-র সামনে রেখে বলল, "এখানে কুড়ি হাজার ডলার আছে তুলে নিন।"

"এই টাকা কি বাবদে দিচ্ছেন?" জো আঁতকে উঠল, "আপনার ছবির চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে আমি ত এখনও কথা দিইনি।"

"এর সঙ্গে চিত্রনাট্যের কোনও সম্পর্ক নেই। সানটিনির কাছে এই টাকাটা আপনার পাওনা ছিল, কনটেসা আমায় টাকাটা আদায় করে দিতে বলেছেন। সানটিনিকে ধমকে দুটো থাপ্পড় মারতেই উনি সুড়সুড় করে টাকাটা বের করে দিয়েছেন।"

গিয়ানপেট্রোর দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল জো, তারপর টাকাটা পকেটে পুরে বলল, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

"গল্পের একটা কপি আমি মারিসাকে আগেই দিয়েছি," গিয়ানপেট্রো বলল, "মনে হয় ওটা পড়তে আপনার খুব বেশি সময় লাগবে না। তারপর আসছে মঙ্গলবার রাতে ডিনার টেবিলে বসে এনিয়ে আমরা কথাবার্তা বলতে পারব।"

"সে আমার পরম সৌভাগ্য," জো বলল।

ফ্রাংকো গিয়ানপেত্রো আর মারা বেনেট্টি একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। জো-র কাছে এসে মারা আবদারের সুরে বলল, "এমনভাবে স্ক্রিপ্ট লিখবেন যাতে আমি খুব বড় 'স্টার' হতে পারি। অন্তত সানটিনি যে আমেরিকান মাগীটাকে ছবিতে নিয়েছেন ওর চেয়ে বড়।"

"মঙ্গলবার রাতে ডিনারে দেখা হবে।" সংক্ষেপে এটুকু বলে জো মারার গালে চুমু খেল। ওরা হাতে হাত রেখে বেরিয়ে যাবার পরে মারিসার দিকে তাকাল জো, "এসব ব্যাপার তাহলে সবই আগে থেকে তুমি জানতে?"

"জানতাম আপনি ঠিক এই প্রশ্নটাই করবেন," হাসল মারিসা, "বিশ্বাস করা না করা আপনার ওপর, তবে মারাকে কনটেসা গলা নামিয়ে এসব কথা বলছেন কানে এসেছিল। কিন্তু সে সময় আমরা কেউ ত স্বাভাবিক ছিলাম না, নেশায় সবাই বুঁদ হয়েছিলাম, তাই কোনও গুরুত্ব দিইনি।"

"সত্যি বলছ এই স্ক্রিপ্ট লেখানোর বুদ্ধি তোমার মাথা থেকে বেরোয়নি?" মারিসার চোখে চোখ রাখল জো।

"আমি বুদ্ধি দেবার কে?" মারিসা আবার হাসল, "আপনার কেলেভূত সেক্রেটারি বই কিছু নই। আপনার কাজকর্মে এছাড়া আর কি ভূমিকা আমার আছে? কে আমায় পাত্তা দেয়?"

"এসব কথা কি একবারও তোমায় শুনিয়েছি?" চোখ তুলে জানতে চাইল জো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ পাল্টাল মারিসা, "আমেরিকান এক্সপ্রেস-এর অফিস কিন্তু এখনও খোলা আছে," সে বলল, "সময় থাকতে চটপট এই বেলা ওখানে চলুন, আপনার টাকাগুলো ভাঙিয়ে ট্র্যাভেলার্স চেক কিনে নেবেন। দেখছেন ত ইটালির হাল, চোর ছ্যাঁচড়ে গিজগিজ করছে, নগদ এতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে এখানে ঘুরে বেড়ানো মোটেও নিরাপদ নয়।"

ইটালিয়ান থেকে ইংরেজিতে তর্জমা করতে মারিসার পুরো দুটো দিন লাগলেও মাত্র দু'ঘণ্টায় গল্পটা জো-র পড়া হয়ে গেল। পড়া শেষ করে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির তাড়াটা টেবিলে ছুঁড়ে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল জো, তারপর মারিসার দিকে তাকিয়ে বলল, "অতি যাচ্ছেতাই এই গল্পের স্ক্রিপ্টা কিভাবে করব তাই আমার মাথায় আসছে না।"

"একটু মাথা খাটালেই ওটাকে কাজে লাগানোর একটা পথ আপনি ঠিক পাবেন এ বিশ্বাস আমার আছে," সিগারেট ধরিয়ে বলল মারিসা।

"বিশ্বাস করো," অসহায় ভাবে ঘাড় নাড়ল জো, "একেবারে জোলো প্লট, কাঁচা হাত, বাঁধুনি বলতে কিছুই নেই। একে আর যাই হোক, গল্প কোনমতেই বলা যায় না। গল্পের নামে পুরোপুরি ছেলেমানুষি হয়েছে। এই লেখা থেকে আর যাই হোক, ফিল্ম হয় না।"

"গিয়ানপেত্রোকে কি এসব বলে বোঝানো যাবে?" কিছুটা আপনমনেই বলল মারিসা, "ও আপনার ওপর ক্ষুব্ধ হবে।"

"সে ত বুঝলাম, কিন্তু এর উল্টোটা একবারও ভেবেছ?" জানতে চাইল জো, "ধরো এই বাজে গল্পের স্ক্রিপ্ট আমি করলাম, তা থেকে ছবি তৈরির কাজও শুরু হল। কিন্তু তারপর? গিয়ানপেত্রো আমার ওপর রাগ করুক আর যাই করুক, ও কিন্তু বোকা নয়। ছবি মার খেলেই বুঝবে টাকার লোভে আমি ওকে ঠকিয়েছি। গিয়ানপেত্রো আমার ওপর ক্ষুব্ধ হলে কিছু যায় আসে না, কিন্তু ও আমার ওপর রেগে গিয়ে সানটিনির মত আমার গায়ে হাত দিক তা কিন্তু আমি মোটেও চাইব না।"

"আপনি একটু কৌশলী হচ্ছেন না কেন," মারিসা বলল। "শুধু মারাকে ফিল্মস্টার বানাবে বলেই যে ও এই ছবি তুলতে চাইছে তা কি আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি?"

"ওকে সব খুলে বলা দরকার," জো বলল, "মারাকে ফিল্ম স্টার বানানোর আরও ভাল পথ খুঁজে বের করতে হবে।"

"কি করছেন, কি করবেন তা আপনিই ভাল জানেন," মারিসার কথায় ক্ষোভ ফুটে উঠল, "এ কাজটা ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় আমাদের অগাস্ট মাস কাটানোর স্বপ্ন দেখাও ঘুচল।"

"আমায় এখান থেকে চলে যেতেই হবে," আমি বললাম, "হপ্তা দু'য়েকের ভেতর আমার এজেন্ট আসবেন।"

"তারপর আমি এই শহরে একা বসে গরমে গায়ের ঘাম ঝরাই, এই ত?" জো-র চোখের দিকে করুণ চোখে তাকাল মারিসা।

"তোমার ত শুধু এক ধান্দা," জো মুখ টিপে হাসল, "কত চটপট আমার পাশে শোবে। তোমার কথা ভেবে যে আমারও কষ্ট হচ্ছে তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?"

"সত্যি বলছেন? আমার কথা ভেবে সত্যিই আপনার কষ্ট হচ্ছে? আমার মত পুরো একটা মাস এখানে এই গরমে পড়ে পড়ে সেদ্ধ হলে আপনার মনের অবস্থা কেমন হত ভাবতে পারেন?"

"খালি এক ধান্দা!" হাসল জো।

"আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে," বলল মারিসা। জো কৌতূহলী চোখে তাকাল তার দিকে।

"ফ্রাংকোকে বোঝান পুরো দু'হপ্তা আপনি ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় ওদের দু'জনের সঙ্গে কাটাবেন আর সেই ফাঁকে এমন একটা গল্প লিখবেন যা আমাদের সবার উপযোগী হবে।"

"তোমার মাথাভর্তি খালি বদবুদ্ধি!" হাসল জো।

"কেন," মৃদু প্রতিবাদ করল মারিসা, "সুবুদ্ধি যে নয় তাই বা কে বলতে পারে? এমন ত হতে পারে যে ওখানে থাকতে থাকতে সত্যিই একটা দারুণ গল্প উঠে এল আপনার কলমে।"

"আমার সঙ্গে মশকরা হচ্ছে?" জো বলল "তোমার বান্ধবী ঐ মারার মধ্যে অভিনয়ের ছিটেফোঁটা ত নেই তা ত তোমার না জানার কথা নয়, মারিসা, ফ্রাংকো যেমন চাইছে সেইভাবে ওকে রাতারাতি স্টার কিভাবে বানাব তাই ত ভেবে পাচ্ছি না।"

"ফ্রাংকোকে সাফ বলে দিন যে আপনার টাকার দরকার নেই," মারিসা বলল, "বলুন ওখানে বসে গল্পে হাত দেবেন, সেই বাবদ একটি পয়সাও নেবেন না। এসব বলে ওর কাছ থেকে ওখানে কাটাবেন বলে দু'হপ্তা সময় চেয়ে নিন। এই দু' হপ্তায় শুধু আপনার আর আমার থাকা খাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো বাবদ কিছু খরচ হবে। ফ্রাংকো ত এমনিতেই দিনরাত গাদাগাদা টাকা ওড়াচ্ছে, একটা ভাল কাজের জন্য নাহয় আরও কিছু খরচ করবে।"

"আর সেই ফাঁকে তুমি তোমার গরমের ছুটি মেজাজে কাটাবে, এই ত?"

"নিশ্চয়ই," সায় দিল মারিসা, "আর এজন্য আপনার পকেটের একটা আধলাও খরচ হবে না। তার ওপর আমি সঙ্গে থাকলেও সেক্রেটারি হিসেবে আপনাকে আমার মাইনে দিতে হবে না, সেটা আপনার বাড়তি লাভ।"

"তবু রিভিয়েরায় গরমের ছুটি কাটানো চাই," জো বলল, "নইলে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে!"

"আমার মত মেয়ের পক্ষে তা ত বটেই," সায় দিল মারিসা, "দুনিয়া সেরা জায়গা হল ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা। নানা দেশের কোটিপতিরা সেখানে বেড়াতে যায়, গিয়ে দু'হাতে টাকা ওড়ায়। সেখানে আমার জন্য কি সুযোগ অপেক্ষা করে আছে কে বলতে পারে ত ওখানে হয়ত আমার কপালও খুলে যেতে পারে।"

"বেশ," কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থেকে জো বলল, "তাই হবে, তোমার এই প্রস্তাব ফ্রাংকো গিয়ানপেট্রোকে দেব আমি, তবে এতে কাজ না হলে যেন আমায় দোষ দিয়ো না।"

"আপনাকে দোষ দেব না, ভয় নেই," জো-র গালে চুমু খেল মারিসা, "আর দু'হপ্তা বাদে আমি এমনিতেই সরে যাব আপনার কাছ থেকে, তখন আপনি মুক্তি পাবেন। তবে আমি চলে গেলেও আপনি সব সময় হুঁশিয়ার থাকবেন।"

"কার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে বলছ?"

"মারা," মারিসা বলল, "দেখতেই পাচ্ছেন ওর বয়ফ্রেণ্ডের কি অসাধারণ ক্ষমতা। ফ্র্যাংকোর বদ নজরে পড়তে না চাইলে মারাকে সব সময় খুশি রাখবেন।

বত্রিশ

ভিলেফ্রাঙ্ক অঞ্চলে সমুদ্রের ধারে ছোট পাহাড়ের ওপর পুরোনো আমলের এক ভূমধ্যসাগরীয় প্রাসাদ দুর্গ, এই হল ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা। প্রাসাদের বড় মহলের ঠিক সামনেই ছোট 'গেস্ট হাউস'-এ গিয়ানপেত্রো জো-র থাকার ব্যবস্থা করল। নামে গেস্ট হাউস হলেও এক সময় প্রাসাদের কাজের লোকেরা এখানে থাকত তা ভেতরে ঢুকে চারপাশে চোখ বুলিয়েই জো ঠিক বুঝতে পারল। তবে মহলের ঘরগুলো ছোট হলেও বেশ হাত পা ছড়িয়ে থাকা যায়, তার ওপর প্রাসাদের বড় মহল থেকে দূরে হওয়ায় সেখানকার হৈ-হল্লা গান বাজনার আওয়াজ কিছুই এখানে বসে শোনা যায় না। জো দেখল পেছনদিকে একটা সিঁড়ি আছে যা নুড়ি বিছানো সাগরবেলা পর্যন্ত নেমে গেছে। সাগরবেলায় একটা ছোট জেটিও আছে তার সঙ্গে একটা নৌকোও বাঁধা আছে। সাগরের মুখোমুখি একটা জানালার সামনে টেবিলে জো তার টাইপরাইটার রাখল। এখানে বসে কাজ করার ফাঁকে সাগলবেলার দিকে নজর রাখতে পারবে, বাইরের কেউ এলেও এখানে বসে ঠিক দেখতে পাবে সে।

"কেমন লাগছে, বলুন," গুছিয়ে বসার পরে বিকেলের দিকে গিয়ানপেত্রো এসে জানতে চাইল, "জায়গাটা পছন্দ হয়েছে?" "এমন খাসা জায়গা," জো বলল, "পছন্দ না হয়ে পারে?"

"নিরিবিলিতে কাজ করার জন্য এমনই একটা জায়গাই আপনার দরকার," বলেই গিয়ানপেত্রো প্রসঙ্গ পাল্টালো, "একটা ব্যাপারে আপনার অনুমতি চাই।"

"নিঃসংকোচে বলুন। মারার আমেরিকান ঘেঁষা ইংরেজি শেখার খুব সাধ হয়েছে," গিয়ানপেত্রো বলল, "কিন্তু মাত্র একমাসের জন্য শেখাবার লোক মিলবে না। শেখাতে পারে একজন, আপনার সেক্রেটারি মারিসা। কিন্তু মারাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তুলতে গেলে একমাসেও কিছু হবে না, তাই আপনি চলে যাবার পরেও কিছুদিন মারিসাকে এখানে যদি থেকে যাবার অনুমতি দেন।"

"স্বচ্ছন্দে," মারিসা তার এখানে থেকে যাবার মতলব দিব্যি কাজে লাগিয়েছে আঁচ করে মনে মনে হাসল জো। "দরকার হলে মারিসা বাড়তি আরও কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাক না, ওতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।"

"ধন্যবাদ জো," গিয়ানপেত্রো এবার তার চোখের দিকে তাকাল।

"মারা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা বলুন, ফিল্ম স্টার হবার মত প্রতিভা কি সত্যই আছে?"

"এই প্রশ্নের জবাব শুধু আমি কেন, কারও পক্ষেই দেয়া সহজ হবে না। ফিল্ম স্টার হবার মত চেহারা ফিগার, সবই ওর আছে, কিন্তু বাকি পুরোটাই ভগবানের হাত বা বরাত। তবে দশজনের মধ্যে নজর কাড়বার মত একটা ক্ষমতা মারার আছে। কঠিন পরিশ্রম করতে ও সবসময় তৈরি।"

"এটা আমারও নজরে পড়েছে," সিরিয়াস শোনালো গিয়ানপেত্রোর গলা, "তবে খাটাখাটুনি কমিয়ে ও ইচ্ছে করলেই আমার বাচ্চা পেটে ধরতে পারত। এটা আমার বহুদিনের সাধ।"

"তাহলে মারা আপনার সাধ মেটাচ্ছে না কেন?" জানতে চাইল জো।

"বিয়ের আগে ও বাচ্চা পয়দা করতে চায় না তাই। এ লাইনে অনেক ফিল্ম স্টার যে দশজনের বাচ্চা বিয়োয় সবাই জানে। একদিক থেকে ভাল যে মারা ওদের মত হতে চায় না।"

"এতই যখন বোঝেন তখন আর দেরি না করে ওকে চটপট বিয়ে করে ফেললেই পারেন", বলল জো।

"আপনারা আমেরিকানরা সবকিছুই নিজেদের চোখে দেখেন।" হতাশা আর বিরক্তি মেশানো গলায় বলল গিয়ানপেট্রো। "আপনাদের সমাজে বিয়ে করা কোনও ব্যাপারই নয়, কিন্তু আমাদের সমাজে চাইলেই তা হয় না। আমি বিবাহিত, কিন্তু গত দশবছরের ওপর বৌয়ের কাছ থেকে আলাদা আছি। এসব সত্ত্বেও কিন্তু ডিভোর্স পাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে না।"

"তাহলে ত সত্যিই দুঃখজনক ব্যাপার," সহানুভূতির গলায় বলল জো।

"আলাদা থাকলেও একটা বৌ আছে বলে আমি আবার বিয়ে করতে পারছি না।" গিয়ানপেট্রো হাসল, "তাহলেও গত দশ বছরে চারটে মেয়ে আমার প্রেমে পড়েছে। যারা হল চার নম্বর। হয়ত আসছে বছর আবার কোনও মেয়ের ভালবাসার জন্য পাগল হয়ে উঠব। বিয়ে করে বৌ খেদানোর চেয়ে গার্লফ্রেণ্ডের হাত থেকে রেহাই পাওয়া ঢের সহজ।"

"অতটা তলিয়ে ভাবিনি," জো বলল, "তবে মনে হচ্ছে আপনি ঠিকই বলছেন।"

"আমি বেঠিক কিছু বলিনি," গিয়ানপেট্রো বলল, "ফিল্ম লাইনে নামী লোক যাঁরা একে অপরের ভালবাসার মধ্যে ল্যাজে গোবরে হয়েছেন তাঁদের হাল দেখুন। রসেলিনি আর ইনগ্রিড বার্গম্যান, কার্লো পন্টি আর সোফিয়া লোরেন, এঁদের কথা ভাবুন। কার্লো পন্টির বৌ ত ওঁকে ডিভোর্স দেবেন না বলেছে। এরপর আছেন ভিট্টোরিও ডি সিকা, একটা বৈধ, আরেকটা অবৈধ, জলজ্যান্ত দু'দুটো বৌয়ের সঙ্গে ঘর করছেন। দুই বৌ মুখোমুখি দুটো আলাদা বাড়িতে থাকে। দুই বৌয়েরই বাচ্চাকাচ্চা আছে যাদের বাপ ডি সিকা নিজে।"

"দুই বৌয়ের মধ্যে কথাবার্তা নেই?"

"কে জানে মশাই?" ভাবিনের ঢং-এ ঠোঁট ওল্টাল গিয়ানপেট্রো। "হয়ত আছে, কিন্তু ও নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। এদেশের সবচেয়ে নামী আর সেরা পরিচালক। টাকার অভাব নেই। কিন্তু দুই বৌকে একই সঙ্গে সামলাতে গিয়ে ওঁর নিজের মাথা একেক সময় বিগড়ে যায়। তখন রাতের পর রাত জল দিলে ক্যাসিনোয় ঢুকে জুয়ো খেলে জলের মত টাকা ওড়ান।"

"ডি সিকার সঙ্গে আলাপ আছে?"

"উনি আমায় চেনেন", বলল গিয়ানপেট্রো।

"মারাকে নিয়ে কোনও ছবি তুলতে রাজি করানো যাবে ওঁকে?"

"ওঁর টাকার খাঁই", বলল গিয়ানপেট্রো।

"স্ক্রিপ্ট নয়," জো বলল, "একটা গল্পের আইডিয়া যদি আমি দিই, সেটা শোনাতে পারবেন? পছন্দ হলে উনি নিজের লোকেদের দিয়ে না হয় স্ক্রিপ্ট লিখিয়ে নেবেন?"

"নিশ্চয়ই পারব" গিয়ানপেট্রোর গলায় আত্মবিশ্বাস ফুটে বেরোল, গল্প পছন্দ হলে যদি উনি তার ওপর ছবি তুলতে চান তখন তাতে মারাকে নেয়া যেতে পারে।"

"আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?" জানতে চাইল জো।

"একটা লোককে দিয়ে কোনও কাজ করানোর হাজারও রাস্তা আছে," গিয়ানপেট্রো হাসল "ডি সিকার কাছে আমার সত্তর হাজার ডলার পাওনা হয়ে আছে," একটু থেমে বলল, "ওঁকে শোনানোর মত সত্যিই কোনও আইডিয়া আছে আপনার হাতে?"

"আপনার মত এতটা নিশ্চিত হতে পারছিনা," জো বলল, "ডি সিকা একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক, জীবন থেকে গল্প বেছে নিয়ে উনি রুচিশীল ছবি তৈরী করেন। আমার মত লেখকের সঙ্গে উনি আদৌ কাজ করবেন কিনা তা আমি জানিনা।"

"বললাম ত ওঁর কাছে আমার সত্তর হাজার ডলার পাওনা আছে।" গিয়ানপেট্রো বলল "পাওনার পরিমাণটা যেখানে পাওনা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে চিড়িয়াখানার একটা বাঁদরের সঙ্গেও ওঁকে দিয়ে কাজ করানো যায়।"

"একটা প্রেমের গল্পের আইডিয়া মাথায় এসেছে," জো বলল, "এদেশে লড়াই করতে এসে এক আমেরিকান সৈনিক এক ইটালিয়ান মেয়ের প্রেমে পড়ল, কিছুদিন বাদে মেয়েটির ছেলে হল যার বাপ সেই সৈনিক। গোড়ায় বাচ্চাকে তার মায়ের কাছে রাখলেও লড়াই শেষ হলে বাচ্চাটিকে তার মায়ের কোল থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে হতভাগা ফিরে গেল দেশে। এদিকে বাচ্চাকে ফিরে পেতে তার মায়ের মাথা খারাপ হবার অবস্থা, অনেক কষ্ট করে টাকা জমিয়ে সে পাড়ি দিল মার্কিন মুলুকে। সেখানে পৌঁছে দেখল তার বাচ্চা সত্যিই রাজার হালে বড় হচ্ছে, এত ভাল ভাবে নিজের কাছে রেখে ছেলেকে মানুষ করতে পারত না সে। বাচ্চার বাপ সম্পর্কে তার ধারণা পাল্টে গেল। ছেলেকে তার বাপের জিম্মায় রেখে মেয়েটি গালভরা হাসি আর চোখভরা জল নিয়ে ফিরে গেল ইটালিতে।

"এই গল্প?" পিয়ানপেট্রো বলল, "ঠিক আছে, এই গল্পের ওপর ডি সিকা ঠিক ছবি তুলবেন। তবে আপনি ওঁর টিমের লেখকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্ক্রিপ্ট লিখুন এটা হয়ত উনি চাইবেন। ওটা কোনও ব্যাপার নয়। ক'টা দিন যাবে, তারপর আপনার সঙ্গে ওঁর দেখা করে কথা আমি করে দিচ্ছি।"

"আর গল্প যদি ওঁর পছন্দ না হয়।" জো বলল, "তখন কি করবেন?"

"তখন ডি সিকাকে ছেড়ে অন্য লোক খুঁজব," পিয়ানপেট্রো বলল, "রবার্তো রসেলিনি, কার্লো পন্টি, এঁদের কাছেও আমার ঢের টাকা পাওনা আছে। ডি সিকা রাজি না হলে এঁদের কাউকে দিয়ে ছবি তোলাব। ছবি তোলার লোকের অভাব আছে নাকি?" বলতে বলতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এল সে, জো-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "এ ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আজ রাতে আপনারা আমার সঙ্গে ডিনার খাচ্ছেন তাই ভাল করে সেজেগুজে তৈরি থাকবেন।"

রাতেরবেলা হোটেল দ্য প্যারিস রেস্তোরাঁয় পিয়ানপেট্রো জো, মারা আর মারিসাকে নিয়ে এল। জো লক্ষ্য করল তারা তিনজন ছাড়া তিনজন মাঝবয়সী ফরাসি পুরুষ আর তাঁদের তিন সঙ্গিনীও পিয়ানপেট্রোর অতিথি হয়ে তাদের সঙ্গে একই টেবিলে বসেছে, তবে তাদের কেউ ইংরেজি জানেনা অথবা জানার ভান দেখিয়ে তাদের সঙ্গে একটি কথাও না বলে মুখ বুজে খাওয়া সারল। খাওয়া শেষ হলে ফরাসি কায়দায় করমর্দন করে নাকি খোনা সুরে মারিসা আর মারার সঙ্গে তারা আলাপ করল। জো-র দিকে কেউ ঘুরেও তাকাল না। তবে তাদের তিন সঙ্গিনীর একজনও মুখ খুলল না। অনেকক্ষণ বাদে তাদের ভাবভঙ্গি দেখে জো বুঝল নামে ডিনার হলেও এটা আসলে পিয়ানপেট্রোর বিজনেস মিটিং। বিদায় দিয়ে পিয়ানপেট্রো ফিরে এসে তার চেয়ারে বসল। জো-র মনোভাব আঁচ করে বলল, "ফরাসিরা ভারি অসভ্য, ভদ্রতার ধার ধারে না।" মারা ইটালিয়ানে গজগজ করে কিছু বলল। না বুঝলেও জো আঁচ করল সে ভীষণ রেগে গেছে প্রেমিকের ওপর।

"কি করব বলো," পিয়ানপেট্রো জবাব দিল, "আমার এ কারবার চালিয়ে যেতে হয়, তাই তুমি রাগ করো আর যাই করো, যেতে আমায় হবেই।"

"কারবার না ছাই!" খেঁকিয়ে উঠল মারা। "আমি এই গরমে এখানে সেদ্ধ হব, আর তুমি কারবার দেখার অছিলায় দিব্যি ঘুরে বেড়াবে, তাই না? ওসব চলবে না আগেই বলে দিচ্ছি।"

"বেশি দিন নয়," পিয়ানপেট্রো হাসল, "মাত্র দু'হপ্তা, তারপর আবার আমি ফিরে আসছি।" ওয়েটারকে বিল দিতে বলে মারার দিকে তাকাল সে। "এখন আর একটি কথাও নয়। যা কিছু

বলার আছে ফেরার পথে গাড়িতে বসে শুনব। আমাদের কথাবার্তা আশপাশের কারও কানে যাক তা আমি চাইব না।"

"সে কি!" অবাক হল মারা।

"এত শীগগির বাড়ি ফিরব কেন? তুমি না আমাদের ক্যাসিনোয় নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছিলে?"

"আজ আর হাতে একদম সময় নেই," গিয়ানপেট্রো বলল, "নাইস থেকে রোম এক্সপ্রেস ঠিক ভোর ছ'টায় ছাড়ে। এখন ক্যাসিনোয় ঢুকলে কাল সকালে ঐ ট্রেন আর ধরা হবে না।"

তেত্রিশ

রাত দেড়টা। গেস্ট হাউসের মারাকে তার ঘরে ঢুকিয়ে মারিসাকে নিয়ে জো ঢুকল শোবারঘরে। দরজা এঁটে গলা নামিয়ে জো বলল, "মারিসা ব্যাপার কি বলো ফ্রাংকো আচমকা এভাবে রোমে যাচ্ছে কেন? মারাকে দেখলাম পাত্তাও দিচ্ছে না। ওদের মধ্যে কিছু হয়েছে?"

"ওসব নয়," মারিসা বাইরের পোষাক ছাড়তে ছাড়তে জানাল, "ফ্রাংকো নিজের কারবারের ধান্দাতেই রোমে যাচ্ছে। ঐ যে তিনটে হমদো ফরাসি আমাদের পাশে বসে ডিনার খেল, ওরা ফ্রাংকোর নতুন খদ্দের, খুব শাঁসালো। ওদের ওষুধ তৈরির ল্যাবরেটরি আছে মার্সেইতে। দুশো টন কাঁচা হেরোইন ওদের খুব দরকার। মালটা পাঠাতে হবে সিসিলি থেকে সোজা মার্সেইয়ে, ওদের ল্যাবরেটরিতে। দু'হপ্তার মধ্যে মাল পাঠাতে পারলে ফ্রাংকো একাই পুরো বিশলাখ ডলার কামাবে।"

"বাঃ, এ ত খুশির খবর!" জো বলল, "তাহলে মারার মেজাজ এত গরম দেখছি কেন?"

"ফিল্ম স্টারের প্রতিভা দূরে থাক মারার মাথায় যে বুদ্ধিশুদ্ধি ছিটেফোঁটাও নেই তা ত দেখছেন," মুখ টিপে হাসল মারিসা, "বেড়াতে এসে রিভিয়েরার চারপাশে ফিল্মি স্টাইলে ফ্রাংকোর সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা খেলতে চেয়েছিল। কিন্তু ফ্রাংকো নিজের কারবারের ধান্দায় আছে বলে ওকে গোড়া থেকেই তেমন আমল দিচ্ছে না। ফ্রাংকো কারবারের ধান্দায় কাল ভোরবেলা রোমে চলে যাবে তাই এটা সেটা কিনে ওর টাকা খসানোর সুযোগও পেল না। এসব কারণেই মারা রেগে আগুন হয়ে আছে। ভারি স্বার্থপর মেয়ে।"

মারিসার কথা শেষ হতে বাইরে থেকে দরজার টোকা পড়ল।

"ভেতরে আসুন," বলল জো। পরমুহূর্তে ঘরে ঢুকল ফ্রাংকো গিয়ানপেট্রো, মারিসার দিকে না তাকিয়ে সোজা জো-র কাছে এসে বলল, "জো, আপনার সাহায্য বড় দরকার হয়ে পড়েছে দয়া করে মুখ তুলে তাকান।"

"অত বিনয়ের দরকার কি," জো হাসল। "আমার দিক থেকে কি করার আছে বলুন।"

"আপনাকে বলতে বাধা নেই, আজ ডিনার টেবিলে ঐ ফরাসিগুলোর কাছ থেকে একটা মোটা টাকার বরাত পেয়েছি। কাজটা করতে গেলে একটানা কয়েক হপ্তা আমায় বাইরে থাকতে হবে। মারা একথা শুনে খুব চটে গিয়েছিল, অনেক কষ্টে ওকে ঠাণ্ডা করেছি। এখন ওর সাধ হয়েছে আপনি ওর জন্য সেই গল্পের স্ক্রিপ্ট লেখার কাজে হাত দিন। এদিকে হয়েছে আরেক মুশকিল, এতবড় বাড়িতে একা থাকতে হবে শুনে মারা ভীষণ ভয় পেয়েছে ও চাইছে মারিসা ওর সঙ্গে থাকুক। আমি ফিরে আসার আগে যাতে ইচ্ছেমত কেনাকাটা ঘোরাফেরা করতে পারে সে কথা ভেবে আমি প্রচুর নগদ টাকা মারাকে দিয়েছি; মারার ভাল করে ইংরেজি রপ্ত করতে হলে মারিসাকে ওর সঙ্গে থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আপনার আপত্তি নেই ত?"

"আপত্তি থাকবে কেন," জো ফ্রাংকোর বাড়িয়ে দেয়া হাতে হাত মেলাল, "মারিসা সঙ্গে থাকলে যদি মারার সবদিক থেকে সুবিধা হয় ত সে ওর সঙ্গেই থাক, আমার কোনও অসুবিধে হবে না।"

"আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই," বলে ফ্রাংকো গিয়ানপেট্রো জোকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

ফ্রাংকো চলে যাবার পরে অনেকক্ষণ ছোট ঘরে গরমের মধ্যে মরার মত পড়ে ঘুমোচ্ছিল জো। একসময় অদ্ভুত গন্ধ নাকে যেতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এক চোখ মেলে তাকাতেই নজর পড়ল ঘড়ির দিকে, দেখল বেলা একটা। ধীরে ধীরে অন্য আরেকটা চোখ খুলতে দেখল মারিসা নয়। খাটের পাশে একটা চেয়ারে এসে বসেছে মারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পা দুটো ফাঁক করে।

"যাক, ঘুম ভাঙ্গলো এতক্ষণে?" জো-র দিকে তাকিয়ে হাসল মারা। "আমি ত এসে ভাবলাম আপনার ঘুম আর ভাঙ্গবে না।"

"কিন্তু তুমি একি করেছো?" ওর দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল জো, "তলপেটের নীচেটা কামিয়ে সব সাফ করে ফেলেছো দেখছি। এটা আবার কোন স্টাইল?"

"ভালো জায়গায় চোখ পড়েছে," মারা হাসল, "আপনার নজর বড্ড নিচু, শুনুন মশাই, এখন এটাই লেটেস্ট ফ্যাশন। বনজঙ্গল সাফ না করে বিকিনি পরলে ওগুলো ফাঁকফোকর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারত আর তাই দেখে সবাই ভাবত আমার তলপেট আর উরুতে দাড়ি গজিয়েছে।"

"বাঃ, চমৎকার!" জো বাহবা দিল, "তা তোমার হেয়ারড্রেসিং করল কে? মারিসা নাপতেনি?"

"ঠিক ধরেছেন," বলতে বলতে মারিসা ভেতরে ঢুকল, "এবার চটপট স্নান সেরে জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নিন। আমরা সেণ্ট ট্রোপেজ-এ গিয়ে ক দিন কাটিয়ে আসব।"

"সেণ্ট ট্রোপেজ?" জো ভুরু কোঁচকাল, "সেটা আবার কোন চুলোয়?"

"সাগরবেলা থেকে আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল দূরে," মারিসা বলল, 'রিভিয়েরার মজা লুটবার আসল জায়গা ঐ সেণ্ট ট্রোপেজ। মণ্টি কার্লোর মত নয় যেখানে বুড়ো ভাম ছাড়া আর কেউ আসে না। ওটা হল যুবক-যুবতীদের স্বর্গ। দিনভর সাগরতীরে শুয়ে গড়িয়ে জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে মজা লোটা, তারপর জলের ধারে আগুন জ্বালিয়ে সারারাত পার্টি, খাওয়াদাওয়া মাল খাওয়া নাচ গান, আর হৈ হুল্লোড়। ওঃ, রিভিয়েরায় এসে এ সুখ না চেখে ফিরে যাবার মানে হয়? কই, উঠুন!" বলে জো-র বিছানার চাদর ধরে টান মারল মারিসা।

"হ্যাঁ, দেরি না করে গা তুলুন," মারা বলল, "ফূর্তি আর কেনাকাটা বাবদ ফ্রাংকো একগাদা টাকা আমায় দিয়ে গেছে, বলেছে ঐ টাকায় যা খুশি করতে পারি। সেণ্ট ট্রোপেজে আমার এক পুরোনো বন্ধুর খুব বড় বাড়ি আছে একদম সমুদ্রের ধারে। ও-ই আমায় ওখানে ক দিন থাকবার জন্য নেমন্তন্ন করে রেখেছে, ফ্রাংকো সব জানে।"

"কই আমি ত কিছু জানিনা।" জো সতর্ক হয়ে বলল, "ওখানে গিয়ে থাকবার কথা ফ্রাংকো রওনা হবার আগে আমায় বলেনি।"

"আপনি মশাই শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন!" মারার গলায় আক্ষেপের সুর, "মারিসা যতক্ষণ সঙ্গে থেকে আমায় ইংরেজি শেখাচ্ছে, আর আপনি আমার ছবির স্ক্রিপ্ট লিখছেন ততক্ষণ কোনও ভয় নেই জানবেন। তাছাড়া ফ্রাংকো ফেরার আগেই আমরা চলে আসব।"

"ব্যাপার কি মারিসা," জোর যেন আচমকা ঘুম ভাঙ্গল।

"মারা দেখছি গড়গড় করে ইংরেজি বলছে। এ কি করে হল? এমনটা ত হবার কথা ছিল না!"

"ইংরেজি শিখে ফেলেছি দেখে ভারি অসুবিধায় পড়ে গেছেন তাই না?" ব্যঙ্গের সুরে বলল মারা, "আপনাদের মত গড়গড় করে বলতে না পারলেও ইংরেজি কিছু জানা ছিল। তেমন ভাল বলতে পারি না ভেবে আপনি ধরে নিয়েছেন আমি একটা বোকা হাঁদা মুখ্যু গবেট।"

"কিন্তু এভাবে ওখানে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিনা।" ভিতু ভিতু গলায় বলল জো, "ফ্রাংকো আমার ওপর রেগে না যায়।"

"থোরাই রাগবে আপনার ফ্রাংকো," মুখ টিপে হাসল মারা, "ওসব ওর নাটক, মানুষটা কিন্তু আসলে ভারি মিষ্টি। নিন উঠুন, উঠুন বলছি।" টানতে টানতে জোকে বাথরুমে ঢোকাল নিজেও ভেতরে ঢুকে দরজা এঁটে দিল।

"নিন জামাকাপড় সব খুলে ফেলুন," হুকুম করার সুরে বলল মারা, "ভাল করে সাবান কিভাবে মাখতে হয় তা আমি নিজে হাতে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখবেন তারপর কি আরাম লাগে।" বাথরুমের ভেতরে বন্দি জো অসহায় মুখে তাকিয়ে রইল মারার দিকে, মারা টেনে টেনে তার জামাকাপড় সব একটার পর একটা খুলে ফেলল।

সেন্ট ট্রোপেজ এক অজ পাড়াগাঁ, সেখানে মেঠো রাস্তায় এখনও ধুলো ওড়ে। একটা বড়সড় পুরোনো দালানের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল মারা। দরজা খুলে নিজে বেরিয়ে এল, তারপর হাত ধরে টানতে টানতে জোকে বাইরে বের করে আনল। মারিসা ছিল পেছনে। এবার এগিয়ে জো-র আরেক হাত শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল সে। জো যেন একটা অবাধ্য অসভ্য বাচ্চা ছেলে যাকে সামলাতে হিমসিম খেতে হয়। এইভাবে দু'জনে মিলে জোকে টানতে টানতে এনে ঢোকাল সেই দালানের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে হমদো মুখ গোমস্তা গোছের একটা লোক কোথা থেকে ছুটে এসে বলল, "আজ্ঞে মাদমোয়াজেল আপনারা ত এলেন, কিন্তু আমার মনিব মঁশিয়ে ল্যাসকম্ব্ ওঁর অতিথিকে নিয়ে সেই যে বেরিয়েছেন এখনও ফেরেন নি, কখন ফিরবেন তাও জানা নেই।"

"ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না, বাপু," মারা চোস্ত ফরাসিতে বলল, "তোমার মনিব নেমন্তন্ন করেছেন বলেই আমি বন্ধুদের নিয়ে এসেছি।" গোমস্তার হাতে একটা নামলেখা কাগজ দেখতে পেয়ে মারা এক হ্যাঁচকা টানে সেটা ছিনিয়ে নিল, তারপর নিজেদের তিনজনের নাম আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "এই যে দেখুন, আমাদের নাম আছে এখানে। আমরা উড়ে এসে জুড়ে বসিনি, আপনার মনিব জাহান্নামে গেলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের থাকার ব্যবস্থা এক্ষুণি করে না দিলে আপনার রক্ষে নেই আগেভাগেই বলে দিচ্ছি। আমি নালিশ করলে কিন্তু মনিব আপনাকে চাকরিতে রাখবে না।"

"আচ্ছা অত চটছেন কেন," মঁশিয়ে গোমস্তা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, "আপনাদের থাকার ভাল ব্যবস্থা এক্ষুণি করে দিচ্ছি। আপনার সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে যান। বারো নম্বর কামরায় থাকবেন আপনারা দুই বান্ধবী, আর আপনাদের এই পুরুষ বন্ধুর জন্য ন' নম্বর কামরা বরাদ্দ করে দিচ্ছি। কাজের লোকেরা কেউ ধারে কাছে নেই, তাই কষ্ট করে নিজেদের মালপত্র নিজেরাই বয়ে নিয়ে যান।"

মেয়েদের থাকার ঘর।

মারা আর মারিসা চুপচাপ আছে দেখে জো ধরে নিলে তাদের পছন্দমত ঘর তাদের কপালে জুটেছে। কিন্তু ন' নম্বর কামরায় ঢুকে তার দু'চোখ কপালে উঠল। মেঝে থেকে ফুটখানেক উঁচু একটা কাঠের চওড়া বেঞ্চের ওপর ময়লা চাদর আর বালিশ পেতে শোবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে বাড়ির কাজের লোকেদেরও তাতে শুতে ঘেন্না করবে। জানালা বলতে ঘরের এককোণে একটি বড়সড় চৌকোণা খোপ তার গায়ে ঝুলছে ভাঙ্গা কাঠের পাল্লা। তার ঠিক নিচে জলভর্তি একটা মাটির গামলা তার দু'পাশে দুটো ইঁট পাতা। একনজর তাকিয়ে জো বুঝল ঐখানেই তার মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরের চেহারা দেখে কান্না পেলেও অনেকটা পথ আসার ফলে সে তখন ভয়ানক ক্লান্ত তাই জামাকাপড় ছেড়ে সেই ময়লা বিছানাতেই শুয়ে পড়ল জো, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানা নেই একসময় মারিসার ডাকে জো-র ঘুম ভেঙে গেল। মারিসা দরজার বাইরে থেকে বলছে, "জো, উঠুন, কথা আছে।"

"সকাল হোক্" জো বলল, "এখন মেলা ফ্যাচফ্যাচ করো না।"

"সকাল হতে কি বাকি আছে," মারিসা বাইরে থেকে বলল, "চটপট একবার বাইরে আসুন।"

চোখ মেলতে জো দেখল চৌখুপির মত একমাত্র জানালা দিয়ে সত্যিই সকালের রোদ এসে ঢুকেছে ভেতরে। বিছানা থেকেনেমে দরজা খুলে জো দেখল সামনে মারিসা দাঁড়িয়ে।

"কি ব্যাপার?" জানতে চাইল জো।

"আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। ভারি মুশকিলে পড়েছি," মারিসা বলল, "আপনাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে এখান থেকে।"

"আহ্লাদ করে এতদূর নিয়ে এসে যে ঘরে আমায় থাকতে দিয়েছো মুদ্দো ফরাসরাও সে ঘরে ঢুকতে ঘেন্না পায়," জো রেগেমেগে বলতে লাগল, "এখন নিশ্চয়ই কোথাও গোল পাকিয়েছো তাই আমায় সরিয়ে দেবার ধান্দা। চলে যেতে ত বলছ, কিন্তু এই বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে আমি যাব কোথায় তা ভেবেছো?"

"সে আমি আগেই ভেবে রেখেছি।" আশ্বাস দিল মারিসা, "ও নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। মারার গাড়ি ত আছে, ওতে আমি আপনাকে সেণ্ট রাফায়েলে পৌঁছে দেব। ওখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে আপনি ভিলায় ফিরে যেতে পারবেন।"

"কিন্তু মারা কাল রাতেও এসব বলেনি, ওর সঙ্গে আমার একবার কথা বলা দরকার।"

"কার সঙ্গে কথা বলবেন," মারিসা জো-র পথ আটকে দাঁড়াল, "মারা? মাগী কি আর নিজের মধ্যে আছে? কাল এখানে এসে কোকেন নিয়েছে। গাঁজা মেশানো সিগারেট টেনেছে, তারপর রাতে শোবার আগে দুটো ঘুমের বড়ি গিলেছে। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বেড়ানো, কেনাকাটা, কিছুই আজ হবে না। বিকেল চারটে পাঁচটার আগে মাগীর ঘুম ভাঙ্গবে ভেবেছেন?"

"তাহলে তুমিই বলো," জো তাকাল মারিসার দিকে, "হঠাৎ আমাকে খেদানোর কি এমন দরকার পড়ল?"

"এ বাড়ির মালিক মঁশিয়ে ল্যাসকম্ব কাল রাতেই ফিরে এসেছেন," মারিসা বলল, "ঘরে ঢুকে মারার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন, ওদের দু'জনের কথা শুনে বুঝলাম আপনি যে আমাদের সঙ্গে আসবেন একথা মারা আগে থেকে ওঁকে জানায়নি। এদিকে এখন ওঁর জন্য পার্টি এসে গেছে, তাকে ঢোকানোর মত এ বাড়িতে এই একখানাই ঘর আছে। মারার মাথার ঠিক আছে। একটু ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন।"

"কমাঘেন্না বের করছি," জো গলা চড়াল। "ফিল্ম স্টার হবার সাধ চেপেছে, তাই নয়? দেখি ওকে ফিল্ম স্টার বানানোর মত স্ক্রিপ্ট কার হাত দিয়ে বেরোয়। আচ্ছা, মারিসা, সেন্ট ট্রোপেজে ক'দিন কাটানোর হোটেলে পাওয়া যাবে না?"

"আমি খোঁজ নিয়েছি, জো।" মারিসা বলল, "এইসময় হোটেল, সরাইখানা, সব জায়গায় আগে থেকে লোক ঢুকে বসে আছে।"

"তাহলে তুমি এখানেই থেকে যাচ্ছ, কেমন?" জো তাকাল মারিসার দিকে।

"আমি না থাকলে মারা পাগলিকে সামলাবে কে, বলুন," মারিসা বলল, "একমাস ওর সঙ্গে থাকার জন্য গিয়ানপেট্রো আমায় আগাম টাকা দিয়েছে। তবে আপনি চাইলে এই মুহূর্তে মারাকে একা ফেলে আপনার সঙ্গে আমি চলে যেতে পারি।"

থাক, ঢের হয়েছে, মনে মনে হাসল জো, মুখে বলল, "তার দরকার হবে না।" গলা নামিয়ে বলল, তোমায় চিনতে আমার বাকি নেই। "থাক মারিসা, আমি একাই যা পারি ম্যানেজ করে নেব তুমি এখানেই থাকো। তা তৈরি হবার জন্য আমায় মিনিট দশেক সময় দেবে ত?"

"নিশ্চয়ই" দুঃখী দুঃখী চোখে তাকাল মারিসা, "জো, বিশ্বাস করুন, গোটা ব্যাপারটা আমার এত খারাপ লাগছে।"

"লাগলেও করার কিছু নেই," জো হাসল, "এই জীবন!"

চৌত্রিশ

সেন্ট ট্রোপেজ থেকে গিয়ানপেট্রোর ভিলায় ফিরতে দুপুর দুটো বাজল। জো ট্যাক্সি থেকে নামতেই একজন কাজের লোক এগিয়ে এসে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "হুজুর, মঁশিয়ে ক্রাউন। মঁশিয়ে গিয়ানপেট্রো টেলিফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল জো, টেলিফোনের রিসিভার তুলে বলল, "হেলো, ফ্রাংকে, জো বলছি, ভাল আছেন ত?"

"জো," উল্টোদিক থেকে ভেসে এল গিয়ানপেট্রোর গলা, "কাজের লোকেরা বলল আপনি মারিসা আর মারার সঙ্গে সেন্ট ট্রোপেজে গেছেন।"

"ঠিকই শুনেছেন," জো বলল, "কিন্তু ওখানে আমার পোষাল না তাই ফিরে এলাম।"

"আপনি ভিলায় অনেক বেশি আরামে থাকবেন।"

"তাই ত মনে হচ্ছে," জো বলল, "কিন্তু মুশকিল হয়েছে মারাকে ফিল্মস্টার বানাবার জন্য যে ধাঁচের গল্প আপনি আমায় দিয়ে লেখাতে চাইছেন তেমন কোনও গল্প আমার হাত দিয়ে বেরোচ্ছে না। তাই আমি ঠিক করেছি স্ক্রিপ্ট ছেড়ে আমার পরের বই লেখার কাজে হাত দেব।"

"আপনি আমায় সত্যিই বাঁচালেন," গিয়ানপেট্রোর গলা শুনে জো-র মনে হল সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, "মারা একটা অপদার্থ উল্লুক বই কিছু নয়। হাজার ঘষামাজা করলেও ওকে ফিল্মস্টার বানানো যাবে না। নিজের চেষ্টা বলে ওর দিক থেকে কিছু নেই। ও চায় সবাই ওর হাতের নাগালে সব কিছু এগিয়ে দিক, ওর হয়ে সব কিছু করে দিক।"

"মনে হচ্ছে আপনি মারার ওপর চটে আছেন," জো বলল, "হঠাৎ এমন কি ঘটল?"

"সত্যি বলতে কি আমার নতুন একজন বান্ধবী জুটেছে," গিয়ানপেট্রো বলল, "মারাকে তাই আমার আর দরকার নেই। নতুন বান্ধবীর সঙ্গে আমায় দেখলে ও কি করবে ভাবতে মজা লাগছে।"

"ফ্রাংকো," জো বলল, "কাল সকালেই আমি চলে যাচ্ছি। আমার এডিটর আসছেন ওঁর সঙ্গে আমার উপন্যাস নিয়ে কিছু আলোচনা করতে হবে।"

"যেতে যখন হবেই তখন আপনাকে কি বলে আর ধরে রাখব," গিয়ানপেট্রো বলল, "তবে কখনও দরকার হলে আমায় ফোন করতে যেন ভুলবেন না।"

"সে ত একশোবার, আচ্ছা রাখছি, বিদায়, ফ্রাংকো," বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল জো। টেলিফোনের দেখাশোনার দায়িত্ব যার ওপর সেই কাজের লোকটিকে ডেকে জো একটা ফোননম্বর দিয়ে বলল, "লাইনটা পেলে আমায় ডেকে দেবে।" পোষাক পাল্টে সবে শুয়েছে জো এমন সময় কাজের লোকটি টোকা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল "মঁশিয়ে ক্রাউন, অপারেটর বলছে লাইন পেতে কম করে দু' ঘণ্টা লাগবে।"

"ঠিক আছে," জো বলল, দু'ঘণ্টা বাদেই না হয় চেষ্টা কোর।" লোকটা চলে যাচ্ছিল, জো তাকে ইশারায় ডেকে জানতে চাইল, "আমি কাল চলে যাচ্ছি। তোমাদের এই নাইস-এ কোনটি সেরা হোটেল বলতে পারো?"

"নেগ্রে স্কো, মঁশিয়ে ক্রাউন।"

"ক'দিনের জন্য ওখানে একটা ডাবল বেড রুম জোগাড় করে দিতে পারো?"

"মুশকিলে ফেললেন মঁশিয়ে। সিজন পড়ে গেছে, এখন সেরা দূরে থাক, উঁচা হোটেলগুলোতেও পা রাখার জায়গা মিলবে না।"

"ব্যবস্থা করতে পারে চেনাশুনো এমন কেউ নেই?"

"আমার এক ভায়রাভাই ঐ হোটেলের দারোয়ান," কাজের লোকটি হাসল, "ও চেষ্টা করলেই যে ব্যবস্থা চাইছেন তা হতে পারে।"

"ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলো," কাজের লোকের হাসির অর্থ বুঝে জো বলল, "ওকে বলো একটা ঘর জোগাড় করে দিতে পারলে ওকে পঞ্চাশ ডলার বখশিস দেব।"

"পঞ্চাশ ডলার! ইস্!" চাপাগলার হলেও কাজের লোকের আক্ষেপ জো-র কানে এল। ভায়রাভাই-এর সৌভাগ্যের নমুনা দেখে সে যে ক্ষোভ চাপতে পারছেনা তা জো-র বুঝতে বাকি রইল না। দুটো দশ ডলারের নোট লোকটার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "নাও, এবার একটু হাসো। শোন, আমি নিচে গেস্ট হাউসে গিয়ে মালপত্র গোছগাছ করছি। ঠিক দু'ঘণ্টা বাদে নিউ ইয়র্কের নম্বরে আবার ডায়াল করবে, লাইন পেলেই ওখানে দিয়ে দেবে।"

"তাই দেব মঁশিয়ে," বলে কাজের লোকটি হাসিমুখে বেরিয়ে গেল। খানিকবাদে জো গেস্ট হাউসে যেতে সে এসে বলল, "মঁশিয়ে ক্রাউন, টেলিফোনে ভায়রাভাই-এর সঙ্গে কথা বলেছি, ও বলল আপনার জন্য একটা ভাল ডবল বেড কামরা ও তৈরি রেখেছে।"

"তুমি আমায় উদ্ধার করলে!" জো হাসল, "তোমায় অজস্র ধন্যবাদ।"

"মঁশিয়ে ক্রাউন আপনার মালপত্র সব গোছগাছ করে ফেলুন," লোকটি বলল, "কাল সকালে ব্রেকফাস্টের পরে আমি নিজে আপনাকে নেগ্রেস্কোতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

"তোমার করুণার শেষ নেই," বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলল জো, "এখন আমি একটু ঘুমোব নিউ ইয়র্কের লাইন এলে ডেকে দিও," বলে জুতো না খুলেই গদিমোড়া ডিভানে শুয়ে পড়ল জো, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল।

অনেকক্ষণ বাদে বাইরের সূর্যের আলো জানালা দিয়ে চোখেমুখে পড়ায় জো-র ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ মেলে হাতঘড়ির দিকে তাকাতে দেখল মাত্র দেড়ঘণ্টা টানা ঘুমিয়েছে সে। ডিভান থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকল জো, চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে অনেকটা সুস্থবোধ

করল। ঘণ্টা বাজাতেই কাজের লোক ঘরে ঢুকল। "নিউ ইয়র্কের লাইন পেয়েছে? জানতে চাইল জো।"

"চেষ্টা করছি, মঁশিয়ে, এখন পাইনি। আপনি কি এখন কিছু খাবেন?"

সত্যিই প্রচণ্ড খিদেয় জো-র পেট জ্বলে যাচ্ছিল, সে জানতে চাইল। "লাঞ্চের ত দেরি আছে, এখন চটপট কিছু তৈরি করতে পারবে?"

"স্যাণ্ডউইচ আছে মঁশিয়ে, তাছাড়া খানিকটা চিকেনও হাতে আছে। আপনি ড্রিংকস কি নেবেন বলুন, ওয়াইন, না বিয়ার?"

"কোকাকোলা আছে?"

"আছে মঁশিয়ে ক্রাউন?"

"চিকেন স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এসো, সেইসঙ্গে একটা কোকাকোলা, একটা গ্লাসে বেশি করে বরফের কুচি মনে করে এনো।"

"এক্ষুণি নিয়ে আসছি, মঁশিয়ে।" কাজের লোক চলে যাবার মিনিটখানেক পরে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই কানে এল কাজের লোকের গলা, "মঁশিয়ে ক্রাউন, কনটেসা ব্যারোনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।"

"ঠিক আছে এখানে লাইন দাও," বলার সঙ্গে সঙ্গে কনটেসা ব্যারোনির চেনা মিহি গলা শুনতে পেল জো।

"হেলো অ্যানা ব্যারোনি বলছি," কনটেসার গলা ভেসে এল, ঐ গুণ্ডা বদমাশ ফ্রাংকোর ভিলায়, হেলো, অ্যানা ব্যারোনি বলছি, আমার গলা চিনতে পারছেন?"

"যাঁর পার্টিতে সেদিন এত আনন্দ করে এলাম সেই মহীয়সীর গলা কি এত শীগগির মন থেকে মুছে যায়?" খোসামুদে গলায় বলল জো। "ফ্রাংকো ওর বান্ধবীকে রাতারাতি ফিল্মস্টার বানাতে আমাকে দিয়ে একটা জুতসই গল্পের স্ক্রিপ্ট লেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমি করে উঠতে পারলাম না। যে কারণেই আসা তাই যখন করে উঠতে পারলাম না তখন এখানে আর থাকার কোনও অর্থ হয় না। তাই কাল সকালেই এ জায়গায় ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। আমার এডিটর নিউ ইয়র্ক থেকে আসছেন, ভাবছি এই ফাঁকে আমার পরের বই সম্পর্কে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা সব সেরে নেব।"

কনটেসার খিলখিল হাসি স্পষ্ট শুনতে পেল জো। হাসতে হাসতে মহিলা যেন গড়িয়ে পড়বেন। হাসি থামলে জানতে চাইলেন। "সিনর ক্রাউন, আপনার এডিটর পুরুষ না মহিলা?"

"অবশ্যই মহিলা," বলতে গিয়ে জো-র নিজেরও হাসি পেল।

"আমি আগেই আঁচ করেছিলাম।" ওপাশ থেকে কনটেসা বললেন।

"তা তিনি নিশ্চয়ই রূপবতী?"

"শুধু রূপবতী বললে কম বলা হবে," একটু ভেবে জো বলল, "আমার চোখে তিনি এক রুচিসম্পন্ন রূপ সচেতন রূপবতী।"

"এই প্রথম খাঁটি লেখকের মত রূপের তুলনা দিলেন," কনটেসা বললেন, "যাক ওসব, আপনি হয়ত জানেননা যে ইটালিতে আপনার বই-এর প্রকাশক আমিই।

"আমার বই আপনি পড়েছেন?"

"না, সত্যি বলছি বই পড়ার ধৈর্য আমার নেই। আমার একখানা মাঝারি ইয়াট আছে, ওখান থেকেই আপনাকে ফোন করছি। ইয়াটে আমার সঙ্গে উইক এণ্ড কাটানোর নেমন্তন্ন করে রাখ[illegible] নন, আপনার এডিটরকে নিয়ে আসবেন। মহিলা কেমন রুচিশীলা রূপবতী কাছ থেকে [illegible] দেখবার খুব সাধ হচ্ছে।"

"আমার আসতে কোনও বাধা নেই," জো বিগলিত গলায় বলল, "কিন্তু আমার এডিটর কট্টর রক্ষণশীল ধাঁচের মহিলা তাই ওঁকে নিয়ে যেতে পারব কি না তা এখনই বলতে পারছি না।"

"রক্ষণশীল। ভাল বলছেন!" কনটেসার হাসিতে ফেটে পড়ার আওয়াজ জো-র কানে এল।

"আমার সঙ্গ যখন আপনার ভাল লেগেছে তখন আপনার এডিটরেরও খারাপ লাগবে না। বরং সময়টা আপনার চেয়ে ওঁরই বেশি ভাল কাটবে। আমার প্রকাশন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর তাঁর স্ত্রী দু'জনেই থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে আপনার এডিটরের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।"

"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ," জো বলল, "কিন্তু ওঁর প্লেন কখন পৌঁছোবে সে খবর এখনও পাইনি। হয় পরশু নয়ত হপ্তার শেষ নাগাদ উনি এসে পৌঁছোবেন বলেই আমার ধারণা।"

"যেদিনই আসুন আমায় মনে করে খবর দেবেন," কনটেসা বললেন, "পোর্ট দ্য অ্যান্টিবস-এ ক্যাপটেনের অফিসে ফোন করলেই ওরা আমার ইয়টে লাইন দেবে।"

"তাই হবে," জো বলল। "আশা করছি শুক্রবার নাগাদ আপনাকে খবর দিতে পারব, ছাড়ছি তাহলে।"

"দেখা হবে," হাসিমাখা আদুরে গলায় চুমুর শব্দ তুলে কনটেসা লাইন ছাড়লেন।

মালপত্র গোছগাছ শেষ করতে করতে জো-র পুরো দু'ঘণ্টা লাগল। এরপর একবার চেষ্টা করতেই টেলিফোনে লরাকে পেয়ে গেল।

"গলার আওয়াজ কেমন কেমন লাগছে যে।" জো বলল, "ঘুমুচ্ছিলে?"

"ঠিক তাই," লরার জবাব ভেসে এল, "এখানে রাত বারোটা অনেকক্ষণ আগে বেজে গেছে, কিছু গোলমাল হয়নি ত?"

"কোনও গোলমাল নেই," বলেই হাসল জো, "হ্যাঁ, তুমি এখানে নেই তাই সব গোলমাল পাকিয়ে গেছে।"

"দশ তারিখ ত এখনও হয়নি," লরা বলল, "দশ তারিখে আমায় টেলিফোন করতে তোমাকে বলেছিলাম।"

"শোন, আজ যে পাঁচ তারিখ তা আমি বিলক্ষণ জানি," জো বলল, "আমি এখন নাইস-এ আছি, এখান থেকে টেলিফোনে তোমায় পেতে আমার পুরো দু'ঘণ্টা লেগেছে। দশ তারিখ পর্যন্ত বসে থাকতে গেলে সেটা পনেরোতে গিয়ে দাঁড়াতো। তখন তোমার বা আমার কারও হাতে সময় থাকবে না। তাই আমি চাই তুমি এক্ষুণি চলে এসো।"

"বই-এর কাজ কিছু করেছো?"

"আজ্ঞে না," জো বলল, "এক ইটালিয়ান ছবির প্রযোজকের পায়ে পায়ে ঘুরেছি যদি তাঁকে দিয়ে আমার একখানা গল্পের ছবি তোলাতে পারি এই আশায়। ত শেষকালে দেখলাম তা হবার নয়, লোকটা পাজির পাঝাড়া। বই-এর কাজে আমি হাত দেব। কিন্তু তা শুরু করতে হলে তোমার সাহায্য চাই।"

"সানটিনি তোমার পাওনা মিটিয়েছেন?"

"একটা রবারের চেক উনি আজই দিয়েছেন পাঁচহাজার ডলারের ব্যাংকে দিলেই বাউনস হবে। মুখে ভরসা দিয়েছেন আমেরিকায় উনি নিজে ছবি ডিসট্রিবিউশানে নামলে বাকিটা মেটাবেন। ওঁর মতে এ ছবি কম করে দশ লাখ ডলার আনবে।"

"সেদিক দিয়ে খুব ভুল বলেন নি," লরা বলল, "ইটালিতে ছাড়বার আগে ছবির দুটো প্রিন্ট উনি এখানে পাঠিয়েছিলেন। এখানকার অনেক বড় ডিসট্রিবিউটর ছবিটা দেখেছে। এ জে নিজেও দেখেছে। ক্যাথির মুখ থেকে শুনলাম এজে হয়ত একটা প্রিন্ট কিনতে পারে।"

"ভাল জো বলল এজে কিনলে আমি আমার পাওনা টাকা পাব ওটাই দাঁড়াচ্ছে।"

"তোমার পাওনা টাকা তুমি ঠিক পাবে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই," লরা বলল "তোমার অ্যাকাউন্ট এতদিন আমি সামলেছি এবার থেকে ওটা দেখবেন পল গিটলিন। উনি তোমার অ্যাটর্নি হলেও তোমার এজেন্ট হিসাবে কাজকর্ম করেবেন।। উনি আমার বহুদিনের চেনা, লোকটি সত্যিই ভাল।"

"তাহলে তুমি কি করবে?" লরার কথা শুনে অবাক হল জো।

"আগে বলেছিলাম।"

"অনেকদিন আগে বলেছিলাম বড় প্রকাশকের প্রতিটার হবার আমার দুর্দিনের সাধ মনে পড়ে? এবার সে সাধ মেটার সুযোগ এসেছে আমি ডাবলেডেতে এডিটারের চাকরি পেয়েছি। তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে ঠিকই তবে এবার থেকে আমি তোমার এডিটর হব, আর এজেন্ট থাকব না।"

ওপাশ থেকে লরা জবাব দিল না।

"তাছাড়া আমি তোমাকে আমার পাশে চাই।" আচমকা কেউ যেন কথাটায় জোকে বাধা দিল।

"যেসব মেয়েদের নিয়ে তুমি খেলাধুলো করো আমি তাদের অন্যতম হতে চাই না।"

"অন্যতম নয়," জো বলল, "তুমি যে আমার প্রিয়তমা তা এতদিনে মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। আর যারা ছিল তারা সবাই মিলিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে ঠিক গতকালের মত। আর ওদের নিয়ে নয়, এতদিন আমি শুধু নিজের সঙ্গেই খেলাধুলো করেছি। তোমায় টেলিফোনে ডাকলাম কারণ তোমাকে আমার বড্ড দরকার। আমার ক্ষমতার দৌড় কত, আমি কি করতে পারি এসব কিছুই আমার জানা নেই, তবে ছবির চিত্রনাট্য লেখার সাধ যে আমার আর নেই তা বিলক্ষণ জানি। আমি এবার সত্যিই খাঁটি লেখক হতে চাই। আর তাই তোমাকে আমার দরকার। শুধু আমার জন্য নয়, লেখার কাজে আমাকে সাহায্য করতে।"

"তুমি কি মন থেকে এসব বলছ?" লরার গলা ভেসে এল, "আমি কবে গেলে তুমি খুশি হবে?"

"আগামিকাল?"

"আজ মঙ্গলবার", লরা বলল, "শুক্রবার পৌঁছোলে কেমন হয়?"

"সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও," জো বলল, "নাইস এয়ারপোর্ট থেকে আমি তোমায় তুলে নেব। তার আগে উঠব এখানকার সেরা হোটেল নেগ্রেস্কো হোটেলে। ডবল বেড কামরা বুক করাই আছে।"

"জো," লরার গম্ভীর গলা ভেসে এল, "আমি কিন্তু কোনও ভুল করতে চাই না।"

"ভুল হবে না", জো জবাব দিল। "কথা দিলাম।"

·

পরদিন সকালে ফ্রাংকোর কাজের লোক গাড়ি চালিয়ে জোকে নিয়ে এল নেগ্রেস্কো হোটেলে। তার ভায়রাভাই হোটেলের সেরা একখানা ডবল বেড রুম পাইয়ে দিল জোকে। ঘরখানা ছ'তলায়, টাকাকড়ি জমা দিয়ে লিফটে চেপে ছ' তলার ঘরে ঢুকে সামনের দিকে তাকাতেই দুচোখ জুড়িয়ে গেল—মাঝারি আকারের ঘরে পাশাপাশি জোড়া খাট, তার ওধারে

কাচের দরজার ওপাশে একফালি বারান্দা আর তার ওপারে দুনিয়ার সেরা সমুদ্র ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি।

"আমাদের আমেরিকান বোর্ডারদের প্রায় সবাইকেই জোড়া খাট পছন্দ করতে দেখেছি," জো একদৃষ্টে খাটদুটোর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে হোটেলের রুম ক্লার্ক মুচকি হেসে বলল। কথাটার মানে আঁচ করে জো একটা একশো ফ্রাংকের নোট গুঁজে দিল তার জামার পকেটে। রুম ক্লার্ক টেলিফোনে নির্দেশ দেবার পরে একজন পোর্টার একতলা থেকে জো-র মালপত্র ওপরে নিয়ে এল। পোর্টেবল টাইপরাইটারখানা বাক্স থেকে খুলে জো জানলার সামনে রাখা ডেসকে রাখল। ব্রিফ কেস খুলে একতাড়া সাদা কাগজ রাখল তার পাশে। উপন্যাসের একটা ভাল আইডিয়া মাথায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তার উপন্যাসের বিষয়বস্তু হবে হলিউড। হলিউড নিয়ে গাদাগাদা উপন্যাস লেখা হয়েছে একথা অনেককে বলতে শুনেছি জো।

ও কথায় মোটেও কান দেবে না সে। ফিল্মস্টার, তাদের গ্ল্যামার, প্রেম ভালবাসা, এসব নয়। এইসবের আড়ালে মদ, মাদক আর গণিকা, তার উপন্যাসে এরাই ঠাঁই পাবে। হলিউডের ফিল্মি দুনিয়ার কথা উপন্যাসে কিছুই বলবে না সে।

টেলিফোন বাজতেই জো-র চমক ভাঙ্গল রিসিভার তুলতেই কানে এল লরার সুরেলা গলা, "কি গো আমি শুক্কুরবার গেলে হবে ত?"

"নিশ্চয়ই।"

"এখন কি করছ? নেগ্রেস্কো হোটেলে পৌঁছে গেছো?"

"হ্যাঁ।"

"আমি তাহলে শুক্কুরবার পৌঁছোচ্ছি?"

"চলে এসো, এখানে থাকার ব্যবস্থা চমৎকার। আশেপাশে যত হোটেল আছে কোথাও জায়গা নেই, অনেক চেষ্টা করে এখানে ঠাঁই হল। একটাই অসুবিধে জোড়া খাটে শুতে হবে।"

"আমি দু'বছর ফ্রান্সে কাটিয়েছি," লরা বলল, "ও আমি ঠিক সামলে নেব।"

"আমি কিন্তু তোমায় দেখব বলে ছটফটিয়ে মরছি," জো বলল, "এয়ারপোর্টে তোমার অপেক্ষায় থাকব।"

"আমারও একই অবস্থা," বলে লরা লাইন ছেড়ে দিল। রিসিভার নামিয়ে রেখে টাইপরাইটারের দিকে তাকাল জো, দেখল এর মাঝে চারপাতা লেখা হয়ে গেছে। রাত আটটা। কাঁটায় কাঁটায় রাত আটটা হলেও সূর্য এখন জ্বলজ্বল করছে পশ্চিমে। জো-র মনে পড়ল আজ দুপুরে তার খাওয়াই হয়নি, খিদেয় পেটে মোচড় দিচ্ছে। রিসিভার তুলে হোটেলের দারোয়ানকে ডাকল সে। "মঁশিয়ে ক্রাউন," দারোয়ানের গলা ভেসে এল, "ম্যাক্স বলছি, আমার ভায়রাভাই আপনাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছে।"

"বাঃ, তুমি এখনও আমায় ভোলনি দেখছি," জো বলল, "শোন, ভীষণ খিদে পেয়েছে, ভাল ডিনার কোন রেস্তোরাঁয় গেলে মিলবে বলতে পারো?"

"আজ্ঞে আমাদের হোটেলের রেস্তোরাঁর নাম আছে," ম্যাক্স বলল, "আজ ডিনার খেলেই বুঝতে পারবেন।"

"বেশ," জো বলল, "রাত ন'টা নাগাদ আমার জন্য একটা টেবিল রিজার্ভ করতে পারবে?"

"আপনি একা?"

"হ্যাঁ।"

"করব, মঁশিয়ে ধন্যবাদ," দারোয়ান লাইন ছেড়ে দিতে জো রিসিভার নামিয়ে রাখল। খানিক বাদে স্নান করে পোশাক পাল্টে একতলায় যাবে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

"জো? আমি মারিসা?"

"বুঝতে পেরেছি, কি ব্যাপার?"

"মারা চাইছে আপনি ভিলায় ফিরে আসুন।"

"চাইছে বুঝি? আমার হয়ে ওকে বলো মঁসিয়ে ক্রাউন তোমায় জাহান্নমে যেতে বলেছেন।"

"ও বলছে আপনি ফিরে না এলে গিয়ানপেট্রো আপনার ওপর ভীষণ রেগে যাবে, হয়ত পরে সামনে পেলে আপনাকে বেদম ধোলাই দেবে।"

"ওসব ওর মনগড়া কথা, মারিসা।" জো ব্যাজার গলায় বলল, "ফ্রাংকো গিয়ানপেট্রোর সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে, আমি ভিলা ছেড়ে চলে আসায় ও মোটেও রাগ করেনি।"

"আপনি এবার তাহলে কি করবেন?" একটু থেমে জানতে চাইল মারিসা।

"আমার এডিটার কাল সকালে আসছেন।" মারিসাকে এড়াতে ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল জো, "তারপর আমার নতুন বই লেখার কাজে আমরা হাত দেব।"

"দুঃখিত জো", মারিসা বলল, "সত্যিই আপনাকে আমার ভাল লেগেছিল। এভাবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হল বলে খুব খারাপ লাগছে।"

"তোমাকে এখনও আমি মনে রেখেছি," জো বলল, "অল্প হলেও আমাদের দিনগুলো ভালই কেটেছে। হয়ত আবার কোনদিন দেখা হবে, রাখছি। গুড লাক।"

"গুড লাক," রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে লিফটে উঠল জো, একতলায় পৌঁছে কোনদিকে না তাকিয়ে ঢুকে পড়ল ডিনার হলে।

চারদিন বাদে নাইস এয়ারপোর্টের বারে বসে স্কচে চুমুক দিতে দিতে ক'দিন আগের এইসব ঘটনাই তোলপাড় করছিল জোর মনে। খানিক আগেই প্রথমে ফরাসিতে, তারপর ইংরেজিতে ঘোষিকা জানিয়েছে আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় লরার প্লেন ল্যাণ্ড করতে কম করে দু'ঘণ্টা দেরি হবে।

পঁয়ত্রিশ

"সত্যিই অদ্ভুত লাগছে," পোর্টার মালপত্র নামিয়ে রেখে চলে গেছে খানিকক্ষণ আগে, কাঁধের ঝোলাটা একপাশে রেখে হালকা পা ফেলে শোবারঘরের ওপাশে একফালি সরু ব্যালকনির দিকে এগোতে এগোতে লরা শেলটন যেন আপনমনে বলে উঠল, "এমন চমৎকার পরিবেশে তোমার সঙ্গে দেখা হল বিশ্বাস করতেই মন চাইছে না। যা কিছু দেখছি সব স্বপ্নের মত ঠেকছে।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?" বলতে বলতে হাসিমুখে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল জো, ছিপি খুলে বোতল থেকে দুটো গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল, একটা গ্লাস লরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটায় চুমুক দিলেই সব বিশ্বাস হবে, দেখে নিয়ো, মনে হবে স্বপ্ন নয়, যা কিছু দেখছ সব সত্যিই রিভিয়েরায় স্বাগতম, লরা শেলটন", বলে গ্লাসে চুমুক দিল জো।

"মালটা বেড়ে," একটু শ্যাম্পেন চাখল লরা, "তুমি ত আমার জন্য অনেক আয়োজন করেছো দেখছি—প্লেন থেকে নামতে না নামতে হাতে গোলাপের তোড়া তুলে দিয়েছো, এখানে শ্যাম্পেনের আয়োজন করেছো, শ্যাম্পেনের বোতল সাজিয়ে রেখেছো। না, তুমি দেখছি দারুণ রোমান্টিক। কিন্তু তুমি নিজে কি তা জানো?"

"জানি না," জো হাসল, "জেনে কাজও নেই, তুমি আমার কাছে এসেছো এতেই আমার খুশি উপচে পড়ছে।"

"খুশি আমিও হয়েছি, জো," কাছে এসে জো-র গালে চুমু খেল লরা, "অজস্র ধন্যবাদ, কিন্তু এবার আমায় ভাল করে চান করতেই হবে, ঘামে জামাকাপড় সব চামড়ার সঙ্গে সেঁটে গেছে। একটানা আঠারো ঘণ্টা ছিলাম প্লেনে, ভাবতে পারো? জিরোনো নেই, হাত পা টানটান করা নেই, খালি সময়কে টেক্কা দিয়ে আকাশের বুকে দৌড়োনো।" জোড়া খাটের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল লরা, আমি কোনটায় শোব?"

"বেছে নাও যেটা খুশি," দরাজ গলায় বলল জো, "আমার একটা পেলেই হল।"

"যেটা বাথরুমের কাছে আমি সেটা নিচ্ছি," শ্যাম্পেনের গ্লাস নামিয়ে ঝোলার ভেতর থেকে প্রসাধনীর বাক্স বের করল লরা, বাথরুমে বাড়তি বাথরোব আছে ত?"

"আছে," জো ঘাড় নাড়ল।

"তাহলে এইবেলা চানটা সেরে নিই, আমার বেশি দেরি হবে না।" বলে বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা আঁটল লরা। স্নান সেরে বেরিয়ে এসে লরা দেখল 'ডোন্ট ডিসটার্ব', লেখা একটা ছোট প্লাস্টিকের বোর্ড দরজার বাইরে ঝোলাচ্ছে।

"বলো কেমন চান হল," বাথরুমের ওধার থেকে তীক্ষ্ণ চোখে লরার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল জো। "শরীর ঝরঝরে লাগছে?"

"চান করে ভাল লাগছে ঠিকই," লরা বলল, "এবার খানিকক্ষণ একটানা বিশ্রাম না করলে শরীর ঝরঝরে হবে না।" বলে বাথরোব পরেই খাটের নরম গদির ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল লরা।

জুতো জোড়া খুলে লরার দিকে তাকিয়ে জো বলল, "জামাকাপড় সব খুলে শুধু আণ্ডারপ্যাণ্ট পরে শুলে কিছু মনে করবে না ত?"

"বোকার মত কথা বোল না!" ঝাঁঝিয়ে উঠল লরা, চাদরের নিচে বাথরোব খুলে পায়ের কাছে ছুঁড়েফেলে বলল, "এই বিশ্রি গরমে তোমার জামাকাপড় পরে শোয়া মোটেও চলবে না। শোবার সময় গায়ে কিছু থাকলে রক্ষা রাখব না বলে দিচ্ছি!" হাসি চেপে দু'চোখ পাকিয়ে আগাম হুঁশিয়ারি দিল লরা।

একটি কথাও না বলে জানালার পর্দা পুরোপুরি টেনে দিল জো। ঘর আঁধার হতে কোনদিকে না তাকিয়ে পাশের খাটে শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে। চোখ বুজলেও ঘুম এল না, পাশের খাটে শোয়া লরার নাক নিঃশ্বসের তালে থেকেথেকে ডেকে উঠছে। কিছুক্ষণ কান পেতে সেই নাক ডাকার আওয়াজ মন দিয়ে শুনল জো। তার ধরাছোঁয়ার বাইরে এতটা দূরে পড়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে লরা কিন্তু তার নিজের গায়ের জ্বলুনি এতটুকু কমছে না। জো-র খালি গা। পরনে শুধু খাটো শর্টস। এদিকে তলপেটের নিচের দানব শিশু যে অনেকক্ষণ আগে ঘুম ভেঙ্গে দাপাচ্ছে তা লরা ঘুমোবার আগেই টের পেয়েছে জো, অনেক কসরত করেও ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করতে পারছে না। তার ফলে নিজের ওপর ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। লরার দিকে পেছন ফিরে এবার ডানপাশে কাত হল জো, লরার ঘুম আর অন্যান্য আজেবাজে চিন্তাভাবনা মন থেকে সব ঝেঁটিয়ে দূর করার চেষ্টা করল। এরই মাঝে খাটের ওপাশে টেবিলে রাখা টেলিফোনটা দুবার বেজে উঠল কোঁ কোঁ করে। লরার ঘুম ভাঙ্গার আগেই বাঁ দিকে পাশ ফিরল জো। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে গলা নামিয়ে বলল, "হেলো!"

"জো! আপনার এডিটরের নৌকো ভিড়েছে?"

কনটেসা ব্যারোনি বয়সের ছাপ যতই পড়ুক এক অদ্ভুত সুরেলা মোহিনী মায়া তাঁর কণ্ঠস্বরের পরতে পরতে এখনও জড়ানো যার জুড়ি মেলা ভার। এই বয়সে মেয়ে ও কম ঘাঁটল না জো, কিন্তু কনটেসা ব্যারোনির মত এমন শিষ্ট সভ্যভব্য রসিকতা করার ক্ষমতা চেনাজানা আর কোনও মহিলার মধ্যে চোখে পড়েছে বলে তার মনে পড়ে না।

"মহিলা খানিক আগেই এসে পৌঁছেছেন, কনটেসা," হাসিমাখা চাপা গলায় বলল জো, "আপাততঃ পাশের খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন আর থেকে থেকে ফোঁত্ ফোঁত্ করে নাক ডাকছেন।"

"আহা, কি অপূর্ব সুখের মুহূর্ত!" এতদূর থেকে কনটেসার গলার ঝংকার তোলা হাসি শুনতে পেল জো, "শুনলে সত্যিই ঈর্ষা হয়। আপনার পাশের খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন মানেই মহিলা সুখস্বপ্নে বিভোর হয়েছেন আর তাই ওঁর নাক ডাকছে। যাক, এবার মন দিয়ে শুনুন। আপনি আর উনি মানে আপনার এডিটর মহোদয়া, আপনাদের দুজনকেই আমার ইয়াটে লম্বা উইক এণ্ড কাটানোর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আগামিকাল দুপুরে আমার জাহাজ পাল তুলে পাড়ি দেবে।"

"আজ সন্ধ্যে নাগাদ আপনাকে একবার টেলিফোন করতে পারি?" গদগদ গলায় বলল জো, "দু'জনে সত্যিই যেতে পারব কিনা তখনই জানিয়ে দেব।"

"তাই দেবেন, ছাড়ছি তাহলে।" জো রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল লরা, সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। খালি গায়ের ওপর থেকে চাদরটা যে সরে গেছে তা তখনও তার চোখে পড়েনি।

"কে কথা বলছিল," জানতে চাইল সে, "কার টেলিফোন?"

"কনটেসা ব্যারোনি," জো বলল, "উনি আমাদের দু'জনকে ওঁর ইয়াটে লম্বা উইক এণ্ড কাটানোর নেমন্তন্ন করেছেন।"

এইটুকু বলেই তলপেটে চাপ দিয়ে উপুড় হল জো ; তার দানব শিশুর দাপাদাপি লরাকে এই মুহূর্তে দেখাতে চায় না সে।

"কনটেসা ব্যারেন্দ্বনি?" লরা একটু ভেবে বলল। "নামটা চেনা চেনা লাগছে।"

"লাগাই স্বাভাবিক," জো বলল, "আমার বইয়ের ইটালিয়ান স্বত্ব যে প্রকাশন সংস্থা কিনেছে ব্যারোনি তাদেরই নাম। যাঁর কথা বলছি তিনি একাই ঐ সংস্থার মালিক। এছাড়া আরও কত কিছু যে উনি কিনে বসে আছেন তা আমার জানা নেই।" বলতে বলতে বিছানার নরম গদির আরও ভেতরে সেঁধিয়ে গেল জো, আমার সবশেষ একটা গল্প নিয়ে সানটিনি ছবি তুলেছিলেন মনে আছে? কনটেসা ব্যারোনি ঐ ছবি তোলার পুরো টাকা জুগিয়েছিলেন। ছবি শেষ হবার পরেও আমার পাওনা টাকা সানটিনি দেননি, মেরে দেবার তালে ছিলেন। কনটেসা তাই জেনে ফ্রাংকো গিয়ানপেট্রো নামে ওঁর এক পোষা গুণ্ডাকে দিয়ে সানটিনিকে ঠেঙিয়ে আমার পাওনা টাকা আদায় করে দেন। সেই থেকে আমি ওঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।"

"বাপরে!" লরা জিভ দিয়ে আওয়াজ করল, "রীতিমত মহীয়সী মহিলা বলতে হয়। তা ওঁর সঙ্গে আলাপ হল কি করে? নিশ্চয়ই ওঁরই দেয়া কোনও পার্টিতে? আমি জানি, টাকাকড়ির ত অভাব নেই, তাই মন চাইলেই পার্টি দেন। যাকে পান তাকেই নেমন্তন্ন করে খাওয়ান। এদিক দিয়ে ওঁর সত্যিই সুনাম আছে।"

"ঠিকই ধরেছো," জো বলল, "কনটেসার দেয়া এক পার্টিতে সানটিনি ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। বলতে বাধা নেই, প্রথম পরিচয়েই আমায় ওঁর ভাল লেগে যায় আমার

ধারণা প্রথম পরিচয়ে সেই ভাললাগার কারণেই কনটেসা আমার বইয়ের ইটালিয়ান স্বত্ব কেনার হুকুম দেন ওঁর প্রতিষ্ঠানকে। ভাল কথা, কনটেসা তোমায় বলতে বলেছেন ওঁর প্রকাশন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টরও নিজের বৌকে নিয়ে ওঁর ইয়াটে উইক এণ্ড কাটাতে যাচ্ছেন।"

"এবার একটা সত্যি কথা বলোত," জো-র চোখে চোখ রাখল লরা, "তুমি কি ঐ কনটেসার সঙ্গেও রাত কাটাচ্ছো?"

"হা কপাল! শেষপর্যন্ত তুমি আমায় এই ঠাওরালে?" লরার প্রশ্ন শুনে তিড়িং করে বিছানায় উঠে বসল জো। খনিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "না, সে ভয় নেই। ওঁর যা খিদে তা মেটানোর মুরোদ আমার নেই। শুধু আমি, কেন, কোনও ব্যাটাছেলেরই সে মুরোদ নেই। কনটেসার ধরণধারা সব উল্টো, ওঁর আবার কমবয়সী যুবতী না হলে চলে না। বুঝতেই পারছো উনি কি ধাঁচের মহিলা।"

"তাহলে তোমার এই দশা কেন," জো-র চোখ থেকে চোখ নামাল লরা, দেখল তার তলপেট শর্টসের ভেতর থেকে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, কাপড় যেন ছিঁড়ে ফেটে যাবে, সেদিকে ইশারা করেই প্রশ্ন করল সে। "ধ্যাত্!" জো লজ্জা পেল, বালিশটা তুলে তলপেটের ওপর চেপে বলল, "কনটেসা নয়, এর জন্য দায়ী তুমি। প্লেন থেকে তোমায় নামতে দেখে সেই যে আমার পারা চড়েছে তারপর নামা দূরে থাক বরং চড়েই যাচ্ছে ধাপে ধাপে। আমাকে ত খুব বলা হচ্ছে, এদিকে নিজের দশাটা একবার দেখেছো? এই অবস্থায় কোনও মেয়েকে মুখোমুখি পেলে কার না গরম না হয় বলতে পারো?"

আড়চোখে তাকাতে দেখল তার গায়ের চাদর মেঝেতে পড়ে আছে, এই মুহূর্তে তার পরনে কিছুই নেই, চাদরটা মেঝে থেকে তোলার কোনও তাগিদ বোধ করল না লরা, জো-র সামনে উলঙ্গ অনুভব করল না।

"তাই বলো," লরা হাসল। "এই তাহলে ব্যাপার! অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছি তুমি কেমন যেন চাপা অস্বস্তিবোধ করছ!"

"ঠিকই লক্ষ্য করেছো," সায় দিল জো।

"এত লজ্জায় আর কাজ নেই বাপু," হাসল লরা। "বালিশ সরাও, তারপর খুলে ফেল তোমার শর্টস। তলপেট এখন ফুলে উঠেছে এরপর আবার হার্নিয়া না হয়!"

লরার দিক থেকে এই তাগিদটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল জো। তার অনুমতি পেতেই একলাফে মেঝেতে দাঁড়িয়ে শর্টস খুলে ফেলল সে।

"বাঃ, এবার খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়!" লরার হাসিমাখা গলায় একরাশ প্রশংসা উপচে পড়ল, "তুমি একা নও, তোমার ওটাও দারুণ, কম করে আট ন' ইঞ্চি ত হবেই।"

"তা হবে," জো বলল, "আমি কখনও মেপে দেখিনি।"

"বাঃ, কি সুন্দর!" অভিভূত গলায় বলল লরা, "কি অদ্ভুত সুন্দর! আবরণের আড়ালে তোমার যে ওটা এমনই দেখতে এমন একটা অনুভূতি আমার আগেই হয়েছিল, আর ঠিক সেই কারণেই আমি এতদিন নিজেকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। শুধু কাজকর্মের সীমানায় তোমার আর আমার সম্পর্ক বেঁধে রাখতে চেয়েছি।"

"আর এখন?" জানতে চাইল জো, "এখনও কি সেই পুরোনো কাজকর্মের মধ্যেই নিজেদের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখতে চাও?"

"এ কথাও মুখ ফুটে বলতে হবে?" তার মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ হাসল লরা, "এত টাকাকড়ি খরচ করে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যে উড়ে এলাম তা কি শুধু তোমার বই লেখার কাজে সাহায্য করতে?"

"লরা!" অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল জো, "সত্যি বলছ? এসব কথা সত্যিই মন থেকে বলছ তুমি? তাহলে এতদিন আমায় পাত্তা দাওনি কেন? হঠাৎ নিজেকে পাল্টাতেই বা চাইছো কেন?"

"কেন পাল্টাতে চাই জানতে চাও?"

কাঁদো কাঁদো গলায় লরা বলল, "একটানা আটবছর একটা এজেন্সিতে মাথা গুঁজে কাজ করেছি, তাদের যতসব সৃষ্টিছাড়া নিয়ম মেনে চলেছি অন্ধের মত। কেন মানতে হবে এ প্রশ্ন একবারের জন্যও করিনি।" জল ভরা চোখ মেলে জো-র মুখের দিকে তাকাল লরা, "আরও শুনবে? এই একই সৃষ্টিছাড়া নিয়মের ফাঁসে বাঁধা পড়তে হবে জেনেই নতুন চাকরিটা হাতে পেয়েও নিইনি, ছেড়ে দিয়েছি।"

"তাইত," জো বলল, "তাহলে এবার তুমি কি করবে ঠিক করেছো?"

"কি করব জানতে চাও?" বলেই হাত বাড়িয়ে জো কিছু আঁচ করার আগেই খপ করে তার পুরুযাঙ্গ হাতের মুঠোয় চেপে ধরল লরা। "এই করে বেড়াব। আর চাকরি জীবনে বাঁধা পড়ব না জো। এবার থেকে আমি বাঁধন ছাড়া মুক্ত জীবন কাটাব, তোমারই মত। আমায় নিয়ে যা ইচ্ছে যত ইচ্ছে করতে পারো তুমি। আজ আর আমি বাধা দেব না। সরেও দাঁড়াব না। খবরের কাগজে তোমার কথা অনেক পড়েছি, জেনেছি জীবনের পরিপূর্ণতাকে খুঁজে বের করতেই তুমি তা পুরোপুরি উপভোগ করছ। জেনেছি চার দেয়ালের ঘেরাটোপে নয়, খোলা আকাশের নীল চাঁদোয়ার নিচে, মানুষকে নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছো তুমি। জো, তোমার মতই মানুষ, তার মুক্ত জীবনযাপন, পার্টি, এই সবের মধ্যে বাকি জীবনটা কাটাতে চাই আমি। এতদিন যে জীবন কাটিয়ে এসেছি তার একঘেয়েমির খোলস থেকে এবার বরাবরের মত বেরিয়ে আসতে চাই আমি। জো, দোহাই তোমায়, পুরোনো জীবনে ফিরে যেতে আর তুমি বাধ্য কোর না আমায়।" বলতে বলতে ক্লান্ত বোধ করল লরা, বসে পড়ল খাটের একধারে।

জো বসল তার পাশে, লরার দু'পায়ের মাঝখানে হাত দিয়ে বলল, "একি, তোমার খুকুমণির যে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে দেখছি, বেচারির জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। দ্যাখো, ওর গাটা কেমন ভিজে উঠেছে দ্যাখো!"

"তুমি ওকে একবার চুমু খাও, জো," তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল লরা, "জানো, গত প্রায় ছ'বছর ধরে এক চ্যাংড়া উকিল আমায় বিয়ে করবে বলে শুধু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। বারকয়েক রাতে পাশে নিয়ে শোয়া ছাড়া আর কোনও সুখ আমায় দেয়নি সে, তাও শোবার আগে 'কণ্ডোম' লাগাত হতভাগা। আমার খুমমণিকে একবার চুমু খাবে এমন কাউকে এজন্মে পেলাম না।" বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল লরা।

"এবার পেয়েছো," বলল জো, "খুকুমণিদের চুমু খেতে আমি খুব ভালবাসি," বলে লরার দুই পায়ের ফাঁকে নিজের মুখ গুঁজে দিল জো, "আরে রাম! একি কাণ্ড!" মুখ না সরিয়ে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল জো, "আমার মুখের ভেতর তোমার খুকুমণি দেখচি বেড়েই যাচ্ছে। আগে ত এমন দেখিনি।"

"চোপ্!" দু'হাতে মাথার চুল মুঠো করে ধরে জো-র মাথাটা এপাশ থেকে ওপাশে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল লরা।

"এ সময় একদম কথা বলবে না! একটা আওয়াজ করে দ্যাখো। তোমায় খুনই করে ফেলব!"

দাঁড়াও, তোমার মজা বের করছি। মনে মনে কথাগুলো বলে মুখ তুলে লরার দিকে তাকাল জো, দেখল লরার দু'চোখ বোজা, উত্তেজনার পুলকে শরীর কেঁপে উঠছে থরথর করে, আর

দেরি করল না জো, দু'হাতে লরার উরু দুটো ফাঁক করে বিছানায় চিত করে ফেলে চেপে বসল তার পেটের ওপর। মিলনোন্মুখ দু'টি সত্ত্বা নিমেষে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, চাপা গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল লরার মুখ থেকে। দু'হাতে লরাকে জড়িয়ে ধরে জো উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

ছত্রিশ

ইঞ্জিনের একটানা মৃদু যান্ত্রিক আওয়াজে জো-র ঘুম ভেঙ্গে গেল ভোরে, চোখ মেলেই নজর পড়ল বাঁ হাতের কবজিতে আঁটা রেডিয়াম ডায়ালের হাতঘড়ির দিকে—কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাতটা। ঘাড় না ফিরিয়ে আড়চোখে পাশে শোয়া লরার দিকে তাকল জো—পাকা দেড়জনের শোবার খাটে বিছানার চাদর মাথা পর্যন্ত টেনে গুঁড়িসুড়ি হয়ে ঘুমোচ্ছে বেচারি। লরার ঘুমের এতটুকু ব্যাঘাত না করে বারমুডা শর্টস পরে নিল জো, তার ওপর চাপাল শার্ট। এতটুকু শব্দ না করে পা টিপে কেবিনে থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

মেইন ডেকের লাগোয়া ছোট ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ডাইনিং স্যালোনে চলে এল জো। বুফে ব্রেকফাস্ট পরিবেশন শুরু হয়েছে। এক গ্লাস টমেটো জুস তুলে নিল সে, আলতো চুমুক দিতে গিয়ে চোখ পড়ল উল্টোদিকের জানালার দিকে। জো দেখল জাহাজ এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডাঙ্গা পেছনে অনেকদূরে সরে সরে যাচ্ছে।

"এই লরা মেয়েটা আপনাকে বিয়ে করবে," পেছন থেকে কনটেসার গলা ভেসে এল। চমকে পেছন ফিরতেই দেখল আঁটো বেদিং সুটের ওপর ঢোলা রেশমি চাদর জড়িয়ে হাসছেন তিনি।

"এত নিশ্চিত হলেন কি করে," জানতে চাইল জো।

"কিছু কিছু ব্যাপারে আমি এমনই নিশ্চিত হতে পারি," বলে টুকটুকে গালখানা কনটেসা তার মুখের কাছে নিয়ে এসে বললেন।

"বুওন গিওর্ণো।"

"বুওন গিওর্ণো," কনটেসার গালে চুমু খেয়ে বলল জো, "আপনি কি ভবিষ্যৎ দেখতে পান, না সবার মনের কথা টের পান?"

"ওসব কিছু না বাপু," হাসলেন কনটেসা, "আসলে একটানা তিন তিনটে দিন আমরা একসঙ্গে কাটাচ্ছি। এরই ভিত্তিতে কথাটা বললাম আপনাকে। তবে ঘাবড়ানো কিছু নেই, ও আপনার পক্ষে এ মেয়েটি হবে আদর্শ স্ত্রী, ওকে বিয়ে করলে আপনার সবদিক দিয়েই ভাল হবে।"

কোনও মন্তব্য না করে জো টমেটোর রসে চুমুক দিতে লাগল।

"ওকে পাশে নিয়ে নিশ্চয়ই শুয়েছেন," মুখ টিপে হাসলেন কনটেসা, "তা মেয়েটি গতরের সুখ দিল কেমন?"

"চমৎকার," ঘাড় নেড়ে নিজেও হাসল জো, "এক কথায় অনির্বচনীয়।"

"দেখে আমিও তাই আঁচ করে ছিলাম," বললেন কনটেসা, "প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল এ সেই জাতের মেয়ে লরা প্রচণ্ড চাপের মুখে নিজের শরীরের চাহিদা দৈহিক সুখ সব বোতলে এঁটে রাখতে বাধ্য হয়। মনে হল এই প্রথম বোতল থেকে ছাড়া পেয়ে বেচারি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।"

"অয়ি দূরদর্শিনী," নাটুকে গলায় রসিকতা করল জো, "আমাকে বলার মত আপনার আর কি আছে বলে অনুগ্রহপূর্বক ধন্য করুন।"

"বলার মত একটি কথাই আছে," কনটেসা হেসে চাপা গলায় বললেন, "ওর তলপেটের খুকুমণিটিকে একবার চোখে দেখার বড্ড সাধ হয়েছে। কিন্তু আমি এও ভালভাবে জানি যে বাস্তবে আমার সে সাধ মোটেও পূর্ণ হবে না। শরীরের চাহিদা এভাবে মেটানোর খেলা এই জাতের মেয়েরা ঠিক বরদাস্ত করে না। ও আপনাকে ভালবাসে, জো, এই হচ্ছে সব কথার সারকথা।"

"আপনার সেই পুঁচকে ড্যানিশ বান্ধবীটি গেলেন কোথায়?" জানতে চাইল জো।

"ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে," বললেন কনটেসা, "ভাব, বা কল্পনা, এ সবের ধারও ও মাড়ায় না, তাই সত্যি বলতে কি ওকে আমার আর বরদাস্ত হচ্ছে না, বড্ড একঘেয়ে ঠেকছে। এনরিকো, অর্থাৎ আমার প্রকাশন সংস্থায় ম্যানেজিং ডিরেক্টরটিকেও আর বরদাস্ত করতে পারছি না, বৌকে নিয়ে সমুদ্রে লম্বা উইক এণ্ড কাটাতে এসেছে, তার মধ্যে দিনরাত শুধু কারবারের ভাবনা। দেখা হলেই শুধু ব্যবসার কথা বলছে। সবসময় কাজকর্ম্ম আর ব্যবসা বাণিজ্যের কথা শুনতে কারও ভাল লাগে, আপনি বলুন? এটা শরীর আর মনের পক্ষেও ভাল নয়। সে সবের জন্য ত সারা বছরটাই পড়ে আছে।"

"আপনার ত অনেক কারবার," বলল জো।

"হ্যাঁ," কনটেসা আনমনাভাবে সায় দিলেন, "আমার বাবার ছেলে হয়নি তাই তিনি মারা যাবার পরে তাঁর সব কারবারের দায়িত্ব আমাকেই নিতে হয়েছিল।" ঘণ্টা বাজিয়ে স্টুয়ার্ডকে ডেকে জো-র দিকে তাকালেন কনটেসা, "ডিম আর বেকন দিয়ে আমেরিকান ব্রেকফাস্ট খাবেন?"

"আমিও মনে মনে তাই চাইছিলাম," বলল জো। স্টুয়ার্ড এসে দাঁড়াতে কনটেসা চোস্ত ইটালিয়ানে আমেরিকান ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন। অর্ডার লিখে স্টুয়ার্ড চলে যাবার পরে কনটেসা এগিয়ে এসে বসলেন ব্রেকফাস্ট টেবিলে, ইশারায় ডানদিকের চেয়ার দেখালেন জোকে। সামনে রাখা রুপোর পট থেকে দুটো কাপে গরম কফি ঢাললেন কনটেসা, একটা কাপ জো-র দিকে এগিয়ে অন্যটা তুলে চুমুক দিলেন। "জঘন্য! যাচ্ছেতাই!" সবটুকু কফি গলায় ঢেলে বলে উঠলেন। জো কিছু না বলে নিজের মনে কফিতে চুমুক দিতে লাগল। জো-র দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কনেটেসা, তারপর রেশমি চাদরের ভেতর থেকে কোকেনের শিশি আর একটা ছোট সোনার চামচ বের করে বললেন, "সব কিছু বিশ্রি আর একঘেয়ে ঠেকছে, নিজেকে একটু চাঙ্গা না করলে চলছে না।" বলে সোনার চামচে শিশির কোকেন ঢেলে নস্যির মত জোরে দু'নাকে টেনে নিলেন, তারপর চামচ আর শিশি বাড়িয়ে দিলেন জোর দিকে।

"মাফ করবেন," কাতর গলায় জো বলল, "সাত সকালে কোকেন নিলে আমায় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

"তাহলে একটা কাজ করুন," হাসিমুখে কনটেসা বললেন, "দু' আঙ্গুলে খানিকটা কোকেন তুলে নিন, তারপর ওটা আমার তলপেটের নিচে ডলে মাখিয়ে দিন।"

"অ্যানা," হাসতে হাসতে জো এই প্রথম তাঁর নাম ধরে বলল। "কাণ্ডজ্ঞানের পরোয়া না করে রসিকতা করতে সত্যিই আপনার জুড়ি নেই। এখানে আমরা ডাইনিং স্যালনে খেতে বসেছি। স্টুয়ার্ডকে খানিক আগে আপনি ব্রেকফাস্ট আনতে বলেছেন। আপনি যা চাইছেন তা এখানে সবার সামনে আমি কি করে করি বলুন ত? দেখলে ওরা হাসাহাসি করবে তা একবারও ভেবেছেন?"

"হাসি দূরে থাক কেউ চেয়েও দেখবে না," আশ্বস্ত করার গলায় বললেন কনটেসা, "কারও চোখে পড়লে চোখ নামিয়ে নেবে, নিন, আর দেরি করবেন না। আমার তলপেটের নিচের দিকটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল যে, কোকেন ছাড়া আর কিছুতে ওঠা ঠাণ্ডা হবে না।"

"আপনি ত বলেই খালাস," জো বলল, "চাদরের নিচে যে আঁটো বেদিং স্যুটখানা চাপিয়েছেন ওটার কথা ভেবেছেন? ওর ভেতর দিয়ে আমার আঙুল—?"

"ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না," বলে জো-র ডানহাতের তিনটে আঙুলে শিশি থেকে খানিকটা কোকেন মাখিয়ে কনটেসা বললেন, "এবার চটপট ডানহাতখানা টেবিলক্লথের নিচে নিয়ে আসুন।"

বাপরে! মেয়েমানুষ বটে! কনটেসার মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে নিজের মনে বলে উঠল জো। সবে ঘুম ভেঙ্গেছে, উপোষি পেটে এখনও ব্রেকফাস্ট পড়েনি, এরই মধ্যে গা তেতেপুড়ে খাইখাই করছে। হাসিচেপে ডান হাতখানা টেবিলক্লথের নিচে নিয়ে এল জো। পরমুহূর্তে টের পেল কনটেসা ডানহাতে তার ডানহাতের কবজি জোরে চেপে ধরেছেন আর বাঁ হাতে পরনের বেদিং সুটের তলপেটের নিচের জিপ টেনে খুলে ফেলেছেন।

"খুলেছে," জো-র কানের কাছে মুখ এনে গলা নামিয়ে বললেন, কনটেসা, "এবার আপনার আঙুলগুলো দিয়ে ওটা ঘেঁটে ভাল করে মাখিয়ে দিন। আঃ।" তৃপ্তি আর আরামের শিৎকার ধ্বনি করে কনটেসা বললেন, "দু'বার দলে মুচড়ে হাতটা বের করে নিন। ওফ্!"

জো-র ডান হাত বিবরমুক্ত হলেও এখনও টেবিলক্লথের নিচে। পাঁচটা আঙুলই ভিজে গেছে বেশ বুঝছে। আড়চোখে তাকাতে দেখল কনটেসার ফর্সামুখ আবেগে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আচমকা তাঁর জন্য করুণা আর সহানুভূতি অনুভব করল জো, পৈতৃক সাম্রাজ্য রক্ষার সব দায়দায়িত্ব মাথায় নিয়ে নিজের সব সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়েছেন, কখন যৌবনের সেরা সময়টুকু কেটে গেছে টেরও পাননি ; এখন তার জন্য হায় হায় করে মরছেন, এমন এক অসহায় বিগত যৌবনা সম্রাজ্ঞীর মত মনে হল তাঁকে।

"পাশের টেবিলে দেখুন কাঁচের বাটিতে গরম সাবানজল আছে ওতে হাতটা ভাল করে ধুয়ে নিন।" কনটেসা চাপাগলায় বললেন, "লেবুর সুগন্ধি আছে জলে।" ডান হাত তুলে সেই জলে ভাল করে হাত ধুয়ে নিল জো, পাশে রাখা ন্যাপকিনে হাত মুছে বলল, "এখন ভাল লাগছে ত?" ন্যাপকিনে নিজের মুখখানা ভাল করে মুছে জো-র দিকে তাকালেন কনটেসা, "দেখুন ত, আমার মেকাপ ঠিক আছে ত?"

"আগের মতই ঠিক আছে, বিশ্বাস করুন," আন্তরিক গলায় বলল জো, "আপনাকে যা দেখাচ্ছে না! আমার মত এক খুদে লেখকের পক্ষে তার বর্ণনা দেয়া খুব কঠিন কাজ।"

"আপনি মানুষটি খুব মিষ্টি," ঝুঁকে জো-র গালে টুক করে চুমু খেলেন কনটেসা, "ঠিক আমি যেমনটি চাই। বিশ্বাস করুন জো, ঐ লরা মেয়েটিকে বিয়ে করলে আপনি সবদিক থেকে সুখী হবেন।"

কনটেসার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্টুয়ার্ড ব্রেকফাস্ট এনে তাঁদের সামনে সাজিয়ে রাখল। সে চলে গেলে জো বলল, "হঠাৎ একথা কেন বললেন, অ্যানা?"

কনটেসা উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ভাষা খুঁজে পেলেন না, অসহায় দুঃখী দুঃখী চোখে জো-র মুখের দিকে তাকিয়ে খাওয়া শুরু করলেন।

দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এল লম্বা উইক এণ্ডের সফরসূচি। মঙ্গলবার রাতে কানের উপসাগরের মাঝখানে আচমকা নোঙ্গর ফেলার হুকুম দিলেন কনটেসা। নোঙ্গর ফেলার অল্প

কিছুক্ষণের মধ্যে একগাদা মাঝারি আর ছোট মোটরবোট এসে জাহাজের আশেপাশে ভিড়ল। কনটেসার হুকুমে সমুদ্রের মাঝখানে এবার শুরু হল বাজি পোড়ানো। জো আর লরা কেবিন থেকে বেরিয়ে উঠে এল রোদ পোয়ানোর সান ডেকে, হরেক রকম বাজির আলোয় বিদীর্ণ রাতের আকাশের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তারা। কত রকমের বাজি! বেশিরভাগই হাউই, ক্ষেপণাস্ত্রের ধাঁচে সাদা আগুন ধোঁয়ার কুণ্ডলী তৈরি করে এক দৌড়ে উঠে পড়ছে আকাশে ; সেখানে রকেটের মত স্তরে স্তরে ফেটে কোনটা আকাশের বুকে আলোর মাথায় লিখছে কনটেসা অ্যানা ব্যারোনির নাম কোনটায় ফুটেছে তাঁর বাবার মুখ, আবার কোনটা ফেটে কনটেসার মালিকানার সবকটি প্রতিষ্ঠানের নামে আকাশ রাঙিয়ে আলোর ফুল ফোটাতে ফোটাতে ঝরে পড়ছে সাগরের জলে। জো আর লরাকে বাদ দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের আরও জনা তিরিশেক নারী পুরুষকে উইক এণ্ড সফরে জুটিয়েছিলেন কনটেসা, কিন্তু বাজি পোড়ানো দেখার আগ্রহ তাঁদের কারও নেই। বাজি পোড়ানো শুরু হচ্ছে শুনেই তাঁরা যে সব কেবিন থেকে বেরিয়ে গুটিগুটি পায়ে এসে সেঁধিয়েছেন ডাইনিং স্যালনে, বুফে ডিনার আর ঢালাও ইটালিয়ান ওয়াইনের লোভে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছেন টেবিলের সামনে।

"সত্যিই বিচিত্র মানুষ এই কনটেসা," আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল লরা, "নেমন্তন্ন করে ত অনেকেই খাওয়ায়, সে আর এমন কি! কিন্তু সফরের শেষদিনে সবাইকে আনন্দ দেবার জন্য এইভাবে টাকা খরচ করে সমুদ্রের মাঝখানে বাজি পোড়ানো, এ আনন্দ দেবার মত মগজ আর হৃদয় খুব কম কোটিপতিরই আছে। এমন বাজি পোড়ানো আমি আগে কখনও দেখিনি।"

"আমিও দেখিনি," সায় দিল জো, "গত বছর গরমের সময়টা আমি ভেনিসে লিডোতে কাটিয়েছি। আনন্দের পশরার জন্য ওখানকার নাম আছে, কিন্তু এ জিনিস সেখানে চোখে পড়েনি। তুমি ঠিকই বলেছো লরা, কনটেসা এক বড় মাপের মানুষ। সাধারণ চোখে ওঁকে বুঝে ওঠা মুশকিল। যত দিন যাচ্ছে এমন মানুষের সংখ্যা ততই কমে আসছে, এটাই দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

"আর সবার কাণ্ড দেখেছো?" রেলিং-এর ওপর অল্প ঝুঁকে নিচে ডাইনিং স্যালোন পরিষ্কার দেখতে পেল লরা, "এমন করে গিলছে যেন জীবনে কখনও খায়নি। এমন চমৎকার একটা অনুষ্ঠানের দর্শক শুধু আমরা দু'জন, এতে আর কারও উৎসাহ নেই।"

"কি করে থাকবে বল," জো ব্যঙ্গের সুরে বলল, "ওরা ত খোলামনে সমুদ্রে উইক এণ্ড কাটাতে আসেনি, কনটেসার পয়সায় খাওয়া আর গেলার লোভে ছুটে এসেছে। আনন্দের নাগাল যেমন সহজে পাওয়া যায় না, তেমনই তা উপভোগ করতেও জানতে হয়। কনটেসার চোখে কিন্তু সবই ধরা পড়েছে, লরা, সমুদ্রে উইকএণ্ড সফরে উনি যাদের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন তাদের বেশিরভাগের যে আনন্দ উপভোগ করার যোগ্যতা নেই তা উনি খুব ভাল জানেন। মজার ব্যাপার হল, বাড়ি ফিরে এই লোকগুলো কনটেসা আবার কবে পার্টি দেন সেই খোঁজে থাকবে, আর তেমন পার্টি দিলে উনিও বেছে বেছে এই অযোগ্য লোকগুলোকে ফের নেমন্তন্ন করবেন। বিলাস বা অহংকার যাই বলো, এ ওঁর চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য।"

"ক্যাথি বলছিল তুমি নাকি কোকেন আর গাঁজা, দু'রকম নেশাই ধরেছো?" হাসিহাসি মুখে জানতে চাইল লরা।

"নেশা বললে বাড়িয়ে বলা হবে," জো বলল, "হলিউডে থাকতে মাঝে মধ্যে খেতাম, কিন্তু এখানে ওসব জোগান দেবার লোক কেউ ধারে কাছে নেই।"

"ক্যাথির সঙ্গে কয়েকবার সিগারেটে গাঁজা পুরে টেনেছি," লরা হাসল, "তবে কোকেন বস্তুটা আগে দেখিনি তাই ওর স্বাদ গন্ধ কেমন ধারণা নেই, মাঝেমাঝে মনে হয় একবার চেখে দেখলে কেমন হয়? তুমি কোকেনের নেশা করেছো? ওটা কেমন?"

"কোকেন গাঁজার বাপ," বলল জো, "চামচে করে নস্যির মতো নাকে টানতে হয়। একবার নিলেই সোজা ধাক্কা মারবে মাথায়। তবে এ নেশা বেশিদিন করা যায় না। হাতের কাছে না পেলে শরীর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়। ভারি বদনেশা।"

"সব নেশাই বদ্," লরা বলল, "অ্যাই, এক কাজ করবে? খানিকটা কোকেন জোগাড় করো না। দু'জনে একসঙ্গে টেনে দেখব বেশ মজা হবে।"

"কনটেসা ত কোকেন নেন," জো অসহায় চোখে তাকাল, "দেখি ওঁর কাছে চেয়ে দু' চিমটি পাওয়া যায় কিনা। তোমার নাম করেই চাইব, লরা, মনে থাকে যেন। আমি কোকেন নিই না তা কনটেসা ভালই জানেন।"

"ইশ্।" রেলিং-এ ঝুঁকে নিচে ডাইনিং স্যালোনের দিকে আবার তাকিয়ে আপনমনে বলে উঠল লরা, "এতসব নামী লোকেদের কনটেসা কিভাবে জোগাড় করেছেন তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না। আলি খান, রিটা হেওয়ার্থ, রুবিরোসা, জ্সা জ্সা গ্যাবর, কে নেই? আরও কিছু লোক এসেছে যাদের মুখ ফিল্মে নয়ত খবরে কাগজের পাতায় দেখেছি কিন্তু নাম মনে পড়ছে না।"

"যত নামী হোক আর দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুক," জো বলল, "ওঁদের জোগাড় করা কনটেসার কাছে কোনও ব্যাপারই নয়।"

জো-র কথা শেষ হতে না হতে আতসবাজির আলোয় রাতের কালো আকাশ দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল পলকের জন্য. সেই আলোর দিকে একপলক তাকিয়ে লরা বলল, "আমার আজকের পোষাক তোমার পছন্দ হয়েছে? কই, আমায় কেমন দেখাচ্ছে বললে না?"

"সুন্দর!" একদৃষ্টে লরার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল জো, "অদ্ভুত সুন্দর!" সত্যিই কালো রং-এর পাতলা রেশমি পোশাক লরার ধপধপে ফর্সা চামড়ায় যেন নরম হয়ে ঝুলছে।

"আজ সকালেই 'রু দা অ্যান্টিবস' থেকে কিনলাম," লরা বলল, "বিকেলে কনটেসা পার্টি দিচ্ছেন শুনেই মনে পড়ল একটা মানানসই ইভনিং ড্রেস আমার নেই তাই দু'শো ডলার দিয়ে কিনে ফেললাম। এর আগে এত দাম দিয়ে জামাকাপড় কখনও কিনে দেখিনি।"

"বেশ করেছো," তারিফ করার গলায় জো বলল, "এমন দামি পোশাক তুমি ছাড়া আর পরবেই বা কে? তোমার দু'শো ডলার আমি দিয়ে দেব।"

"কানে ঘুরে বেড়ানোর সময় একটা জিনিস চোখে পড়ে গেল," জো-র গালে ছোট করে একটা চুমু খেয়ে লরা বলল, "নাইস-এর চেয়ে কান শহরটা ছোট তেমনই শান্ত এখানকার পরিবেশ, হৈ-হট্টগোল নেই বললেও চলে। উপকূলের খুব কাছেই ক্রয়সেট একটা হোটেল চোখে পড়ল। খোঁজ নিয়ে দেখলাম ওখানে দৈনিক পঞ্চাশ বড়জোর ষাট ডলারে এক বেডরুমের ছোট অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া যাবে। ভেতরে রান্নাঘর, বাথরুম, সব আছে, বুঝলে? কথা হচ্ছে, ওরা মুখে ভাড়া যত বাড়িয়েই বলুক, দু'শো ডলার খরচ করে দুহপ্তা আমরা ওখানে কাটাতে পারি। আমার কথা কানে যাচ্ছে?"

"রান্নাঘর দেখেই ভুলে গেছ মনে হচ্ছে," জো হাসল, "তুমি কি হাত পুড়িয়ে নিজে রান্নাবান্না করবে নাকি?"

"আমার রান্না একবার মুখে তুললে আর ভুলতে পারবে না।" বলল লরা, "বিশ্বাস না হলে ক্যাথিকে ফোন করে যাচাই করে নিতে পারো, ওসব নয়, রোজ বাইরে খেয়েদেয়ে টাকা খরচ না করে সেই টাকাটা আমরা জমাতে পারি, তাই আমি নিজে রান্নাবান্না করতে চাইছি।"

জো কিছু না বলে চুপ করে রইল।

"উইক এণ্ডে বেড়াতে এসে আমি কিন্তু বসে নেই," বলল লরা, "তোমার বই-এর পাণ্ডুলিপির সাতাশ পাতা আমার পড়া হয়ে গেছে। গোটা বইয়ের বক্তব্য ঐটুকু পড়েই জেনে ফেলেছি। এবার দু'জনে একদিন বসব, ঘটনার বিন্যাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরপর এককেটা অধ্যায় ভাগ করতে হবে, সবশেষে কয়েক পাতা মুখবন্ধ আমি নিজে লিখে দেব। বেশি নয়, মাত্র পাঁচ অধ্যায় শেষ করতে পারলে ঐ বই বাজারে হৈচৈ ফেলে দেবে। আগে তুমি লেখার কাজটা ভাল করে মনপ্রাণ ঢেলে শেষ করো, তারপর বই কি করে চালাতে হয়, বাজারে কাটতি কিভাবে বাড়াতে হয় সেসব আমি তোমায় করে দেখাব।"

"সত্যি বলছ?" যেন লরার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না এমনই চোখে কিছুক্ষণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল জো, "এসব ছেঁদো কাজ করে সময় কাটালে তোমায় বিছানায় পাব কখন, কতক্ষণের জন্য, তা একবারও ভেবে দেখেছো?"

জবাব না দিয়ে জো-র গায়ে গা মিশিয়ে নিবিড় হয়ে দাঁড়াল লরা ডানহাতটা নিয়ে এল তার তলপেটের কাছে, ফিসফিস করে বলল, "সে সময় কি করে বের করে নিতে হয় তা আমার ভালই জানা আছে," বলে গলা চড়িয়ে হেসে উঠল সে।

সাঁইত্রিশ

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পাতা টাইপ হতে হাতঘড়ির দিকে তাকাল জো, রাত দুটো। রোলার থেকে কাগজটা টেনে বের করে এনে একবার তাতে চোখ বোলাল। নিউ ইয়র্কের কোনও প্রকাশকের হাতে এটা তুলে দিতে হলে কম করে আরও দুটো অধ্যায় এর সঙ্গে জুড়তে হবে। লরা বসে নেই, বইয়ের বিষয়বস্তুর খসড়া এরই মাঝে ছকে ফেলেছে সে। প্রকাশকের এডিটর হিসেবে যে অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে তার জোরে এ বইয়ের বিষয়বস্তুর খসড়া তৈরি করতে লরার হাত তার চেয়ে ভাল খেলেছে একথা মনে মনে জোকে স্বীকার করতেই হল।

এখনও দুটো অধ্যায় লেখার কাজ বাকি। কনটেসার জাহাজে চেপে টানা উইক এণ্ড সেরে লরার ইচ্ছেমতই দু'হপ্তার কড়ারে এই অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে দু'জনে। দু'হপ্তা শেষ হতে আর মাত্র দুটো দিন বাকি। এরই মাঝে অ্যাপার্টমেন্টের কেয়ারটেকার তাদের খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছে নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে তাদের কামরা খালি করে দিতে হবে, চুক্তির মেয়াদ তারপরে আর কোনভাবেই বাড়ানো যাবে না।

কাগজপত্র গুছিয়ে টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল জো। আঁধারের ভেতর অভ্যস্ত পা ফেলে এসে দাঁড়াল জানালার সামনে। এখন নিশাচরদের প্রহর, গাদাগাদা নরনারী জুয়ো খেলতে ক্যাসিনোয় ঢুকছে, ভেতর থেকে বেরিয়েও আসছে দলে দলে। মোড়ের মাথায় বেশ্যারা এসে দাঁড়িয়েছে দলবেঁধে ; রোজগার ভাল হচ্ছে না তাই পেট চালাতে যে যার বাসনপত্র আর শৌখিন সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসেছে বেচবে বলে। সিজন শেষ হবার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

রেশমি কাপড়ের খস্‌খস্‌ কানে আসতে ঘাড় ফেরাল জো, লরা এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে, একটা রেশমি চাদরে কোনমতে গা ঢেকেছে সে। লরার ঘুম কখন ভাঙ্গল টেরও পায়নি জো।

"লেখা শেষ করেছো?" জানতে চাইল লরা।

"সবে তৃতীয় অধ্যায়টুকু শেষ হল," জো হাসল, "এখানে থাকার মেয়াদ আর মাত্র দু'দিন, এর মধ্যে বাকি দু' অধ্যায় শেষ করে উঠতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।

"নাই বা হল," সহজ গলায় বলল লরা, "এ নিয়ে এত ভাবনার কি আছে, শুনি? আমরা আরেকটা অ্যাপার্টমেণ্ট খুঁজে বের করব, সেখানে বসে বাকি কাজটুকু শেষ করবে। সিজন শেষ হয়ে এসেছে, এখন একটু খুঁজলে অনেক অ্যাপার্টমেণ্ট পাওয়া যাবে।"

"তা হয়ত যাবে কিন্তু এ জায়গা আমার আর ভাল লাগছে না," ঘাড় নাড়ল জো, "বাড়িওয়ালা হিসেবে ফরাসিরা ভাড়াটেদের সঙ্গে তেমন সহযোগিতাই করে না। ঘরভাড়া ছাড়া তোয়ালে, বিছানার চাদর এ সবের ভাড়াও নেয় তার ওপর আছে টেলিফোন। টেলিফোন তুমি যে কটাই করো না কেন ওরা নিজেদের খেয়াল খুশিমতন মোটা টাকা সেই বাবদে আদায় করবে পরে হিসেব মেলাতে গিয়ে দেখবে যে টাকা তুমি দিয়েছো তুমি 'কল্' করেছো সেই হিসেবে অনেক কম কিন্তু সেই বাড়তি টাকাটা তোমায় ফেরত দেবে না। ওটা পুরোপুরি গচ্চা যাবে।

'তাহলে তুমি কি করতে চাও?' জানতে চাইল লরা "রোমে ফিরে যাবে?"

"গেলেও কোনও লাভ হবে না," জো হাসল, "কয়েকটা খালি, ট্রাংক ছাড়া ওখানে আর কিছুই রেখে আসিনি আমি, ওসব নয়! আমার মাথায় অন্য মতলব খেলছে। আমাদের এখানে থাকার মেয়াদ বুধবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক বুধবার একটা ইটালিয়ান জাহাজ কান-এ নোঙর ফেলে, নিউ ইয়র্কে যাবার লোক পেলে তুলে নেয়। এখান থেকে নিউ ইয়র্ক জাহাজে যেতে লাগে পুরো আটদিন।একবার জাহাজে উঠতে পারলে দু'দিক দিয়ে লাভ—আটদিনের মধ্যে লেখার বাকি কাজটুকু সেরে ফেলা আর বাড়ি ফেরা।"

"জাহাজে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়া দারুণ রোমাণ্টিক ঠিকই।" লরা হাসল, "কিন্তু সে ত অনেক খরচের ব্যাপার। অত খরচের ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা কি এই মুহূর্তে আমাদের আছে?"

"যে কোন ব্যাপার ভাল হলে তাতে খরচ হতে বাধ্য," জো হেসে সায় দিল।

"আমি কি বলতে চাইছি তা এখনও তুমি আঁচ করতে পারোনি," লরা বলল, "জাহাজে রোজ রাতে ডিনারে সবাইকে ইভনিং ড্রেস পরতে হয়। ইভনিং ড্রেস এইমুহূর্তে আমার কাছে একটাই আছে, জাহাজে কনটেসার পার্টিতে যেটা পরেছিলাম।"

"তাহলে আরও কয়েকটা কিনে নাও," জো বলল। "সিজনের শেষ এখন ত ওসব পোশাক অনেক কম দামে পাওয়া যাবে।"

"জাহজে যেতে যেতে বই লেখার কাজ শেষ করতে পারবে এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?"

"স্বস্তিতে কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এ বিষয়ে নিশ্চিত," বলল জো, "সব কাছাকাছি একসঙ্গে নাগালের মধ্যে যাতে পাওয়া যায় সেই চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে যাতে বই-এর ব্যাপারে তুমি উকিলের সঙ্গে একটা চুক্তির খসড়া করে ফেলতে পার।"

"ওসব আমি করলে তুমি করবেটা কি?" জানতে চাইল লরা।

"আমার কাজ ত একটাই," জো হাসল, "রাতারাতি টাকা কামানোর জন্য বইটা শীগগির লিখে ফেলা।"

"আর আমি?" মুখ তুলে জো-র চোখের দিকে তাকাল লরা, "আমার জন্য ভাবনা চিন্তা কি করলে তুমি?"

"আমার কাছে এসো," নিচু হয়ে দু'হাতে লরাকে বুকে জড়িয়ে ধরল জো, তার কপালে চুমু খেল। "আরও কাছে।"

"তোমার কথা মতন খোঁজ নিয়েছি কিন্তু তাতে লাভ কিছু হল না।" রাগ রাগ গলায় লরা বলল, "জাহাজের একটা স্টেট রুম বা কেবিনও খালি নেই, কাজেই এবার আর আমাদের ওতে চড়া হচ্ছে না। ওরা বলল আসছে হপ্তায় ওরা আমাদের জায়গা হয়ত করতে পারবে।"

বেলা এগারোটা। "তুমি কার সঙ্গে কথা বলেছো?" জানতে চাইল জো।

"অফিসে লোক বলতে ত আছে দু'জন," লরা বলল, "ম্যানেজার আর ওঁর সেক্রেটারি, দু'জনেরই ব্যবহার ভদ্র, পালিশ কথাবার্তা কিন্তু ঐটুকুই।"

"ঘুষটা না দিলে কি এসব কাজ উদ্ধার হয়?" জো বলল, "দেখছ ত দিনকালের চেহারা। তুমি ওদের তেমনই লোভ দেখিয়েছো?"

"আমি বোকা নই," লরা রেগেমেগে বলল, "আমার দিক থেকে যতটা সম্ভব করতে বাকি রাখিনি। কিন্তু ওতে কাজ হল না।"

"দেখা যাক হয় কিনা," জো বলল "আমাদের হিতাকাঙক্ষী বন্ধুরও অভাব নেই। এক কাজ করো ত, কনটেসাকে একবার টেলিফোনে পাও কিনা দ্যাখো।"

লরা রিসিভার তুলে অপারেটরকে কনটেসার টেলিফোন নম্বর দিল। খানিক বাদে রিসিভার নামিয়ে বলল, "কনটেসা জাহাজ নিয়ে ক্যাপ্রিতে পাড়ি দিয়েছেন, সেখানে টেলিফোনে কথা বলা যাবে না।"

"দেখি আর কাউকে পাওয়া যায় কিনা," জো এবার নিজে এগিয়ে এসে ফ্রাংকো গিয়ানপেট্রোর নম্বর ডায়াল করল।

"হেলো প্রিয়বন্ধু জো," উল্টোদিক থেকে গিয়ানপেট্রোর চেনা গলা ভেসে এল, "তোমার গলা শুনে ভারি ভাল লাগছে, বলো, ভাল আছে ত?"

"ভাল আছি, ফ্রাংকো," জো বলল, "তুমি ভাল ত?"

"আগের চেয়ে ভাল, এবার একটা নতুন মেয়েকে তুলেছি। এ মাগী সুইডিশ, বিজ্ঞাপনের মডেলিং করে। আর যেমন হোক এর ফিল্মস্টার হবার কোনও সাধ নেই এই বাঁচোয়া।"

"মারার কি হল?" জো জানতে চাইল।

"ওর পেছনে দুই লাথি মেরে তোমার আগের সেক্রেটারি মারিসার সঙ্গে রোমে ফেরত পাঠিয়েছি। যাবার আগে মারা ভেউ ভেউ করে খুব কান্নাকাটি করছিল, তারপর একমুঠো টাকা হাতে গুঁজে দিতেই চোখের জল শুকিয়ে গেল। যাক্ ঐ আপদ বিদেয় হওয়ায় সবদিক থেকেই ভালই হয়েছে।"

"ইটালিয়ান লাইনসে তোমার চেনাজানা আছে?" জো বলল, "বুধবারে সফরে নিউ ইয়র্ক রওনা হওয়া খুব দরকার। কিন্তু ওদের অফিস থেকে বলছে সব টিকিটই বিক্রি হয়ে গেছে. জাহাজে একতিল জায়গা খালি নেই।"

"এসব বলেছে?" গিয়ানপেট্রো বলল, "এবার বলো ত, কি রকম জায়গা তোমার দরকার?"

"একটা ভাল ডাবল বেড কেবিন হলেই চলবে।" বলল জো, "লেখালেখির কিছু কাজ এসেছে হাতে, সেসব জাহাজে বসে সেরে ফেলব ঠিক করেছি।"

"ডাবল বেড কেবিন মানে তোমার এডিটরও তোমার সঙ্গে যাবেন এই ত?"

"ঠিক ধরেছো," জো বলল। "আমরা কান-এ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে একসঙ্গে কাটিয়েছি।"

"ঠিক আছে, তোমার টেলিফোন নম্বরটা দাও, আমি আধঘণ্টা বাদে তোমায় ফোন করব।"

"ধন্যবাদ," জো বলল।

"রাখছি।"

"এত প্রাণের কথা বলছিলে," লরা শুধোল, "লোকটা কে গো?"

"ফ্রাংকো," জো বলল, "পুরো নাম ফ্রাংকো গিয়ানপেট্রো, লোকটার অনেক পরিচয় আছে, তার মধ্যে একটা হল কনটেসার বেসরকারি ব্যাংকারদের একজন। অনেক ইটালিয়ান ছবিতে লোকটা টাকা ঢেলেছে। সানটিনির হয়ে যে ছবির স্ক্রিপ্ট আমি লিখছিলাম কনটেসার অংশীদার হিসেবে তাতেও টাকা ঢেলেছে ও। সত্যি বলতে কি, সানটিনির থেকে আমার পাওনা টাকা আদায় করে এনে দিয়েছিল।"

"ও তোমার হয়ে এ কাজ করতে গেল কেন?" জানতে চাইল লরা।

"সে আরেক মজার ব্যাপার?" জো বলল। "ফ্রাংকোর আগের বান্ধবী আবার ফিল্মস্টার হবার শখ ছিল। ফ্রাংকো ভাবল আমি ওর বান্ধবীর জন্য ইচ্ছে করলেই একটা ভাল স্ক্রিপ্ট লিখে দিতে পারি। ভাল টাকা ও আমায় দিতে চেয়েছিল, কিন্তু স্ক্রিপ্টের কোনও পছন্দসই আইডিয়াই আমার মাথায় তখন আসেনি। তছাড়া ওর সেই বান্ধবী মারা হল সেই জাতের গাধা যাকে হাজার পেটালেও ঘোড়া বানানো যায় না।"

"বুঝেছি," লরা বলল। "তোমার এই ফ্রাংকো ত দেখছি মাফিয়াদের মত।"

"মত নয়," জো হাসল। "ও নিজে এক গুণ্ডার দলের সর্দার, তবে ইটালিয়ান মাত্রেই ত মাফিয়া।"

"বুঝলাম," লরা বলল, "ধরে নাও, জাহাজে চড়া আমাদের হল না। তখন তুমি কি করবে?"

"প্লেনে চাপব," জো বলল, "যত ভালই হোক, আমি আর নতুন করে কোনও ফরাসি অ্যাপার্টমেণ্টে উঠছি না। নিউ ইয়র্কের কোন ভাল হোটেলে একটা পছন্দসই অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া করব, সেখানে বসে লেখালেখি করব।"

"আমার নিজের অ্যাপার্টমেণ্ট থাকতে হোটেলে যাবে কোন দুঃখে?" জানতে চাইল লরা।

"সেখানে তোমার মা আছেন যে!"

"মা নেই, দু'বছর আগে মারা গেছেন।"

"দুঃখিত," জো বলল, "খবরটা আগে জানতাম না।"

"মা মারা যাবার পরেও আমি অ্যাপার্টমেণ্টটা রেখে দিয়েছি," লরা বলল, "ওখানে প্রচুর জায়গা।"

"তাহলে সেখানেই না হয় উঠব," জো বলতেই টেলিফোন বেজে উঠল। "হেলো," রিসিভার তুলল জো।

"আমি গিয়ানপেট্রো বলছি," ওপাশ থেকে চেনা গলা ভেসে এল। "তোমার জন্য ডবল বেড স্টেটরুম পেয়েছি, ফার্স্টক্লাসের বাবা, তুমি এক্ষুণি ইটালিয়ান লাইনসের অফিসে গিয়ে টিকেটটা কেটে নাও। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

"তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা জানা নেই ফ্রাংকো," জো গদগদ গলায় বলল, "আমি আগেই জানতাম এ কাজ তুমি ছাড়া আর কারও মুরোদে কুলোবে না। আবার বলছি, অজস্র ধন্যবাদ।"

"বন্ধুকে ত বন্ধুই দেখবে, তোমাদের যাত্রা শুভ হোক," বলে লাইন ছেড়ে দিল গিয়ানপেট্রো।

"নাও, আমার মাফিয়া বন্ধুটি যথেষ্ট কাজ করেছে," জো বলল, "স্টেটরুম রিজার্ভ করে ফেলেছে। এবার টাকা নিয়ে চটপট ওদের অফিসে চলে যাও, আর কারও নজর পড়ার আগে তুমি গিয়ে জাহাজের টিকিট দুটো কেটে আনো।"

"সত্যি বলছি এসব আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না," বলল লরা।

জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিদের ডিনার আগেই সন্ধ্যে সাতটায় দেয়া হয়েছে, প্রথম শ্রেণীর যাত্রিদের ডিনার দেয়া হল রাত ন'টায়। ইভনিং ড্রেস গায়ে চাপিয়ে লরা আর জো ডাইনিং রুমে পা দিতেই একজন অফিসার মাথা অল্প নুইয়ে অভিবাদন জানাল, "মিঃ আর মিসেস ক্রাউন?"

জো উত্তর না দিয়ে হাসল। "কি রকম টেবিল চান, বলুন।" অফিসার জানতে চাইলেন, "দু'জনের না, দু'জনের সঙ্গে আরও চারজন বসবেন?"

"দু'জনের টেবিলই আমাদের পছন্দ," বলে একটা দশ ডলারে নোট জো তাঁর পকেটে গুঁজে দিল।

"খুব ভাল টেবিল পাইয়ে দিচ্ছি," একজন টেবিল ক্যাপ্টেনকে ইশারায় ডাকলেন অফিসার, "উনসত্তর নম্বর টেবিলে বসাও।"

ক্যাপ্টেনের পেছন পেছন দু'জনে ডাইনিং রুমে এল। দেয়ালের গায়ে গোল কাঁচ ঢাকা জানালা তার মুখোমুখি টেবিল।

"উনসত্তর সংখ্যাটা আমার খুব পয়া," লরা বসে বলল, "নাও, এবার চটপট অর্ডার দাও।"

"ক্যাভিয়ার দিয়ে শুরু হল ডিনার। পরপর চলে এল প্যাস্টা, ফিশফ্রাই, সোরবেট, লেমন ভিল স্ক্যালপিয়ন, আর চকোলেট কেক, সবশেষে আইসক্রিম। ডিনার সেরে ডেকে রেলিং-এর গা ঘেঁষে পাশাপাশি দাঁড়াল দু'জনে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, জোৎস্নার আলোয় ডেক ভেসে যাচ্ছে, "আজ পূর্ণিমা, লরা," বলল জো।

"তাতে কি হল?"

"শুনছি পূর্ণিমার রাতে যুবতী মেয়েদের আবেগ কোনও বাধা মানে না," মুচকি হেসে বল জো।

"আমার জানা নেই," কপট রাগের ছলে বলল লরা, "খাওয়াটা একটু বেশি হয়ে গেছে। হাতে আরও সাতদিন আছে, এই হারে দু'বেলা খেলে আমার ওজন কম করে চল্লিশ পাউণ্ড বেড়ে যাবে।"

"ওজন বাড়তে দেবে কেন," জো বলল, "তার আগেই ব্যায়াম শুরু করে দাও, জাহাজে যাত্রিদের ব্যায়ামের খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে।"

"ব্যায়াম আমার মোটেও ভাল লাগে না।" লরা মুখ কাঁচুমাচু করল, "স্কুলে পড়ার সময়েও ব্যায়াম করতে ভাল লাগত না।"

"তাহলে চলো স্টেটরুমে যাওয়া যাক," জো হাসল, "এমন অনেক ব্যায়াম আমি জানি যা একবার করলে তুমি বারবার করতে চাইবে।"

বিলাসবহুল স্টেটরুমে ঢুকতেই টেবিলের দিকে লরার চোখ পড়ল দেখল এক বোতল শ্যাম্পেনের পাশে রূপোর ফুলদানিতে সদ্যফোটা কিছু লাল গোলাপ।

"শ্যাম্পেনের পাশে গোলাপ?" তারিফ করার গলায় বলে উঠল লরা, "নাঃ, তুমি যে সত্যি ষোল আনা রোমান্টিক তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

"শ্যাম্পেন পরে হবে, আগে এটা নাও," বলে জো কোকেন ভর্তি একটা ছোট শিশি এগিয়ে দিল, "এতে কোকেন আছে, তোমার ত একবার কোকেন নেবার সাধ হয়েছিল?"

"তারপর?" জানতে চাইল লরা। "মাথা যদি বিগড়ে যায় তখন কি হবে?"

"মাথা বিগড়ে যাবে ঠিকই," গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে বাড়িয়ে দিল জো, "তবে তাতে এমন সুখ পাবে যে সুস্থ হবার ওষুধ খেতে মন চাইবে না।"

লরা শ্যাম্পেন গলায় ঢালতেই চামচে করে একটু কোকেন তার মুখের কাছে নিয়ে এল জো, "এটা নস্যির মত নাকে টেনে নাও।" নির্দেশমত কোকেন নাকে টেনে নিয়েই প্রচণ্ড জোরে হেঁচে ফেলল লরা। নাক ডলতে ডলতে বলল, "জ্বলে গেল। আমার নাক জ্বলে পুড়ে গেল।"

"নাক ছেড়ে দাও," জো বলল, "নেশাটা চড়তে দাও, তারপর দেখবে মনে হবে স্বর্গে পৌঁছে গেছ।" কথা শেষ করতেই দেখল লরার দু'চোখ হীরের মত জ্বলছে। জো বুঝল কোকেনের নেশা ধরেছে।

"কি, এখন কেমন লাগছে?" জানতে চাইল জো, "আর নাক জ্বালা করছে না ত?"

"ন্ না!" লরা বলল, "খুব ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে সব ক্লান্তি কোথাও উধাও হয়ে গেছে।"

"তাহলে আর মিছিমিছি সময় নষ্ট করে লাভ নেই," জো বলল, "এইবেলা দরজা ভেজিয়ে এসো জামাকাপড় সব খুলে শুয়ে পড়া যাক।" বলে শার্ট, টাই, জ্যাকেট, ট্রাউজার্স সব খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল সে। লরা তার আগেই ইভনিং ড্রেস খুলে শুয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে এতটুকু আবরণ তার দেহে নেই।

"ইয়া।" চাপা গলায় বলে উঠল জো, "তোমায় ঠিক ফরাসি খানকিদের মত সুন্দর দেখাচ্ছে?"

"এবার ত আমি তাই হতে চাই গো," শুয়ে শুয়ে ফিকফিক করে হেসে উঠল লরা। "এখন বকবকানি থামিয়ে চটপট এসে আমার পাশে শুয়ে পড়ো ত, আমি আর থাকতে পারছি না।"

আটত্রিশ

"আপনার নতুন বইয়ের বিষয়বস্তুর খসড়ার আর পাঁচটা অধ্যায়ে সত্যিই নতুনত্বের চমক আছে। একবার চোখ বোলালে কৌতূহলের তাগিদে পুরোটা না পড়ে থাকা যায় না। এ বই-এ খুব ভাল বাণিজ্য হবে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই, আমার চেনাজানা কয়েকজন প্রকাশক আছেন যারা এ বই ছাপতে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যেতে রাজি," গম্ভীর গলায় বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে লরার উকিল কথাগুলো বলল, "সত্যি, জো, এজন্য আপনাকে বাহবা দিতেই হয়।"

"বাহবা দিতে পারেন," আড়চোখে লরার দিকে তাকাল জো, "তবে তার অর্ধেক এরও পাওনা। লরার মত অভিজ্ঞ এডিটারের হাতে পড়েছে বলেই কাজটা সবদিক থেকে চমৎকার লাগছে নয়ত এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর হত কিনা সন্দেহ।"

"ধন্যবাদ জো," হাসল লরা, "কিন্তু তুমি লেখক, কলম চালানোর সবটুকু খাটাখাটুনি তুমি একাই করেছো তা ত ভুলে গেলে চলবে না। আর যাই হোক এ বই-এর লেখক তুমি একা, আমি নই।"

"যৌথ প্রয়াসের ফসল খাসা ফলিয়েছেন," উকিল হাসল, সঙ্গে সঙ্গে জো-র দিকে তাকিয়ে সুর পাল্টে ভয় ধরানো গলায় বলল, "তাহলে এবার কাজের কথায় আসা যাক, রেকর্ড ঘেঁটে যা দেখেছি গত দু'বছরে আয়কর সংক্রান্ত কাগজপত্র কিছুই আপনি জমা দেন নি।"

"গত দু'বছর আমি ইওরোপে কাটিয়েছি," জো বলল, "কাজেই ওসব জমা দেবার দরকার আছে ভাবিনি।"

"ইওরোপেই কাটান আর মঙ্গলগ্রহেই যান, আয়কর সংক্রান্ত কাগজপত্র পেশ করার দায়িত্ব আপনার থেকেই যাচ্ছে, তা আপনি এড়াতে পারছেন না।"

"আয়কর দপ্তর থেকে কি আমায় তলব করা হয়েছে?" জানতে চাইল জো।

"এখনও করেনি," উকিল বলল, "তবে যে কোন মুহূর্তে তলব করতে পারে। ওদের কাজকর্মের ধরণ আমার জানা আছে, রিসিভার তুলে একটা ফোন করবে, ব্যস্, আর কিছু নয়।"

"তাহলে ওরা তলব না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক, কি বলেন?"

"আপনি বুঝতে পারছেন না, বসে থাকলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যে কথা বলছিলাম— একটা খবর পেলেই আয়করের লোকেরা শকুনের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনার ওপর। তারপর ওরা আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চেঁছে সাফ করে দেবে। আয়করের রিটার্ণ পেশ না করা এ দেশের আইনে ফৌজদারি অপরাধ। আবার আয়কর না মিটিয়ে শুধু রিটার্ণ পেশ করে বসে থাকার অপরাধ কতটা গুরুতর তা ইণ্টারন্যাল রেভিনিউ-র লোকেরা জানে।"

"আপনি বলুন তাহলে এই মহূর্তে আমার করার মত কি আছে?" বলল জো।

"করণীয় একটাই," উকিল হাসল, "আপনার বকেয়া রিটার্ণ সব আমিই তৈরি করব, তারপর আমিই ওগুলো যথাস্থানে পেশ করে বলব ঐ সময় আপনি বিদেশে কাজ করেছিলেন তাই দেশে রিটার্ণ পেশ করার প্রয়োজন আছে কিনা বুঝতে পারেন নি। তাতে বকেয়া করের ওপর বাড়তি কিছু সুদ আপনাকে দিতে হবে সেটাই হবে আপনার সাজা।"

"বুঝলাম' জো উকিলের দিকে তাকাল, "এবার তাহলে বলুন ঐভাবে এগোলে আমার পকেট থেকে কত খসবে?"

"খুব বেশি নয়," উকিল মুচকি হাসল, "বড়জোর পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার ডলার।"

"বাঃ, চমৎকার!" রাগ আর বিরক্তি মেশানো গলায় জো বলল, "আয়করের লোকেরা আসার আগেভাগে আপনিই দেখছি আমায় চেঁছে সাফ করার পাকা ব্যবস্থা করেছেন। আপনি যে টাকা দাবি করছেন, আমার ব্যাংকে জমানো মোট টাকার শতকরা ষাট ভাগ ঐ দাঁড়ায়।"

"আপনি এতেই ঘাবড়ে যাচ্ছেন," উকিল হাসল, "আয়কর দপ্তরের লোকেরা যখন এসে পড়বে তখন এর দুগুণ, তিনগুণ পকেট ভর্তি করে নিয়ে যাবে। আপনার বাড়িতে ঢুকে সামনে যা কিছু চোখে পড়বে সব ওরা হাতিয়ে নেবে, ব্যাংকে যা জমিয়েছেন সেসব হাতাবে, তারপর যাবে আপনার প্রকাশকদের কাছে। বইয়ের রয়্যালটি বাবদ আপনার যা পাওনা হয়েছে সব ওরাই চেটেপুটে খেয়ে আপনার জন্য ছিটেফোঁটাও রাখবে না! এসব ঝামেলার মধ্যে যাবার দরকার কি! পেয়াদা এসেছে শমন নিয়ে, বেচারার পকেটে দু' ডলার গুঁজে দিন তাহলেই ও ফিরে গিয়ে ওপরওয়ালাকে বলবে আপনি দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। আমি মশাই এই নীতির পক্ষপাতী।"

জো হাসল, উকিল কি বলতে চাইছে এবার বুঝল সে। "বেশ, তাই হবে," বলল, "আমি সব দায়িত্ব আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দেখবেন, আমায় যেন কোনরকম ঝামেলা পোয়াতে না হয়। তবে আমার বই-এর জন্য একজন ভাল প্রকাশকও তাড়াতাড়ি জোটাতে হবে। চুক্তিটা যাতে ভাল হয় সে দায়িত্ব কিন্তু আপনার!"

"কারবারের বেলায় চুক্তিই ত আসল," সায় দিল উকিল।

"তোমার কি বক্তব্য," লরার দিকে তাকাল জো, "কেমন বুঝছো বলো।"

"উনি ঠিকই বলছেন, জো," উকিলের যুক্তিতে সায় দিল লরা, "ওঁকে দায়িত্ব দিয়ে তুমি নিশ্চিন্তে ঠাণ্ডামাথায় লেখার কাজটুকু সেরে ফ্যালো।"

"সেরে আমি ফেলব ঠিকই, ও নিয়ে তুমি মিছিমিছি ভেবোনা।" বলেই জামার আস্তিন তুলে ঘড়ির দিকে তাকাল জো, "সেরেছে, দুটো ত এখানেই বাজল। এদিকে আমি বাবা মাকে কথা দিয়েছি তিনটের আগে বাজারে ওঁদের সঙ্গে দেখা করব। বাবা ওঁর কারবারের অংশটুকু আজ বিকেলবেলা বিক্রি করে দেবেন, ওঁরা চান ঐ সময় আমি সেখানে থাকি। ওঁরা বাড়িটাও বেচে দিয়েছেন এই শনিবারই ফ্লোরিডায় চলে যাচ্ছেন। আমার ভাই ডাক্তার, ফোর্ট লাউডারডেলে ভাল পশার জমিয়েছে, ও নর্থ মিয়ামিতে মা-বাবার জন্য একটা পছন্দসই অ্যাপার্টমেণ্ট পেয়েছে।"

"ওঁরা কি প্লেনে যাবেন?" লরা জানতে চাইল।

"প্লেন?" হাসল জো, "আমার মা কি যন্তর তা ত জানো না? প্লেন, ট্রেন, কিছুতেই উনি চাপবেন না। উনি গাড়ি চেপে এতদূরের পথ পাড়ি দেবেন।"

"সে কি? তোমার বাবার হার্টের অবস্থা ভাল নয় শুনলাম, গাড়িতে চেপে এতদূর যাওয়া কি ওঁর পক্ষে ঠিক হবে?"

"ওঁরা খুব আস্তে গাড়ি চালাবেন।" হাসল জো, "গাড়ি ত চালাবে মা নিজে। দিনে বড়জোর পাঁচ ঘণ্টা, তার বেশি উনি কোনমতেই যেতে পারবেন না। হাতে সময় নেই। এবার আমায় যেতেই হচ্ছে," বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জো।

"তুমি ওঁদের সঙ্গে ডিনার খাবে নাকি?" জানতে চাইল লরা।

"না," জো বলল, "মা সেদিক দিয়ে ঠিক আছে। আগেই শুনিয়ে রেখেছে মালপত্র গোছগাছ করা ছাড়া আর কিছুতে হাত দেবে না। খিদে পেলে খাবার কিনে এনে খাবে। আমি সাতটা বড়জোর আটটার মধ্যে ফিরে আসব।"

"রাতের ডিনারের জন্য কিছু রাঁধতে হবে," বলল লরা।

"একদম না," চোখ পাকাল জো, উকিলের সামনে লরার গালে আলতো চুমু খেয়ে বলল, "রান্নার ঝামেলায় এখন একদম যাবে না। ফিরে এসে তোমায় নিয়ে বেরোব, ডিনার বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।"

উকিল তখনও বসেই আছে, জো চলে যাবার পরে লরার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঘর ফাঁকা, এবার কি মতলব এঁটেছো তাই বলো।"

"তুমি আমায় চিনতে ভুল করেছো," উকিলের চোখে চোখ রাখল লরা। "মতলববাজ মেয়ে আমি নই।"

"কাজটা কি ভাল করছ?" উকিল প্রশ্ন করল, "এ যে ধাঁচের লোক তাতে যে কোন সময় ও তোমায় ছেড়ে নিজের পছন্দমত অন্য কোনও মেয়ের হাত ধরে যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারে। মনে রেখো জো এখনও তোমায় বিয়ে করেনি।"

"ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই," পাতলা হাসি ফুটল লরার ঠোঁটে। "স্বামী বা স্ত্রী কেউ ছেড়ে যেতে চাইলে বিয়ের সই করা চুক্তিনামা তার পথ কোনদিন আটকাতে পারেনি, পারবেও না। থাকতে হলে এমনিতেই থাকবে, না থাকার হলে বিয়ে করেও কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে না।"

"কিন্তু তুমি ত ওকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চাও, তাই না?" উকিল লরার চোখে চোখ রাখল, "বলো ঠিক বলেছি কিনা।"

"মেয়েদের খপ্পরে পড়লে সব পুরুষই বোকা হয়ে যায়, জানো ত পল? জো আমায় নিয়ে যাই করুক তার ওপর তোমার এত রাগ কেন? ও আমায় বিয়ে করুক চাই না করুক তাতে তোমার কি আসে যায়? জো-র অনেক আগে ত তুমি এসেছিলে আমার জীবনে, তাহলে তুমি আমায় আরও আগে বিয়ে করোনি কেন? তোমার হাবভাব দেখে কথাবার্তা শুনে আমার অবাক লাগছে। যাক, জেনে রাখ জো কিন্তু আমায় ঠিকই বিয়ে করবে। আমি সংসার করতে চাই বলে নয়, ও আমায় ভালবাসে তাই।"

সাবওয়ে থেকে নেমে ওপরে উঠতে উঠতে জো-র সাড়ে তিনটে বেজে গেল। অফিস ফেরতা মানুষের চাপে পথে পা ফেলা ভার। তারই মধ্যে জো বাজারে তার বাবা ফিলের মুর্গীর দোকানে এসে পৌঁছোল। দরজার বাইরে বাবার পুরোনো গাড়ি দেখেই চিনল জো, দরজা খুলে দোকানে ঢুকল সে। মার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার বাবা তখন কিছু ঘাস বাছাই করছে।

"অনেক দেরি করে এসেছো," মার্টা ছোট ছেলের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল, "সেই সকালবেলা ছটা থেকে তোমার বাবা আর আমি দু'জনে হাত লাগিয়ে সব গোছগাছ করছি।"

"দেরি হলেও এসে ঠিকই পৌঁছেছি," জো বলল, "এবার অন্তত আমায় কিছু কাজ করতে দাও।"

"কাজ করবি?" মার্টা হাসল, "ঠিক আছে, তুই এই বাঁধা ঘাসগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রাখ, ওগুলো আমরা গাড়ির পেছনে নিয়ে যাব।" ফিল তার ডেসকে বসেছিল, জো এগিয়ে এসে বলল, "বাবা, তোমার শরীর ঠিক আছে ত?"

"একটু ক্লান্ত লাগছে," তার বাবা বলল, "নয়ত এমনিতে ঠিক আছি।"

"এক ইটালিয়ান খদ্দের তোমার দোকান কিনবে শুনলাম।" জো বলল, "তা সে টাকা নিয়ে আসবে কখন?"

"সে ব্যাটা আগেই কেটে পড়েছে," ফিল বলল, "মাফিয়ারা ওকে সরিয়ে দিয়েছে। আমার দোকান ভেঙ্গে ওরা এখানে গাড়ি সারানোর ইয়ার্ড আর গ্যারাজ করবে।"

"আমি ত ভাবলাম ও একাই এখানে মুর্গীর কারবার করবে।"

"না, ও নিজেও এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে," জো-র বাবা বলল, "ওর স্টকে যত মুর্গী ছিল সব নিয়ে ও অ্যাটল্যান্টিক অ্যাভিনিউতে চলে যাবে, ঐখানে ওর শ্যালক না ভগ্নিপতির মুর্গীর দোকান আছে, সেখানে গিয়ে মুর্গীর পাইকারি কারবারে নামবে। ও ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে।" কথা না বাড়িয়ে কাজে হাত লাগাল জো, পরে কাজে লাগতে পারে বেছেবেছে এমন সব জিনিস গাড়ির পেছনে তুলে দিল। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে সব সেরে বাবার দিকে তাকাল জো, হেসে বলল, "এখানকার পুরোনো আসবাবগুলো কি করবে, ওগুলোও সঙ্গে নেবে নাকি?"

ওগুলো এত পুরোনো হয়ে গেছে যে আমার কোনও কাজে লাগবে না।" ফিল বলল, "যাঁরা এ জায়গা কিনবে ওদেরই দিয়ে যাব, ইচ্ছে করলে ওরা ব্যবহার করতে পারে।"

খদ্দেরটা ঠিক সময়েই এল, মোট তিনজন, তাদের মধ্যে একজনকেই যা ভদ্রলোকের মত দেখতে। বাকি দু'জন যে পেশাদার গুণ্ডা তা তাদের নাক চোখের গড়ন দেখেই আঁচ করল জো। ভদ্র চেহরার লোকটিকে তাদের উকিল বলে বাকি দু'জন পরিচয় দিল। কাগজপত্রে সইসাবুদ হবার পরে তাদের একজন নগদ টাকাভর্তি একটা খাম তুলে দিল ফিলের হাতে। ফিল গুনে দেখল মোট সাড়ে চার হাজার ডলার।

"মাত্র সাড়ে চার হাজার," ফিল বলল, "আমায় ত তোমরা পাঁচ হাজার ডলার দেবে বলেছিলে।"

"পাঁচশো ডলার এই উকিল মশাইকে দিতে হয়েছে," ইশারায় ভদ্র চেহারার লোকটিকে দেখাল তারা "ওটা ওঁর পাওনা।"

"কিন্তু এমন ত কথা ছিল না," প্রতিবাদের গলায় বলল ফিল। জো লক্ষ্য করল পাঁচশো ডলার কম পাওয়ায় তার বাবা বেশ রেগে গেছে।

"আরে বাপু মিছিমিছি চটে যাচ্ছেন কেন," ভদ্র চেহারার লোকটি ফিলকে বোঝাতে চাইল, "এটাই ত বরাবরের নিয়ম—সম্পত্তি যে বেচে, উকিলের খরচ তাকেই দিতে হয়।"

"ছেড়ে দাও বাবা," লোকটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ফিলকে বোঝাল জো, "ঝামেলা করে লাভ নেই তা ত জানো। সই সাবুদ শেষ, দোকান বিক্রির পাওনা টাকা পেয়ে গেছো, এবার চলো যাওয়া যাক।"

"ঠিক আছে, তাই চল্!" একটু চুপ করে থেকে ফিল বলল। একটি কথাও না বলে দোকান থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে গাড়ির পেছনের সীটে বসল, একবারও পেছন দিকে ঘাড় ফেরাল না।

"বাবা, আজ আমি গাড়িটা চালাব?" মাকে শুনিয়ে অনুমতি চাইল জো।

"চালাও," ফিল হতাশ গলায় বলল, মার্টাও আপত্তি করল না। জো পেছনের দরজা খুলে দিতে স্বামীর পাশে গ্যাঁট হয়ে বসল সে। জো সামনের সীটে বসে এঞ্জিন স্টার্ট করতে মার্টা পেছন থেকে বলল, "বাড়ি ফেরার আগে একবার পিটকিন অ্যাভিনিউতে চল্, দোকান বিক্রির টাকাটা ব্যাংকে জমা দিয়ে আসি।"

পিটকিন অ্যাভিনিউতে ইস্ট নিউ ইয়র্ক সেভিংস ব্যাংক, দোকান বিক্রির সাড়ে চার হাজার ডলার সেখানে জমা দিয়ে মার্টা ফিরে আসতেই জো জানতে চাইল "এবার বলো কবে ফ্লোরিডায় পাড়ি দিচ্ছ তোমরা? শুনলাম স্টিভ নাকি তোমাদের জন্য একখানা পছন্দসই অ্যাপার্টমেণ্ট জোগাড় করেছে? তা ওখানকার বাড়ি বেচে কত পেলে?"

"পয়ত্রিশ হাজার ডলার পর্যন্ত দর উঠেছিল," মার্টা বলল, "কিন্তু তোমার বাবাকে ত চেনো, এত কমে ওর মন ওঠেনি, বলছিল চল্লিশ হাজার পেলে বলতাম উচিত দর পেয়েছি।"

"না, বাবা," ঘাড় না ফিরিয়ে ফিলকে লক্ষ্য করে বলল জো, "পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার যে দিয়েছে জেনে রেখো সে ভাল দরই দিয়েছে।"

"আসবাব আর অন্যান্য সরঞ্জাম নতুন জায়গায় নিয়ে যেতে আমার কম করে পাঁচ হাজার ডলার খরচ হবে তা জানো?" ফিল খেঁকিয়ে উঠল।

"ফ্লোরিডায় যে বাড়িতে তোমরা যাচ্ছ সেখানে নাকি আটখানা কামরা?" জানতে চাইল জো।

"আট নয়, চারটে," মার্টা বলল। "সমুদ্রের গায়েই আমাদের থাকার মত একটা অ্যাপার্টমেণ্ট স্টিভ জোগাড় করেছে। ব্যাবিনোউইজ ছ'মাস আগে ওদিকে উঠে গেছে। ওর মুখেই শুনলাম জিনিসপত্রের দাম ফ্লোরিডায় খুব সস্তা। মাত্র দেড় হাজার ডলার খরচ করলে গোটা অ্যাপার্টমেণ্ট সাজানোর মত আসবাব তুমি পাবে ওখানে।"

"পুরোনো আসবাব নতুন জায়গায় কেউ বয়ে নিয়ে যায় না।" জো বলল, "জামাকাপড় আর বাসনপত্র ছাড়া আর কিছু নেবার দরকার হয় না। হাত ফেরতা আসবাব যারা কেনাবেচা করে হাজারখানেক ডলার বা তার কিছু বেশি খরচ করলে ওদের কাছ থেকেই ব্যবহার করার মত অনেক আসবাব তুমি পেয়ে যাবে।"

মার্টা বা তার স্বামী ফিল জো-র এ কথার জবাবে কোনও মন্তব্য করল না। পিটকিন অ্যাভিনিউতে গাড়ি ঘোড়ার সঙ্গে পথ চলতি মানুষের প্রচণ্ড ভিড় সামাল দিতে গাড়ি দাঁড়

করাল জো, এবার পাশের গলিতে ঢুকতে হবে তাকে। পাশের এক চিলতে আয়নায় চোখ পড়তে জো দেখল পেছনে বাজারের কাঠের বেড়ার গায়ে তার বাবার দোকানের যে পুরোনো সাইনবোর্ডখানা দিনরাত ঝুলন্ত সেটা এরই মাঝে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আয়নার দিকে তাকাতে জো স্পষ্ট দেখল তার বাবার দু' চোখের কোলে জল টলটল করছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘোড়াল জো, হাত বাড়িয়ে বাবার হাতে হাত রাখল। ফিলের হাত তখন চাপা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। জো সান্ত্বনার সুরে বলল, "মন খারাপ কোর না, বাবা, দোকান বিক্রি করে তুমি ঠিক কাজই করেছো। এছাড়া আর কিছু তোমার করার ছিল না তা তুমি নিজেও জানো। দেখো, এবার আগের চেয়ে অনেক স্বস্তিতে দিন কাটাতে পারবে।"

"সব বুঝি বাবা," কান্না চাপা গলায় জবাব দিল ফিল। "কিন্তু মনকে কি এত সহজে বোঝানো যায়? যে সাইনবোর্ডটা ওরা খুলে নিয়েছে আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে টাঙ্গিয়ে ছিলুম, তুই তখন, সবে জন্মেছিস। তোর মা আর আমার মনে তখন কত আশা, কত স্বপ্ন..."

"সেসব আশা তুমি পূর্ণ করেছো, বাবা," জো সান্ত্বনা দিল। "তোমার দুই ছেলে দু'জনেই যে যার মত নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সারা জীবন খেটে ব্যাংকে যা জমিয়েছো তাতে বাকি দিনগুলো তোমরা স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারবে। জীবনে অনেক ত খাটলে, এবার একটু আরাম করো, আর সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নাও।"

"আমি নিজেও এই কথাটাই বলতে চাই," বিড়বিড় করে বলল ফিল, "তবে নিজেকে নিয়ে এবার কি করব তাই জানিনা।"

"র‍্যাবিনোউইজ কি করছে?" হেসে জানতে চাইল জো।

"ও ব্যাটা রোজ দু'বেলা নিয়ম করে সাগরপাড়ে বেড়াতে যায়," ফিল বলল, "সেখানে গিয়ে মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।"

"সে ত খুব ভাল কাজ," জো হাসল, "মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে খারাপ কি আছে?"

"ভাল বুদ্ধি," মার্টা হাসি চেপে জো-র দিকে তকিয়ে চোখ পাকাল, "ওসব করলে তোর বাবাকে আমি খুনই করে ফেলব।"

লরার অ্যাপার্টমেন্ট, বাইরে দরজার গায়ে আঁটা বোতাম টিপতেই ভেতরে সুমধুর ঘণ্টা বেজে উঠল। পরমুহূর্তে দরজা খুলে দিতে দু'হাতে দুটো কার্ডবোর্ডের বাক্স ঝুলিয়ে ভেতরে ঢুকল জো, বাক্স দুটো মেঝেতে নামিয়ে নিচু হয়ে চুমু খেল লরার গালে, কপালে।

"এই বাক্স দুটোয় কি নিয়ে এলে?" জানতে চাইল লরা।

জো বলল, "মা আমায় দিলেন। মার মুখ থেকে শুনলাম যখন সবে পড়তে শিখেছি তখন থেকে ওগুলো আমার হেপাজতে ছিল। ভবিষ্যতে ওগুলো আমার কাজে লাগতে পারে ভেবে মা এগুলো এতদিন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল।"

"তোমার বাবা মার শরীর ভাল আছে ত?" জানতে চাইল লরা। জবাব দিতে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে তাই শুধু মাথা নেড়ে জো বোঝাল তাঁরা সুস্থ আছেন।

"তোমার একটু ড্রিংকস দরকার, এসো, ভেতরে এসো।" বলল লরা। লরার পেছন পেছন ভেতরের ঘরে এল জো কৌচের গদিতে গা এলিয়ে দিল। গ্লাসের অর্ধেকটা বরফকুচিতে ভরে তার ওপরে অনেকটা স্কচ হুইস্কি ঢালল লরা। এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও, আস্তে আস্তে খাও।"

"একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম," অনেকটা স্কচ গলায় ঢেলে মুখ তুলে তাকাল জো, "অনেক সময় এমন হয় যে তুমি হয়ত কিছু লোকের মধ্যে আছো, অনেককে দেখেছো। কিন্তু

সত্যিসত্যিই তাদের দেখতে পাচ্ছো না। মনে হয় ওরা চিরকাল সেখানে আছে, একইরকম আছে তাদের চেহারা, হাবভাব, কিছুই পাল্টায়নি।"

লরা জবাব না দিয়ে চুপ করে শুনতে লাগল।

"এতদিন বাদে বাবাকে দেখলাম, আর তার পরেই আচমকা অনুভব করলাম সত্যিসত্যি ওঁকে আমি দেখতে পাইনি। মাকেও দেখলাম। দু'জনেই যেন রাতারাতি ভীষণ বুড়িয়ে গেছেন। আগে দু'জনকে যেমন তরতাজা বদরাগি দেখেছি সেই চেহারা আর মেজাজ দু'জনেই খুইয়েছেন। এখন দু'জনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে, কখন কি ঘটে যায়, দু'জনের মনে এই আশংকা দানা বেঁধেছে, অজানা বিপদের আশংকায় এক অজানা জগতে পা বাড়িয়েছেন তাঁরা।" বলতে বলতে জো-র দু'চোখ জলে ভরে উঠল।

চোখ না মুছে আপনমনে বলতে লাগল, "আমি ওঁদের কতটা ভালবাসি তা ওঁরা জানেন কিনা আমার জানা নেই। হয়ত নিজের মুখে সে ভালবাসার কথা তাঁদের কখনও বলিনি। আসলে তর্ক আর ঝগড়াঝাঁটি করতে আমরা এত ব্যস্ত ছিলাম যে পরস্পরকে ভালবাসার কথা বলার মত সময়টুকুও পাইনি।"

"এসব কথা বলার দরকার হয় না।" শান্ত গলায় বলল লরা, "তোমার মত একই উপলব্ধি ওঁদেরও হচ্ছে। কাছের মানুষ যারা তাদের ভালবাসার কথা কি সব সময় মুখ ফুটে বলার দরকার হয়?"

"বাবার মুর্গীর দোকানের একটা সাইনবোর্ড বাজারের কাঠের বেড়ার গায়ে বাবা ত্রিশ বছর আগে নিজে হাতে টাঙিয়ে ছিলেন।" জো ধরাগলায় বলতে লাগল, "আমি তখন সবে জন্মেছি। সেই সাইনবোর্ডটা খুলে ফেলা হয়েছে দেখে আজ বাবার দু'চোখ জলে ভরে উঠল।" লরার দিকে মুখ তুলে তাকাল জো। "বাবার চোখে জল দেখে সেই মুহূর্তে বুঝেছিলাম একটা নয়, দুটো নয়, ওঁর জীবনের ত্রিশটা বছর অদৃশ্য বিধাতা পুরুষের এক ফুঁয়ে উড়ে গেল। তুমিই বলো, এরই নাম কি ভবিতব্য? ঠিক এমনটাই কি হবার কথা ছিল? আজ থেকে আরও ত্রিশ বছর পরে যদি বেঁচে থাকি, তখন কি আমার জীবনও একইভাবে উড়ে যাবে?"

হাঁটু ভেঙে জো-র পাশে মেঝের কার্পেটে বসল লরা, তার গালে দু'হাত বুলিয়ে নরম মোলায়েম গলায় সান্ত্বনার সুরে বলল, "বিশ্বাস করো, তেমন কোনও ঘটনাই ঘটবে না, দু'বছর এখন লিখছো, ভবিষ্যতে যে সব বই লিখবে ত্রিশ বছর পরেও সে সব বই ঠিক বেঁচে থাকবে। তোমার বাবা যেমন তাঁর নিজের জগতে চিরজীবী হয়ে থাকবেন তুমিও তেমনই তোমার নিজের জগতে বেঁচে থাকবে অবিনশ্বর হয়ে।"

জো-র মুখে কথা জোগাল না, চোখের জল দুগাল বেয়ে ঝরে পড়ছে বুকে। দু'হাতে তার মাথা নিজের বুকে আঁকড়ে ধরল লরা। কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বলল। "কাঁদতে ভয় পেয়োনা, প্রিয়তম আমার, কেঁদে যত পারো বুকের বোঝা হালকা করো। মনে রেখো হাসির মত কান্নাও আমাদের জীবন। আমাদের বেঁচে থাকার অঙ্গ, তাকেও ভালোবাসতে ভুলো না।"

উপসংহার

৭৪৭ বোয়িং বিমানখানা ল্যাণ্ড করার পরে যাত্রিদের মধ্যে সবার আগে আমারই নামার কথা। চিফ স্টুয়ার্ডের হাত থেকে ইমিগ্রেশন অফিসার যাত্রিদের নামের তালিকা নেবার পরে আমি র‍্যাম্পের ঢালে পা রাখলাম। এয়ার ফ্রান্সের এক সার্ভিস ম্যানেজার আমায় দেখতে পেয়ে বড় বড় পা ফেলে ছুটে এলেন, হেসে অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে বললেন, "আসুন, মিঃ ক্রাউন, দেশের মাটিতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ফ্লাইটে কোনও অসুবিধে হয়নি ত?"

নাম না জানলেও আমি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলাম, হেসে বললাম, "খুব আরামে এসেছি, মশাই, এতটুকু অসুবিধে হয়নি। অজস্র ধন্যবাদ।" লাঠি নিয়েই আমি তাঁর পেছন পেছন এগোলাম। ভাঙ্গা কোমর নিয়ে হাসপাতালে এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে।

"আপনার ব্যাগেজস ক্লেইম চেক আমায় দিন," অচেনা ম্যানেজারটি বললেন, "আমি আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি কাস্টমস-এর গণ্ডি পার করিয়ে দিচ্ছি। আপনার শোফার গাড়ি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে ত মালপত্র নেই," আমি বললাম, "ফ্রান্সে আর এখানে, দু'জায়গাতেই আমার দুটো মালপত্র ঠাসা আলমারি আছে। এতে সময় বাঁচে।"

"খাঁটি বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন।" তিনি ঘাড় নেড়ে নেড়ে সায় দিলেন, "তাহলে আসুন, আপনাকে সরাসরি কাস্টমসে ভিড়িয়ে দিচ্ছি।"

কাস্টমস অফিসারটি মহিলা। পাসপোর্ট আর ডিক্লারেশন কার্ড এগিয়ে দিতে নাম দেখে আড়াচোখে তাকিয়ে বললেন, "আপনি সেই জো ক্রাউন, লেখক?"

"আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন," সংক্ষেপে জবাব দিলাম।

"আলাপ করে খুশি হলাম," তিনি বললেন, "আপনার হালের বইখানা সবে শেষ করেছি। এরই মাঝে বেস্ট সেলার লিস্টের মাথায় ওর নাম উঠে গেছে। ওঃ মানুষের শরীর আর মনের কথা কত সহজেই না বলেছেন! পড়লে দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না।" বলে তারিফ করার সুরে অল্প হাসলেন তিনি।

"আজ্ঞে যা বলেছেন!" আবারও সংক্ষেপে সায় দিলাম।

"আপনার মালপত্র কোথায়?" যেন আমার জবাব শুনেই তাঁর মুখের হাসি মুছে গেল, রীতিমত সিরিয়াস গলায় মহিলা জানতে চাইলেন। "এই যে," বলে অ্যাটাচি কেসখানা কাউন্টারে রেখে তালা খুলে ঢাকনা তুলে ধরলাম।

"আর কিছু নেই?"

"আজ্ঞে না," বললাম, "দরকারি জামাকাপড় সব বাড়িতে রেখে এসেছি।"

"প্রিয়জনকে দেবার মত কোনও উপহার, গয়নাগাঁটি, পারফিউম, এসব কিছুই আনেননি? বলে সামনে রাখা কম্পিউটারের কয়েকটা চাবি টিপলেন তিনি।

"আজ্ঞে না," হেসে বললাম, "আমি যতটা পারি হালকা হয়েই বেড়াতে বেরনো পছন্দ করি।"

"এই নিন," হতাশ মুখে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে মহিলা বললেন, "বেরনোর মুখে ডিক্লারেশনটা দরজায় দিয়ে দেবেন। ইয়ে আপনার বই আমার দারুণ পছন্দ, জানেন ত, সত্যিই বলছি। পড়লে শরীর একদম চনমনিয়ে ওঠে।"

"জেনে খুশি হলাম" হেসে বললাম। "অজস্র ধন্যবাদ।"

"কাগজে পড়লাম বেস্টসেলার লিস্টে আপনার বইয়ের সিলভার জুবিলি সেলিব্রেট করতে আজ রাতে কি এক পার্টি হচ্ছে তাই ত?"

"ঠিক ধরেছেন, আপনার চোখে দেখছি কিছুই এড়ায় না," তোষামোদ করার গলায় বললাম।

"গোটা দুনিয়া ঘুরে বেড়ান, পার্টি, আর কত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। সত্যিই কি চমৎকার রোমাঞ্চে ভরা জীবন কাটাচ্ছেন?"

"এই জীবনের হাল কিন্তু খুব খারাপও হতে পারত।" বলে হাসলাম।

"গুড লাক," বলে মহিলা রেগেমেগে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি," বলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এবার গ্রাসের সার্ভিস ম্যানেজারের চোখে চোখ পড়তে তাঁকেও ধন্যবাদ জানালাম।

সংরক্ষিত এলাকার বাইরে খোলা আকাশের নিচে আসতে না আসতেই একখানা নীল সাদা রোলস কনভার্টিবল হর্ণ বাজিয়ে সামনে এসে ব্রেক কষল। সামনের দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে এল ল্যারি, একগাল হেসে বলল, "ওঠো বস্ তোমার দেশ তোমায় স্বাগত জানাচ্ছে। খানিক আগে এক ব্যাটা পুলিশ বাইকে চেপে পিছু নিয়েছিল। দু'বার গোটা এয়ারপোর্ট পাক খাইয়ে তবে ছেড়েছি।"

"ওপরের কনভার্টিবল টপ্‌টা ঢেকে এসি চালিয়ে দাও," সামনের সীটে তার পাশে বসলাম, "ভ্যাপসা গরমে দম বন্ধ হবার জোগাড়।"

এয়ার কণ্ডিশনার চালু হতে অস্বস্তি কাটল। বড় রাস্তায় ট্রাফিকের ভিড়ে এসে পড়তে ল্যারি বলল, "তোমায় ত দারুণ দেখাচ্ছে হে, পা কেমন আছে? হাঁটা চলায় কষ্ট নেই ত?"

"না, পায়ের ঝামেলা এখন আর নেই," আমি বললাম, "তাছাড়া আমার অবস্থা এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল তাই চেহারাও বেমালুম পাল্টে গেছে। ইয়ে, মিসেস ক্রাউন কোথায়?"

"রেস্তোরাঁয়," ল্যারি হাসল, "পার্টির আয়োজনে কিছু বাদ পড়ল কিনা তাই খুঁটিয়ে দেখছেন। ওখান থেকেই সোজা বাড়ি ফিরবেন। হেয়ার ড্রেসার আর বিউটি মেকাপের লোকেদের সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আসার কথা।"

"তাহলে ত সব ঠিকমতই এগোচ্ছে" ল্যারির পিঠে আলতো চাপড় মেরে বললাম।

"ভাল কথা," মুখ না ফিরিয়েই ল্যারি বলল, "আপনার ডাক্তার আপনার খোঁজ করছিলেন। বলেছেন আপনি বাড়িতে এসেই যেন ওঁকে ফোন করেন।"

"ঠিক আছে," বলে রিসিভার তুলে ডায়াল করলাম। উল্টোদিক থেকে নার্সকে জবাব দিতে বললাম, "ডাক্তারকে বলুন জো ক্রাউন কথা বলবে।" ক্লিক করে আওয়াজ হতে বুঝলাম ডাক্তারের খাশ কামরায় লাইন চলে গেল।

"জো," ডাক্তারের চড়া পর্দার গলা কানে এল।

"তুমি কি বাড়ি থেকে বলছ?"

"আজ্ঞে না, এখনও বাড়িতে ঢোকার সুযোগ হয়নি। বাড়ি যাবার পথে গাড়ি থেকেই ফোন করেছি।"

"যাক, কেমন আছো?"

"বেঁচে আছি এটুকু দিব্যি বুঝতে পারছি, তবে কি করে সেরে উঠলাম বা বেঁচে আছি এসব এখনও বুঝতে পারছি না।"

"আধঘন্টার মধ্যে আমি আসছি, তোমায় চট করে একটু দেখে নেব।"

"চলে এসো আমি বাড়িতেই থাকব।"

"তোমার খবর কি বলো," রিসিভার নামিয়ে ল্যারির দিকে তাকালাম, "দিনভর কেমন কাটছে?"

"চলে যাচ্ছে এক রকম" ল্যারি হাসল, "তুমি চলে যাবার পরে দিনগুলো একঘেয়ের মত কেটে যাচ্ছে, কোনও বৈচিত্র্য নেই। ইয়ে, সেদিন কাগজে পড়লাম ফ্রান্সের সব ডিসকোতে মেয়েরা নাকি টপলেস পরে নাচে, কথাটা সত্যি?"

"ষোল আনা সত্যি," হেসে বললাম।

"সেকি!" অবাক হল ল্যারি। "ওসব যন্তরের সঙ্গে নাচো কি করে? আমার ত বাপু ভাবতেই গা গরম হয়ে উঠছে।"

"আমার যে কোনও রকম সমস্যা নেই, লারি," হেসে বললাম "তাছাড়া নাচার ক্ষমতা ফিরে পেতে আমার এখনও ঢের দেরি, এখন শুধু হাঁটতে পারি।"

বাড়ি পৌঁছে দেখি এড আগেভাগেই এসে গেছে বারে বসে জল মিশিয়ে স্কচ খাচ্ছে। ও যে খুঁটিয়ে আমার হাঁটা লক্ষ্য করছে তা ওর চাউনি দেখেই বুঝলাম।

"বাঃ, দিব্যি হেঁটে এলে ত বাপু," দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাতে আমায় জড়িয়ে ধরে এড বলল, "হাঁটো বেশি করে হাঁটো। এমন ভাল ব্যায়াম আর নেই।"

"হাঁটতে আমারও ভাল লাগে," তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম।

"তাহলে হাতে এটা নিয়েছো কেন?" বলে ছড়িটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে এড মুঠোটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

"বেশি হাঁটাহাঁটি করলে একটু ব্যথা এখনও হয়," আমি বললাম, "এটা হাতে থাকলে ব্যথাটা কম হয়।"

"যে দুর্ঘটনা বাধিয়েছিলে তাতে এই ব্যথা হওয়াই স্বাভাবিক," এড ছড়ির মুঠোটা দেখিয়ে বলল, "এটা কি সোনার?"

"তাই হওয়াই ত স্বাভাবিক," এড-এর ভঙ্গি নকল করে বললাম, "নয়ত স্টেইনলেস স্টিলের হবে ভেবেছো? আমার ইজ্জত থাকবে তাহলে?"

"মালখানা জব্বর হয়েছে," এড বলল। "বাগালে কোত্থেকে?"

"ফ্রান্সে একটা মেয়ে উপহার দিয়েছে।"

"নিশ্চয়ই মরা?"

"তাছাড়া এ জিনিস আমায় উপহার দেবার মত মেয়ে কোথায়?" এড ছড়িটা ফিরিয়ে দিতে আমি চলে এলাম বারের পেছনে। স্কচে জল ঢেলে তার মুখোমুখি বসে বললাম, "চিয়ার্স।"

"চিয়ার্স!" এড বলল। "ফ্রান্সে গরম কেমন কাটালে?"

"মোটামুটি, ভেবেছিলাম তুমিও আসবে।"

"হয়ে উঠল না," এড বলল। রুগীর ভিড় সামলে আর সময় করে উঠতে পারলাম না।

"ওসব রুগীর তাপ্পি আমায় দিতে এসো না।" বললাম, "শুনেছি তুমি ডিভোর্স পেয়েছো আর তারপর থেকেই তোমার কাজের চাপ বেড়ে গেছে।"

"কি বাজে কথা বলছ!" ভুরু কোঁচকাল এড। "আমার অবস্থা ত দেখছ, মেয়েমানুষ আমার কপালে সয় না।"

"আবার হয়ত এমনও হতে পারে এবারেরটা বিদেয় হয়ে তোমায় কোনও দিক থেকে বাঁচিয়ে দিল।"

"নাঃ খুড়ো মেয়েমানুষ দিয়ে আর হবে না," এক চুমুকে খানিকটা স্কচ গিলল এড, "এবার একজন জাতের মহিলার সঙ্গে ঘর বাঁধতে হবে। হয়ত তাতেই সুখের স্বপ্ন দেখব।"

"মহিলা জোগাড় করা খুব সোজা।" হেসে বললাম, "কিন্তু খবরদার ভুলেও যেন বিয়েটি করতে যেয়ো না। তাহলে সব সুখ এক ফুঁ-এ বরবাদ হয়ে যাবে।"

"একবার বিয়ে করে নিজের কপাল ছড়িয়েছো।" এড বলল, "তারপর আবার বিয়ের কেক খেতে যাচ্ছ কোন ভরসায়?"

"আমার ব্যাপার আলাদা, সংসারে কোনও ঝামেলা শুরু হবার মুখে মার কাছে চলে যাই, মা সব শুনে যেমন বুদ্ধি দেন সেইমত চলি, বাড়বার আগেই ঝামেলা মিটে যায়।"

"দেখো জো, বেশি বাতেল্লা মেরোনা," এড় আচমকা গলা চড়াল, "তোমার নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে, গলা ভারি লাগছে।"

"আমার হাঁপানি আছে তাত জানো, তার ওপর আঠারো ঘণ্টা প্লেনে কাটিয়েছি, নাক দিয়ে জল গড়ানোর দোষ কোথায়?"

"দেখি, শার্ট খোল," বলতে বলতে পকেট থেকে স্টেথো বের করল এড় "তোমার বুক পিঠ একবার দেখি।"

"বয়স ত বাড়ছে," বললাম, "এখনও ছেলেবেলার সেই ডাক্তার ডাক্তার খেলার সাধ গেল না?"

"খেলা নয়, জো," এড়-এর গলা সিরিয়াস শোনাল। "যা বলছি শোন।"

শার্ট খুলতে এড আমার বুকে পিঠে স্টেথো লাগিয়ে নিঃশ্বাসের ওঠাপড়া আর কলজের ধুকধুকুনি শুনল, তারপর কান থেকে নল খুলে গম্ভীর গলায় বলল, "হাঁপানি নয়, এ হল এম্ফাইসেমা, এ রোগ সারে না। তুমি এখনও সিগারেট খাও?"

"খাই?"

"এই মুহূর্তে ছেড়ে দাও তাহলে তোমার আয়ু আরও পাঁচ বছর বেড়ে যাবে, গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

"পাঁচ বছর, না পঞ্চাশ হাজার মাইল?"

"ইয়ার্কি না," এড় আবার বলল, "সিরিয়াসলি বলছি, যে জায়গায় এসে পৌঁছেছো তাতে অবস্থা যে কোন সময় খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে।"

"ভেবে দেখব," শার্ট পরতে পরতে বললাম, "আসলে লেখার সময়েই সিগারেট দরকার হয়।"

"লিখতে লিখতে মাঝেমাঝে বিশ্রাম নাও," এড ধূমপান ছাড়ার পথ বাতলাল, "বিশ্রাম নিতে নিতে লেখো, একটানা লিখো না। কম খাটো। এখন ত তোমার অবস্থা আগের চেয়ে

ভাল এবার খাটাখাটুনিও কমিয়ে দাও। গাদাগাদা টাকা রোজগারের ভাবনা এবার মাথা থেকে বিদেয় দাও। বাপু, তোমায় বাঁচতে হবে, বেঁচে লেখালেখি করতে গেলে শরীরটা ভাল রাখতে হবে।"

"ব্যাপারটা তোমায় বোঝাতে পারব না," আমি বললাম, "লেখালেখি কমানো কোনও লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়—অন্ততঃ যতক্ষণ তার মাথায় আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে ততক্ষণ। এড়, যে আশ্বাসই দাও, আমি জানি হাতে সময় খুব কম, যেসব ভাবনা মাথায় এসেছে তাদের সব ক'টাকে নিয়ে একেকটা গল্প লেখার মত সময় আমি পাব না। দেড়শো বছর বাঁচলেও তা সম্ভব হবে না আমি জানি।"

"তোমার পাগলামি আগের মতই আছে, জো।" এড়-এর মুখ এবার নরম দেখাল, "তুমি যে পাগল, তোমার মাথার ঠিক নেই, তা কি তুমি জানো?"

"সে তুমি আমায় যা বলে খুশি হও ভাই, আপত্তি করবনা," হেসে বললাম। "তবে একটা পাহাড়ে ওঠার কাজ সবসময়ই হাতে বাকি থেকে যাচ্ছে। আমার পাহাড়ে ওঠার জন্য তোমার চেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"শোন, আসছে শুক্রবার আমার অফিসে এসো," এড় বলল, "তোমার একটা রেগুলার চেক আপ করব।"

"নিশ্চয়ই যাব।"

"আর হ্যাঁ," উঠতে উঠতে এড় বলল, "আজ রাতে কিন্তু আমি আসছি। সারাদিন প্রচুর ধকল যাবে, তাই পার্টির আগে একটু ঘুমিয়ে নিও, দেখবে ভাল লাগবে।"

ড্রাইভওয়ে ধরে গেট-এর কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত জানালায় দাঁড়িয়ে এড-এর গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওপরে এসে পোশাক পাল্টে শুয়ে চোখ বুজলাম। এখন একটু ঘুমোতে পারলে মন্দ লাগবে না ঠিকই, কিন্তু দু'কানের ভেতরে জেট এঞ্জিনের মত যেভাবে আওয়াজ হচ্ছে তাতে ঘুম আদৌ আসবে কিনা সেটাই সন্দেহ।

ঘুমের সবচেয়ে বড় গুণ হল হাজারও সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে শুয়ে থাকলে একসময় সে ঠিক এসে হাজির হয় তা [illegible] যত কম সময়ের জন্যই হোক না কেন। আমিও তেমনই একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজের অজ্ঞান্তেই। আচমকা কাঁধে ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগতে ঘুমের রেশটুকু গেল কেটে। চোখ না মেলেও হাতটা কার বুঝতে অসুবিধে হল না।

"অ্যাই!" চাপাগলায় ধমকে উঠলাম, "হচ্ছেটা কি! দেখছো না ঘুমোচ্ছি?"

জবাব না দিয়ে নরা আমার গালে নিজের গাল চেপে ধরে বলল, "দুঃখিত আমি তোমাকে জাগাতে চাইনি, তবে বিকেল দুটা বাজে, গত চার ঘণ্টা তুমি একটানা ঘুমিয়েছো। পার্টি আটটায় মনে আছে ত? সবাই এসে পৌঁছোবার আগে সেজেগুজে তৈরি হয়ে নেবে ত নাকি? তোমার চুল ছাঁটাব জন্যে নাপিত এসে বসে আছে, নখ কাটার লোকও এসেছে।"

"হটাও ওদের!" চোখ বুজে হুকুম দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা অচেনা পারফিউমের গন্ধ এল নাকে। চমকে উঠে বললুম, "কি ব্যাপার, এ গন্ধ ত আগে পাইনি। আমি কি ভুল করে আর কারও বাড়িতে ঢুকে বসেছি নাকি?"

"আর কারও বাড়ি নয়, মশাই," খিলখিল করে হাসল লরা। "এটা আমার অ্যাপার্টমেন্ট, আসলে একটা নতুন পারফিউম দেখে খুব লোভ হল তাই কিনে ফেললাম," আমার ডান হাতটা নিজের দু'পায়ের মাঝখানে চেপে ধরে লরা হাসিমাখা গলায় বলল, "এবার চেনা চেনা ঠেকছে ত, আর কারও বাড়িতে ঢোকনি বুঝতে পারছ? দয়া করে এবার খাট থেকে নেমে পড়ো।"

"হ্যাঁ গো সোনামণি," লরাকে জড়িয়ে দু'গালে চুমু খেলাম, "এবার ঠিক চিনেছি বেশ বুঝতে পারছি এটা তোমার অ্যাপার্টমেন্ট।"

"চোখ থেকে ঘুম গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এসো, আর দেরি করার মত সময় হাতে নেই," লরা বলল, "এটা তোমার পার্টি ত ভুলে যেয়ো না।" বলে লরা টানতে টানতে নিজের বাথরুমে ঢুকিয়ে জামাকাপড় সব খুলে ফেলল।

"কি ব্যাপার বলো ত?" লরার দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, "তিনদিন আগে ফ্রান্সে প্রথম যখন তোমায় দেখলাম তখনও ত তুমি এমন রোগা হাড় জিরজিরে ছিলে না!"

"হাড় জিরজিরে মোটেও নয়।" হাসল লরা, "ফ্রান্সে থাকতে বেশি খেয়ে আর মদ গিলে ভীষণ মুটিয়েছিলাম। এখানে এসে অনেক কসরত করে ন'পাউন্ড চর্বি ঝরিয়ে ফেলেছি। কেন, আমার এই চেহারা তোমার পছন্দ হচ্ছে না?"

"বকবকানি থামিয়ে একবার আমার পাশে শোবে চলো।" তার কানের কাছে ঠোঁট এনে বললাম। "খুব বেশি দেরি হবে না।"

"এখন না," লরা আবার হাসল। "পার্টি শেষ হলে তারপরে। নাও, এখানকার কাজ শেষ, এবার চলো তোমার বাথরুমে। চুল ছেঁটে নখ কেটে চটপট তৈরি হয়ে নেবে.....।"

ডাইনিংরুমে ঢুকতে চোখ ঝলসে গেল, সাদা আর রূপোলি বার্ণিশে চারদিকের দেয়াল, বায় সিলিং ঢাকা পড়েছে, জানালা দরজাও বাদ পড়েনি। মুখোমুখি এক কোণ থেকে অন্য কোণে টাঙানো হয়েছে সাদা আর রূপোলি রেশমি ফিতের শেকল। ঝকঝকে সাদা আর রূপোলি বার্ণিশ মাখানো হয়েছে টেবিল চেয়ারে। টেবিলের ওপর রাখা বাহারি ফুলগুলোও রেহাই পায়নি, রূপোলি রং স্প্রে করা হয়েছে তাদের ওপরেও। ডাইনিং রুমের বাইরে পেল্লায় ঘরকমে ঢোকার মুখে বড়সড় একখানা আয়না, তার কাঁচের গায়ে বড় রূপোলি হরফেতে : 'বেস্টসেলার তালিকায় একটানা ২৫ বছর টিকে থাকার উপলক্ষে জো ক্রাউনের রৌপ্য জয়ন্তী লেখা।'

"এ হবে আপনার জীবনের সেরা পার্টি," আমার বইয়ের প্রচারের দিকটা যে দেখাশোনা করে সেই জেনে হাসল। 'দু রকম ব্যাণ্ড এনেছি আমরা। এছাড়া ডিনারের শেষে সেরা রূপসীদের হাজির করানোর একটা আইটেম আছে, লাস ভেগাসের ক্যাসিনো ডি প্যারিস থেকে অনেক বেছে ওদের জোগাড় করেছি। এছাড়া আজকের পার্টিতে যাদের আসার কথা তাঁরা শহরের সেরা মানুষ। ফিল্ম, টিভি, খবরের কাগজ, রাজনীতি, খেলাধুলো, সব পেশার মানুষ আছে এদের মধ্যে। মোট একশোজন। এছাড়া সাংবাদিকদের জন্য দুটো টেবিল আলাদা করে

রেখেছি। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি, তিন রকমই থাকবে। লরা আর আমি দু'জনে হাতে হাত লাগিয়ে কত খেটেছি তাই বলুন। পছন্দ হয়েছে ত?"

"ওসব বাদ দিন," জেনেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "আমি কেমন আছি একবারও জানতে চাইলেন না?"

"খাসা দেখাচ্ছে ত আপনাকে," আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জেনে হাসল, "এত রূপবান হবার রহস্যটা একবার বলবেন না?"

"রহস্য একটাই," বললাম, "মেকআপ, খেটেখুটে যেভাবে সাজিয়েছেন তা শুধু সেরা নয়, সব সেরা।"

ডিনার খেতে বসে চারপাশে তাকালাম দেখলাম জেনে ঠিকই বলেছে, সমাজের সবরকম পেশায় সেরা মানুষদের এনে হাজির করেছে। এদিকে আমার অবস্থা সঙ্গিন, বন্ধুস্থানীয় আর হিতাকাঙ্ক্ষীদের অভিনন্দন জানিয়ে আর সাংবাদিকদের বারবার সাক্ষাৎকার দিতে দিতে গলা গেছে ভেঙ্গে, সেইসঙ্গে ক্লান্তিতে শরীর আর বইছে না। হঠাৎ এরই মাঝে জেনে ছুটে এসে চাপাগলায় বলল, এক বিশিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোক আপনাকে একবার দেখবেন বলে নিচে অপেক্ষা করছেন। নাম বললেন জ্যামাইকা বা ঐরকম কিছু।"

"জ্যামাইকা?" নাম শুনে আমার সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে দূর হল। বললাম "ওঁকে সসম্মানে নিয়ে আসুন এখানে।"

"ওঁর সঙ্গে একটা কেলেভূত মেয়েও আছে," জেনে বলল।

"ওঁদের দুজনকেই এখানে নিয়ে আসুন," আমি বললাম, "আমার পাশে দুটো চেয়ার এনে ওঁদের বসান।"

জ্যামাইকা আর তার সঙ্গিনীকে জেনে ওপরে নিয়ে এলো। আমায় দেখতে পেয়েই ছুটে এল জ্যামাইকা। আমি এগিয়ে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। ওয়েটাররা তখন ডেসার্ট আর কফি পরিবেশন করছে। একইরকম আছে জ্যামাইকার চেহারা, মুখের চামড়ায় এতটুকু ভাঁজ পড়েনি, তবে একমাথা কুচকুচে কালো চুল ধপধপে সাদা হয়ে গেছে। "জ্যামাইকা!" তার চোখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

"জো!" খুব শান্ত গলায় আমার নাম ধরে ডাকল জ্যামাইকা। "জো, পুরোনো বন্ধু আমার। এখনও ভোলনি আমায় ঠিক মনে রেখেছো?"

"কি বলছ তুমি?" আমি বললাম, "তোমার মত মানুষকে ভুলব কি করে, ভোলা যায়?" এইটুকু বলে লরার দিকে তাকালাম। আনন্দ আর উত্তেজনায় আমার গলা তখন বুঁজে এসেছে, কোনমতে বললাম "লরা, এ হল আমার পুরোনো বন্ধু জ্যামাইকা। জ্যামাইকা, এ হল আমার বৌ লরা।"

সঙ্গে সঙ্গে লরা উঠে দাঁড়াল, সৌজন্যের রীতি মেনে ডান হাত বাড়িয়ে দিল। জ্যামাইকা সেই হাত আলতো করে ধরে চুমু খেল তারপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "লরা, জীবনসঙ্গী হিসেবে যাকে বেছে নিয়েছো সে সত্যিই ভাল ছেলে, ওকে আমি আগেও ভালবাসতাম, এখন আরও ভালবাসি। এমন লোককে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছো বলে তোমায় প্রাণ থেকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে কি ভাল লাগছে বলে বোঝাতে পারব না।" লরা হাসিমুখে তাকাল প্রৌঢ় জ্যামাইকার দিকে, "দয়া করে আপনাদের টেবিলে বসুন।"

"না, না," জ্যামাইকা বলল, "তোমাদের পার্টিতে আমি বড্ড বেমানান, এখানে তোমাদের আনন্দে আমি ভাগ বসাতে আসিনি। আমার পুরোনো বন্ধু জো ক্রাউন আজ খুব বড় আর গুণী মানুষ হয়েছে কিনা, তাকে একবার কাছ থেকে দেখতে আর তার জন্য গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে একথা বলতেই আমার আসা।"

"আমার অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে," লরা নাছোড়বান্দার মত বলল, "এক্ষুণি সব আলো নিভে যাবে, তারপর শুরু হয়েরূপসী প্রদর্শনী। জো-র ডানদিক বসুন।"

"ধন্যবাদ, লরা," হেঁট হয়ে বলল জ্যামাইকা, সঙ্গিনীকে দেখিয়ে বলল "এ হল লোলিটা আমার মেয়েদের মধ্যে সবার ছোট।"

"হাই," লরার দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে অভিবাদন জানাল লোলিটা।

"ও কি!" মেয়ের আচরণে যেন ক্ষুব্ধ হল জ্যামাইকা, গলা নামিয়ে মৃদু শাসনের সুরে বলল। "নতুন পরিচয় হলে এভাবে কথা বলতে হয়? তোমায় তোমার মা যেমন শিখিয়েছেন তেমনই করে বল আপনাদের সব কুশল ত?"

"মিসেস ক্রাউন, মিঃ ক্রাউন," লোলিটা অল্প হেঁট হয়ে বলল, "আপনাদের সব কুশল ত?"

লোলিটার কথার জবাবে শুধু হাসলাম। তখনই খাবার ঘরের সব আলো নিভে গেল, জ্যাকেটের পেছনে সাদা আর রূপোলি ফিতের ছোট লেজ আঁটা কমবয়সী এক ছোকরা ছোট মঞ্চের ওপর মাইক হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমোহদয়বৃন্দ, মিঃ ক্রাউন আজই ফ্রান্স থেকে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর ফ্রান্স ভ্রমণ উপলক্ষে লাস ভেগাসের ক্যাসিনো ডি প্যারিসের সেরা রূপসীরা এবার ক্যান ক্যান নাচ নেচে দেখাবেন।" ঘোষণা শেষ করে যুবকটি নেমে যেতেই শুরু হল অর্কেস্ট্রায় চড়া পর্দার বাজনা। সুসজ্জিত রূপসীরা যেন উড়তে উড়তে মঞ্চে এসে নাচ শুরু করল। জ্যামাইকার কানের কাছে মুখ এনে বললাম, "তুমি কোথা থেকে এসে জুটলে?"

"আমি সব ছেড়ে ক্লিভল্যাণ্ডে চলে গিয়েছি," একইরকম চাপা গলায় জবাব দিল জ্যামাইকা, "হনলুলুতে আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে শীতের সময় শরীর খুব অসুস্থ হয় বলে ওখানে কাটাই। হোটেলে টেলিভিশনের খবরে তোমার পার্টির কথা বলল, শুনেই চলে এলাম।"

"খুব ভাল করেছো," তার ঘাড়ে হাত রাখলাম। "অ্যাদ্দিন বাদে দেখা হয়ে আমারও খুব ভাল লাগছে।"

"তোমার লেখা সব বই আমি পড়েছি," বলল জ্যামাইকা। "কাজকর্ম থেকে অবসর নেবার ফলে এখন বই পড়ার মত এন্তার সময় আছে আমার হাতে। এমনকি আমায় নিয়ে লেখা তোমার প্রথম বইটাও পড়েছি।"

"দ্যাখো, নাচ দ্যাখো," আমি হাসলাম, লরার হাত মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরে বললাম, "আমার প্রথম গল্প ছাপানোর কথা মনে পড়ে? ঐ সময় আমি জ্যামাইকার কাছে কাজ করতাম।"

"তাহলে উনিই হলেন সেই—" বলেই থেমে গেল লরা।

"ঠিক ধরেছো," ফিসফিস করে বললাম, "বইয়ে যার কথা লিখেছি এ সেই লোক।"

রূপসীরা অর্কেস্ট্রার তালে হেলে দুলে নাচছে, সমবেত অতিথিরা বারবার হাততালি দিচ্ছে। একসময় মেয়েরা সারবেঁধে দাঁড়াতে দেখা গেল তাদের পোশাকের পেছনদিকে একেকটি হরফ

বড় করে আঁকা। সার বেঁধে দাঁড়াতে একটি বাক্য তারা রচনা করল—জো ক্রাউনকে অভিনন্দন। সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেল মেয়েরা সেই ফাঁকে উধাও হল। উপস্থিত সবার সমবেত হাততালিতে কানে তালা ধরার জোগাড়।

আলো জ্বলে উঠতে ঝুঁকে চুমু খেলাম লরার গালে। হাততালির আওয়াজ তখনও শোনা যাচ্ছে। "ধন্যবাদ," বলে জ্যামাইকার দিকে তাকালাম। কিন্তু তাকে দেখতে পেলাম না। বুঝতে পারলাম, আলো জ্বলে ওঠার আগে আঁধারের মাঝেই স্মরণীয় মানুষটি বিদায় নিয়েছে মেয়ের হাত ধরে। জ্যামাইকা এভাবে চলে যাওয়ায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাকে খুঁজতে যাব বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই লরা আমার হাত চেপে ধরে নরম গলায় বলল, "যেতে দাও ওঁকে, পুরোনা স্মৃতি রোমন্থন করতেই উনি এসেছিলেন। তা তোমরা দু'জনেই করেছো। এবার সেই স্মৃতি আঁকড়ে থেকো না।"

"কিন্তু—"

"সে ছিল অন্য জগৎ," লরা বাধা দিয়ে বলল, "এখনকার জগৎ অন্যরকম, এ জগতে ওঁর ঠাঁই নেই। ওঁকে এখানে মিছিমিছি টেনে আনার চেষ্টা করো না।"

"এ জগৎ কি তবে আমার?" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জানতে চাইলাম।

"প্রণয়ী আমার, ওগো আমার মনের মানুষ," লরা হাসল, "তুমি যেমনটি চাও তোমার জগৎ তেমনটিই হয়ে উঠবে।" ❑

টাট্টু ঘোড়া

(The Stud)

জ্যাকি কলিন্স

মধ্যরাতের নাইট ক্লাব—হোবোতে স্নিগ্ধ আলোয় শিরায় শিরায় কাম জাগানো, হৃদয় উদ্বেল করা যৌনোত্তেজক জাজের ঝঙ্কার, পপ সঙ্গীতের মূর্ছনায় শরীরে শরীর মিলিয়ে শ্যাম্পেনের ফেনিল ফোয়ারার স্রোতে যুবক-যুবতীদের কামজোয়ারে ভেসে যাওয়ার মদির কাহিনী।
মহিলা হ্যারল্ড রবিন্স জ্যাকি কলিন্সের নিজস্ব শৈলীর তীব্র যৌনতায় ভরপুর দেহজ প্রেমের বলিষ্ঠ উপন্যাস।

এক

টনি

সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ব্যাপারটা এতই উত্তেজনাপূর্ণ আর রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে যে ভাষায় তার বর্ণনা করা যায় না। আমার নিজের সন্ধ্যা কিভাবে শুরু হয়, এখানে আমি সেকথাই বলছি। তা ধরে নিন, আমার সন্ধ্যা যখন নেমে আসে, তখন ঘড়িতে বাজে রাত দশটা কি এগারোটা। 'হোবো'তে একদিন পায়ের ধুলো দিন, দেখবেন, মনে হবে যেন সেখানে কোন পার্টি বসেছে—রীতিমত উৎসব বলা চলে। হ্যাঁ, রাতের বেলা 'হোবো' মানেই এক পার্টির পরিবেশ—এক বিরাট পার্টি যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে তো বটেই, উপরন্তু পছন্দও করে।

খদ্দেরদের ভিড়টা খুব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। প্রথমে সেই শ্রেণীর খদ্দেররা, যারা একটা ভাল টেবিল পাবার জন্য আগেভাগেই এসে পড়ে। এদের ঠিক পরেই যারা আসে তারা হল বিভিন্ন শো আর প্রোগ্রাম দেখনেওয়ালার দল। সাধারণতঃ এদের গোটা দলটা প্রায় গাদাগাদি করে ঘরের একদিকে প্রায় কোণ ঠাসাঠাসি হয়ে বেখাপ্পা জায়গায় বসে, আবার কখনো একদম পেছনে পড়ে যায়। আমাদের মেম্বারশিপের ব্যাপারটার মধ্যে একটু কড়াকড়ি আছে বটে, তবু তার ভেতর অল্প কয়েকজন ঠিক ম্যানেজ করে ঢুকে পড়ে। তারপর রাত সাড়ে বারোটা কি একটা নাগাদ আসতে থাকে সেইসব খদ্দের যাদের দেখলে রীতিমত ভির্মি খেতে হয়। বিভিন্ন বয়সের স্বর্ণকেশী সেই সুন্দরীদের কারো পরণে থাকে কাউবয় স্যুট, কারো বা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভারতীয় পোশাক, কেউবা আবার বগলকাটা পেটকাটা থেকে শুরু করে ব্যাকলেস, টপলেস, স্কার্টলেসের স্বল্প আবরণে এমনভাবে নিজেদের আবৃত করে রাখেন যে এক এক সময় মনে হয় সত্যিই তাঁদের গায়ে কোন পোশাক নেই, সাদা কথায় বলা যায় উদোম ন্যাংটো। যে যত বেশী নিজের বুক, পিঠ, পেট আর গোপন অঙ্গগুলো দেখাতে পারবে, তার ডাঁক তত বেশী। যার যত বেশী জংলী সাজ, সবার চোখে সে তত বেশী সুন্দরী। এই রকম আরকি। আর এদের সঙ্গী হয়ে যেসব ছেলেরা আসে, তাদের মধ্যে রক গ্রুপের লম্বা নোটানোটা চুলওয়ালা ছোঁড়া থেকে শুরু করে একদম হালফিল নতুন উঠতি অভিনেতারাও থাকে। আবার সোসাইটির শিরোমণি এমন বয়স্ক ধনী আর মানীগুণীরাও আসেন। আসে নারীলোলুপ ধনকুবের বুড়ো আরব শেখেরা। সেইসঙ্গে বহু বিতর্কিত এম. পি বা সেনেটর, এঁরাও বাদ যায় না। শহরে নামডাক আছে এমন যে কেউ, তা সে তরুণ লেখক থেকে শুরু করে পোশাকের নকশা আঁকিয়ে, ফটোগ্রাফার, মডেল সবাই। এরা যে শুধু মদ গিলে বিভিন্ন নাচের শো দেখতেই আসে, তা নয়, পাঁচটা বাইরের লোক এদের দেখবে, এরাও সেই ফাঁকে যার যার কর্মক্ষেত্রের ব্যবসায়ী মহ, জনদের সঙ্গে আলাপ করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে পারবে—এখানে এদের ভীড় জমার পেছনে এটাও একটা বড় কারণ। সব মিলেমিশে এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, আর রাত দুটো নাগাদ তা চরমে ওঠে যখন ভেতরে খদ্দেরের ভীড়ে এত জ্যাম হয়ে যায় যে ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা এবং মিক জ্যাগারের মত বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছাড়া আপনি হাজার চেষ্টা করেও আর কাউকে ভেতরে ঢোকাতে পারবেন না।

অথচ দেখুন, আমার হাতে কিছু বখশিস গুঁজে দেয়া এবং তারপর রাস্তায় মুখোমুখি পড়ে গেলেও চিনতে না পারার ভান করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, দু'মাস আগের এই ধরনের কিছু ঘটনার কথা মনে পড়লে এখন আমার নিজেরই হাসি পায়। আর এখন? রাস্তায় দেখা হলে ওরাই তখন আমায় জড়িয়ে ধরে, আমার মুখের একটা কথা শোনার জন্য ওরা এত উদগ্রীব হয়ে থাকে—যা বলার নয়—"ডালিং, তোমায় একটা, দুটো, তিনটে চুমু খাব সোনা—তুমি শুধু একবার বল আজ রাতে 'হোবো'তে কারা কারা আসবে?"

এই হল আলাপের নমুনা। বয়ফ্রেণ্ড কিংবা স্বামী হয়ত অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, সেই ফাঁকে কোন সুন্দরী হয়ত খপ্ করে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে ন্যাকা ন্যাকা আদুরে গলায় বলে বসল "আগের বারের মত একটা বাজে টেবিল দেবেন না যেন"—বলেই যেন কতকালের পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হয়েছে এইভাবে আমার হাতদুটো একটু কায়দা করে টিপে দিল, আমি যেন কত কাছের লোক এইভাবে বড বড় চোখ মেলে আমায় কাৎ করবার জন্য ছেড়ে দিল একখানা দৃষ্টিবাণ। আর জায়গায়টা যদি 'হোবো' হয় তাহলে ত কথাই নেই। তখন স্বামী বা বয়ফ্রেন্ড সঙ্গে যেই থাকুক, সে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের মত করমর্দন করবে, ইয়ারদোস্তের মত কিছু প্রাণের কথা বলবে (যদিও আমি জানি এসবের পেছনে উদ্দেশ্য একটাই, তাহল একটা ভাল টেবিল ম্যানেজ করা)। তারপর আমি তাদের চালান করে দেব হেড ওয়েটার ফ্রাঙ্কোর হাতে, সে অবস্থা বুঝে যে টেবিল দরকার, সে-টেবিলে ঝটপট তাদের বসিয়ে দেবে। ঘরের একদিকে বসে তারা যারা শুধু দেখতেই আসে, আর দেখার সঙ্গে বন্ধু বা বান্ধবীদের দেহের নানা জায়গায় যারা হাত-টাত দেয়, তারা এবং 'হোবো'র শোয়ে যারা অংশ নেয়, তারা বসে আর একদিকে। আমাদের গোটা ব্যাপারটাই খুব পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে। বলতে ভুলে গেছি, যারা জোড়ায় জোড়ায় শুধু খেতে আসে, সেইসব পেটুকদের একদম ঘরের পেছনদিকে এক জায়গায় ঠেসে বসিয়ে দেওয়া হয়।

হ্যাঁ, একথা মানতে হবে যে এখন আমি খুব জনপ্রিয় হয়েছি, সবাই আমার সঙ্গে একটু কথা বলার সুযোগ পেতে মুখিয়ে থাকে। সত্যিই, এক একসময় আমি নিজেই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই যে আমি সেই আদি ও অকৃত্রিম টনি, যার গলার স্বরের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, যে আগের মত এখনও একই রকম সুরে কথা বলে, একই রকম ভাবনা ভাবে, হাসে, গায়, নাচন-কোঁদন করে, একই রকম স্বপ্ন দেখে, একই রকম জামা-কাপড় পরে, (অবশ্য আগের চাইতে এখনকার জামা-কাপড় একটু দামী, এই যা তফাৎ) হঠাৎ এমনকি ঘটল যার ফলে তার মধ্যে এতখানি পরিবর্তন ঘটতে পারে? চুপি চুপি আপনাদের আরো একটা কথা জানিয়ে রাখি, বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ওপর, তাহল, এই, যে রূপবতী ধনবতী, মহিলাদের অনেকেই এখন আমার কাছ থেকে একটু শরীরের সুখ পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি লড়াইয়ে পর্যন্ত নামতে রাজী। শুনে আপনাদের নিশ্চয় মনে হচ্ছে যে ঐভাবে আমি তাঁদের উদ্ধার করে দিচ্ছি। তা ঘটনার স্রোত এখন যে খাতে বইছে, তাতে আমি তাঁদের উদ্ধার করে দিচ্ছি বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না।

কি হল? নিশ্চয়ই মনে ভাবছেন যে টনি শোয়ার্তসবার্গ নামে আমার মত এক হরিদাস পাল যার বাপ-দাদার কোন নাম নেই, সে কি করে রাতারাতি টনি ব্রেক বনে গেল—যে এই শহরের একজন মান্যগণ্য লোক, চিত্র-তারকাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সেরা ডিসকোথেক 'হোবো'র পরিচালক? তাহলে একদম গোড়া থেকে শুরু করা যাক।

আমার যারা প্রতিবেশী, তাদের ছেলেদের মতই একদিন আমার জীবনও ছিল রুক্ষ আর উদ্দেশ্যবিহীন। আমিও তাদের মতই এক বখাটে ছেলে তৈরি হয়েছিলাম—সরু গলির ভেতর বেপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে, অল্পবয়সী মেয়েদের দেহের গোপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হাত দিয়ে আর বাড়িতে টিভিতে মারপিটের ওয়েস্টার্ণ ছবি দেখতে দেখতে আমি একদম বয়ে যাচ্ছিলাম। আমি জাতে ইহুদী, আমার বাবার নাম স্যাম, মার নাম স্যাডি। আমার মা বাবা একজন আর একজনকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না, দিনরাত তাঁদের মধ্যে খিটিমিটি আর ঝগড়া লেগেই থাকত। আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আমার বাবার কোনরকম মাথাব্যথা ছিল না, এ ব্যাপারে আমার মা শুধু মাঝে মাঝে একগাদা জ্ঞান দিয়ে আমার কানের পোকা বের করতেন।

আমার বয়স যখন মাত্র তেরো, সেই সময় একটি মেয়ের সঙ্গে আমার যৌন সংসর্গ ঘটে। আমি তার সঙ্গে সঙ্গম করেছিলাম। মেয়েটি আমার চাইতে কয়েক বছরের বড় ছিল, এবং ব্যাপারটাতে আমরা দু'জনেই খুব মজা পেয়েছিলাম, কিন্তু মুশকিল বাঁধল এক জায়গায়। তার গোপন অঙ্গে যে কিছু নোংরা উকুনজাতীয় পোকা বাসা বেঁধেছিল, তা আমার জানা ছিল না, এবং সঙ্গম করার ফলে ঐ পোকাগুলো এসে আমার শরীরে আশ্রয় নেয়। পোকাগুলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমি পরের দু'মাস বহু মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করলাম এবং তাদের প্রত্যেকের শরীরে সেগুলো চালান করতে লাগলাম। কিন্তু এত করেও ঐ পোকার উপদ্রবের হাত থেকে আমার মুক্তি মিলল না। এইভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একদিন আর একটা মেয়ে আমার খপ্পরে পড়ল, তাকে কাৎ করে ফেলতেও আমার বেশী সময় লাগল না। মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গম করার পর তার বাড়ির লোকেরা হঠাৎ ব্যাপারটা জেনে ফেলল এবং আমার মা বাবার কানেও খবরটা তাড়াতাড়ি পাচার হয়ে গেল। সব শুনে মার তো ফিট হবার যোগাড়। কিন্তু বাবা নির্বিকার। তিনি হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিলেন, তারপর একটা মলম কিনে এনে আমায় লাগাতে বললেন।

ষোল বছর বয়সে পা দিয়ে এক ভদ্রলোকের গাড়ি থেকে পেট্রল চুরি করতে গিয়ে আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়ি। কারবারটা খারাপ ছিল না। গাড়ির মালিক বা ড্রাইভারের অসাক্ষাতে পাইপ দিয়ে গাড়ির অনেকটা পেট্রল টেনে বের করে একটা টিনে ভরতাম, তারপর কোন গ্যারাজ বা পেট্রল পাম্পে সেটা বেচে দিতাম। হয়ত গাড়ির মালিক সেই পাম্প থেকেই কিছুক্ষণ আগে পেট্রলটুকু কিনে থাকবে। ধরা পড়ার ফলে রোজগারের রাস্তাটা বন্ধ তো হলই, উপরন্তু পুলিশ আমায় আদালতে পাঠালো, আদালত আবার আমায় কিশোর অপরাধীদের সংশোধনাগারে পাঠিয়ে দিল। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে ছাড়া পাবার পর আর কোন অপরাধ আমি করিনি।

হরেক রকমের কাজ আমি করেছি, যার মধ্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবরের কাগজ বিক্রী থেকে শুরু করে কারখানা ঝাঁট দেওয়া মায় পাড়ার কাছাকাছি এক সিনেমা হলের টিকিট চেক করা সব আছে। ঐ সিনেমা হলে একটা মেয়েও টিকেট চেকারের কাজ করত, আমারই সম বয়সী ছিল সে। একদিন সময় সুযোগ বুঝে মেয়েটাকে বাগালাম। তারপর হলের আলো নেভার পর একদম শেষ সারির শেষ সীটে বসে সেখানেই তার সঙ্গে অপকম্ম শুরু করে দিলাম। এদিকে হলের ম্যানেজারেরও ছিল আমার মতই বদ অভ্যাস, মেয়ে দেখলেই সে ব্যাটা আর চুপ করে থাকতে পারত না। শো আরম্ভ হবার পর চেকার মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে সেও নষ্টামি করত। সেদিন সিনেমা শুরু হবার পর মেয়েটিকে খুঁজে না পেয়ে তার মেজাজ ভীষণ চড়ে গেছে, শেষকালে খুঁজতে খুঁজতে একতলায় এসে টর্চ ফেলে দেখতে পেল তার প্রাণেশ্বরীর ওপর আমি এক বেমক্কা পজিশনে চড়ে বসেছি। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে আমার চাকরী খতম। অবশ্য আমি তাকে সেজন্য খুব দোষ দিই না, নিজের শিকার আর একজন বসে বসে খাচ্ছে এটা দেখলে কার পক্ষেই বা মাথা ঠিক রাখা সম্ভব।

আমি কাজ ছেড়ে চলে এলাম বটে, কিন্তু যে কাণ্ড করেছিলাম, তার জের সহজে মিটল না। কিছুদিন পরেই মেয়েটির শরীরে আমার অপকীর্তির লক্ষণ প্রকাশ পেতে তার বাড়িতে বইল অশান্তির ঝড়। সিনেমার ম্যানেজারের গায়েও লেগেছিল সেই ঝড়ের ছোঁয়াচ। মেয়েটিকে সে ছাড়তে চাইছিল না। প্রথমতঃ টিকিট চেকিংয়ের কাজে ভাল মেয়ে সচরাচর পাওয়া যায় না, এবং দ্বিতীয়তঃ মেয়েটির ওপর থেকে লোভ তার তখনও যায়নি। শেষকালে সেই হতভাগা ম্যানেজারই টাকাপয়সা খরচ করে মেয়েটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে মাল খালাস করে তাকে বাঁচায়। সব ঝড় থেমে গেল, মেয়েটাও তার পুরনো পাটিকে ফিরে পেয়ে আরো মন দিয়ে টিকিট চেকিংয়ের কাজ করতে লাগল।

ততদিনে আমার বাপ-মাও আমার ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন,অবশ্য এজন্য আমি তাঁদের দোষ দিই না। খোঁয়াড়ে দুষ্টু গোরু থাকলে তার জন্য সবারই চিন্তা হয়, দিনেরাতে কেউই দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। এমন সময় হঠাৎ বার্নিমামুর কথা আমার মার মাথায় এল।

আমার মামাবাড়ির দিক থেকে বার্নিমামু ছিল সোনার চাঁদ ছেলে। যেভাবেই হোক, খেটেখুটে আর একে তাকে টুপি পরিয়ে এখন সে দুটো রেস্তোরাঁর মালিক। আর হাতে কাঁচাপয়সা আসার পর যা হয়, বার্নিমামুও তারপর থেকে নিজের জাতভাইদের সঙ্গে পারতপক্ষে খুব একটা মেলামেশা করে না। আমার মা ভাবলেন যেহেতু বার্নিমামুর তিনি একমাত্র বোন, সেই কারণে তাঁর কিছু অধিকার আছে, আর নিছক সেই অধিকারের দাবীতেই একদিন আমায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর ভাইয়ের গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রীটের বাড়িতে, সেখানে তাঁর ভাইকে ধরে বসলেন যাতে তিনি আমায় একটা চাকরী যোগাড় করে দেন। বোঝাই গেল যে মামু আমায় দেখে আদৌ খুশী হননি, কিন্তু মায়ের নাছোড়বান্দা ভাব দেখে শেষকালে তাঁরই একটা রেস্তোরাঁয় আমায় চাকরী করে দেবেন বলে কথা দিলেন। দিলেনও। আমিও কোমর বেঁধে কাজ করতে লেগে গেলাম। কিন্তু আবার সেই পুরনো স্বভাব গোল বাঁধল—মেয়েমানুষ। মামুর একটিই মেয়ে, নাম মুরিয়েল। বেশ শক্তসমর্থ জবরদস্ত চেহারার মেয়ে ছিল সে, দেখতে শুনতে ভালই বলতে হয়। একবার দেখলে যেকোন পুরুষ মানুষের মন চনমন করে ওঠে, এমনি তার চেহারা। নাক-চোখমুখ, হাঁটাচলা সেক্সি তো বটেই, সেইসঙ্গে তার স্তন দুটিও ছিল বেশ বড়সড়, নাকখানাও টিয়াপাখির ঠোঁটের মত পাতলা বাঁকানো। মুরিয়েলের শরীরের বৈশিষ্ট্য ছিল আর এক জায়গায়। তার সারা গায়ে ছিল ভীষণ কালো কালো ঘন চুল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত, এমনকি যেকোন বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম করুন, আমি বলব হ্যাঁ, মুরিয়েলের দেহের সেই জায়গাতেও ঘন কালো চুলের কমতি ছিল না।

মুরিয়েল ছিল আমার মামতো বোন, তার সঙ্গে কোন বেয়াদপি করা আমার পক্ষে অনুচিত ছিল জানি, কিন্তু সুযোগ যদি একবার আসে, তবে বোকারা ছাড়া আর কেউ কি তা প্রত্যাখ্যান করে? করতে যাবই বা কেন? অতএব সুযোগ মত মুরিয়েলকে একা পেয়ে একদিন আমি তার ওপর বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বার্নিমামু অবশ্য ব্যাপারটা যেভাবেই হোক জেনে ফেললেন এবং তাঁর রেস্তোরাঁয় আমার চাকরী জীবনের সেখানেই ইতি ঘটল।

কিন্তু আমার মানসিকতারও ততদিনে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। মনে মনে ভাবলাম আর একটু এগিয়েই দেখা যাক না। নিজেই তদ্বির করে স্যাভয় রেস্তোরাঁয় কাপ-ডিশ ধোয়া বয়ের একটা কাজ জুটিয়ে নিলাম। ক্যামডেন টাউনে একটা ঘরও পেয়ে গেলাম অনায়াসেই। আমি তখন সবে কুড়িতে পা দিয়েছি, দেখলাম জীবন কি সুন্দর, কি বিচিত্র।

কিছুদিন পর ইভি নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হল। ইভির মাথায় ছিল একরাশ কোঁকড়া সোনালী চুল, গায়ের রংও ছিল টকটকে। একটা ক্লিপ জয়েন্টে হোস্টেসের কাজ করত সে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ইভি আমায় একটা ওয়েটারের কাজ পাইয়ে দিল। আমিও দেখলাম চারদিকে মেলাই বখশিস, শুধু তা আদায় করে নিতে জানতে হবে। ইভি আমায় মানুষের চরিত্র চালচলন, মেজাজ সম্পর্কে অনেক ট্রেনিং দিল, শেখাল কিভাবে একজন কঞ্জুষ মাতালের কাছ থেকে এক পাউণ্ড বখশিস আদায় করে নিতে হয়। তখন আমার রোজগার প্রতি সপ্তাহে আশী পাউন্ডে এসে ঠেকেছে। আমার পোশাকেও বেশ বড় রকম পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আমি স্ট্রাইপ দেওয়া ইটালিয়ান স্যুট পরি, পায়ে ছুঁচোলো ইটালিয়ান জুতো। যেসব মেয়েদের নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই তারাও বিভিন্ন ধরনের রোজগারের পথে আছে। কেউ হেয়ারড্রেসার, কেউ শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট, এই রকম। নিজেকে এখন আমার রাজার

মত মনে হয়। প্রতি রোববার মার সঙ্গে দেখা করতে যাই, ফিরে আসার আগে একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট গুঁজে দিই তাঁর হাতে। মা কিন্তু টাকাটা একদিনও নেন না, আমায় ফিরিয়ে দেন, তারপর কাছে বসিয়ে কিভাবে টাকা জমাতে হবে, কি রকম মেয়ে বিয়ে করা উচিত, কি রকম উদ্যোগী পুরুষ হওয়া উচিত, তাই নিয়ে একগাদা জ্ঞান দেন।

ক্লিপ জয়েণ্ট ছেড়ে এবার একটা বেশ বড়সড় রেস্তোরাঁয় বাসধয়ের চাকরীতে ঢুকলাম। মাইনে এখানে খুব বেশী নয় বটে, কিন্তু ভাল ভাল অনেক কিছু পাবার একটা পথ দেখলাম সেখানে আছে। আর ভাল ভাল জিনিস আমার চারপাশে এসে ভীড় করতেও বেশী দেরী হল না। নানাবয়সী সুন্দরী মেয়েদের হাটের ভেতর আমি ঘোরাফেরা করি, দামী ফারের পোশাক, হীরে জহরত আর দামী সেন্টের গন্ধে আমার চারদিক ম-ম করে ওঠে। আড়ে আড়ে আকর্ষণী নয়নবাণ হানে তারা আমার চোখের দিকে চেয়ে। আমার তখন মনে হয় এরই নাম স্বর্গ।

সেখান থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে ভিড়লাম। এটাও উচ্চশ্রেণীর রেস্তোরাঁ। এখানে এসেই আমি পেনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। পেনী এই রেস্তোরাঁর মালিকের মেয়ে। দেখতে ছোটখাটো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার দেহের সবকিছুই ছিল সুন্দর, মাথায় ছিল একরাশ লাল চুল। আমার মনে হয় আমি পেনীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। এখন আরও বুঝতে পারি যে যৌন অনুভূতি বলতে যা বোঝায়, পেনীর মধ্যে তা ছিল অনেক কম, কিন্তু তখন এই ব্যাপারটা আমার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পেনীই আমার জীবনে প্রথম মেয়ে যাকে চেয়েও আমি পাইনি।

আমি দেখতে কিরকম তা জানবার জন্য কৌতূহলী হচ্ছেন? বেশ, আমি আত্মগর্বে গর্বিত না হয়ে বলব টনি কার্টিস যদি আর একটু লম্বা হত, আর তার মুখের সঙ্গে মাইকেল কেইন আর ক্রিস ক্রিস্টোফারসেনের সাদৃশ্য থাকত, তবে সে হলাম আমি।

থাকগে, মোদ্দাকথা হল পেনী আর আমি দুজনেই তখন বিয়ে করবার জন্য রীতিমত ক্ষেপে উঠেছি। ওর বাবা যখন জানতে পারলেন যে পাত্র আমি ছাড়া আর কেউ নয়, তখন তিনি রেগে একেবারে যাকে বলে খেপচুরিয়াস হয়ে গেলেন। কিন্তু পেনী তাঁর একমাত্র বাপ ন্যাওটা কন্যা, ভুলিয়ে ভালিয়ে তাঁকে সে ঠিক কাৎ করে ফেলল, আর শুধু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই ভদ্রলোক আমার জন্য ডিলাক্স হেড ওয়েটার নামে একটা নতুন পদ তৈরী করলেন, এবং যথারীতি সেই পোস্টে আমার প্রোমোশন হল।

আমার জীবনের শুরু সেখানেই। একদিন ফন্টেন নামে এক ধনী ভদ্রমহিলাকে সেই রেস্তোরাঁয় দেখলাম।

ফন্টেন খালেদের নাম ততদিনে কারও জানতে বাকি নেই নিজের রূপ, শরীর, আর রূপো এ তিনটি জিনিসের বিনিময়ে যে কোন পুরুষকে ভুলিয়ে তাদের দেহকে উপভোগ করতে তার তখন জুড়ি মেলা ভার। আমার মনে হয় মেয়েদের ছেলে ভোলানো বিদ্যে শেখাতে তার তখন একটা ইস্কুল খোলার যোগ্যতা আর ক্ষমতা তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

ফন্টেনকে দেখতে খুব হট্ চেহারার অভিজাত ইংরেজ মহিলার মত। বয়স? তা প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেদিন মনে হয়েছিল পঁয়ত্রিশের বেশী নয়, তারপর থেকে মনে হয় তাঁর বয়স আর এক দিনের জন্যও না বেড়ে সেই পঁয়ত্রিশেই থেমে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, এতদিন হয়ে গেল, তবু তাঁর আসল বয়স যে কত, তা আজো আমার অজানা। তার নাক, মুখ, চোখ থেকে শুরু করে গলা, বুক, কোমর, নিতম্ব সব যেন ছুরি দিয়ে কেটে কেটে যেখানে যেমন দরকার তেমন ভাবে বসানো ছিল। ফন্টেনের দেহের চামড়াও ছিল খুব পাতলা, আর হাড়গুলোও মাপমত সেট করা। অপূর্ব দেহসৌষ্ঠবের অধিকারিণী হবার ফলেই ফন্টেনকে যে কোন ফ্যান্সী পোশাক পরলেই মানাত। তার মাথার চুলের রং ছিল সোনালী, লম্বা একঢাল সেই চুল খুব টেনে বেঁধে পিঠের ওপর ফেলে দিত সে।

স্বীকার করতে বাধা নেই, প্রথম দিন ওঁকে দেখেই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। দু'চোখ ছানাবড়া করে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে আমার মনে হয়েছিল হ্যাঁ, নির্ভেজাল খাঁটি মেয়েমানুষের শরীর একেই বলে। ফন্টেন এককালে ছিল বিজ্ঞাপন জগতের নামজাদা মডেল, সে সব পাট শিকেয় তুলে শেষকালে গাঁটছড়া বাঁধল বেঞ্জামিন আল-খালেদ নামে এক কোটিপতি বুড়ো আরবের সঙ্গে। এতদিন বাদে মাইরি বলছি, আমার এক এক সময়ে মনে হয় যে মেয়েমানুষের মন আর থার্মোমিটারের পারা, দুটোই এক বস্তু, কখন উঠবে, কখন নামবে, কিছুই আগে থেকে টের পাওয়া যায় না।

তা ফন্টেনের খসম সেই বুড়ো আরবী শেখ তার এই বিলাইতি জরুকে হারেমের চার দেয়ালের ভেতর বন্দী করে বেগমসাহেবা বানাতে পারেনি বিজ্ঞাপনের মডেলিং ছেড়ে দিলে কি হবে, ব্যবসার খাতিরে বেঞ্জামিনকে প্রায়ই হিল্লী দিল্লী প্লেনে চেপে ঘুরে বেড়াতে হত, ফন্টেনও বুড়ো বরের টাকে, দাড়িতে হাত বুলিয়ে দিব্যি তার সঙ্গে দুনিয়া দেখে বেড়াতে লাগল, আর সেই সুবাদে খবরের কাগজের পাতায় বেঞ্জামিনের সঙ্গে তার ছবিও আগের মতই ছাপা হতে লাগল। কাগজে ছাপা সেই সব ছবিতেই দেখেছি ফন্টেনের আকাপুলকোয় বাড়ি আছে, স্পেনে আছে একখানা পুরনো দুর্গ, লণ্ডনে শহরতলীতে বাগানবাড়ি আর নিউ ইয়র্কে একখানা বাংলো।

আমি বরাবরই মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ি। আমার যা কাজ তাতে কে কি জন্য বিখ্যাত তা জেনে রাখা ভাল। আগে কাগজে ছবি দেখেছি বলেই ফন্টেনকে দেখামাত্র আমি চিনতে পারলাম। তার সঙ্গে তিনজন ব্যাটাছেলে আর দু'জন মেয়েমানুষ ছিল। জামা-কাপড়ে সবাই কেতাদুরস্ত হলেও আমার মনে হয়েছিল এরা ঠিক ফন্টেনের সমগোত্রীয় নয়। আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে তাদের সবাইকে একটা ভাল টেবিলে বসালাম, ফন্টেনকে মিসেস খালেদ বলে উল্লেখও করলাম, কিন্তু সে একবারের জন্যও আমায় পাত্তা দিল না, আরো লক্ষ্য করলাম তার কর্তা বেঞ্জামিন আল-খালেদ সেদিন তার সঙ্গে নেই।

বিনা প্রয়োজনেই তাদের টেবিলের কাছে ঘোরাঘুরি করে এটা সেটা করার ছলে আড়ি পাতলাম, উদ্দেশ্য , কি বিষয়ে কথা বলে এরা তাই শোনা। "সেন্ট মরিজ দিন দিন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, কি বোর, কি বোর," "অ্যাই, তুমি শুনেছো, জ্যামি তিব্বতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙ্গেছে?" কিংবা "এ বছর সেন্ট লরেন্টের ওপর ভরসা করা যাবে?" এই রকম টুকরোটুকরো কিছু কথা আমার কানে এল, যার একটি শব্দও আমার মাথায় ঢুকল না।

খেয়েদেয়ে ওরা টেবিল ছেড়ে চলে গেল, যে ব্যাটা বিল মেটাল সে একটা পেনি টিপ পর্যন্ত দিল না।

দিন দুই বাদে একদিন রাতের বেলা ফন্টেন আবার সেই রেস্তোরাঁয় এল। এবার তার বর সেই বুড়ো আরব শেখ তার সঙ্গে তো ছিলই, তাছাড়াও ছিল একজন বুড়োটে চেহারার লোক। এদিন ফন্টেন আমায় দেখে মুচকি হাসল, আমিও বর্তে গেলাম। তারপর থেকে বেঞ্জামিন আল-খালেদকে নিয়ে ফন্টেন আরো বেশ ক'বার এল।

এদিকে মুশকিল হল পেনীকে নিয়ে। হাজার হোক, ওর বাবা আমায় প্রোমোশন দিয়ে হেড ওয়েটার বানিয়েছে, আর সেই সুবাদে খদ্দেরদের একটা বড় গ্রুপ আমায় চেনে। খদ্দেররা আমায় পছন্দ করে, আমি তাদের অনেকের নাম মনে রাখি, ভাল তাজা হাতেগরম খাবার সার্ভ করি, একটু আধটু ইয়ার্কি ফাজলামিও মারি তাদের সঙ্গে। দোকানের সুনাম যেটুকু বেড়েছে, তার পেছনে আমার হাতযশ কম আছে বলে মনে করি না। দেখেছি আমি কাছে না থাকলে খদ্দেররা অনেকে রেগে যায়। আমি যে আসুন মিঃ বা মিসেস অমুক বলে তাদের ডাকি, এতে তারা আপ্যায়িত বোধ করে।

পেনীর বাবা বুজতে পারলেন যে আমি তাঁর কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছি। আর আমি বুঝলাম যে পেনীর মত মেয়েকে দিয়ে আমার চলবে না। ওকে পাত্তা দিচ্ছি না এটা বুঝতে পেরে পেনী দিন দিন হিংসুটে হয়ে উঠতে লাগল। আমার মন ভোলানোর জন্য সাজগোজেও চটক আনতে লাগল। কিন্তু আনলে কি হবে, ওকে দিয়ে আমি কোনরকম সুখ পাই না, আসলে মেয়েটার সেক্স একদম ছিল না। গতিক সুবিধের নয় বুঝে আমি এডগোয়্যারে রোডে একটা এক কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া করে সট্‌কে পড়লাম, কিন্তু হারামজাদী সেখানেও আমার পিছু ধাওয়া করল। একদিন জুয়ার টেবিলে ঘুঁটি এগিয়ে দেয় এমন একটা লালচুলো মেয়েকে আমার নতুন ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে সবে শুয়েছি, এমন সময় পেনী গোয়েন্দা কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেখানে গিয়ে হাজির! কি বিশ্রী অবস্থা ভাবুন ত! লালচুলো মেয়েটা ত তাকে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল, আর নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে পেনী জামাকাপড় খুলে বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ল। মেয়েটার বদলে আমি তাকে দিয়েই আমার শরীরের সাধ মেটাই, এটাই তার বক্তব্য। কিন্তু পেনীর ওপর সত্যি কথা বলতে কি, তখন আর আমার এক ফোঁটা টান ছিল না, কাজেই ওর প্রস্তাবে আমি রাজী নই একথাটা বুঝিয়ে দিয়ে আমি মানে মানে তাকে বিদেয় করলাম।

এই ঘটনার পর, বলাই বাহুল্য পেনীর বাবার রেস্তোরাঁ থেকে আমার অন্ন উঠল। কিন্তু তার আগেই একদিন ফন্টেনের কৃপাদৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। চাকরী ছাড়ার জন্য আমি তখন ক্ষেপে উঠেছি। ওয়েটার হিসেবে তখন আমার দারুণ সুনাম, কিন্তু ঠিক গোলামী করতে তখন আমার মন আর একদম চাইছে না। এদিকে নিজে কিছু কারবার করতে গেলে পুঁজির প্রশ্ন আছে, সেইসঙ্গে দু'বেলা দু'টুকরো রুটি জোগাড়ের মত সংস্থান, যে দু'টোর একটাও আমার তখন ছিল না।

আমার যখন ঐরকম মনের হাল, সেইসময় একদিন রাতে ফন্টেন রেস্তোরাঁয় এল। সামনাসামনি পড়তে সোজা চোখ তুলে তাকাল সে আমার দিকে। নীল সাগরের মত অতলস্পর্শী সেই দু'চোখ আমার ঘন কালো দু'চোখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল (অনেক পাগলীর মুখেই শুনেছি যে আমার ঘন কালো দু'চোখ নাকি বড্ড মুডি, সেদিকে একবার তাকালে যেকোন মেয়ে নাকি পাগলা হয়ে যায়), ব্যস, সেই একই ফর্মুলা এখানেও দিব্যি কাজ করল। ফন্টেন আর আমি দু'জনেরই দিব্যি মালুম হল যে আমাদের দু'জনেরই দু'জনকে দেবার মত কিছু আছে।

"টনি," পাউডার রুম থেকে বেরিয়ে ফন্টেন কাটা কাটা ইংরেজী উচ্চারণে আমায় বলল, "এখানে থেকে তুমি খামোকা নিজের সময় আর ফিউচার নষ্ট কোরছো—এক কাজ কর, আগামীকাল দুপুর তিনটে নাগাদ আমার বাড়িতে একবার এসো। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, মনে হচ্ছে তুমি আমায় সাহায্য করতে পারবে।" বলে ব্যাগ থেকে নাম ঠিকানা লেখা একখানা কার্ড সে আমার হাতে দিল। আমি হ্যাঁ না কিছু না বলে বোবার মত শুধু ঘাড় নাড়লাম। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে আমি নিজে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

পরদিন নিজের ফ্ল্যাটের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অন্ততঃ দশবার পোশাক পাল্টালাম। ফন্টেন আমার কাছে এখন দিলকা রাণী, সে আমায় ডেকেছে, ভাল করে সাজগোজ না করে যাই কি করে। কিন্তু যে পোশাকই পরিনা কেন ঠিক মন ভরে না। শেষকালে অনেক ভেবেচিন্তে একটা লাইলাক রংয়ের নীল হালকা শার্ট পরলাম, তার ওপর চাপালাম কালো রেশমী স্যুট। দেখা করার সময় ছিল তিনটে। তা থাক, আমি আধঘণ্টা আগে বেলা আড়াইটের সময় গিয়ে তার বাড়িতে হাজির হলাম। ফন্টেনের বাড়িটা বেলগ্রাভিয়ায়। আগে এটা কোন দেশের এমব্যাসী ছিল যেন। ভেতরে আবার সুইমিং পুলও আছে দেখলাম।

কলিংবেল টেপার পর বাটলার এসে আমায় বসার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের চারদেয়ালে উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের অসংখ্য ছবি। ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখছি, এমন সময় ফন্টেন ঘরে ঢুকল। "টনি, আর্টে তোমার ইণ্টারেস্ট আছে?" ফন্টেন প্রশ্ন করল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম তার পরণে একটা রেশমী আলখাল্লা, মাথার চুল খোলা।

আমি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। তবু মনে মনে ফন্টেনের রূপ আর রুচির তারিফ না করে পারিনি। অভিজাত সমাজে পা দেবার সুযোগ পেয়ে গর্ববোধও হচ্ছিল।

"চল, স্টাডিতে যাওয়া যাক," ফন্টেন বলল, "তুমি কি ড্রিংকস নেবে বল।"

চোখ কান বুঁজে বলে দিলাম শেরী। মনে হল শেরী ছাড়া ওখানে আর কিছু চাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না।

"তোমায় দেখে ত শেরীখোর বলে মনে হয়না বাপু," বলে ফন্টেন তার সেই ঠাণ্ডা নীল দু'চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। আমি যেন কেমন মোহাবিষ্ট হয়ে গেলাম। ফন্টেনের চাউনী আমার শিরায় শিরায় রক্তের ঘোড়দৌড় শুরু করিয়ে দিল, আঁটো ট্রাউজার্স পরে থাকা সত্বেও আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। ফন্টেন আমার চোখে চোখ রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে আমি তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম, ফন্টেন কোনরকম বাধা ত দিলই না, বরং দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার মুখ তার মুখের কাছে নিয়ে এল। ফন্টেন বেশ লম্বা, রেশমের পাতলা আলখাল্লার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে তার দেহের হাড়গুলোও আমার হাতে ঠেকল। তার শরীর একেবারে ধনুকের ছিলার মত টানটান, কোথাও একছিটে চর্বি নেই।

ততক্ষণে ফন্টেন তার জিভ আমার ঠোঁটের ভেতর পুরে দিয়েছে। বুনো জানোয়ারের মত আমার জিভ আর ঠোঁটে আলতো কামড় বসিয়ে আমায় চাগিয়ে তুলতে চাইছে। আমার মুখের ওপর তার নিঃশ্বাসের গরম হলকা এসে পড়ছে। আমিও ঐখানে দাঁড়িয়েই নিজের কেরামতি তাকে কিছুটা দেখিয়ে দিলাম, মনে হয় খুশিই হল, কারণ কিছুক্ষণ পর আমায় ছেড়ে দিয়ে বলল "চল ওপরে যাই, বেঞ্জামিন বাইরে গেছে, কেউ দেখতে পাবে না।"

বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে ফন্টেনের পেছন পেছন লিফটে গিয়ে উঠলাম। বোতাম টিপতেই লিফট ওপরে উঠতে শুরু করল। ফন্টেন আমার গায়ে নিজের গা সেঁটে মুখোমুখি দাঁড়াল, তারপর আমি কিছু বলার বা বোঝার আগেই একটানে আমার প্যাণ্টের জিপ খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে ওটা কচলাতে শুরু করল। বাপরে! সেকি নিদারুণ অভিজ্ঞতা! আমার সারা গা চনমন করে উঠল, রক্তের স্রোত টগবগ করে লাফাতে লাফাতে একবার মাথা, একবার পা আসাযাওয়া শুরু করল, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মনে হল আমি আর নিজেকে চেপে রাখতে পারব না, এক্ষুণি কিছু হয়ে যাবে।

হঠাৎ লিফটটা থেমে গেল। আমি তার পাতলা ছিপছিপে দেহের দিকে তাকালাম। তার স্তনদুটি ছোট, ফ্যাকাশে রংয়ের বোঁটাদুটি আকারে কিছুটা বড়। "আমরা এসে গেছি?" আমি বোকার মত প্রশ্ন করে বসলাম।

"আসি নাই, কিন্তু এইবার আসিব," বলে এক হ্যাঁচকা টান মেরে ফন্টেন আমার পরনের ট্রাউজার্স খুলে ফেলল। তার গতিক দেখে আমি তখন পুরো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। বাপরে বাপ! একি মেয়েরে বাবা! এতদিনে কত পাগলীকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম, কত পাগলী আমার কাছ থেকে দেহতত্ত্বের ট্রেনিং পেয়ে তৈরী হয়ে গেল, কিন্তু এমন মেয়ে জীবনে এই প্রথম। এতো দেখছি আমারও গুরুদেব, থুড়ি, গুরুমা।

"টনি, তুমি ঠিক তেমনটি যেমনটি আমি চাই," ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে ফন্টেন বলল, "বোসো, আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি লিফটের ভেতর কিভাবে করতে হয়।" বলেই

দু'কাঁধের ওপর চাপ দিয়ে সে আমায় বসিয়ে দিল লিফটের মেঝের ওপর। তারপর আমায় আর কিছুই করতে হল না, যা কিছু করার ফণ্টেন একাই সব করল, আমি সাক্ষীগোপালের মত শুধু দেখে গেলাম আর তার ইচ্ছে অনুযায়ী আমার শরীরকে চালনা করতে লাগলাম। ফণ্টেন আমার সামনে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে পড়ল, তারপর দু'হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল, তার আঙুলের ছুঁচোলো নখগুলো আমার পিঠে বসে গেল। তেমনি দু'পা দিয়ে সে আমার কোমর বেড়িয়ে ধরল, তার সেই সাদা ধপধপে পাদুটোর দিকে আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। এসব ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতায় যা দেখেছি, ফণ্টেন সেই অনুযায়ী চিৎকার করে উঠল না। একবার গোঙালনা পর্যন্ত। শুধু আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, "চুপ করে বসে আছো কেন, হাঁদারাম কোথাকার? আমায় মনের সাধে সুখ দাও, বুঝেছো বেজন্মা কাঁহিকা? ওটাকে শক্ত করে চেপে বসে থাকো।"

এসব ব্যাপারে কোনটার পর কি করতে হয়, তা আমায় বলে দিতে হয়না। আমি, যখন যেটা যেটুকু করা দরকার, ঠিক চালিয়ে যেতে লাগলাম।

কাজকর্ম শেষ করে ফণ্টেন আবার শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে আলখাল্লাটা গায়ে চাপাল সে অবলীলাক্রমে। আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শার্ট প্যাণ্ট জ্যাকেট জুতো মোজা সব এক এক করে গায়ে চাপিয়ে ফিটফাট হলাম। লিফটের আয়নায় চুলটা ঠিক করে নিলাম। ফণ্টেন এরপর বোতাম টিপতেই লিফটটা আবার আমাদের দু'জনকে নিয়ে স্টাডিতে ফিরে এল।

ফিরে এলাম বটে, কিন্তু আমার শরীরে তখন আর একফোঁটা এনার্জি নেই, সব ঐ রাক্ষুসী এতক্ষণ লিফটের ভেতর শুষে খেয়েছে। আমি শালা একদম ধসে গেছি—মনে মনে একথা ভাবতে ভাবতে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম। ফণ্টেন আমার দশা দেখে একবার ফিক করে হাসল, তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখা ঘণ্টাটা বাজাল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বাটলার ঘরে ঢুকল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ফণ্টেন যে ভাবে কথা বলতে লাগল তা দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এই মুহূর্তে ওকে দেখে কে বলবে যে আধঘণ্টা আগেও লিফটের ভেতর ও আমার সঙ্গে প্রচণ্ড হুটোপাটি করেছে। ফণ্টেনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরিশ্রমের কোন চিহ্নই নেই।

"শোন টনি, তোমায় যেজন্য ডেকে পাঠিয়েছি," আমার উল্টোদিকে একটা বড় ডিভানে গা এলিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে রাণীর মত ব্যক্তিত্ব নিয়ে ফণ্টেন বলে উঠল, "কাজের কথা হল যে আমি একটা ডিসকোথেক খুলতে চাই যা আর পাঁচটার চাইতে আলাদা—একটু নতুন ধাঁচের হবে, বুঝলে? সেখানে সবাই গিয়ে মজা করতে পারবে—বেশ ক্যাপামির জায়গা হবে, যা আগে কখনও হয়নি।"

"বুঝতে পেরেছি," লিফটের ভেতর যুদ্ধের পর এই প্রথম আমার মুখে কথা ফুটল। বুঝতে পারছি এই আমার কিছু বানিয়ে নেবার মওকা।

"ঐ রকম কিছু যদি চালু করা যায় তবে তুমি নিশ্চয়ই তা চালাতে পারবে, কি বল?" ফণ্টেন বলল, "একটা জিনিস তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো টনি যে আমি যেটা করতে চাইছি সেটা এখানে আগে কেউ করেনি। বস্তাপচা ডিসকোগুলোতে এখন যা হয় সেগুলো নিতান্ত বাজে, হাজারবার দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। প্যারিসে বা রোমের ডিসকোগুলোতে উঠতি ছেলে ছোকরারা যা যা করে, আমি ঠিক তেমন কিছু করতে চাইছি, বুঝলে? যেখানে ঢুকলে একেবারে পাগল হয়ে যেতে হয়।"

ফন্টেনের কথা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হবার যোগাড়। এত কাণ্ডের পরেও উঠতি বয়সের ছেলে ছোকরাদের ওপর থেকে ওর লোভ গেল না। ঐ রকম কিছু চালু করলে সেখানে যেসব ছেলে ছোকরা আসবে, তাদের সবকটাকে ও একে একে আমার মতই চিবিয়ে খাবে নাকি? এই মতলব? কিন্তু মনে যাই থাকুক না কেন, মুখে ফন্টেনের কথায় সায় না দিয়ে তখন আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। যে ভাবে হোক পেনীর বাপের রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমি তখন বদ্ধপরিকর। কে জানে এটা হয়ত তারই সুযোগ।

"তুমি জায়গা খুঁজে বের কর টনি," ফন্টেন বলল, "টাকার জন্য ভেবো না, যা লাগে সব আমার স্বামী দিয়ে দেবেন। আমরা তোমাকে প্রতি সপ্তাহে পঞ্চাশ পাউণ্ড দেব, তাছাড়া যা লাভ হবে, তার শতকরা পাঁচ ভাগ তুমি পাবে। গোটা ব্যাপারটা কিন্তু তোমাকেই চালাতে হবে। এখন বল, আমার প্রস্তাবে তুমি রাজী কিনা?"

রাজী মানে? এ যে হাতে চাঁদ পাবার চাইতেও বেশী। ঠিক এমন কিছুই আমি চাইছিলাম। ফন্টেনকে বললাম যে তার প্রস্তাবে আমি রাজী।

ফন্টেন ডিভান ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আচ্ছা টনি," ফন্টেন ঠাণ্ডাগলায় বলল, "তুমি এসেছো বলে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। জায়গার খোঁজখবর করতে শুরু কর, আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো," বলে দরজার দিকে পা বাড়িয়েও হঠাৎ সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল, "ওঃ টনি, লিফটের ভেতর তুমি যা করেছো, তার জবাব নেই, শীগগিরই আমরা ঐ রকম কিছু আবার করব." তারপর সেই একই ঠাণ্ডাগলায় বলে উঠল, "তাহলে আজ তুমি এসো, কেমন? বাটলার তোমায় এগিয়ে দেবে।"

ঠাণ্ডামাথায় ঠাণ্ডাগলায় কেউ যে এমন বলতে পারে আমার তা ধারণার বাইরে ছিল, অন্তত, কোন মহিলার পক্ষে তা সম্ভব নয় বলেই জানতাম।

যাক্‌গে। সবকিছু ভুলে গিয়ে আমি জায়গার খোঁজ করতে শুরু করলাম। অল্প কিছুদিনের মধ্যে একটা পেয়েও গেলাম। জায়গাটা একটা বড় বাড়ির ছাদের ওপর যেখান থেকে লণ্ডনের চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। ফন্টেনকে খবর দিতে একটা রূপোলী রংয়ের রোলস রয়েস চেপে সে চলে এল। জায়গাটা তারও পছন্দ হয়েছে দেখলাম। যাক, আমার মাথা থেকে প্রাথমিক দায়িত্বের ভার নামল, এবার কাজ শুরু করে দিলেই হয়।

জায়গাটা অ্যাডভান্স বুক করে আমরা দু'জন ফোর্টনাস রেস্তোরাঁয় বসে চা খেলাম. ফন্টেনের গায়ে আজ রূপোলী মিংকের কোট, মাথায় মিংকের টুপি। যে যাচ্ছে সেই ঘুরে একবার করে তার দিকে তাকিয়ে যাচ্ছে। রেস্তোরাঁয় বসেই ফন্টেন তার ঠাণ্ডা দু'চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। এ তাকানোর অর্থ আমি জানি। ফন্টেন বলল, "এখন বাড়িতে উনি, ওখানে কিছু করা যাবে না। তবে ভয় নেই, আমার আরেকটা ভাল জায়গা আছে, চল সেখানে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।"

শোফারকে ছুটি দিয়ে দিল ফন্টেন, তারপর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে আমায় নিয়ে গেল চেলসীতে একটা ছোট একঘরের অ্যাপার্টমেন্টে। চোখ মেলে তাকিয়ে ঘরের চারদিকে ছড়ানো সাদা ফার, রাগ, দামী আয়না এবং আরো বহুবিধ বিলাসোপকরণ দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। দেয়ালে উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের ছোটবড় বহু ছবি ফ্রেমে সাঁটা, একবার তাকালে আপনা থেকেই সারা-শরীর গরম হয়ে ওঠে। খাটের পাশে ছোট একখানা বুককেস, তাতে রাজ্যের অশ্লীল বই রাশ আছে!

"শরীর নিয়ে খেলতে হলে আমি এখানে চলে আসি," ফন্টেন মুচকি হেসে বলল, "এই আমার বেশ্যাপট্টি।" আমি শুনে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। আমার চোখের সামনেই সে চটপট তার জামাকাপড় খুলে একদম উদোম গায়ে বিছানার ওপর ফ্ল্যাট হয়ে পড়ল।

ফন্টেনকে যত দেখছি ততই আমার দু'চোখ কপালে উঠছে। ঢোক গিলে, ইতস্তত করে আমিও জামাকাপড় খুলে ফেলে তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু আজ ফন্টেনের রূপ আলাদা। আমি দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে যতই তাকে চাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছি, সে ততই দুষ্টু হাসি হেসে একদম মড়ার মত কাঠ হয়ে থাকছে। বুঝতে পারলাম নির্ঘাৎ ওর মাথায় আজ দুষ্টুবুদ্ধি চেপেছে। নিজে চুপচাপ থেকে খেলিয়ে দেখতে চায় আমার দৌড় কত। দাঁড়াও, তোমার গুমোর ভাঙ্গছি, মনে মনে বলে আমিও নতুন উদ্যমে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম কিন্তু এ খেলায় একজনের তাগিদে কিছু হয়না। অল্পক্ষণ পরেই সব এনার্জি খুইয়ে আমি ধুপ করে তার পাশে এলিয়ে পড়লাম। সেই একই ঠাণ্ডাগলায় এবার ফন্টেন বলে উঠল, "টনি, ভাল প্রেমিক কিভাবে হতে হয় তা শিখতে তোমার আপত্তি নেই ত?"

বাঁ হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম। ফন্টেন ঠাট্টা করছে নাকি? কিন্তু আমার দিক থেকে সত্যি বলছি সেদিন কোন ত্রুটি ছিলনা।

আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, সত্যিই ফন্টেন হাতে ধরে আমায় অনেককিছু শিখিয়েছিল। বেইরুট, ট্যাঞ্জিয়ার, দক্ষিণ আমেরিকা, এসব জায়গায় স্ত্রী-পুরুষের দেহমিলনের সময় নিজেদের চাগিয়ে তুলতে যেসব ছোটখাটো কায়দাকানুন চালু আছে, ফন্টেন তার কোনটিই আমায় শেখাতে বাকি রাখেনি। এই পড়া পড়ানোর কাজে ফন্টেনের মত ভাল দিদিমণি আর হয় না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শেখাত, তারপর কতটুকু শিখেছি হাতে কলমে তার পরীক্ষা নিত। ফন্টেনের ইস্কুলে আমি যা শিখতাম, তার হোমওয়ার্ক চালাতাম লানা নামে একটা মেয়ের ওপর, অবশ্য ফন্টেন দিদিমণিকে তার কথা একবারও বলিনি। ফন্টেনের কাছে শেখা বিদ্যে লানার ওপর চালিয়ে আমার ভালই হল, কারণ সে ছিল ফন্টেনের চাইতেও এক কাঠি ওপরে। তার ওপরে হোমওয়ার্ক প্র্যাকটিশ করতাম, আর সেই ফাঁকে লানা নিজের কিছু বাড়তি কায়দা আমায় শেখাত। দুটো ট্রেনিং একসঙ্গে মিলিয়ে যেটা দাঁড়াত, সেটা এরপর আবার চালাতাম ফন্টেনের ওপর। এই ভাবে কিছুদিন চালানোর পর দেখলাম ফন্টেন তার ছাত্রের উন্নতি আব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ আশান্বিত হয়ে উঠেছে। আসলে ফন্টেন সবদিক থেকে সেরা হলে কি হবে, তার বুক আর নিতম্বের ডিপার্টমেন্ট দুটো ছিল কিছুটা দুর্বল, সেদিক থেকে বাড়িতে যার কাছে পড়তাম, যার ওপর হোমটাস্ক করতাম, সে একেবারে টসটসে।

এই ভাবেই ঘরে বাইরে রসের জোয়ারে আনন্দে সাঁতার কাটতে কাটতে আমার দিন চলতে লাগল! রেস্তোরাঁর চাকরীর ওপর থুতু ফেলে আমি নতুন কাজে মন দিলাম। ডিসকোটা তৈরি হল, বিস্তর সাজগোজের পর ফন্টেন তার নাম দিল 'হোবো', অর্থাৎ ভবঘুরে। ফন্টেনের কর্তা বলেছিল এর নাম দেওয়া হোক 'ফন্টেনস,' কিন্তু বিশ্রী শোনাবে এই অজুহাতে ফন্টেন তার প্রস্তাব নাকচ করে দিল। আমি বলব ফন্টেন ঠিকই করেছিল।

তারপর একদিন শুভদিন দেখে হোবোর উদ্বোধন হল। বিরাট পার্টি দেয়া হল, প্রচুর পাবলিসিটি করা হল, লোকও হল এন্তার। এখানে যার যা ইচ্ছে, তাই করতে পারে, নিয়মের কোন বাধা নিষেধ নেই। রক গ্রুপ থেকে শুরু করে ফিল্মস্টার, মধ্যবিত্ত মেয়ে থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না মহিলাঃহোবো ওদের সবাইকে এক সাগরসঙ্গমে এনে মিলিয়েছে। আর যেহেতু আমি তার ম্যানেজার, তাই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি, এই টনি ব্রেক, যাকে কেউ চিনত না, পুঁছত না, সোজা কথায় এই হরিদাস পাল এক বিরাট নামীদামী লোক হয়ে দাঁড়াল যাকে ফিল্মমাস্টাররা সবাই ভালবাসে, যে তাদের সবার বন্ধু।

আমি কি হনু রে—এ—এ!

দুই

দিনে রাতে যে যে কাজ করে আমি সুখ পাই তার মধ্যে একটি হল সকালে দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা, এবং ঘুম থেকে ওঠার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়া। বিছানার সঙ্গে আমার দিনযাপন অচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো এবং বিছানায় একবার গতরখানা ফেলতে পারলেই আমি রাণী হয়ে যাই এটা বোধহয় এতদিনে কাকপক্ষীরও জানতে বাকি নেই। সত্যি, বিছানা আমার অতি প্রিয় জায়গা, বলতে গেলে তা আমার কাছে এক পবিত্র তীর্থস্থান। সারা রাত আরবী খোয়াব দেখে আমার বুড়ো বর বেঞ্জামিনের ঘুম ভাঙ্গে সকাল সাতটায়। ঐ রকম একটা বিশ্রী সময়ে যে কোন ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙ্গতে পারে, বেঞ্জামিনকে নিকা করার আগে আমার তা জানা ছিল না। আমি পাশ ফিরে চোখ বুঁজে মটকা মেরে পড়ে থাকি। ঘুম ভেঙ্গে উঠেই বুড়ো প্রথমে বেশ কয়েকবার খক্‌খক্ করে কাশে, জোরে শব্দ করে ঢেঁকুর তোলে, তারপর দুম দাম্ আওয়াজ করে অ্যাটমবোমা ফাটাতে শুরু করে। রাতে ভরপেট খাওয়া সহ্য হয় না বোঝাই যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটের নাড়ীভুঁড়িও ত বুড়ো হয়, আর তার প্রত্যক্ষ ফল ওর এই প্রভাতী বাতকর্ম ত্যাগ বা পেট থেকে হাওয়া বের করার খেলা, যাই বলুন না কেন! তবে বেঞ্জামিন শুধু একা নয়, আরবী শেখগুলোর প্রত্যেকটাই এরকম নোংরা হতচ্ছাড়া বিশেষ, স্থান কাল পাত্র সব ভুলে যখন তখন পেটের বোমা ফাটিয়ে ওরা শান্তিভঙ্গ করতে ওস্তাদ।

ওর এই সকালবেলার বাতকর্মত্যাগের সময় আমি দাঁতমুখ টিপে অতিকষ্টে হাসি চেপে রাখি। 'বেঞ্জামিন আল-খালেদের প্রভাতী বোমাবর্ষণ' এই হেডিং দিয়ে সোসাইটির বড় বড় লোকেদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারী যেসব ম্যাগাজিনে ছাপা হয়, তারই একটাতে বেঞ্জামিনের আণ্ডারপ্যান্ট পরা ছবিসমেত এমন রসের খবরটা বেনামে ছাপিয়ে দেবার এক দারুণ ইচ্ছে একেকসময় আমায় পেয়ে বসে। ওর আর সব বদভ্যেস যেমন তেমন, কিন্তু হাসি পেলেও ওর এই নোংরামিটা আমি একদম বরদাস্ত করতে পারিনা। দু'চারদিন দেখার পরেই আমি রেগেমেগে বলেছিলাম, "আই, আমি আর একদিনও তোমার সঙ্গে এক বিছানায় শোব না, সকালে উঠে তুমি রোজ যা তা কাণ্ড কর। আমার অন্য ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করে দাও।" কিন্তু বেঞ্জামিন ভীষণ ঢেঁটিয়া, অন্য ঘরে আমার শোবার আলাদা বন্দোবস্ত করতে ও একদম রাজী নয়, ওকে জবাই করলেও তা করবে না। রাতেরবেলা আমার পাশে ওর শোয়া চাই-ই চাই। অগত্যা কি আর করি। রোজ সকালে ওর এই অত্যাচার মুখ বুঁজে আমায় সহ্য করতেই হচ্ছে। হাজার হোক, আমার খসমের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে, আর সে টাকার পরিমাণ যে কত কোটিতে এসে ঠেকেছে, তা আমি নিজেই এখনও পর্যন্ত সঠিক জানি না। ওর বয়স একষট্টি হলে কি হবে, রাতের বেলা যখন হামলে পড়ে, তখন জোয়ান ষাঁড়ের মতই মনে হয়। রসকষ এখনও মজেনি, শরীরের রক্তও ছেলে-ছোকরাদের মতই চনমন করে ফোটে তখন।

আহা বিছানা, আমার সাধের শয্যা রে'! ভুবন ঘুরিয়া দেখিনু বিছানা,তোর নাই কোন তুলনা! তুই যদি হোন আমার পৃথিবী, আমি সেথা তোর প্রিয়া রে! বিছানাকে ভালবেসে তাকে নিয়ে কেমন একখানা পদ্য লিখে ফেললাম। পারবে লিখতে আর কেউ? হিম্মতে কুলোবে না। আমার মত মুরোদ থাকা চাই। আমার মতে আদম আর ইভকে গড়বার পরেই পরিপাটি করে বিছানা তৈরী করার প্লান ঈশ্বর নামক ভদ্রলোকের মাথায় এসেছিল। বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে শুয়ে আমি সাপ, ব্যাং, হাতী, ঘোড়া কত কি যে ভাবি তার ইয়ত্তা নেই। কত সুখস্বপ্ন দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভোর হয়ে থাকি। চিন্তা করা আর স্বপ্ন দেখা, এদুটোর জন্য

কোন ট্যাক্স আমায় দিতে হয় না, এটা আমার এক দারুণ সুবিধা। ঘরসংসারের কুটোগাছটি না নেড়ে আমি শুধু বিছানায় শুয়ে থাকি। এইভাবে বেলা বাড়তে থাকে, তারপর এগারোটা নাগাদ আমার ঝি এসে আমায় ডেকে তোলে। আমি এমনভাবে চোখ মেলে তার দিকে তাকাই যেন তক্ষুণি আমার ঘুম ভাঙ্গল। ও আমার ব্রেকফাস্ট এনে খাটের পাশে রাখা ছোট টেবিলটায় রাখে, খবরের কাগজখানা আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে খবরের কাগজের আগাপাস্তলা একবার চোখ বুলোই। এরই মধ্যে ঝি বাথরুমে আমার স্নানের বন্দোবস্ত করে ফেলে। ওকে ডেকে আমার পছন্দমত জামাকাপড় ওয়ার্ডরোব থেকে বের করার হুকুম দিই। হুমদো বেঞ্জামিন বুড়ো অবশ্য তার অনেক আগেই ব্রেকফাস্ট সেরে তার ব্যবসার কাজকর্ম দেখতে বেরিয়ে যায়। এখন আমি পুরোদস্তুর রাণী, বেঞ্জামিনের সাম্রাজ্যের বেগমসাহেবা, যখন যা চাইব বেঞ্জামিন আমায় ঠিক যোগাড় করে দেবে। দেবেনা শুধু একটি জিনিস, তার নাম নগদ টাকা, একরাশ টাকা।

আমাদের নিকা হয়েছে তা বছর পাঁচেক ত বটেই, অবশ্য তার আগেও আমরা দু'জনেই বিবাহিত ছিলাম। বেঞ্জামিনের আগের যে বউটা ছিল, সেটার কথা আর খুলে বলব না, এককথায় কুত্তী ছাড়া আর কোন ভাল শব্দ ওর সম্পর্কে আমার মুখে আসে না। সাদামাটা একতাল কাদার মত থপথপে দেখতে ছিল সে মাগী, মুখখানা সব সময় হাঁড়িপানা হয়েই আছে। দুটো বাচ্চাও বিইয়েছিল, এখন দুটোই বেজায় ধেড়ে হয়ে গেছে—মদ্দটার নাম বেন জুনিয়ার, মাদীটার নাম অ্যালেকজান্ড্রা। আমার আগের পক্ষের স্বামী পল শুনেছি ক্যালিফোর্নিয়াতেই কোথাও আছে, বেঞ্জামিনের গুনে গুনে দেয়া এককাঁড়ি টাকার ওপর গ্যাট হয়ে বসে সে এখন সমুদ্রের ধারে রোদ পোহায়। ঐ টাকা হাতে পেয়ে তবে পল আমায় ডিভোর্স করতে রাজী হয়েছিল। আমাদের মধ্যে বনিবনার অভাব ঘটেনি, বেঞ্জামিন আমায় দেখে আহারনিদ্রা সব ভুলে গিয়ে যখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন পল বা আমি কেউই ডিভোর্সে রাজী হইনি। আসলে বেঞ্জামিনের অঢেল টাকা সম্পর্কে আমারও তখন কোন ধারণা ছিল না, তাছাড়া পলকে ছেড়ে চলে আসার কথা আমি মনেও কখনো স্থান দিইনি। বেঞ্জামিন সেয়ানা কম নয়। পলকে টাকা দেখাল, আর পল সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় করে আমার নামে ডিভোর্সের মামলা ঠুকে দিল। আমিও ভেবে দেখলাম টাকার কাছে সব ভালবাসাই যখন তুচ্ছ, তখন টাকাকেই বিয়ে করি। তবে এখন একেক সময় মনে হয় পলের বদলে বেঞ্জামিন যদি আমায় টাকা দিত, তবে আমিই পলকে ডিভোর্স করতাম। পল লোকটা ছিল ভয়ানক কুঁড়ে, কোন কাজকর্ম করত না, এমন কি বেঞ্জামিনের সঙ্গে আমার বিয়ের কিছুদিন আগে পর্যন্ত বহুকষ্টে ফ্যাশান মডেলিং করে আমার রোজগারের টাকায় ও দু'বেলা বসে বসে খেত। স্বভাবে কুঁড়ে হলে কি হবে, পল দেখতে ছিল সুন্দর আর সুপুরুষ, ব্যাটাছেলের উপযুক্ত সবকটা গুণই তার মধ্যে ছিল। আমি তার গায়ে মুখ ডুবিয়ে খাঁটি মরদের গন্ধ পেতাম। বেচারা পল! বেঞ্জামিনের সাম্রাজ্যের রাণী সাজার পর আমি কি ভয়ানক এক নিষ্ঠুর মেয়েতে পরিণত হয়েছি তা নিজেই একেক সময়ে টের পাই, তবু পলের কথা মনে পড়লে এখনো নিজের অজান্তেই আমার বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আমায় ডিভোর্স করার বিনিময়ে এতদিনে সে অনেক টাকার মালিক হয়েছে, অন্তত টাকার মুখ দেখতে সে এতবড় রিস্ক নিতে পেরেছে, মনে মনে এটুকু ভেবেই আমি সুখী। আর্থিক অনটন কত বড় হয়ে দেখা দিলে তবেই না একজন সুন্দর সুপুরুষ স্বামী তার বউকে এভাবে বিক্রী করতে পারে। হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কি, পলের মত মানুষকে ডিভোর্স করে আমি লজ্জিত, কিন্তু দিনরাত মডেলিং করে শরীর ক্ষয় করে আমিও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, নতুন কোন জগতের স্বাদ পাবার জন্য আমার আত্মাটা ছটফটিয়ে উঠত। মানুষের বয়স ত কমে

না, যত সাজগোজ করে বিজ্ঞাপনের এজেন্সীর ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই না কেন, বয়স রোজই তিলতিল করে বাড়বে। ঠিক সেই সময় বেঞ্জামিন আমায় তার বেগম বানাবার প্রস্তাব দিল, আমি দেখলাম দুনিয়ার তোষাখানা আমার সামনে খুলে গেছে। টাকাই হল মনুষের আসল ভগবান, তাই কোন চিন্তাভাবনা, আর বাছবিচার না করে সাহসভরে তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম।

বেঞ্জামিনের সঙ্গে আমার বিয়েটাকে পার্ট টাইম চাকরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। লোকটা এত অমানুষিক খাটে আর প্লেনে চেপে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ায় যে আমি ওর মুখ প্রায় দেখতে পাই না বললেই চলে। আমার একা একা সময় কাটে না এটা ভেবেই ও বলেছিল একটা ডিসকোথেক চালু করতে যেখানে পাঁচজনের ভীড়ে বসে টুকটাক রেস্তোরাঁর কাজের মধ্যে আমি নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারব। টুকটাক কাজই বটে। এ যে লাখ লাখ টাকা বানাবার এক নিতান্ত সোজা রাস্তা,তা বেঞ্জামিনের মত ধুরন্ধর পোড় খাওয়া ব্যবসায়ীরও জানা নেই। অল্প কিছুদিন চালিয়েই আমি এখন লাল হয়ে গেছি, টাকার গরম কাকে বলে দিব্যি মালুম হচ্ছে। বেঞ্জামিন এসব জানতে পারলে নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে যেত, কারণ ও আমার হাতে মোটা টাকা কক্ষণো দেয় না, ভয় পাছে মোটা টাকাকড়ি হাতিয়ে আমি পালিয়ে যাই। পালিয়ে না গেলেও ভাবে বেশী টাকাকড়ি হাতে এলে আমি নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত চলব, ওকে একদম পাত্তা দেব না। কি বোকা লোকটা। ত্রিশ চল্লিশ লাখ পাউণ্ড না হাতাতে পারলে স্বাধীন ইচ্ছেমত চলা যায় নাকি?

বেঞ্জামিনের মনে এরকম একটা ধারণা আছে যে আমি ওর প্রতি খুব কৃতজ্ঞ। একদিন মুখ ফুটে কথাটা ও আমায় বলেও ফেলেছিল। ও আসলে ভেবেই নিয়েছে যে বাড়িতে রেখে খুব যত্ন আত্তি করলে, আমায় প্রচুর জামাপোশাক আর সোনাদানা হীরে জহরত কিনে দিলে আর কিছু আমি চাইব না। এই একষট্টি বছর বয়সেও লোকটা এত বোকা যে দেখে আমার নিজেরই একেক সময় ভীষণ হাসি পায়। বছরের সারাক্ষণ এমনিতেই ত বাইরে কাটায়। ভাবে বোধহয় যে ওর পেল্লায় বাড়ি, ঝি চাকর, অগাধ দৌলতের মধ্যে আমি ওর শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে যাওয়া পুরুষাঙ্গের কথা ভেবেই পরমসুখে বিভোর হব। বুদ্ধু কাঁহিকা!

তবে, বেঞ্জামিনের অনুপস্থিতির সুযোগে জীবনটাকে যে ভাল ভাবে গুছিয়ে নিতে পেরেছি সেজন্য নিজেকে এখন আমার সৌভাগ্যবতী বলে মনে হয়। শিরায় রক্ত ছলকে ছলকে বয়ে যাবার মত অনেক কিছুই আমি করে বেড়াচ্ছি যেগুলো শুনলে যে কোন মেয়ের ত বটেই, এমনকি পুরুষদের দেহও পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে, মনে মনে তারা আমায় ঈর্ষা করবে। হালে যে ছোঁড়াকে খেতে শুরু করেছি তার নাম টনি। সত্যিই চমৎকার ছেলে, চোখে না দেখলে শুধু মুখে বলে বা লিখে ওর বর্ণনা দেয়া যায় না। ওকে পাশে পেয়ে আমার ত একেক সময় মনে হয় ও একদম স্বর্গ থেকে সোজা ঝাঁপ দিয়ে নেমে এসেছে আমার জীবনে, ঠিক প্যারাট্রুপারদের মত। টনি দেখতে শুনতে কিন্তু খুব সাধারণ, একদম অর্ডিনারী নাক চোখ মুখ। কিন্তু তার মধ্যেও ভীষণ সেক্সি। ওর চোখে, মুখে,ঠোঁটে এত সেক্স লুকিয়ে আছে যে আমি ত কোন ছার, যে কোন বয়সের মহিলার জিভ দিয়ে জল গড়াবে ওকে একটু চেখে দেখতে। খুব লম্বা চওড়া মজবুত চেহারার ছেলে টনি, খালি গায়ে যখন থাকে,দেখে মনে হয় ওর সারা গায়ের মাসল্ যেন ছোট ছোট ঢেউয়ের মত নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। আর সবচেয়ে যা আমার চোখকে টানে তাহল একরাশ কালো কুচকুচে লোমে ভরা ওর চওড়া পুরুষালি বুকখানা। ওর মুখের দিকে একবার তাকালেই হল। দেখেছি সে মুখ যেন সবসময় আমায় বিছানায় তার পাশে শোবার জন্য ডাকছে। অথচ যখন প্রথম ওকে পাকড়েছিলাম তখন এত নির্দোষ নিষ্পাপ সরল

মুখ ওর ছিল ভাবলে আজ আমি নিজেই তাজ্জব হয়ে যাই। এখন আর সে ভাবের তিলমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না ওর চোখে মুখে। থাক তবু ওর কপাল খুব ভাল যে আমার পাল্লায় পড়েছিল। আমি যেমন ওকে খেয়েছি, এখনও ইচ্ছে হলে চিবিয়ে খেয়ে দফা নিকেশ করে ছাড়ি, তেমনি ওর ফিউচারও আমিই তৈরি করে দিয়েছি। আমার পাল্লায় না পড়লে 'হোবো'র ম্যানেজার হওয়া ওর আর এ জীবনে হত না, সারাজীবন হেড ওয়েটার সেজেই থাকতে হত। টনির পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগাগোড়া আমি পাল্টে দিয়েছি।

প্রথম যেদিন আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম সেদিন ও খুব ভাল খেলতে পারেনি। অর্থাৎ এমন খেলা খেলতে পারেনি যাতে আমার শরীরের সুখ হয়। বুনো জানোয়ারের মত আকর্ষণ ওর মধ্যে ছিল, হাঁটাচলাও ছিল বেশ সেক্সি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপরে একদিন বিছানায় ওকে পাশে নিয়ে শুলাম। দেখলাম ওর শরীরটা সত্যিই খুব চমৎকার, শরীরটা খেলে ভাল, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে শরীরের খেলা কিভাবে শুরু করতে হয়, কখন আস্তে কখন জোরে শরীর ওঠানামা করাতে হয় তার কিছুই ও জানে না। আদবকায়দা না জানলে যা হয় আর কি। এমন সুন্দর সেক্সি চোখ মুখ আর শরীর যার, এসব ব্যাপারে জ্ঞান না থাকা তার পক্ষে লজ্জার ব্যাপার। তখনই মনে মনে ভেবে নিলাম জ্ঞান না থাকলেও একটা জিনিস ওর মধ্যে পুরোপুরি আছে, তার নাম আকর্ষণ। ও যখন একবার আমাকে টানতে পেরেছে, তখন হাজার হাজার মেয়েকে ও পাগল বানিয়ে ছাড়তে পারবে, এটা ঠিক। তখনই ভেবে ঠিক করলাম যে ডিসকোথেক চালানোর কাজটা ওকে দিয়েই ঠিকমত হবে। টনিই এই কাজের উপযুক্ত লোক। তবে আমি এও জানি যে আমি ছাড়াও আরো কিছু মেয়ের সঙ্গে আমার টনি বাহাদুর এখন দিব্যি লাট খেয়ে চলেছেন, যাদের মধ্যে একজন হল আমারই বান্ধবী ভ্যানেসা। এ-নিয়ে কায়দা করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি যখন কোন প্রশ্ন করি, তখন টনি এমনভাবে তাকায় যেন আকাশ থেকে পড়ল, কিছুই বুঝতে পারছে না। ও ভাবে আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি, কোন খোঁজখবর রাখি না। আসলে কোন ব্যাটাছেলেই মেয়েদের একজীবনে চিনে উঠতে পারে না, ভাবে তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম, তাই ফাঁকি দেয়া খুব সোজা। সব ব্যাটাছেলেই একেকটা বোকার হদ্দ, আর টনিও তাই।

তা যাক, ওর ইচ্ছে হলে ভ্যানেসার সঙ্গে যতখুশি লাট খাক, ভ্যানেসা চাইলে একবার কেন, টনিকে দশবার খাকগে, খেয়ে চিবিয়ে একেবারে ছিবড়ে করে ওর সব রসকষ শুষে নিক, আমি কিছু মনে করব না। তবে শুধু মনে না করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে আমায় এমন হাবভাব দেখাতে হবে যেন আমি কিছুই জানি না, ওকে ভ্যানেসা বা অন্য মেয়েরা লুটে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে খায়, এটা শুধু অনুমান করে যেন আমার একটু আধটু হিংসে হচ্ছে। এমন ভাবও করতে হবে বইকি। হাজার হোক, টনি ত ব্যাটাছেলে, আমি একটু আধটু হিংসে না করলে ওর পৌরুষে ঘা লাগবে, আমার দিক থেকে সেটা ঠিক হবে না। ভ্যানেসার সঙ্গে যখনই দেখা হয় তখনই টনির কথা ওঠে। আমরা দুই বান্ধবী খুব হাসাহাসি করি ওর কথা বলে। আমরাই ওর নাম দিয়েছি টাট্টু ঘোড়া 'টনি টাট্টু'। টনির মনে—একটা ধারণা তৈরী হয়ে গেছে যে মেয়েদের সঙ্গে লাট খেতে, তাদের আদর করতে ওর জুড়ি দুনিয়ায় একটিও নেই। ধারণাটা খুব যে মিথ্যে তা বলব না, তবে চেহারা স্বাস্থ্য এসব দিয়ে ভগবান ওকে উজাড় করে না দিলে এই অহংকার ও করতে পারত কিনা তা সন্দেহের ব্যাপার। নিজের সম্পর্কে আমার টনি টাট্টুর বড্ড গুমোর।

প্রথম যেদিন ও বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেদিনকার কথা আমি জীবনেও ভুলব না। যা একখানা পোশাক চাপিয়েছিল ও সেদিন, ওফ্, কি আর বলব! টনির পরনে সেদিন ছিল একটা সস্তা কালো রেশমী স্যুট। তার ট্রাউজার্সটা আবার এত টাইট যে টনির তলপেটের যন্তোরখানা ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসার যোগাড়। আমার নজরে

প্রথমেই ওটা ঠিক ধরা পড়েছিল। বাইরে থেকে ওটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। তখনই মনে মনে ঠিক করেছিলাম, দাঁড়াও, তোমার প্যান্ট খুলে ঐ যন্ত্রখানা আমি নেড়েচেড়ে দেখব। বেঞ্জামিন তখন বাড়িতে ছিল না, তাই ওকে লিফটের ভেতর নিয়ে গিয়ে জামা প্যান্ট খুলে ভাল করে নেড়েচেড়ে ঘেঁটে দেখলাম। টনিকে সেই আমার প্রথম চোখে দেখা। বিছানায় শুয়ে সবসময় একাজ করতে ভাল লাগে না, একেক সময়ে মন বড় খারাপ হয়ে যায়। লিফটে বসে করার ফলে দু'জনেরই একটু নতুন ধরনের অভিজ্ঞতাও হল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওর জামা কাপড় নিজের হাতে খুলে ফেলার পর আগাপাস্তলা দেখে মনে হয়েছিল খারাপ নয়, বেশ মজবুত খাবার মত জিনিস একখানা, কিন্তু ঐ লিফটের ভেতরেই খেলাটা শেষ হবার পর মনে হয়েছিল না, ও এখনো অনেক ব্যাপারে আনাড়ি আছে, অনেক কিছু ওর এখনো শেখা বাকি, আর এ-ব্যাপারে আমিই ওকে ট্রেনিং দিয়ে একেবারে পাকাপোক্ত করে তুলব, দেখব তারপর মেয়েদের আদর করায় ওর জুড়ি আর কেউ থাকে কিনা। ওর ভেতরের জিনিসটাকে জাগাতে হবে।

অনেকদিন আগে এক কালো বড়সড় দশাসই চেহারার জুলুর পাল্লায় পড়েছিলাম। সমুদ্রে নেমে সাঁতার দেবার আগে সুইমিং স্যুট পরে একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে সিগারেট টানছি, এমন সময় পেছন থেকে সে আমায় খপ্ করে ধরে একেবারে টেনে তার বুকের সঙ্গে জাপটে ধরেছিল। ওঃ, সে কি চমৎকার অভিজ্ঞতা, জীবনেও ভুলব না। সেদিন বুঝেছিলাম কিছু কিছু লোক এই দুনিয়ায় আছে যারা মেয়েদের আদর করতে, ঠিক ঘড়ি ধরে শরীরের খেলা খেলতে রীতিমত ওস্তাদ। ঠিক যেন ঘড়ি ধরে অল্প সময়ের মধ্যে সেই জুলু লোকটা গাছের গুড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আমায় চরম সুখ দেয়া কাকে বলে, তা হাতেকলমে দেখিয়ে দিয়েছিল। আমার পোড়া কপাল, পরদিন লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না। আর কোনদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, তবু আমার মতে, অল্প সময়ের মধ্যে এত সুখ, এত আনন্দ জীবনে এর আগে বা পরে কারো কাছে পাইনি। এখন রাত্তেরবেলা বেঞ্জামিন যখন একেক দিন আমার ওপর চড়ে বসে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠে না, হাঁপিয়ে, কাশতে কাশতে ঘেমে নেয়ে ওঠে, তখন সেই জুলু ছোকরার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।

ভ্যানেসা প্রায়ই বলে "ফন্টেন, টনিকে তুমি একদম বোমকে দিয়েছ। ও তোমায় রীতিমত শ্রদ্ধা করে।" তবেই ভাবুন একবার ব্যাপারখানা। বুনো জংলী চনমনে ছোঁড়াটাকে একদম মানুষ করে ছেড়েছি। লাখপতি কোটিপতিদের বিয়ে করে লাভ আছে। প্রচুর লোকের শ্রদ্ধাভক্তি কুড়োনো যায়। নাম, যশ, আর অগাধ টাকা রোজগার করতে না পারলে জন্ম নেয়াটাই ত বৃথা।

আমি ছেলেপুলে একদম চাই না। কি জন্য চাইব? ছেলেপুলে হলেই ত ফিগারের বারোটা বাজবে, তারপর দিনরাত চিৎকার, কান্না, বড় হলে মানুষ করার ঝামেলা, এসব লেগেই থাকবে। সবশেষে একদিন ওরা মনের মত বন্ধু বা বান্ধবী জুটিয়ে ডানা মেলে কেটে পড়বে, ঠিক পাখির বাচ্চাদের মত। দরকার নেই বাপু আমার মা হয়ে, তাছাড়া মা হবার তাগিদও আমি একদম বোধ করি না। তার চেয়ে এই ভাল, এই মনের আনন্দে ডানা মেলে ভেসে যাওয়া। আমি জন্মাবার পর আমার মার ত কোন বাড়তি সুবিধা হয়নি। মেয়েদের এখন খুব শক্তসমর্থ হতে হবে, বিয়ে করে স্বামী আর সন্তানকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখার দিন আর মেয়েদের নেই। এখন শুধু খাও, পিও, জিও। একজন দরকার হলে দু'জনে কিংবা তার বেশী পুরুষ বন্ধু জুটিয়ে নাও। রাতে যেদিন শরীর চাইবে, সেদিন তাদের একজনকে নিয়ে শোও, ব্যস্, পরদিন সকালে দেখবে কেমন ঝরঝরে লাগছে। আমার চেনাশোনা অনেক দুর্বল চরিত্রের মেয়েকে দেখেছি, স্বামীর স্বভাবের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি বলে তাদের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। আমার বান্ধবী ভ্যানেসাই ত তিনটে বাচ্চার মা। সারাদিনে একবারের জন্যও বাচ্চাদের সঙ্গে সে দেখা করে না। পেল্লায়

বাড়ির পাঁচতলায় আমার কাছে বাচ্চাগুলো থাকে। ভ্যানেসা ভুলেও সেখানে তাদের দেখতে যায় না। এর চাইতে ওরা সাইবেরিয়ায় বন্দী জীবন কাটাতে পারত। সেও প্রায় এই রকম। অথচ ভ্যানেসাকে দেখতে শুনতে মোটেও খারাপ নয়, দোষের মধ্যে শুধু একটু বেশী মোটা হয়ে পড়েছে, এই যা। মুখখানা ওর এখনো বেশ মিষ্টি, কেমন সুন্দর ডালিমদানার মত দেখতে। একদিন হাসতে হাসতে মওকা মত পেয়ে আমি টনিকে বলে দেব যে ভ্যানেসার সঙ্গে ওর লাট খাবার ব্যাপার আমি সব জানি। টনি ত শুনে আকাশ থেকে পড়ার ভান করবে। নিজেকে খুব চালাক ভাবে টনি। আসলে আমার কাছে ও একটা বাচ্চা ছেলে, একটা ছোট্ট ছেলে ছাড়া কিছু নয়, যে চায় না তার অপকর্ম বড়রা ধরে ফেলুক। মুটকি ভ্যানেসা বিছানায় শুয়ে টাট্টু টনিকে ওপরে নিয়ে কেমন হাঁসফাঁস করে, তাই কল্পনা করে আমার বেদম হাসি পায়। যাকগে, টনি যা খুশি করে বেড়াক, আমি ওকে দিয়ে দাসখৎ লেখাইনি। আমায় সুখ দেবার মত মাল যতদিন ওর স্টকে আছে ততদিন ও যার সঙ্গেই লাট খাক না কেন, তাতে আমার কিছু আসবে যাবে না। টনিটার সেক্স আছে ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ নেই, কাকে কোথায় স্থান দিতে হয় সে হুঁশ ওর এখনো হয়নি, ও একটা ইডিয়ট টাট্টু। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে কিনা, সেই মানসিকতা যাবে কোথায়। আমি জানি, যতই চেষ্টা করি, বকি-ঝকি, ওর স্বভাব পাল্টাবে না। এসব লোক হাজার কাজের হলেও সবসময় কুকুরের মত চেনে বেঁধে রাখতে হয়। তবে শেখার আগ্রহ টনির ভেতর পুরোপুরি আছে, এটাও ঠিক। ব্যাগটা কোথা থেকে কিনলাম, কি সেন্ট মেখেছি, এইসব প্রশ্ন দিনরাত ওর ঠোঁটে লেগেই আছে।

নাঃ আমার চুলগুলো বেজায় বড় হয়ে গেছে। টনিকে ফোন করে একবার আনিয়ে নিই, তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে চুল ছাঁটতে যাব।

তিন

টনি

আজকের রাতটা তোফা জমবে। দুটো বড় বড় পার্টি এই শহরে এসেছে। তাদের পেছন পেছন সবাই এসে জমবে হোবোতে।

আরেকটু হলেই ফন্টেনের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। একটা নতুন মেয়েকে পাকড়েছি, জ্যানেট না কি যেন ওর নাম, ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে এনে আমার ডেরায় তুলেছিলাম। দু'জনে মিলে বিছানায় শুয়ে বহুক্ষণ শরীরের খেলা খেলেছি, তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে দু'জনেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলাম। ঘুম ভাঙল ফোনের বিশ্রী আওয়াজে। কে ফোন করেছে? আর কে, রাণীসাহেবা স্বয়ং। আমার মনিব ফন্টেন খালেদ। "আমি এক্ষুণি তোমার ওখানে আসছি" বলেই ফোন ছেড়ে দিল। আমি পড়লাম ফাঁপরে। ফন্টেন এসে যদি দেখে যে আমার বিছানায় এই ছুঁড়ি উদোম গায়ে ঘুমিয়ে আছে, তাহলেই হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ফিউচারের বারোটা বেজে যাবে। ফোন রেখে জ্যানেটকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিলাম। ছুঁড়ি নরম বিছানা আর আমার গায়ের গরম ছেড়ে উঠতে চায় না। শেষে প্যানপ্যানে গলায় আমার চৌদ্দপুরুষকে উদ্ধার করতে করতে উঠে বসল। ওর কালো লম্বা চুলগুলো ঘামে গায়ের সঙ্গে জেবড়ে আছে, বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। "ওঠ্ ছুঁড়ি," আমি আবার তাকে তাড়া দিই, "জলদি ভাগ এখান থেকে।" মেয়েটাকে বাথরুমে যাবার সময়টুকুও দিলাম না। ভাল করে জামাটামা পরে ভদ্রস্থ হতে না হতে প্রায় ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে রাস্তায় বের করে দিলাম। ওসব খুচরো পাপ যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয় ততই ভাল। এখন আমার মহারাণী আসছে, আমায় চটপট তাই রেডি হয়ে নিতে হবে, এসব ছিচকাঁদুনে পেত্নীকে এখন আর পোছে কে। জ্যানেট ঘর থেকে বেরিয়ে

যাবার পর পাঁচ মিনিটও যায়নি, ফন্টেন বেগমসাহেবার মত আলতোভাবে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। মনে হল যেন উড়তে উড়তে চলে এল, ঠিক আরব্যোপন্যাসের হুরী পরীদের মত। বিছানার নোংরা দাগ লাগা চাদরগুলো পাল্টাবার সময় পর্যন্ত আমি পেলাম না।

ফন্টেন তার স্কার্ট খুলল, তারপর পা থেকে জুতোমোজাও খুলে ফেলল। "আমার চুলগুলো বড় হয়েছে টনি, সেলুনে ছাঁটতে যাচ্ছি," বলেই দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে বুঝতে পারলাম ওর এখন বিছানায় শোবার ইচ্ছে নেই, সেলুনে যাবার আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমার সঙ্গে করতে চাইছে। আমি ত হুকুমের গোলাম, সবসময় তৈরি হয়েই আছি। বিনা বাক্যব্যয়ে তাই এগিয়ে গেলাম।

অনেক সময় ফন্টেনকে আমার একটা রক্তচোষা ডাইনী বলে মনে হয়। যখন তখন আমার রক্ত চুষে একেবারে নিংড়ে নেয়। এক্কেক সময় ভীষণ ঘেন্না হয় ওর ওপর। আমি কি মেশিন নাকি? দিনরাত যখন তখন খিদে পেলেই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এ কেমন কথা? কিন্তু জানি এখন আমার যা অবস্থা, তাতে টাঁ ফোঁ করতে পারব না, নিজেকে শেষ করে দিয়েও ওর ইচ্ছের কাছে আমায় মাথা পেতে দিতেই হবে।

দেয়ালের সঙ্গে ফন্টেনকে জাপটে ধরে তার শরীরের সাধটুকু মেটাতে মেটাতে ওর বুড়ো বেঞ্জামিনের জন্য হঠাৎ মনে কষ্ট হল। বেচারা বেঞ্জামিন, বুড়োবয়সে এই ফন্টেন হারামজাদীর রূপে ভুলে কি কষ্টই না পাচ্ছে সে। রাতে বিছানায় শুয়ে শুধু শরীর দোলানোই সার, ফন্টেনকে এক ফোঁটা সুখও দিতে পারেনা সে। হয়ত বুড়োর দশা দেখে তার নিজেরও কষ্ট হয়, তাই বেঞ্জামিন ক্লান্ত হয়ে পড়লে ফন্টেন নিজেই হাত চালিয়ে চরম সুখটুকু আদায় করে নেয়।

মেয়েদের একদম বিশ্বাস করতে নেই, এ-কথাটা এখন আমি সবাইকে বলে বেড়াই। ফন্টেনের কোমরের ওপর থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে খাসা, জবাব নেই। যে কেউ দেখলে বলবে হ্যাঁ, বড়দরের ফ্যাশান মডেলের ফিগার একখানা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোমরের নীচ থেকে পা পর্যন্ত একবারে যাচ্ছেতাই। যাক বাবা, অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। আজ সকালে এসে ফন্টেন যদি দেখতো বিছানায় আমি আর জ্যানেট নামে ঐ মেয়েটা খালি গায়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছি, তাহলে ওর মুখচোখের কি অবস্থা হত তা আমি এখন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।

খেলা শেষ। ফন্টেন বিবিসাহেবা চটপট স্কার্ট পরে নিলেন, তারপর জুতো মোজা পায়ে দিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনি গলায় বললেন, "আজ রাতে কিন্তু আমি হোবোতে যাচ্ছি টনি, সাতজনের জন্য একটা ভাল টেবিল রিজার্ভ করে রেখো। আমাদের সঙ্গে একজন ফ্রেঞ্চ ডিপ্লোম্যাট আর তাঁর স্ত্রী থাকবেন।" বলে কোন উত্তরের আশায় দাঁড়িয়ে না থেকে মহারাণী যেভাবে ঘরে ঢুকেছিলেন, সেইভাবে উড়তে উড়তে বেরিয়ে গেলেন, পেছনে রেখে গেলেন দামী ফরাসী পারফিউমের মনমাতাল করা একরাশ গন্ধ।

অথচ শুরুটা বেশ ভালই হয়েছিল। একদিকে ফন্টেন খালেদ, অন্যদিকে হোবোর জমজমাট নাচগান আর বাজনা, আমি পুরোপুরি তাই নিয়ে মেতে উঠেছিলাম। কিন্তু ফন্টেনের এই যখন তখন আমায় খাওয়ার ব্যাপারটা এখন আর কেন যেন ঠিক বরদাস্ত করতে পারি না। ওর খিদে মেটাতে গিয়ে আমার নিজের যে দফারফা হয়ে যাচ্ছে তা কোন শালা বোঝে। ওর বুড়ো খসম কি সত্যিই ভেড়ুয়া? শরীরে আর কিছুই নেই? কথাটা প্রায়ই আমার মনে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, তখন আমি বেশ বড়সড় কিছু করে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে চাই। কিন্তু চাইলে কি হবে, ফন্টেন আমায় বঁড়শিতে গেঁথে ছেড়ে দিয়েছে, জানে কখন একটানে ডাঙ্গায় তুলতে হবে। হোবোর মালিক ফন্টেন নিজে, আমি তার ম্যানেজার। ওর ইচ্ছেয় সায় না দিলে এক লাথি মেরে

এখান থেকে আমায় বের করে দেবে। অথচ দেখুন, জায়গা বাছা থেকে শুরু করে হোবোকে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করা, সব আমার একার মেহনতেই হয়েছে। সন্ধে থেকে শুরু করে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঐখানে আমি অসুরের মত খাটি, বিনিময়ে প্রতি হপ্তায় পাই কুল্যে পঞ্চাশ পাউণ্ড। এক হোবো থেকেই ফণ্টেন যে ফয়দা ওঠাচ্ছে, তার কাছে এ এক টিপ নস্যি ছাড়া কিছু নয়। আমায় ফণ্টেন এও বলেছিল যে হোবো থেকে যা লাভ হবে, তার পাঁচ পার্সেণ্ট আমি পাব, সে টাকার মুখ পর্যন্ত আমি দেখলাম না। আমার কিছু করারও নেই, কারণ এ-ব্যাপারে ওর সঙ্গে কোন লেখাপড়া হয়নি। আমি শুধু ভূতের মত খেটেই চলেছি। ফণ্টেন একটা কুত্তী, বেশ্যা—খুব ঠাণ্ডামাথার চালাক চতুর কুত্তী টাইপ মেয়েছেলে বলতে যা বোঝায়, ও তাই।

হোবোতে রোজ যারা ভীড় জমায় তারা সবাই এসেছে, স্যামি, ফ্র্যাঙ্কলিন, হ্যাল, ম্যাসি,সবাই।

স্যামি—বেঁটেখাটো, মাথায় ঘন কালো চুল, টুপি তৈরির কারখানার মালিক। তরতাজা দেখতে কোন ছিপলিকে একবার পেলেই হল, স্যামি বকবক করে তার কানের পোকা বের করে ছাড়বে। লম্বা ধাঁচের মেয়েদের ওপর স্যামির ভীষণ লোভ। ফণ্টেনের সঙ্গে স্যামিকে ভিড়িয়ে দেবার বদবুদ্ধি মাঝেমাঝে আমার মাথায় চাপে। ফণ্টেনের নজরে যে একেবারে পড়েনি তা নয়, কিন্তু আসলে মুশকিল হচ্ছে স্যামির মত লোক ফণ্টেনকে শরীরের খেলায় খুশী করতে পারবে না। ফণ্টেনের মুখ থেকেই শুনেছি ও নাকি ভীষণ ছটফটে, এই টাইপের ছেলেদের নাকি একদম বাগে আনা যায় না। ফণ্টেন সম্পর্কে স্যামির মত পুরো আলাদা। স্যামি বলে "ধুর্, ও মাগী একে বুড়ী হয়ে গেছে, তায় দিনরাত এককাঁড়ি টাকার মধ্যে থেকে এখন টাকা ছাড়া আর কিছুই চেনে না।" আসলে যেসব মেয়ের বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে, তারা প্রত্যেকেই স্যামির কাছে বুড়ি ছাড়া কিছু নয়। আসলে আমার মতে স্যামি একটা পাগল। খুব মিষ্টি আর ভাল ছেলে। দুঃখের ব্যাপার এই, সারা দুনিয়া ত বটেই এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত ওকে ঠিক চিনতে পারল না।

ফ্র্যাঙ্কলিন—অল্প বয়স, দেখতে শুনতে বেশ ভালই বলা যায়, ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, তাছাড়া একটু লাজুক গোছের। যতক্ষণ থাকবে, একা একা শুধু কোকাকোলা খেয়ে যাবে একটার পর একটা। মনে হয় ওর জীবনেও এখনও কোন মেয়ে আসেনি।

হ্যাল—একজন আমেরিকান প্রমোটার, নানা ধরনের শো আর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দু'পয়সা কামায়। এর পছন্দ একটু বিটকেল গোছের, অন্তত আমার তাই মনে হয়, কারণ বয়স্কা বিধবা মহিলাদের পেলে হ্যাল একেবারে নেচে ওঠে, তাদের গায়ের সঙ্গে পিঁপড়ের মত চিমটি মেরে সেঁটে থাকে, হাজার চেষ্টা করেও তাকে তখন সরানো যায় না। হ্যালের বয়স চল্লিশের কোটায়, একদম ডীন মার্টি মত দেখতে। তবে বিধবা মহিলাদের পেছনে ছোঁক-ছোঁক করলেও হ্যালের দিলটা খুব ভাল, তা মোটেই অস্বীকার করা যায় না। টাকাপয়সা যখন যা পায়, হ্যাল তার এক মোটা অংশ নিউ জার্সিতে নিজের ছোট ভাইকে পাঠিয়ে দেয়।

সবশেষে ম্যাসি—দেখতে ভাল, সুপুরুষ বলা চলে, ভাল নাচতে পারে।

যেদিন আর কিছুই করার থাকে না, কোন বান্ধবী বা চেনাজানা মেয়েকেও যেদিন হাতের কাছে পাই না, সেদিন আমরা চুপচাপ বসে বসে প্রোগ্রাম দেখে যাই, ভাল চেহারার কোন মেয়ের গান বা নাচের প্রোগ্রাম থাকলে মুখ হাঁড়িপানা করে তাই দেখি, আর মধ্যে মাঝে "ওকে আমি খাব!" বলে জোরসে চেল্লাই।

যাদের কথা বললাম, তাদের এক জনকেও ফণ্টেনের ঠিক পছন্দ নয়। প্রায়ই বলে "ওই বিটকেল লোকগুলোকে এখানে রোজ ঢুকতে দাও কেন?" এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব, আপনারাই

বলুন। ওরা পয়সা খরচ এখানে আসে, মাল.খায়. শো দেখার জন্য পয়সা দেয়, তাই ওদের ঢুকতে না দেবার এক্তিয়ার আমার বা ফন্টেনের নেই। আমার একেক সময় মনে হয় ফন্টেনের সঙ্গে আমার যে কিছু গোপন ব্যাপার চলছে সেটা এখানকার অনেকেই সন্দেহ করতে শুরু করেছে, আর একটু আগে যাদের নাম করলাম, সেই স্যামি, হ্যাল, ফ্রাঙ্কলিন, ম্যাসি, এরাও তাদের মধ্যে আছে।

জানি না সূর্য আজ পশ্চিম দিকে উঠেছিল কিনা। ফ্র্যাঙ্কলিন, অর্থাৎ সেই শান্তশিষ্ট গোবেচারা ছেলেটা যে এখানে এসে কোকোকোলা ছাড়া আর কিছু মুখে দেয় না, সে দেখি আজ একটা ডবকা হট্ চেহারার মেয়েকে বগলদাবা করে নিয়ে এসেছে। আমার ত দু'চোখ ট্যারা হবার যোগাড়। ফ্যাঙ্কলিনের বাবা ফিল্ম-লাইনে ব্যবসা করে প্রচুর টাকা কামিয়েছেন,আর আমার হিসেব অনুযায়ী ঐ ছোঁড়ার লাইফে এর আগে কোন মেয়ে আসেনি। যদি আমার হিসেব ঠিক হয় তবে এও ঠিক যে মেয়েটাকে বাগানোর পর বাপকে ম্যানেজ করতে ফ্র্যাঙ্কলিনকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ আমার মনে হচ্ছে মেয়েটা ফিল্মলাইনের মেয়ে। তেমনি ফোলা ঠোঁট আর সবজে চোখ, দেখে মনে হয় পাথরের মত ঠাণ্ডা। উঠতি অভিনেত্রীদের সেণ্ট পার্সেণ্ট ঐ রকম দেখতে হয় এটা লক্ষ্য করেছি। তাদের মতই এ মেয়েটির চোখ-মুখেও একটা খাই খাই ভাব। ফ্র্যাঙ্কলিন মেয়েটাকে এখানে আনতে পেরে যেন বর্তে গেছে এমনি হাবভাব করছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন কোথাকার রাণী সাহেবাকে নিয়ে এসেছে। ছেলেটার আর সব ভাল, কিন্তু এসব ব্যাপারে বড্ড কাঁচা, যাকে বলে একদম হাবাগবা। থাকত কিছুদিন আমার ট্রেনিংয়ে, ব্যস্, মেয়েদের পোষ মানানোর বিদ্যায় একেবারে ডক্টরেট করে ছেড়ে দিতাম। আরে বাবা, মেয়েদের পটিয়ে পটিয়ে সত্যিই কাৎ করতে হলে তাদের সঙ্গে যে কিছুটা রুক্ষ ব্যবহার করা দরকার, সেটা নতুন গোঁফ গজানো ছেলেরাও জানে। আর এ ত রীতিমত লাইনের মেয়ে, এখানে পা দেয়া ইস্তক এরই মধ্যে আমার দিকে তাকিয়ে বেশ কয়েকবার ঝাড়ি মেরেছে।

"টনি, এ হল আমার বান্ধবী জ্যানাইন জেমস্," ফ্রাঙ্কলিন তার বান্ধবীর সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিল, "ও এখানে একটা ফিল্ম করবে বলে এসেছে, আর জ্যানি, এই হল টনি ব্রেক, হোবোর ম্যানেজার কাম 'ব্রেন', আমরা দুজনেই দুজনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু।"

"হাই," ফ্র্যাঙ্কলিনের নতুন বান্ধবী আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, আমার ভাল লাগল না, কেমন যেন শুকনো কাঠ কাঠ টাইপ। মেয়েটা জাতে আমেরিকান তাতে আমার কোন সন্দেহই নেই। এগুলোকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না, কেমন যেন খোনা খোনা নাকি গলায় কথা বলে। হাসির ছলে চোরা চাউনীতে মেয়েটা আমার দিকে যে একখানা 'লুক' দিল, তাতেই আমি বুঝে ফেলেছি ফ্র্যাঙ্কলিন ওকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারবে না। এক্ষুণি আমি তু বলে ডাকলে ওকে ছেড়ে মেয়েটা আমার কাছে চলে আসবে। তবে মালটা জবর, খেতে ভাল লাগবে। বেচারা ফ্র্যাঙ্কলিন, ওর কপাল সত্যিই খারাপ। এসব মেয়েকে পোষ মানানো ওর কম্ম নয়।

ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যানাইনকে নিয়ে মুখোমুখি বসে আছে, স্যামি নিজের টেবিল ছেড়ে ওদের টেবিলে কোন্ ফাঁকে এসে বসে পড়েছে, দারুণ গল্প জমিয়েছে ফ্র্যাঙ্কলিনের বান্ধবীর সঙ্গে, হাঁ করে তাদের কথা ফ্র্যাঙ্কলিন গিলে যাচ্ছে, এমন সময় আমার রাণীসাহেবা ফন্টেন তাঁর বুড়ো খসম বেঞ্জামিন খালেদ আর জনা ছয় চ্যালাচামুণ্ডাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে একখানা ভাল টেবিল দখল করে বসলেন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দেড়টা।

ফন্টেনের পরনে আজ একটা লম্বা ঢিলে সাদা সিল্কের পোশাক, মাথার চুল উঁচু করে বেঁধে কয়েকটা হীরের ক্লিপ ফাঁকে গুঁজে দিয়েছে, আলো পড়ে চিকচিক করছে সেগুলো। ফন্টেনের

খসমকে আমি এই প্রথম দেখলাম। বিবির পাশে মিঞা ভীষণ বেঁটে, ভীষণ মোটা। ফন্টেনের সঙ্গে ওর বান্ধবী ভ্যানেসাও এসেছে দেখছি। ভ্যানেসা দেখতে শুনতে খারাপ নয়, টুকটুকে ফর্সা রং, কিন্তু হলে কি হবে, বেজায় মোটা, কিন্তু বুকের যন্তর দু'খানা এখনও তাকিয়ে দেখার মত। ওর শ্বশুর একটা বিরাট চেইন স্টোরের মালিক, ভ্যানেসার স্বামীর প্রচুর পয়সা। এই বয়সেই তিনটে বাচ্চার মা হয়ে গেছে ভ্যানেসা, আর তাই শরীরে এখন আর কিছু নেই। তবু ফন্টনেই এখন ওর কাছে হিরোইন, চলাফেরা, কথাবার্তা, চাউনি, ঢং, সবকিছুতেই ফন্টেনকে পুরোপুরি নকল করে সে। আমি কাউকে কিছু না বলে একদিন চুপিচুপি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতে গিয়ে ভ্যানেসাকে ভাল করে দু'হাতে নেড়ে চেড়ে দেখে এসেছি। মেয়েটা তার আগে বেশ কিছুদিন যাবৎ দেখা হলেই খিদেভরা চোখে আমার দিকে বারবার তাকাত। দেখে আমার সত্যিই দয়া হয়েছিল। ভেবেছিলাম, হলই বা মুটকি, এত করে যখন চাইছে আমি ওকে খাই,তখন আর ছেড়ে দিই কেন। আমার মত মহাপুরুষ কত মেয়েকে বানিয়ে তৈরি করে উদ্ধার করে দিল, আর এ-বেচারী বসে বসে হাপিত্যেশ করবে? সবচেয়ে বড় কথা, ও ফন্টেনের বান্ধবী, যাকে বলে সখী। ফন্টেনকে উদ্ধার করেছি, আর একে করব না? ভ্যানেসার কর্তা তখন বাড়ি ছিল না, ছেলেমেয়েরাও আয়ার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। খুব একচোট সুখ করে নিয়েছিলাম সেদিন। মনে হয়েছিল ফন্টেনকে উদ্ধার করার ব্যাপার এখনো ও জানে না, তবে আমি যে ভরদুপুরে বাড়ি বয়ে এসে ওকে খেয়েছি, ভ্যানেসা আমায় কথা দিয়েছিল সে কথা ফন্টেনকে বলবে না। ওর বুকের নরম থলথলে যন্তর দু'খানা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলব ভেবেছিলাম। ভ্যানেসার কর্তাটিও এদিকে কম যান না। আলাদা একখানা ফ্ল্যাট ভাড়া করে রেখেছেন, প্রায়ই সেখানে একটা মেয়েকে নিয়ে এসে ওঠেন। হুঁ হুঁ বাবা, আমার নাম টনি ব্লেক, এ কারবার করতে করতে শরীরের অনেকখিছুই পাকিয়ে ফেলেছি, অনেকেরই হাঁড়ির খবর আমার জানা আছে। মেয়েটার নাম ভেরোনিকা, তাও জানি।

ভ্যানেসা আজ ওর কর্তাকে নিয়ে এসেছে। আমার সঙ্গে ওর কর্তার আলাপ করিয়ে দেবার পর ভাবলাম জিজ্ঞেস করি "ভেরোনিকা কেমন আছে?" ইচ্ছে করেই চেপে গেলাম। কর্তাকে নিয়ে টেবিলে বসার আগে ভ্যানেসাকে টুক করে একখানা চুমু খেলাম, আর সেই ফাঁকে ওর বুকের একটা যন্তর একটু চুমড়ে ঘেঁটে দিলাম। ফন্টেন সকালে যাদের কথা বলেছিল সেই ফরাসী ডিপ্লোম্যাট আর তাঁর স্ত্রীও এসেছেন দেখলাম, তাছাড়া আছে অল্পবয়সী একটি ছেলে আর এই মেয়েটা। চারপাশে হৈ-হট্টগোল থেকে মেয়েটা একটু গা বাঁচিয়ে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা লম্বা ঢিলে উলের পোশাক তার গায়ে, মাথার চুলগুলো গাঁয়ের মেয়েদের মত আটপৌরে ঢংয়ে টেনে বেঁধেছে, একটা মুক্তো বসানো গয়না এঁটেছে মাথায়। মেয়েটার মুখে খুব বেশী মেক-আপ নেই, দেখতে যে খুব চমৎকার, তাও নয়, তবু মেয়েটার চোখেমুখে এমন কিছু আছে যা দেখার পর থেকেই আমি গরম হয়ে উঠছি। বড় বড় একজোড়া বাদামী চোখ মেয়েটার, সেখানে কোন পাপের ছায়া নেই। দু'চোখে তাচ্ছিল্য হেনে মেয়েটা একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। এখনো পাকেনি, দেখেই বুঝেছি, স্কার্টের ঝুলও খুব খাটো নয়। বয়স বেশী নয় মেয়েটার, বড়জোর সতেরো কি আঠারো। কয়েক সেকেণ্ড ওর দিকে তাকিয়ে থেকেই আমার মাথায় কেমন যেন জেদ চেপে গেল। ওকে আমার চাই, যে করেই হোক।

সুযোগের অপেক্ষায় চুপ করে বসে রইলাম। সুযোগ এসেও গেল। ভ্যানেসার বর ফন্টেনকে নিয়ে ড্যান্সিং ফ্লোরের দিকে এগিয়ে গেল। ফন্টেনের নাচ ভীষণ বাজে, রোগা রোগা কাঠির মত ঠ্যাংয়ে যখন নাচে তখন কাঠের পুতুলের মত দেখায়।

ফন্টেন নাচবার জন্য উঠে যেতেই আমি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার পাশে দাঁড়ালাম। করমর্দন করবে এই আশায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "হ্যালো, আমার নাম টনি ব্লেক।" মেয়েটা আমায় পাত্তা না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল। তার সঙ্গে যে ছোঁড়াটা এসেছে, সেটা একটু জড়ভরত টাইপ, একদম বেরসা মাল।

আমার অবস্থা দেখে বুড়ো বেঞ্জামিনের বোধ হয় করুণা হল। "আরে টনি, কি খবর?" ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল "একে চেনো ত? এ হল পিটার লিংকন স্মিথ।" নাম শুনেই আমি চমকে উঠলাম। ছেলেটার বাবাকে আমি চিনি। ভদ্রলোকের এত টাকা যে লোকে বলে অর্ধেক লণ্ডনের তিনিই নাকি মালিক। মেয়েটার দিকে তাকাল বেঞ্জামিন, "আর এ হল আমার মেয়ে অ্যালেকজ্যান্ড্রা, আজই সুইজারল্যাণ্ড থেকে এখানে পৌঁচেছে।"

বেঞ্জামিনের মেয়ে। আমার মুখে পুরো পাঁচ মিনিট কোন কথা যোগাল না। এবার আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটা দায়সারা গোছের হাসি হেসে বলল, "আলাপ হয়ে খুশি হলাম।"

ঠিক তক্ষুণি সেই ফরাসী ডিপ্লোম্যাট সস্ত্রীক এগিয়ে এলেন, আমিও এগিয়ে দাঁত কেলিয়ে তাঁদের সঙ্গে খেজুরে আলাপ শুরু করলাম। তাঁদের একটু টিপেই বুঝতে পারলাম বেঞ্জামিনের মেয়ে প্রায়ই এখানে আসে এবং আমার কথা (কার মুখ থেকে জানি না) বহুবার শুনেছে সে। মেয়েটা একটু দেমাকী টাইপের, বারফট্টাই দেখে মনে হয় যেন দুনিয়ার যে কোন ছেলেকে কাৎ করা ওর কাছে জল ভাতের ব্যাপার। পরে স্যামিকে ওর কথা জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু ও পাত্তা দিল না। বেঞ্জামিন এদিকে মেয়েকে যেই লিঙ্কন স্মিথ ছোঁড়ার সঙ্গে প্রায় জোর করেই নাচতে পাঠিয়ে দিল, আমি একা পড়ে গেলাম। অ্যালেকজ্যান্ড্রার দিকে তাকিয়ে বেশ ক'বার ঝাড়ি মারলাম, কিন্তু ও পাত্তা দিল না। মেয়েটার বডি খুব খারাপ নয়, কিন্তু পোশাকের ওপর থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না, মুশকিল সেখানেই, শরীরের যা কিছু গোপন ব্যাপার স্যাপার,সব লুকিয়ে থাকে পোশাকের আড়ালে। আমি কেমন যেন বোকা বনে গেলাম, কি করব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। দু'একটা হালকা কথা বলার পরেই মেয়েটার ওপর কেমন যেন একটা টান এসে গেছে, যদিও জানি ও বড়লোকের গোল্লায় যাওয়া একটা মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু অ্যালেকজ্যান্ড্রার কথা ভাবতে ভাবতে ওকে পাবার জন্য মাথাটা কেমন যেন গরম হয়ে উঠল, কিন্তু আমি এও জানি যে ওর দিকে হাত বাড়ালে বিপদটা আসবে ওর সংমা, আমার ফন্টেন মহারাণীর দিক থেকে। এরকম একটা রিস্ক নেয়া ঠিক হবে কিনা তাই ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠলাম। কোন কূলকিনারা পেলাম না।

সবাই নাচছে, ফন্টেন, তার বান্ধবী ভ্যানেসা, অ্যালেকজ্যাণ্ড্রা, সবাই। বুড়ো বেঞ্জামিন শুধু সেই ফরাসী ডিপ্লোম্যাট আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করছে আর মাঝেমাঝে গ্লাসের পাণীয় গলায় ঢালছে। ও বুড়ো আর এই বয়সে সঙ্গিনী পাবে কোথা থেকে। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে সুকি নামে একটা মেয়ের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। মেয়েটার মাথায় কদমছাঁট চুল, এত ছোট ছোট করে ছাঁটা, যে দেখলে মনে হয় অল্প কিছুদিন আগে মাথা ন্যাড়া করেছিল। ফ্যাশন মডেলিং করে সুকি। সুকির দু'হাত ধরে নাচের তালে পা ফেলতে ফেলতে ইচ্ছে করেই আমি অ্যালেকজ্যান্ড্রার পাশে চলে এলাম। সুকির নাচের স্টেপিং খুব ভাল, আসলে ম্যাসির বান্ধবী সে। আমার সঙ্গে নাচতে পেরে সে খুব খুশি হয়েছে এটা বুঝতে পারছি।

"দেখি তুমি কেমন তাল মিলিয়ে শেক্ করতে পার," বলে আমি প্রায় ক্ষেপে উঠে শেক্ করতে শুরু করলাম। "পারবে এমনি চালিয়ে যেতে? এটা সুইজারল্যাণ্ডের শেকের চাইতে আলাদা," ইচ্ছে করেই কথাটা চেঁচিয়ে বললাম যাতে অ্যালেকজ্যান্ড্রার কানে যায়। আড়চোখে তাকিয়ে মনে হল কথাটা তার কানে যায়নি, অথবা শুনেও শোনেনি এমনভাব করল।

"কি বললে?" সুকি নাচতে নাচতে প্রশ্ন করল। কথাটা ধরতে পারেনি সে।

"কিছু না," বলে সুকিকে আবার টেবিলের কাছে ফিরিয়ে এনে নাচ থামালাম।

"ইয়া হু," স্যামি চেঁচিয়ে উঠে দুটো আঙ্গুল মুখে পুরে সিটি দিল, তারপর আঙ্গুল তুলে কোণের দিকে দেখাল। তাকিয়ে দেখি ইটালিয়ান অভিনেত্রী কার্লা ক্যাসোনি কোণের টেবিল দখল করে বসেছে, সঙ্গে তিনটে মদ্দ। তিনটেই আমার মুখচেনা। ওদের মধ্যে হোঁৎকাটা ফিল্ম প্রোডিউসার।

বাকি দু'জনের একজন এক ইংরেজ অভিনেতা, অন্যজন তার স্টান্টম্যান। কার্লা ক্যাসোনি সত্যিই অপরূপ সুন্দরী, মাথায় ঘন কালো লম্বা চুল, চামড়ার রং জলপাইয়ের মত, রসে টুসটুসে শরীরে সবসময় একটা খাই খাই ভাব। কিন্তু আমার যে কি হল, কিছুতেই অন্যদিকে মন দিতে পারছিনা। এপাশে তাকিয়ে দেখি অ্যালেকজ্যাণ্ড্রা নাচ থামিয়ে তার বাপের পাশে ফের বসে পড়েছে। গুটি গুটি পায়ে তার পাশে গিয়ে বসলাম। ও অরেঞ্জ জুস খাচ্ছিল, আমায় দেখেও দেখলনা, সামনের দিকে ফাঁকা মন উদাস করা চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। কতক্ষণ আর চুপ করে বসে থাকা যায়। তাই উশখুশ করে উঠে বললাম, "কেমন লাগছে?"

"কিসের কথা বলছেন বলুন ত?" নরম অথচ গম্ভীর গলায় অ্যালেকজ্যাণ্ড্রা জিজ্ঞেস করল।

"এই আমাদের 'হোবো'র কথা বলছি," আমি বললাম, "কেমন লাগছে তাই জানতে চাইছি।"

"খুব ভাল," বলে ও একটা হাই তুলল। দেখলাম ওর হাতের নখগুলো ছোট করে কাটা। যাক, মেয়েটার তাহলে রুচি আছে বলতে হবে। বেশীর ভাগ মেয়েরই দেখেছি হাতের নখ ইয়া লম্বা আর ছুঁচলো, যেন গলায় বিঁধিয়ে দেবে, নয়ত এত ছোট যে দেখেই বোঝা যায় দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস আছে।

"আরেকটু নাচবেন?" আমি উপযাচক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"না, ধন্যবাদ।" অ্যালেকজ্যাণ্ড্রা বলল। বুঝলাম আমায় ফুটিয়ে দিতে চাইছে। এখনো আমায় চেনেনি তাই পাত্তা দিচ্ছে না। করে যাও খুকুমণি, আমারও দিন আসবে, মনে মনে বললাম, জানোনা ত আমি কি একখানা মাল। আমার সঙ্গে নাচবার জন্য কত মেয়ে হাপিত্যেশ করে। তোমার সৎমা ফন্টেনকে পর্যন্ত বিছানায় নাচিয়ে ছেড়েছি। এসব ভাবতে ভাবতেই ফন্টেন নাচ শেষ করে ফিরে এল, সঙ্গে সেই পিটার, পিটার লিঙ্কন স্মিথ। তাকে আসতে দেখেই আমি টুক করে উঠে অন্যদিকে কেটে পড়লাম। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম সেই ইটালিয়ান অভিনেত্রী কার্লা ক্যাসোনির টেবিলে। আমায় দেখেই একচোখ টিপে আঙ্গুল তুলে ডাকল সে। আমি কাছে যেতেই বলল, "তোমায় এত সুন্দর দেখতে, কিন্তু পকেটে একটা কানাকড়িও নেই, তাই না? এটা খুব লজ্জার ব্যাপার।"

"আমার সঙ্গে নাচবেন মাদাম?" আমি হেসে বললাম।

"উঁহু, তুমি বড় হিংসুটে," কার্লা হেসে বলল, "আমার সঙ্গে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে নাচব বলে তোমার হিংসে হচ্ছে তাদের ওপর।" সত্যি আজ আমার কপালটা দেখছি খুব খারাপ, কেউ আমার সঙ্গে নাচতে রাজী হচ্ছে না।

হঠাৎ আমায় চমকে দিয়ে কার্লা তার সঙ্গীদের একজনের সঙ্গে নাচ শুরু করে দিল। সে কি নাচ, কি অদ্ভুত শেক। কার্লার সারা শরীর দুলছে অথচ তার বড় বড় স্তন দুটি নিশ্চল হয়ে আছে, একটুও নড়ছে না, তারপর হঠাৎই কার্লা যেন ক্ষেপে উঠল। এইবার তার স্তন দুলছে। তার নাচ দেখে ঘরের বাকি সবাই নাচ থামিয়ে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে শুরু করল।

আমি আর সবার সঙ্গে হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় হঠাৎ নজর পড়ল ফন্টেনের দিকে। ফন্টেনের টেবিলে এখন আর অ্যালেকজ্যান্ড্রা ও তার বন্ধু পিটার লিঙ্কন স্মিথকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই কেটে পড়েছে তার মানে রাতে দু'জনের গোপন কোন প্রোগ্রাম আছে।

ফন্টেন হাত তুলে আমায় ডাকল। কাছে যেতেই টেবিলের তলা দিয়ে আমার পায়ে জুতোর এক ঠোক্কর মারল। বুঝলাম মহারাণী এখন আমার সঙ্গে নাচতে চাইছেন, এতক্ষণে আমার ওপর তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়েছে।

আগেই বলেছি ফন্টেনের নাচ ভীষণ বাজে, তার স্টেপিং একদম আনাড়ীর মত। আমি আমার ডিস্ক জকি ফ্লাওয়ার্সকে চোখ টিপে দিতেই সে একটা স্লো রেকর্ড স্টিরিওতে চাপিয়ে দিল। ফন্টেন একদম তালকানা। বারবার ওর স্টেপিং ভুল হচ্ছে, তাল কেটে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। এই বয়সের কোন সুন্দরী মহিলা যদি সতেরোয় পা দেয়া সদ্যযুবতীর মত নাচতে গিয়ে লাফ ঝাঁপ শুরু করে দেয় ত কার তা ভাল লাগে। কিন্তু কিছুই করার নেই, ফন্টেন আমার মনিব, ওর ইচ্ছেয় সায় না দিয়ে আমি করব কি।

ফন্টেন আমায় শক্ত করে ধরে তার বুকের কাছে টেনে আনল, তারপর ফিসফিস করে শুধালো, "ওকে ছুঁয়ে দেখেছো নাকি?"

"কার কথা বলছো গো মহারাণী?" প্রশ্ন শুনে আমার মুখ শুকিয়ে গেছে, তবু মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, "আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আহা, ন্যাকা, কিছুই জানো না, তাই না?"

ফন্টেন জিভ বের করে তার চকচকে ঠোঁট দু'খানা চেটে নিয়ে বলল, "ঐ ছুঁড়ির কথা বলছি, বুঝতে পারছ না? দেখে ত মনে হয় এইমাত্র জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে।"

কিছুক্ষণ আগে কার্লার এক বান্ধবী বাড়ি যাচ্ছিল, আমি হাত ধরে তাকে এগিয়ে দিয়েছিলাম। বুঝলাম ফন্টেন সেই মেয়েটির কথাই বলছে। ফন্টেনের এই একটা বিশ্রী স্বভাব, যাকে পছন্দ হবে না তার সম্পর্কে যা তা বলে বসবে। আমার ডিস্ক জকি ফ্লাওয়ার্স আর কালো চামড়ার ওয়েটারদেরও দুচক্ষে দেখতে পারে না সে। প্রায়ই আমায় বলে ওগুলোকে তাড়াও, ওদের দিয়ে হোবো চালানো যাবে না। আসল ব্যাপার হল ফন্টেন ফ্লাওয়ার্স আর কালো চামড়ার ওয়েটারদেরও নিয়েও এক বিছানায় শুয়েছিল, কিন্তু ওরা কেউ নাকি তাকে শরীরের সুখ দিতে পারেনি। ওদের ওপর রাগের আসল কারণ এটাই। ফন্টেন যতই বলুক, ফ্লাওয়ার্সকে আমি ছাড়তে পারব না। ওর মত ওস্তাদ ডিস্ক জকি এ শহরে একটিও নেই।

ফন্টেনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার সঙ্গে বহুকষ্টে পা মিলিয়ে নাচতে লাগলাম। ফন্টেনের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালাম বুড়ো বেঞ্জামিনের দিকে। সে তখনো একমনে ফরাসী ডিপ্লোম্যাট আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বকবক করে চলেছে।

"হেল্লো, টনি," আমাদের গা ঘেঁষে একটা মেয়ে নাচছিল তার বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে, নাচতে নাচতেই সে হেসে আমার দিকে তাকাল। আমি মুচকি হেসে মেয়েটিকে চোখ টিপে দিলাম।

ফন্টেন আমার পাঁজরে প্রায় বিমচে ধরল, তারপর সেই জগৎ ভোলানো হাসি হেসে বলল, "এইসব ছোট ছোট পুতুলের মত মেয়েরা সবাই তোমার পেছনে ছুটছে, খুব মজায় আছো টনি, তাই না? নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাল লাগে।"

ভাল যে সত্যি লাগে সেকথা স্বীকার করতে লজ্জা হবার কথা নয়। আপনারা হলে কি করতেন? নিশ্চয়ই স্বীকার করতেন, তাই না?

টনিকে ফোন করার অল্প কিছুক্ষণ পরেই ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে হাজির হলাম। আমি হাত দেবার আগে দরজার পাল্লা নিজে থেকেই খুলে গেল, ভেতর থেকে যাচ্ছেতাই চেহারার লম্বা লম্বা কেলে চুলো এক ছুঁড়ি হাই তুলতে তুলতে বেরিয়ে এল। ও এই ব্যাপারে! লুকিয়ে টনি বাছাধন এইভাবে মজা লুটে বেড়াচ্ছে? শুধু আমার শরীরেই ওর মন ভোনে না? উঁহু, এ ভালো কথা নয়। তাছাড়া ভালো ঠসক আছে তখনি মেয়েদের যত খুশি নিজের পাশে শোয়া কেউ বারণ করবে না, কিন্তু একি দেখলাম? যাচ্ছে তাই দেখতে, যেন ঘরবাড়ি চালচুলো কিছুই নেই মেয়েটার, রাস্তায় থাকে, রাস্তাতেই খায়, শোয়। বুঝতে পেরেছি, টনির মত যারা টাট্টু ঘোড়া, মেয়েদের ব্যাপারে তাদের কোন রুচির বালাই নেই। যে কোন ছুঁড়িকে পাশে নিয়ে শুতে পারে তারা। টাট্টুদের স্বভাবই ঐ রকম। মেয়েটা বেরিয়ে যাবার পরেও আমি বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম নয়ত টনি ভাবতে পারে যে ওর সব কীর্তিকলাপ আমি জেনে ফেলেছি।

কলিংবেল টেপবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টনি এসে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে আমায় দেখেই লাফিয়ে পড়ে আমার গালে এক চুমু খেয়ে বসল,"এসেছো রাণীসাহেবা, আমার মালিক?" দরদ দেখে বাঁচি নে। তার সম্ভাষণের কোন জবাব না দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম' আসলে চুমু খেতে আমার একদম ভাল লাগে না, বিশেষতঃ তখন খুবই খারাপ লাগে যখন সে চুমু খাচ্ছে তার মুখে অন্য মেয়েছেলের গাল বা ঠোঁটের গন্ধ লেগে থাকে।

ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে সে আমার জামাকাপড় ধরে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিল। আমি ইচ্ছে করেই টনিকে বাধা দিলাম না। এই একটা ব্যাপারে অন্তত তাকে বাধা দিতে চাই না। একটানে টনি আমার স্কার্ট খুলে ফেলে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল, তারপর ঠিক টাট্টু ঘোড়ার মতই লাফিয়ে খেলাটা শুরু করল। টনি আর যাই হোক এ ব্যাপারে ঠিকই বাহাদুর আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ওর ওপর রীতিমত মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

তবে ঐ পর্যন্তই, টনির মুখে খেলার আগে কি পরে কোনরকম ভালকথা শোনা যায় না। যা বলে তা নিতান্ত একঘেয়ে বস্তাপচা, সেসব শুনে তাকে কেউ বুদ্ধিমান বলবে না।

জামাকাপড় পরে নিয়ে বললাম, দেরী হয়ে গেছে, এক্ষুণি হেয়ারড্রেসারের কাছে চুল ছাঁটতে যেতে হবে। কোনমতে টনির খপ্পর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলাম ভ্যানেসার কাছে।

আমার বান্ধবী এই মুটকি ভ্যানেসা আমার মতে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। বসলে আর তাকে সহজে উঠিয়ে দাঁড় করানো যায়না। এমন একটি কুঁড়ের বাদশা মেয়ে আমি আর দু'টি দেখিনি। ভ্যানেসাকে একেক সময় আমার লাল রংয়ের একটা গোরু বলে মনে হয়। টনি যে ওর মধ্যে কি দেখেছে তা ঐ জানে। হয়ত ভ্যানেসার বুকের সৌন্দর্যই টনির মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

আমি যে-অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে বন্ধু যোগাড় করা বেশ মুশকিলের ব্যাপার। আমার সমান আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন মেয়ে খুঁজে পেতে হবে, সাধারণ মেয়ে হলেই হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরবে। বেঞ্জামিনকে বিয়ে করার পর আমার অবস্থা ঠিক ঐরকম হয়েছিল। আমার গায়ে নতুন মিঙ্কের কোট বা কানে কিংবা আঙুলে নতুন হীরের গয়না দেখতে পেলেই আমার বান্ধবীদের মুখে শুকনো হাসি ফুটতে উঠত। তবে ভ্যানেসা ঠিক ওদের দলে ছিলনা, কারণ তার স্বামী লিওনার্ডের আর্থিক সঙ্গতি প্রায় বেঞ্জামিনের সমানই বলা চলে কিন্তু ভ্যানেসাকে দেখলে তা ঠিক বোঝা যায় না।

সুন্দর দামী জামাকাপড় পরব আর সবাই হিংসের চোখে আমার দিকে তাকাবে এটা আমার

খুব ভাল লাগে। আমার মনে হয় এরকম একটা জীবন যে আমার গড়ে উঠবে তা যেন আগে থাকতেই আমার জানা ছিল।

ছোটবেলায় আমিও আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চার মত বেড়ে উঠেছিলাম। আবার মা ছিলেন সাদামাঠা ঘরোয়া গোছের, বাপ ছিল একটা বেজন্মা বদমাইশ, আমার মার জীবন সে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। আমি থাকতাম বোর্ণমাউথে, আমার নাম ছিল ফেলিসিটি ব্রাউন। ছোটবেলায় খুব শান্তভাবে আমি বড় হচ্ছিলাম, মেয়েদের খুব ভাল স্কুলে আমি পড়াশোনা করতাম। আমার ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে পশু চিকিৎসক হব এবং ক্লাশে অন্যান্য মেয়েরা যেটুকু ফিসফাস করত, তার বাইরে সেক্স ছাড়া অন্য কিছুই জানতাম না। আমি ষোলবছরে পা দেবার পর পুরুষবন্ধুর সঙ্গে প্রথম বাইরে পা দেবার সুযোগ পেলাম। সে ছিল স্থানীয় চিকিৎসকের পুত্র, বয়স মাত্র উনিশ, বেশ শান্তশিষ্ট স্বভাবের ছেলে। আমরা বেশ ক'দিন হাতে হাত রেখে ঘোরাঘুরি করলাম,পরস্পরকে চুমু খেলাম এবং বিয়ে করে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখলাম। আমাদের অভিভাবকেরাও এ-ব্যাপারে কোন আপত্তি করলেন না। ঠিক হল ও একুশে আর আমি আঠারোয় পা দিলে আমাদের বিয়ে হবে। এর কিছুদিন পর ও ডাক্তারী পড়া শেষ করতে হোস্টেলে ফিরে গেল, আমিও সেলাই ফোঁড়াই আর রান্নার ক্লাশে ভর্তি হলাম। তখনো অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি, আমার মনের আনাচে-কানাচে শুধু মার্ক একাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রেম বা দেহমিলন কাকে বলে সে সম্পর্কে তখনো আমার খুব একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি।

রান্নার ক্লাশে মারশিয়া নামে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মেয়েটার বিয়ে হয়নি এবং ঐ বয়সেই সে গর্ভবতী হয়েছিল, পাঁচজন তাকে নিয়ে নানারকম কথা বলাবলি করত। আমার মা বাবা দু'জনেই তাকে ঘেন্না করত, তার নাম পর্যন্ত শুনতে পারতেন না তাঁরা। কিন্তু আমার কাছে সে ছিল একঝলক তাজা দখিনা হাওয়ার মত। সতেরো বছর বয়সে সেই আমায় প্রথমে শিখিয়েছিল মুক্ত জীবনের স্বাদ কাকে বলে।

একদিন তার কাছে মার্কের কথা বললাম।

"সবই ত বুঝলাম," মারশিয়া বলল, "কিন্তু ছেলেটা বিছানায় উঠে তোর সঙ্গে খেলে কিরকম?"

আমি বুঝতে না পেরে বোকার মত হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মারশিয়া হেসে বলল, "উঁহু, তুই এবার ঠিক বলবি কোনদিন ওর সঙ্গে ওসব আজেবাজে কিছু করিসনি, ঠিক জানি। ওসব আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই।"

আমি সত্যিই শারীরিক কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিনি শুনে মারশিয়া হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। হাসি থামলে বলল, "ধ্যাৎ, লোকটা বিছানায় শুয়ে কিরকম খেলে তা এখনো জানতে পারলিনা ত ওকে বিয়ে করবি কি করে? এটা খুব দরকারী তা ভুলে যাস না। চটপট জেনে নে।"

মারশিয়ার পোয়াতি পেট ততদিনে বেশ ফুলে পড়েছে, ওর স্বামী কে তাও আমার জানা নেই। হয়ত ও যা বলেছে তাই ঠিক, মার্কের সঙ্গে দেহমিলনের অভিজ্ঞতাটুকু আমার সঞ্চয় করা একান্ত দরকার। মনে মনে খানিকটা উত্তেজনা নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলাম মার্ক কবে ছুটিতে বাড়ি ফিরবে সেই আশায়।

মার্ক ছুটিতে বাড়ি এল, তারপর একদিন তার বাবার গাড়ি চালিয়ে আমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। খুব ভাল একটা হোটেলে সন্ধ্যের কিছু পরে ডিনার খেয়ে আমি মার্ককে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসার কথা বললাম।

"ওঃ ফেলিসিটি, আমি বড় ক্লান্ত," মার্ক বলল।

"প্লীজ মার্ক,আমায় না বোল না," আমি বললাম। মনে মনে আমি তখন তার শরীরের স্বাদ কিরকম তা জানার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

"ঠিক আছে, চল," মার্ক অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হল।

সমুদ্রের ধারে এসে গাড়ি থামিয়ে মার্ক আমায় নিয়ে বালির ওপর বসল। তারপর ক্লান্তচোখ মেলে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে।

তার নীরবতা ভাঙ্গবার জন্য বললাম, "মার্ক, আমাদের যদি সত্যিই বিয়ে হ , তবে এখন থেকে আমাদের পরস্পরকে ভাল করে চেনা উচিত নয় কি?"

"কি বলছ ফেলিসিটি," মার্ক জানতে চাইল, "আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আমি তার গায়ের সঙ্গে নিজেকে সেঁটে ধরে বললাম, "কি বলছি তা ত তুমি ভালভাবেই বুঝতে পারছ মার্ক।"

হঠাৎ বৈদ্যুতিক শক্ খাবার মত মার্ক ছিটকে সরে গেল, আমায় দু'হাতে ঠেলে দিয়ে বলল, "ঐ রকম মেয়ে ত প্রচুর আছে ফেলিসিটি, তাহলে আর তোমার কাছে আসব কেন?"

তার ব্যবহারে আমার সত্যিই খুব রাগ হল। ততদিনে শরীরের ভেতর প্রথম উত্তেজনা কাকে বলে বুঝতে শুরু করেছি, তার মধ্যে মার্ক, আমার প্রেমিক, এইভাবে হাত দিয়ে আমায় ঠেলে সরিয়ে দিল? আমি শক্তগলায় সেইমুহূর্তে বাড়ি ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

মার্ক বিনা প্রতিবাদে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপর মার্কের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা করব না ঠিক করলাম।

কিন্তু তা হলে কি হবে, আমার দেহমিলনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যে এখনো বাকি রয়েছে, তাই পরদিন রাতে স্থানীয় এক কফি বারে টেড নামে এক লম্বাচওড়া চেহারার ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, টেডকে বেশ পুরুষালি দেখতে ছিল। ভাবলাম জীবনের রহস্য কি, সে সম্পর্কে টেড আমায় দীক্ষা দেবে। টেডের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে যখন তার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াবার প্রস্তাব দিল, তখন কোন প্রতিবাদ না করে এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম।

সমুদ্রের ধারে হাঁটতে হাঁটতে টেড হঠাৎ আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেল, তারপর জাপ্টে ধরে ফেলে দিল বালির ওপর। আমার ওপর চেপে বসল সে। প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলাম শরীরের গোপন স্থানটিতে, কিন্তু সে ব্যথা এখন এক অনির্বচনীয় সুখ দিচ্ছে আমায়। কাজকর্ম শেষ করে ও চলে যেতে চাইল কিন্তু আমি তাকে আঁকড়ে ধরে রইলাম। অন্ধকারে সমুদ্রের ঢেউয়ের উন্মত্ত গর্জন শুনতে পাচ্ছি, তার মধ্যে নিঃশব্দে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বালির ওপর ছটোপাটি করছি। হঠাৎ ও আমায় কুত্তী বলে গাল দিল, আর বলল আমি নাকি ওকে ব্যথা দিচ্ছি। আমি ওকে ব্যথা দিচ্ছি। দয়িতের মুখের কি অপূর্ব কথা!

আমার ভেতরের মানুষটা মরে গেল, এক নতুন ফেলিসিটি ব্রাউনের জন্ম হল সেদিন। আমার এক নতুন জীবন শুরু হল, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম বোর্ণমাউথ আমার পক্ষে খুব ছোট জায়গা, তাই এবার লণ্ডন রওনা হলাম। আমার স্বভাব চরিত্র এত দ্রুত পাল্টে গেল যা দেখে বাবা ঠিক করলেন আমার সেখানে চলে যাওয়াই মঙ্গল। মা হয়ত আড়ালে কয়েকফোঁটা চোখের জল ফেলেছিলেন।

আমি লণ্ডনের মাটিতে যখন পা রাখলাম তখন আমার বয়স মাত্র বাইশ। ততদিনে বেশ খানিকটা লম্বা হয়েছি, আমার গড়নও বেশ পাতলা হয়েছে, এই পৃথিবীর লোভী পুরুষদের দেবার মত এখন আমার অনেক আছে। আমি কিন্তু এখন আর ফেলিসিটি ব্রাউন নই, আমার

নতুন নামকরণ হয়েছে ফন্টেন, শুধু ফন্টেন। আমি একজন সেরা মডেল। সুন্দরী, টকটকে রংয়ের এক রূপসী।

লণ্ডনে অনেক মানুষের ভীড়ে একদিন পলের সঙ্গে আলাপ হল। পল নিজেও মডেলিং করত, জিমন্যাস্টিক করা শরীরে সে বিছানায় আমায় যথেষ্ট সুখ দিত। পল কখনো কখনো অভিনয়ও করত। আমাদের বিয়ে হল।

বিয়ের পর আমি দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটতে লাগলাম, পল একা একা চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকে। ও জুয়া খেলে, মদ খায়, অন্য মেয়েদের সঙ্গেও প্রচুর সময় কাটায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমরা একসঙ্গে কাটাতে লাগলাম, হয়ত পলকে আমি সত্যিই ভালবাসতাম, তাই।

সাতাশ বছর বয়সে পা দিয়ে একদিন আমি আয়নায় নিজের দিকে তাকালাম। গত সাত বছর যাবৎ একটানা আমি একজন সেরা মডেল হিসেবে কাজ করে গিয়েছি, অন্য যে কোন পেশায় লেগে থাকলে এই সুদীর্ঘ সময়ে এতদিনে আমি অনেক উঁচুতে উঠতে পারতাম। আর কতদিন আমি নিজের রূপ বজায় রাখতে পারব? আমার সুনাম আর কতদিন টিকবে? শীগগিরই আমার ত্রিশ বছর বয়স হবে, পল আমার সব জমানো টাকা ধ্বংস করছে। ভবিষ্যতে আর ক'টা ম্যাগাজিনের মলাটে আমার ছবি ছাপা হবে? দিনরাত মডেলিং করে করে ততদিনে আমি নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পলকে দিন দিন অসহ্য মনে হতে লাগল। আমি এবার নতুন পুরুষ খুঁজতে শুরু করলাম।

পেয়েও গেলাম একজনকে। আমার বর্তমান স্বামী বেঞ্জামিন খালেদ। সেণ্ট মরিজে তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। ওখানে পশমী পোশাকের জন্য আমি মডেলিং করছিলাম, এমন সময় বেঞ্জামিন একদিন তার বৌ আর দুটো বাচ্চা নিয়ে এসে হাজির হল। ওখানেই তার সঙ্গে প্রথম আলাপ। আলাপের পর বেঞ্জামিন বলল, "লণ্ডনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি?" আমি তাকে আমার ফোন নম্বর দিলাম। লম্বায় সে আমার কাঁধ ছাড়িয়ে যায় এটা ভাল করেই নজরে পড়েছিল।

আমার সঙ্গে আলাপ হবার পর ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পর বেঞ্জামিন তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে ডিভোর্স করল। আমি খুব হুঁশিয়ার হয়ে খেলাটা চালিয়ে গেলাম। আমার সবকিছু তাকে উজাড় করে দিলাম বটে, কিন্তু দিলাম সেই অবস্থায় যখন সেগুলো পাবার জন্য সে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। টনি একটা বিশ্রী কথা প্রায়ই বলে—"খুকুমণি, আমি তাজা গরম আছি, খেতে চাও ত চটপট খেয়ে নাও।" আমায় পাবার আগে বেঞ্জামিনের অবস্থা ঠিক তেমনটিই হয়েছিল।

পলের হাত থেকে আমায় সরিয়ে আনা খুব একটা মুশকিল হল না। বেঞ্জামিনের কাছ থেকে এককাঁড়ি টাকা পেয়ে পল স্বেচ্ছায় আমায় ডিভোর্স করল, বলতে গেলে বেঞ্জামিনের কাছে আমায় বিক্রী করে দিল সে। প্রচুর টাকার বিনিময়ে বেঞ্জামিনের স্ত্রীও ডিভোর্সে কোন আপত্তি করল না। নিজের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে যে ক'টি সন্তান হয়েছিল, তাদের প্রত্যেককেই অগাধ ধনসম্পত্তি দান করেছে বেঞ্জামিন। বেঞ্জামিনের ছেলে মেয়ে দু'জনকেই আমি দেখেছি। ছেলেটা বাপের চাইতেও বাঁটকুল, মেয়ে অ্যালেকজ্যাণ্ড্রা কেমন যেন সাদামাটা, চেহারায় একফোঁটা জৌলুষ নেই, ঠিক ওর মায়ের মত।

আমার গল্প এখানেই ফুরোলো। বেঞ্জামিনের সঙ্গে আবার নতুন করে ঘর বাঁধলাম আমি, এমনকি নতুন কেনা এক ইয়াটে চেপে আমরা দু'জন দ্বিতীয়বার হনিমুন পর্যন্ত করতে গেলাম। আমার যখন যা দরকার সব বেঞ্জামিন কিনে দেয়, আর শরীরের খিদে মেটানোর জন্য ত আমার একটা টাট্টু ঘোড়া আছেই—আমি সর্বার্থে সুখী।

কিন্তু ফেলিসিটি ব্রাউন নামে যে মেয়েটা লণ্ডনের ভীড়ে হারিয়ে গেল, তার কি হল?

পাঁচ

অ্যালেকজান্ড্রা

বাড়ি ফেরার পর যেন ধড়ে প্রাণ পেলাম। ম্যাডেলিন আর আমি একসঙ্গে প্লেনে চেপেছিলাম. ওর বাবা আর ভাই এয়ারপোর্টে আমাদের বিদায় জানাতে এসেছিল। ম্যাডেলিনকে আমি ম্যাডি বলে ডাকি। ওর ভাই মাইকেলের সত্যি তুলনা নেই। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের, ছোটবেলায় একসঙ্গে কত খেলাধুলা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। তবে একদম হালে দেখছি ওর চেহারাটা ভীষণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

মাইকেল সম্পর্কে আমি কি ভাবি তা ম্যাডেলিনকে বলার মত সাহস পেলাম না কারণ আমার ভয় হল ম্যাডি আমার কথা ঠিক ধরতে পারবে না। মাইকেল ওর ভাই ত বটেই, সেই সঙ্গে ওর ধ্যান জ্ঞান সবকিছু, কাজেই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ও অন্যচোখে দেখবে। ছেলেদের সমালোচনা করার ব্যাপারটা আমরা দু'জন সব সময় একসঙ্গে বসেই করে থাকি, যদিও সুইজারল্যাণ্ডে থাকার সময় সে সুযোগ বেশী পাইনি, কারণ আমাদের স্কুলটা ছিল কনভেন্ট। আমাদের স্কুলের যে মালী, তার বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ, ম্যাডি হঠাৎ ওর জন্য পাগল হয়ে উঠল। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, আমি হলের জানালা খুলে দিতাম, ম্যাডি সেই খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে রোজ রাতে তার সঙ্গে মিলিত হত। ধরা পড়লে অবশ্য আমাদের দু'জনকেই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হত, এটা ঠিক। এইভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন ম্যাডি ওকে তার ব্রা আর সোয়েটার খোলার অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু দিলে হবে কি, ছেলেটা শুধু তাতেই ক্ষান্ত থাকেনি, ম্যাডির সঙ্গে আরো কিছু করার জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল। ম্যাডি দেখল ব্যাপার বেগড়বাই, অগত্যা সে রণে ভঙ্গ দিয়ে সেই যে কেটে পড়ল, তারপর যতদিন ছিল আর কোনদিন ও মুখো হয়নি।

গত ছুটিতে ম্যাডির বাবা-মার সঙ্গে মন্টিকার্লোতে খেতে গিয়েছিলাম। ওখানেই একটা সুন্দর স্মার্ট চেহারার ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ছেলেটার গায়ের রং ছিল তামাটে। একদিন রাতে ম্যাডি আর আমি দু'জনেই ওর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ নাচলাম। আসার সময় ছেলেটা আমাকে চুমু খেয়ে বিদায়ও জানিয়েছিল। ইস্, সে এক দারুণ ব্যাপার, ছেলেটা ওর জীভ আমার মুখের ভেতর পুরে দিয়েছিল।

যাক্, আমাদের স্কুলের পড়াশুনোর পাট এতদিনে চুকল। কি মজা, আর স্কুলে যেতে হবে না, এ যেন এক অপূর্ব সুখস্বপ্ন। ম্যাডেলিন আর আমি দু'জনেই এক দারুণ প্ল্যান এঁটেছি। আমরা দুজনে লণ্ডনের চেলসীতে একখানা ফ্ল্যাটে ভাগাভাগি করে থাকব। এ ব্যাপারে ও ওর মা-বাবার ওপর এবং আমি আমার মা-বাবার ওপর প্রভাব খাটাব। অনেক ভেবে চিন্তে দু'জনেই ঠিক করলাম যে চেলসীই হল আমাদের পক্ষে থাকার উপযুক্ত জায়গা, অনেক ছেলে ছোকরার সঙ্গে চুটিয়ে লাট খাব দু'জনে, আর সেই ফাঁকেখোঁজাখুঁজি করতে করতে দু'জনে দুটো চাকরীও যোগাড় করে নেব।

দু'মাস হল আমি সতেরোয় পা দিয়েছি, বলতে গেলে এখন আমি রীতিমত পরিণত বয়েসের মেয়ে, অথচ দুঃখের ব্যাপার হল এ-পর্যন্ত আমার জীবনে রোমাঞ্চকর কোন ব্যাপারই ঘটেনি।

আমি ম্যাডির সঙ্গে ভার্জিনিয়া ওয়াটারে ওদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলাম। ওখানে ম্যাডি ওর মা-বাবার সঙ্গে থাকে। আমার মা-বাবা কিছুদিন আগে ডিভোর্স করেছেন। ফণ্টেন নামে বদখত বাজে টাইপের একটা মেয়ের রূপে ভুলে গিয়ে আমার বাবা কিছুদিন আগে আমার মাকে ডিভোর্স করেছেন। বাবার দিক থেকে কাজটা খুবই স্বার্থপরের মত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আগে আমরা সবাই খুব সুখে থাকতাম, কোনরকম চিন্তাভাবনা বা দুঃখ আমাদের

সংসারে ছিলনা। তবে বাবার নতুন বৌ ফন্টেন দেখতে দারুণ এটা মানতেই হবে, এবং সেই সঙ্গে এও মানতেই হবে যে ঐ ফন্টেন মাগী আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেনা। ভাগ্য ভাল যে ওর সঙ্গে আমার রোজ দেখাসাক্ষাৎ হয় না, হলেও মাঝে মধ্যে, যেমন আজ, যখন স্কুলের পড়াশুনো চুকিয়ে আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

ম্যাডির বাবা আজ রাতে আমায় আমার বাবার কাছে নিয়ে যাবেন। বাবা একা নন, শুনেছি তাঁর সঙ্গে ঐ রাক্ষুসী ফন্টেন মাগীও থাকবে। তারপর আগামীকাল সকালে আমি ট্রেনে চেপে চলে যাব আমার মায়ের কাছে, নিউ মার্কেটের কাছে আমরা একটা বাড়িতে থাকি। আমার মা, আমার ভাই ম্যাক্স আর আমি। বাবা, মাকে ডিভোর্স করার পর আমরা আগের বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছি কারণ আমাদের তিনজনের পক্ষে ওটা বেশ বড় ছিল, তাছাড়া মা এখানে আর একদিনও সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবেন বলে আমার মনে হয়নি।

আমাদের নতুন বাড়িটাও কম বড় আর সুন্দর নয়। এখানে সুইমিং পুল, আস্তাবল, ঘোড়া, সব আছে। আশা করছি মা আমায় লণ্ডনে থাকতে দিতে কোন আপত্তি করবেন না।

"আজ রাতে তুমি কি করছ?" তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে ম্যাডি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমায় প্রশ্ন করল। স্নান করতে ভীষণ সময় নেয় ম্যাডি। ও বাথরুমে ঢোকার পর আধঘণ্টা কেটে গেছে, আমি বাথরুমের দরজার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি।

"আমি সাজগোজ করবনা," আমি বললাম, "করে হবেই বা কি।" সত্যি কথা বলতে কি, ভাল জামাকাপড় আমাদের দু'জনের একজনেরও নেই কারণ এতদিন সুইজারল্যাণ্ডে থাকার সময় আমরা শুধু সোয়েটার আর স্কার্ট পরেই থাকতাম। আমাদের দু'জনের জামাকাপড়ই যথেষ্ট সেকেলে।

"আমি তোমায় দোষ দিইনা ভাই," ম্যাডি বলল, "ঐ মাগী আসছে শুনে আমার নিজেরই সাজগোজ করার ইচ্ছে হচ্ছে না।" ম্যাডি ফন্টেনকে চোখে না দেখলেও মুখ থেকে যেটুকু শুনেছে, তাতেই ওর ওপর এক দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মেছে।

স্নান সেরে চুল আঁচড়ে বাক্স পেটরা খুলে একটা ভাল পোশাক বের করে পরলাম। ম্যাডি আমার মুখে মেক-আপ করে দিল।

"যাও, এবার ভাল করে মজা লুটে নাও," ম্যাডি বলল, "রাতে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

সাজগোজ সেরে নীচে এসে দেখি ম্যাডির বাবা মিঃ নিউকোম্ব আর ম্যাডির দাদা মাইকেল দু'জনেই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। মিঃ নিউকম্বের ব্যবসায়িক সূত্রে আজ রাত্রে একটা ডিনার পার্টি আছে, মাইকেলকে নিয়ে উনি সেখানেই যাবেন। মাঝেমাঝে মনে হয় আমার নিজের বাবা যদি মিঃ নিউকম্বের মত ভাল হতেন!

মাইকেল এখন দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। আগের চাইতে বেশ লম্বা হয়েছে, মাথায় একরাশ লম্বা চুল ঘাড়ের ওপর লতিয়ে পড়েছে। ও লণ্ডনে থাকে। ম্যাডি আর আমি লণ্ডনে ফ্ল্যাট নেবার পর নিশ্চয়ই মাইকেলের সঙ্গে আরো দেখা হবে।

গাড়ির সামনের সীটে মাইকেল ওর বাবার পাশে বসেছে। আমি বসেছি পেছনের সীটে, কাজেই গাড়ি চলার সময়ে ওর সঙ্গে কথা বলার খুব বেশী সুযোগ পেলামনা।

'হোবো'র সামনে মিঃ নিউকোম্ব গাড়ি থামাতেই আমি দরজা খুলে নেমে পড়লাম। মাইকেল আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

"শীগ্‌গিরই আবার আমাদের দেখা হবে," আমি হাসিমুখে বললাম, পরক্ষণেই গাড়ি ছেড়ে দিল। মনে হল মাইকেল হয়ত আমাকে পছন্দ করে ফেলেছে। ম্যাডির কাছে শুনেছি ওর

প্রচুর বান্ধবী আছে, হয়ত এবার তাদেরই একজন হব, অথবা আমিই হব এক ও অদ্বিতীয়।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ভেতরে পা দিতেই বাটলার এসে আমার কোট নিয়ে গেল। ফন্টেন মাগী দূর থেকে আমায় দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, আমার গালে চুমু খেয়ে বলল, "অ্যালেকজান্ড্রা, তোমায় দেখে আমি এত খুশী হয়েছি যে কি বলব।" জানি এসবই ও বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে। বাবা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মনে হল তিনি যেন আগের চাইতে আরো বেঁটে হয়ে গেছেন, আরো বুড়িয়েছেন।

একটা সোফায় বাবার পাশে বসলাম। ফন্টেন হারামজাদী একটু সরে বসে স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে লাগল। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার সব রাগ জল হয়ে গেল। কি বিশ্রীরকম বুড়িয়ে গেছেন বাবা, অথচ মাত্র চার মাস আগেও তাঁকে দেখতে অদ্ভুত তাজা ছিল। টাকার লোভে বাবাকে বিয়ে করে ঐ রাক্ষুসী বাবার সমস্ত প্রাণশক্তিটুকু নিংড়ে শুষে খাচ্ছে নাকি?

"আজকের সন্ধ্যেটা আমরা খুব চমৎকার কাটাব সোনা," বাবা বললেন, "তোমার স্কুলের খবর বল শুনি।"

"বাবা , তুমি সত্যিই ভাল আছ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"নিশ্চয়ই ভাল আছি, একশোবার," বাবা জবাব দিলেন। "আমি সবসময় বেশী পরিশ্রম করি আর আমারও তাই পছন্দ। আমি বসে থেকে কোনদিন সময় কাটাইনি।" বলে বাবা একবার ফন্টেন পেত্নীর দিকে আড়চোখে তাকালেন, কিন্তু সে বাবাকে পাত্তা না দিয়ে আপনমনে ফ্যাশন ম্যাগাজিন পড়ে যেতে লাগল।

"তোমার মা কিরকম আছেন বল।"

"মার সঙ্গে এখনো আমার দেখা হয়নি," আমি বললাম, "কারণ এখনো আমি বাড়ি যাইনি। গতরাতে শুধু ফোনে মার সঙ্গে কথা বলেছি। মা ভালই আছে মনে হল। মা বলল বেনের চিঠি পেয়েছেন। ও ভালই আছে।"

আমার ভাই বেন আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করছে।

"তোমার মা এক আশ্চর্য মহিলা, অদ্ভুত তাঁর মনোবল," বাবা হঠাৎ মার প্রশংসায় আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আমার সেদিনটির কথা মনে পড়ল যেদিন মার মুখ থেকে আমি আর বেন জানতে পেরেছিলাম বাবা তাঁকে ছেড়ে আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাচ্ছেন। মা চেঁচামেচি কান্নাকাটি কিছুই করেননি, তবু আমি ঠিক টের পাচ্ছিলাম যে গোটা ব্যাপারটায় তাঁর বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। মার বয়স তখন পঞ্চাশ, অদ্ভুত সুন্দরী ছিলেন তিনি। অল্পবয়সে তাঁকে, দেখতে আরো সুন্দর ছিল। তাঁর বিয়ের সময় যে ছবি তোলা হয়েছিল তাতে দেখেছিলাম তাঁকে অপূর্ব রূপসী ছিল দেখতে, চুলগুলো ছিল সোনালী কোঁকড়ানো, হাসলে গালে টোল পড়ত। আমি জানি মার যখন বিয়ে হয় তখন বাবা এত বড়লোক হয়নি।

"আমি মাকে তোমার ভালবাসা জানাব," হঠাৎ কিভেবে বলে বসলাম। মনে হল এই জাতীয় কিছু বলাই বোধহয় এই মুহূর্তে সঙ্গত হবে। বাবা শুনে মুচকি হেসে আমার হাঁটুতে চাপড় মারলেন।

"জানো বাবা," আমি বললাম," শীগ্‌গিরই আমি লণ্ডনে এসে থাকব, আমি আর ম্যাডেলিন চাকরী করব, তারপর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে দু'জনে ভাগাভাগি করে থাকব।"

"এসব বুদ্ধি আবার কবে থেকে মাথায় চাপল," বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, "লণ্ডনে এসে থাকতে চাও সেত খুব ভাল কথা। আমাদের সঙ্গে অনায়াসেই থাকতে পার, তোমার চাকরী করার কোন দরকার নেই। ফন্টেন নিজেও খুব খুশি হবে।"

"না বাবা, তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছোনা," আমি বললাম, "আমি আঠারোতে পা দিয়েছি, একুশ বছর বয়সে আমি প্রচুর টাকার মালিক হব তা ভুলে যেয়োনা। আর তার জন্য আমার নিজেকে তৈরি করা দরকার। আমি ঠিক বড়লোকের মেয়ে হয়ে বাঁচতে চাইনা। তাই কয়েকটা বছর আমি একজন সাধারণ মেয়ে হয়েই বেঁচে থাকব।"

"এইত! এইত আমার মেয়ের মত কথা!" এবার বাবার মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তবে ভাল পছন্দসই একটা চাকরী আমিও তোমায় যোগাড় করে দিতে পারতাম।"

"না বাবা, প্লীজ," আমি অনুনয় করে বললাম, "আমার নিজের চাকরী নিজেকে যোগাড় করতে দাও।"

আমাদের কথার মাঝখানে অনেক লোক এসে ঢুকল। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে বাবা আলাপ করিয়ে দিলেন, "অ্যালেকজান্ড্রা, এর নাম পিটার লিঙ্কন স্মিথ, খুব ভাল ছেলে। আজকের সন্ধ্যেটা উনি দয়া করে তোমায় সঙ্গ দেবেন।"

বাবার সেকেলে কথা বলার ধরন শুনে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। দয়া করে সঙ্গ দেবেন মানে? কে ওঁর দয়া চায়। আমার ভারী বয়ে গেছে ওই লোকের সঙ্গে মিশতে। পিটার লোকটাকে কেমন নীচ প্রকৃতির বলে মনে হল। সারা সন্ধ্যে পাঁচ ছ'টার বেশী কথা ওর সঙ্গে বললাম না।

নাচগানের পালা শুরু হতে আমি ক্লান্ত বোধ করলাম। হোবোর ম্যানেজার একবার ছুটে এসে আমার সঙ্গে নাচতে চাইল, কিন্তু আমি তার মুখের ওপর না বলে দিলাম। বাবাকে খাতির করতে এদের ন্যাকান্যাকা কথা শুনে রাগ হাসি দুই-ই পায়।

পিটার আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে বলায় আমি তার গাড়িতে উঠলাম। তার পাশে বসে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা নিজেরই মনে নেই। হঠাৎ ও গাড়ি থামিয়ে আমায় পাগলের মত চুমু খেতে শুরু করল। আমি প্রথমে বাধা দিইনি, কিন্তু আমার জামার ভেতর হাত গলিয়ে বুক স্পর্শ করতেই আমি রুখে উঠলাম, বললাম, "পিটার এসব কোরনা।"

"চুপ করো, কুত্তী কাঁহিকা!" বলে সে আমার স্কার্টের ভেতর হাত ঢোকাতেই আমার মাথায় খুন চেপে গেল, শরীরের সব শক্তি একত্র করে ওর মাথা লক্ষ্য করে এক ঘুঁষি ঝাড়লাম। পিটার আচমকা মার খেয়ে থতমত খেয়ে গেল, আর সেই ফাঁকে গাড়ির দরজা খুলে আমি পাগলের মত দৌড়োতে শুরু করলাম। আমার ভয় হচ্ছে ও আমায় ধর্ষণ করে মেরে ফেলতে চাইছে, কাগজে এ-ধরনের ঘটনা প্রায়ই বেরোয়।

বাইরে তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আমি কি করব ভেবে না পেয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় পিটার আমায় দেখতে পেয়ে আমার সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল। দরজা খুলে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে বাবা, আমি তোমায় ধর্ষণ করবোনা, ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্তে গাড়িতে উঠে আসতে পার।"

আমি গাড়িতে গিয়ে বসলাম। পিটার সারা পথ একটি কথাও বললনা। ম্যাডির বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে গম্ভীর গলায় বললাম, "গুড নাইট।"

"হ্যাঁ বাড়ি যাও ছেলেধরা ডাইনী কোথাকার।" পিটার চেঁচিয়ে উঠল, তারপর গাড়ি চালিয়ে কেটে পড়ল।

একটা গোটা সপ্তাহ কেটে গেল। আমি তার ফাঁকে চারটে সিনেমা দেখে নিলাম, ডিনার খেলাম ট্রেডার ভিকে, কুলেৎ খেলতে গিয়ে পঁচিশ পাউণ্ড হারলাম—তিনটে নতুন শার্ট কিনে ফেললাম এবং এরই মধ্যে প্রত্যেক রাতে কোন না কোন মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটালাম।

ফন্টেন কেটে পড়েছে। কাউকে, বিশেষতঃ আমায় আগে থাকতে কিছু না বলে এইভাবে কেটে পড়ে বোধহয় সে খুব আনন্দ পায়। ও হয়ত মনে মনে ধরেই নিয়েছে যে যতদিন আমায় সাসপেন্সে রাখতে পারবে ততদিনই মঙ্গল।

জ্যানাইন মেয়েটাকে আমি ঠাট্টা করে 'খোনা সুরো' বলে ডাকি। ও বোধহয় ভাবতে শুরু করেছে যে ও এখানে পাকাপাকিভাবে থাকতে এসেছে। প্রত্যেক রাতে ও হোবোতে আসে। পরে দলের সঙ্গে ভিড়ে নাচে, গায় ফূর্তি-করে। এরপর ও আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসে এবং তার অল্প কিছুক্ষণ পরেই ছুটে স্টুডিওতে চলে যায়। ফিরে আসে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ যখন আমি ঘুম থেকে উঠি। মেয়েটা খারাপ নয়, যেকোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তবু ওর এখানে থাকা চলবেনা। স্রেফ ওর জন্য আমি এ সপ্তাহে স্যাডিকে ডাকার সুযোগ পাইনি।

আজ শনিবার, সপ্তাহের সবচেয়ে ব্যস্ত রাত। এখন রাত প্রায় আটটা, তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে পড়ার কথা ভাবছি। 'খোনা সুরো' এখনো দিব্যি ঘুমোচ্ছে, বেচারা। ঘুমোক যত খুশি।

একটা নতুন ফ্ল্যাট আমার খুব দরকার। এবার ফন্টেন ফিরে এলে টাকাপয়সার কথা তুলতে হবে। আমার আরো টাকার দরকার, আমার আরো অনেক টাকা পাওয়া উচিত। রবিবার বাদে সপ্তাহের বাকি দু'দিন রাত দশটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত নাচন কোঁদন করা চাট্টিখানি কথা নয়। যে ক'টা টাকা পাই তা সাজগোজ করতেই খরচ হয়ে যায়, আর আমি ; যে পেশায় আছি, সেখানে সবচেয়ে বড় কথা হল চটক।

ভেবেছিলাম 'খোনা সুরো' জেগে ওঠার আগেই কেটে পড়তে পারব, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পারলামনা। পা টিপে টিপে প্রায় দরজার কাছে পৌঁছেছি, এমন সময় ও পেছন থেকে ডাকল, "বাবি, একা কোথায় যাচ্ছ? আমার জন্য অপেক্ষা করবেনা?"

ওর জন্য অপেক্ষা করতে—কেন বলল তা জানতে আমার বাকি নেই, জ্যানাইন আজ আমার ঘাড় ভেঙ্গে ডিনার খেতে চাইছে। অগত্যা তাই সই। জ্যানাইন আমার কথায় আশ্বস্ত হয়ে জামাকাপড় পরে নিল, মেক-আপও সেরে ফেলল অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে। জ্যানাইনকে একেক সময় আমার ভীষণ নাছোড়বান্দা বলে মনে হয়।

আমি স্যামিকে ডাকলাম, ওর আজ বান্ধবীর সঙ্গে লাট খেতে যাবার কথা ছিল। আমরা চারজন তাই দল বেঁধে একটা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় ঢুকে বেশ বড়মানুষী চালে স্প্যাঘেটি আর মিটবল দিয়ে ডিনার সারলাম। শুনলে আপনারা যারা পাঠক তাঁরা হয়ত হাসবেন তবু বলছি যে বান্ধবীর বয়স মাত্র পনেরো। একদিন বাসস্টপ থেকে স্যামি নাকি মেয়েটাকে তুলেছিল। স্যামির ঐ এক ভারী বদস্বভাব, পথে বেরোলেই আড়চোখে তাকিয়ে দেখে আশেপাশে সুন্দর দেখতে কোনও ছিপ্‌লি দাঁড়িয়ে আছে কিনা। আর শালার এমনই কপাল যে একটা না একটা ঠিক জুটে যায়, কখনো পুলিশ বা পাবলিকের হাতে ধরা পড়ে প্যাঁদানি খায়না। একবার ত

দারুণ কাণ্ড হয়েছিল, স্যামি বহুবার এ গল্পটা আমার কাছে করেছে। বেকার স্ট্রীট থেকে এক ছিপ্‌লি বাসে চড়েছিল, স্যামি তার পেছনের বাসে উঠে মেয়েটার পিছু নিল। বাস যায় কিন্তু মেয়েটা আর কিছুতেই সামনের বাস থেকে নামেনা। এইভাবে যেতে যেতে স্যামি একদম বাস টার্মিনাসে পৌছে গেল। আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে স্যামি এসব করে খুব ভাল কাজ করছেনা। যতই কলার তুলে রোমা নিক না কেন, একদিন ও শালা ঠিক ফাঁদে পড়বে। হয়ত কোন মেয়েকে তুলতে যাবে, আর আড়াল থেকে হঠাৎ মেয়েটার পালোয়ান বাপ এসে ওর গলা চেপে ধরে বাসস্টপের ল্যাম্পপোষ্টের সঙ্গে ওর মাথাটা ঠুকে ঠুকে চাঁদিতে গোটাকয়েক আলু গজিয়ে দেবে। আর শালার বয়স যতই বাড়ুক না কেন টেস্ট একেবারে বাচ্চা ছেলেদের মত। বেছে বেছে পনেরো ষোল বছরের সেইসব মেয়েদের তুলবে যাদের মুখ থেকে এখনো দুধের গন্ধ কাটেনি, যাদের বুকে এখনো—। যাক্ আর বাজে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তবে আমার মতে স্যামির হাফপ্যাণ্ট পরা উচিত, ঠিক স্কুলের খোকাদের মত।

খেয়েদেয়ে আমরা হোবোতে এলাম। আমার 'খোনা সুরো' আর স্যামির পনেরো বছরে প্রেয়সী লেডিজ রুমে গিয়ে ঢুকল। ঢুকল ত ঢুকলই, আর সেখান থেকে বেরোবার নামটি নেই। বেরোল ঝাড়া আধঘণ্টা বাদে।

"সব পাগলীরই এক ব্যামো, বুঝলে, টনি?" স্যামি বলল, "এতক্ষণ ধরে কি যে মেক-আপ করে কিছুই বুঝিনা।" আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, সে বাধা দিয়ে বলল "ভাল কথা, তোমার ঐ নতুন আমেরিকান মালের কি খবর হে? খুব শক্ত হাতে পড়েছ মনে হচ্ছে। একবার তাকালে ত আর চোখ ফেরানো যায়না।"

"কেন, তোমার চাই নাকি?" আমি চোখ টিপে বললাম, "সত্যি বলছি তুমি ওর দিকে হাত বাড়ালে আমি কিছু মনে করবোনা।"

"ধ্যাৎ, ও বয়সে আমার চাইতে ঢের বড়," স্যামি বলল, "ওরকম ঠাকুমা দিয়ে আমার চলবেনা।"

রাত বাড়ছে, হোবোতে লোক আসতে শুরু করেছে। প্রথমে এল দর্শকরা, চুপচাপ জোড়ায় জোড়ায় যে যার সীটে বসে পড়ল। এবার আসছে তারা যারা নেচেকুঁদে ভোর চারটে পর্যন্ত হাওয়া গরম করে তুলবে। তাদের কানফাটানো চিৎকার চেঁচামেচিতে টেঁকা যাচ্ছেনা। ম্যাক্সি, মিনি মিডি, কাফতান, বেলবটম, এলিফ্যাণ্ট, এমন কোন পোশাক বাকি নেই যা এই মুহূর্তে আমার চোখে পড়ছেনা। এদের প্রত্যেকে একেক জন হাই ফ্রিকোয়েন্সির প্রতিভা, আর প্রত্যেকেই আমার বন্ধু।

ফ্র্যাঙ্কলিনের জন্য আমার মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে যায় মাঝে মাঝে। জ্যানাইন আজকাল আমার সঙ্গে বেশী মেলামেশা করছে, আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকছে এজন্য বেচারার দুঃখের অন্ত নেই।

দরজা ঠেলে দুই লাখোপতি বস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁদের হীরেমুক্তোর গয়নায় মোড়া দুই বউকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। এঁদের দু'জনকেই আমি বিলক্ষণ চিনি, একজনের নাম হাইমি ভার্গে ব্লাট, তৈরি পোশাক বিক্রী করেন, সঙ্গে বৌ এথেল। অন্যজন শুধু কোট তৈরি করেন, নাম জ্যাক ডেভিডসনলি, এঁর গিন্নীর নাম বেসি। এখানে এসেই দুই বউ নিজের নিজের কর্তাদের ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে ভিড়ে যান, তারপর যখন ফিরে আসেন তখন দুই বুড়ো এমন বুদ্ধুর মত হাসেন যেন তাঁদের বৌয়েরা রাজ্যজয় করে এসেছে। আমি যতদূর শুনেছি এথেল আর বেসি তাঁদের কর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে দুটো স্প্যানিশ ছোঁড়ার সঙ্গে দিনরাত পড়ে থাকেন, কাকপক্ষীতে টেরও পায়না। চারজন সব সময় একসঙ্গে এখানে আসেন। আমি একেক

সময় ভাবি দুই বন্ধু কি বিয়ের পর পাশাপাশি দুটো খাটে বউ নিয়ে শুতো নাকি? কে জানে, হবেও বা।

সামনের দিকে এগোতেই দেখি সোনালী চুল দুটো ছেলেমেয়ে টিনার সঙ্গে কথা বলছে। তৃতীয় জনকে চিনলামনা।

"খুব দুঃখিত," আমি বললাম, "আপনাদের জন্য টেবিলের বন্দোবস্ত করতে পারছিনা...।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই মেয়েটা ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ভির্মি খেলাম। মেয়েটাকে ঠিক চিনেছি, ক'দিন আগেই এখানে এসেছিল—অ্যালেকজাণ্ড্রা, বেঞ্জামিন খালেদের প্রথম পক্ষের মেয়ে।

"হ্যালো," মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে সুন্দর হাসল, "আমায় চিনতে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় চিনেছি," বলে আমি ভাবতে লাগলাম কি নামে ওকে ডাকব, অ্যালেকজাণ্ড্রা, না মিস খালেদ।

"দেখুননা আমাদের কোথাও গুঁজে দিতে পারেন কিনা," অ্যালেকজ্যাণ্ড্রা আবার বলল, 'বাবা ত বললেন উনি যখন আছে তখন কোন ভাবনা নেই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

উঃ, আবার বাবা দেখানো হচ্ছে, আমি মনে মনে বললাম। ভাবছে ওর বাবা বলেছে শুনে আমি ভয়ে যেমন করে পারি টেবিলের ব্যবস্থা করব। তা নয় সুন্দরী। টেবিলের ব্যবস্থা করতে হলে আমি এমনিতেই করব, শুধু তোমার রূপে ভুলেই।

ভাল করে অ্যালেকজাণ্ড্রাকে দেখলাম। সেদিনের চাইতে আজ ওকে আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। ওর চুল আজ ঘাড়ের ওপর ছড়ানো, মাথায় একটা সবুজ ফিতে বেঁধেছে। ওর গায়ে একটা সবুজ সোয়েটার পরনে টুইডের স্ন্যাকস। খুব জাঁকালো না হলেও অ্যালেকজাণ্ড্রাকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে তা মানতেই হবে।

"তোমরা ক'জন আছো, চারজন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ," ও ছোট্ট করে ঘাড় নেড়ে বলল, "দেখুননা একটু ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা।"

আমি তাদের আমার টেবিলে নিয়ে এলাম। স্যামি, ফ্র্যাঙ্কলিন অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি চারজনকে ঐ এক টেবিলেই গাদাগাদি করে বসিয়ে দিলাম। তারপর ভাল ওয়াইন এনে দিলাম চারজনকে। আমি আগে ভেবেছিলাম অ্যালেকজাণ্ড্রা মেয়েটা বোধহয় মদ ছুঁয়েও দেখেনা, কিন্তু ও বাবাঃ, কোথায় কি। মদের গ্লাস এনে সামনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ও গ্লাসে চুমুক দিয়ে গপ্‌গপ্ করে গিলতে শুরু করে দিল। মদ খেতে খেতে ওরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে শুরু করল। স্যামি করুণ চোখে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন বলতে লাগল, এসব কি পাগলামি হচ্ছে গুরু? বেঞ্জামিন খালেদের এই মেয়েটার দিকে হঠাৎ কেন যে ঝুঁকে পড়েছি তা আমি নিজেও জানিনা। কিন্তু কারণ যাই হোকনা কেন, আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি এবার আর ওকে ছাড়ছিনা। অ্যালেকজাণ্ড্রার পাশে যে ছেলেটা বসে খুব গল্প করছে তাকে ঠিক চিনতে পারলামনা। ছেলেটার মাথার চুল খুব লম্বা, প্রায় ঘাড়ে এসে পড়েছে। পরণে সাধারণ পোশাক, কথাবার্তা আর হাবভাবেও কিছুটা ছেলেমানুষী ধাঁচ ফুটে উঠেছে। যাক, তবু ভাল, আমি মনে মনে বললাম, পিটার নিক্সন স্মিথের মত বজ্জাতমার্কা চেহারা এর নয়। যতদূর মনে হল এ ছেলেটা অ্যালেকজাণ্ড্রার বয় ফ্রেণ্ড। যেই হোক, ওকে আমি ঠিক খুঁজে বের করে নেব।

হঠাৎ 'খোনা সুরো' জ্যানাইন আমার কানের কাছে এসে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে একটু নাচবে, টনি?"

দু' চোখ পাকিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম। একেবারে গাধা মেয়ে! সময় বোঝেনা, স্থান কাল পাত্র বোঝেনা, হুট করে বলে বসল নাচবে। নাঃ, এটাকে এখন যে করেই হোক খেদাতে

হবে। ফ্র্যাঙ্কলিনের দিকে তাকিয়ে মহাপুরুষের মত হাসলাম, বললাম, "যাও ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যানাইনের সঙ্গে গিয়ে নাচো। ও যে তোমারই অপেক্ষায় এতকাল বসে আছে।" তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'ফ্র্যাঙ্কলিন, তোর পায়ে পড়ি ভাই আমায় ওর হাত থেকে উদ্ধার কর। ওর সঙ্গে গিয়ে শরীরটাকে একটু খেলিয়ে নে, নয়ত এদিকে যে আমার সব প্ল্যান ঐ মাগী গুবলেট করে দেবে। দ্যাখ, নেচে ওকে ভোলাতে পারিস কি না।"

ফ্র্যাঙ্কলিনের মত বন্ধু পাওয়া যায় না। কোন কথা না বলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে জ্যানাইনকে খপ্ করে পাকড়াল, তারপর পুলিশের মত টানতে টানতে তাকে ফ্লোরের দিকে নিয়ে গেল। আমি কপালের ঘাম মুছে অ্যালেকজাণ্ড্রার বয় ফ্রেণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "আমার নাম টনি ব্লেক, পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।"

অ্যালেকজাণ্ড্রা বলল, "ওহো, কিছু মনে করবেন না, আসুন আলাপ করিয়ে দিচ্ছি—এ হল মাইকেল নিউকম্ব" তারপরে আগে পাশের মেয়েটি তারপর অন্য ছেলেটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "মাইকেলের বোন ম্যাডেলিন, আমার বান্ধবী, আর ও হল জোনাথন রবার্টস।"

"খুব চমৎকার টেবিল আপনি যোগাড় করে দিয়েছেন," ম্যাডেলিন বলল, "অ্যালেকজাণ্ড্রা যখন বলেছিল ও আমাদের বসার বন্দোবস্ত ঠিক করতে পারবে তখন আমরা বিশ্বাস করিনি। মাইকেল ত এখানে আসার জন্য বহুদিন ধরে ছটফট করছে!"

ছোটবোনের ডায়ালগ শুনে মাইকেল ঠিক ইডিয়টের মত আমার দিকে তাকাল।

"হেঁঃ, হেঁঃ," আমি দাঁত কেলিয়ে বললাম, "তবেই বোঝ এ কেমন মোক্ষম জায়গা, আর এইরকম শনিবারের রাত হলে ত কথাই নেই, একদম নাচতে নাচতে মরে যেতে ইচ্ছে করে, কি বল?"

"দ্যাখ্ টনি, চেয়ে দ্যাখ্," স্যামি হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল ম্যাসি আর সুকি ভেতরে ঢুকছে। সুকির পরনে খুব খাটো পোষাক, মাথার চুল ছেলেদের মত খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা। মাইকেল আমার পাসে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে সুকির দিকে চেয়ে রইল।

অ্যালেকজাণ্ড্রাকে আড়চোখে যত দেখছি তত আমার চোখে নেশা ধরে যাচ্ছে। অদ্ভুত মিষ্টি গলা মেয়েটার। নাঃ, আগে যা ভেবেছিলাম ও তেমনি বড়লোকের বখে যাওয়া মেয়ে নয়। সুকি এতক্ষণ বসেছিল, হঠাৎ কি মনে করে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার দেখাদেখি মাইকেলও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অ্যালেকজাণ্ড্রার চোখে এবার ধরা পড়ল ব্যাপারটা। ও বুঝতে পারল যে এতক্ষণ মিডির দাদা ঐ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আড়ি মারছিল। অ্যালেকজাণ্ড্রা ভুরু কুঁচকে তাকাল।

ম্যাডেলিনও যেন অস্বস্তিবোধ করছে বলে মনে হল। এবার সে গলার পর্দা একধাপ চড়াল। আমি ব্যাপার বেগতিক দেখে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে চাইলাম, বললাম, "এসো, তোমাদের ক্লাবটা ঘুরিয়ে দেখাই।"

"কি মজা।" ম্যাডেলিন বলে উঠল, খুশিতে তার মুখ চোখ ভরে উঠল।

"তোমার ইচ্ছে হলে যেতে পার," গম্ভীর গলায় অ্যালেকজাণ্ড্রা বলল, "আমি এখানেই বসে থাকব।"

অ্যালেকজাণ্ড্রা না গেলে এদের ঘুরিয়ে সব দেখাতে আমার বয়ে গেছে। আমি চোখ পাকিয়ে ম্যাডেলিনের দিকে তাকালাম। জোনাথন হঠাৎ আলেকজাণ্ড্রাকে জিজ্ঞেস করলো ও নাচতে রাজী আছে কিনা। এবার অ্যালেকজাণ্ড্রা আপত্তি করল না, জোনাথনের হাত ধরে ফ্লোরের দিকে চলে গেল।

সামনের দিকে তাকাতেই ফ্রাঙ্কোর চোখে চোখ পড়ে গেল। "আমি একটু আসছি, কাজ আছে," বলে ম্যাডেলিনের দিকে চেয়ে হাসলাম। টিনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হেসে সে আমার দিকে তাকাল। দেখলাম বেচারা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কেমন যেন ফ্যাকাশেও দেখাচ্ছে তাকে। ওর জন্য হঠাৎ খুব করুণা হল, পিঠে হাত রেখে বললাম, "অনেক খেটেছ, তোমায় ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আজ সকাল সকাল বাড়ি চলে যাও।"

"ধন্যবাদ মিঃ ব্রেক," টিনা বলল, "সত্যিই আমার শরীরটা আজ খুব ভাল নেই।"

আমি পা চালিয়ে ভেতরে ড্যান্সিং ফ্লোরের দিকে এগিয়ে গেলাম। অ্যালেকজান্ড্রা দেখলাম কোমর দুলিয়ে নাচছে। নাচছে না বলে নাচাবার চেষ্টা করছে বলাই বোধহয় ঠিক হবে। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলাম নাচার ব্যাপারটা ওর এখানো ভাল রপ্ত হয়নি। পোশাকের ভাঁজের ফাঁকে ওর শরীরটা ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলাম।

সুন্দর তার স্তনদুটির গড়ন, সরু কোমর, ছোট নিতম্ব, লম্বা পা। একি স্বপ্ন না বাস্তব, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে আমি ফিরে এলাম।

ম্যাডেলিন ততক্ষণে স্যামির সঙ্গে নাচতে শুরু করেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে ওর পনেরো বছুরে বান্ধবীটিকে দেখতে পেলাম না। নিশ্চয়ই লেডিজ রুমে গিয়ে ঢুকেছে। এদিকে ফ্র্যাঙ্কলিন 'বোনা সুরো' জ্যানাইনের সঙ্গে বসে দিব্যি জমিয়ে গল্প করতে শুরু করেছে।

"হাই টনি," ড্যান্সিং ফ্লোর থেকে একটা মেয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এল, সামনে এসে আমার হাতে আলতো মোচড় দিয়ে বলল, "আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?"

মেয়েটার সঙ্গে কোনোদিন আদৌ লাট খেয়েছি কিনা তা এই মুহূর্তে ঠিক করতে পারলাম না। আসলে একেক রাতে এত মাল খেয়েছি যে কার পাশে শুয়ে রাত কাটাচ্ছি তাই ভাল করে দেখিনি। যতদূর মনে পড়ছে এই মেয়েটার নাম ক্যারোলিন বা ঐরকম কিছু। তার সঙ্গে এক নামকরা ইংরেজ গায়ক, নাম স্টিভ স্কট। লোকটা আধুনিক ঢংয়ে মন্দ গায় না। ওদের দু'জনকে নিয়ে একটা ফাঁকা নিরিবিলি টেবিলে বসলাম, তারপর মদের অর্ডার দিলাম।

"আগামীকাল আমার বাড়িতে একটা পার্টি দিচ্ছি, চলে আসুন," স্টিভ বলল, "আপনার যা দরকার তা হল বোতল এবং ছুঁড়ি।"

"ঠিক বলেছেন," বলে আড়চোখে আমি অ্যালেকজান্ড্রাকে দেখে নিলাম।

"তোমায় আসতেই হবে টনি, না এলে ভাল হবেনা বলে দিচ্ছি, সবাই মিলে বেশ মজা করা যাবে," বলে ক্যারোলিন ছোট একটুকরো কাগজে স্টিভের ঠিকানা লিখে আমায় দিল। আমি অন্যমনস্কভাবে সেটা আমার পকেটে রেখে দিলাম। রোববারদিন পার্টি ফার্টি কার ভাল লাগে?

ফ্লাওয়ার্স অর্থাৎ হোবোর ডিস্কজকি এতক্ষণ খুব হাল্কা ঢিমেতালের একটা রেকর্ড বাজাচ্ছিল, আমি তার কাছে গিয়ে হট্ চড়াসুরের একটা রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে এলাম। যাবার সময় দেখেছিলাম অ্যালেকজান্ড্রা জোনাথনের শরীরের সঙ্গে প্রায় লেপ্টে গিয়ে হাতে হাত দিয়ে নাচছে, রেকর্ড পাল্টে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা একজন আরেকজনের কাছ থেকে প্রায় ছিটকে সরে গেল। কিন্তু সুকি আর ওর বান্ধবীর দাদা মাইকেল আগের মতই নেচে যেতে লাগল।

অ্যালেকজান্ড্রা জোনাথনকে নিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর চোখ মুখে এখন ভেতরের আবেগ প্রচণ্ডভাবে ফুটে বেরোচ্ছে। ম্যাডেলিন তখনো স্যামির সঙ্গে নেচে চলেছে, সেদিকে ইঙ্গিত করে অ্যালেকজান্ড্রা বলল, "দেখে মনে হচ্ছে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, আমরা এখন একা।" আমি তার হাত ধরে আলতো টান দিতেই সে হাতটা সরিয়ে নিল।

ইশ ভগবান, ওর চামড়া ঠিক যেন নরম ভেলভেট বলে আমার মনে হল।

"শোন," আমি অ্যালেকজান্ড্রাকে বললাম, "আমি তোমাকে আমাদের নাইট ক্লাবের মেম্বার করে নিতে চাই। তুমি আমার সঙ্গে অফিসে এস।"

"এক্ষুণি?" অ্যালেকজান্ড্রা দু'চোখ কপালে তুলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু...।"

"উঁহু, তোমায় মেম্বার হতেই হবে," তার কথা শেষ হবার আগেই আমি বলে উঠলাম, "বেশীক্ষণ নয়, মাত্র এক মিনিট লাগবে, তারপর তুমি যখন ইচ্ছে আসবে, কোনরকম অসুবিধে পোয়াতে হবে না দেখে নিয়ো।"

"ঠিক আছে চলুন," বলে ও উঠে দাঁড়াল, জোনাথনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো জোনাথন।"

এইরে! আমি আঁতকে উঠলাম, আবার জোনাথন কেন, ওকে দিয়ে কি দরকার, আমার ত শুধু তোমাকে দরকার বুকুমণি। জোনাথন উঠে দাঁড়িয়েছিল, আমি ছন্দপতন হবার আগেই বলে উঠলাম, "তুমি এখানেই থাকো জোনাথন, নয়ত টেবিলটা অন্য লোকেরা দখল করে নেবে। ফিরে এসে আর বসার জায়গা পাবে না।"

"তাহলে আমার গিয়ে কাজ নেই, আমি বরং এখানেই বসি," জোনাথন তার চেয়ারে ফের বসে পড়ল। এবার আমি ওকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি। এবার শক্তমুঠোয় ওর হাত ধরে ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেলাম। অ্যালেকজান্ড্রা এবার আর হাত সরিয়ে নিল না। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার নাচে বিভোর মাইকেল আর সুকিকে ও দেখে নিল। রিসেপশন ডেস্ক পেরিয়ে ওকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে অফিসে চলে এলাম। এখানটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, ওপর থেকে গানবাজনার রেশ কানে ভেসে আসছে। অফিসঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বাললাম। চারপাশে ফাইলিং ক্যাবিনেট, একটা বড় টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। মোদ্দাকথা প্রেম পীরিতের ছিটেফোঁটাও এখানে নেই।

অ্যালেকজান্ড্রা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুলল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার উদ্ধত স্তনদুটো আঁটো সোয়েটারের শাসনের বেড়াজাল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হঠাৎ ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরবার ভীষণ ইচ্ছা পাগলের মত আমায় পেয়ে বসল, ইচ্ছে হল ওর পরনের কাপড় খুলে একদম ন্যাংটো করে দিই, তারপর দেখিয়ে দি শরীরের কসরত কাকে বলে। এই ছোট্ট পাখিটাকে দেখা ইস্তক আমি একদম ভুলতে পারছি না, ওর কথা এতবার ভেবেছি যে টের পাচ্ছি ও আমার চামড়া ভেদ করে হাড় মাংসের ভেতরে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এখন ওকে যদি ভুলতে হয় তাহলে সবার আগে ওকে একবার হাতে নিয়ে ভাল করে চেখে দেখতে হলে মাথাগরম করলে চলবে না, ঠাণ্ডা মাথায় খেলাটা সারতে হবে।

আমি কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরালাম। ও আমার উল্টোদিকে বসে টেবিলের ওপর হাতের নখ দিয়ে আলতো টোকা মারতে মারতে বলল, "মাইকেল যার সঙ্গে নাচছে সেই পেত্নী মেয়েটা কে?"

উত্তরে আমি সুকির নাম না বলে একটা পুরনো গানের কয়েক লাইন গেয়ে উঠলাম, গানের নাম 'ঈর্ষা।' ও দু'চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাল।

"আমার ওকে দেখে যে একটুও হিংসে হচ্ছে না সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন," ও মুখ ভেংচে জবাব দিল। তার চিবুকে এমন একটা ভঙ্গি খেলে গেল যা দেখে আমি তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না।

"আমি শুধু জানতে চেয়েছি মেয়েটা কে," অ্যালেকজান্ড্রা আবার বলল, "আপনিই বলুন, মেয়েটা খুব বিশ্রী আর বাজে দেখতে না?"

"তেমন কেউ না," আমি স্বাভাবিক গলায় বললাম, "মাঝে-মাঝে মডেলিং করে। এবার বলত, মাইকেল তোমার বয় ফ্রেণ্ড, তাই না?"

"না না, বয় ফ্রেণ্ড হবে কেন?" ও মুচকি হাসল, "আসলে ও আমার বান্ধবীর দাদা, ওর সঙ্গে বহুদিনের আলাপ। তবে এই প্রথম আমরা একসঙ্গে বেরোলাম।"

ও, এই ব্যাপার? এতক্ষণে গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝতেই পারছি, বান্ধবীর দাদা, বয়সে বড়। ছোটবেলা থেকে দেখে দেখে একটা টান পড়ে গেছে। যা হয় আরকি! কিন্তু আমি যখন একবার পিকচারে এসে গেছি তখন ওসব টান ফান একদম সহ্য করবো না। দাঁড়াও, ঐ মাইকেল হতভাগাকে তোমার মন থেকে চাঁটি মারতে মারতে বিদেয় করছি, আমি নিজের মনে বলে উঠলাম।

একটা মেম্বারশিপ ফর্ম বের করে তার ওপর পেনসিলের শিষ বোলাতে লাগলাম। অ্যালেকজান্ড্রা বড় বড় চোখে একরাশ আশা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখের মণির রং কটা, ভারী সুন্দর।

"তোমার ঠিকানাটা কি," কাঁপাগলায় জানতে চাইলাম। এই ছোট পাখিটা আমায় একদম নার্ভাস করে দিয়েছে।

"ভাবছি আমার মার ঠিকানাটা দেব কিনা," ও একটু জোরে বলে উঠল. "প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে সম্ভবতঃ ওখানে চলে যাব, আর ওটাই আমার আসল ঠিকানা।"

ধ্যাৎ, মার ঠিকানা কে জানতে চেয়েছে, আমি ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হলাম। ঐটাই যদি আসল ঠিকানা হয় তবে তা দিয়ে আমার দরকার নেই, আমার নকল ঠিকানাই ভাল।

অ্যালেকজ্যান্ড্রা বোধহয় আমার চোখের ভাষা বুঝতে পেরেছে, (হাজার হোক, মেয়ে ত, ওরা এসব বোঝাবুঝি ব্যাপারে খুব ওস্তাদ, ছেলেদের মত বোকাপাঁঠা নয়), জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চেটে নিল, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটদুটো চকচক করে উঠল, দারুণ সেক্সি দেখাচ্চে এখন ওকে।

"না, আমি বলছি কি, ধরুন আপনাকে এখানকার ঠিকানা দিলাম, কিন্তু সে ঠিকানা কতদিন স্থায়ী হবে তা আমি নিজেই এখনো জানিনা।"

ওকি এখনো অক্ষতযোনি কুমারী আছে? এখনো কোনও পুরুষমানুষ ওকে ছোঁয়নি একথা কেউ বলতে পারে? উঁহু, এ একদম অসম্ভব ব্যাপার। লণ্ডনে চোদ্দবছরের ওপর বয়স, এমন কোন কুমারী মেয়েই নেই। যারা আছে তাদের বয়স চোদ্দর বেশী কোনমতেই নয়। এমনকি স্যামি পর্যন্ত এখনো তেমন কোন বাচ্চা মেয়ে খুঁজে পায়নি যে মেয়েটা সত্যিই কুমারী, পুরুষের দেহের স্বাদ যে এখনো পায়নি।

"ম্যাডেলিন আর আমি দুজনে একটা ফ্ল্যাট শেয়ার করে আছি," অ্যালেকজান্ড্রা কিছুটা গর্বিতভাবে উত্তর দিল, "আচ্ছা, ম্যাডেলিনও এই নাইটক্লাবের মেম্বার হতে পারবে ত? আমাদের ঠিকানা হচ্ছে চোদ্দ, ডাণ্ডি কোর্ট, চেলসী।"

চেলসী! অ্যালেকজান্ড্রা চেলসীতে থাকে? এত জায়গা থাকতে ও ওই ভিড়ের মধ্যে ফ্ল্যাট ভাড়া করতে গেছে কেন? যাক বাবা, ভালই হয়েছে, আমি মনে মনে বললাম, মোটের ওপর অ্যালেকজান্ড্রা এখন লণ্ডনেই আছে, ওর মা কিংবা বাবার সঙ্গে নেই।

"ফোন নম্বর কত?" আমি প্রশ্ন করলাম, সেই ফাঁকে মনে মনে রিহার্স্যাল দিয়ে নিলাম অ্যালেকজান্ড্রার বাড়িতে ফোন করে প্রথমে কি বলব।

অ্যালেকজান্ড্রা ফোন নাম্বার দিতে আমি তা চটপট টুকে নিলাম, তারপর যেন বিরাট ঝামেলার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছি এইভাবে বললাম, "ঠিক আছে, এ সপ্তাহেই মেম্বারশিপ কার্ড ঐ ঠিকানায় আমরা পাঠিয়ে দেব, আশা করব এবার তোমরা সবাই দলবেঁধে এখানে নিয়মিতভাবে আসবে।"

আমার কথা শুনে তার মুখে লজ্জার রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ল। আহা, লজ্জা পেলে ওকে কি দারুণ দেখায়। যাক, এই পোড়ার শহর লণ্ডনে এখনো তাহলে কিছু মেয়ে আছে লজ্জায় যাদের মুখ রাঙ্গা হয়ে ওঠে।

"নিয়মিত আসতে পারব কিনা তাতে সন্দেহ আছে," ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি সোমবার দিন নতুন চাকরীতে যোগ দিচ্ছি, রোজ সকাল ন'টার মধ্যে আমায় অফিসে হাজিরা দিতে হবে।"

"সকাল ন'টার মধ্যে?" আমি এমনভাবে কথাটা বললাম যাতে মনে হল ওর কথা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিনা। "কেন, ন'টা কেন? বেলায় গেলে হয়না?"

"অফিসে ঐ সময়েই যেতে হয়," অ্যালেকজাণ্ড্রা বলল, "তাছাড়া আমি একজন সেক্রেটারী, আমায় আগে যেতেই হবে।"

সেক্রেটারী? অ্যালেকজাণ্ড্রা সেক্রেটারীর চাকরী নিয়েছে? এসব কি শুনছি? আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি, নাকি অ্যালেকজাণ্ড্রা ইচ্ছে করেই জাঁক দেখানোর জন্য এসব আমায় শোনাচ্ছে?

সেক্রেটারীই বটে! এইকি বেঞ্জামিন খালেদের সেই মেয়ে, যার বাপ কোটিপতি হওয়া সত্ত্বেও সে আজ চাকরী করতে যাচ্ছে? তবু, ওর হাতে টাকাকড়ি না থাকা সত্ত্বেও আমি অ্যালেকজাণ্ড্রাকে ভালবেসে ফেলেছি। হতচ্ছাড়া বুড়ো বেঞ্জামিন খালেদ একটা হাড়হাবাতে, পিশাচ। নিশ্চয়ই মেয়েটাকে টাকাকড়ি থেকে বঞ্চিত করেছে, তারপর এখন তাকে রোজগার করতে পাঠাচ্ছে। ফন্টেন ত পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাহারী মিঙ্কের পোশাক পরে রাণীর মত বহাল তবিয়তে থাকে, এদিকে এই বাচ্চা মেয়েটাকে দুটো পয়সার মুখ দেখতে রোজ ন'টার সময় অফিসে ছুটতে হবে। চমৎকার ব্যবস্থা।

তবে, একদিক থেকে ভালই হয়েছে বলতে হবে, আমি মনে মনে বললাম, আলেকজাণ্ড্রার হাতে অনেক টাকাকড়ি থাকলে সবাই ভাবত আমি সেই লোভেই ওর পেছনে ছুটছি।

ইতিমধ্যে অ্যালেকজাণ্ড্রা দরজার কাছে চলে গেছে, মনে মনে নিশ্চয়ই মাইকেলের কথা ভাবছে। মাইকেল কি এখনো সুকির সঙ্গে নাচছে? কে জানে। আমি একা একা ডেস্কের সামনে একটা ইডিয়টের মত বসে আছি।

"আমরা কি এখন ওখানে ফিরে যাব?" শান্ত নম্র গলায় ও জানতে চাইল।

কি আশ্চর্য, ওকি বুঝতে পারছে না যে ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছি? ওকি নিজে মুখ ফুটে একবারও আমায় এমন কিছু বলতে পারেনা যেগুলো শুনতে আমার খুব ভাল লাগবে। আসলে অ্যালেকজাণ্ড্রা আমার সঙ্গে একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে চলছে, এমন হাবভাব করে কথা বলছে যেন আমি একটা কেউকেটা, যেন এই হোবো নাইট ক্লাব আমার বাপের। না, ওর কাছ থেকে এমন ব্যবহার আমি চাই না। আমি নিজে দেখতে যথেষ্ট সুন্দর এবং অ্যালেকজাণ্ড্রার তা ভাল লাগা উচিত, অথচ ও আমায় একদম পাত্তাই দিচ্ছে না। তা না দিয়ে একটা লম্বা ঝাঁকড়া চুলো ছেলের জন্য হেদিয়ে মরছে, যে ছেলেটা এখনো স্টুডেন্ট। নাঃ, ওর মাথায় সত্যিই ছিট আছে।

আমরা ওপরে যেতেই টিনা আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যার অর্থ বুঝি বাবা, সব বুঝি, চালিয়ে যাও।

টেবিলে ফিরে গিয়ে বসতেই স্যামি হাই হাই করে বলে উঠল, "আরে, তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়?" পাশ থেকে খোনা সুরে জ্যানাইন তার সঙ্গে পোঁ ধরল, "অ্যাই টনি, তুমি আজ আমায় একদম পাত্তা দিচ্ছ না, চল না দু'জনে একটু নাচি।"

নাঃ, এ মাগীর সত্যিই বড্ড বাড় বেড়েছে। এবার ওটাকে খেদাতে হবে।

"মাইকেল কি এখনো নাচছে?" অ্যালেকজান্ড্রা প্রশ্ন করল, তার গলার আওয়াজে কিছুটা অস্বস্তি ফুটে বেরোলো। ম্যাডেলিন ঘাড় নেড়ে বলল, "হুঁ।" কিছুটা অপ্রস্তুত দেখাল তাকে। আমি দেখলাম এই সুযোগ। অ্যালেকজান্ড্রা কিছু বুঝতে পারার আগেই আমি খপ করে তার হাত ধরে টানতে টানতে ফ্লোরের দিকে নিয়ে চললাম। পেছন থেকে 'খোনা সুরো' জ্যানাইন দাঁতে দাঁতে পিষে বলে উঠল, "বেজন্মা কুত্তীর বাচ্চা!" বলুকগে, ওতে যদি সত্যিই মনে শান্তি পায়। আমি ফ্লাওয়ার্সকে হালকা কোন রেকর্ড বাজানোর ইঙ্গিত করলাম। ফ্লাওয়ার্স তা বুঝতে পেরে 'গ্রুভিন' চালিয়ে দিল। অ্যালেকজান্ড্রার হাতে হাত ধরে আমি শ্রীমান টনি ব্রেক, আস্তে আস্তে কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করলাম। অ্যালেকজান্ড্রা হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল, "আপনার...ইয়ে...তোমার গার্লফ্রেণ্ড কিন্তু খুব রেগে গেছে।"

"গার্ল ফ্রেণ্ড?" আমি আকাশ থেকে পড়ার মত চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, তারপর পাদ্রীদের মত নির্লিপ্ত গলায় বললাম, "আমার কোন গার্ল ফেণ্ড নেই। আগে কোনদিন ওকে চোখেই দেখিনি।"

ও কিছু না বলে শুধু হাসল। হাসলে খুব মিষ্টি দেখায় অ্যালেকজান্ড্রাকে। উন্মাদেরা যেমন নির্দোষ হাসি হাসে, ও অনেকটা সেইরকম হাসল। ওকে আস্তে আস্তে শক্ত হাতে বুকের কাছাকাছি টেনে আনলাম। অ্যালেকজান্ড্রা একটু ছটফটিয়ে উঠল বটে, কিন্তু আমি আমার শক্তমুঠো একদম ঢিলে করলামনা। ওর মাথায় ঘন কালো চুল থেকে দামী সাবানের গন্ধ আমার নাকে আসছে, দাঁত থেকে টুথপেস্টের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি। ওর সুগঠিত স্তনযুগল আমার বুকের ওপর সেঁটে আছে, আমি বাঁ হাতে ওর সরু কোমর জড়িয়ে ধরে রেকর্ডের বাজনার তালে তালে কোমর দোলাচ্ছি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল আমার এই এগিয়ে যাবার ব্যাপারটা ও পুরোপুরি উপভোগ করছে।

"দ্যাখো, দ্যাখো," ও হঠাৎ বলে উঠল, "উনিই ত স্টিভ স্কট, তাইনা?" আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম স্টিভ স্কট আর ক্যারোলিন একজন আরেকজনকে চেপে জড়িয়ে ধরে নাচছে।

"হ্যাঁ, কেন?" আমি বললাম, "ওঁর গান তোমার ভাল লাগে?"

"হ্যাঁ, খুউব ভালবাসি," বাচ্চা মেয়েদের মত হাসল অ্যালেকজান্ড্রা, "আমি ওঁর সব রেকর্ড কিনেছি, উনি সত্যিই চমৎকার গান গাইছেন।"

আমার মনে হল এই বুঝি অ্যালেকজান্ড্রা পকেট থেকে অটোগ্রাফের খাতা বের করে স্টিভের দিকে ছুটে যায়। অ্যালেকজান্ড্রা চাকরীতে ঢুকলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে ও এখনো পুরোপুরি ছেলেমানুষ রয়ে গেছে।

"আগামীকাল স্টিভ স্কটের বাড়িতে একটা পার্টি আছে," হঠাৎ কি ভেবে বলে বসলাম, "তুমি যাবে আমার সঙ্গে?"

"সত্যি?" অ্যালেকজান্ড্রার দু-চোখ খুশিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল, "ওখানে গেলে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব?"

"নিশ্চয়ই," আমি বললাম, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে। কেমন, যাবেত?"

অ্যালেকজান্ড্রা এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল, তারপর বলল, "উনি তোমায় যেতে বলেছেন?"

নাঃ, এ মেয়েকে নিয়ে আর পারলামনা। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, "নিশ্চয়ই। তুমি তাহলে আমার সঙ্গে যাচ্ছ, কেমন?"

"আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে ম্যাডেলিন যেতে পারবে?" অ্যালেকজান্ড্রা হঠাৎ বোকার মত তাকিয়ে জানতে চাহিল।

জ্বালানে দেখছি। ম্যাডেলিনের নাম এই মুহূর্তে যেন মুখে না আনলেই ওর চলছিলনা। মনে মনে ওর ওপর ভীষণ রাগ হল, বহুকষ্টে রাগ চেপে রেখে বললাম, "ওকে নিয়ে যাওয়া হয়ত একটু মুশকিল হবে, কিন্তু আমরা ঠিক যেতে পারব, তাতে সন্দেহ নেই।"

"ঠিক আছে," ও যেন চটপট ভেবে মন ঠিক করে ফেলল, "আমি যাব, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারবনা, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।"

নিয়ে যাব ত বললাম, কিন্তু কাজটা ঠিক হল কিনা তা এখনো বুঝে উঠতে পারছিনা। স্টিভের পার্টিতে সাধারণতঃ খুব বিশ্রী কতকগুলো ব্যাপার হয়, একেকজন তার নিজের প্রেমিকা বা বান্ধবীকে বিনা দ্বিধায় অন্যের হাতে ছেড়ে দেয়, সে তারপর যা তা সব কাণ্ড করে মেয়েটির সঙ্গে তার বন্ধু বা প্রেমিকের চোখের সামনেই। যাক, হাতের তীর যখন ছুঁড়েছি, তখন তা ফেরাবার কোন আশা নেই। তবে একটা উপায় হাতে আছে। পার্টি শুরু হবার অল্প কিছুক্ষণ পর স্টিভের ওখান থেকে বেরিয়ে আমি অ্যালেকজান্ড্রাকে নিয়ে কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ব, নয়ত মন চাইলে ওকে আমার বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারি।

"আচ্ছা, আমি কি পরে যাব?" অ্যালেকজান্ড্রা জানতে চাইল।

চিরকাল সব মেয়েরাই কি পরে যাবে তা ঠিক করে তবেই ঐ প্রশ্ন করে, তা আমার জানা আছে।

"খুব বেশী জাঁকালো পোশাক পরার দরকার নেই, আমি বললাম, "তোমার যা ইচ্ছে হয় পরো।" ইশ্, আমার কথামত ও যদি নিজের ইচ্ছেমত এমন একটা জামা পরে, যার পিঠে লম্বা জিপ থাকবে, তবে চমৎকার হয়। একটানে জিপ খুলে ফেলব, তাহলেই ওর সারা শরীর উন্মুক্ত হবে আমার চোখের সামনে।

হঠাৎ একদিকে খুব গোলমাল শুরু হতেই আমি সচকিত হলাম। "যাওত, লক্ষ্মী মেয়ের মত কিছুক্ষণ টেবিলে গিয়ে বোস, আমি এক্ষুণি আসছি," বলে ওকে টেবিলের দিকে ফেরৎ পাঠিয়ে আমি কোণের দিকে ছুটে গেলাম।

গিয়ে দেখি সত্যিই ঝামেলা বেঁধেছে। অভিনেতা স্টুয়ার্ট ওয়েড অন্যদিনের মত আজও বেদম মাল খেয়ে বাওয়াল্লা শুরু করেছেন। মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসে প্রাণপণে চিৎকার করছেন, বা তা বলে মুখ খারাপ করছেন। ওয়েটাররাও চুপচাপ বসে নেই, চোখ লাল করে ওরাও সমান তেজে মুখের মত জবাব দিচ্ছে।

"কি হচ্ছে স্টুয়ার্ট?" আমি ওয়েটারদের ঠেলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, "ঢের মাল টেনেছ, আর সীন ক্রিয়েট কোর না। উঠে দাঁড়াও।"

"যাক, তুমি এসে, আমায় বাঁচাও ভাই," জড়ানো গলায় স্টুয়ার্ট শেক্সপিয়রের নাটকের অভিনেতাদের ঢংয়ে বলে উঠলেন, "এইনোংরা শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে আমার চোখের সামনে থেকে সরে যেতে বল।"

"কি যা তা বকছ!" আমি ধমকে উঠলাম, "চল, বাইরে গিয়ে শুনি কি হয়েছে।"

"উঁহু, আমি এখানেই থাকব," দুশো পাউণ্ড ওজনের ভারী শরীর নিয়ে স্টুয়ার্ট একগুঁয়ের মত বলতে লাগলেন, "আমার নাম স্টুয়ার্ট ওয়েড, আমি মাল খেয়ে দাম দিইনা?"

বুঝলাম শুধুশুধু সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ওয়েটারদের ডেকে বললাম, "ওকে তুলে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও, যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক।" এমন বান্দেরে আমার দরকার নেই

ওয়েটাররা এই হুকুমটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল। চারজন এগিয়ে এসে তাঁকে চ্যাংদোলা করে তুলে ধরল, তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। এদিকে স্টুয়ার্ট তখন প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন,

"আমায় ছেড়ে দাও বলছি, নয়ত খুব খারাপ হয়ে যাবে, পুলিশে খবর দেব।" চেঁচাতে চেঁচাতে স্টুয়ার্ট চ্যাংদোলা অবস্থাতে হঠাৎ পেচ্ছাপ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঝাঁটা হাতে ছুটল।

টেবিলে এসে দেখি মাইকেল আর সুকি নাচ শেষ করে ফিরে এসে বসে পড়েছে। অ্যালেকজাণ্ড্রা, ম্যাডেলিন, জোনাথন সবাই বাড়ি যেতে চাইছে। চাইছেনা শুধু মাইকেল। ফ্যালফ্যাল করে সে সুকির মুখের দিকে চেয়ে আছে। সুকি একটা ছোট মেক-আপ বক্স খুলে তার আয়নায় নিজের মুখ দেখছে।

"আমাদের বিলটা দেবেন," জোনাথন বলল।

"ঠিক আছে, ও-নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে," অ্যালেকজাণ্ড্রার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, দেখলাম ও রাগ রাগ মুখে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

"সত্যি আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব তা আমরা নিজেরাই জানিনা," ম্যাডেলিন বলল। ম্যাডেলিন মেয়েটার সাদামাঠা চেহারা, তারই মধ্যে কিছুটা মোটাসোটা।

ওরা চারজন টেবিল ছেড়ে উঠে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে গেল। আমি পেছন থেকে অ্যালেকজাণ্ড্রাকে টেনে একপাশে সরিয়ে এনে বললাম "কাল রাত ঠিক আটটার সময় তোমাকে বাড়ি থেকে তুলে নেব।"

"বাঃ, খুব ভাল হয় তাহলে," ও এমনভাবে কথাটা বলল যে আমার শুনে মনে হল আমি না বললে ও ব্যাপারটা ঠিক ভুলে মেরে দিত। ওরা লিফ্‌টের ভেতর ঢুকে চারজনে পাশাপাশি দাঁড়াল। লিফ্‌ট নীচে নামার মুহূর্তেও নজরে পড়ল অ্যালেকজাণ্ড্রা চোখ পাকিয়ে মাইকেলকে শাসনের ভঙ্গিতে কি যেন বলছে। কিন্তু ভাল করে তার কথা কানে আসার আগেই লিফ্‌ট নীচে নেমে গেল। দাঁড়াও, মনে মনে অ্যালেকজাণ্ড্রার উদ্দেশ্যে বললাম, মাইকেলের ভূত তোমার ঘাড় থেকে নামাচ্ছি।

হ্যাল ওর বুড়ি গার্ল ফ্রেণ্ডকে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। রাত দুটো বাজে, ওরা এখন বাড়ি যাবে।

"তোমার এই নাইটক্লাব আমার খুব পছন্দ, টনি," নিকোটিনের ছোপ লাগা দাঁত বের করে হ্যালের গার্ল ফ্রেণ্ড বলল।

"আই টনি, শোন, ভাল খবর দিচ্ছি," হ্যাল বলে উঠল, "আগামী সপ্তাহে ম্যাসির এক গার্ল ফ্রেণ্ড আসছে, ইচ্ছে হলে তুমি ওকে বাগাতে পার।"

হ্যালের গার্লফ্রেণ্ডের বয়স ষাটের কম নয়, ম্যাসির গার্ল ফ্রেণ্ডের বয়স কত হতে পারে তা অনুমান করে আমি দু'চোখ কপালে তুললাম।

"না ভাই," আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, "আমার একজন আছেন, আর কাউকে দরকার নেই।"

"ওঃ, কি লজ্জার ব্যাপার বলত টনি," হ্যাল বলে উঠল, "ও তোমাকে খুব ভালবাসত।"

হ্যাল জানে যে বয়স্কা ধনী বিধবায় আমার রুচি নেই, তবু সে আশা ছাড়েনা, মনে ক্ষীণ আশা, যদি ঐভাবে সে আমায় তার দলে ভর্তি করতে পারে।

"টনি, তুমি যদি আমার সঙ্গে হাত মেলাতে গুরু, সব একদম কামান করে দিতাম" হ্যাল বলেছিল।

থাক ভাই, আর হাত মিলিয়ে কাজ নেই, আমি মনে মনে বলেছিলাম, ঐ এক ফন্টেনই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

এই দেখো, এতক্ষণ অ্যালেকজাণ্ড্রাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন ফন্টেনের কথা একবারের জন্যও মনে আসেনি। ফন্টেন আপাততঃ এখানে নেই, কিন্তু না থাকলে কি হবে, আমার মনে

হচ্ছে ও শীগগিরই এখানে আসবে। ফিরে এসে সব যখন দেখবে তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? অ্যালেকজান্ড্রা আর আমার সম্পর্কে তখন ওর মনোভাব কি রকম হবে? ভাবতে গিয়ে আমার মনে হল ফণ্টেন ব্যাপারটা মোটেই ভাল চোখে দেখবেনা।

সত্যিই খুব বেমক্কা পজিশনে পড়ে গেলাম। আমার ঘটে একছিটে বুদ্ধি থাকলে এভাবে মিস অ্যালেকজান্ড্রা বেন-খালেদের কাছাকাছি যেতামনা। কিন্তু একবার যখন এগিয়ে গিয়েছি, তখন আর পেছিয়ে যাবার কোনও অর্থ হয়না। একবার যখন দেয়াল ধসাতে পেরেছি, তখন অ্যালেকজাণ্ডার সঙ্গে যতদূর পারব চুটিয়ে খেলে যাব, খেলে নিয়ে তারপর টা টা গুডবাই।

"কি হল টনি," খোনা সুরো জ্যানাইন দু'চোখ পাকিয়ে কোমরে হাত রেখে আমার সামনে এসে দাঁড়ান, "তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের তাহলে এখানেই ইতি হোক, কি বল?"

ভাবলাম বলি ঠিক বলেছ, আমিও এতক্ষণ ঐকথা বলব ভাবছিলাম, কিন্তু পারলামনা। মনে হল এতদিন যখন গেছে তখন আরো একটা রাত ওর সঙ্গে কাটিয়ে দিলে আমার কি এমন আসবে যাবে। জ্যানাইনের নিতম্বে চাপড় মেরে বললাম, "আরে পাগলী, অত সহজেই রেগে গেলে চলে নাকি? ওরা আমাদের কারবারের লক্ষ্মী, ওদের মন ভোলানোর জন্য একটু আধটু নাচতে হবে বইকি সোনা, দোহাই তোমার রাগ কোরনা।"

আমার মত বাতেল্লা দিয়ে মাগী পটাতে আর কোন শালা পারে? জ্যানাইনের রাগও তাই জল হয়ে যেতে বেশী দেরী লাগলোনা। ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বললাম, "চল গো সুন্দরী, দেখবে নেচে তোমায় কেমন ভোলাতে পারি।"

সাত

অ্যালেকজান্ড্রা

ওঃ, সারা সপ্তাহ কি খাটাখাটুনিটাই না গেল। ম্যাডি আর আমি নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছি, সোমবার থেকে আমার চাকরীতে জয়েন করার কথা। আজ রাতে মাইকেলের সঙ্গে বেরোবার কথা আছে। আমার কপালের জোর আছে একথা মানতেই হবে। মা নিজে এসে দেখে গিয়েছেন ফ্ল্যাটটা কিরকম, যাবার সময় বারবার পাখি পড়ার মত বলে দিয়েছেন "অ্যালেক্স, দেখিস লক্ষ্মী মেয়ের মত চলাফেরা করিস, এখন ত তোকে আর চোখে চোখে রাখতে পারবনা। শুক্রবার উইক এণ্ডে বাড়ি চলে আসবি, আর ভাল করে খাওয়াদাওয়া করবি, শরীরের যত্ন নিতে ভুলিসনা।" একটা মাস চালাবার জন্য মা আমায় পঞ্চাশ পাউণ্ড হাতখরচ দিয়েছেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর ম্যাডি ফোর্টনাম অ্যাণ্ড ম্যাসনে পেটপুরে লাঞ্চ খেয়েছি, তারপর মা বাজার থেকে একটা ডাস টি সেট আর দামী কাঁটা চামচ, ছুরি, হাতা মায় রান্নাঘরের যাবতীয় দরকারী জিনিস কিনে দিয়েছেন। যাবার আগে বারবার বলেছেন পুরোনো ছুরি কাঁটা যেন আমরা ব্যবহার না করি। মার কথায় হাসি কান্না দুই-ই পাচ্ছিল। বোর্ডিংয়ে থাকতে যে আমরা পুরনো ছুরি, কাঁটা চামচই ব্যবহার করতাম মা ত তা জানেননা।

পিটার লিন্টন স্মিথ আমার সঙ্গে একদিন আলাপের পরেই যে খারাপ ব্যবহার করেছিল তা সবিস্তারে ম্যাডিকে বলেছি। ম্যাডি শুনে বলেছে সব কথা বাবাকে জানিয়ে দেয়া উচিত। আমি বাবাকে অনায়াসেই বলতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে করেই বলিনি।

আমি চুপিচুপি ভেবে রেখেছি যে মাইকেলের সঙ্গে এবার গোপনে অভিসার শুরু করব। জন্ম নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে তাই নিয়ে কয়েক ঘন্টা ম্যাডির সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমরা দু'জনেই ঠিক করে ফেলেছি যে এখন থেকে এমন পুরুষের সঙ্গে

ঘুমোব যে সবদিক থেকে আমাদের মনের মত। সত্যি কথা বলতে কি সেক্সের মত জিনিস দুনিয়ার আর আছে না কি? কুমারী, অক্ষতযোনি এসব পুরোনো বুলি শুনে শুনে দু'কান পচে গেছে, ওসব এখন অচল।

আমার নিজের যৌন অভিজ্ঞতা খুব বেশী নয়। এপর্যন্ত মাত্র তিনজন পুরুষ আমায় চুমু খেয়েছে, তাদের মধ্যে একজন, বলা বাহুল্য পিটার লিঙ্কন স্মিথ। ম্যাডির দৌড়ও প্রায় আমারই মত, তবু এরই মধ্যে সে, আগেই যা বলেছি, আমাদের বোর্ডিংয়ের সেই বাগানের মালীর সঙ্গে একটু বেশীরকম বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। মালীটা যখন ওর ব্রা আর সোয়েটার খুলে নিয়েছিল, তখন ত ম্যাডি প্রায় অর্ধ উলঙ্গই হয়ে গিয়েছিল। ম্যাডির কাছ থেকে এগল্প বহুবার শুনেছি। মালী ছেলেটা নাকি ওর শরীরের গোপনাঙ্গে চুমু খেয়েছিল, তারপর ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যা শুরু করেছিল, তা একেবারে বাচ্চা ছেলের মত। ম্যাডি ওকে আর এগোতে দেয়নি বলে ছেলেটা নাকি ভয়ানক রেগে গিয়েছিল। ম্যাডির স্তনদুটি খুব ছোট, কিন্তু আমার বুকের গড়ন খারাপ নয়। ম্যাডির চাইতে আমার স্তনের আকৃতি বড়। মাঝেসাজে মাইকেল আমার বুকের দিকে যখন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তখন ভীষণ লজ্জা হয়।

"এই জোনাথন রবার্টস লোকটা কিরকম হবে কে জানে," ম্যাডি হঠাৎ বলে উঠল, "অ্যাই অ্যালেক্স, মাইকেল তোমায় বিয়ে করলে বেশ হয়, তাইনা? আমি তখন তোমার ননদ হব, তাই না?"

ম্যাডিটার বুদ্ধিশুদ্ধি আর এজন্মে হবেনা। লজ্জায় আমার গাল লাল হয়ে উঠল। ধমক দিয়ে বললাম, "বোকার মত কথা বোলনা। এখানে এই লণ্ডন শহরে চেনাশুনো কেউ নেই তাই মাইকেল আমার সম্পর্কে একটু উৎসাহী, তার চাইতে বেশী কিছু নয়।"

"তুমি জানো ঘোড়ার ডিম।" ম্যাডি ঠোঁট উল্টে বলল, "মাইকেলকে চিনতে তোমার এখনো বাকি আছে। হাজার হলেও সে আমার ভাই, তা ভুলে যেয়োনা। ভীষণ স্বার্থপর ও, আমি জানি ও তোমার শরীরের টানেই তোমার দেখাশোনা করছে। তোমার চামড়ার সাদা রং দেখলে মাইকেল ত কোন ছার, যেকোন আচ্ছা আচ্ছা ব্যাটাছেলের মাথা ঘুরে যাবে।"

ম্যাডির কথার মধ্যে যেন বেসুরো কিছু ছিল, আমি ঠিক বুঝতে পারলামনা। মাইকেল গতকাল ফোন করেছিল, বলেছে ও আমাদের দু'জনকে নিয়ে আজ রাতে বেড়াতে যাবে, সঙ্গে ওর একজন বন্ধু থাকবে। "তুমি যাবে ত?" ফিসফিস করে মাইকেল জানতে চেয়েছিল। "নিশ্চয়ই," আমিও ফিসফিস করে উত্তর দিয়েছিলাম।

রাত আটটা নাগাদ মাইকেল তার বন্ধু জোনাথন রবার্টসকে নিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে এল।

মাইকেল ওর বোনকে বলে রেখেছিল যেন আমরা দুই বান্ধবী জমকালো কোন পোশাক না পরি। আমি আগেই কিংস রোডের এক দোকান থেকে একটা সবুজ রংয়ের টুইডের স্ল্যাকস আর সেইসঙ্গে ম্যাচ করা একটা সোয়েটার কিনে এনেছিলাম। মাইকেল আর ওর বন্ধু রবার্টসের আসতে আধ ঘণ্টা দেরী হয়ে গিয়েছিল। ওদের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে আমি একসময় প্রায় ক্ষেপে উঠেছিলাম। মনে মনে প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম যে এখানে আসার কথা বোধহয় ওরা দু'জনেই ভুলে গেছে।

জোনাথন ছেলেটাকে দেখতে মোটামুটি বেশ বলা চলে, ওকে দেখে ম্যাডেলিন একেবারে গলে গেল।

মাইকেল বলল, "আচ্ছা মেয়েরা এবার তাহলে আমরা তোমাদের শহর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।" হলুদ রংয়ের রোল নেক একটা সোয়েটার ওর গায়ে ছিল, পরনে ছিল কালো টাউজার্স।

আমরা চারজন গাদাগাদি করে জোনাথনের ছোট গাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ম্যাডি আর আমি পেছনের সীটে বসলাম। প্রথমে আমরা একটা ছোট রেস্তোরাঁয় গেলাম, যার ছাদ ভীষণ নীচু, চারদিকে লোকের ভীড়ে, তারই মধ্যে কোণের দিকে একটা টেবিল ঘিরে আমরা বসলাম। টেবিলের মাঝখানে কাচের হোল্ডারে একটা কালো মোমবাতি জ্বলছে। বেশ একটা রোম্যাণ্টিক পরিবেশ, কিন্তু হলে কি হবে, চারপাশে সবাই এমন চ্যাঁচামেচি করছে যে কানে প্রায় তালা ধরে যাবার যোগাড়।

আমি মাইকেলের মুখোমুখি বসেছিলাম। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে ও বলল, "অ্যালেক্স, আজ রাতে তোমায় খুব খারাপ দেখাচ্ছেনা, লণ্ডনে তোমায় বেশ মানিয়ে গেছে বলতে হবে।"

সত্যি, আজকের এ অপূর্ব সন্ধ্যার কথা জীবনে কোনদিন ভুলবোনা।

আমরা চিকেন ক্যাসেরোল আর রেড ওয়াইন খেলাম। আড়চোখে দেখলাম ম্যাডেলিন জোনাথনের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে, আর মাইকেল এমন একটা হাবভাব দেখাচ্ছে যেন আমার সঙ্গে এখানে আসতে পেরে একেবারে উদ্ধার হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ কি যেন বলবে বলবে করে শেষকালে মাইকেল মুখ ফুটে বলেই ফেলল, "জানো, সত্যি কথা বলতে কি এতদিন ভাবতাম তুমি ভীষণ বোকা, তোমার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ নেই, কিন্তু আজ আমার ধারণাটা পাল্টে গেছে। তুমি যে সত্যিই বুদ্ধি রাখো তা তোমার মুখে চোখে ফুটে বেরোচ্ছে।"

আমরা যখন উঠলাম তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। আমরা চারজন সেই রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, আমার হাত মাইকেলের হাতের মুঠোর ভেতর, এক অপূর্ব অনুভূতিতে আমার দেহ মন ভরে উঠেছে।

"এবার আমরা কি করব?" জোনাথন মাইকেলকে প্রশ্ন করল, "একবার 'জুডিসে' ঢুঁ মারবি নাকি? মাল খাবার পর এখন একটু নাচলে খুব খারাপ লাগবেনা।"

"ধ্যাৎ, তোর টেস্ট দিনদিন মাটি হয়ে যাচ্ছে," মাইকেল নাক কোঁচকাল, ওখানে গেলেই আমার বমি পায়। অন্য কোথাও চল।"

"হোবোতে" যাবে? আমি বললাম। "ওখানে এর আগে একবার ম্যাডেলিনের সঙ্গে গিয়েছি, কিন্তু তখনকার কথা আলাদা। তখন বাবা ওখানে ছিল। এখন মাইকেলকে সঙ্গে নিয়ে হোবোতে ঢোকা পুরো আলাদা ব্যাপার"।

"আমি ত ওখানকার মেম্বার নই", মাইকেল বলল, "আর এসব ব্যাপারে ওদের বড্ড কড়াকড়ি আছে।"

"ঠিকই বলেছো," আমি বললাম, "কিন্তু আমার বাবা ওটা তৈরি করতে অনেক টাকা ঢেলেছে,কাজেই ওরা আমায় ঢুকতে বাধা দেবে বলে মনে হয়না।"

"শনিবার রাতে সে চান্স তুমি পাবেনাগো সুইটি," জোনাথন হেসে আমার দিকে তাকাল, "রাতে এই গোটা লণ্ডন শহরে ওটাই সবচেয়ে গরম জায়গা। ভেতরে ঢুকলেই গা চনমন করে উঠবে।"

"আরে বাবা একবার গিয়ে দেখাই যাকনা," আমি বেশ নিশ্চিন্ত গলায় বললাম। জায়গাটা যে ওদের কাছে বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে তাই ভেবে মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করলাম। হোবোর ম্যানেজারটার নাম মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম। টনি...টনি বার্ড...টনি বিয়ার্ড...। উঁহু, পদবীটা কিছুতেই মাথায় এল না।

"বেশত, অ্যালেক্স যখন বলছে তখন গিয়ে দেখাই যাকনা," ম্যাডেলিন বলল।

"বলছ যখন, তখন যেতে আমার কোন আপত্তি নেই," জোনাথন বলল, "কিন্তু শুধুশুধু সময় নষ্ট, ভেতরে ঢুকতে পারবেনা আগেই বলে রাখছি। মার্লন ব্রাণ্ডো যদি হতে পার, সব

টেবিল ভর্তি থাকলেও তোমার জন্য স্পেশ্যাল ব্যবস্থা হবে, বাড়তি টেবিল এনে দেবে। ফেকলু পার্টি হলে ওরা পাত্তা দেয়না।"

"ঠিক আছে, কোই বাত নেহি," বলে মাইকেল আমার হাত ধরে টানল. "চল গো অ্যালেক্স, আজ তুমিই আমাদের মার্লন ব্রাণ্ডো হয়ে যাও। দেখি তোমায় দেখেও কি করে ওরা আমাদের ঢুকতে না দেয়।"

এবার আমি সত্যিই একটু ঘাবড়ে গেলাম। উস্কে ত দিলাম, তারপর? সত্যিই যদি ওরা আমাদের ভেতরে ঢুকতে না দেয়। কিন্তু এতখানি এগোনোর পর এখন আর পিছিয়ে যাবার কোনও অর্থ হয়না। হোবোর সামনে গাড়ি পার্ক করে আমরা চারজন বুক ফুলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

সামনেই ডেস্কের ওধারে ফর্সা রংয়ের একটা মেয়ে বসেছিল। মুখ তুলে আমাদের একবার দেখে নিয়ে বলল, "বলুন, কি করতে পারি?"

"ইয়ে হয়েছে," মাইকেল আমতা আমতা করে বলল, "আমরা বেঞ্জামিন খালেদের বন্ধু। উনিই পাঠিয়ে দিলেন, বললেন যে ভেতরে ঢোকার কোনও অসুবিধে হবেনা।"

"আপনারা আগে থেকে বুক করেছিলেন?" মেয়েটা জানতে চাইল।

"না, মানে ইয়ে...।"

"মাপ করবেন," মেয়েটা ঘাড় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আগে থেকে বুক না করলে আমি কিছু করতে পারবনা।"

"তোমাদের তখনই বলেছিলাম," জোনাথন ঠোঁট টিপে চোখ মটকে হাসল, "এবার বিশ্বাস হল ত, এবার চল, ভালয় ভালয় ফেরা যাক।"

"এক মিনিট দাঁড়াও," বলে আমি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার সামনে দাঁড়ালাম, "মিঃ বার্ড এখানে আছেন?"

"কে? কার কথা বলছেন?" মেয়েটা বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

"মিঃ টনি বিয়ার্ড, এখানকার ম্যানেজার," আমি বললাম।

"ও, আপনি মিঃ ব্রেকের কথা বলছেন?" বলে মেয়েটা ডেস্কের ওপর রাখা কলিংবেল টিপতেই একজন ওয়েটার এসে তার সামনে দাঁড়াল। "লুইগি," মেয়েটা ওয়েটারটাকে বলল, "মিঃ ব্রেককে গিয়ে বল কয়েকজন লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। ওঁরা বলছেন ওঁরা মিঃ খালেদের বন্ধু।"

লুইগি চলে যেতে মেয়েটা আমাদের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির হাসি হাসল, "শনিবার রাতে এসে আগে থেকে বুক করতে হয়, তাছাড়া এখানকার কোন মেম্বারকে আপনাদের রেকমেণ্ড করতে হবে। আপনার জায়গায় আমি মিঃ খালেদকেই রেকমেণ্ড করতে বলতাম। আমি...।"

"আমি খুব দুঃখিত কারণ সব টেবিল ভর্তি হয়ে গেছে, একদম জায়গা নেই," মেয়েটার কথা শেষ হবার আগেই আমার পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল। ঘুরে তাকিয়ে দেখি সেই ম্যানেজার।

"হেলো," তার দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব মিষ্টি করে হাসলাম, "আমায় চিনতে পারছেন?"

ছেলেটা হাসল, বলল, "নিশ্চয়ই, এত সহজে আপনাকে ভোলা যায়?"

"প্লীজ, আমাদের এককোণে কোথাও বসার ব্যবস্থা করে দিন না," আমি মিনতি করলাম, "বাবা বলেছিল বসার ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে।"

"চলুন, দেখি কি করা যায়," বলে ও মাইকেলের হাত ধরল। আমরা তার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ওঃ, এতক্ষণে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। ভেতরে ঢুকতে না পারলে ম্যাডি, মাইকেল জোনাথন তিনজনের কাছেই মুখ দেখাতে পারতামনা।

টনি, অর্থাৎ ম্যানেজার ছেলেটা বেশ স্মার্ট আছে। এককোণে একটা টেবিলে আরো কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের ঠিক বসিয়ে দিল। মাইকেল আমার পাশে বসল। আমার হাত নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বলল, "চমৎকার, সত্যিই তুমি চমৎকার মেয়ে অ্যালেক্স।"

সত্যিই সবকিছুই চমৎকার লাগছিল, কিন্তু এরই মধ্যে একটা ছন্দপতন ঘটে গেল। প্রায় কদমছাঁটের মত ছোট করে ছাঁটা চুল মজার দেখতে একটা মেয়ে এসে একফাঁকে মাইকেলকে দিব্যি পটিয়ে বের করে নিয়ে গেল। যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ আমায় ভুলে গিয়ে মাইকেল ঐ মেয়েটার সঙ্গে নাচল। আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এরই মধ্যে যখন টনি আমায় হোবোর মেম্বার করে দিল, তারপর পরদিন নামকরা গাইয়ে স্টিভ স্কটের বাড়ির পার্টিতে আমায় আর ম্যাডিকে যাবার জন্য নেমন্তন্ন করল তখন আবার মনটা খুশিতে ভরে গেল।

ফেরার সময় গম্ভীর হয়ে ছিলাম, মাইকেলকে পাত্তা দিলামনা। ম্যাডিকে স্টিভ স্কটের পার্টির খবরটা জানাতেই ও অবাক হয়ে গেল। মাইকেল হঠাৎ বলে উঠল, "ওখানে তোমাদের যাওয়া হবেনা।"

বুঝতে পারলাম ওর হিংসে হয়েছে। বললাম "কেন? যেতে দেবেনা কেন?"

"কারণ তোমাদের মত দু'জন বোকা মেয়েকে পেলে ও ঠিক খেয়ে ফেলবে।" মাইকেল বলল। বাড়িতে ঢোকার পরই কেঁদে ফেললাম। মনে হল, আমি প্রেমে পড়েছি।

আট

ফন্টেন

নিউ ইয়র্কে বড় ঠাণ্ডা। পথেঘাটে আর দোকানে যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তারাও এত বোর করে যে কি বলব। আপনি জাতে ইংরেজ এটা যদি ওরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে, তাহলেই আর দেখতে হবেনা, ওরা দু'মিনিটের মধ্যে আপনার বন্ধু বনে যাবে, তারপর আপনি ইংরেজ শুধু এই সুবাদেই ইংল্যাণ্ডের কোথায় ওর বুড়ি ঠাকুমা পড়ে পড়ে ধুঁকছে, সেই গল্প শুরু করবে।

রে, অর্থাৎ আমার হেয়ার ড্রেসারের কথা বলছিলাম। হঠাৎই যেন প্রায় রাতারাতি ও সোসাইটির মাথা হয়ে উঠেছে। সামান্য হেয়ার সেটিং, এমনকি ভাল করে চুল আঁচড়ানোর জন্যও ধনী মহিলারা আজকাল ওর শরণাপন্ন হচ্ছেন। তাছাড়া বেশ কিছুদিন হল আমি লক্ষ্য করছি রে নিজেও কিরকম যেন মেয়েলী হয়ে উঠেছে। ওর মত তাজা জোয়ান লোকের কাছ থেকে এটা আশা করাই যায়না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এসব আমার মনের উদ্ভট কল্পনা। কিন্তু এমনতর ভুল আমার নিজের কখনো হয়না। ও নিজে যেচে একদিনের জন্যও আমায় বিছানায় ওর সঙ্গে শুতে যাবার কথা বলেনি। এর অর্থ একটাই দাঁড়ায় টাকা রোজগার করে বড়লোক হবার চিন্তা ওর মাথায় বেশী আনাগোনা করতে শুরু করেছে। দাঁড়াও তোমার বড়লোক হওয়া বের করছি। বেঞ্জামিনকে বলে ওর সেলুনটা অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবার অথবা একেবারে ওর বেহাত করে হয়, সেই ব্যবস্থা করছি।

একসপ্তাহ পর টনির কথা হঠাৎ মনে পড়তে শুরু করেছে। ছোঁড়াটাকে অনেকদিন হয় খাইনি, আর এ সপ্তাহেই আমার শরীর বলাতে গেলে পুরোপুরি উপোস দিয়েছে, তার খিদে মেটানোর কোন ব্যবস্থাই করিনি। একদম উপোস করে অবশ্য কাটাতে হয়নি, কারণ আমার এক

বান্ধবীর স্বামীকে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিলাম, আমার খিদে ওঁর শরীর দিয়েই মিটিয়েছি। কিন্তু সে নেহাৎ মামুলী খানা, একঘেয়ে ব্যাপার যাকে বলা যায়। ভদ্রলোক বিছানায় একদম খেলতে পারেননা।

শুনলে অনেকেরই হয়ত হাসি পাবে তবু মন থেকেই বলছি, টনিকে না দেখে আমি আর একদম থাকতে পারছিনা। টনি এখানে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে গেলে খুব ভাল হয়, আমি রাতারাতি বেশ চাঙ্গা হয়ে যেতে পারব। বিছানায় ওঠার পর টনিকে আমার আর মানুষ বলে ভাবতেই ইচ্ছে হয়না, মনে হয় ও একটা জানোয়ার। কিন্তু কোন্ ছুতোয় ওকে নিউ ইয়র্কে আসতে বলব তাই ভাবছি। বেঞ্জামিনকে বলতে হবে যে টনিকে একবার নিউ ইয়র্কে নিয়ে এলে খুব ভাল হয়, লণ্ডনে 'হোবো' কিরকম চলছে সেসম্পর্কে বেঞ্জামিন ওর কাছ থেকে খোঁজখবর নিক, এটাই বোঝাতে হবে আরকি। মনে হয় এখানে আসতে পারলে টনি নিজেও খুব খুশি হবে। ওকে সঙ্গে নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াব, ভাল ভাল কিছু জামাকাপড় কিনে দেব, ভাল রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করব।

হ্যাঁ, আজ রাতেই বেঞ্জামিনকে ফোন করে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলতে হবে। টনি অনায়াসেই এখানে সোমবার নাগাত এসে পৌঁছোতে পারে, তারপর উইক-এণ্ডে আমরা প্লেনে চেপে আবার ফিরে যাব।

ভাল করে খুঁটিয়ে সাজগোজ করলাম। আমার বান্ধবী সারার স্বামীর কথা একটু আগেই বলছিলাম, যার সঙ্গে ইদানীং ঘণ্টা দুয়েক রাত্রিযাপন করেছি। সেই সারার সঙ্গে টুয়েন্টি ওয়ানে লাঞ্চ সারলাম। সারা সম্প্রতি এক নতুন প্রেমিক জুটিয়েছে, এক চীনে রেস্তোরাঁর ওয়েটার, আমি জানতাম সারা ওর কথা আমায় বলার জন্য উসখুস্ করছে। টনিকে একবার দেখলে যে সারার নোলায় জল ঝরবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, সারার বয়স বত্রিশ তেত্রিশের বেশী নয়, ও নিজে একজন উচ্চশিক্ষিতা সোসাইটি মেট্রন, পাতলা ছিপছিপে দেখতে, এককথায় তাকে যে কেউ সুন্দরী বলবে। একসময় সারা আর আমি, আমরা দু'জনে একসঙ্গে মডেলিং করতাম। আমি বেঞ্জামিনের গলায় ঝুলে পড়লাম, সারা টেক্সাসের এক কোটিপতি তেলের খনির মালিককে বিয়ে করল। সে বিয়ে বেশীদিন টিকলনা, সারা তারপর যাকে বিয়ে করল সে আরেক কোটিপতি, ক্যালিফোর্নিয়ায় তার কোটি টাকার সম্পত্তি আছে। সেও সারার কপালে বেশীদিন সইলনা, তারপর সারা যার সঙ্গে ঘর বাঁধল তার নাম অ্যালেন, সুন্দর লাল্টু চেহারার এক লেখক, যার বইয়ের এককপিও বিক্রী হয়না। তা না হোক, তাতে সারার কিছু আসে যায়না। সারা দুই ভূতপূর্ব স্বামীর মাথায় টুপি পরিয়ে যা হাতিয়ে এনেছে সেই টাকায় ও অ্যালেনকে দিব্যি পুষছে বেড়ালের মত। যেদিন অ্যালেনকে আর সারার ভাল লাগবেনা সেদিন টুসকি মেরে তাকে সিগারেটের ছাই ঝারবার মত ফেলে দিয়ে সারা নতুন স্বামী খুঁজবে। ততদিনে অ্যালেন সারার মাথায় টুপি পরিয়ে যেটুকু পারে গুছিয়ে নিকনা, ক্ষতি কি। অ্যালেন থাকা সত্ত্বেও সারা আরো কত পুরুষকে খেয়ে চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। অ্যালেন সবই জানে। আবার অ্যালেন নিজেও যে শুধু সারাকে নিয়েই চুপচাপ বসে নেই এটুকু সারার জানতে বাকি নেই। তবে অ্যালেন যে সম্প্রতি আমারই সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে ঘণ্টাদুয়েক কাটিয়ে গেছে তা সারা এখনো জানেনা। জানলেও ক্ষতি নেই, আমার মনে হয় সারা তা জানলে খুব খুশিই হবে। তবে এও ঠিক যে, অ্যালেন আমায় নিরাশ করেছে।

সারার মুখখানা একেবারে দেবীর মত। পাতলা স্লাভ ধাঁচের মুখ, মাথায় ঘন, কুচকুচে কালো চুল, মাঝখানে সিঁথি কাটা, তার দু'পাশ দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে এসে নেমেছে।

শ্যাম্পেন ককটেল দিয়ে আমরা লাঞ্চ শুরু করেছিলাম, এবার তরমুজ আর স্টেকের অর্ডার দিলাম।

"বল, তোমার সবকথা খুলে বল," আমি বললাম। আমি যদি সমকামী হতাম, তাহলে এককথায় সারাকে আমার পার্টনার বেছে নিতাম।

আমার কথা শুনে সারা স্বপ্নমদির হাসি হাসল, "তোমায় আর কি বলব ফন্টেন, প্রাচ্যদেশের লোকেদের শরীরে যে কি রহস্য তার স্বাদ যখন পাওনি, তখন বলতে হবে তোমার জীবনটাই বৃথা গেল।"

এবার আমিও হাসলাম, "আমার যা আছে তাই ভাল সারা, যাদের নিয়ে দিন কাটাচ্ছি তারা আমায় যথেষ্ট সুখ দেয়।"

আমার কথা শুনে সারা খিলখিল করে হেসে উঠল, "আরে বাবা, ক'জন তোমার জীবনে এল সে কথা বলছিনা, তারা কিরকম মাল, সেটাই সবচেয়ে বড়।"

"আমার ওসব যাচাই করে দরকার নেই," আমি বললাম, "আমার শুধু নতুন নতুন লোক দরকার, শুধু ক্যান্ডিডেট বাড়িয়ে যাব।"

সারার সঙ্গে লাঞ্চটা সত্যিই বেশ জমেছিল। পরে বেঞ্জামিনকে ফোন করে বললাম, "ডার্লিং, আমার মাথায় একটা সুন্দর আইডিয়া এসেছে। এখানে, নিউ ইয়র্কে একটা 'হোবো' খুললে কিরকম হয়? টনি ব্রেককে কয়েকদিনের জন্য এখানে পাঠিয়ে দাওনা, ওর সঙ্গে এ-ব্যাপারে একটু আলোচনা করে দেখি। কবে? যত তাড়াতাড়ি পার, দরকার হলে কালই। প্লীজ, এটা করে দাও লক্ষ্মীটি। টনিকে এক্ষুণি এখানে পাঠানোর ব্যবস্থা কর। ক'দিন তোমায় না দেখে মনটা এত খারাপ হয়ে আছে যে কি বলব। তোমার মত লোক পৃথিবীতে বেশী নেই বেঞ্জামিন, তোমরা শুধু নিজেদের উজাড় করে দিতেই জান, সব কিছু দিয়ে ভিখিরীর মত নিঃস্ব হয়ে যাও, বিনিময়ে কিছুই কুড়িয়ে নাওনা। তাহলে ঐ কথাই রইল, কেমন? তোমার সেক্রেটারীকে বলে দাও, টনির এখানে আসার ব্যাপারে কি ঠিক হল, সবিস্তারে যেন আমায় জানায়। হ্যাঁ, তুমি একদম চিন্তা করবেনা, আমি শীগগিরই টনিকে নিয়ে লণ্ডন পৌঁছোচ্ছি। তোমার নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারবনা বেঞ্জামিন, বিদায়।"

হতভাগা বেঞ্জামিন, ও এখনো ভেবে বসে আছে যে আমি ওকে ভালবাসি। বুড়োটা খুব সহজেই গ্যাস খায়। আমি ওকে ভালবাসি এটা ভাবার মত দুঃসাহস ওর হল কি করে তাই ভাবছি। ওকি আয়নায় নিজের মুখ একবারও দেখেনা? জানেনা যে ও বুড়ো হয়ে গেছে?

নয় টনি

বিকেল চারটে বাজে। খোনা সুরো জ্যানাইনের বিছানা ছেড়ে ওঠার কোন নামগন্ধ দেখতে পাচ্ছিনা। ওর হাত থেকে সহজে নিস্তার পাব বলে আমার মনে হচ্ছে না। আজ ওর ছুটি, কাজেই গোটা দিনটা ও চুটিয়ে উপভোগ করবে। জ্যানাইন বিছানার ওপর ঠিক একতাল কাদার মত পড়ে আছে, মেক-আপহীন মুখখানা যেন একরাশ চুলের জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে আছে। দিনের বেলা জ্যানাইন এমন মেক-আপ করে যে ওর মুখখানা ঠিক কমলালেবুর মত দেখায়।

আমি ওর কাঁধে আলতো টোকা দিলাম। কিন্তু হা হতোস্মি, ওতে তার বিছানা ছেড়ে ওঠার কোন লক্ষণই দেখা গেলনা। অবশ্য ওর ঘুম ভাঙ্গাবার একটা রাস্তা আমার জানা আছে, কিন্তু সেটা ওর ওপর প্রয়োগ করব একথা ভেবেই আমি মনে মনে খুব কষ্টবোধ করলাম।

বাথরুমে গিয়ে ভাল করে স্নান করলাম। ফিরে এসে দেখলাম ওর ঘুম ভাঙ্গার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছেনা। দু'কাপ কফি তৈরি করে টেলিভিশনটা খুব জোরে চালিয়ে দিলাম, কিন্তু ও নড়বার নামটিও নিলনা। এবার পেছন থেকে ওকে একটা ঠেলা দিলাম। কিছুটা কাজ হল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও মাকড়শার মত ওর হাত দু'খানা মেলে দিল আমার দিকে। কিন্তু আমি তাতে কোনরকম আগ্রহ প্রকাশ করলামনা। এবার ও সত্যিই চোখ মেলল। ঘুমকাতুরে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো, টনি, আমার পাশে শুয়ে পড়।"

"জ্যানাইন, ওঠোত," আমি বললাম, "লক্ষ্মী মেয়ের মত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়। আমার মা একটু পরে আমায় দেখতে আসবেন।"

"তোমার মা!" বলেই তিড়িং করে ও বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল, তারপর বড় বড় গোল গোল চোখে তাকাল আমার দিকে।

"হ্যাঁ, আমার মা," আমি অম্লানবদনে গুল দিলাম, "বছরে একদিন মা আমায় দেখতে আসেন, আজই সেই দিন।"

"ভারী বদ্‌খত ব্যাপার," বলে বিশ্রী মুখ করে জ্যানাইন বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। জ্যানাইনের স্বাস্থ্য খুব ভাল, যদিও মেক-আপ ছাড়া ওকে খুব বাজে দেখায়। মেক-আপ একটা মেয়ের মুখকে কি করে দিতে পারে ভাবলে সত্যিই তাজ্জব হতে হয়। এতক্ষণে ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। এবার ধীরেসুস্থে বাইরে বেরিয়ে কোথাও কিছু খেয়ে নেব, তারপর অ্যালেকজান্ড্রাকে ওর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হাজির হব স্টিভ স্কটের ঠেকে।

স্কার্টের ওপর সোয়েটার চাপিয়ে জ্যানাইন বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডাচোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। "চলি সোনা, পরে আবার দেখা হবে," বলে খোলা সুরো দরজা খুলে এবার সত্যিই বিদেয় হল। ধ্রামাকাপড় পাল্টে আমি আমার পুরনো ছোট গাড়িটা চালিয়ে সোজা স্যামির আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম। আসলে এ গাড়িটার মালিক আমি নই, আমার এক গার্ল ফ্রেণ্ড। এই গার্ল ফ্রেণ্ড জাপানের ওদিকে তার গ্রুপের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য নাচতে গেছে, যাবার আগে দেখাশোনা করার দায়িত্ব পুরোপুরি আমার হাতে দিয়ে গেছে। এই পুরনো রদ্দি গাড়ি নিয়ে আমি অ্যালেকজান্ড্রার ফ্ল্যাটে যেতে চাইছিনা। দেখি স্যামি যদি ওর গাড়িটা আজ রাতের জন্য আমায় ধার দেয়।

ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে হমদোর মত মুখ করে বসেছিল স্যামি, তার মাথার চুল উস্কোখুস্কো, একগাল খোঁচাখোঁচা দাড়ি, লাল চোখের দৃষ্টি কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত। আমায় দেখেই কোনরকম ভূমিকা না করে বলে উঠল, "নাহে, এসব ফ্রক পরা কচি মেয়েদের পেছনে ছুটে আর এনার্জি নষ্ট করবনা।"

আমি কিছু জানতে চাইবার আগেই ও নিজে থেকে শুরু করল, পনেরো বছর বয়সী বান্ধবীর সঙ্গে খেলাটা যে ও ভাল করে জমাতে পারেনি, সেই দুঃখের কাহিনী। আমি নীরব শ্রোতার মত শুনে যেতে লাগলাম, আর মাঝেমাঝে এমন হাবভাব করতে লাগলাম যেন ওর দুঃখে আমি খুব কাতর হয়ে পড়েছি।

"বিছানায় শোবার পর মনে হল ও মেয়ে সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে, বুঝলে টনি," স্যামি বলল, "ওর সঙ্গে তাল দিয়ে এঁটে ওঠা এ বয়সে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এর ওপর সে যাবার আগে বিছানার খানিকটা তুলো পর্যন্ত খামচে তুলে নিল।"

আমি ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে, এবার না বেরোলে দেরী হয়ে যাবে।

"আজ রাতে কি করছ, স্যামি?" আমি জানতে চাইলাম।

"আজ আর কোথাও যাবনা গুরু, বিছানায় বডি ফেলে চিৎপাত হয়ে শুধু রেস্ট নেব। ও ছুঁড়ি আমার ভেতরটা পুরো ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে।"

"খুব ভাল কথা, তোমার গাড়িটা আজ রাতের জন্য ধার দেবে?"

"কেন, তোমার গাড়ি কি হল?"

"আঃ, বাজে প্রশ্ন কোরনা," আমি বললাম, "আমার প্রেয়সীকে ঐ ভুষিমাল বিস্কুটের টিনে চড়াতে পারবনা।"

"নতুন প্রেয়সী?" স্যামির দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "কে এই নতুন মাল, জানতে পারি?"

"গতকাল রাতেই ত দেখলে, আমার মনিব-তনয়া রাজকন্যে অ্যালেকজান্ড্রা" আমি বললাম।

"অ," স্যামি উদাস গলায় বলল, "রাজকন্যে না বলে বলা উচিত খালেদের বেটি। তা তোমার আবার এই ঘোড়া রোগ হল কবে থেকে টনি? ও মেয়ে ত তোমার পছন্দমাফিক নয়। আমি যতদূর জানি তোমার ত জম্পেস মাল ছাড়া অন্য কারো দিকে চোখ পড়েইনা?"

"ওকে আমার ভাল লেগে গেছে, গাড়িটা দেবে কিনা বল?"

"চাইছো যখন নিয়ে যাও, কিন্তু কাল সকাল আটটার মধ্যে ফেরৎ চাই কিন্তু।"

গাড়ি নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসতেই চোখে পড়ল দরজার নীচে একখানা টেলিগ্রাম পড়ে আছে, টেলিগ্রামটা খুলতে যাব, এমন সময় বিশ্রী শব্দ করে টেলিফোন বেজে উঠল।

"মিঃ ব্রেক?" রিসিভার তুলতেই উল্টো দিক থেকে এক পাগলীর গলা ভেসে এল, "আমি অ্যালিস বলছি, বেঞ্জামিন খালেদের সেক্রেটারী। সারাদিন বারবার চেষ্টা করেও আপনার লাইন পাইনি, বোধহয় আউট অফ অর্ডার ছিল, তাইনা?"

"হ্যাঁ, তাই হবে আরকি," আমি নির্ভেজাল গুল মেরে দিলাম। আসলে ঘুমোবার আগে রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছিলাম তাই ও লাইন পায়নি। পরক্ষণেই মনে হল বেঞ্জামিন খালেদের সেক্রেটারী হঠাৎ আমাকে খুঁজছে কেন। ফন্টেনের কোন অ্যাকসিডেন্ট হয়নি ত? হলে ভালই হয়, অন্তত বেঞ্জামিনের বেটি আলেকজান্ড্রার সঙ্গে এখন আমি যে সম্পর্ক পাতাতে চাইছি তাতে ফন্টেন ডাইনী এই মুহূর্তে সরলে আমি বেঁচে যাই, নিদেনপক্ষে ঠ্যাং ভেঙ্গে ও যদি বিছানায় পড়েও থাকে তাহলেও কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্তি।

"মিঃ খালেদের ইচ্ছে আপনি একবার নিউ ইয়র্কে গিয়ে দেখে আসুন ওখানে 'হোবো'র মত একটা নাইটক্লাব খোলা যায় কিনা।।" অ্যালিস ওপাশ থেকে বলে উঠল।

"অ্যাঁ!" আমি শুনে তাজ্জব হয়ে গেলাম। এরা কর্তা গিন্নী দুজনে মিলে হঠাৎ আমার পেছনে লেগেছে কেন? অ্যালেকজান্ড্রার কাছ থেকে আমায় সরাবার মতলব? সব টের পেয়ে গেল নাকি?

"মিসেস ফন্টেন খালেদ আপনাকে এক্ষুণি রওনা হতে বলেছেন। আমি তাই আজ রাত আটটার প্লেনে আপনার ফ্লাইট বুক করেছিলাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আপনি বোধহয় যেতে পারবেননা, তাই..............।"

"না, না, আজ রাতে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব হবেনা," আমি চটপট জবাব দিলাম, "আমার একজন নিকট-আত্মীয় মারা গেছেন, আমায় এখুনি একবার না গেলেই নয়।" সময়মত গুল দিতে আমার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

"শুনে দুঃখিত হলাম," অ্যালিস বলল, "তাহলে কাল সকাল পৌণে আটটায় ফ্লাইটই বুক করি, কি বলেন?"

ব্যাপার কি, এদের এত তাড়া কিসের? বুঝতে না পেরে আমি টেলিগ্রামটা খুলে চোখ বোলালাম, তাতে লেখা :

"এক্ষুণি চলে এসো। বেঞ্জামিন সব খুলে বলবে। যত তাড়াতাড়ি পার।—ফন্টেন।"

"ওখানে ক'দিন থাকতে হবে।" আমি প্রশ্ন করলাম।

"অল্প কয়েকদিন," অ্যালিস বলল, "তাহলে ঐ কথাই রইল, কাল সকালে পৌনে আটটা, কেমন?"

"অগত্যা," আমি ভাঙ্গাগলায় বললাম।

"সকাল ছ'টায় আপনাকে নিতে গাড়ি যাবে, টিকেট তৈরি থাকবে। নিউ ইয়র্ক পৌঁছোনোর পর আরেকটা গাড়ি আপনাকে মিসেস খালেদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। আপনার যাত্রা শুভ হোক।" আমি কিছু বলার আগেই অ্যালিস ফোন রেখে দিল। আমি কিছুক্ষণ হাঁ করে বসে রইলাম। নিউ ইয়র্ক যাবার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। কিন্তু সেখানে আরেকটা 'হোবো' খুলতে হবে? বাপরে! পার্স খুলে দেখি মাত্র কুড়ি পাউণ্ড পড়ে আছে। যাকগে, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই, ফন্টেন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ টাকাপয়সার চিন্তা করা বোকামি।

অ্যালেকজান্ড্রার ঠিকানায় পৌঁছে চোদ্দ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজার কলিংবেল টিপলাম। দরজা খুলে বেরিয়ে এল মাইকেল, মনে হল আমায় দেখে ও খুব একটা খুশি নয়। তবু মৌখিক হাসি হেসে আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। কিছুক্ষণ পর অ্যালেকজান্ড্রার বান্ধবী, মাইকেলের বোন ম্যাডেলিন একটা জমকালো নীল পোশাক পরে ঘরে ঢুকল, আমায় দেখেই দাঁত কেলিয়ে বলল, "মিঃ, ব্লেক, আপনাদের সঙ্গে আমিও যাব ত?"

আমি খুব দুঃখী দুঃখী মুখ করে তার দিকে তাকালাম, "উঁহু, তোমায় নিয়ে যাওয়া যাবে না, আর একথা ত কাল আমি অ্যালেক্সকে বলেই দিয়েছি।"

আমার কথা শুনে ম্যাডেলিন একদম ফিউজ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "যাকগে, অ্যালেক্স ফিরে এলে ওর মুখ থেকেই নাহয় সব শুনব।" ওর কথা শেষ হতে না হতেই অ্যালেকজান্ড্রা ঘরে ঢুকল। আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, "অনেক দেরী হয়ে গেছে এবার চল যাওয়া যাক।"

বললাম বটে, আসলে খুব একটা দেরী হয়নি। স্টিভের পার্টি ন'টার আগে শুরু হবে না। একটা ছোট বারে ঢুকে অল্প কিছু ড্রিংক করে স্টিভের আস্তানার দিকে আমি আর অ্যালেক্স যখন রওনা হলাম, তখন ন'টা বাজতে বেশী দেরী নেই।

"শোন অ্যালেক্স," আমি ড্রাইভ করতে করতে বললাম, "আমায় নিয়ে এই ভাবে বেড়াতে যাওয়া হয়ত তোমার বাবা নাও পছন্দ করতে পারেন। আর তাছাড়া তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমি ওঁর অধীনেই চাকরী করছি। কাজেই আজকের ব্যাপারটা চেপে যেও, বাবাকে যেন ভুল করেও বলতে যেও না।"

"ঠিক আছে," অবাক চোখে ও আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

আমরা স্টিভের আস্তানায় এসে পৌঁছোলাম। বেল টিপতেই স্টিভ দরজা খুলে দিল, তার পরনে আণ্ডারপ্যাণ্ট গায়ে শুধু একটা সোয়েটার চাপানো।

"এই যে মক্কেল, ভেতরে এস," স্টিভ হেসে বলল, "আমার বোতল কই?"

এঃ হেঃ, সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে। স্টিভ গতকাল মালের বোতল নিয়ে যেতে বলেছিল। তার কথার উত্তর দেবার আগেই ঘরের ভেতর থেকে ক্যারোলিন বেরিয়ে এল, তার গায়ে একখানা ড্রেসিং গাউন জড়ানো, ভেতরে অন্য কোন পোশাক নেই। এদের দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছি দু'জনে মিলে এতক্ষণ ভেতরে শুয়ে কোনও বজ্জাতি করছিল।

"টনি, তুমি দিন দিন কিপ্‌টে হয়ে যাচ্ছ, বোতল আনবার কথা ভুলে মেরে দিয়েছো, তাই না?" বলে সে অ্যালেক্সের দিকে তাকিয়ে হাসল, "হাই, আমি ক্যারোলিন।"

"আমি অ্যালেকজান্ড্রা, আমায় অ্যালেক্স বলে ডাকবেন," অ্যালেকজান্ড্রা হেসে বলল। আমি আড়চোখে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ও স্টিভের আণ্ডারওয়্যারের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন শরীরের সব নাড়ীনক্ষত্র কোথায় কি আছে, সব ঐ ভাবে তাকিয়েই ঠিক দেখে ফেলবে।

"তোমরা তাহলে একটু জিরোও," স্টিভ বলল, "আমরা ভেতরে গিয়ে জামাকাপড় পাল্টে আসছি। কেউ এলে দরজা খুলে দিও।"

"স্টিভ একখানা মাল বটে," ওরা চলে যাবার পর অ্যালেকজান্ড্রা বলল।

"হ্যাঁ ওকে যে তোমার পছন্দ হয়ে গেছে তা দেখতেই পাচ্ছি," আমার গলা আমার নিজের কানেই কেমন যেন শুকনো শোনাল। এধার ওধার হাতড়ে অনেক খুঁজে ওকে একটু ভদ্‌কা এনে দিলাম। অ্যালেক্স সেটাতে এক চুমুক দিয়েই বিশ্রী মুখ করল, দেখে মনে হল ও কাউকে ভ্যাংচাচ্ছে। রান্নাঘরের কোথাও একদানা খাবার চোখে পড়ল না। আমায় বললে কি হবে, স্টিভ নিজেও কম কিপ্‌টে নয়।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভীড় বাড়তে লাগল। সবাই আমার চেনা। আজ মনে হচ্ছে লণ্ডন সত্যিই এক নিতান্ত ছোট জায়গা। স্টিভ আর ক্যারোলিন খানিকক্ষণ পর জমকালো পোশাক পরে এল। সবার সামনে একফাঁকে গ্লাস হাতে আমি ঘোষণা করলাম যে হোবোর মত নতুন একখানা নাইটক্লাব খুলতে আমি আগামীকাল সকালে নিউ ইয়র্ক রওনা হচ্ছি। দেখলাম খবরটা শুনে সবাই বেশ খুশি হল। অ্যালেকজান্ড্রা ততক্ষণে ভদকার তিন নম্বর পেগে চুমুক দিচ্ছে (আসলে আমি নিজেই ইচ্ছে করে বারবার ওর গ্লাসে মাল ঢেলে দিচ্ছিলাম, ওকে খুব তাড়াতাড়ি কাৎ করবার একটা ইচ্ছে আমায় পেয়ে বসেছিল)।

স্টিভ হঠাৎ গ্লাস হাতে এগিয়ে এসে ঢুলুঢুলু চোখে বলে উঠল, "অ্যাই শালা টনি, তোর সঙ্গে ঐ নতুন মুর্গীটা কে র‍্যা?"

শুয়োরের বাচ্চা! আমি মনে মনে স্টিভকে গাল দিলাম। লক্ষ্য করছি মাল পেটে পড়ার পর যেই একটু নেশা হয়েছে, অমনি স্টিভ গিয়ে অ্যালেকাজান্ড্রার পাশে বসে বকবক করতে শুরু করেছে। যতই বকবক কর না কেন বাপু, ও মালকে আমি হাতছাড়া করছি না। ওই নিটোল মুক্তোর মালা তোমার মত বাঁদরের গলায় ঝুলবে, এটা আশা কোর না।

হঠাৎ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল খোনাসুরো জ্যানাইন। অ্যালেক্সকে দেখিয়ে বলে উঠল, "টনি, এই বুঝি তোমার মা? বাঃ, তোমার মায়ের চেহারা ত বেশ, এখনো ঠিক কচি খুকিটির মত দেখায়। তা তোমার চাইতে তোমার মা তো বয়সে ঢের ছোট, তাই না, টনি? চমৎকার! চালিয়ে যাও" বলে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে জ্যানাইন বলে উঠল, "টনি, তুমি একটা বেজন্মা কুত্তার বাচ্চা! তোমার মত লোককে আর আমার কোন দরকার নেই।"

দরকার নেই ত খামোকা দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে ঝামেলা করা কেন? এটা স্টিভের বাড়ি না হয়ে অন্য কোন জায়গা হলে দিব্যি করে বলছি, জ্যানাইনকে আচ্ছা করে পেঁদিয়ে বাপের নাম খগেন করে ছাড়তাম। এবার বাড়াবাড়ি কিছু ঘটার আগে অ্যালেকজান্ড্রাকে নিয়ে কেটে পড়তে হবে।

"চলে এসো," আমি অ্যালেকজান্ড্রার কাছে গিয়ে বললাম, "খিদে পেয়েছে, এবার দেখি কোথায় খাবারদাবার পাওয়া যায়।"

"আমার বিচ্ছিরি লাগছে," অ্যালেকজান্ড্রা জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, "মাথা ঘুরছে।"

ওকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালেকজান্ড্রা ওর গোটা দেহটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়ল। বুঝতে পারছি ও বড্ড বেশী লোডেড্ হয়ে গেছে, এতটা ভদকা ওকে গিলিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি। হাজার হোক, একদম বাচ্চা মেয়ে।

"কি, লাটখোর, বাড়ি চললে?" খোনা সুরো জ্যানাইন এককোণ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, দেখো মামণিকে যেখানে সেখানে ফেলে চলে যেয়ো না যেন, বাড়ি পৌঁছে দিও, হাজার হলেও তোমার মা বলে কথা।"

বাইরে বেরোতেই এক ঝলক কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের দু'জনের গায়ে মাথায় সূঁচের মত বিঁধল। অ্যালেকজান্ড্রা আমার জ্যাকেট মুঠো করে ধরে জড়ানো গলায় বলল, "আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে", পরক্ষণেই রাস্তার ওপর ওয়াক শব্দ করে বমি করে ফেলল। আমার জ্যাকেটটা অল্পের জন্য বেঁচে গেল। নিজের কৃতকর্মের জন্য এখন আমার নিজের গালে জুতো মারতে ইচ্ছে করছে।

"আমায় বাড়ি নিয়ে চল," ও ডুকরে উঠল।

সারা সন্ধ্যের মজাটা এইভাবে মাটি হল। ধরে ধরে ওকে গাড়িতে তুললাম। স্টার্ট দেবার কিছুক্ষণ পর বলে উঠল, "আমার আগে কোনদিন এরকম হয়নি। আজ হঠাৎ কি যে হল।"

'আরে ও এমন কিছু নয়," আমি তাকে প্রবোধ দিলাম, "ওরকম সবারই একটু আধটু হয়। চল আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে তোমায় ডিম দিয়ে হালকা কিছু বানিয়ে দেব।"

"না না," ও মুখ ভেংচে কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "এখন আর কিছু খেতে পারব না, বাড়ি গিয়ে সোজা খাটে উঠে চিৎপাত হয়ে পড়ব।"

হায় ভগবান, এইজন্যই কি ওকে আমি বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম? ওকি এখনো জানেনা কেন আমি ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছি আরে বাবা, শোবার জায়গা ত আমার ওখানেও আছে খাইয়ে দাইয়ে বিছানায় তুলে তারপর—।

"খেতে ইচ্ছে করছেনা?" আমি বললাম, "তা ডিম না হয় নাই খেলে, কিন্তু একটু কালো কফি ত খেতে পার সোনা।"

কথায় কথায় ওকে ভুলিয়ে আমার বাড়ির সামনে এনে গাড়ি দাঁড় করালাম।

"আমরা কোথায় এলাম?" চোখ বড় বড় করে ও জানতে চাইল।

"এইত আমার বাড়ি, অ্যালেক্স সোনা, এবার লক্ষ্মীমেয়ের মত নেমে পড়, আমি তোমায় কালো কফি বানিয়ে দিচ্ছি। দেখবে খেলে খুব ভাল লাগবে।" আমি বললাম।

"উঁহু, এখন আমি সোজা বাড়ি যাব, আমায় বাড়ি নিয়ে চল," অ্যালেকজান্ড্রা জেদী গলায় বলল।

আমি আরো কিছুক্ষণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু সবই বৃথা। ও বাড়ি না গিয়ে ছাড়বে না। অগত্যা ফিরে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। ওর ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে ওকে নামিয়ে দিতেই ও করমর্দন করে ধন্যবাদ জানাল, তারপর পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকল।

নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরেই ওকে ফোন করতে হবে।

দশ

অ্যালেকজান্ড্রা

ম্যাডেলিন আর আমি এনিয়ে আলোচনা করলাম। মাইকেলের ওপর যে আমার দুর্বলতা জন্মেছে তা কাউকে না বলা পর্যন্ত ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ম্যাডেলিন আমার পুরনো সহপাঠিনী, তাছাড়া মাইকেল ত ওরই দাদা, তাই ওকে ছাড়া আর কাউকে এ কথা খুলে বলা ঠিক হবে বলেও মনে হল না।

সব শুনে ম্যাডির হাসতে হাসতে প্রায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ার মত অবস্থা। হাসতে হাসতেই বলে উঠল, "কার কথা বললে অ্যালেক্স, মাইকেল? তুমি ঠাট্টা করছ না ত? হায় ভগবান, তুমি আর মন দেবার মত লোক খুঁজে পেলে না?" আমি চুপ করে আছি দেখে ম্যাডি বুঝতে পারল ঠাট্টা নয়, আমি সিরিয়াসলি ওকে কথাটা বলেছি।

"শোন অ্যালেক্স," ম্যাডি হাসি থামিয়ে বলল, "মাইকেল ওসব মন দেয়ার কারবারের মধ্যে নেই। ও একটা জিনিসের লোভেই মেয়েদের পটায়, তারপর একবার সেটা পেয়ে গেলে সে মেয়েকে ছেড়েছুড়ে দিয়ে স্রেফ কেটে পড়ে।"

ম্যাডি কি করে মাইকেল সম্পর্কে এতটা জানল তা আমি নিজে ভেবেই পাচ্ছি না। ম্যাডি এত বছর আমার সঙ্গে স্কুলেই কাটিয়েছে। কিন্তু মাইকেল যদি সত্যিই সেই একটা এবং একই জিনিসের লোভে আমার পিছু নিয়ে থাকে, তাহলে ও সেটা আমার কাছ থেকে পেতে পারে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই।

শনিবার হোবো থেকে ফেরার পর অনেক রাত পর্যন্ত আমরা দু'জন জেগে থেকে কথা বলছিলাম। অনেকক্ষণ পর ম্যাডি এই সিদ্ধান্তে এল যে মাইকেলের মনে ঈর্ষা জাগাতে হবে। অর্থাৎ মাইকেল এবং আমার মাঝখানে আরেকজন পুরুষকে খাড়া করতে হবে।

"দ্যাখো অ্যালেক্স," ম্যাডেলিন বলল, "আমার মনে হয় মাইকেল তোমাকে বেশ পছন্দ করে," আর হয়ত এও ঠিক যে ও তোমায় নিছক গার্ল ফ্রেণ্ড হিসেবে দেখতেও রাজী নয়। হাজার হোক, তুমি আমি আর মাইকেল, আমরা তিনজনই ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে মেলামেশা খেলাধুলা করে বড় হয়েছি ত।"

"ও ভাবে আমি এখনো সেই বাচ্চা মেয়েটিই আছি," আমি একটু দমে গিয়ে বললাম, "ওর কথায় আমার অন্তত তাই মনে হল।"

"দাঁড়াও না, দাদার মজা বের করছি," ম্যাডির দু'চোখ ঝকঝক করে উঠল, "ওকে ভাল করে দেখিয়ে দেব তোমার মধ্যে কতটা চটক আছে।" গুছিয়ে প্ল্যান করে যে কোন কাজ হাঁসিল করতে ম্যাডির মত ওস্তাদ মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। "শোন অ্যালেক্স, কাল রাতে যখন টনি আসবে, সেই সময় মাইকেল যাতে এখানে থাকে সেই ব্যবস্থা আমি করছি। তুমি কিন্তু কাল ওকে একদম পাত্তা দেবে না আগেই বলে রাখছি। পাত্তা না দিয়ে খুব সেজেগুজে ওর পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।"

"খুব সাজগোজ কি করে করব বল?" আমি বললাম "আমার ত চটকদার জামাকাপড় একদম নেই।"

"তোমার ভাঁড়ারে কি আছে আগে তাই দেখা যাক," বলে ম্যাডি আমায় নিয়ে ওয়ার্ডরোবের সামনে দাঁড়িয়ে পাল্লাটা টেনে খুলে ফেলল। ভেতরে জামাকাপড় যা ছিল সব ঘেঁটেঘুঁটে শেষকালে যেটা ওর পছন্দ হল তা ফ্রিল দেয়া একটা টেরিলিনের ড্রেসিং গাউন।

"এইত, এটাই পরতে পারো," ম্যাডি উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "কোমরে একটা বেল্ট পরবে, তাহলেই ভাল দেখাবে।"

তার কথামত ওটা পরে পায়ে জুতো গলালাম। তারপর কোমরে বেল্ট বেঁধে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমায় খুব খারাপ দেখাচ্ছে না। যাক পোশাকের সমস্যা মিটল। সব গুছিয়ে রেখে যখন ম্যাডি আর আমি শুতে গেলাম তখন রাত তিনটে।

পরদিন দুপুর বারোটা নাগাদ ম্যাডি মাইকেলকে ফোন করে সন্ধ্যের পর আসতে বলল।

"মাইকেল," ম্যাডি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ভীষণ মুশকিলে পড়েছি, জানিস! একটা ফিউজ পুড়ে গেছে তাই আলো জ্বলছে না। টিভিটাও ঠিকমত চালাতে পারছি না, আর স্নানের চৌবাচ্চার স্টপারটাও আটকে গেছে, কিছুতেই খুলছে না।"

"ভয় নেই," মাইকেল বলল, "আমি এক্সটেনশনের বাড়তি রিসিভার কানে লাগিয়ে সব শুনছিলাম, "আমি গিয়ে সব সারিয়ে দিয়ে আসব। তোরা এখন কি করছিস?"

"আমরা এখন খেতে বেরোব, খেয়ে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে বিকেলে ফিরব। তুমি সাতটা নাগাদ চলে আসতে পারবে?"

"সাতটা?" মাইকেল অবাক হয়ে বলল, "এতক্ষণ তোরা বাইরে কি করবি?"

"আমরা লাঞ্চ খেয়ে অ্যালেক্সের বাবাকে দেখতে যাব, ওঁর শরীর খুব ভাল নেই। তাহলে ঐ কথাই রইল, ঠিক সাতটা, কেমন?"

"বলছিস যখন তখন সাতটাতেই আসব কিন্তু আজ যেন আবার আমায় ডিনার খাওয়াতে বলিস না," মাইকেল বলল, "আমার এক গার্ল ফ্রেণ্ডকে নিয়ে আজ ডিনার খেতে রাতে বেরোব।"

"ঠিক আছে, আজ আর আমরা তোমায় বিরক্ত করব না," বলে ম্যাডি ফোন ছেড়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। "সব ঠিক করে ফেললাম অ্যালেক্স, এবার মাইকেলকে ঘোল খাওয়ানোর দায়িত্ব তোমার।"

সারা বিকেল ধরে সাজগোজ করলাম। মাইকেল এল ঠিক সাতটায়। মাথা ঘষে চুলে রোলার লাগিয়ে মেক-আপ সেরে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলাম। ম্যাডিই বলে দিয়েছিল মাইকেলের সামনে যেন না বেরোই। ঠিক রাত আটটা নাগাদ সদর দরজার কলিং বেল আবার বেজে উঠল, দরজা খোলার শব্দও কানে এল। ম্যাডির প্ল্যানমত ঠিক এক মিনিট পর দরজা খুলে বসার ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম ম্যাডি আর মাইকেলের সামনে টনি বসে।

মাইকেলের দিকে একবার ঘুরেও তাকালাম না। ম্যাডি বলে উঠল, "জান অ্যালেক্স, আমার যাওয়া হবে না। টনি খুব চেষ্টা করেছিল যাতে আমিও যেতে পারি, কিন্তু হল না।"

আমার শুনে খুব খারাপ লাগল। ম্যাডিকে রেখে স্টিভ স্কটের পার্টিতে যাবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

"তাড়াতাড়ি, অ্যালেক্স," টনি হেসে বলল, "অনেক দেরী হয়ে গেছে।"

এবার মাইকেলের দিকে তাকালাম। ওর মুখটা ঠিক চুপসে যাওয়া বেলুনের মত দেখাচ্ছে। ভাল, এটাই আমি চেয়েছিলাম।

"গুডবাই," বলে দরজা খুলে পা বাড়ালাম। "অটোগ্রাফ আনতে ভুলোনা যেন," মাইকেল বলল। ম্যাডি আমার দিকে তাকিয়ে বিষন্ন হাসি হাসল।

টনি যেন আমায় পেয়ে উদ্ধার হয়ে গেছে, এমনি ভাব দেখাচ্ছে। একটু ইতস্তত ভাবও আছে তার সঙ্গে। জানি আমি খুব বড়লোকের মেয়ে বলে সবাই এমনি ভাব দেখায়।

হিল্টন বারে নিয়ে গিয়ে টনি আমায় খানিকটা শ্যাম্পেন খাওয়াল, তারপর রওনা হল স্টিভ স্কটের বাড়ির দিকে।

শ্যাম্পেনের নেশাটা ততক্ষণে বেশ চাগিয়ে উঠতে শুরু করেছে। আজ আর কিছুতেই মাইকেলের কথা ভাবব না এমন একটা চিন্তা তখন আমায় পেয়ে বসেছে। টনি সারাক্ষণ আমার হাত ধরে ছিল, লিফটের ভেতর ঢুকে বলল, 'আজ সন্ধ্যের এ ঘটনাটা যেন বাবাকে কিছুতেই বলে না দিই।' কথাটা শুনে আমার কিরকম যেন খটকা লাগল। আমি ভেবেছিলাম বাবা যেহেতু ওর মনিব, তাই আমায় নিয়ে বেড়াতে বেরোলে টনি ওঁর সুনজরে থাকবে, কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপারটা তা নয়।

স্টিভ স্কটের পার্টিতে যথেষ্ট আনন্দ করলাম। স্টিভ ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর সঙ্গে এই মুর্গীটা কে রে?'

টনি ধমকে জবাব দিল, 'স্টিভ, খবরদার, ওর দিকে হাত বাড়িয়োনা বলছি।' এমন সময় টনির গার্ল ফ্রেণ্ড এসে নোংরা ভাষায় ওকে গালিগালাজ করতে লাগল, আমার ততক্ষণে পাঁচ পেগের মত খাওয়া হয়ে গেছে। স্টিভ এসে আমার কানে কানে বলল 'প্রেয়সী, তোমার ফোন নম্বরটা বলবে? তোমার মত ছোট্ট সুন্দরী মেয়েদের সচরাচর দেখা পাওয়া যায় না।'

কিছুক্ষণ পর টনি এসে বলল আমাদের বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার গা ঘুলিয়ে উঠল, ভীষণ বমি পেল।

টনি আমায় ধরে ধরে বাইরে নিয়ে এল, তারপর আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না, রাস্তার ধারে বমি করে ফেললাম। বমি করেই নিজের ওপর লজ্জা আর রাগ দুই-ই হল! এর চাইতে রাস্তার ফুটপাত খুলে গেলেই বোধহয় ভাল হত, আমি ভেতরে সেঁটিয়ে যেতে পারতাম।

"আমায় বাড়ি নিয়ে চল, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে," আমি টনিকে অনুনয় করে বললাম। টনি বলল ওর সঙ্গে ফ্ল্যাটে যেতে ও আমায় কফি আর কিছু শক্ত খাবার খাওয়াবে। রাজী হলাম না, এখন আমার বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

টনি ওর গাড়িটা নিয়ে এসে নিজের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড় করাল, আমায় বলল নামতে, কিন্তু আমি রাজী হলাম না। তাছাড়া কাল সকালে ওর আমেরিকায় যাবার কথা, এখন আমায় কফি খাওয়ানো নিয়ে ওকে বিব্রত করা মোটেই উচিত হবে না। টনি এবার আমায় বাড়ি পৌঁছে দিল।

টনিকে বিদায় জানিয়ে আমি আমার ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। বাথরুমে ঢুকেই হড়হড় করে আবার বমি করে ফেললাম।

এগারো — ফন্টেন

টনিকে দেখার জন্য ছটফটিয়ে মরছি এটা ঠিক, এবং এয়ারপোর্টে যাবার কথা যদিও একবারের জন্যও ভাবিনি তবুও হঠাৎ মনে হল দেখাই যাকনা, গেলে বেশ মজাই হবে হয়ত। তাই বন্ধুদের সঙ্গে সব লাঞ্চ বাতিল করে গাড়ি নিয়ে সোজা কেনেডি ইণ্টারন্যাশান্যাল এয়ারপোর্টে চলে এলাম আসার পথে ড্রাইভারটা বকবক করে আমায় ভীষণ জ্বালিয়েছে।

প্লেন এসে পৌঁছেছে বেশ কিছুক্ষণ হল। কাঁচের এপাশ থেকে টনিকে ঠিক দেখতে পেয়েছি। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েছে কাস্টমসের চেকিংয়ের সামনে। ওর হাতে একটা সস্তা সুটকেশ ছাড়া আর কিছু নেই। আশা করছি ওরা টনিকে তাড়াতাড়িই ছেড়ে দেবে।

টনিকে এখান থেকে বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে, তাছাড়া দিনের আলোয় যথেষ্ট ফর্সাও লাগছে তাকে। আর একটু চালাক চতুর যে ও কেন হল না এটাই খুব লজ্জার বিষয়। অবশ্য এও ঠিক যে এর চাইতে বেশী চালাকচতুর হলে ডিসকোথেকের ম্যানেজারী করে ও নিজের জীবন এইভাবে নষ্ট করত না।

বেচারা টনি! আমার টাট্টু ঘোড়া। এই সুন্দর শরীর আর মাথাভর্তি একরাশ কোঁকড়ানো চুল যেদিন হারিয়ে যাবে সেদিন ওর কি দশা হবে? কোন সুন্দরী তখন ওকে চাইবে?

কাস্টমসের ঝামেলা মিটেছে, টনি আমায় দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে। ছেলেটার সূক্ষ্মবুদ্ধি একদম নেই, কারণ ওর হাঁটাচলা দেখেই বুঝতে পারছি যে ও এসেই আমায় একটা চুমু খাবে। সেটা এড়াবার জন্য আমি আগেভাগে হাত বাড়িয়ে ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলাম। বোকা ছেলে, চারপাশে এত লোক, ফটোগ্রাফারদের ভিড় গিজগিজ করছে, তার মধ্যে ত একটু বুঝে চলতে হয়।

"তোমার প্লেনের ট্রিপ কি রকম হল তাই বল," আমি প্রশ্ন করলাম।

"চমৎকার," বলেই ও হাই তুলল, "প্লেনে আসতে আসতে একটা সিনেমা দেখলাম, একটু মালও খেলাম। যাকগে, কি ব্যাপার বলত?"

"তেমন কিছুই নয়," আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম। শুধু যে ওকে দেখব বলেই টেলিগ্রাফ করেছি একথা বলা চলবেনা, তাহলেই ওর মাথা ঘুরে যাবে, ভীষণ দর বেড়ে যাবে। তারপর আমার অবস্থা টাইট হয়ে যাবে।

"নাইটক্লাবের জায়গা ঠিক করেছো?" টনি জানতে চাইলো।

"উঁহু, আমরা অতদূর এখনো এগোইনি," আমি জবাব দিলাম, "আগে তুমি কি বল তাই শুনি, তারপর যা করার করব। সব জায়গাগুলো আগে ঘুরে দেখো, তারপর যদি ভাল কিছু বাৎলাতে পার তবে তখন দেখা যাবে।"

টনি হাসল, হাসলে ওর দাঁতগুলো খুব সুন্দর দেখায়। "তাহলে বলছ শুধু ঘুরে দেখে মতামত দেবার জন্যই সাত তাড়াতাড়ি আমায় এভাবে ডেকে পাঠিয়েছ?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই," আমি বললাম, "আমি ভাবলাম নিউ ইয়র্ক দেখে তুমি একেবারে তাজ্জব বনে যাবে।"

"হুঁ," টনি বলল, "কিন্তু তার জন্য এত তাড়া দেবার কি কোন দরকার ছিল?"

"অবাক করলে টনি," আমি বললাম, "আমি এখানে থাকতে তুমি আস, এটাই কি তুমি চাওনি?"

টনি কি জানি কেন, আমার একথার কোন উত্তর দিলনা। গাড়িতে উঠে শোফারকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে বললাম। অ্যালিস টনির জন্য হোটেলে একটা ঘর বুক করে রেখেছিল আগেই, কিন্তু আমার মনে হল ওখানে যাবার আগে ও আমার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতে পারবে। আলতোভাবে ওর হাতের ওপর আমার হাত রেখে বললাম "হোবোর খবর কি বল? আমার বন্ধুরা আসাযাওয়া করছে ত?"

টনি মাথা নাড়ল। ওকে ঠিক খুশি খুশি দেখাচ্ছে না, হয়ত এতদূর আসার দরুণ ভীষণ ক্লান্ত।

"ভ্যানেসা আর লিওনার্ডের কি খবর?"

"ওদের সঙ্গে আমার বহুদিন দেখা হয় না।"

"আর সে? সে আসে না?" বলে আমি উদ্দেশ্যপূর্ণ চোখে তার দিকে তাকালাম।

টনি বুঝতে পারল আমি কার কথা বলতে চাইছি। অপরাধীর মত আমার দিকে তাকিয়ে ও চোখ নামিয়ে নিল। বুঝতে পেরেছি, কচি মেয়েটাকে একা পেয়ে নিশ্চয়ই টনি ওর আয়ুক্ষয় করে চলেছে।

আমি আর এ নিয়ে ঘাটালামনা। ও যখন বেশী কথা বলতে চাইছো তখন আমিও নিজে থেকে কিছু বলব না। থাকুক ও চুপ করে। সীটে ঠেস দিয়ে বসে আমি চোখ বুঁজলাম।

এই টনি ব্রেককে লণ্ডনের হাজার হাজার নগণ্য মানুষের ভীড়ের মধ্যে থেকে একদিন আমিই খুঁজে বের করেছিলাম। আমি ওকে জীবনে যেভাবে দাঁড় করিয়েছি তাতে ওর আমার পা চাটা উচিত। আমি ওকে তুলে না আনলে এত দিনেও কেউ ওকে চিনত না, রেস্তোরাঁয় এখনো ওয়েটার হয়েই ওকে কাটাতে হত, সেলাম ঠুকে, ফরমাশ খেটে আর বকশিসের জন্য হাপিত্যেশ করেই ওর জীবন শেষ হয়ে যেত। মানুষের জন্য যতই কর না কেন, তারা তা মনে রাখে না।

হয়ত টনি এটাই ভেবে নিয়েছে যে 'হোবো' ওর একার জন্যই চলছে। আসলে 'হোবো'র মত একটা নাইটক্লাব খোলার প্ল্যানটা আমারই মাথা থেকে বেরিয়েছিল। ওটা চালাবার লোকেরও অভাব ছিল না। টনির চেয়েও ভাল দেখতে বহু লোক পাওয়া যেত। তাদের কাউকে ওখানে ম্যানেজার করে দিলে তারাও অল্পদিনের মধ্যে টনির চেয়ে নাম করতে পারত।

"বাঃ! এ ত দেখছি দারুণ ব্যাপার!"

টনির কথা শুনে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি ও গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে বড় বড় চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। নিউ ইয়র্কের বড় বড় আকাশছোঁয়া বাড়ি, পথে ঘাটে অসংখ্য ব্যস্তমানুষ দেখে আর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ও হাঁ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এর নাম নিউ ইয়র্ক। এখানে রূপকথার জীবনের পাশাপাশি দারিদ্র্যের নোংরা চেহারাও ফুটে ওঠে, হাই সোসাইটির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে নানা ধরনের হাঙ্গামা আর দাঙ্গা। যতক্ষণ সঙ্গে টাকা আছে, ততক্ষণ এখানে সবকিছু পাওয়া যাবে, যা খুশি করা যাবে।

"ভাবলাম আগে তোমায় আমার অ্যাপার্টমেণ্টে নিয়ে যাব, তারপর আমার শোফার তোমায় তোমার হোটেলে নিয়ে যাবে। আজ রাতে অনেক মজার মজার জিনিস তোমার জন্য ঠিক করে রেখেছি।" আমি বললাম।

"বাঃ, সে ত খুব ভাল", টনি বলল, ওর গলায় খুব একটা উৎসাহের সুর ফুটে উঠতে দেখলামনা!

বেঞ্জামিন, অর্থাৎ আমার স্বামী এই বিশাল শহরে আমার জন্য কিছু ভাল ভাল ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমার অ্যাপার্টমেণ্ট তাদের মধ্যে একটা। এখানে আমার তিনটে বড় শোবারঘর আছে, সেইসঙ্গে চারদিক খোলা একখানা বারান্দা। বারান্দায় গোলাপের ঝাড়। শীতকালের বাহারী মরসুমী ফুলের সঙ্গে একখানা সুন্দর লেবুগাছও আছে। আমার যে লোকটি এই অ্যাপার্টমেণ্ট দেখাশুনো করে, তার নাম অ্যাডামো, লোকটা জাতে ভিয়েৎনামী। পৌঁছোনোর পর ও বারান্দার ধারে পেতে রাখা টেবিলে আমাদের সামনে মার্টিনির বোতল আর গ্লাস এনে রাখল।

"বু রুমে লাঞ্চ দিয়েছি, ম্যাডাম," অ্যাডামো ঘাড় ঝুঁকিয়ে বলল। ওর আদবকায়দা একদম ইংরেজ বাটলারের মত, কোথাও কোন খুঁত নেই। আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই নজর পড়েছে ওর ওপর, বেশী পয়সা দিয়ে ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু অ্যাডামো আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায়না, এখানে কাজ করেই ও খুশী।

"ঠিক আছে অ্যাডামো, তুমি যাও," আমি বললাম, "দরকার পড়লে বেল টিপে ডাকব।"

"ঠিক আছে ম্যাডাম," বলে ও সেলাম ঠুকে চলে গেল। এই বিল্ডিংয়ের একতলার বেসমেণ্টে ও থাকে। ব্যবস্থাটা খুব ভাল, ইচ্ছেমত ডাকা যায়, ইচ্ছেমত বিদেয় করা যায়।

"এ ত দেখছি একেবারে স্বপ্নের মত ব্যাপার," চারদিক ঘুরে দেখতে দেখতে টনি বলল, "এমন দৃশ্য আগে কখনো আমার চোখে পড়েনি।"

"এবার বলত এই দৃশ্যটা কিরকম?" বলে আমি জামার বোতাম খুলে সেদিকে ইঙ্গিত করলাম।

টনি বুঝল, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওষুধ ধরেছে এতক্ষণে। টনি জানে ওকে কখন কি করতে হবে, আর, আর সেজন্যই ওকে আমার এত ভাল লাগে। কিছুক্ষণ বুকে জড়িয়ে রেখে টনি ধীরে ধীরে আমায় মেঝেতে চিৎ করে শুইয়ে দিল, তারপর এক এক করে বাকি পোশাক খুলে নিল।

"তোমায় নিউ ইয়র্কে স্বাগত জানাচ্ছি," আমি বললাম।

নিউ ইয়র্কে আসার পথে প্লেনের এয়ার হোস্টেসটা খাসা ছিল। সবাই যখন সিনেমা দেখছে সেই ফাঁকে আমি গিয়ে বসলাম একদম পেছনের সারিতে। কিছুক্ষণ পর হোস্টেস মেয়েটাও সেখানে এল, তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লাম একদম প্লেনের মেঝের ওপর, ও একটা কম্বল দিয়ে নিজের আর আমার শরীর ঢেকে দিল। কম্বলের ভেতর ঢুকে এবার আমার প্লেন চালানো শুরু করলাম, যে প্লেনের পাইলট আমি নিজেই।

নিউ ইয়র্কে পৌঁছে প্লেন থেকে নামার আগে সেই হোস্টেস মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম "আজ রাতে কি করছ?"

"আমার ফিঁয়াসেকে (প্রেমিক) নিয়ে শহরে যাব," মেয়েটা দাঁত বের করে হেসে বলল, "আর এ প্লেনখানা যিনি চালিয়ে নিয়ে এসেন সেই পাইলটই আমার প্রেমিক।" লে হালুয়া!

কাস্টমসের ঝামেলা মিটিয়ে বাইরে বেরোতেই আমার মহারাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওকে এখানে দেখে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম, কারণ ফন্টেন, আমি যতদূর জানি এয়ারপোর্টে সচরাচর যায়না। তাছাড়া ফন্টেন নিজেও জানে যে ভগবান তাকে এমন একখানা চেহারা দিয়েছেন যা একবার দেখলে যেকোন লোক দ্বিতীয়বার ঘুরে তাকাবেই। ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে একটু গম্ভীর মুখেই গিয়ে গাড়িতে উঠলাম, সারা পথ হোবোতে কে কে আসে তাই জানতে চেয়ে বিরক্ত করে গেল, কিন্তু আমি বিশেষ পাত্তা দিলামনা।

ওর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে আমার চোখ সত্যিই চড়কগাছ হয়ে গেল। মাটি থেকে এত উঁচুতে যে কোন মানুষ বাস করতে পারে, তা চোখে না দেখলে আমি কখনো বিশ্বাসই করতামনা। চারপাশে বাহারী ফুলের বাগান, তার মধ্যে এক ভিয়েৎনামী চাকর আলখাল্লা পরে কথায় কথায় ফন্টেনকে সেলাম ঠুকছে। এসব নিজে চোখে না দেখলে কল্পনাই করা যায়না।

তারপর?

তারপর সেই পুরোনো ফন্টেন, আমার ফন্টেন। চাকরটা চলে যেতে না যেতেই ফন্টেন জামা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, যে হাসির অর্থ আমি খুব ভালভাবেই জানি।

"এখানে, মেঝের ওপর" ফিসফিস করে ও বলল, তারপর আমায় প্রায় মেঝের ওপর পেড়ে ফেলল। গতরাতে স্টিভের ওখান থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তারপর আজ প্লেনের সেই এয়ার হোস্টেস মেয়েটাও আমার শরীরের যথেষ্ট এনার্জি নিংড়ে নিয়েছে, সর্বোপরি অ্যালেকজান্ড্রার সঙ্গে এখন আমার যে সম্পর্ক চলছে, তার কথা চিন্তা করে আমি কতদূর সফল হতে পারব তা নিজেই ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার শরীর মন কিছুই ঠিকমত কাজ করছে না, কিন্তু ফন্টেনকে তাই বলে ফেরাতে পারি না। আমার মন ষোলদিকে ছুটছে, কিছুতেই ফন্টেনের দিকে যাচ্ছে না। দেখছি অ্যালেক্স যা বলেছিল সেটাই ঠিক, ফন্টেন একটা বিশ্রী মেয়েমানুষ ছাড়া কিছু নয়।

"টনি, বহুদিন প্র্যাকটিস না থাকায় তোমার শরীর একদম বসে গিয়েছে," ফন্টেন ঠাণ্ডাগলায় বলল।

"তাত হবেই," আমি তার মন রাখার জন্য বললাম, "তুমি এখানে নেই, আমি কাকে নিয়ে—?"

"ওঃ টনি," ফন্টেন বলল, "আমার কাছে সতী সেজোনা, বুঝলে? তুমি, আমি আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালমত চিনি। নাও, এবার আরেকটু ভাল করে—।"

আমি আহ্লাদে গলে গেলাম, মনে হল গায়ে যেন নতুন করে জোর পাচ্ছি।

হোটেলে শুয়ে টিভি দেখছিলাম। এর মধ্যেই অন্তত বারতিনেক ক্লাব স্যাণ্ডুইচ খেয়েছি। ফণ্টেন গাড়ি নিয়ে সাতটা নাগাদ আসবে।

বিবাহিতা মহিলাদের আর আমার একদম ভাল লাগে না। সবাই স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে একটু গতরের সুখ অবিবাহিত ছেলেদের কাছ থেকে আদায় করার নেশায় ছুটছে। অ্যালেকজান্ড্রা যদি আমাব বৌ হত? মানাত ভালই কারণ ওর বা আমার কারোরই টাকা নেই। ফোনের আওয়াজে চিন্তা কেটে গেল। ফণ্টেন নির্ঘাৎ।

তেরো ফণ্টেন

টনি হোটেলে চলে যাবাব পর গাড়ি নিয়ে বিউটি পার্লারে চলে এলাম। আমার এখন পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটু ভাল ম্যাসাজ দরকার। ওখান থেকেই সারাকে ফোন করলাম। আজ রাতে সবাই একসঙ্গে ডিনার খাব, সেকথাও ওকে জানাতে ভুললাম না। টনির কথা ওকে এখনো জানাইনি, শুধু বলেছি যে বেঞ্জামিনের কারবারের একজন সহকারী আজ আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

"তুমি কি পরে যাবে?" সারা জানতে চাইলো।

"এখনো ঠিক করিনি," আমি বিনা দ্বিধায় জবাব দিলাম, যদিও আমি প্রায় ঠিক করেই রেখেছি যে কালো সিল্কের পিঠখোলা কার্ডিগানটা গায়ে চাপাব।

"আমিও ঠিক করিনি," ও বলল। ইস্, সারা দিন দিন কি মিথ্যেবাদীই না হয়ে উঠছে।

"তাহলে আজ রাত আটটা নাগাদ আমরা তোমাদের ওখানে যাচ্ছি, তারপর সবাই মিলে আগে কার্লটিনের পার্টিতে ঢুঁ মারব," আমি বললাম।

"ওটা ভারী বিশ্রী," সারা বলল, "খালি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজেদের চটক দেখানো ছাড়া ওদের আর কোন কাজ নেই। অ্যালেন ওদের দু'চোখে সহ্য করতে পারে না।"

ওর বিরক্তি আর অপছন্দের আসল ব্যাপারটা আমি জানি সারা আর অ্যালেন আসলে ওখানে নেমন্তন্ন পায়নি, কারণ সালামাণ্ডা স্মিথ নামে হলিউডের এক চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে অ্যালেনের নাম জুড়ে গতবছর গরমের সময় বেশ কেলেঙ্কারী রটেছিল।

"বেল আর সিডওয়েলরাও তোমাদের ওখানে আজ আসছে নাকি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, সবকিছুই ঠিকঠাক," সারা গলা নামিয়ে বলল, "আজ বিকেলটা যা দারুন কেটেছে না, তোমায় কি বলব। এই ফণ্টেন, তুমি কখনো যোগাভ্যাস করেছো?"

সারা যখনই গলা নামিয়ে কথা বলবে তখনই যে যৌন প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসে যাবে, তা আমার জানা। ওর হাত থেকে তাই তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাবার জন্য বললাম, "হ্যাঁ সে ত প্রায়ই হয়। আচ্ছা, এক্ষন তাহলে রাখছি, পরে দেখা হবে।" বলে ফোনটা ছেড়ে দিলাম।

গোলাপী শিফনে নিজের আগাপাস্তলা মুড়ে সালামাণ্ডা যেন পার্টির ভীড়ের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল। লক্ষ্য করলাম টনি মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখছে। কড়কড়ে পনেরো ডলার দিয়ে ওকে দু'খানা নতুন টাই কিনে দিয়েছি। কিন্তু এই ফিল্ম স্টারদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা এ আমার একদম বরদাস্ত হয় না।

"টনি ব্রেক, ইনিই আমাদের আজকের হোস্টেস মিসেস পিটার কার্লটন." টনির সঙ্গে সালামাণ্ডার আলাপ করিয়ে দিলাম।

"আপনার প্রথম ফিল্মটা আমার দারুন ভাল লেগেছে," টনি আহ্লাদে গলে গিয়ে বলল, "আচ্ছা, অতক্ষণ আপনি মরুভূমির মধ্যে কি করে কাটালেন বলুন ত?"

হা ঈশ্বর। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, সালামাণ্ডার একজন ফ্যান বাড়ল। কি কুক্ষণেই যে ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম।

"তাতে কি, ও আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল," সালামাণ্ডা খুশিতে বিগলিত হয়ে দাঁত দেখাল, "উইক এণ্ডে পিটার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত।"

নাঃ, টনি ভীষণ বোর করছে। আমি আশেপাশে তাকালাম, নতুন মুখ যদি দেখা যায় এই আশায়। কিন্তু উঁহু, বিধিবাম, সেই পুরনো মুখের ভীড়।

চোদ্দ টনি

সালামাণ্ডা স্মিথের পার্টিতে হঠাৎ গোলমাল শুরু হয়ে গেল। একজন ওয়েটার মাল খেয়ে চুর হয়েছিল, টলতে টলতে সালামাণ্ডার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর তার সামনে দাঁড়িয়ে সোজা নিজের প্যান্টের জিপ খুলে অশ্লীল ইঙ্গিত করল।

আর যায় কোথায়। পরমুহূর্তে তিনচারজন ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ব্যাটার ওপর। দুমদাম কয়েকটা ঘুঁষো ঝেড়ে ওয়েটারটাকে একদম কাৎ করে ফেলল তারা। ভাবলাম এই ফাঁকে আমিও একটু হাতের সুখ করে নিতে পারতাম।

সবাই এখন ওয়েটারকে নিয়ে রসালো আলোচনায় মেতে উঠেছে, আমি এই ফাঁকে টুক করে পাশের ঘরে চলে এলাম। এটা শোবার ঘর, খাটের পাশে টেবিলের ওপর সুন্দর টেলিফোন সেট রাখা আছে। আমি রিসিভার তুলে লণ্ডনে অ্যালেকজাণ্ড্রাকে ট্রাঙ্ক কল করলাম।

"হ্যালো", অ্যালেকজাণ্ড্রার গলা বহুদূর থেকে ভেসে এল।

"হ্যালো খুকুমনি, আমি কে বলত?" আমি বললাম, "আজ শরীর কিরকম আছে?"

"ওঃ টনি," অ্যালেকজাণ্ড্রার গলায় একরাশ খুশি ঝরে পড়ল, "আমেরিকা থেকে রাতে আমায় ফোন করছ? আমি আজ একটু ভাল আছি। সত্যি, কাল রাতে যে বোকামি করেছি তার জন্য লজ্জিত।"

"বোকামি তুমি নয়, আমিই করেছি, অ্যালেক্স," আমি বললাম, "এরকম একটা বাজে পার্টিতে তোমায় নিয়ে যাওয়া আমারই উচিত হয়নি। যাক, এখন তুমি কি করছ?"

"আমি এখন শুয়ে পড়েছি," ওর গলা ভেসে এল।

"তোমায় না দেখে মন ভীষণ খারাপ লাগছে," আমি বললাম।

"আমি জানি," ও ফিসফিস করে বলল।

"তাহলে?"

"তাহলে কি?" ও জানতে চাইল।

"তাহলে আমার জন্যও তোমার মন খারাপ করছে ত?" আমি বললাম।

"ঠিক জানিনা, বুঝলে?" অ্যালেকজাণ্ড্রা জবাব দিল, "মানে তুমি ত রওনা হয়েছো মাত্র একদিন হল, তাছাড়া আমরা নিজেদের এখনো ভাল করে চিনে উঠতে পারিনি, তাই না?" বলে ও একটু থামল, তারপর আবার বলল, "তবু তোমায় না দেখে একটু খারাপ লাগছে, এটা ঠিক।"

ওর কথা শুনে সত্যি বলছি আমার বুকটা হঠাৎ দুলে উঠল। "ভেবোনা, আমি শীগগিরই ফিরে আসছি," আমি চটপট উত্তর দিলাম, "তারপর আমাদের চেনাজানার পালাটা শুরু হবে। ইতিমধ্যে একদম লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবে, একদম দুষ্টুমি করবেনা।"

"হুঁ-উঁ।" ও কেমন মিষ্টি করে বলল।

"আমি শীগগিরই ফিরে আসব, আজ তাহলে রাখছি, কেমন? শুভরাত্রি," বলে আমি রিসিভার রেখে দিলাম।

এ ঘরে পার্টিতে ফিরে আসতেই ফন্টেনের চোখে চোখ পড়ে গেল। "এই যে টনি, এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এবার আমাদের যেতে হবে," ও চিবিয়ে ধারালো গলায় বলল। ফন্টেনের ব্যবহারটা যেন একটু খাপছাড়া লাগছে,আগের মত আর বন্ধুত্বপূর্ণ নেই, একটু কড়া মনে হচ্ছে।

গাড়িতে বসে ফন্টেন আমায় ঝাড়তে শুরু করল, "দেখো টনি, পার্টিতে ফিল্ম স্টার দেখে তোমার ঐরকম আদেখলাপনা আমার একদম ভাল লাগেনি। আমি আরো ভাবলাম এতদিন হংকোতে নামী মানুষদের ঘেঁটে এসব তোমার কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে।"

আমি আবার কখন আদেখলাপনা করলাম। কিছু বুঝতে না পেরে ফন্টেনের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

ফন্টেন বোধহয় আমার মনের কথা ধরতে পারল। পাখির নখের মত লম্বা নখে নিজের সোনার (খাঁটি, পুরোপুরি) হ্যাণ্ডব্যাগের গায়ে টোকা মারতে মারতে বলল, "সালামাণ্ডার সঙ্গে তুমি যেভাবে কথা বলছিলে তা দেখে যে কেউ বলবে তুমি ওর একজন ফ্যান। তুমি কি এটাও বুঝতে পারোনি যে আজ থেকে মাত্র পাঁচ বছর আগে ও ছিল একটা রাস্তার মেয়ে, দশ ডলার খরচ করলেই যাকে কেনা যেত।"

ছোটবেলা থেকে মেয়েদের ঘেঁটে ঘেঁটে আমার একটা দারুণ শিক্ষালাভ হয়েছে, তাহল যখন কোন মেয়ে আরেকজন মেয়ের নিন্দে করবে, তখন তার মুখেমুখে একদম তর্ক করবে না।

"ও হ্যাঁ," আমি যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি এভাবে বললাম, "তুমি ঠিকই বলেছো, আমারই হয়ত ভুল হয়েছে।"

আমার কথা শুনে এবার বরফ গলল, ও একটু নরম গলায় বলল, "একটা কথা মনে রেখো টনি, এখানে যে কদিন থাকবে ততদিন ওর চাইতে আরো অনেক বড় বড় স্টারের সঙ্গে তোমার আলাপ হবে। কখনো ওদের অভিনয় বা কাজের ব্যাপারে কোন কথা তুলবেনা, সেটা এখানকার সামাজিক রীতির বাইরে।"

নাঃ, ফন্টেনটা একটা গোরু ছাড়া কিছু নয়, আমি হাই তুলে বললাম, "কিছুদিন ফ্লোরিডা থেকে ঘুরে এলে কিরকম হয়?"

ফন্টেন আমার কথায় পাত্তা না দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ি একখানা বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। দারোয়ান ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে আমার মহারাণীকে নামাল। এগিয়ে যেতে যেতে ফন্টেন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "এরা নিউ ইয়র্কে আমার সবচাইতে বড় বন্ধু, সারা আর ওর স্বামী অ্যালেন গ্রাণ্ট, দেখো ওদের সামনে যেন আবার কোন বোকামি করে বোস না।"

ফন্টেন কি ভেবেছে কি? আমি কি ওর বান্ধবীর সামনে কার্পেটটার ওপর পেচ্ছাপ করতে বসব, নাকি তার চেয়েও মারাত্মক কোন অপকর্ম করে

ফন্টেনের বান্ধবী সারা একতলায় থাকে। ঘরভর্তি দামী পুরোনো ফার্ণিচার, মরা জন্তু জানোয়ার আর রকমারী গাছের চারা। ফন্টেনের বান্ধবী এগিয়ে এসে ওর গালে চুমু খেল।

মেয়েটার মুখের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, কোথাও একফোঁটা মাংস নেই, মাথার চুল পেছন দিকে টান করে বাঁধা। দেখে মনে হয় ভাল করে পেটপুরে খাওয়াদাওয়া করে না। চুমো খাবার পালা শেষ হলে দু'জনেই দু'জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে তাকিয়ে দেখল, অর্থাৎ জামাকাপড়ের দিক থেকে কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে তাই দেখা। তারপর ফন্টেন আমায় দেখিয়ে বলল, "সারা, এই হল টনি, বেঞ্জামিন ওকে এখানে পাঠিয়েছে।"

বড় বড় কালো চোখে কটমট করে সারা আমায় দেখল। আমার মনে হল ওর চোখের চাউনীতে আমার ভেতরটা স্রেফ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এ ধরনের কঙ্কাল টাইপ মেয়েদের আমার একদম পছন্দ নয়। এ মেয়ে ফন্টেনের বান্ধবী হল কি করে তাই আমার মাথায় ঢুকছেনা। পাতলা ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক লাগিয়েছে সারা, হেসে বলল, "বাঃ, কি সুন্দর, আলাপ করে খুশী হলাম।" বলেই ফন্টেনের হাত ধরে সারা নামে সেই কঙ্কালী দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বারে চলে গেল। আমি একা একা বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ পর সারার স্বামী অ্যালেন এসে হ্যাণ্ডশেক করে আমার সঙ্গে আলাপ করল, তারপর আমায় টানতে টানতে বারে নিয়ে গিয়ে বরফের কুচির ওপর স্কচ হুইস্কি ঢেলে অফার করল, আমি গ্লাস সবে ঠোঁটে ছুঁইয়েছি ইতিমধ্যে ওর নিজের তিন ঢোক গেলা হয়ে গেছে। গ্লাসে আবার মাল ঢেলে অ্যালেন জানতে চাইল, "তুমি কে?"

প্রশ্নের ধরন শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। ঘাড়টাড় চুলকে বললাম, "আমি বেন খালেদের তরফে এখানে কিছু বিষয় সম্পত্তি কিনতে এসেছি।"

"হু," অ্যালেন আরেক ঢোক স্কচ গলায় ঢেলে বলল, "তার মানে তুমি মিসেস খালেদের জলপাত্র, অ্যাঁ? দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছ মনে-হচ্ছে?"

তার প্রশ্নের উত্তরে হয়ত একখানা মোক্ষম ঘুঁষিই ঝেড়ে দিতাম, এমন সময় ফন্টেন এসে হাজির হওয়ায় নিজেকে সামলে নিলাম। "অ্যাই অ্যালেন, কি যা তা বলছ ওকে?" ফন্টেন ধমকে উঠল।

"না, তেমন কিছু নয়," অ্যালেন এমনভাবে হাসল যেন আদতে কিছুই হয়নি, "তুমি কেমন আছ ফন্টেন, তাই বল শুনি।"

"আমার কথা বলছ?" ফন্টেন অ্যালেনের দিকে চেয়ে হাসল, "আমি খুব ভাল আছি। তার হাসি দেখে আমি এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলাম যে ওদের দু'জনের মধ্যে একটা নটঘট চলছে। আর ফন্টেনের মত মেয়ে যেখানে সারার বান্ধবী, সেখানে তেমন কিছু না থাকাটাই ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। যাকগে, মরুকগে, ফন্টেনের জন্য এখন আর আমার কোন মাথাব্যথা নেই, আমি বারবার ভাবছি অ্যালেকজান্দ্রার কথা। আমার ছোট্ট অ্যালেক্স, আমার খুকুমণি, ও বেচারা আমি নেই বলে বাড়িতে আটকে আছে।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ওদের দু'জনের কাছ থেকে একটু তফাতে সরে দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় সারা এসে আমার হাত ধরে টানল, "এস টনি, আর সবার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।"

আমি বাধ্য সুবোধ বালকের মত তার সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে সারা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "ফন্টেন আগে কখনো আমায় তোমার কথা বলেনি। তুমি—তুমি সত্যিই অপূর্ব!"

বারে কিছুক্ষণ মাল খেয়ে আমরা চারজনে নিউ ইয়র্কের কয়েকটা ডিসকোতে ঢুঁ মারলাম। ডিনার এবং আরো কয়েক দফা মাল সাঁটিয়ে যখন সারার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম তখন রাত তিনটে বেজে গেছে।

সারার ড্রইংরুমে আমরা চারজনে মুখোমুখি বসলাম। আমার পাশে সারা, উল্টোদিকে অ্যালেনের পাশে ফন্টেন। হঠাৎ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সারা তার কিমোনোর ভেতর হাত দুটোকে আড়াল করে ফেলল. পরক্ষণেই আমি টের পেলাম সাঁড়াশির মত তার রোগা হাড়সর্বস্ব দুটি হাত আমার শরীরের কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

আমি উল্টোদিকে বসা ফন্টেন আর অ্যালেনের দিকে তাকালাম। দেখলাম মহারাণী গদীর ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। অ্যালেন তার জামা ধরে টানছে। আমি ব্যাপার বেগতিক দেখে পালাবার উদ্যোগ করতেই সারা আর ফন্টেন দুই ডাইনী দু'দিক থেকে এসে আমায় সোফার ওপর সেঁটে ধরল। এবার ওরা দু'জন নির্ঘাৎ আমার সব রক্ত শুষে খাবে।

হায় অ্যালেক্স, তুমি কোথায়!

পনেরো · · অ্যালেকজান্ড্রা

ম্যাকলটন কোম্পানীতে আজ থেকে আমি কাজে লাগলাম। প্রথম দিনটা যেভাবে কাটল তা আর কহতব্য নয়। আজই দেরীতে অফিস পৌঁছোলাম যেটা কোন মনিবই ভাল চোখে দেখবেন না। দ্বিতীয়তঃ, আমার ভীষণ ভয় ভয় করছিল। সারাদিন একটা ছোট টেবিলে বসে খুটখুট করে টাইপ করে যাওয়া কি বিশ্রী ব্যাপার তা আজ টের পেলাম। এখন মনে হচ্ছে এর চাইতে বাবাকে বলে আরো ভাল একটা চাকরী যোগাড় করলেই বোধহয় সুখের হত।

পাঁচটা বাজতেই আমি উর্দ্ধশ্বাসে অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে একখানা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি পৌঁছোলাম। ম্যাডি দিব্যি আরাম করে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। ম্যাডির কপাল ভাল, কারণ ও যেখানে কাজ পেয়েছে সেখানে জয়েনিং ডেট আসতে আসতে আরো এক সপ্তাহ।

"কি, কেমন কাটালে বল," ম্যাডি ম্যাগাজিন সরিয়ে রেখে জানতে চাইল "তোমার বস কি ডিকটেশন দেবার সময় টেবিলের ফাঁক দিয়ে তোমার পায়ের দিকে দেখছিল?"

"ধ্যাৎ," আমি বললাম, "তুমিও যেমন! আমার বস ভীষণ বুড়ো, মেয়েদের পা কিরকম, তা জানার কোন কৌতূহলই ওর নেই।"

"শোন, ভাল খবর আছে," ম্যাডি দুষ্টুমিভরা চোখে আমার দিকে তাকাল, "মাইকেল আর জোনাথন আজ একটু পরেই আসবে, ওরা এখানেই ডিনার খাবে।"

শুনে সত্যিই খুব খুশি হলাম। "কি করে ম্যানেজ করলে?" আমি জানতে চাইলাম।

"খুব সোজা," ম্যাডি বলল, "আমি ফোন করে একবার বলতেই মাইকেল রাজী হয়ে গেল। হাজার হোক, আমারই ভাই ত, ফোকটে ডিনার খাবার চান্স একবার পেলে ও ছাড়তে নারাজ।"

"তাই ত," আমি চিন্তায় পড়লাম, "কি পরব বলত? লণ্ডনে জামাকাপড় নিয়ে ভীষণ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছি, এখন আবার দোকানে না ছুটতে হয়।"

"আরে ও নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কিছু নেই," ম্যাডি বলল, "একটা স্ল্যাকস পর, গায়ে আঁটো দেখে একটা সোয়েটার চাপাও, ব্যস! মাইকেলকে সেদিন পাত্তা না দিয়ে যথেষ্ট ডাউন করেছো, আজ তোমার বুকের বাহার দেখিয়ে ওকে ভির্মি খাইয়ে দাও।"

আমি জানি আমার বুকের গড়ন বরাবরই ভাল। শুধু ভাল নয়, আমার বয়সের চাইতে একটু বেশী পরিণত। স্কুলে থাকতে একবার আমার চারজন ছাত্রী বাথরুমে ঢুকে কার বুকের গড়ন কিরকম তাই নিয়ে তুলনা করছিলাম। সবাই আমায় দেখে হেসেছিল। তখন আমার বয়স মাত্র

বারো। একমাত্র ম্যাডিই সেদিন বলেছিল যে আমার বুক একবার দেখলে যেকোন পুরুষমানুষ নাকি একদম পাগলা হয়ে যাবে।

আমার নিজের আঁটো সোয়েটার একটাও নেই, তাই ম্যাডির কাছ থেকে একটা চেয়ে নিলাম। ওটা পরে দেখলাম আমায় খুব খারাপ দেখাচ্ছে না, তবু কেন জানিনা একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

"অ্যাই অ্যালেক্স," ম্যাডি বলল,"তুমি কি সোয়েটারের নীচে ব্রা পরেছো নাকি?"

"হ্যাঁ।" আমি বললাম।

"পাগল, না মাথাখারাপ," ও বলল, "শীগগির ওটা খুলে ফেল।"

"ধ্যাৎ ম্যাডি," আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "তুমি কি আরম্ভ করেছো বলত, আমি ব্রা খুলতে পারব না।"

"ওঃ হোঃ," ম্যাডি কপালে হাত দিয়ে আক্ষেপের সুরে বলল, "তুমি ত মাইকেলকে বশ করতে চাও, তাই না? ওর মাথা একেবারে ঘুলিয়ে দেবে এটাই ত তোমার মনের গোপন বাসনা, তাই না?"

অগত্যা আর কথা না বাড়িয়ে আমি শোবার ঘরে গিয়ে ব্রা খুলে ফেললাম। খানিকক্ষণ পর মাইকেল আর জোনাথন এল। টিভিতে একটা ধারাবাহিক গোয়েন্দা নাটক দেখল, তারপর আমরা চারজন একসঙ্গে বসে ডিনার খেলাম। মাইকেল আসা ইস্তক আমার সঙ্গে একটা কথা বলা দূরে থাক, আমায় একবারের জন্য পাত্তাও দেয়নি। ডিনারের পর বেচারা আর চুপ করে থাকতে পারল না, হঠাৎ বলে বসল, "কাল রাতে পার্টি কিরকম জমেছিল?"

"ভালই জমেছিল," আমি জবাব দিলাম, "কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় আমার শরীর.......।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই ম্যাডি হঠাৎ বলে বসল, "জানিস দাদা, স্টিভ স্কট ওর প্রেমে পড়ে গেছে। ওর ফোন নম্বর লিখে রেখেছে, বলেছে অ্যালেক্সকে দেখে ও নাকি একদম পাগলা হয়ে গেছে।"

দেখেছো কাণ্ড। ম্যাডিটা এমন মিথ্যেবাদী হয়ে উঠেছে আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। ইচ্ছে হল এক চড়ে ওর গালটা লাল করে দিই।

"অ্যাই ম্যাডি।" আমি চোখ পাকিয়ে তাকালাম, "কি হচ্ছে কি?"

"তাহলে অ্যালেক্স," মাইকেল গম্ভীর গলায় বলল, "তুমি এতদিনে লণ্ডনে চলে ফিরে বেড়াতে শুরু করেছো দেখছি। কিন্তু যাদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করতে শুরু করেছো তাদের কথা জানলে তোমার মা কিন্তু খুব খুশী হবেন না।"

মাইকেলের হেডমাস্টারী দেখে ভীষণ রাগ হল। একটা কথাও ওর সঙ্গে বললাম না। আরো কিছুক্ষণ টিভি দেখে ওরা দু'জনে চলে গেল।

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাজী ম্যাডিটা খিলখিল করে হাসতে হাসতে মাটিতে প্রায় গড়িয়ে পড়ল। "কেন মিছে রাগ করছো অ্যালেক্স," ও হেসে বলল "দেখলে ত আমার প্ল্যানমত সব কিছু হচ্ছে। ওর মনে হিংসে ঢুকে গেছে।"

"তুমি ভুল করছ ম্যাডি," আমি বললাম, "মাইকেল আমায় যা বলে গেল, তার নাম বক্রোক্তি, এর মধ্যে হিংসের ছিটেফোঁটাও আমি খুঁজে পাচ্ছি না।"

"উঁহু," ম্যাডি বলল, "আমার কথা বিশ্বাস কর অ্যালেক্স, এটা খুবই ভাল লক্ষণ। এতদিনে ও তোমার সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠেছে, এখন আর ও সেই পুঁচকে মাইকেল নয়, তুমিও সেই ছোট্ট অ্যালেকজান্ড্রা নও যারা ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলা করতে। আমি লক্ষ্য

করেছি, ও যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তোমার সোয়েটার থেকে একবারের জন্যও চোখ সরায়নি। দেখে নিও, ও এরপর ঠিক তোমায় ওর সঙ্গে বেড়াতে যেতে বলবে।"

"ঠিক আছে, তুমি না আমি কার ধারণা ঠিক তাই নিয়ে বাজী ধর," আমি বললাম। বললাম বটে, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করলাম ভেতরে ভেতরে মাইকেলকে আমি ঘেন্না করতে শুরু করেছি।

দু'জনে মিলে হাত চালিয়ে এঁটো বাসনপত্র মেজে তুলে রাখলাম। এ কাজটা আমার একদম পছন্দ নয়। বাড়িতে মার সঙ্গে থাকলে এসব ঝামেলা পোয়াবার কোন দরকারই হত না। প্রথমদিনেই দেখছি আমি ক্লান্তিতে একদম এলিয়ে পড়ছি। যাক, মাইকেল তাহলে আমার সোয়েটারের দিক থেকে চোখ ফেরায়নি, আমার কাছে এটা নিঃসন্দেহে ভাল খবর।

স্নান করে চুল আঁচড়ে শুয়ে পড়লাম। বিছানায় পড়তে না পড়তে রাজ্যের ঘুম এসে আমার দু'চোখ জড়িয়ে নিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা বিশ্রী বিদঘুটে স্বপ্ন দেখলাম। আমি অফিসে গেছি, কিন্তু আমার পরণে কোন জামাকাপড় নেই, একদম উলঙ্গ। আমার শরীরে অনেকগুলো আঙ্গুল যেন সমানে টাইপ করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আমার বুকটা একটা টাইপরাইটার হয়ে গেল, মাইকেল এসে গম্ভীর মুখে সেদিকে একবার তাকাল, তারপর খুব বিরক্তির ভাব দেখিয়ে চলে গেল। হঠাৎ আমার কানের কাছে একটা ঘণ্টা তারস্বরে বেজে উঠতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম ঘণ্টা নয়, মাথার কাছে টেলিফোনটা বাজছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

ম্যাডিরও ঘুম ভেঙ্গেছে ঐ আওয়াজ শুনে। ওই হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলল, তারপর আমার দিকে এগিয়ে বলল, "নাও, তোমার ফোন, টনি ব্রেক নিউ ইয়র্ক থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলবে। রাত দেড়টা বাজে, এবার প্রাণের সুখে প্রেমলীলা কর। সত্যি অ্যালেক্স, তুমি যা শুরু করেছো তাতে মাইকেল দূরে থাক, তোমার ওপর আমারই হিংসে হচ্ছে। টনির কথা শুনে মনে হল ও বেচারারও মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছো।"

আমি টনি ব্রেকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। পাজীর পা ঝাড়া ম্যাডিটা টেলিফোনের সঙ্গে কান সেঁটে রাখল, যাতে সব কথা শুনতে পায়। হঠাৎ ফিসফিস করে ও আমায় বলল, "অ্যালেক্স, বল ওকে না দেখে তোমারও মন ভীষণ খারাপ।"

কিছু না ভেবেই ওর শেখানো বুলি বলে বসলাম। তারপর হুঁস হতে রিসিভার রেখে ওর দিকে তেড়ে গেলাম, "আই ম্যাডি, পাজী নচ্ছার মেয়ে কোথাকার, ওকথা আমায় কেন বলতে বললি শুনি?"

ম্যাডি আমার রাগ দেখে হেসে কুটিপাটি। "আরে বাপু, ও বেচারা এতরাতে পয়সা খরচ করে যখন তোমায় ট্রাঙ্ককল করছে, তখন তোমারও ওর সঙ্গে একটু ভদ্র ব্যবহার করা উচিত। আমার ত মনে হল টনি ব্রেকের তোমায় পছন্দ হয়েছে, সত্যিই অ্যালেক্স, ওর মত লোক পাওয়া ভাগ্যের কথা।"

"অতই যখন সখ তখন তুমিই ওকে নাওনা," আমি রেগে গিয়ে বললাম, "আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওকে না দেখে আমার মোটেই মন খারাপ করছে না। ছিঃ ছিঃ এ কথাটা আমার বলা মোটেই উচিত হয়নি। ম্যাডি, একেক সময় আমার মনে হয় তোর মাথা সত্যিই খারাপ, ম্যাডিই তোর ভাল নাম হওয়া উচিত ছিল।"

"মাইকেলকে যদি ব্যাপারটা জানাই, তবে তখন কিন্তু তুমি আমায় আর মাথাখারাপ বলবে না। দেখবে একদিকে স্টিভ স্কট, অন্যদিকে টনি ব্রেক এই দু'জনে তোমার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে শুনে হিংসায় ওর মুখচোখের চেহারা কিরকম হয়।"

"ম্যাডি, আমায় ঘুমোতে দিবি?"

"ঠিক হ্যায় বাবা," ম্যাডি হেসে বলল, "কিন্তু দেখে নিও, শেষকালে তুমি তোমার মনের মানুষকে পেয়ে যাবে।"

ষোল

টনি

ঘুম ভেঙ্গে দেখি হোটেলে আমার ঘরে খাটের ওপর শুয়ে আছি। বেলা দুটো বাজে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। রুম সার্ভিসকে ডেকে গোটা তিনেক ডিম সিদ্ধ আর একটা হ্যামবুর্গার দিয়ে যেতে বললাম। উঠে স্নান সেরে খেয়ে নিলাম। এতক্ষণে পেটটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। গতকাল রাতের কথা মনে হতে ফন্টেনের ওপর ভীষণ রাগ হল। ওর সঙ্গে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক আছে ঠিক আছে, কিন্তু ও কোন আক্কেলে সারা আর অ্যালেনের সামনে আমায় নিয়ে ওসব নোংরামি করতে গেল? আমার মনে পড়ল সারা আর ফন্টেন দু'জনে দু'দিক থেকে আমায় সোফার ওপর ঠেসে চেপে ধরে যাচ্ছেতাই সব কাণ্ড করছিল। মাল খেয়ে আমিও একটু বেশী আউট হয়েছিলাম তাই কিছু বলিনি।

কিন্তু এখন আমি কি করব? মহারাণী যতক্ষণ না ডাকেন ততক্ষণ একা একা শুয়ে কড়িকাঠ গুনব? কিছুক্ষণ বসে টিভি দেখলাম, ভাল লাগল না। অ্যালেকজান্ড্রাকে একবার ফোন করে দেখব নাকি? আমি কোন কর্মে যে এই নিউ ইয়র্ক শহরে এসেছি তাই এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেরই খেয়াল ছিল না। ফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

"হেলো?"

"আমি বলছি," ওপাশ থেকে মহারাণীর গলা ভেসে এল, "আমরা দিব্যি আমেরিকান হয়ে উঠেছি, কি বল টনি?"

আমি আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালাম, বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

"কি খবর বল?" আমি বললাম।

"দারুণ সব ব্যাপার ঘটছে, এটাই খবর, সোনা। কাল রাতের মজাটা ভাল লেগেছে?"

"না"। গম্ভীর গলায় জবাব দিলাম।

"সেকি গো, কেন?" ফন্টেন বিষণ্ণ গলায় প্রশ্ন করল।

"ফন্টেন," আমি গলা ঝেড়ে বললাম, "আমি এসবে ঠিক অভ্যস্ত নই। তাছাড়া ওখানে তোমার ওসব নিয়ে মাতামাতি করাটাও ঠিক হয়নি বলেই আমার মনে হয়। মোদ্দা কথা, আমার একদম ভাল লাগেনি।"

"ওঃ টনি," ফন্টেন যেন এতক্ষণে আমার অখুশীর কারণ বুঝতে পেরে মধুর হাসি হাসল, "তুমি এখনো পুরোপুরি মফঃস্বলের টেস্ট নিয়ে বেঁচে আছো। আরে বাবা, ব্যাপারটা ত হালকাভাবেও নেয়া যায়। মজা, বুঝলে, আমি তোমায় নিয়ে একটু মজা করছিলাম। তুমি যদি আমার মত হালকাভাবে নিতে তাহলে আরো কিছু মজা করা যেত।"

"আমি আর ওসবের মধ্যে নেই, বুঝতে পেরেছো?"

ওর গলায় এবার কেমন এক ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল, "ঠিক আছে স্যার টনি, আমরা আপনাকে আর কখনো খারাপ করব না।"

"খুব ভাল কথা," আমি বললাম, "আজ তাহলে কি হচ্ছে শুনি?"

"টনি, আমার প্রিয়, আমার সোনা, আমার খোকাবাবু," ফন্টেন গলা নরম করে বলতে লাগল, "আমি তোমায় মোটেই নষ্ট করতে চাইনা, কিন্তু আমার মনে হয় ঘণ্টাখানেকের জন্য

তুমি আমার এখানে চলে আসতে পার, তারপর না হয় সারা আর অ্যালেনের সঙ্গে ডিনার খাওয়া যাবে।"

আবার সারা আর অ্যালেন? অসম্ভব, আমি মনে মনে বললাম, ওদের মুখ আমি আর দেখতে চাইনা।

"শোন ফণ্টেন," আমি বললাম, "আমি ওদের সঙ্গে আর দেখা করতে চাইনা। আমি তোমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে রাজী আছি, কিন্তু তারপর আমি নিজের মনে ঘুরে বেড়াব, সবকিছু নিজে দেখেশুনে বোঝার চেষ্টা করব।"

"উঃ টনি, তুমি এক এক সময় এত বোর করতে পার।" ফণ্টেন বলে উঠল, "ঠিক আছে, তাই সই, তোমার কথাই থাকবে, আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে এখানে চলে এসো।" বলেই খুব জোরে শব্দ করে ও রিসিভারটা রেখে দিল।

এখনো হোবোতে কেউ আসেনি, কাজেই ওখানে ফোন করে কোন লাভ নেই, কিন্তু অ্যালেকজাণ্ড্রা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরেছে। একবার ফোন করে দেখব নাকি? ফোন করা ঠিক হবে? থাক্‌গে।

এবার লণ্ডনে ফিরে অ্যালেক্সকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবো। সবার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেবো। ওর মত সুন্দরীর সঙ্গে আমায় দেখে সবার নিশ্চয়ই তাক লেগে যাবে।

সাজগোজ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে টাকাকড়ি যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে ফণ্টেনের কাছ থেকে কিছু ধার নিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, ট্যাক্সি ভাড়া করার মত পয়সাও সঙ্গে ছিলনা, তাই হেঁটেই ফণ্টেনের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম। ফণ্টেন তখন মেক আপ করছিল। লম্বা চুল পিঠের ওপর এলো হয়ে ঝুলছে, সারা মুখে ক্রীম মাখা। তার পরনে পাতলা রেশমী একটা ড্রেসিং গাউন ছাড়া আর কিছু নেই।

"আমি মেক আপ সেরে নিই, তুমি ততক্ষণ শোবার ঘরে একটু বোস," ফণ্টেন বলল, "তেষ্টা পেলে ফ্রীজ থেকে শ্যাম্পেনের বোতল বের করে নিও।"

রান্নাঘরে ফ্রীজ খুলে শ্যাম্পেনের বোতল বের করে শোবার ঘরে এলাম। ফণ্টেন ততক্ষণে মেক আপ সেরে বিছানায় শুয়ে পড়েছে, তার পরনের ড্রেসিং গাউন কোমরের নীচ থেকে খোলা, তাই গোটা ব্যাপারটা কিরকম অশ্লীল দেখাচ্ছে। মাথার পেছনে দু'হাত মেলে শুয়েছিল ফণ্টেন, আমায় দেখেই বলে উঠল, "গ্লাসের দরকার নেই, শুধু বোতলটা নিয়ে এসো, এমনিই গলায় ঢেলে নেব।"

আমি ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধ করলাম। শার্ট আর স্যুট খুলে ফেলে তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

"তাড়াতাড়ি এসো টনি," ও অধৈর্য হয়ে বলল, "আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।"

ফণ্টেনের সঙ্গে সেই পুরোনো শরীরের খেলা-শেষ করে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ওর বিছানায় পড়ে রইলাম। ফণ্টেনের শরীরে ঈশ্বর বোধহয় একফোঁটা ক্লান্তি দেননি। ও দিব্যি আমার চোখের সামনে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। সারা ঘর শ্যাম্পেনের গন্ধে ম ম করছে। আমি বললাম, "তোমার এখানে একটু স্নান করতে দেবে?"

"নিশ্চয়, এতে আবার জিজ্ঞেস করবার কি আছে," ফণ্টেন ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, "গেস্ট রুমের বাথরুমটা তুমি ব্যবহার করতে পার।"

স্নান করতে করতে হঠাৎ এতদিন বাদে নিজেকে কেন যেন অপবিত্র মনে হতে লাগল। দৈহিক সুখ আমি বরাবারের মত আজো পেয়েছি, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি ভাবছি অন্যকথা। এই অপবিত্র ভাবটা মনের ভেতর হঠাৎ দানা বাঁধবার পর থেকেই ফণ্টেনকে কেমন

যেন ভীষণ নোংরা বলে মনে হচ্ছে। অন্যান্য কোন মেয়ের দেহ উপভোগ করার সময় তার প্রতি একটা অনুরাগ বোধ জাগে, জানিনা তারই আরেক নাম প্রেম কিনা? কিন্তু ফন্টেনের দেহে সেই অনুভূতি কোনদিন খুঁজে পাইনি, ওর শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা। এমনও হতে পারে যে ও শুধু নিজের শরীরের খিদে মেটাতেই আমায় বারবার কাজে লাগাচ্ছে। ওটা একটা কুত্তী, তাতে আজ আর আমার কোন সন্দেহই নেই। ও মাগীর কামানল থেকে যেমন করে হোক পালাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, অ্যালেকজান্ড্রা এখন পিকচারে এসে গেছে, এখন মেয়ে আর তার সৎমা, দু'জনকে দিয়ে চলবেনা।

শাওয়ারের জলের ধারার সঙ্গে শ্যাম্পেনের আর ফন্টেনের গায়ের মদির গন্ধও ধুয়েমুছে গেল। আরো কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলের ধারার নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম, খুব ভাল লাগছে।

ঢের হয়েছে, হোবোর মায়া এবার কাটাতে হবে। এবার লণ্ডনে ফিরেই একজন ফিন্যান্সিয়ার খুঁজতে হবে, তারপর তাকে দিয়ে একখানা নতুন নাইট ক্লাব খোলাতে হবে। এ লাইনে প্রচুর লোকের সঙ্গে আমার জানাশুনো আছে, নতুন ক্লাব খুললে আমায় দিয়ে আর যাই হোক লোকসান হবে না। আমি অহংকার করছিনা কিন্তু এও ঠিক যে আমি না থাকলে হোবোর এত উন্নতি কিছুতেই হতনা। নতুন নাইটক্লাবের নাম দেব টনি'স। দাঁড়াও, আগে ফিরে গিয়ে প্রথমে মালদার একজন ফিন্যানসিয়ার ধরি। তারপর জায়গা দেখে গতরখাকি ফন্টেন খালেদকে শেষবারের মত চুমু খেয়ে টা-টা বাই বাই করে কেটে পড়ব।

"টনি, তোমার হল?" বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ফন্টেন কেমন যেন রাগ রাগ গলায় চেঁচিয়ে বলল, "এতক্ষণ ওখানে বসে কি করছ?"

শাওয়ার বন্ধ করে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। ফন্টেন একখানা কালো রংয়ের বাহারী জমকালো সাটিনের পোশাক পরেছে, তার গলায়, হাতে, কানের হীরের গহনা ঝিমঝিক করছে।

"সাজগোজ করে বসে থাকা আমার একদম ভাল লাগেনা," বলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, ও বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, হাতের দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট ধরা। আমি তার পাশে দাঁড়ালাম।

"শোন ফন্টেন," আমি বললাম, "আজ আর এখানে ফেরা হবেনা তাই বলছি আমায় কিছু টাকা দাও। এত তাড়াতাড়ি এখানে এসেছি যে আসার সময় বাড়তি টাকা একদম সঙ্গে আনা হয়নি।"

"হুঁ," ফন্টেন রাগত গলায় বলল, "বেঞ্জামিনের সেক্রেটারীকে বলোনি কেন?"

"বলব কখন, ওর সঙ্গে ত আমার দেখাই হয়নি।" আমি বললাম, "গোটা ব্যাপারটাই টেলিফোনে হয়েছে।"

জানি ফন্টেন চলে যাবার সময় টাকাপয়সা দিতে ভীষণ কিপ্টেমি করে। তবু ব্যাগ খুলে তিনটে দশ ডলারের নোট বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে এই আছে। আজ এই ক'টাই নাও, কাল আবার দেব।" বাঃ, ফন্টেন খালেদ, চমৎকার দেখালে যাহোক? নিউ ইয়র্ক দেখানোর জন্য মাত্র ত্রিশ ডলার? তার চেয়ে বলে দিলেই পারতে যে তোমার সঙ্গে টাকাকড়ি নেই।

প্রথম পার্টিতে গিয়ে পরপর তিনটে স্কচ মেরে দিলাম। আধঘণ্টা পর ফন্টেন আমায় বগলদাবা করে নিয়ে গেল আরেকটা পার্টিতে। এবার ক্লাউস নামে এক পোশাকের ডিজাইনার আমাদের সঙ্গে আছে। নিউ ইয়র্কে ওর নাকি খুব নাম।

দ্বিতীয় পার্টিটা আগের চাইতেও খারাপ। চারপাশে দামী পোশাক পরা সুন্দরী মেয়েরা ঘুরঘুর করছে। ফন্টেন আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, "নিউ ইয়র্কের সেরা ডিজাইনারেরা সবাই এসে জড়ো হয়েছে। তুমি বরং আমার কাছাকাছি থাকো, টনি, আমি জানি এদের দেখে তোমার নোলা সকসক করছে।"

আমার এখন ফন্টেনকে ভারী ঘেন্না হচ্ছে। মিনিট দশেক ওর কাছে থেকে বললাম, "আমি এখুনি বাড়ি যাব, আর একটি মুহূর্তও এখানে ভাল লাগছে না।"

ফন্টেন আমায় জোর করে ধরে রাখার কোন চেষ্টাই করলনা। ঠাণ্ডাগলায় বিদায় জানাল। আমি বেরিয়ে এসে নিউ ইয়র্কের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম।

হোটেলে ফিরে আসতেই ডেস্ক ক্লার্ক আমার হাতে একখানা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিল। লণ্ডন থেকে সেদিনই এসে পৌঁছেছে সেটা। তাতে লেখা : "আগামীকাল দুপুরের প্লেনে লণ্ডন ফিরে আসুন, ইতি অ্যালিস:বেঞ্জামিন আল-খালেদের সেক্রেটারী। কেনেডি এয়ারপোর্টের ইনফর্মেশন ডেস্কে খোঁজ করলেই টিকেট পেয়ে যাবেন।"

হুররে! আবার দেশে ফিরে যাব।

সতেরো ফন্টেন

গোটা ব্যাপারটা ভেবে দেখার পর এখন দেখছি আমারই ভুল হয়েছিল। টনিকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসা আমার উচিত হয়নি।

এখানে আসা ইস্তক লক্ষ্য করেছি টনি কেমন যেন ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল। আগের সেই চনমনে ভাবটা যেন রাতারাতি উবে গিয়েছিল ওর ভিতর থেকে। সবচাইতে বড় কথা সাগামাগুার মত সাদামাঠা এক ছিঁচকে ফিল্ম স্টারকে দেখে ও যে এমন ভির্মি খাবে তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। তারপর অ্যালেন আর সারাদের বাড়িতে সেই দারুণ মজার ব্যাপার, যেখানে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে শরীরের সুখ করলাম, সে ব্যাপারটাও টনির খুব ভাল লাগেনি। পরদিন আবার টেলিফোনে আমায় জ্ঞান দিয়ে টনি বলল, ওইসবের মধ্যে যাওয়া নাকি আমার একদম উচিত হয়নি। অথচ সেদিন সারাদের বাড়িতে টনির মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে ব্যাপারটা টনির খুব ভাল লেগেছে।

সারারও টনিকে খুব পছন্দ হয়নি। "ওর শরীরে শুধু একখানা ইয়াবড় ইয়েই আছে," সারা পরে আমায় বলেছে, "কিন্তু মাথায় ঘিলু বলে কিছু নেই। ওদের দিয়ে কিছু হবেনা ফন্টেন। এবার দেখো পূর্বদেশের কোন বাদামী চামড়ার লোক পাও কিনা।"

সারা ঠিকই বলেছে। আমার আদরের টাট্টু ঘোড়া টনি নিউ ইয়র্কের মাঠে একেবারে হেরে ভূত হয়ে গেল। বেঞ্জামিনকে ফোন করে আজ দুপুরের প্লেনে ওকে লণ্ডন পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। এবার আর আমি এয়ারপোর্টে যাচ্ছিনা। তাছাড়া আজ বেঞ্জামিন আসছে।

টেলিফোন বেজে উঠতেই অ্যাডামো গিয়ে রিসিভার কানে তুলল। কে আবার ফোন করল?

"মিঃ ব্রেক ফোন করেছেন ম্যাডাম," অ্যাডামো ঘরে ঢুকে বলল।

"হ্যালো, টনি ডার্লিং, কি খবর বল," রিসিভার তুলে যেন কিছুই হয়নি এমন গলায় বললাম। বেচারা নিশ্চয়ই খুব ভেঙ্গে পড়েছে, তাই ফিরে যাবার আগে ওকে একটু হেসে বিদায় জানাতে হবে।

"হ্যালো ফন্টেন," টনি ওপাশ থেকে বলল, "এই একটু আগে লণ্ডন থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছি, আমায় আজই দুপুরে রওনা হতে হবে।"

বোকা কোথাকার! ও এখনো বুঝতে পারেনি যে আমিই ওকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি।

"হ্যাঁ ডার্লিং," আমি বললাম, "বেঞ্জামিন আজই এসে পৌছোবে, তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে এখানে নিউ ইয়র্কে একটা নাইটক্লাব খোলার ব্যাপারে তোমার একটা মতামত এতদিনে নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছে।"

"হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে," টনি বলল। "কিন্তু আমি ত চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি কাল রাতেও বলতে পারতে যে আজই আমায় যেতে হবে।"

"আঃ, টনি, তুমি বড্ড বোর করতে পার," আমি বললাম, "কাল রাতে আমি নিজেই কিছু জানতে পারিনি। আমি আজই সকালে টেলিফোনে খবর পেলাম। যাক, সবাইকে আমার ভালবাসা দিও, বিশেষতঃ ভ্যানেসাকে। কেমন?"

"হ্যাঁ, তাহলে রাখছি," টনি বলল, "লণ্ডনে আবার আমাদের দেখা হবে, বিদায়।"

যাক, আপদটার হাত থেকে বাঁচা গেল। ও লণ্ডনে ওর সেই ছোট ছোট পুতুল মেয়েগুলোর কাছে ফিরে যাক। টনির মন বড্ড নীচু, ওর মাথায় কিছু নেই।

আবার ফোন বাজল, অ্যাডামো সেলাম করে বলল, "মিঃ গ্র্যাণ্ট ফোন করেছেন।"

"হ্যালো, অ্যালেন ডার্লিং," রিসিভার তুলে বললাম।

"কে, ফন্টেন? শোন, আজ কখন আসবে?"

"সারা কোথায়?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ও একটু বেরিয়েছে," অ্যালেন বলল, "দুপুর দুটোয় প্লাজায় লাঞ্চ খাবে?"

"উঁহু, অনেক দেরী হয়ে যাবে," আমি বললাম, "বিকেলে বেঞ্জামিন আসবে, বাইরে বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। তুমি বরং সেণ্ট রেগিসে একটা নাগাদ চলে এসো।"

"ঠিক আছে, তাহলে ঐ কথাই রইল," বলে অ্যালেন ফোন ছেড়ে দিল।

আঠারো

টনি

প্লেনে চেপে লণ্ডনে ফিরে আসতে আসতে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—

(১) যত তাড়াতাড়ি পারি 'হোবো'র চাকরী ছেড়ে অন্য কোথাও ঢোকা যেখানে ফন্টেনের মত সেক্স পাগলা মনিবের খপ্পরে আমায় পড়তে হবে না।

(২) অন্যান্য সব মেয়েদের ছেড়ে দিনরাত শুধু অ্যালেক্সের কথা ভাবা এবং অ্যালেক্স আমার কাছে কি, সুবিধেমত সেকথা তাকে বলা (আমি অ্যালেক্সকে ভালবাসি)।

(৩) কিছু টাকা বাঁচানো, যদি কখনো বিয়ে করব ঠিক করি, তবে তখন সে টাকা কাজে লাগবে।

নতুন একটা নাইটক্লাব খোলার ব্যাপারে এখন আমি একদম বদ্ধপরিকর হয়ে গিয়েছি। জায়গাটার নাম দেব টনি'স। আমার প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছে, বললে তারাই আমার নাইটক্লাবের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা তুলে দেবে, আমায় তখন আর ফিন্যানসিয়ার খুঁজে বেড়াতে হবে না। আমার নতুন নাইটক্লাব হোবোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। সবদিক থেকেই সে হবে একদম সেরা, এ আমি এখন থেকেই বলতে গেলে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।

আগামী কাল থেকেই জায়গা দেখতে শুরু করব। আমার মনে হচ্ছে দশ হাজার পাউণ্ড হলেই আমি কাজটা শুরু করে দিতে পারব, আর ঐ টাকাটা তোলা আমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। পাঁচজন লোক প্রত্যেকে যদি দু'হাজার পাউণ্ড করে আমায় দেয় তাহলেই দশ হাজার পাউণ্ড উঠে আসবে।

প্লেন যখন লণ্ডনে ল্যাণ্ড করল তখন রাত বারোটা বেজে গিয়েছে। প্লেনে ওঠার আগে পেচ্ছাব করার সময়টুকুও পাইনি। খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছি যে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আমায় অ্যালেকজান্ড্রাকে ফোন করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, বেচারা নিশ্চয়ই এখন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। আমার সঙ্গে যদি ওর বিয়ে হয় তবে আর ওকে কোথাও চাকরী করতে দেব না। বাড়িতে যেটুকু সময় আমি থাকব, সেটুকু সময় ও আমার দেখাশোনা করবে।

এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ক্লাবে পৌঁছে গেলাম। আমার সঙ্গে শুধু একটা স্যুটকেস ছাড়া অন্য কোন মালপত্র ছিল না।

হোবোর কর্মচারীরা সবাই আমায় দেখে চমকে উঠল। আমি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসব তা ওরা কল্পনাই করতে পারেনি। ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠলাম। এককোণে অ্যালেকজান্ড্রা আর সুকি পাশাপাশি বসে আছে, ওদের উল্টোদিকে বসে আছে সেই ছোঁড়াটা, যাকে দেখলে এখনো স্কুলের ছাত্র বলে মনে হয়, মাইকেল না কি যেন ওর নাম।

আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই অ্যালেক্স আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে অ্যালেকজান্ড্রাকে। আমি ওদের মুখোমুখি একটা চেয়ারে ঐ মাইকেল ছোঁড়ার পাশে গিয়ে বসলাম।

"নিউ ইয়র্কের গল্প বল," সুকি বলল। ও অ্যালেক্স না মাইকেল কার সঙ্গে এসেছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

"তুমি কেমন আছো?" আমি অ্যালেক্সকে প্রশ্ন করলাম।

"ভাল," অ্যালেক্সের মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল, "তোমার ঘুরে আসতে ত খুব বেশী সময় লাগল না।"

"এই যে ডার্লিং, সব ঠিক করে এলাম," বলতে বলতে হঠাৎ আমাদের টেবিলে স্টিভ স্কটের আবির্ভাব হল। আমায় দেখে তার দু'চোখ চড়কগাছ। "আরে টনি, তুমি এর মধ্যেই ফিরে এলে?"

"হ্যাঁ, কাজকর্ম তাড়াতাড়ি চুকে গেল, তাই ভাবলাম শুধুশুধু দেরী করে লাভ কি," বলে স্টিভের সঙ্গে করমর্দন করলাম।

"ঠিক আছে, তাহলে চল যাওয়া যাক," স্টিভ সুকির দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল বটে, কিন্তু উঠে দাঁড়াল অ্যালেক্স। স্টিভ ওর হাত ধরে পাশেই আরেকটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কি হল। ঐ মাগীবাজ স্টিভ আমার অ্যালেক্সকে নিয়ে করছেটা কি। অ্যালেক্সের মত মেয়ে দিব্যি ওর সঙ্গে এক কথায় সুড়সুড় করে উঠে গিয়ে অন্য টেবিলে গিয়ে বসল—উঁহু—নিশ্চয়ই কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে, আমায় তা খুঁজে বের করতে হবে।

আমি উঠে গিয়ে স্টিভের টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসলাম, তারপর অ্যালেক্সের দিকে তাকিয়ে বললাম, "অ্যালেক্স, তোমায় আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।"

"বল টনি," ও মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

"বোস টনি, একটু মাল খাও বাবা, তারপর নিউ ইয়র্কে কি অপকর্ম করে এলে সব খুলে বল," স্টিভ স্কট বলল।

আমি তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে অ্যালেক্সের দিকে তাকালাম। আমার ইচ্ছে হল এক ঘুঁসি মেরে স্টিভের মুখটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিই।

"অ্যালেক্স, আমি........।" আমি কিছু বলতে গিয়ে ইতস্তত করতেই স্টিভ হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলে উঠল, "ওকে ছেড়ে দাও টনি, আজ রাতটুকু ও শুধু আমার, আর অন্য কারো নয়।"

"একজন মহিলার সামনে ভদ্রভাবে কথা বলতে হয় স্টিভ," আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'অ্যালেক্স, তুমি বাইরে এসো, তোমার সঙ্গে আলাদাভাবে কয়েকটা কথা বলব।"

অ্যালেক্স চটপট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। স্টিভকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে বারান্দায় নিয়ে এলাম। এককোণে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, "শোন, হয়ত তুমি আমায় বলবে নিজের চরকায় তেল দাও, তবু বলছি তোমার মত একটা মেয়ের পক্ষে স্টিভ স্কটের মত এক নচ্ছার, ইতর, পাজীর পাঝাড়া লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়।"

"ও খুবই যাচ্ছেতাই লোক," হাত দিয়ে কপালের ওপর এসে পড়া চুলগুলোকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে অ্যালেক্স বলল। শুনে আমার ধড়ে প্রাণ এল। যাক, স্টিভের ওপর ওর এখনো তাহলে কোনরকম দুর্বলতা জন্মায়নি।

"খুব ভাল কথা," আমি বললাম, "এবার লক্ষ্মীমেয়ের মত ওকে গুডবাই করে এসো, একেবারে জন্মের মত।"

"তা হয়না টনি," অ্যালেক্স বলল, "হাজার হোক, ও আজ আমায় ডিনার খাইয়েছে, গাড়িতে নিয়ে অনেক ঘুরেছে, ওর সঙ্গে আমি এতটা খারাপ ব্যবহার করতে পারি না।"

"খারাপ ব্যবহারের কথা বলছ সোনা," আমি বললাম, "খারাপ ব্যবহার করা কাকে বলে তা ঐ জানোয়ারটা নিজেই জানে না।"

"জানি, তুমি মন থেকেই কথাটা বলছ," অ্যালেক্স বলল, "কিন্তু সত্যি বলছি ওকথা আমি কিছুতেই বলতে পারব না।"

আমি আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলাম না। অ্যালেক্সকে দু'হাতে জাপটে ধরে তার ঠোঁটে চুমু খেলাম। অ্যালেক্সের দিক থেকে প্রথমে কোনরকম সাড়া পেলাম না, ওর ঠোঁট শুকনো, কিছুতেই মেয়েটা আমায় পাল্টা চুমু খেতে চাইল না। তারপর আমি ওর ঠোঁট ফাঁক করে জোর করে মুখের ভেতর আমার জিভটা চালিয়ে দিতে তখন বশে এল। দু'হাতে ওর বুক স্পর্শ করলাম, কিন্তু অ্যালেক্সের তাতেও খুব অনিচ্ছা দেখলাম। ছটফটিয়ে উঠে ও আমায় একরকম ঠেলেই সরিয়ে দিল।

"একটু আগে তুমিই আমায় স্টিভ স্কট সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলে টনি," অ্যালেক্স হেসে বলল, "আর এখন তুমি নিজেই।"

"অ্যালেক্স, আগামীকাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে?" পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল। ঘুরে তাকিয়ে দেখি সেই মাইকেল ছোঁড়া। পাঁঠাটা গন্ধে গন্ধে ঠিক এখানে এসে হাজির হয়েছে।

"দুঃখিত টনি, আমি একটু ব্যস্ত আছি, পরে কথা হবে," বলে আমার হাত ছাড়িয়ে অ্যালেক্স ভেতরে ঢুকল, পাঁঠাটাও ওর পেছন পেছন গেল।

আমিও ভেতরে ঢুকলাম। দেখি অ্যালেক্স আগের মতই স্টিভের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসেছে, ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন ফিসফিস করে বলছে। স্টিভ একটা বেক্ষা তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি এবার সুকির টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম সেই মাইকেল পাঁঠা টেবিলের নীচে হাত গলিয়ে সুকির সঙ্গে কি একটা খেলায় মেতেছে।

"অ্যালেকজান্ড্রা আজ কার সঙ্গে এখানে এসেছে?" আমি সুকিকে প্রশ্ন করলাম।

"জানিনা," সুকি তেরিয়ে মেজাজে বলল।

"বলেই ফেলোনা খুকুমণি, আমার ওপর অত রোয়াব নিচ্ছ কেন?" আমি দাঁত বের করে সুকির দিকে তাকিয়ে নরম হাসলাম।

"স্টিভ ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে," সুকি বলল, "এদিকে ক্যারোলিন স্টিভকে একতলায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তোমার এত কৌতূহল কেন?"

"হাজার হোক অ্যালেক্স ত এখনো বাচ্চা মেয়ে," আমি বললাম, "তাই ওর ওপর নজর রাখছি।"

হঠাৎ স্টিভকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার একটা দারুণ প্ল্যান মাথায় এল। আমি অফিসে ঢুকে স্টিভের বাড়িতে ফোন করলাম। ক্যারোলিন ফোন ধরল। গলার আওয়াজ পাল্টে বললাম, "আপনি আমায় চিনবেন না। আপনার বয় ফ্রেণ্ড স্টিভ স্কট হোবোতে আরেকটা মেয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করে যাচ্ছে। ওদের ধরতে হলে এক্ষুণি চলে আসুন।" তারপর ফোন রেখে দিয়ে ভালমানুষের মত ওপরে এসে সুকির পাশের টেবিলে বসে নজর রাখতে লাগলাম।

বেশীক্ষণ গেল না, মিনিট পনেরোর মধ্যেই ক্যারোলিন ছুটতে ছুটতে এসে ভেতরে ঢুকল। তারপর স্টিভকে দেখতে পেয়ে চুপিসাড়ে এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে তাকে টেনে এক থাপ্পড় কষাল। স্টিভ মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠল।

"বেজন্মা কুত্তার বাচ্চা কাঁহিকা," ক্যারোলিন চেঁচিয়ে উঠল, "এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে বসে মজা লোটা হচ্ছে, তাই না?" পরক্ষণেই সে অ্যালেক্সের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল, "তোমার জানা দরকার যে এই বদমাশ লোকটা আমার স্বামী। গতসপ্তাহে আমাদের বিয়ে হয়েছে, ওর ফ্যানেরা শুনলে দুঃখ পাবে, তাই ব্যাপারটা চেপে রাখব ভেবেছিলাম, কিন্তু পারলাম না।"

অ্যালেক্সের মুখ এখন মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। স্টিভের অবস্থা আরো শোচনীয়। মাথা নীচু করে ও যেভাবে বসে আছে, তাতে মনে হচ্ছে ক্যারোলিন ইচ্ছে করলে এক ধমকে ওকে টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে দিতে পারে।

"তোমার আরো একটা কথা জানা দরকার," ক্যারোলিন ফুঁশতে ফুঁশতে অ্যালেক্সকে বলল, "আমি তিন মাসের পোয়াতি, ওর বাচ্চা আমার পেটে—কাজেই বুঝেসুঝে চলবে বাছা, হাঁদার মত যা তা করে বসোনা যেন।"

"আমি খুব দুঃখিত, আগে এসব কিছুই জানতে পারিনি," বলে মুখ কালো করে অ্যালেক্স চেয়ার ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। পেছনে পেছনে আমিও চলে এলাম। আমায় দেখেই ঝরঝর করে ও কেঁদে ফেলল। আমি ওকে আর কিছু বললাম না। একটা ট্যাক্সি ডেকে অ্যালেক্সকে নিয়ে উঠে পড়লাম। ড্রাইভারকে আমার বাড়ির রাস্তা বাৎলে দিলাম। এবার আর ওকে সেদিনের মত পালিয়ে যেতে দিচ্ছি না। যতক্ষণ না ট্যাক্সিটা আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, ততক্ষণ অ্যালেক্স একটা কথাও বলল না। তারপর সেদিনের সেই পুরনো বাক্যালাপ শুরু হল।

"অ্যাই টনি, আজ নয়, অনেক দেরী হয়ে গেছে, আজ বাড়ি ফিরতেই হবে। আরেকদিন আসব।"

"আরে বাবা এক ঢোক ব্রাণ্ডি গলায় ঢালতে আর কতক্ষণ নেবে," আমি বললাম, "ওটা তোমার খুব দরকার।"

"আমার ব্রাণ্ডি ভীষণ বাজে লাগে," অ্যালেকজান্ড্রা ন্যাকন্যাকা গলায় বলল।

"ঠিক আছে," আমি বললাম, "ব্রাণ্ডি থাক তাহলে। তুমি বরং একটু কফি খাও।"

"কফি খেলে আমায় সারারাত জেগে থাকতে হবে," অ্যালেকজান্দ্রা বলল, "তোমায় অনেক বিরক্ত করেছি, এবার আমায় বাড়ি নিয়ে চল।"

বলাবাহুল্য সব কথাই হচ্ছিল গাড়ির ভেতর বসে। শকুনের মত দেখতে ট্যাক্সি ড্রাইভারটা দু'কান খাড়া করে আমাদের প্রত্যেকটা কথা শুনছে টের পাচ্ছিলাম।

"শোন অ্যালেক্স," আমি বললাম, "পাঁচ মিনিটের বেশী সময় নেব না কথা দিচ্ছি। চটপট এককাপ কফি বানিয়ে তোমার সঙ্গে একটু আড্ডা মারব, তারপর আমি নিজে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব।"

অ্যালেক্স দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে, চল।"

ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে অ্যালেক্সকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলাম। ড্রাইভার বজ্জাতটা চোখ পিটপিট করে বলল, "কফি খেয়ে যা করার করে নিন দাদা, তারপর চটপট ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিন।" আমি কোন যুতসই জবাব দেবার আগেই ব্যাটা স্টার্ট দিয়ে গাড়ি নিয়ে ভেগে পড়ল।

অ্যালেকজান্দ্রাকে বাইরের ঘরে সোফায় বসিয়ে আমি বন্ধ সবকটা জানাল খুলে দিলাম। নিউ ইয়র্ক রওনা হবার দিন জানালাগুলো বন্ধ করেছি, লণ্ডনে ফিরে আসার পর আজ এতক্ষণে খুললাম। ভ্যাপ্‌সা গন্ধে চারদিক ভরে গেছে।

মুশকিল হচ্ছে অ্যালেক্সকে ত নিয়ে এলাম, কিন্তু এবার ওকে নিয়ে কি করব তা ঠিক ভেবে পাচ্ছিনা।

"তোমার ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর," অদ্ভুত শান্ত আর মিষ্টি গলায় অ্যালেক্স বলল, "এখানে অনেকদিন ধরে আছো, তাই না?"

"না অনেকদিন কোথায়, এই মাস কয়েক হল," আমি বললাম, "আসলে জায়গাটা ভীষণ ছোট, বুঝলে? এর থেকে আরো ভাল কোন জায়গা দেখতে হবে।"

কেৎলীতে জল চাপিয়ে দিয়েছি, টগবগ করে ফোটার আওয়াজ কানে আসছে। হঠাৎ মনে হল কফির কথা বলা আমার উচিত হয়নি, আসলে ওকে একটু মদ খাওয়ানো দরকার।

"অ্যালেক্স, তুমি কখনো আইরিশ কফি খেয়েছো?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"না ত," ও জবাব দিল, "আমি খাওয়া দূরে থাক, ওর নামই কোনদিন শুনিনি।"

এমন নয় যে আমি নিজে আইরিশ কফি বানাতে জানি। হঠাৎ মুখ দিয়ে নামটা বেরিয়ে পড়েছে। তবু বলেছি যখন তখন ওকে খাইয়ে তাক লাগিয়ে দিতেই হবে। ভাবলাম দুধের বদলে কফিতে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দেব, তাহলেই হবে।

"খেয়ে দেখো, খুব ভাল লাগবে," আমি বললাম। অ্যালেক্স কিছু বলল না। প্রেয়ারের একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিয়েছিলাম, গানটা এতক্ষণে বেশ জমে উঠেছে, "তোমার হাসির রেশটুকু যে ভুলতে পারিনা।" অ্যালেক্সের বদলে অন্য কোন মেয়ে থাকলে এতক্ষণে তাকে নিয়ে আমি ঠিক বিছানায় তুলতাম।

"আমেরিকায় তাহলে তোমার সময় বেশ ভালই কেটেছে, কি বল?" অ্যালেক্স জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, তা বলতে পার," আমি জবাব দিলাম। ওর দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজে একটাতে চুমুক দিলাম। দুধ বা চিনি না থাকলেও খেতে খুব মন্দ হয়নি।

"জানো অ্যালেক্স," আমি বললাম, "তোমায় আমার অনেক কথা বলার ছিল।"

অ্যালেক্স কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল। তারপর দেয়ালে টাঙ্গানো আমার একটা ছবি মন দিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠল, "টনি, তুমি কি আমায় নিয়ে বিছানায় শুতে চাও?" আমি শক্ খাবার মত একটা ধাক্কা খেলাম। ওর প্রশ্নের ধরন শুনে মনে হল যেন জানতে চাইছে বাড়ি ফেরার পরের বাসটা কখন ছাড়বে।

"কি? কি বললে?" আমি বোকার মত প্রশ্ন করলাম। হাতে ধরা কাপ থেকে কিছুটা কফি হঠাৎ চলকে পড়ে গেল।

অ্যালেক্সের চোখেমুখে এখন লাল ছোপ ধরেছে। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে বলল, "কি, চাও?"

সত্যি কথা বলতে কি, গোটা জিনিসটা এইরকম দাঁড়াক, তা আমি চাইনি। আসলে আমি চেয়েছিলাম ওকে একটু আদর করে, একটু চুমু খেয়ে আজকের মত ছেড়ে দেব।

"হ্যাঁ, চাই বইকি," আমি ঘাড় চুলকে বলেই ফেললাম। নিজেকে আমার এখন একটা বোকা উল্লুকের মত লাগছে।

"ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করব," অ্যালেক্স শান্ত গলায় বলল। আমরা দু'জনেই দুজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বসে রইলাম। আমি লক্ষ্য করলাম কফির কাপ ধরা ওর হাতটা থরথর করে কাঁপছে।

আমি উঠে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত থেকে কাপটা নিলাম, তারপর গভীরভাবে চুমু খেলাম ওর ঠোঁটে। এবার আর অ্যালেক্স বাধা দিল না, শুধু টের পেলাম আমার ঠোঁটের ওপর ওর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হাত বাড়িয়ে ওকে কৌচ থেকে টেনে তুলে নিলাম, তারপর এক এক করে ওর জামার বোতামগুলো টেনে খুলতে লাগলাম।

"আমি আগে শোবার ঘরে যাচ্ছি, কেমন? অ্যালেক্স বলল, "তুমি পরে এস।"

"অ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে," আমি উত্তর দিলাম।

"আমি তৈরী হয়ে তোমায় ডাকব," বলে ও পাশের শোবার ঘরে চলে গেল।

জামাকাপড় সব খুলে ফেলব কিনা ভাবতে লাগলাম। প্লেন থেকে নেমে আর পোশাক পাল্টানো হয়নি। বড্ড গরম লাগছে, এই ফাঁকে বাথরুমে ঢুকে একটু স্নান করে নিলে খুব ভাল হয়।

'টনি, আমি তৈরী," শোবার ঘর থেকে অ্যালেক্স বলে উঠল, "দেখো ঘরে ঢুকে লাইট জ্বালিয়ো না যেন।"

ঘরে ঢুকে আমি এক এক করে জামাকাপড় খুলে মেঝের ওপর রাখলাম। চিবুক পর্যন্ত বেড কভারে ঢেকে অ্যালেক্স আমার বিছানায় শুয়ে আছে। আমার পরনে শুধু প্যান্ট। খাটে উঠে তার পাশে শুয়ে পড়লাম।

উনিশ

ফন্টেন

টাট্টু ঘোড়াটাকে খেদিয়ে এবার নিজেকে হালকা লাগছে। আমার একটু শিক্ষা হওয়া বোধহয় বাকি ছিল, ঈশ্বর সেটুকু এইভাবে পূর্ণ করলেন। যে যেখানে সুখে থাকে এবং যাকে যেখানে মানায়, সেখান থেকে তাকে কখনো সরিয়ে আনতে নেই, এ যে কতবড় খাঁটি কথা তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বনের জানোয়ারদের খাঁচায় পুরলে তারা যেমন পাগল হয়ে যায়, টনিকে হোবো থেকে এখানে নিয়ে এসে সেই অবস্থাই হয়েছিল। হোবোতে টনিকে দেখলে মানুষ বলে মনে হয়, এখানে একদম ফালতু।

বেঞ্জামিন আজই এসে পৌঁছেছে, বহুক্ষণ হল বাথরুমে ঢুকেছে। স্নান করতে করতে দাঁত মাজছে। মুখে জল নিয়ে কুলকুচো করছে সেই আওয়াজও পাচ্ছি। বেঁটে মোটা বেঞ্জামিন দিনে তিনবার স্নান করে। আমার সঙ্গে দেহমিলনের আগে এবং পরেও স্নান করে। আমার খুব খারাপ লাগে বটে, কিন্তু এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, সেকথা মানতেই হবে। দিনে দু'বার, কখনো তিনবার ও আণ্ডারওয়্যার আর মোজা পাল্টায়। ব্যবসায়ী হিসেবে ও নিঃসন্দেহে প্রতিভাধর পুরুষ, কিন্তু স্বামী হিসেবে একদম যাচ্ছেতাই।

আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে সুন্দর সুঠাম শরীর আর টাকা ছাড়া আর কিছুই আমি বুঝি না। আমাদের দু'জনের মধ্যে বলার মত কথাও প্রায় হয় না বললেই চলে। সামাজিক কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর খবর শুনতে ওর যেমন কোন আগ্রহ নেই, ওর ব্যবসার খবর শুনতে তেমনি আমার ভীষণ বিশ্রী লাগে। ওর ছেলেমেয়ের কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে, আবার আমার জামাকাপড়ের প্রসঙ্গ উঠলেই ও বিরক্তিতে নাক কোঁচকায়। সত্যিই আমরা দু'জন নিজেদের কাছে বড় একা।

কিছুদিন আগে ও জানতে চেয়েছিল আমি মা হতে চাই কিনা। আমি ওকে সাফ বলে দিয়েছি এই বয়সে ওর বাবা হওয়া মানায় না। তাছাড়া আমি কচি ছেলেপুলে একদম পছন্দ করি না। ওরা শুধুশুধু সময় নষ্ট করে, তাছাড়া ঘরদোর ভীষণ নোংরা করে, দিনরাত চিৎকার চেঁচামেচি, মাথা ধরে যায়। সবচেয়ে বড় কথা, আমার ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে। তার সবচাইতে বড় উদাহারণ হল আমার বান্ধবী ভ্যানেসা। একগাদা ছেলেপুলে নিয়ে ওকে ঠিক গোরুর মত দেখায়।

হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে বাধা নেই, যেভাবে এখন আমার জীবন চলছে, আমি জীবনে যা কিছু পাবার, সব পেয়েছি। দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছি, আর তারই মাঝে নতুন সুন্দর চেহারার টাট্টু ঘোড়ার দৌড় দেখছি। দেখছি তারা কে কত ছুটতে পারে। টনিই তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ—ছিল একটা বাজে রেস্তোরাঁয় ওয়েটার, কপালগুণে আর আমার হাতযশে আজ সে আমার প্রেমিকে পরিণত হয়েছে। আসলে টনি যে কি, তা এক একসময় আমি নিজেই ভেবে পাইনা।

এক একটা সময় মাঝে মাঝে আসে যখন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের দেহটা আর প্রধান থাকে না। আমার মনে হয় টনির সঙ্গে আমার সম্পর্কও ঠিক সেই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এবার ওকে বিদেয় করার সময় এসেছে। এতদিনে মনে হচ্ছে ওকে যে করেই হোক খেদাতেই হবে, এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। 'হোবো' থেকে খেদিয়ে ওকে পুতুল পুতুল চেহারার সেই সুন্দরী মেয়েগুলোর সামনে ফেলে দেব, দেখব তখন তাদের মধ্যে কে ওর দিকে মুখ তুলে তাকায়। বেঞ্জামিনকে আগে থেকে বলে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ফিরে গিয়েই ও টনিকে ছাঁটাই করে।

একথা মানতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে একজন ধনী পয়সাওয়ালা টাট্টু আমার খুব দরকার। বেঞ্জামিনের মত যার পয়সা আর সুনাম দুই-ই রয়েছে। তেমন কাউকে পেলে তখন আমি বেঞ্জামিনকে ডিভোর্স করে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারি। তবে এ পর্যন্ত তেমন পয়সাওয়ালা কোন টাট্টু আমার জীবনে আসেনি, অন্তত এখনো পর্যন্ত তেমনি কেউ আছে বলে ত আমার মনে হচ্ছে না। যাদের পয়সা, সুনাম দুই-ই আছে, তারা সবাই মোটা, বুড়ো, আর বিশ্রীরকম একঘেয়ে, ঠিক বেঞ্জামিনের মত।

বেঞ্জামিন স্নান সেরে বেরিয়ে এসেছে। আমি একগাল হেসে বললাম, "ভাল করে স্নান করেছো ত?"

"হ্যাঁ, খুব ভাল করে স্নান করেছি," ও বলল, "আমার সেক্রেটারী এসেছে?"

"জানিনা," আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, "অ্যাডামোকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে হবে। সারা আর অ্যালেনের সঙ্গে আমরা আজ ডিনার খাব। সারা হালে ওকে বিয়ে করেছে, ছেলেটা লেখক। আমার মনে হয় ওকে তোমার খুব পছন্দ হবে।"

"ফন্টেন," বেঞ্জামিন বলল, "তুমি জান যে সারাকে আমি একদম বরদাস্ত করতে পারিনা, ওকে দেখলেই আমার বমি আসে।"

"ডার্লিং," আমি এগিয়ে গিয়ে বেঞ্জামিনের পরনের তোয়ালে খুলে ফেলার জন্য টানাটানি শুরু করলাম, ও ছটফটিয়ে উঠে তোয়ালেটা চেপে ধরল যাতে খুলে না যায়।

"এখন নয় ক্যপ্টেন," বেঞ্জামিন বলল, "পরে। আমার সেক্রেটারী এক্ষুণি এসে পড়তে পারে।"

"ঠিক আছে, তুমি তোমার মিস ক্লার্কের সঙ্গে বকবক কর, আমি ততক্ষণে স্নান সেরে নিই," আমি বললাম, "বেঞ্জামিন, তোমার কি মনে হয় আমি খুব মোটা হয়ে যাচ্ছি?" যদিও আমি খুব ভালভাবেই জানি যে আমার শরীরে এক আউন্স চর্বি নেই। আমি এও জানি যে আমার শরীর বেঞ্জামিনকে চনমন করে তোলে।

"না, না তুমি মোটা হতে যাবে কেন?" বলে দু'চোখ দিয়ে সে আমার শরীরটা ভাল করে জরীপ করে নিল।

আমি অ্যাডামোকে ইণ্টারকমে ডাকলাম, "অ্যাডোমো, মিস্টার খালেদের সেক্রেটারী কি এসেছেন?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।"

বেঞ্জামিন তখন জামাকাপড় পরছে। আমি বললাম, "শোন, তোমার সেক্রেটারী এসে গেছে, ছ'টার ভেতর সব কাজকর্ম চুকিয়ে ফেল। আমি সিডওয়েলদের কথা দিয়েছি যে আমরা ওদের ওখানে গিয়ে একটু ড্রিংক করব।"

কুড়ি

অ্যালেকজান্ড্রা

ম্যাডিটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটা জিনিস দেখেছি, যখনই ওর সঙ্গে কোন ব্যাপারে কথা বলার দরকার, হয় তখনই ও গুটিসুটি মেরে কম্বলের নীচে ঢুকে পড়ে। ম্যাডিকে কষে একটা গুঁতো মারলাম, কিন্তু ওর জাগার কোন লক্ষণই দেখলাম না। দেখেছো কাণ্ড! আজ আমার জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রাত, ওকে কত কথা শোনাব ভেবে রেখেছি, কিন্তু ওর সেসব শোনার কোন ইচ্ছেই দেখছি না।

লক্ষ্য করে দেখলাম আমার হাঁটুদুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। কিন্তু আয়নায় মুখ দেখে নিজেকে আলাদা কিছু মনে হল না।

আজ সন্ধ্যে থেকে যেভাবে কাটল তা চিরকাল আমার মনে থাকবে। প্রথমে স্টিভ স্কট পর্ব, তারপর তার বৌয়ের খিস্তি-খেউর। আমার ত লজ্জায় মাটির ভেতর ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করছিল। সবচেয়ে বড় কথা, মাইকেল চুপচাপ বসে গোটা ব্যাপারটা দেখে গেল। ওর সামনে আমায় বেকুব বনে যেতে হল। আমার মুখটা রইল?

যাকগে, অন্তত এই ব্যাপারটার শেষে টনি হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলায় মনটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটার ব্যবহার এত ভাল যে ওর ফ্ল্যাটের বাইরে ট্যাক্সিতে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম যে আমার কারও শয্যাসঙ্গিনী যদি হতেই হয় তবে টনিই হচ্ছে সেদিক থেকে একমাত্র উপযুক্ত লোক। অন্তত ও হল একমাত্র লোক যে আজ আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল।

আমার এখন মনে হচ্ছে যে ওকে যখন আমার সঙ্গে দেহমিলনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম তখন ও কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। সত্যি, আমি যে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে এটুকু বলতে পারব তা স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করিনি। কিন্তু তখন আর আমার কিছুই করার ছিল না। আমি ঠিক করছিলাম নিজের কুমারীত্ব সেদিন যেভাবেই হোক বিসর্জন দেব।

চুলোয় যাক আমার সতীপনা! ভেতরে ভেতরে গুমরে নিজেকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর নয়।

আচ্ছা, আমি কি বাজারের মেয়েমানুষ হয়ে গেলাম? মাইকেল প্রায়ই খুব বাতেলা দিয়ে বলে যে বাজারের মেয়েমানুষ ওর খুব ভাল লাগে। আসলে টনির সঙ্গে আজ যা হল, তার মধ্যে আমি কোন মজাই খুঁজে পাইনি। আমি অন্ধকার ঘরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে রইলাম, টনি আমার ওপর উঠে বসল। ছেলেটা দেখতে পাতলা হলে কি হবে, ওজন আছে। বেজায় ভারী, আমার বেশ ব্যথা লেগেছে। তাছাড়া ব্যাপারটা বড্ড বিশ্রী। আমার একদম ভাল লাগেনি। আমার মা আর বাবাও একদিন ওরকম করেছিলেন, এটা কল্পনা করতেই কিরকম যেন মনে হয়। সত্যি কি তাঁদের মধ্যে ওরকম কোন ব্যাপার ঘটেছিল? নিশ্চয়ই হয়েছিল নয়ত, আমি আর বেন, আমরা দু'ভাই বোন এলাম কোত্থেকে? ইস্, মাকে ঐ অবস্থায় কল্পনা করতে আমার ভীষণ বিশ্রী লাগছে।

ম্যাডিটাকে আরেকটা ধাক্কা দিলাম, কিন্তু ওর জেগে ওঠার কোন ইচ্ছে দেখছি না। এদিকে আমার হয়েছে জ্বালা। আজকের ব্যাপারটা কাউকে না বলা পর্যন্ত আমি ঘুমোতে যেতে পারব না।

অবশ্য এও ঠিক যে সবচাইতে তাজ্জব ও রোমাঞ্চকর ব্যাপার হল মাইকেল একদিন ওর সঙ্গে বেরোবার জন্য বলেছে। বেরোনো মানেই অভিসার তা আর খোলাখুলি বলার দরকার নেই। যেদিন আমি আর মাইকেল শুধু বেরোব, আর কেউ আমাদের সঙ্গে থাকবে না। ও নিশ্চয়ই একটা নিরিবিলি ভদ্র গোছের কোন রেস্তোরাঁয় আমায় নিয়ে যাবে, আর তার মানে আমায় ওর নিশ্চয়ই খুব ভাল লেগেছে।

এখন আবার নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে। জানিনা আগামীকাল কোন মুখ নিয়ে অপিসে কাজ করতে যাব। এই সেক্রেটারীর চাকরী কতদিন থাকবে, আদৌ থাকবে কিনা, তাও ছাই জানিনা।

ওগো মাইকেল সোনামণি, আমি আজ যা করেছি তা কি ঠিক? এটুকু জেনে রেখো যেটুকু করেছি তা তোমার মুখ চেয়েই করেছি।

কিন্তু টনির সঙ্গে যা হল, তার ফলে যদি আমার পেটে বাচ্চা এসে যায়, তখন কি হবে? যদি আমায় মা হতে হয়? টনি বলছিল, ও এ বিষয়ে ঠিক হুঁশিয়ার আছে, মারাত্মক কিছু ঘটতে দেবে না। ও আমায় কি ভাবে? জানি না আর কখনো ওর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারব কিনা। এখন মনে হচ্ছে পুরনো দিনের সেই কড়া নিয়ম কানুনই ভাল ছিল যখন প্রত্যেক পুরুষ চাইত তার স্ত্রী অক্ষতযোনি কুমারী হবে। বিয়ের আগে অন্য কোন পুরুষ যার শরীরের স্বাদ পায়নি, এখন দিনকাল পাল্টে গেছে, এখন কুমারী সেজে বসে থাকার মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই, সে ব্যাপারটাই বিশ্রী। আসলে আমার মাথাটাই এখন ঘুলিয়ে যাচ্ছে, কোনটা যে ঠিক, কোনটা যে ভাল, তা নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না।

"অ্যাই ম্যাডি, ওঠ! কতক্ষণ ধরে ডাকছি, ওঠ না!" আমি ম্যাডিকে আরেকটা ঠেলা দিলাম।

টনি

একুশ

আয়ান লোকটাকে জপিয়ে বাগে আনতে খুব বিশেষ বেগ পেতে হলনা। লোকটার কথা আগে কেন আমার মনে আসেনি আমি তাই ভেবে পাচ্ছিনা। সমাজে বিরাট নামী লোক হবার জন্য, কেষ্টুকেটা হবার জন্য ও বেচারা হেদিয়ে মরছে, আর ওর এই বাসনা পূরণের জন্য নাইটক্লাবের মালিক হওয়া ছাড়া আর কোন ভাল রাস্তা আছে?

একনাগাড়ে এতক্ষণ আমিই শুধু বকবক করে গেলাম, ও শুধু বাচ্চা ছেলের মত শুনে গেল। আসলে আমি গতকাল পর্যন্ত ওকে একটা নোংরা শুয়োরের বাচ্চা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি, এতসময় ওর সঙ্গে কথা বলব, তা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি। এখন কথা বলে দেখছি ওর মধ্যে এমন একটা হাবভাব ফুটে উঠছে যেন আমি ওকে উদ্ধার করে দিয়েছি।

একটা নাইটক্লাব খুলতে কত খরচ পড়বে, কিরকম লাভ থাকবে, এসব আলোচনা করতে করতেই এক ঘণ্টা কেটে গেল। একঘন্টা পর আমরা উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলাম।

"তাহলে কথাবার্তা সব পাকা হয়ে রইল।" আয়ান বলল।

খুব ভাল কথা। টাকাপয়সা যা লাগবে সব আয়ান দেবে, চালানোর ভার আমার। মাইনে ছাড়া আমি লাভের শতকরা উনপঞ্চাশ ভাগ পাব। আমি শতকরা পঞ্চাশের জন্য খুব চাপাচাপি করেছিলাম, কিন্তু আয়ান ওর জেদ কিছুতেই ছাড়ল না।

"তাহলে নাইটক্লাবের নাম হবে "আয়ানস', কি বল টনি?" ও যাবার আগে বলল।

"হুঁ", আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, ও ব্যাপারটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

রাত প্রায় চারটে বাজে। আয়ান আর তার দলবল এখনো বসে থাকায় আমার ওয়েটারদের মুখ ফুলেছে। ওদের বাড়ি যেতে দেরী হচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "না হে, এবার বাড়ি যেতে হবে, শোবার সময় হয়ে গেছে, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।"

"হ্যাঁ চল যাওয়া যাক," বলে সে উঠে দাঁড়াল।

বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে আয়ান তার গাড়ির দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, "তোমার গাড়ি কোথায় টনি?"

"আমার গাড়ির একটা পার্টস খারাপ হয়েছে, তাই গ্যারেজে পাঠিয়েছি," আমি বললাম।

"ঠিক আছে, আমার গাড়িতে ওঠ, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।"

"না না, থাক আয়ান," আমি ভদ্রতা করে বললাম, "তুমি আর অতদূরে কষ্ট করতে যাবে কেন, আমিই না হয় একটা ট্যাক্সি ডেকে নেব।"

"বলছি তোমায় নামিয়ে দেব," বলে আয়ান এক গুঁতোয় আমায় ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "শুধু শুধু কথা বাড়াচ্ছো কেন? তাছাড়া আমি চাই তুমি ডায়ানাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ওকে তোমার খুব ভাল লাগবে।" বলে আমার কানে কানে ফিসফিস করে ডায়ানা সম্পর্কে এমন একটা কথা বলল যা এখানে বলা যাবেনা, শুনলে আপনারা যে যতই লাটখোর হোন ঠিক কানে আঙ্গুল দেবেন।

"শোন আয়ান," আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি চাইনা।"

কিন্তু আয়ান আমার কথায় কোন পাত্তা না দিয়ে নিজের মনে গাড়ি চালাতে লাগল। ডায়ানা পেছনের সীটে আমার ঠিক গা ঘেঁষেই বসেছিল। আড়চোখে ঝাড়ি মেরে দেখলাম মেয়েটার মুখ ঘোড়ার মুখের মত লম্বা, গায়ে মাংস নেই, হাড়গোড়ে ভর্তি। এ মেয়েকে পাশে নিয়ে শুয়ে রাত কাটানোর কথা ভাবতেই আমার ঘেন্না হল।

"কোনদিকে যাব?" আয়ান জানতে চাইল।

"আয়ানকে রাস্তার হদিশ দিয়ে চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম, কি করে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাব। জানি আয়ান এইমুহূর্তে মনে মনে ভাবছে ও আমায় দারুণ একটা উপকার করে দিয়েছে।

বাড়ির সামনে এসে আয়ান গাড়ি থামাতে আমি দরজা খুলে নেমে পড়লাম, পেছন পেছন ডায়ানাও নেমে পড়ল।

"ওকে নিয়ে যাও টনি, গুরুদেব আমার," আয়ান গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল। "একদম সাটিন মাল, আরাম পাবে। তাহলে কাল বেলা তিনটেয় আমার অফিসে চলে এসো,

কেমন?" বলে সে আর আমার উত্তরের অপেক্ষায় না দাঁড়িয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল। ডায়ানাকে পাশে নিয়ে আমি বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

"তুমি থাকো কোথায়? এতক্ষণ পর আমি এই প্রথম ডায়ানার সঙ্গে কথা বললাম।

"আয়ানের সঙ্গে," ডায়ানা কিছুটা অবাক হয়ে উত্তর দিল "কেন?"

তার কথার কোন সদুত্তর সেইমুহূর্তে আমার মাথায় এলনা। হঠাৎ ভাবলাম আমি এরকম করছি কেন? আয়ানের সঙ্গে আমি ব্যবসায় নামতে চাইছি এখন তার কোন নর্মসহচরীর সঙ্গে রাত কাটালে যদি সে সন্তুষ্ট হয়, তবে তাতে অরাজি হবার কি কারণ থাকতে পারে? না, ওকে আজ রাতের মত আমায় ঘরে নিয়ে তুলতেই হবে।

"এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই," আমি ক্লান্ত গলায় ডায়ানাকে বলে এগিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুললাম।

অ্যালেকজান্ড্রা, আমার রূপসী, আমার সুন্দরী অ্যালেক্স, দয়া করে আমায় ক্ষমা কোর। আমি আজ যা করছি তা আমাদের দু'জনের কথা ভেবেই করছি এটা জেনে রেখো।

বাইশ — টনি

অ্যালেক্স টেলিফোনে উইকএণ্ডে আমায় ওদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যাবে শুনে মনে যেটুকু আনন্দ হয়েছিল, তা পুরোপুরি চুপসে গেল যখন দেখলাম হতচ্ছাড়ি ম্যাডিও সেজেগুজে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি। অ্যালেক্স আর ম্যাডি দু'জনেরই পরনে রঙীন ট্রাউজার্স'স ম্যাডি আবার মাথায় একটা জন লেনন ক্যাপ চাপিয়েছে। আমায় দেখে অ্যালেক্স হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলল, "এই যে, এসে গেছ। একটু কফি খাবে নাকি?"

"না, এখন আর কফি খাবার সময় নেই," আমি বললাম, বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি, এবার রওনা হওয়া যাক।"

ট্রেনে সারাটা পথ দুই বান্ধবী এমন বকবক শুরু করল যে আমার কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। ওদের বকবকানি শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেরই খেয়াল ছিল না। ঘুম ভাঙ্গল অ্যালেক্সের কনুইয়ের গুঁতোয়, আমার কানের কাছে মুখ এনে ও বলল "ওঠ, আমরা এসে গেছি।"

প্লাটফর্মে নেমে চারদিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম অ্যালেক্স আর ম্যাডি দৌড়ে গিয়ে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে জড়িয়ে ধরল। নিশ্চয়ই ইনি অ্যালেক্সের মা। স্যুটকেসগুলো টানতে টানতে আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে অ্যালেক্স তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল, বলল, "মা, টনি ব্লেক, আমার বন্ধু।"

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হলাম," অ্যালেক্সের মা বললেন। আমি ভাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার চোখও অ্যালেক্সের মতই কটা। ভদ্র মহিলাকে দেখতে এককথায় সুন্দরী বলা চলে।

"আমার মেয়ের আর এজীবনে বুদ্ধিসুদ্ধি হবেনা," ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে বললেন, "দেখুনতো, আপনি অতিথি, এদিকে সমস্ত বাক্স পেটরা আপনার হাতেই ধরিয়ে দিয়েছে।"

"না না, ঠিক আছে," আমি কেশে বললাম, তারপর তাঁর পেছন পেছন গিয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা স্টেশন ওয়াগানে গিয়ে উঠে বসলাম।

অ্যালেক্সদের বিশাল বাড়ি দেখে আমি সত্যিই তাজ্জব বনে গেলাম, আস্তাবল, সুইমিং পুল, গেস্ট হাউস থেকে শুরু করে তিনখানা হাল ফ্যাসনের পেল্লায় গাড়ি, ঝি চাকর, কি নেই। এই

বিশাল সম্পত্তির যিনি মালিক, তাঁর মেয়ে হয়ে অ্যালেক্স কোন্ সুখে সেক্রেটারীর চাকরী করছে তা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছেনা।

একটা বাটলার ঘরে ঢুকে আমায় বলল "স্যার, আপনার ব্যাগটা খুলে জামাকাপড় সব গুছিয়ে দেব?"

"না থাক," আমি বললাম, যতক্ষণ ব্যাগ না খোলে ততক্ষণই মঙ্গল, কারণ ব্যাগ খুললেই ভেতর থেকে বেরোবে আমার দুটো দোমড়ানো মোচড়ানো পুরনো সোয়েটার, আর গোটাদুয়েক আণ্ডারপ্যান্ট যেগুলোর গায়ে অসংখ্য ফুটো। চাকর বাকরদের সামনে ওসব বের করলে আমার নয়, বরং অ্যালেক্সেরই প্রেস্টিজ থাকবেনা।

"তাহলে একটু ড্রিংক করবেন, স্যার?" ব্যাটা তবু যেতে চায়না। আমার একটু সেবা করতে পারলে যেন বর্তে যায়।

"হ্যাঁ, তুমি আমায় একটু স্কচ আর কোক এনে দিতে পার," আমি বললাম, "সঙ্গে বরফ দিও কিন্তু।"

"স্কচ আর কোকাকোলা স্যার?" বাটলারটা আবার প্রশ্ন করল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ," আমি মুখ ভেংচে বললাম, "কোকাকোলাই দিতে বলেছি।"

গাঁইয়া বাটলারেরা যে এত বেকুব হয় তা আগে জানতাম না। কোক আর কোকাকোলা যে একই বস্তু, এ ত শিশুও জানে।

আসার সময় অন্তত একটা স্যুট না এনে খুব ভুল করেছি, কারণ এ ঘরে আমায় পৌছে দেবার সময় ম্যাডি আর অ্যালেক্স বলে গেছে যে সন্ধ্যে ঠিক সাতটায় ডিনার খেতে হবে, তাই ওরা জামাকাপড় পাল্টে নিতে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে গোটা দুই পুরনো সোয়েটার আছে, আপাততঃ ওরই একটা গায়ে চাপাতে হবে। আরেকটা আগামীকাল পরব। কিন্তু অ্যালেক্সের শোবার ঘরটা কোথায়? ওটা কোন্দিকে তা না জানা পর্যন্ত মনে একদম শান্তি পাচ্ছিনা।

বাটলার স্কচ নিয়ে আসতে আমি একঢোকে তা মেরে দিলাম। তারপর সোয়েটার পরে ঘর থেকে বেরোলাম অ্যালেক্সের খোঁজে।

ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামতেই একদম অ্যালেক্সের মার মুখোমুখি পড়ে গেলাম। এক লাল টুকটুকে দৈত্যের মত চেহারার আধবুড়োর সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি গল্প করছিলেন, আমায় দেখেই বললেন, "আসুন মিঃ ব্রেক, ইনি ডঃ সাটন, আমাদের পারিবারিক শুভার্থী।"

আমি এগিয়ে আধবুড়ো দৈত্যের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলাম। অ্যালেক্সের মা আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, "মিঃ ব্রেক, লণ্ডনে থাকেন, অ্যালেকজান্ড্রার বন্ধু।"

"ও, তাই নাকি? হুঁউম্!" বলে নাক দিয়ে বাঘের ডাকের মত ছোট একটা হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি, "বন্ধু-তাইনা? লণ্ডনে থাকেন, হুঁউম্! বাঃ, খুব ভালো, লণ্ডন খুব ভাল জায়গা। আমিও শীগগিরই যাচ্ছি ওখানে, হুঁউম্। হ্যাঁ, অ্যালেক্স খুব ভাল মেয়ে, ঠিক ওর মার মত, হুঁউম্! হুঁম্-হুঁম্ হুঁম্ হুঁউম্!"

তাঁর এই হুঙ্কার শুনে আমার বেদম হাসি পেলেও বহুকষ্টে তা চেপে রাখলাম।

"আপনি একটু ড্রিংক করবেন মিঃ ব্রেক?" অ্যালেক্সের মা জানতে চাইলেন।

"ড্রিংক? অ্যাঁ-হ্যাঁ, তা একটু দিতে পারেন। আপনি আমায় টনি বলে ডাকবেন," আমি বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বললাম। ওঁর ইঙ্গিতে সেই গাঁইয়া বুড়ো বাটলারটা এগিয়ে এল, তারপর আমি কিছু বলার আগেই বলল, "স্কচ আর কোকাকোলা দেব ত স্যার?"

"হ্যাঁ।"

"হুঁউম্, এটা একটা বাসা ড্রিংক," ডঃ সাটন মাথাটা ঝুঁকিয়ে বললেন, "অ্যালকোহল দিয়ে কার্বোনেটেড ড্রিংক খাচ্ছেন, হুঁউম্! তা এর চাইতে শুধু কোকাকোলা খেলেই ত হয়।"

এই বুড়ো পাঁঠাটা কতক্ষণে এখান থেকে বিদেয় হবে তাই ভাবছিলাম, এমন সময় অ্যালেক্স আর ম্যাডি দু'জনেই খুব সেজেগুজে এল। আমায় দেখেই ম্যাডি অবাক হয়ে বলল, "একি, তুমি এখনো পোশাক পাল্টাওনি?"

"চুপ, ম্যাডি" অ্যালেক্সের মা বললেন, "মিঃ ব্রেকের পোশাক পাল্টাবার দরকার নেই।"

"আমারই ভুল হয়ে গেছে টনি," অ্যালেক্স দুঃখী দুঃখী মুখে বলল, "আমাদের এখানে ডিনারের সময় ডিনার স্যুট পরতে হয়। ভেবেছিলাম তুমি জান......" তারপরই হেসে ফেলল অ্যালেক্স, হাসি থামতে বলল, "আমিও যেমন বোকা। সত্যিই ত, তুমি এখানকার নিয়ম কি করে জানবে?"

সত্যিই ত, আমি কি করে জানব? এই সেদিনও ত আমি একটা রেস্তোরাঁর ওয়েটার ছিলাম।

"আপনি এ নিয়ে মাথা ঘামাবেননা মিঃ ব্রেক," অ্যালেক্সের মা বললেন, "আপনি এখন যা পরে আছেন তাতেই আপনাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে।"

আমি আর কি বলব, বাটলার এসে আমার হাতে স্কচের গ্লাস ধরিয়ে দিতে আমি মাথা নীচু করে চোরের মত চুক চুক করে চুমুক দিতে লাগলাম। আমার করুণ দশা দেখে ম্যাডি খিকখিক করে হেসে উঠল। আমার খুব রাগ হল, ইচ্ছে হল ওর পেছনে ধাই করে একখানা লাথি কষাই।

"মিঃ ব্রেক, আপনি ঘোড়ায় চড়তে জানেন ত?" অ্যালেক্সের মা জানতে চাইলেন। আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। আমায় মিঃ ব্রেক বলে ডাকা বন্ধ না করলে ওঁকে আমি মেরেই ফেলব।

ভাবলাম বলি হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিলক্ষণ জানি, কিন্তু আমার ঘোড়ায় চাপার ধরনটা আপনাদের চাইতে আলাদা, অর্থাৎ বিছানায় না শুলে সেটা ঠিক বোঝানো যাবেনা, অনেক কষ্টে নিজের সে ইচ্ছে দমন করলাম।

বললাম, "না।"

"ইশ্, তাহলে ত খুব মুশকিল হল দেখছি, আপনাকে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবনা। থাকগে, আপনি বরং শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। ওরা কাল সকালে দুপুরে লাঞ্চের আগে ফিরে আসবে।"

আমি আর কিছু বললাম না। অ্যালেক্সের মা বেরিয়ে যেতে আমিও টুক করে নেমে বাইরে চলে এলাম। সামনেই অ্যালেক্সকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

"আই," আমি অ্যালেক্সকে বললাম, "তোমার ঘর কোনটা চটপট বলে দাও।"

"অ্যাঁ!" অ্যালেক্স কেমন ফ্যাকাশে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে ম্যাডি শোবে, তা জানো?"

"কোই পরোয়া নেই।" আমি তাকে সাহস দেবার জন্য বললাম, "তাহলে তুমি আমার ঘরে এসে শোও।"

"অ্যাই, না টনি," ও আমার কথা শুনে আঁতকে উঠে বলল, "এখানে ওসব করতে যেয়োনা, জানাজানি হয়ে যাবে।"

"শোন," বলে তার নরম তুলতুলে হাতের পাতাটা একটু আলতো করে টিপে দিয়ে বললাম, "আমি শুধু তোমার সঙ্গে একটু কথা বলব, দিব্যি করে বলছি।"

দিব্যি গাললে কি হবে, আমার শরীর যে গরম হয়ে উঠছে তা স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

"ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখব," অ্যালেক্স বলল। আমি এই ফাঁকে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম ম্যাডি ছাড়া আর কেউ ধারেকাছে নেই। জুলজুল চোখে ও আমাদের দেখছে। ম্যাডির চোখের সামনেই টুক করে আমি অ্যালেক্সকে একটা চুমু খেয়ে নিলাম।

"তাড়াতাড়ি কোর, দেরী কোরনা," আমি বললাম।

"দেখি চেষ্টা করে," বলে ও ম্যাডির সঙ্গে অন্যদিকে চলে গেল।

একটু পরেই গোটা বাড়ির লাইটগুলো একে একে নিভে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি মাত্র সাড়ে নটা। এবার শুতে যেতে হবে। দশবছর বয়সে পা দেবার পর রাত সাড়ে নটায় কোনদিনই ঘুমোইনি।

আমি আমার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। টিভি নেই, টেলিফোন নেই, এমনকি হাতের কাছে একটা রেডিও পর্যন্ত নেই যে কোন স্টেশন ধরে গান শুনব। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পরপর কয়েকটা সিগারেট খেয়ে গেলাম। ঘণ্টাখানেক এইভাবে কেটে গেল কিন্তু অ্যালেক্সের পাত্তা নেই। আমার মন বলছে ও আমার ঘরে আসবেনা। এবার নিজেই উঠে পড়লাম।

বাইরে প্যাসেজের বড় লাইটগুলো সব নেভানো এককোণে শুধু একটা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। সারি সারি বন্ধ দরজার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে একটার পর একটা চাবির ফুটোয় চোখ রাখলাম।

প্রথম কয়েকটা ঘরে কিছুই দেখতে পেলামনা, তারপর তিন নম্বর ঘরের দরজার চাবির ফুটোয় চোখ রাখতেই বেজায় চমকে উঠে ছিটকে সরে এলাম। স্পষ্ট দেখলাম ভেতরে আলো জ্বলছে, বিছানায় শুয়ে আছেন অ্যালেক্সের মা, আর ডাক্তার সাটন তাঁর ওপর—, নাঃ, সেকথা আর মুখে আনা যায়না। কিন্তু অ্যালেক্সের মা ত বেশ চৌকশ মহিলা দেখছি। বেঞ্জামিনকে ডিভোর্স করার পর দিব্যি বাড়ির ডাক্তারের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। তা চালান, ক্ষতি নেই। আমিও যেমন তাঁর মেয়ের সঙ্গে চালিয়ে যেতে চাইছি। অ্যালেক্সের হাসিটা পর্যন্ত ওর মার মত।

এমনিভাবে চাবির ফুটোয় চোখ রেখে একসময় আমি অ্যালেক্সের ঘরখানা বের করে ফেললাম। ম্যাডি খাটের ওপর শুয়ে আছে, ঘুমের ঘোরে নাক ডাকাচ্ছে, অ্যালেক্স একটা ডিভানের ওপর শুয়ে আছে।

দরজা খোলাই ছিল, আস্তে ঠেলতেই ভেতর থেকে খুলে গেল। চোরের মত পা টিপে টিপে অ্যালেক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। গলা পর্যন্ত চাদর চাপা দিয়ে অ্যালেক্স শুয়ে আছে, চুলগুলো বালিশের ওপর ছড়ানো, নিঃশ্বাসের তালে তালে ওর বুকটা ওঠানামা করছে। হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও পাশ ফিরে শুল।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'চোখ দিয়ে ওর শরীরটা যেন গিলে খাচ্ছি এইভাবে তাকিয়ে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে ওর বুকের ওপর হাত রাখতেই অ্যালেক্স চোখ মেলল। ঘুমের ঘোর কেটে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, "একি, টনি, তুমি "

"চুপ, আস্তে," আমি ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে হুঁশিয়ার করে দিলাম, "কি হল, তুমি আমার ঘরে এলেনা কেন?"

অ্যালেক্সের দু'গাল লাল হয়ে উঠল, মাথা নীচু করে বলল, "যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এমন ঘুম পেল যে আর চোখ খুলে রাখতে পারলামনা।"

"ঠিক আছে," বলে ওর হাত ধরলাম, "এবার চল।"

"ম্যাডির কি হবে? ও যদি জেগে উঠে দেখে যে আমি নেই?"

"ম্যাডি এখন ঘুমে কাদা হয়ে আছে, আমি পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে তোমায় তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।"

আমার ঘরে ঢুকে ও চেয়ারে আরাম করে পা এলিয়ে বসল, "কি কথা বলবে বলেছিলে, এবার বলে ফেল?"

তার কথায় উত্তর না দিয়ে আমি ঘরের সব লাইট নিভিয়ে একটা হালকা বাল্ব জ্বালিয়ে দিলাম। তারপর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে ওর চুলে আলতো করে বিলি কেটে দিতে লাগলাম।

আমার ভেতরের ছটফটানিটা বেড়ে যাচ্ছে, টের পাচ্ছি, আজ রাতে ওকে না পেলে আমি, মাইরি বলছি পট্‌কার মত ফেটে একদম চৌচির হয়ে যাব।

"ডিনারের জন্য আমি দুঃখিত," অ্যালেক্স বলল, "মা আবার এসব ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে। তোমায় ডিনার স্যুটের কথা বলে দেয়া আমার উচিত ছিল।"

"আলেক্স," আমি কি বলতে গিয়ে থেমে গেলাম, মনে হল গলাটা কে যেন চেপে ধরল। চুল থেকে হাত সরিয়ে দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে আস্তে আস্তে ওর ড্রেসিং গাউনটা খোলার চেষ্টা করলাম, ও ঝটপটিয়ে উঠে আমার হাত সরিয়ে দিতে চাইল।

"তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানোনা এটা খুব লজ্জার ব্যাপার টনি," অ্যালেক্স আবার বলে উঠল। এবার একটান মেরে ওর গা থেকে ড্রেসিং গাউনটা টেনে খুলে ফেললাম, তারপর জোর করে পাঁজাকোলা করে ওকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। অ্যালেক্স উপুড় হয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। আমার ভেতরের পশুটা এবার জেগে উঠল।

জামাকাপড় খুলে তার কাছে গিয়ে বসলাম, পরক্ষণেই ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, কাতর গলায় বলে উঠল, "না টনি, আজ নয়, দোহাই তোমার, দয়া কর।"

মেয়েদের না মানেই হ্যাঁ, তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে একটা চিন্তা হঠাৎ আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করল—এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চাই, এর সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাই। আমি জোর করে নিজেকে সামলে নিলাম। ওকে কিছুক্ষণ আদর করে বললাম, "ঠিক আছে সোনা, কেঁদোনা, তুমি যখন চাইছনা, তখন তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি ওটা করবনা।"

এবার ও কান্না থামিয়ে উঠে বসল, ভেজা ভেজা চোখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "ধন্যবাদ টনি, এবার আমায় ঘরে পৌঁছে দাও।"

শালা এরই নাম প্রেম তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। অ্যালেক্সকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মাথাটা ধরেছে, ঘুমের দফারফা হল বেশ বুঝতে পারছি।

অ্যালেক্স এতক্ষণে নিশ্চয়ই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি শালা রাতটা কাটাব কি করে?

বাইশ

অ্যালেকজান্ড্রা

সকালবেলা পিঠে কার আঙুলের সুড়সুড়ি লাগতে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি ম্যাডি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। হাই তুলে বললাম, "কটা বাজে রে?"

"সাতটা বাজে, উঠে পড়," ম্যাডি বলল, "কাল রাতে কোথায় গিয়েছিলি তুই? মাঝ রাতে উঠে বাথরুম করতে গিয়ে দেখি তোর বিছানা খালি। ঐ টনিটা বুঝি তোকে টেনে বের করে নিয়ে গিয়েছিল, তাইনা? তোর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে করে শেষকালে ঘুমিয়ে পড়লাম।"

"ধ্যাৎ ও কেন আমায় টেনে নিতে যাবে?" প্রতিবাদ করতে গিয়েও আমার গলাটা যেন কেঁপে গেল।

"আবার মিথ্যে কথা?" ম্যাডি ধমক দিয়ে বলল, "আমি জানি ও কালরাতে তোকে চিবিয়ে খেয়েছে। কেমন লাগল তাই বল।"

ম্যাডির কথার কোন উত্তর না দিয়ে সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। ফিরে এসে গম্ভীর মুখে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরোলাম। সঙ্গে আরো দুটো ঘোড়ায় মা আর ম্যাডি

ছিল। ফিরে আসার সময় একটা ছোট নদী পেরোতে গিয়ে আমার ঘোড়া হঠাৎ সামনের দুটো পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর আমিও টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম। মা আর ম্যাডি দু'জনেই আমায় পড়তে দেখে ঘোড়া থামিয়ে ছুটে চলে এল। দু'জনে আমার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। দেখলাম হাড়গোড় কিছু ভাঙ্গেনি বটে, কিন্তু বাঁ পা মাটিতে ফেলতে গেলেই ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

"পা টা মচকে গেছে মনে হচ্ছে?" মা গম্ভীর গলায় শুধু বললেন। দু'জনে ধরাধরি করে আমায় কোনমতে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এল। বাড়ি ফেরার পর মা ডাক্তার সাটনকে ডাকতে পাঠালেন। ডাক্তার সাটন এসে পরীক্ষা করে দেখলেন মার অনুমান ঠিক, সত্যিই আমার বাঁ পা-টা মচকে গেছে।

"পাঁচ ছ'দিন বিছানায় শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে," ডঃ সাটন গম্ভীরমুখে ফতোয়া জারী করলেন।

"ইশ, বেচারি!" ম্যাডির আক্ষেপ করার ধরন শুনে মনে হল ও যেন ঠাট্টা করছে।

একমাত্র মাকেই দেখলাম আমার পা মচকানো সত্ত্বেও দারুণ ঠাণ্ডামাথায় কাজ করছেন। ম্যাডির আক্ষেপ শুনে বললেন, "কিছু করার নেই। যাকগে, বেলা দুটোয় একটা ট্রেন লণ্ডন যায়। মিঃ ব্রেককে ঐ ট্রেন ধরে আজই চলে যেতে বলে দাও। আর তুমি, তুমি কি করবে ম্যাডি? তুমি এখানে এ ক'টা দিন থাকবে, না মিঃ ব্রেকের সঙ্গে চলে যাবে?"

"তুই চলে যা ম্যাডি," আমি ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে বললাম, "এখানে আমার সঙ্গে থেকে কি করবি বল?"

"উঁহু," ম্যাডি ঘাড় নেড়ে বলল, "আমার কোন অসুবিধে হবে না। তুই যদি বলিস তাহলে আমি থেকে যেতে পারি।"

"না," আমি চোখ বুঁজে বললাম, "যা বলছি শোন, তুই টনির সঙ্গে চলে যা।" আমার কথা জড়িয়ে আসছিল। ডঃ সাটন কয়েকটা ঘুমের বড়ি আর ব্যথা কমার ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন. রাজ্যের ঘুম আমার দু'চোখের পাতায় নেমে আসছে স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

"চলে এসো ম্যাডি," মার গলা কানে এল, "একটু ঘুমোতে পারলে মনে হয় ও সুস্থ হয়ে উঠবে।"

চোখ না খুলেও বুঝতে পারলাম মা আর ম্যাডি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার পা-টা টনটন করছে, মাথাও ব্যথা করছে, ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে, আমি আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না।

তেইশ

টনি

অতঃপর আমি শ্রীমান টনি ব্রেক গোমড়ামুখে ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, আমার পাশে বসে ম্যাডি, অ্যালেক্সের সবচাইতে অন্তরঙ্গ বান্ধবী।

"আমাদের লাকটাই পচা, তাই না?" ম্যাডি এই নিয়ে অন্ততঃ বারদুয়েক এই একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করল।

"হুঁ," আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, ইচ্ছে করেই ওকে বেশী আমল দিচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে আমার এই দুরবস্থা দেখে ও মনে মনে খুব খুশী হয়েছে।

"আজ রাতে আপনি কি করবেন?" ও আবার গায়েপড়া ভাব নিয়ে জানতে চাইল।

"শনিবার রাতে যা করি তাই করব," আমি বললাম,"ক্লাবে যাব।"

"আপনি খুব লাকি," ম্যাডি বলল, "এদিকে দেখুন না, আমার বয়ফ্রেণ্ড কোথায় যেন বেড়াতে চলে গেছে, অ্যালেক্সও বাড়িতে মার কাছে পড়ে রইল, আমায় এখন একা একা কাটাতে হবে।"

আমি তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। মিনিট পাঁচেক এইভাবে কাটার পর ও বলল, "টনি, আজ রাতে তোমার সঙ্গে ক্লাব যেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আমি খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকব, বিশ্বাস কর তোমার কোন ব্যাপারে নাক গলাব না।"

আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল। অ্যালেক্স নেই, তাই ওর বদলে নিজে আমার সঙ্গে হোবোতে যেতে চাইছে। অথচ ওকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে আমার একদম নেই।

"না ম্যাডি," আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "ওখানে তোমার খুব ভাল লাগবে না। তাছাড়া শনিবার রাতে হোবোতে প্রচণ্ড ভীড় হয়, রাজ্যের যত পাগল ঐদিন এসে জোটে।"

"প্লীজ টনি," ম্যাডি অনুনয় করে বলল, "আমায় না বোলনা। আমি জানি তুমি আমায় নিয়ে আজ ওখানে যাও অ্যালেক্স নিজেও তাই চাইবে। সত্যি কথা বলতে কি, ও নিজে বলেওছিল যে আমি যেন তোমার সঙ্গে আঠার মত লেপ্টে থাকি।"

আঠার মত লেপ্টে থাকি, তার মানে? আমি মনে মনে বলে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, ম্যাডির কি মাথা খারাপ হল নাকি? আমার সোনা অ্যালেক্স কেন যে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ঠ্যাং মচকাল।

"কি হল, তুমি রাজি ত?" ম্যাডি বলে উঠল।

"ঠিক আছে," আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে ফেললাম। না বলেই বা কি করব, ও অ্যালেক্সকে গিয়ে বলবে যে আমি ওকে হোবোতে নিয়ে যাইনি, এটা আমারও ইচ্ছা নয়।

কিং ক্রস স্টেশনে ট্রেন এসে থামতে আমি নেমে চট করে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ম্যাডি বলল, "তোমার ট্যাক্সিতে আমায় তুলে নাওনা টনি, আমরা দু'জনে শেয়ার করে যাব?"

নাঃ এ ছিনেজোঁকের হাত থেকে সহজে রেহাই পাব বলে মনে হচ্ছে না। আমি কিছু বলার আগে ও আবার বলে উঠল, "তুমি আমায় আটটা নাগাদ তুলে নিতে পারবে?"

"স্যরি ম্যাডি," আমি বললাম,"এক্ষুণি একবার মা বাবাকে দেখতে যেতে হবে। আর তুমি যদি একান্তই ক্লাবে যেতে চাও তাহলে তৈরি হয়ে থেকো, আমি রাত বারোটা নাগাদ এসে তোমায় নিয়ে যাব।"

দেখলাম ওষুধে কাজ হয়েছে, ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"রাত বারোটা! ইশ, গোড়ার দিকের প্রোগ্রামগুলো তাহলে আর দেখা হবেনা।" ম্যাডির গলায় আক্ষেপ ফুটে উঠল।

"স্যরি ডার্লিং", আমি বললাম, "আমার কাজ আগে, তারপর অন্যসব। রাত বারোটার আগে কিছুতেই ওখান থেকে বেরোতে পারবনা।"

"ওঃ, অ্যালেক্স এসব শুনলে খুব দুঃখ পাবে।" ম্যাডি বলল।

ওর কথা বলার ধরন শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। এমন ভাব করছে যেন আমি অ্যালেক্সকে জেনেশুনে দুঃখ দেবার জন্যই ওকে হোবোতে নিয়ে যেতে চাইছিনা।

"অ্যালেক্স একথা শুনলে কিন্তু খুব খুশী হবেনা টনি," ম্যাডি বলল, "যাক, পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ইঙ্গিত করতেই ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

"তাহলে পরে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে," পেছন থেকে ম্যাডির গলা আবার ভেসে এল।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। গতকাল রাতেও ঠিক করে রেখেছিলাম আমার সোনা অ্যালেক্সকে নিয়ে রাজার হালে উইকএণ্ড কাটাব, ওর সঙ্গে ভবিষ্যতে ঘর বাঁধার প্ল্যান করব, কিন্তু ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অ্যালেক্স সবকিছু বানচাল করে দিল। চলে আসার আগে অ্যালেক্সের মা আমায় ওর সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করতে দেননি।

নাঃ, যেভাবেই হোক আমাদের বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলতে হবে। সামনের সোমবার থেকে নতুন নাইটক্লাবের জন্য জায়গা খুঁজতে বেরোব। অ্যালেক্স সেরে ওঠার আগে সব গোছগাছ করে ফেলতে হবে।

চব্বিশ

ফণ্টেন

বেঞ্জামিনের সঙ্গে প্লেনে লণ্ডন ফিরে যাচ্ছিলাম, সারাপথ আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয়নি। ওর ছেলেকে সেই যে সেদিন পাত্তা দিইনি, তারপর থেকেই বেঞ্জামিনের মুখ ফুলেছে।

এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করার কিছুক্ষণ আগে বেঞ্জামিন হঠাৎ আমার হাত ধরতেই আমি চমকে তার দিকে তাকালাম। দেখলাম তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ফ্যাঁশফেঁশে গলায় ও বলল, "ফণ্টেন, আমি তোমায় ডিভোর্স করতে চাই।"

ঐমুহূর্তে প্লেনের ভেতর একটা টাইমবোমা ফাটলেও হয়ত আমি অতটা চমকাতাম না। অবাক হয়ে বললাম, "কি বললে? তুমি কি চাও?"

গলা ঝেড়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বেঞ্জামিন আবার বলল, "আমি তোমায় ডিভোর্স করব।"

"ডিভোর্স করবে? বললেই হল?" তার দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললাম, "দুঃখিত, বেঞ্জামিন, আমার তাতে মত নেই।"

"তোমার মত দেবার কোন প্রশ্নই এখানে ওঠেনা," ও কড়া গলায় বলে উঠল, "আমি তোমার ওপর এতদিন নজর রেখেছি, তোমার কাজকর্ম জানতে আমার বাকি নেই," বলে ব্রীফকেস খুলে একটা খাম বের করল বেঞ্জামিন, তারপর ভেতর থেকে কয়েকটা ফটো বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "অ্যালেন গ্র্যান্ট আর টনি ব্লেকের সঙ্গে তোমার সব কীর্তিকলাপ আমি জেনে ফেলেছি। লুকিয়ে লুকিয়ে সেসবের ফটোও তুলিয়েছি।"

ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষুস্থির হবার উপক্রম। নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে টনি আর আমি দু'জনে উলঙ্গ দেহে খাটে শুয়ে আছি, বিভিন্ন পোজে আমাদের সব গোপন কাণ্ডকারখানা কে যেন আড়াল থেকে ক্যামেরায় ধরে নিয়েছে। ফটোতে টনিকে ঠিক গরিলার মত দেখাচ্ছে।

"এসব ফটো কে তুলেছে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ক্যাভানে," বেঞ্জামিন বলল, "আমার কথামত আড়াল থেকে ও সব ছবি তুলেছে।"

আমার মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। তখন ভাল করে কথাও বলতে পারছি না। লণ্ডনে পৌঁছে একটা উকিল খুঁজতে হবে।

"এয়ারপোর্টে দুটো গাড়ি থাকবে," বেঞ্জামিন আবার বলল, "আমি ক্ল্যারিজ হোটেলে উঠব, তুমি বাড়িতে যেমন ছিলে তেমনি থাক যতদিন না ওটা বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারছি।"

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। বেঞ্জামিন বলল, "তাই বলে ভেবোনা আমি তোমায় শুধু হাতে তাড়িয়ে দিচ্ছি। আমি তোমার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করব যদিও ওটা দিতে

... জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

আমি বাধ্য নই! আর কালো হরিণের চামড়ার যে কোটটা কিনেছো ধরে নাও বিচ্ছেদের আগে ওটা তোমায় দেয়া আমার শেষ উপহার।" বলে আমার হাত থেকে ফটোগুলো একরকম কেড়ে নিয়ে ও সেগুলো ব্রীফকেসে রেখে দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্লেন লণ্ডনের মাটি ছুঁল।

আমার দু'চোখ কেন জানিনা হঠাৎ জলে ভরে উঠল, ধরাগলায় বললাম,"কিন্তু ....কিন্তু বেঞ্জামিন, ভেবেছিলাম তুমি আমায় খুব ভালবাস।"

বেঞ্জামিন সিরিয়াস চোখে আমার দিকে তাকাল, "কথাটা আমিই তোমায় বলব ভেবেছিলাম ফণ্টেন। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমায় খুব ভালবাস।"

আমি কিছু বলার আগে ও সীটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল। ব্রীফকেস হাতে নিয়ে এগোতে এগোতে বলল, "বিদায় ফণ্টেন, ভালভাবে থেকো এই কামনা করছি।"

পঁচিশ

অ্যালেকজান্ড্রা

'অ্যালেক্স, তুই এসেছিস?" দরজা খুলে আমায় দেখেই ম্যাডি লাফিয়ে উঠল, "ভেতরে আয়, অনেক খবর আছে।"

"মাইকেল আছে?" ঘরে ঢুকে জানতে চাইলাম।

"আজ রাতে ও এখানে আসবে বলেছে। সেই সুকি নামে মেয়েটার সঙ্গে নাকি সব সম্পর্ক ও চুকিয়ে দিয়েছে।"

মাইকেলের ঘাড় থেকে ঐ পেত্নীটা নেমেছে শুনে আমার খুব আনন্দ হল। বললাম, "তোর খবর বল শুনি, জোনাথন কেমন আছে?"

"ওর কথা বাদ দে," ম্যাডি বলল, "হোবোতে স্যামির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এখন ওকে না পেলে আমি ঠিক পাগল হয়ে যাব। টনির লিস্টে তোর পরেই এখন আমি এসে গেছি, জানিস?"

"কি বলছিস পাগলের মত?" আমি প্রায় ধমকে উঠে বললাম, "আমার পর টনির লিস্টে তুই এসে গেছিস, এসব কি যা তা বলছিস?"

"যা তা নয় গো সখী, যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি," ম্যাডি বলল, "টনি দিনরাত শুধু মেয়েদের পেছনে ছোঁকছোঁক করে ঘুরে বেড়ায়। যার তার সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটায়। জানিস স্যামির টুপির কারবার আছে। আমায় দুটো টুপি প্রেজেন্ট করেছে, কিন্তু মুশকিল কি জানিস ও জাতে ইহুদী। মা শুনলে অজ্ঞান হয়ে যাবে।"

"তুই তাহলে স্যামিকেই বিয়ে করবি ঠিক করেছিস?" আমার দু'চোখ কপালে উঠল।

"এখন নয়, আরো কিছুদিন যাক, বড়দিনের পর যা করার করব। শোন অ্যালেক্স, স্যামি বলেছে, টনি আর ফণ্টেন থালেদ নাকি লুকিয়ে যেখানে সেখানে যা তা করে বেড়ায়। ফণ্টেন নাকি এইজন্যই ওকে হোবোতে চাকরী দিয়েছে। বিশ্রী ব্যাপার, তাইনা?"

ম্যাডির কথা শুনে আমার কানদুটো লজ্জায়, রাগে, অভিমানে তেতে উঠল। ছিঃ ছিঃ, এই তাহলে টনির আসল পরিচয়? না জেনেশুনে কেন আমি বোকার মত ওর কাছে পরপর দু'দিন নিজেকে সঙ্গ দিতে গিয়েছিলাম। হয়ত আমার বোকামী দেখে টনি নিজের মনে হেসেছে। হয়ত ফণ্টেনকেও আমার সব কথা খুলে বলেছে।

"অ্যালেক্স চল একটু দোকান থেকে ঘুরে আসি" ম্যাডি বলল, "কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে।"

"না তুই একাই যা ম্যাডি," আমি বললাম,"আমি এখন একটু শোব, মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

ছাব্বিশ ফন্টেন

"মিসেস খালেদ?"

"বলুন, কথা বলছি।"

"আমার নাম আয়ান থেন।"

"বলুন, কি ব্যাপারে কথা বলতে চান?"

"ইয়ে......আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি কে, তাইনা?"

"না, মিঃ থেন, আমি জানিনা।"

"ইয়ে..... মানে আমাদের নতুন নাইট ক্লাবের কথা বলছি। টনি ব্রেক আপনাকে নিশ্চয়ই বলেছে যে আমি একটা নতুন নাইট ক্লাব খুলতে যাচ্ছি?"

"নতুন নাইট ক্লাব?"

"হ্যাঁ, আপনি আছেন কোথায়! হোবোর চাইতে ওটা দশগুণ ভাল হবে। হোবোর সবখদ্দের আমরা টেনে নেব। মনে হয় আমার সঙ্গে আপনার একবার দেখা করা দরকার কারণ আমি আপনাকে আমার পার্টনার করতে চাই।"

"ও, এই ব্যাপার, তা আগে বলবেন ত। শুনুন মিঃ থেন, আজ বিকেলে এই ধরুন চারটে নাগাদ আমার বাড়িতে চলে আসুন, চা খেতে খেতে আলাপ করা যাবে। আর হ্যাঁ একটা কথা। আমার সঙ্গে আপনার এই কথাবার্তা বা আপনি যে আমায় পার্টনার করতে চান সে সব কিছু যেন টনি ব্রেককে বলতে যাবেন না। কেমন, মনে থাকবে ত?"

সাতাশ টনি

আজ নিউ ইয়ার্স ইভে হোবোয় পা রাখার মত জায়গাটুকু নেই। পাঁড় মাতালেরা সবাই ভীড় করে এসে বসেছে। রং-বেরংয়ের বড় বড় বেলুন, কাগজের বল, আর বাহারী টুপিই শুধু চোখে পড়ছে, মানুষের মাথা আর চোখে দেখা যায় না।

চারদিকে এই আনন্দের হাটের মধ্যে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। মন খারাপ হবার কারণ অ্যালেক্সকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু পাইনি। ফোন ধরেছিল ম্যাডি, বলেছে অ্যালেক্স নাকি অনেকক্ষণ আগে বেরিয়েছে, ফিরতে অনেক রাত হবে। কোথায় গেছে বা সঙ্গে কে আছে, তার কিছুই সে জানেনা। অ্যালেক্স কিরকম আছে জানতে চেয়েছিলাম, উত্তরে ম্যাডি শুধু বলেছে ভাল। ম্যাডির গলা যেন কিরকম শোনাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমার সম্পর্কে এখন আর ওর কোন উৎসাহ নেই। আমি হোবো আর আমার ফ্ল্যাটের ফোন নম্বর ওকে দিয়েছিলাম, বলে দিয়েছিলাম অ্যালেক্স এলে যেন আমায় ফোন করে।

অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ নিউ ইয়ার্স ইভে হোবোর আসর একটু তাড়াতাড়ি বসেছে। এগারোটা নাগাদ হলের ভেতরে আর তিলধারণের জায়গাটুকুও নেই। সাড়ে এগারোটা নাগাদ, আমার চেনা পুরনো মুখগুলো একে একে ঢুকতে শুরু করল। খোনাসুরো জ্যানাইন, সুকি আর ন্যান্সি, কয়েকজন ফিল্ম স্টার, দুজন এম, পি, আর তাদের পেছন পেছন একগাদা মডেল, ফোটোগ্রাফার, অভিনেতা সবাই যেন উড়ে এসে জুড়ে বসল।

এদের সবার পেছনে ঢুকল ফন্টেন, তার গায়ে কালো হরিণের চামড়ার তৈরি একটা বাহারী কোট। আমার সামনে আসতে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম, কিন্তু ফন্টেন পাল্টা হাসি হাসলনা, একপলক শুধু আমার দিকে তাকিয়ে পাত্তা না দেবার ভঙ্গিতে পাশ কাটিয়ে চলে

গেল। তার চাউনীটা বড় ঠাণ্ডা বলে মনে হল, ঠিক বরফের ধারালো ফলার মত। ফণ্টেন একা আসেনি, তার পেছন পেছন এল আয়ান থেন, ভ্যানেসা, আর লিওনার্ড।

"হাই আয়ান," বলে আমি আয়ানের হাতে আলতো করে চাপ দিলাম। আয়ান ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "এই যে টনি, সারাদিনে তোমায় ফোন করার এত চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই পেলামনা।"

বলে এগিয়ে গিয়ে আয়ান ফণ্টেনকে নিজের পাশে বসাল। আমি ফ্রাঙ্কোকে ডেকে বললাম, "এখানে কি হচ্ছে তা সেদিকে একবার দেখেছো? মিসেস খালেদকে ওর জন্য রিজার্ভড টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাও।"

ফ্রাঙ্কো এগিয়ে গিয়ে ফণ্টেনকে কি বলল, ফিরে এসে বলল, "না মিঃ ব্লেক, মিসেস খালেদ বললেন উনি আয়ান থেনের সঙ্গেই বসবেন।"

"সেকি?" আমি অবাক হয়ে ফণ্টেনের দিকে তাকাতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ফণ্টেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, সেই বরফের মত ঠাণ্ডা হাসি। পরক্ষণেই ঘাড় ঘুরিয়ে আয়ানের সঙ্গে গল্পে মেতে গেল।

বুঝতে পারছি আমার পুরো প্ল্যান ভেস্তে গেল। আয়ান ফণ্টেনকে ভাগিয়ে ওর দলে টেনে নিয়েছে, এবং এরপর কোনমতেই ও আমায় নতুন নাইট ক্লাবের পার্টনার করবেনা. যাকগে, মরুকগে। আয়ানের চাইতেও পয়সাওয়ালা লোক আমি চেষ্টা করলে ঠিক খুঁজে বের করব, নাইট ক্লাব খোলার অভাব নেই।

চমকের ওপর চমক। স্যামি ঢুকল ম্যাডির হাত ধরে, তাদের পেছন পেছন ঢুকল অ্যালেক্স আর ম্যাডির দাদা মাইকেল। আহ, অ্যালেক্স শেষকালে সত্যিই এল তাহলে। আহা, অ্যালেক্স, আমার অ্যালেক্স, কতদিন ওকে দেখিনি। ঝলমলে রঙীন জামাকাপড়ে আজ ওকে জলপরীর মত দেখাচ্ছে, আলতো হাতে ওর চিবুকটা তুলে বললাম, "অ্যালেক্স, আমার সোনা আমার প্রিয়া, তোমার আসার অপেক্ষাতেই বসে আছি।"

অ্যালেক্সের গাল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কিছু না বলে মুখ নামিয়ে নিল। পাশ থেকে ম্যাডি বলল, "হেলো টনি, মাইকেল নিউকম্বকে তোমার মনে আছে ত? ও আমার দাদা। শোন, দারুণ খবর আছে। অ্যালেক্স আর মাইকেলের এনগেজমেণ্ট হয়ে গেছে, শীগগিরই ওরা বিয়ে করবে। তার মানে আমি অ্যালেক্সের ননদ হতে যাচ্ছি, কি দারুণ খবর বল ত?"

আমার পায়ের নীচে শেষ মাটিটুকুও যেন ভগবান সরিয়ে নিলেন। অ্যালেক্স শেষকালে মাইকেলকে বিয়ে করবে? আমার ইচ্ছে হল ওদের চারজোড়া চোখের সামনে নিজের দু'গালে ঠাস্ ঠাস্ করে কয়েকটা চড় কষাই। অ্যালেক্সের দিকে অবাক চোখে তাকাতে ও বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। আমি আর দাঁড়াতে পারলামনা, রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে একটা স্কচের বোতল খুলে নীট গলায় ঢেলে দিলাম। বেশ কয়েক ঢোক গেলার পর শরীর গরম হয়ে উঠতে টলতে টলতে আবার ফিরে এলাম।

কিন্তু এখনো আরেকটা লাথি আমার খেতে বাকি ছিল। কি মনে হতে ফণ্টেনের টেবিলের কাছে গিয়ে বললাম,"প্রত্যেককে নববর্ষের শুভ অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ টনি," ফণ্টেন তার শ্যাম্পেনের গ্লাসে আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে বলল, "শুনলাম নতুন নাইট ক্লাব খুলতে যাচ্ছ, খুব ভাল কথা, আমার শুভেচ্ছা রইল। কিন্তু আয়ানকে পার্টনার হিসেবে পাচ্ছনা, ও এখানে আমার সঙ্গে হোটেলের পার্টনার হবে ঠিক করেছে। যাক, তোমার মত গুণী ছেলের পার্টনারের অভাব হবে না, তোমার উন্নতি হোক, এটাই চাইব। আর ভাল কথা, আমি ঠিক করেছি এখানে আর তোমায় রাখবনা, তাই আজ এই মুহূর্তে তোমায়

বরখাস্ত করলাম। তোমায় দু'হপ্তার মাইনে আগাম দিতে ক্যাশে বলে দিয়েছি, কাজেই আগামীকাল থেকে তোমার আর কাজে আসার দরকার নেই।"

কথা শেষ করে ও মুখ ফিরিয়ে আয়ানের সঙ্গে ফের গল্পে মেতে গেল। একটা ঘা খাওয়া কুকুরের মত আমি সরে এলাম। বোকা, ওরা সবাই বোকা। আমায় বাদ দিয়ে হোবো যে একদিনও চলবে না, তা ওরা এখনো বুঝতে পারছে না।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আর ক'জন আছে? আমার চাকরি গেল, অ্যালেক্স গেল, দুনিয়া তখন আমার কাছে আঁধার হয়ে গেছে। কয়েক মিনিট চুপ করে বসে ভাবলাম, তারপর হঠাৎ দারুণ আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। আজ বছরের শেষ, কোন্ দুঃখে আমি চুপচাপ বসে থেকে মন খারাপ করব। আমার জন্য আরো অনেক মেয়ে জুটবে, আরো ভাল নাইট ক্লাব জুটবে। বেলুন ফাটিয়ে, নেচে, চিৎকার করে আমি পাগলের মত আত্মহারা হয়ে উঠলাম।

ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ মিরাণ্ডা নামে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল অ্যালেক্সের চাইতে দেখতে ওকে কম সুন্দরী বলা যায় না। মিরাণ্ডার সঙ্গে নাচতে শুরু করলাম। অ্যালেক্সকে হারানোর দুঃখ আমি ভোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। আর সেই কারণেই হঠাৎ মিরাণ্ডাকে টেনে বুকের কাছাকাছি নিয়ে বললাম, "আজ রাতে তোমার মত কাউকে পাব বলে আশা করিনি।"

"আমিও," আমার বুকে মাথা রেখে মিরাণ্ডা হেসে বলল, "মাত্র গতকাল আমি নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে এসে পৌঁছেছি।"

রাত তিনটে বাজার কিছুক্ষণ পর ফণ্টেন চলে গেল, তার পেছনে পেছনে পোষা কুকুরের মত গেল আয়ান খেন। সম্ভবতঃ বাকি রাতটুকু আজ দু'জন একসঙ্গেই কাটাবে। অ্যালেক্সকে চলে যেতে দেখিনি। ওর চলে যাওয়া দেখার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি প্রাণপণে এখন শুধু ওকে ভুলতে চাইছি।

ভোর ছ'টা নাগাদ আমি মিরাণ্ডার হাত ধরে টলতে টলতে হোবো থেকে বেরিয়ে এলাম। আজ পয়লা জানুয়ারী, আজ থেকে আর আমায় হোবোতে ম্যানেজারী করতে আসতে হবে না।

ওর শরীর আর মুখের গড়ন দুই চমৎকার। ওর দেহ পুরুষের মত সুঠাম, বুকের গড়ন আরো সুন্দর।

"আমো চলে আসার আগে আমার প্রেমিকের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছি," ও বলল, "আসলেও ভীষণ অসভ্য ছিল, সবার সামনে যা তা করার জন্য জোরাজুরি করত। বাবা বললেন, কোথাও ঘুরে বেরিয়ে আয়। আর ওকে ভুলে যা, তাই চলে এলাম।"

"আমার ও একই অবস্থা," আমি বললাম। "আমার প্রেমিকা আমায় ল্যাং মেরে আরেকজনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে যাচ্ছে।"

"তাই নাকি? তাহলে ত তোমার সে দুঃখ ভোলার জন্য নিউ ইয়র্কে যাওয়া উচিত," মিরাণ্ডা বলল।

"কি নিয়ে যাব বল," আমি বললাম, "হাতে কাজকর্ম নেই—।"

"আমার কথা শোন," মিরাণ্ডা চলা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি নিউ ইয়র্কে এসে আমার বাবার কাছে কাজ কর। বাবার একগাদা ব্যবসা আছে, কোথাও না কোথাও তোমায় ঠিক লাগিয়ে দেবেন।"

কথা শেষ করার আগেই আমি রাস্তার মধ্যে মিরাণ্ডার বুকে কয়েকবার চুমু খেলাম।

"ওঃ, টনি," মিরাণ্ডা হাসতে হাসতে বলল, "তুমি খুব সুন্দর, চমৎকার একটা টাট্টু ছেলে।"

স্বর্গীয় শয্যা

(The Celestial Bed)

আরভিং ওয়ালেস

১৭৮৩ সালে লণ্ডন শহরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল—মধুরভাষী এক স্কট সন্তান—ডাঃ জেমস গ্রাহাম পরিচালিত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় 'টেম্পল অফ হেলথ'। এই স্বাস্থ্য নিবাসের বিশেষত্ব হল—চন্দ্রাতপ এক স্বর্গীয় শয্যা—যে শয্যা আটাশটি মনোরম কাচের মিনার পরিবেষ্টিত এবং তনু পরিচর্যায় কানায় কানায় যৌনসুখ উপভোগের আধার—জীবন্ত এক নগ্ন অঙ্গনা। পঞ্চাশ পাউণ্ডের বিনিময়ে 'টেম্পল অফ হেলথ' ক্লিনিকের স্বর্গীয় শয্যায় এক রাত উপভোগের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হত পুরুষদের এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত স্বর্গীয় শয্যায় নগ্ন অপ্সরার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে পুরুষত্বহীনতার রোগ সারিয়ে দেওয়া হবে।

দিনের শেষ সাক্ষাৎ প্রত্যাশীর সঙ্গে কথা বলা সেরে, ক্লিনিক বন্ধ করে, ডাক্তার আর্নল্ড ফ্রিবার্গ বাড়ির পথে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাড়ি ফিরে তিনি রাতের খাবার খাবেন। গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় তাঁর মনে হলো ছ'বছর আগে নিউ ইয়র্ক শহর ছাড়ার পর টাকসন, আরিজোনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করা থেকে যতো আনন্দের দিন তিনি কাটিয়েছেন, আজকের দিনটা তার অন্যতম। হয়তো বা সেরা আনন্দের দিনও।

আজকের এই আনন্দের পিছনে রয়েছে একটি মানুষের এক রোমাঞ্চকর ঘোষণা। টাকসনের অন্যতম সফল ব্যাঙ্কার বেন হেবুল তাঁর সম্মানেই এই এই ঘোষণা করেন।

ডঃ ফ্রিবার্গের মনে পড়ে, তাঁর চেম্বারে একদিন এই স্থূলকায় ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক এসেছিলেন। হেবুল ওঁকে বলেছিলেন, "আপনার সেক্স-থেরাপি আমার ছেলেকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলেছে। টিমোথি কেমন এক বিশৃঙ্খল অগোছালো জীবন যাপন করছিল। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে বেশ ভয় পেতো। ওর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ওকে আপনার কাছে পাঠানোর আগে পর্যন্ত ও নিজের পৌরুষ জাগিয়ে তুলতে পারতো না। আপনি ভালোভাবেই আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। দু মাসের মধ্যেই আপনার কাজের সাফল্য প্রমাণ করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে টেকসাসের সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে ওর ভালোবাসা হয়। ওরা দুজনে একসঙ্গে থাকার ভাবনা-চিন্তা করে এবং এখন বিয়ে করতে চলেছে। আপনার জন্যই আমি হয়তো শিগ্গিরি দাদু হয়ে যাবো।"

"অশেষ অভিনন্দন", ফ্রিবার্গ বললেন। মনে পড়ে গেল উনি এবং ওঁর যৌন প্রতিনিধি গেইলি মিলার এই ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকের প্রায় পুরুষত্বহীন ছেলের যৌন অঙ্গে শক্তি সঞ্চার করতে কি ভীষণ পরিশ্রম করেছিলেন।

"না, ডাক্তার ফ্রিবার্গ, আমাকে অভিনন্দন জানাবেন না, এখন আপনিই অভিনন্দন পাবার যোগ্য।" গুরুগম্ভীর কণ্ঠে হেবুল বললেন। "অত্যন্ত বাস্তবসম্মত উপায়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে আমি এখানে এসেছি। আমি আপনাকে জানিয়ে রাখছি শুনুন, আপনার ক্লিনিককে অর্থ সাহায্য দেবার জন্য আমি একটা ফাউণ্ডেশন গঠন করছি। এই ফাউণ্ডেশন গঠিত হওয়ার ফলে আপনাকে ভাড়া করার ক্ষমতা নেই এমন অসহায় পুরুষত্বহীন মানুষদের উপকার হবে। আমি এক লক্ষ মার্কিন ডলারের গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। আপনার কাজকর্মের ক্ষেত্র এবার আপনি বাড়িয়ে তুলুন।"

ফ্রিবার্গের মনে পড়ে, আনন্দের আতিশয্যে তাঁর জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থা হয়েছিল। "আমি......আমি ভেবে পাচ্ছি না কোন্ ভাষায় আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবো। সত্যি আপনার এ আন্তরিকতার তুলনা হয় না।"

"তবে আমার দিক থেকে একটা শর্ত আছে," হেবুল দ্রুত জানালেন। "আমি চাই আপনার এ প্রতিষ্ঠান টাকসনে গড়ে উঠুক এবং যাবতীয় কাজকর্ম আপনাকে সেখান থেকেই করতে হবে। এই শহর আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়। এই শহরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি কি বলেন?"

"ঠিক আছে, কোন অসুবিধে নেই। এ আপনার অত্যন্ত উদারতার পরিচায়ক মিস্টার হেবুল।"

বিস্মিত, হতবুদ্ধি ফ্রিবার্গ সেদিনের মতো তাঁর পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

বাড়ি ফিরে সদর দরজা খুলে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ফ্রিবার্গ ঘরের ভেতরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আজ উনি যে খুশি মনে আছেন। দেখলেন, হলঘরে তাঁর মোটাসোটা স্থূলকায়া স্ত্রী মিরিয়াম তাঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

খুশিতে ফ্রিবার্গ ওঁকে চুমু খেলেন। তবে, ফ্রিবার্গ ওঁকে কিছু বলার আগে উনি ফিসফিস করে বললেন, "আরনি শোন, আমাদের এই শহরের অ্যাটর্নি টমাস ওনিল তোমার জন্য আমাদের শোবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।"

স্ত্রীর কোমরের ওপর একটা হাত ছড়িয়ে দিয়ে ফ্রিবার্গ বললেন, "ও আর একটু বসুক।" ওনিলের সঙ্গে তাঁর গভীর না হলেও, বন্ধুত্ব আছে। স্থানীয় জনসেবামূলক কাজের জন্য চাঁদা তোলার উদ্দেশ্যে দুজনে অনেকে সময় একই কমিটিতে থেকে কাজ করেছেন। "হয়তো কোন দেশোদ্ধারের কাজে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছে। যাক, শোন, আজকে আমার ক্লিনিকে কি হলো তাই তোমায় বলি।"

হেবৃল যে প্রস্তাব নিয়ে আজ ওঁর কাছে এসেছিলেন উনি ওঁকে তা ঝটপট বললেন।

মিরিয়াম উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলেন। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বার বার চুমু খেতে লাগলেন। "অসাধারণ প্রস্তাব, সত্যিই এ প্রস্তাবের তুলনা নেই। তোমার জীবনের স্বপ্ন সফল করার পথে এখন আর তাহলে কোন বাধা রইল না।"

"দেখা যাক।"

ফ্রিবার্গকে নিয়ে উনি শোবার ঘরের দিকে গেলেন। "যাও, তুমি বরং গিয়ে কথা বলে দেখ, মিস্টার ওনিল কি চান। দশ মিনিট হয়ে গেল উনি এসেছেন। ওঁকে তো তুমি সারাদিন বসিয়ে রাখতে পারো না।"

শহরের অ্যাটর্নি ওনিল প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, "আপনার রাতের খাবার সময় এসে আপনাকে বিরক্ত করায় আমি সত্যিই লজ্জিত। কিন্তু উপায়ও নেই, কি করবো বলুন, আজকের রাতে আমার কয়েকটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে। তাই ভাবলাম, যতো তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় ততোই সুবিধে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যটাও খুব জরুরি।"

ফ্রিবার্গ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। লোকটা তো জনসেবামূলক কাজে টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তহবিল সংগঠকের প্রচলিত সুরে কথা বলছে না!

"উদ্দেশ্যটা কি, টম?" ফ্রিবার্গ জিজ্ঞেস করলেন।

"উদ্দেশ্য তোমার কাজ সম্পর্কে, আর্নল্ড।"

"আমার কাজের কি ব্যাপারে?"

"বেশ কয়েকজন থেরাপিস্ট সরকারিভাবে আমাকে জানিয়েছেন, রোগ নিরাময়ের কাজে তুমি একজন যৌন প্রতিনিধিকে কাজে লাগাচ্ছ। কথাটা কি সত্যি?"

ফ্রিবার্গ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলেন। "কেন....... হ্যাঁ......কথাটা সত্যি। তবে আমি দেখেছি, পৌরুষহীন মানুষের শক্তি সঞ্চার করতে এর থেকে ভালো পদ্ধতি আর কিছু নেই।"

ওনিল মাথা নাড়ালেন। "এটা আরিজোনার আইন বিরোধী মিস্টার আর্নল্ড।"

আমি জানি, "কিন্তু আমার মনে হয় আমি কোন অপরাধ করছি না।"

তবু ওনিল তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। "বেআইনি", উনি বললেন, "একদিক থেকে দেখতে গেলে তুমি দালালি করছ, মেয়েছেলের দালালি। আর যে মহিলাদের তুমি কাজে লাগাচ্ছ, তারা গণিকার ভূমিকা পালন করছে। আমরা পরস্পরের বন্ধু। তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো, আমি চোখ বুজে থাকতে পারি। কিন্তু আমার পক্ষে সেভাবে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

আমার ওপর বড্ড চাপ আসছে। বেশি দিন আমার পক্ষে চোখ কান বুজে থাকা সম্ভব নয়।" শক্ত করে সোজা হয়ে বসলেন মিস্টার ওনিল। বললেন, "এর ফলে হবে কি, হয় তোমাকে কাজ ছাড়তে হবে, নয় তো আমাকে, এখনই আইন অনুযায়ী এর নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। তোমায় কি করতে হবে শুনে নাও আর্নল্ড। ঐ সমস্যা থেকে মুক্তির আমার বুদ্ধিমতো এটাই সেরা পরামর্শ। তুমি কি আমার পরামর্শ শুনতে চাও আর্নল্ড?"

ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গ মাথা নাড়লেন। মুখ শুকনো করে বসে ওর বন্ধুর কথা শুনে যেতে লাগলেন।

শহরের অ্যাটার্নি ওনিল চলে যাবার পর ফ্রিবার্গ বিষণ্ণ মনে নৈশভোজের টেবিলে এসে বসলেন। ডিস থেকে খাবার তুলে নিলেন। কোন্‌টা খেলেন, কোন্‌টা খেলেন না, সেদিকে অবশ্য তাঁর একদমই খেয়াল ছিল না। জোরালো বিরোধিতা সত্ত্বেও ফ্রিবার্গ তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। টাকসন শহরে সাফল্য তাঁর নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। আর এখন তাঁর সে সাফল্যের মিনার ধূলায় ধূসরিত হতে চলেছে।

সেই শুরুর দিনগুলোর কথা ওঁর মনে পড়ে গেল। আসলে তার এই পেশার শুরু নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাইকোলজিস্ট হিসেবে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর থেকে। তিনি যখন এই পেশা গ্রহণ করলেন, তখন তেমন উৎসাহজনক সাড়া পাননি। তাঁর কাছে যে সমস্ত রুগী আসতো, তার অধিকাংশেই ছিল মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিষয়ে, তার মধ্যে বেশিটাই যৌন সমস্যা সংক্রান্ত। উনি দেখলেন, একাধিক কারণেই মনোচিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রসূ হচ্ছে না। যারা ওঁর কাছে আসতো তারা প্রায় সকলেই নিজেদের সমস্যা সম্বন্ধে কিছু নতুন ধারণা নিয়ে ফিরে যেতো। সমস্যার বাস্তব সমাধান মোটেই হতো না।

সেক্স-থেরাপির ক্ষেত্রে ফ্রিবার্গ একটার পর একটা নতুন পরীক্ষা, অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলেন। সম্মোহন থেকে জেদ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ থেকে দলবদ্ধ প্রচেষ্টা—কিছুই বাদ রাখলেন না। কিন্তু থেরাপির ক্ষেত্রে যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার সম্বন্ধে ডাঃ লটারবচ-এর ক্লাসে প্রশিক্ষণ নেবার আগে পর্যন্ত, এসব কোন প্রচেষ্টাই তাঁকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারল না। ডাঃ লটারবচ-এর ক্লাসের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ওঁকে দারুণভাবে প্রভাবিত করল। এই পদ্ধতি এবং তার অনুকূল প্রতিক্রিয়ায় উনি উদ্বুদ্ধ হলেন।

এ বিষয়ে গভীর, একাগ্র পাঠলাভ শেষে ফ্রিবার্গ যৌন প্রতিনিধি ব্যবহারের ধারণাকে শর্তহীনভাবে সমর্থন করলেন। ডাঃ লটারবচ-এর একদিনের এক লেকচার ক্লাসে মিরিয়াম কোহেন নামে এক উজ্জ্বল ঝকঝকে সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হলো। এক সফল ডিপার্টমেন্ট স্টোর কর্মী। ওর নিজের কিছু সমস্যার উত্তর ও জানতে এসেছে। ঐ মেয়েটি এবং সেদিনের ক্লাসে উপস্থিত তারই মতো আরো কয়েকটি মেয়ে সেক্স-থেরাপির উপযুক্ততা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছিল। ফ্রিবার্গ দেখলেন, মেয়েটির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর বেশ মিল রয়েছে। উনি মেয়েটিকে নিয়মিত ডেট দিতে শুরু করলেন। তারপর একদিন উনি ওকে বিয়ে করে ফেললেন।

বিয়ের পর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবেই কাজ শুরু করলেন। তবে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন, যখন প্রয়োজন হবে, তখন যৌন প্রতিনিধি কাজে লাগাবেন। এই উৎসাহপ্রদ নিরাময় পদ্ধতি প্রতিপালনের উপায় খুঁজতে লাগলেন।

মিরিয়ামের শরীর ভালো যাচ্ছে না। ফুসফুস কমজোর হয়ে আসছে। মিরিয়ামের ডাক্তার হাওয়া বদলের জন্য ওকে অবিলম্বে আরিজোনায় নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। এরপর

ফ্রিবার্গ নিউইয়র্কে ওঁর কাজকর্ম বন্ধ করতে এতোটুকু দ্বিধা করলেন না। সিদ্ধান্ত নিলেন, টাকসনে একটা চেম্বার খুলবেন। সেখানে মিরিয়ামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো! ফ্রিবার্গের কোন লাভ হলো না। আরিজোনায় যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

অতি শীঘ্রই ফ্রিবার্গ টাকসনে নতুন করে পেশা শুরু করে দিলেন। কিন্তু আর একবার যৌন ক্ষমতায় অক্ষম রুগীদের ক্ষেত্রে মনোরোগ চিকিৎসক হিসেবে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ কার্যকর হলো না, ফলে উনি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লেন। এই হতাশা থেকেই সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার তিনি কিছুটা ঝুঁকি নেবেন। গোপনে উনি এক মহিলা যৌন প্রতিনিধিকে প্রথমে প্রশিক্ষণ দিলেন, তারপর ওঁর চেম্বারে চাকরিতে নিযুক্ত করলেন। যৌন অক্ষমতায় আক্রান্ত পাঁচজন রুগীর পাঁচজনই যখন পুরোপুরি সেরে গেল, তখন উনি যথার্থই পেশাদারী তৃপ্তি পেলেন।

আর এখন, হঠাৎ এই সন্ধ্যায়, তাঁর জীবনের আসা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সব কে যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে তছনছ করে দিল। কে যেন তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে, আইনের কাছে অসহায় করে তুলেছে। এ অবস্থা থেকে তাঁর নিজেকে মুক্ত করতেই হবে।

সবার আগে তাঁকে দু জায়গায় দুটো ফোন করতে হবে। তারপর দেখা যাক কপালে কি আছে।

অর্ধেক খালি খাবারের থালার দিকে তাকিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর ফ্রিবার্গ।

স্ত্রী ও ছেলের উদ্দেশ্য করে উনি বললেন, "মিরিয়াম, জনি, তোমরা দুজনে ততোক্ষণ একটু টেলিভিসন দেখ। আজকে মনে হয় সার্কাসের ওপর একটা ভালো প্রোগ্রাম আছে। আমি বরং কয়েকটা জরুরি ফোন করে আসি, কি বলো? আমি এখনই আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসছি।"

লাইব্রেরির দরজা বন্ধ করে, টেলিফোনের সামনে বসে ফ্রিবার্গ টাকসনে তাঁর স্ত্রীর ডাক্তারের নম্বরে ডায়াল করলেন। ফ্রিবার্গ ওঁর কাছ থেকে একটা কথা জানতে চান।

ওঁকে ফোন করা হয়ে গেল, ফ্রিবার্গ তাঁর পুরনো বন্ধু এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময়ের রুমমেট বর্তমানে লসএঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি রজার কিলকে ফোন করলেন।

ফ্রিবার্গ আশা করেছিলেন রজারকে পাবেন। পেয়েও গেলেন।

চটপট স্বাভাবিক সৌজন্যমূলক কথাবার্তা সেরে আসল কথা পাড়লেন। বললেন, "আমি খুব সমস্যার পড়েছি রজার।" গলার স্বরে উদ্বেগ গোপন করতে পারলেন না। "আমি খুব সমস্যায় পড়েছি। সত্যিই এখন আমার বড় বিপদ চলছে।" কথাটা উনি আবার বললেন। "ওরা আমায় এখন শহর থেকে তাড়াতে চায়।"

"তুমি কি বলছ?" সত্যিই বিভ্রান্ত হয়ে কিল জানতে চাইলেন। "ওরা......ওরা কারা? পুলিশ?"

"হ্যাঁও বলতে পারো, আবার নাও বলতে পারো। আসলে ওরা হলো আমাদের শহরের অ্যাটর্নি এবং তার কর্মীরা, ওরা আমার কারবার বন্ধ করে দিতে চায়।"

"তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ! ওরা তোমাকে তাড়াতে চাইছে কেন? তুমি কি কোন অন্যায় করেছ। তোমার কাজের সঙ্গে কোনরকম অপরাধ কি জড়িত?"

"হ্যাঁ....." ফ্রিবার্গ ইতস্তত করতে লাগলেন, "হতে পারে......ওদের চোখে।" আর একবার উনি ইতস্তত করলেন। তারপর আচমকা বলে বসলেন, "রজার, আমি একজন যৌন প্রতিনিধিকে কাজে লাগিয়ে ছিলাম।"

"যৌন প্রতিনিধি?"

"তোমার মনে নেই? আমি একবার ব্যাপারটা তোমার কাছে খুলে বলেছিলাম।"

কিল সত্যিই বিস্মিত হলেন। "আমি তাহলে ভুলে গেছি।"

ফ্রিবার্গ তাঁর বিরক্তি দমিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। "এখানে প্রতিনিধি অর্থে একজনের স্থলে ভাড়া করা অন্য আর একজন—বিকল্প। একজন প্রতিনিধি অর্থে, এখানে বিকল্প। আরো জোর দিয়ে বললে বলা যায়, একজন যৌন প্রতিনিধি এক বিকল্প যৌন অংশীদার। সাধারণভাবে কোন একক মানুষের ক্ষেত্রে, যার স্ত্রী বা সহযোগী মেয়ে বন্ধু নেই এমন পুরুষ বা পৌরুষহীনতায় জর্জরিত পুরুষের ক্ষেত্রে, এক নারী যৌন সঙ্গী যে কোন সেক্স-থেরাপিস্ট -এর তত্ত্বাবধানে ঐ পুরুষকে সাহায্য করবে। মাস্টার্স ও জনসনের দল ১৯৫৮ সালে সেণ্টলুইসে এটি প্রথম চালু করেন।"

"ও হ্যাঁ, এবার আমার মনে পড়েছে," কিল কথার মাঝে ওঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "কাগজে আমি এ সম্পর্কে পড়েছি। এখন আমার মনে পড়ছে তুমি বলেছিলে, টাকসনে তুমি যৌন প্রতিনিধি ব্যবহার চালু করবে কি না ভাবছিলে। হ্যাঁ, তা তাতে অন্যায় কি?"

"একটা অসুবিধে আছে রজার," ফ্রিবার্গ বললেন, "ওটা আইন বিরুদ্ধ। নিউ ইয়র্ক, ইলিওনিস, ক্যালিফোর্নিয়া এবং অন্য কয়েকটি রাজ্যে যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার আইনসিদ্ধ, তবে দেশের অন্যত্র ওটি বেআইনি। আরিজোনা রাজ্যটি ঐ শেষোক্ত শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পড়ে। যৌন প্রতিনিধিদের এখানে বেশ্যা বলে ধরা হয়।"

'তাই নাকি।" কিল বললেন, "আর তুমি ওদের ব্যবহার করছিলে।"

"একবার—একবার মাত্র আমি ব্যবহার করেছিলাম," ফ্রিবার্গ বললেন। "আমি তোমায় সব কথা খুলে বলছি।" কথা বলায় অনেকটা যেন স্বাভাবিক হয়ে এলেন। "আমি তোমাকে আগেই বলেছি এখানে এ কাজ বেআইনি। তাই আমি এ কাজ গোপনে শুরু করি। প্রশিক্ষণ, করে দেখানো, পরামর্শ দান—এই তিনটে কাজের জন্যই সব সময় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। আমার সৌভাগ্য আমি এমন একজন সত্যিই মহান তরুণী নারীর সন্ধান পেয়েছিলাম! পাঁচটি জটিল কেসে আমি ওকে কাজে লাগাই। পাঁচজনেরই রোগ সেরে যায়। শতকরা একশো ভাগ সেরে যায়। কিন্তু খবরটা কোনভাবে বাইরে জানাজানি হয়ে যায়। এখানকার থেরাপিস্টরা বড্ড রক্ষণশীল। ঈর্ষাপরায়ণও হতে পারে। আমার সাফল্যে ওদের চোখ টাটিয়েছে হয়তো......যাই হোক খবরটা শেষ পর্যন্ত আমাদের শহরের অ্যাটর্নির কাছে পৌঁছয়। প্রায় ঘণ্টা আগে উনি আমার বাড়িতে আসেন। উনি বলেন, আমি নাকি মেয়েছেলের দালালের কাজ করছি, আইন বিরুদ্ধ ভাবে বেশ্যাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। আমাকে গ্রেপ্তার না করে, কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে, উনি আমাকে বিকল্প জীবিকা অবলম্বনে পরামর্শ দিয়েছেন। আদালতে মামলার পেছনে সময় ও অর্থ নষ্ট না করে আমার এই কাজকর্ম বন্ধ করে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি যদি ওঁর এই পরামর্শ মতো চলি তাহলে উনি আমাকে সাধারণ থেরাপিস্ট হিসেবে কাজ করতে দেবেন।"

"তুমি কি তাই করছ?"

"আমার পক্ষে সম্ভব নয় রজার। বিকল্প প্রতিনিধির ব্যবহার না করে কোন রুগীকেই নিরাময় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন নয় জানো, ১৯৭০ সালে মাস্টার্স ও জনসন যখন যৌন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, তখন তাঁদের কি হয়েছিল দেখ। তখন পর্যন্ত যৌন প্রতিনিধি ব্যবহার করে তাঁদের সাফল্যের শতকরা হার ছিল পঁচাত্তর। আর তাঁরা যেই প্রতিনিধি ব্যবহার বন্ধ করে দিলেন, অমনি তাঁদের সাফল্যের হার নেমে দাঁড়াল পঁচিশ। আমার

ক্ষেত্রেও এমন ঘটুক তা আমি চাই না। আমাকে যদি তা করতে হয়, তাহলে আমি এই পেশা ছেড়ে চলে যাবো। শুধু জীবিকা নির্বাহের জন্যই আমি এই পেশা বেছে নিই নি। আমার কাছে এ কাজ, তার চেয়েও কিছু বেশি। আমার এই চিকিৎসা পদ্ধতি পঙ্গু, যৌন দিক দিয়ে পঙ্গু মানুষকে স্বাস্থ্যবান, যথার্থ নারী-পুরুষ এক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। আমি ছেলে স্কাউটসদের মতো কথা বলছি না, তবে ব্যাপারটা তাই। সেজন্যই আমি আজকে তোমার সাহায্য চাইছি।"

"তুমি এ কাজ করছ জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত," কিল বললে, "তবে তুমি টাকসনে থাকলে আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করবো বলো।"

"তুমি এখন থেকে আমার যাবার ব্যবস্থা করতে পারো।" ফ্রিবার্গ বললেন, "আমার যেন মনে পড়ে তুমি আমাকে সে রকমই কথা বলেছিলে। আমি যখন আরিজোনায় প্রথম আসার প্ল্যান করছি, তখন তুমি আমাকে সেকথা বলেছিলে, তুমি বলেছিলে, আমি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসছি না কেন? ওটি দেশের অন্য যেকোন অঞ্চল থেকে মুক্ত। তুমি আরও বলেছিলে, লসএঞ্জেলস এবং সানফ্রান্সিস্কোর এমন কিছু থেরাপিস্টকে তুমি চেনো, যারা থেরাপিতে যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার করে।

'আমি বলেছিলাম। হতে পারে। তবে কথাটা সত্যি।'

'আমি যেতে পারলাম না শুধুমাত্র মিরিয়ামের ডাক্তারের জন্য। মিরিয়ামের ডাক্তার ওর শ্বাসকষ্টের জন্য ওকে আরিজোনায় রাখারই প্রস্তাব দেয়। তা সে পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা। মিরিয়াম এখন ভালো আছে। সেই ডাক্তারও এখন টাকসনে চলে এসেছেন. একটু আগে আমি তাঁকে ফোন করি। ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ দিকে চলে গেলে আমার মনে হয় ওর কোন কষ্ট হবে না।'

"তার মানে তুমি ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসার কথা ভাবছ?"

"হ্যাঁ," ফ্রিবার্গ বললেন, "এছাড়া আর কোন পথ আমার জানা নেই। রজার, ক্যালিফোর্নিয়ার আমি কিছুই জানি না, চিনি না, আমি তোমার সাহায্য চাই। এখন তো তুমি ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষ। ক্যালিফোর্নিয়ার নাড়ি-নক্ষত্র তোমার জানা। তুমি আমাকে সবরকমভাবেই সাহায্য করতে পারো। যদিও খুব বেশি সাহায্য আমার দরকার নেই।"

"তোমার জন্য আমি আমার সাধ্যমতো সবই করবো আরনি।"

"আমি বড়লোক নই," ফ্রিবার্গ বললেন, "আমার সব অর্থ আমি এখানে আমার ক্লিনিকে বিনিয়োগ করেছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি তোমায় বলতে পারি, আমার এগুলো বেচেবুচে আমি যে আবার ক্যালিফোর্নিয়ায় নতুন করে একটা ক্লিনিক গড়ে তুলব, সে সামর্থ আমার নেই। এখন তোমাকে আমায় সাহায্য করতে হবে। আমি যথাসময়ে তোমার ঋণ শোধ করে দেব।"

"আরে ও কথা ছাড়ো," কিল বিরক্তির ভান করে বললেন, "তুমি আমার বন্ধু, তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমি আনন্দিত হবো। তুমি আমার কাছে ঠিক কি চাও তাই এখন বলতো?"

"প্রথমত লসএঞ্জেলসে বা তার আশেপাশে একটা ভালো জায়গা। একটা বাড়ি নেবার মতো ক্ষমতা আমি রাখি, সেটা আমি পরে নিজের মতো ক্লিনিক বানিয়ে নেব। কাল আমি আমার চাহিদা তোমাকে বিস্তারিত জানিয়ে দেব। আমার পক্ষে কতো টাকা খরচ করা সম্ভব তাও আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।"

"তুমি এখন থেকেই ধরে রাখ, একটা জায়গা পেয়ে গেছ। তোমার চাহিদা, পছন্দ জানা হয়ে গেলে, আমি দু সপ্তার মধ্যে তোমাকে জানিয়ে দেব। যাইহোক, মিরিয়ামকে আমার

ভালোবাসা জানিয়ো। তোমাদের ছেলেকে আমার আদর জানিয়ো। তোমাদের সঙ্গে খুব শিগগির দেখা হবার আশা রাখি।"

ফ্রিবার্গ উদ্বেগ জিইয়ে রাখতে চাইলেন না, বললেন, "রজার তুমি কি নিশ্চিত, তোমাদের ওখানে আমাকে স্বাগত জানানো হবে, মানে আমাদের যৌন প্রতিনিধি ইত্যাদি সবাইকে নিয়ে ওখানে আমি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবো?"

"একদম চিন্তা করো না, আমি আমাদের ফৌজদারি দণ্ডবিধি দু-বার ভালো করে দেখে নিয়েছি। তোমার কাজ মোটেই বেআইনি নয়, এ-ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। এটা মুক্ত ভূমি, আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি এখানে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে। এখন শুধু আমাদের কাজ শুরু করলে হয়।"

ওঁদের কাজ শুরু হয়েছিল। নিরাপদে, নির্ঝঞ্ঝাটে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তারপর চার মাস কেটে গেছে। ডাক্তার আর্নল্ড ফ্রিবার্গ এখন তাঁর নিজের ক্লিনিকে বসে স্বস্তিতে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ক্লিনিকের নাম রেখেছেন, ফ্রিবার্গ ক্লিনিক।

আজ বিকেলের দিকে উনি পাঁচজন নতুন যৌন প্রতিনিধির কাছে ওঁর শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। উনি আশা করছেন ওর ষষ্ঠ প্রতিনিধিকেও আজ পেয়ে যাবেন। এই ষষ্ঠ প্রতিনিধি গেইল মিলারকে উনি টাকসনে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। ওঁর মতে, সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা এরই আছে। মেয়েটি আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করছে। সাইকোলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি এবং ডক্টরেট করার জন্য ও শিগগিরই লসএঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্কুলে দরখাস্ত করবে। এই মেয়েটার ওপর ফ্রিবার্গের দারুণ ভরসা। নতুন যে পাঁচজনকে উনি নিযুক্ত করেছেন, তাদের কাছ থেকে ভালো ফল আশা করেন। কিন্তু মিলার অতুলনীয়া। যেমনি আকর্ষণীয় ওর চেহারা, তেমনি অভিজ্ঞ, আবার বয়সেও তরুণ। টাকসনের পাঁচটি কেসেই ও প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওর সাফল্য নিখুঁত। প্রতিটি সমস্যাদীর্ণ পুরুষ স্বাভাবিক যৌন জীবনে ফিরে গেছে।

ডক্টর ফ্রিবার্গ কিছু নোট নিচ্ছিলেন। নতুন প্রতিনিধিদের সামনে ভাষণ দেবার সময় এগুলো তাঁর দরকার হবে। নোট নিতে নিতে তাঁর চোখ প্রশস্ত ঘরের দেওয়ালগুলোর ওপর ঘোরাফেরা করতে লাগল। দেওয়ালের নতুন রং-এর কটু গন্ধ এখনো ঘর থেকে যায়নি। যারা ফ্রিবার্গকে প্রভাবিত করেছেন তাঁদের সবার ছবি ঝুলছে দেওয়ালে—স্যামুয়েল ফ্রয়েড, রিচার্ড ভন, ক্রাফট এবিং, হ্যাভলক এলিস, থিওডোর এইচ. ভ্যান. ডি ভেলডি, মেরি স্টোপস, আলফ্রেড কিনসে, উইলিয়াম মাস্টার্স এবং ভার্জিনিয়া জনসন।

পাশের দেওয়ালে একটা সাজানো আয়না। আয়নার ওপর ডাঃ ফ্রিবার্গের চোখ এসে থেমে গেল। নিজের প্রতিমূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠল। লাজুক লাজুক চোখে নিজেকে দেখতে লাগলেন—মাথার কালো পাকানো চুল কিছুটা অবিন্যস্ত, ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ছোট ছোট চোখের ওপর পুরু ফ্রেমের চশমা, টিকালো নাক, ঘন কালো গোঁফ এবং চওড়া থুতনি ঘিরে ছোট দাড়ি।

ওঁর ডেস্কের এক কোণে রাখা রূপোর ফ্রেমে বাঁধা ছবির ওপর ওঁর চোখ চলে গেল। এটি তাঁর স্ত্রী মিরিয়ামের এবং তাঁদের হাস্যোজ্জ্বল সন্তান জনির ছবি।

মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উনি আবার নোটগুলো কাছে টেনে নিলেন, নোটগুলোয় মন বসাবার চেষ্টা করলেন। দ্রুত ওগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে পাশে ঠেলে ফেলে দিলেন। এগুলোর সঙ্গে ওঁর নতুন করে আর পরিচিত হবার দরকার নেই। নতুন প্রতিনিধিদের কাছে ভাষণ দেবার সময় এসবের উল্লেখেরও প্রয়োজন হবে না।

তাঁর পাঁচ প্রতিনিধি এখনো পৌঁছতে পাঁচ মিনিট দেরি আছে। তার মানে তাঁর হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে। তাই একটু শিথিল হয়ে বসে গত চার মাসের ঘটনার পর্যালোচনা করতে শুরু করলেন। সেই চার মাসের ঘটনাগুলোকে তিনি একেবারে সামনে, বর্তমানে নিয়ে এলেন।

টাকসন থেকে লসঅ্যাঞ্জেলসে রজার কিলকে প্রাথমিকভাবে ফোন করার দু সপ্তাহের মধ্যে কিল তাঁর অনুসন্ধান কাজ সেরে স্থান নির্বাচন করে ফেলেন। যে স্থানটা বাছেন সেটা ঠিক লসঅ্যাঞ্জেলসে নয়। কিল খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারেন লসঅ্যাঞ্জেলসে সেক্স-থেরাপিস্ট অনেক। তাছাড়া শহরের কেন্দ্রস্থলে ভাড়াও প্রচুর পড়ে যায়। কিল পেশায় ট্যাক্স আটর্নি। কিন্তু তবুও বহু বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন এবং ওঁর জ্ঞানের ক্ষেত্রও বেশ প্রসারিত। অনেক অনুসন্ধান শেষে যে স্থানটা বাছেন সেটা লসঅ্যাঞ্জেলস থেকে এক ঘণ্টার পথ। ওঁর বিশ্বাস ওর বন্ধু ওখানে বেশ পসার করতে পারবেন।

কিল ওঁর জন্য পছন্দ করলেন হিলম্রেড ক্যালিফোর্নিয়া শহর। ঘন নীল প্রশান্ত মহাসাগর সংলগ্ন এক শহর। ৩৬০,০০০ মানুষের এ এক ছড়ানো শহর। এই শহরে অনেক সাইকিয়াটিস্ট আছেন, সাইকোলজিস্টও আছেন। কিন্তু এখনো কোন সেক্স-থেরাপিস্ট নেই। রজার কিল খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, পেশাদার যৌন প্রতিনিধিদের নিয়ে একটু নাম আছে, এমন কোন সেক্স-থেরাপিস্ট হিলম্রেডে কারবার খুললে ভালোই পসার জমাতে পারবে। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তিনি আরো জেনেছেন, হিলম্রেডে যৌন জীবনে অতৃপ্ত, অশান্ত মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

এই সংবাদের পর কিল দুজন রিয়েল এস্টেট এজেন্টর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চারটে অফিস বিল্ডিং দেখায়। ফ্রিবার্গ একটা দোতলা কন্সট্রাকশন পছন্দ করেন। প্রধান রাস্তা থেকে দূরে বাজারের মধ্যে বাড়িটার অবস্থান। পরের ঘটনাগুলো একে একে দ্রুত ঘটে যেতে থাকে। ফ্রিবার্গ এক মেধাবী তরুণ আর্কিটেক্টে কাজে লাগিয়ে তাঁর টাকসনের ক্লিনিকের মতো বাড়িটা নতুন করে সাজিয়ে নিলেন। তাঁর পুরনো ক্লিনিক ছেড়ে আসার জন্য বউকে নিয়ে টাকসন গেলেন।

তারপর তাঁরা চার বার হিলম্রেডে গেলেন। ফ্রিবার্গ যখন তাঁর ক্লিনিকের নব রূপায়ণ তদারকি করছেন, তখন এদিকে তাঁর স্ত্রী নিজেদের থাকার জন্য একটা বাড়ির সন্ধান করতে করতে স্বামীর অফিস থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে আটটি ঘরের একটা ভারি সুন্দর বাড়ি পেয়ে গেলেন।

অফিসের জন্য মনমতো জায়গা পেয়ে ফ্রিবার্গ প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। স্থানীয় এক ডাক্তার স্টান লোপেজ-এর সহযোগিতায় তিনি সুসি এডওয়ার্ডকে পেলেন তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারিরূপে। ফ্রিবার্গ ডাঃ লোপেজকে ব্যক্তিগতভাবে খুব শ্রদ্ধা করতেন। সুসি তাঁর কাছে পার্টটাইম সেকেণ্ড সেক্রেটারিরূপে কাজ করত। তিনি জানেন মেয়েটা একটা পুরা সময়ের কাজ চায়। মাথায় ঘন লাল চুল, তিরিশ বছরের মেয়েটার ইন্টারভিউ নিলেন ফ্রিবার্গ। মেয়েটা এই কাজটা পেতে খুবই আগ্রহী। ফ্রিবার্গ আরো জেনেছেন, মেয়েটা খুবই বিশ্বস্ত। এর পর তিনি নৌরা অ্যামেসকে প্রাকটিক্যাল নার্স রূপে এবং টেস উইলবারকে রিসেপশনিস্ট রূপে নিযুক্ত করলেন।

কর্মী নিয়োগের কাজ হয়ে গেলে ফ্রিবার্গ দেশের সমস্ত চিকিৎসকের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন। সবাইকে জানিয়ে দিলেন, তিনি এই নতুন ক্লিনিক খুলেছেন। এখানে প্রয়োজন হলে পুরুষ ও মহিলা যৌন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে চিকিৎসা করা হয়। এঁরা দেশের সেই সব ডাক্তার,

যাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন সেমিনার, কনভেনশনে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ডাক্তারদের কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষায় থাকার ফাঁকে তিনি যৌন প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রার্থীর সন্ধান শুরু করে দিলেন। দরখাস্তকারীর সন্ধানে হিলস্নেডের সাইকো-অ্যানালিস্টদের কাছে এবং লসঅ্যাঞ্জেলস, সান্তা বারবারা, সানফ্রানসিসকো, শিকাগো ও নিউইয়র্ক-এর থেরাপিস্টদের লিখলেন। অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি তেইশটা দরখাস্ত পেয়ে গেলেন। তারা যৌন প্রতিনিধি হতে চায়। তাছাড়া ফ্রিবার্গ এমন কিছু রুগীর সন্ধানও পেলেন, যারা এখনই তাঁর সেক্স-থেরাপির সাহায্য চায়। এই দ্বিতীয় দফার চিঠিগুলোর জন্যই ফ্রিবার্গ উপলব্ধি করলেন, বর্তমানে তাঁর পাঁচ জন প্রতিনিধি চাই। চারজন মহিলা এবং একজন পুরুষ। সেইসঙ্গে গেইলি মিলারের পরিষেবা,সে হিলস্নেডে চলে আসছে টাকসন থেকে।

প্রতিনিধি প্রার্থীরা একে একে আসতে শুরু করে দিলে ফ্রিবার্গ প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিলেন। অধিকাংশ পরীক্ষাই অল্প সময়ের। কারণ, প্রার্থীরা কেউই যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হচ্ছিল না। প্রতিনিধি হবার প্রত্যাশায় আসা কোন মেয়ে যদি মনে করে কাজটা খুব আগ্রহের, তাহলে সে বিরাট ভুল করবে, এটা তার অযোগ্যতারই পরিচায়ক হবে। আবার কোন মেয়ের মনে এ কাজ গ্রহণ করতে যদি দ্বন্দ্বর সৃষ্টি হয়, তাহলেও সে অযোগ্য হবে।

একেবারে পরিষ্কার একটা উদ্দেশ্য আছে, এমন মেয়েদের দীর্ঘ ইন্টারভিউ নেওয়া হলো। এমন ডিভোর্সড, ঘরোয়া মহিলা এসেছে যাদের কোন সন্তান নেই, স্বামীর যৌন ক্ষমতা প্রায় নেই-এর পর্যায়ে। প্রেমিকদের যৌন অঙ্গ সচল নয় এমন মহিলা ; বাবা মা, জ্ঞাতি গুষ্ঠি বা অন্য আত্মীয়কে যৌন সমস্যায় ভুগতে দেখেছে এমন মহিলাও প্রার্থী হয়ে এসেছে। এই সব প্রার্থীদের, জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, এদের সবারই উদ্দেশ্য কিন্তু এক:যৌন দিক দিয়ে অক্ষম পুরুষদের পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেবার সময় ফ্রিবার্গ তাঁর এক সহকর্মীর একটা পরামর্শ সব সময় মাথায় রেখেছিলেন। পরামর্শটা হলো : 'এক যথার্থ প্রতিনিধি হবেন সূক্ষ্ম অনুভবনশীল, সমবেদনা সম্পন্ন এবং পরিণত আবেগের অধিকারী।' যোগ্য প্রতিনিধিকে নিজের দেহ ও যৌনতার বিচারে অত্যন্ত আরামপ্রদ হতে হবে। ফ্রিবার্গ ভেবে দেখেছেন, কোন মেয়ে প্রতিনিধি অবিবাহিত হলে, তাকে স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কের অধিকারী হতে হবে, যৌন আবেদনে সাড়া দিতে এবং সর্বোপরি নিজের নারীত্ব সম্পর্কে তাকে সতর্ক হতে হবে। এসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য ছাড়াও পুরুষের অবদমিত যৌন শক্তি জাগিয়ে তুলতে তাকে আগ্রহী হতে হবে।

এইভাবে নানা দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে ফ্রিবার্গ চারজন অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন যৌন প্রতিনিধি প্রার্থী নিযুক্ত করলেন। এরা হলো লীলা ভ্যান প্যাটেন, এলেন ওয়েকস, বেথ ব্রাণ্ট এবং জেনেট সিনিডার। একবার এদের প্রশিক্ষণ হয়ে গেলে এরা একটা ভালো টিম হয়ে উঠবে। এদের সঙ্গে যোগ দিতে গেইলি মিলার তো এবার এসে যাবে।

ফ্রিবার্গের কেবল একজনই পুরুষ যৌন প্রতিনিধি প্রয়োজন। নিষ্ক্রিয় যৌন অঙ্গের অধিকারী মহিলাদের জন্য পুরুষ যৌন প্রতিনিধির বিশেষ চাহিদা নেই, ফ্রিবার্গ যাচাই করে দেখেছেন, পুরুষ যৌন প্রতিনিধির সাহায্য নিতে মহিলাদের নীতিবোধে বাধে। দেখেছেন কোন পুরুষের একাধিক নারী সঙ্গী থাকলে কোন দোষ হয় না, বরং সেটা তার গুণের মধ্যে পড়ে যায়। আবার কোন মহিলা মাঝে মধ্যে এর তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হলে, তাতেও বিশেষ অসুবিধা ঘটে না। মহিলাটিকে বড়জোর বোকা বলা হয়। কিন্তু একটা অপরিচিত পুরুষ, এক্ষেত্রে এক

প্রতিনিধির সঙ্গে যৌন সম্পর্কে মিলিত হওয়ার কথা মার্কিন সমাজে ভাবাই যায় না। সাধারণভাবে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে একটা সন্তোষজনক সম্পর্ক গড়ে তুলতে অনেকটা সময় নিয়ে নেন। তবে এটা ক্যালিফোর্নিয়া, জীবন এখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পালটে চলেছে। ফ্রিবার্গ ভেবে দেখলেন, এখানে মাঝে মাঝে এক আধজন মহিলা রুগী চলে আসতেও পারেন, তাই একজন পুরুষ যৌন প্রতিনিধিও রাখা দরকার। বাছাই পরীক্ষায় একজন দরখাস্তকারীই কেবল উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সে ওরিগন-এর এক তরুণ, অভিজ্ঞ, উৎসাহী। ব্যাধিগ্রস্ত মহিলাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করার জন্য ওর আগ্রহ অসীম। ছেলেটার নাম ব্র্যাণ্ডন। বহু পুরুষ প্রার্থীর মধ্যে থেকে ফ্রিবার্গ কেবল ব্র্যাণ্ডনকেই নির্বাচিত করেন।

তাঁর অফিসের দরজা এখন খোলা। ফ্রিবার্গ সবে মাত্র তাঁর দিবাস্বপ্ন ছেড়ে উঠলেন। "ওরা এসে গেছে ডাঃ ফ্রিবার্গ," তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি সোনালী কেশবতী সুসি এডওয়ার্ড বলল, "আপনি যে যৌন প্রতিনিধিদের বাছাই করেছেন ওরা আপনার জন্য আপনার সর্বকাজের অপেক্ষাগৃহে বসে আছে।

ফ্রিবার্গ মুচকি হাসলেন। ভারি শরীর তুলে উঠে দাঁড়ালেন। "ধন্যবাদ সুসি," বলে এগিয়ে গেলেন।

ডাঃ ফ্রিবার্গ তাঁর সর্বকাজের অপেক্ষাগৃহের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিরিশ ফুট আয়তনের একটা কক্ষ। এক সুসজ্জিত শয়নকক্ষের সমান। মেঝের ওপর কার্পেট বিছান রয়েছে। ঘরের এক প্রান্তে পাঁচ প্রতিনিধির দিকে মুখ করে একটা সোফা। ওদের বয়স আঠাশ থেকে বিয়াল্লিশের মধ্যে। ওরা অর্ধগোলাকারভাবে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে রয়েছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ফ্রিবার্গ মাথা নাড়ালেন, ওরা সবাই ধোপদুরস্ত পোশাক পরে বসে রয়েছে। তাঁর নার্স নোরা ইতিমধ্যে ওদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

ফ্রিবার্গ ওদের সামনে সোফায় বসলেন। পিঠ হেলিয়ে দিলেন। একটা পায়ের ওপর পা তুলে দোলাতে লাগলেন।

"জেনেট সিনিডার," ক্লাসে নাম ডাকার মতো করে উনি নাম ডেকে যেতে লাগলেন, "পল ব্রাওন, লীলা ভ্যান প্যাটেন, বেব ব্রাড, এলেইনি ওয়েক—তোমাদের সবাইকে এখানে পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত। ফ্রিবার্গ ক্লিনিকে আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি, তোমরা প্রত্যেকেই যৌন প্রতিনিধি হবার যোগ্যতার পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছ।"

এমন স্তুতির প্রতিক্রিয়া প্রতিনিধিদের চোখ মুখে সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠতে দেখলেন।

"তোমাদের ট্রেনিং-কর্মসূচি সম্পর্কে আজকে আমি কিছু বলব। কাল সকাল নটায় এই ঘরে ট্রেনিং শুরু হবে। সপ্তায় পাঁচ দিন করে ছ সপ্তা ধরে সরাসরি আমার তদারকিতে তোমাদের ট্রেনিং চলবে। চূড়ান্ত পর্যায়তেই কেবল আমি বাইরের লোকেদের নিয়ে আসব। নারী ও পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটানোর স্তরেই কেবল লসঅ্যাঞ্জেলসের আন্তর্জাতিক পেশাদার যৌন প্রতিনিধি অ্যাসোসিয়েশন-এর সুপারিশ মতো চারজন পুরুষ এবং একজন নারীর সাহায্যের প্রয়োজন হবে। এরা এক সময় রুগী ছিল। নিজেরা যৌন রোগে ভুগত। এদের রোগ বর্তমানে সেরে গেছে এবং সুস্থ জীবন যাপন করছে।

তোমাদের সামনে যে ট্রেনিং রয়েছে, সে সম্পর্কে এখন আমি দুটো কথা বলছি। আমি যা বলে যাব, তা আপন মনেই বলব, আমার কথায় কোন রকম বিরতি থাকবে না। তোমাদের কিছু জানার থাকলে আমার কথা বলা শেষ হয়ে গেলে তারপর বলবে।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

উনি পল ব্র্যাওন-এর দিকে তাকালেন।

'মিস্টার ব্র্যাওন আমাদের এই থেরাপিতে অধিকাংশ রুগী প্রধানত পুরুষ। তাই আমাদের মহিলা প্রতিনিধিদের করণীয় কাজের কথাই আমি বলব। তবে এক্ষেত্রে কথাগুলো তোমার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে। কারণ, একজন পুরুষ প্রতিনিধিকে তো মহিলা রুগী নিয়ে কাজ করতে হবে।"

সিগারিলোর প্যাকেট বার করার উদ্দেশ্যে পকেটে হাত ঢোকালেন। বললেন, "তোমরা কেউ ধূমপান করলে, চিউইং গাম বা মিন্ট খেলে আমার কোন আপত্তি নেই।" সিগারিলো ধরিয়ে দেখলেন ব্র্যাওন ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে এক ব্যবহৃত পাইপ ও পাউচ বার করছে। লীলা ভ্যান প্যাটেনও ওর ব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

"এবার আসল কথায় আসা যাক," ফ্রিবার্গ বললেন, "তোমাদের কেন অংশীদার বা যৌন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলো? তোমাদের রূপ, দেহসৌষ্ঠব বা আকর্ষণীয় যৌন অঙ্গের জন্য আমি তোমাদের মনোনীত করিনি। আমি তোমাদের মনোনীত করেছি আরো গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রিক গুণের জন্য—আমি দেখেছি, তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধি, সহানুভূতি, তোমাদের মতো স্বাস্থ্যবান নয় এমন মানুষের প্রতি অনুরাগ। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে নিজের নিজের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অন্যের সঙ্গে সমানভাগে ভাগ করে নিয়ে উপভোগ করার মানসিকতা আছে।

"যৌন প্রতিনিধির প্রথম ব্যবহারকারী হলেন মাস্টার্স এবং জনসন। উইলিয়াম মাস্টার্স ওহিও থেকে আসেন। রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন নিয়ে লেখাপড়া করেন। এবং ঘটনাচক্রে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনে যৌন ব্যবহারের ওপর গবেষণা শুরু করে দেন। টানা দু বছর গবেষণা চালাবার পর তিনি উপলব্ধি করলেন, তাঁর একজন মহিলা সহযোগীর প্রয়োজন। মাস্টার্স ভাড়া করলেন ভার্জিনিয়া জনসনকে। সে এক ডিভোর্সড মহিলা, সন্তানের মা। মনোবিজ্ঞানের ওপর মেয়েটা কয়েকটা কোর্স করেছে, তবে মেয়েটার কোন কলেজ ডিগ্রি নেই। ওরা দুজনে মিলে একটা অনুসন্ধানী টিম গঠন করলেন এবং পরে বিয়েও করে নিলেন।

"মাস্টার্স এবং জনসন দ্রুত উপলব্ধি করলেন, খোলামেলা মেলামেশা, সামান্য প্রশ্ন-উত্তর তাঁদের অত্যন্ত হতাশ রুগীদের বিশেষ সাহায্য করতে পারছে না। মাস্টার্স এবং জনসন আরো উপলব্ধি করলেন যে, তাঁদের পুরুষ রুগীরা চাইছে কথা বলা, পরস্পরের কাছ থেকে শেখা এবং সর্বোপরি অক্ষম পুরুষের থেরাপির চরম পর্যায়ে সুখ আদান-প্রদান করা। আমার মনে হয় যৌন প্রতিনিধির ধারণা এভাবেই ১৯৫৭ সালে সৃষ্টি হয়। সে সময় প্রচন্ড যৌন সমস্যায় ভোগা পুরুষদের সঙ্গে থেরাপিতে আসার মতো বিবাহিত বা অবিবাহিত কোনরকম মহিলা সঙ্গী ছিল না। আর একদল ছিল, যাদের আদৌ কোন মেয়ে বন্ধু ছিল না। তাদের থেরাপিতে যোগ দিতে আগ্রহী মহিলা না পাবার জন্য এইসব পুরুষরা কি শাস্তি পেয়ে থাকে। 'এইসব মানুষগুলো সামাজিক পঙ্গু'; মাস্টার্স প্রায়ই বলতেন। 'এদের চিকিৎসা না করা হলে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি অবিচার করা হবে।' তাই এদের চিকিৎসার জন্য তাঁরা মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন।

"তাঁদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হলো। এগারো বছরে মাস্টার্স এবং জনসন একচল্লিশজন মানুষের সঙ্গে যৌন প্রতিনিধি দিলেন। তাদের মধ্যে বত্রিশজনের সমস্যা একেবারে মিটে গেল।

কিন্তু ১৯৭০ সালে মাস্টার্স এবং জনসন যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার একদম বন্ধ করে দিলেন। বলা হয়, তাঁদের এক বিবাহিত প্রতিনিধি ছিল, মেয়েটাকে তাঁরা বিশেষ চিনতেন না। তার স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা হারানোর জন্য মাস্টার্স ও জনসনকে দায়ী করে আদালতে মামলা করে। মাস্টার্স এবং জনসন আদালতে না গিয়ে এবং সংবাদপত্রকে কেচ্ছা-কাহিনী ছাপার সুযোগ করে না দিয়ে, আইনানুগ বিবৃতি প্রকাশ করলেন এবং তারপর প্রতিনিধি নিয়োগের কাজ ছেড়ে দিলেন। আমার বিশ্বাস, আমার ভাগ্য বিশেষ খারাপ নয়। কারণ, তোমাদের মধ্যে তিনজন বিবাহ বিচ্ছিন্ন এবং কেউই নব বিবাহিত নয়। আরো একটা ব্যাপার, যেটা মাস্টার্স এবং জনসনকে এ পথ থেকে সরে যেতে প্ররোচিত করেছিল, তা হলো, তাঁরা উপলব্ধি করছিলেন, অধিকাংশ প্রতিনিধিই নিজের দায়িত্ব ভুলে থেরাপিস্টের মতো ব্যবহার করছিলেন। আমি অবশ্য এ জিনিস কখনো অনুমোদন করব না।

"তোমরা সকলেই জানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ যৌন অপূর্ণতা। কয়েক বছর আগে উইলিয়াম মাস্টার্স আবিষ্কার করেন, এই দেশের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ দম্পতির প্রায় অর্ধেকই যৌন জীবনে বেমানান। ইদানিং পরিসংখ্যানে কিছু হেরফের ঘটতে পারে, তবে আমি এবং তোমরা সকলেই উপলব্ধি করি, এইসব অতৃপ্ত মানুষদের সুখী ও স্বাস্থ্যবান করে তোলা যায়।"

মেঝে থেকে অ্যাশট্রে তুলে নেবার জন্য ফ্রিবার্গ সামনে ঝুঁকলেন। সিগারিলোর ছাই ঝাড়লেন। অ্যাশট্রেটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। সময়টা এক বিরতির মতো কেটে গেল। প্রশিক্ষণের আরো গুরুত্বপূর্ণ অংশে ভীষণ টেনে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে আবার বলতে শুরু করলেন।

"এখন তোমাদের প্রকৃত প্রশিক্ষণকালে প্রথম ছ-সপ্তাহ আমার তদারকিতে থাকতে হবে। তোমাদের প্রত্যেককে একটা পাঠ্যতালিকা দেওয়া হবে। আমি প্রত্যেককে পূর্ববর্তী যৌন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করব। তোমরা কখন কিভাবে সাড়া দিয়েছ জানাবে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তোমাদের প্রত্যেককে যৌন প্রতিনিধি থেরাপির সম্পূর্ণ পাঠক্রম নিতে হবে। পাঠক্রম নেয়া হয়ে গেলে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করলে, রুগীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ঠিক এখনই আমি বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে রুগীদের সঙ্গে তোমাদের পদক্ষেপ, ব্যায়াম ইত্যাদি জানিয়ে দিতে চাই।

"তোমাদের প্রত্যেক রুগীর জন্য সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন দুঘণ্টা করে সময় নষ্ট করতে হবে। কি ধরনের যৌন অক্ষমতার মুখোমুখি হতে হবে? কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা খুবই সাধারণ হতে পারে—হয়তো এমন এক রুগী, যার যৌন আকাঙ্ক্ষা খুব কম, বা হয়তো এক অতি সাদাসিধে, সামাজিক দিক দিয়ে ভীতু এবং বিচ্ছিন্ন বা হয়তো এমন এক পুরুষ, যার কৌমার্য এখনো বর্তমান। পুরুষ রুগীদের ক্ষেত্রে তোমাদের এমন রুগী নিয়ে কাজ করতে হবে, যাদের অঙ্গ দৃঢ় হয় না, যে প্রাথমিকভাবে অক্ষম। এমন পুরুষ নিয়েও হয়তো কাজ করতে হতে পারে, যাদের পরিণতির পূর্বেই স্খলন হয়ে যায়। যৌন সুখ উপভোগ করতে অক্ষম এমন পুরুষও পাবে। নারী রুগীর ক্ষেত্রে যৌন উত্তেজনা একেবারেই নেই, এমন রুগী যেমন পাবে, তেমনি হস্তমৈথুন করেও চূড়ান্ত সুখ পাচ্ছেন না এমন রুগীও আছেন। এমন রুগীও আছে, যাদের যৌন অঙ্গ ক্ষুদ্র, এদের মিলনে মিলিত হওয়া একদিকে যেমন কঠিন, তেমনি আবার বেদনাদায়ক।

"নানা মানুষের এসব ব্যাধি নিরাময়ে তোমরা কিভাবে এগোবে? রুগীদের প্রশিক্ষণ দেবার সময় তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের সহযোগী হতে হবে। রুগী সাহায্য পাবার জন্যই

আমাদের কাছে আসে। আমাদের কাজ হলো তার সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ পরিণত, নিরাপদ সম্পর্ক গড়ে তোলা। ধীরে ধীরেই এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ পুরুষ রুগী ভাবে, এসব ফালতু ঝামেলার মধ্যে গিয়ে কি লাভ। বলে, আমাদের কাজ কখন শুরু হবে বলুন। ক্লায়েন্টের যতোই তাড়া থাক না কেন, আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যে কাজ করছি তাতে সময় একটা প্রধান বিষয়। এবং প্রত্যেক রুগীকেও এটা বোঝাতে হবে।

"এভাবেই কাজটা শুরু হবে। রুগী আমার কাছে এলে আমি আগে দেখব কোনো এম ডি তাকে পরীক্ষা করেছেন কি না। দৈহিক দিক থেকে সে ঠিক অবস্থায় আছে কি না। অর্থাৎ হর্মনে ঘাটতি, কোন রোগ ইত্যাদি আছে কি না। তারপর রুগীর সম্পূর্ণ যৌন ইতিহাস শুনে নিই। এটা শুনে, আমি রুগীর অসুবিরার ক্ষেত্র ধরে ফেলি। আমি তাকে কতকগুলি প্রশ্ন করি—যেমন আপনি যখন বড় হচ্ছেন, তখন আপনাদের বাড়িতে নগ্নতা কতোটা অনুমোদন করা হয়? আলিঙ্গন, চুম্বন, বুকে পেটে হাত বোলানো, এসবের কেমন চল ছিল আপনাদের পরিবারে? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সাধারণত—একদমই নয়। এর পরের পর্যায়ের কথা রুগীরা সাধারণত বলতে ভয় পায়। আমি তাদের বোঝাই ভয় বা অজ্ঞতা সব কিছু আরো জটিল করে তোলে, অকপটে সব স্বীকার করলে যৌন জীবন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

"প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তোমরা দেখবে রুগীরা দুটো ব্যাপারে দুর্বল। প্রথমত, অন্য মানুষের সঙ্গে তারা ঠিকমতো যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারে না, দ্বিতীয়ত যৌনতা সম্পর্কে নিজের শ্রদ্ধা খুবই কম। তার এইসব সমস্যার সমাধান ঘটাবার জন্য রুগীকে আদর করবে, সোহাগ করবে। সে যেন না বোঝে যে, তাকে উত্তেজিত করার জন্য এসব করা হচ্ছে। তাকে বোঝাতে হবে যে, তুমি তোমার আনন্দের জন্যই এসব করছ। কোন একজন রুগীকে ঘিরে তোমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো, নিজে উপভোগ করা এবং নিজে উপভোগ করতে গিয়ে সেই উপভোগের আনন্দ তার মধ্যেও পৌছে দেওয়া।

"আমি তোমাদের বলেছি, আমি প্রথমে রুগীর যৌন ইতিহাস জেনে নিই এবং তারপর তার সঙ্গে কথা বলি। এরপর তার সঙ্গে তোমাদের মধ্যে যাকে আমার উপযুক্ত মনে হবে, তাকে যুক্ত করার চেষ্টা করি। রুগীর বয়স, শিক্ষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আগ্রহ জেনে নিয়ে তোমাদের মধ্যে থেকে এমন একজনকে তার জন্য বেছে নিই, যে এই দিক থেকে তার উপযুক্ত। তারপর আমি ব্যক্তিগতভাবে রুগীর সঙ্গে কথা বলি এবং পরে রুগী, যৌন প্রতিনিধি ও আমার মধ্যে এক ঘরোয়া মিটিং-এর আয়োজন করি।

"তারপর যার ওপর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তার কাছ থেকে পুরো রিপোর্ট আশা করি। সাধারণত এই রিপোর্ট পাই টেপে বা মুখের বর্ণনায়—যে ক্ষেত্রে যেরকম হয়, তবে চিকিৎসা সম্পর্কে রুগীর কি মত, সে কিভাবে আমার চিকিৎসাকে নিচ্ছে এটা জানার জন্য আমি মাঝে মাঝেই রুগীর সঙ্গে দেখা করব।"

ব্রিবার্গ একটু থামলেন। তাঁর সামনে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ভাষণ শুনতে থাকা প্রতিনিধিদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

"তোমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটবে তোমাদের নিজেদের বাড়িতে, একান্ত কক্ষে। এই সাক্ষাৎকারের সময় তোমাদের অতিথিদের ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করতে হবে। সে সময় রোগীদের কিছু পানীয় খেতে দিতে পার। এই যেমন চা বা কোন হালকা পানীয়। কোন রকম অ্যালকোহল নয়। উত্তেজক কিছু নয়, মনে রাখবে যা করতে যাচ্ছ, তা হলো ঐ বিশেষ ব্যক্তির

ভেতরের ক্ষমতাকে বাইরের উত্তেজক কিছুর সাহায্য ছাড়া জাগিয়ে তোলা। তোমাদের দুজনকে পরিপূর্ণ পোশাক গ্রহণ করে কথাবার্তা বলে যেতে হবে—তা সে কথা খাদ্য, খেলাধুলো বা সাম্প্রতিক কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। রোগীকে তোমাদের কথা কম বলবে এবং তাকে তার কথা বেশি করে বলতে দেবে। তার উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা করবে।

"প্রথম সাক্ষাতের শেষভাগে এসে তার হাতে হাত বোলাও। রোগীকে তার চোখ বন্ধ করতে বলো এবং তোমার চোখ বন্ধ করো। এই সময় তোমরা কথা বলবে না।

"দ্বিতীয় সাক্ষাতে মুখে হাত বোলাও। তার মুখে আস্তে আস্তে সস্নেহে হাত বোলাতে থাকো। তোমার হয়ে গেলে সেও এইভাবে তোমাকে আদর করতে থাকবে। সব স্বাভাবিকভাবে এগোলে তৃতীয় সাক্ষাতে ফুটবাথ নাও। আক্ষরিক অর্থ ফুটবাথ। শরীরে জামা কাপড় ঠিক থাকবে, তবে পা থাকবে খোলা, গরম জলে ভিজিয়ে ঘষতে থাকো।

চতুর্থ সাক্ষাতের আগে তোমরা প্রাথমিক নগ্নতার দিকে এগোও। দুজনে দেহের সমস্ত পোশাক খুলে ফেল। সেরকম ইচ্ছে হলে একে অন্যের পোশাক খুলে দাও। এমনিতে এটা খুব একটা অসুবিধেজনক কাজ নয়, তবে আবার অনেক সময় সহজ কাজও নয়। বহু মানুষ অন্ধকারেই সাধারণত পোশাক খোলে। যাইহোক, এখন পোশাক খোলার পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেহ প্রদর্শনের ব্যায়াম করো। রোগীকে সামনে বসে তা দেখতে বলো। নিজের দেহের কোনটা তোমার পছন্দ, কোনটা অপছন্দ অকপটে স্বীকার করো। তোমার হয়ে গেলে তোমার রুগীকেও ঐ একই কাজ করতে বলো। এই ব্যায়াম করার ফলে তোমরা একে অপরকে আরো অনেকটা জেনে যাবে।"

ত্রিবার্গ তাঁর কেস থেকে আরো একটা সিগারিলো বার করার জন্য সামান্য থামলেন। হাতের ডিজিটাল ঘড়ির দিকে তাকালেন।

"এবার আমি দ্রুত আমার ভাষণ দিয়ে যাবো। আর এখানে আমি যাই বলি না কেন, ট্রেনিং-এর সময় আমি তোমাদের সবই করে দেখিয়ে দেব। দেহ প্রদর্শনের পর এসো একসঙ্গে স্নানের স্তরে। তারপর নগ্ন অবস্থায় পৃষ্ঠদেশ মর্দন। একেবারে আক্ষরিক অর্থে যা বোঝায়, তাই। এর পরেই করো সামনের দিকে মর্দন। তবে স্তন বা জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করবে না। পরবর্তী পর্যায়ে পরস্পরের স্তন এবং জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করে শরীরের সামনের দিকে হাত বোলাতে থাকো। এই সময় অবশ্য স্তন বা জননেন্দ্রিয়র প্রতি বিশেষ নজর দেবে না। এভাবে চলার পর রুগী চিৎ হয়ে শোবে এবং তোমাকে তার জননেন্দ্রিয়তে হাত বুলিয়ে যেতে হবে। তাকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে কিন্তু তুমি এটা করছ না।"

"পরের স্তরে তোমাদের দুটো কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমত যেটা করতে হবে সেটা হলো, অঙ্গ পরিচয়। আমরা অঙ্গ পরিচয়ের ওপর জোর দিই। কারণ, অধিকাংশ পুরুষ নিজের যৌন অঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হলেও, স্ত্রী অঙ্গ দেখতে কেমন সে ব্যাপারে তাদের কোন ধারণাই নেই। সাধারণত তারা করে কি, অন্ধকারে বিছানায় উঠে তারা সঠিক স্থানটি খুঁজে পাবার আনন্দে লাফালাফি শুরু করে। অঙ্গ পরিচয় পর্বে তোমরা ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করো, পুরুষকে তোমাদের গোপন অঙ্গ দেখিয়ে দাও। দ্বিতীয়ত রুগী তোমাদের জননেন্দ্রিয়তে তার জননেন্দ্রিয় প্রবেশ করাবার চেষ্টা করবে। কোন রুগী পুরোপুরি বা অর্ধেক সফল হলে বাধা দেবে।"

"এর পরের পর্যায়টাই হলো শেষ পর্যায়। এই পর্যায়েই ঘটবে সফল যৌন মিলন। কিভাবে ঘটবে তাই বলি এবার..."

ফ্রিবার্গ টানা দশ মিনিট কথা বলে গেলেন। দেখলেন, তাঁর সহযোগীরা অধীর আগ্রহে বসে রয়েছে তাঁর পরবর্তী ভাষণ শোনার জন্য পোড়া সিগারিলোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে নতুন একটা ধরালেন। এক মুখ ধোঁয়া টেনে মুচকি হেসে বললেন, "এবার তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো।" সোফার ওপর দেহটা এলিয়ে দিলেন।

লীনা ভ্যান প্যাটেন জানতে চাইল, "ডাঃ ফ্রিবার্গ, আমরা কি আমাদের বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতদের জানাতে পারব আমরা কি করছি?"

"কেন পারবে না?" ফ্রিবার্গ প্রতি প্রশ্ন করলেন। "তবে তোমরা কারুকে তোমাদের রুগীর পরিচয় জানাতে পারবে না। এটা একদম গোপন রাখতে হবে। কেউ তোমাদের পেশা জানতে চাইলে তোমরা স্বচ্ছন্দে জানাতে পারো। একটা সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে তোমাদের আগাম সতর্ক করে দিতে চাই। সেটা হলো জনসাধারণের মধ্যে তোমাদের সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া অধিকাংশ মানুষই মনে করবে তোমরা বুঝি বেশ্যা, তাই তোমরাই ঠিক করো তোমরা কি করবে।"

জেনেট সিনিডার প্যাড দোলাতে দোলাতে বলল, "আচ্ছা মুখে হাত বোলানোর সময় কি শুধুই মুখে হাত বোলানো হবে? রুগী চুমু খেতে চাইলে তাকে কি চুমু খেতে দেওয়া হবে?"

"কোন আপত্তি নেই তাকে চুমু খেতে দাও। অধিকাংশ মানুষই চুম্বনের বিশেষ কিছু জানে না।"

প্যাডে লিখে রাখা নোটের ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জেনেট জানতে চাইল, "সে আমার যৌনাঙ্গে হাত দিলে আমার তীব্র উত্তেজনা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমার কি করণীয়?"

ফ্রিবার্গ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালেন, বললেন, "সেরকম কিছু ঘটলে ঘটতে দেবে। সম্ভব হলে শুধু নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করবে।"

একমাত্র পুরুষ যৌন প্রতিনিধি পল ব্র্যাওন উঠে দাঁড়াল। বলল, "দেহ প্রদর্শন পর্ব থেকেই নগ্নতার শুরু হচ্ছে তো?"

"হ্যাঁ, ঐ সময় থেকেই" ফ্রিবার্গ বললেন, "কেন এ ব্যাপারে কি তোমার কোন সমস্যা আছে?"

"না, আমার কোন সমস্যা নেই। আমি ব্যাপারটা একটু জেনে নিচ্ছি এই যা।"

"এবার আমার পালা," বলল এলেইনি ওয়েক, "পুরুষাঙ্গের প্রবেশ ঘটানো কি নিরাপদ?"

"আমি তোমাদের পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি, রুগীকে আগাগোড় পরীক্ষা করে নেওয়া হবে। তার অন্য কোন রকম রোগ থাকবে না।"

"আমি গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনার কথা বলছি।"

"সে ক্ষেত্রে পিলের ব্যবস্থা রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে চাইলেও নিতে পারো।"

ফ্রিবার্গ অপেক্ষা করতে লাগলেন। আর কেউ প্রশ্ন করছে না দেখে এবার তিনি নিজের তরফ থেকে শেষ কথাটা বলার জন্য তৈরি হলেন। তাঁর সামনে বসে থাকা প্রতিনিধিদের প্রত্যেককে একত্রে সম্বোধন করে বললেন, "তোমাদের কাছে এবার আমার একটা প্রশ্ন আছে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এখন এই কর্মসূচি থেকে নাম কাটিয়ে নিতে চাও?"

কোন প্রতিনিধিই সামান্যতম শব্দ করল না। ফ্রিবার্গ হাসলেন। নরম সুরে বললেন, "খুব ভালো। তোমাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। আগামীকাল ঠিক সকাল সাড়ে নটায় তোমাদের

সঙ্গে আমার আবার দেখা হচ্ছে। আগামীকাল থেকে তোমরা পেশাদার যৌন প্রতিনিধি হতে চলেছ। ঈশ্বর তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।"

ইতিমধ্যে ছ সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ হয়ে গেছে। সময় এখন বেলা দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি। ডাঃ আর্নল্ড ফ্রিবার্গ তাঁর চেয়ারে বসে একটু পরে যে গ্রুপ মিটিং শুরু হবার কথা তারই অপেক্ষা করছেন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন মধ্য জুলাইয়ের আকাশ বিবর্ণ, মেঘে ভর্তি। রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ দেখতে পেলে তিনি খুশি হতেন। কারণ নিজের মনের ভেতরই তিনি এখন উজ্জ্বলতা অনুভব করছেন। প্রতিনিধিদের ট্রেনিং দিয়ে তিনি সত্যিই আনন্দ পেয়েছেন। পুরো ট্রেনিং পিরিয়ডটাই সফল হয়েছে। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন অত্যন্ত উৎসাহী, উজ্জ্বল, যৌন প্রতিনিধি।

ঠিক দুটোয় প্রতিনিধিদের আসার কথা। উনি তাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন। সকালে উনি এদের নিয়ে যা ভাবছিলেন, সে কথাই তাঁর মনে পড়ল। তাঁর সহকর্মীরা তাঁর কাছে যে চারজন প্রথম রুগীকে পাঠিয়ে ছিল, তাঁদের টেপ পর্যালোচনা করছিলেন। এই চারজন রুগীই পুরোপুরি অক্ষম মানুষ। পল ব্র্যাণ্ডন এখনো কোন মহিলা রুগী পায়নি। তবে জেনেছেন, মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের কাছে রুগীদের যাবার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাই তিনি আশা করছেন ব্র্যাণ্ডনও কিছুদিনের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। ফ্রিবার্গ টেপগুলো সুসিকে দিলেন, ওগুলো ওয়ার্ড প্রশেসরে তুলে নেবার জন্য।

তারপর ফ্রিবার্গ গেইলি মিলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিলার তাঁর প্রথম প্রতিনিধি। এক সপ্তাহ আগে সে টাকসন থেকে এসেছে। সেখানে তার কাজ-কারবার গুটিয়ে, আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করে ফিরে আসে। এই এক সপ্তায় মেয়েটার সঙ্গে তাঁর বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। মেয়েটি সে সময় হিলক্রেস্টের এক বাংলোয় নিজের বসবাসের ব্যবস্থা ঠিক-ঠাক করতে ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া সাইকোলজিতে ডক্টরাল প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য লসঅ্যাঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্কুলে দরখাস্ত করার কাজেও বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আজ সকালে মেয়েটি তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে এলে, তিনি সত্যিই খুব খুশি হয়েছিলেন। মেয়েটির লাঞ্চের আয়োজন করলেন। দীর্ঘ সময় মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়ে অনুভব করলেন, তাঁর প্রতিনিধিদের মধ্যে সেই সব থেকে আকর্ষণীয়া।

পাশাপাশি বসে লাঞ্চ খাবার সময় ফ্রিবার্গ দেখলেন, মেয়েটি কতো সুন্দর, আকর্ষণীয়া। মেয়েটি পরেছে গোলাপী রং-এর সিল্কের ব্লাউজ, কোমরে হলুদ রং-এর চামড়ার বেল্ট, বেল্টের নিচে সিল্কের স্কার্ট, হাঁটার সময় স্কার্ট ওর হাইয়ের ওপর চেপে বসে। মেয়েটি যখন খাবার দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন উনি মেয়েটির সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর রূপ উপভোগ করেন। মেয়েটির মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল। সান গ্লাসের আড়ালে ঘন দুটো চোখ, খাড়া নাক, দীর্ঘ সরু দুটি ঠোঁট। তিনি দেখলেন, মেয়েটির অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যও সমান আকর্ষণীয়া। ছ বছর আগে টাকসনে মেয়েটির যৌন প্রতিনিধিত্বের প্রশিক্ষণকালে বহুবার তিনি ওর নগ্ন দেহ দেখেছেন। তাঁর স্মৃতির পাতায় স্পষ্ট অক্ষরে ছাপা হয়ে আছে মেয়েটির গোপন অঙ্গের নিখুঁত বর্ণন। তার মসৃণ ঢালু কাঁধ, সম্মুখে প্রসারিত পরিপূর্ণ স্তন, স্তনের সুপুষ্ট বাদামী বৃন্ত, তার ছোট নরম কোমর, সরু দুটি পাছা, স্ফীত থাই এবং সুগঠিত পা। তিনি মনে করার চেষ্টা করলেন মেয়েটি তখন এবং এখনও নিশ্চয়ই পাঁচ ফুট চার কি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হবে। তাঁর ভাসা ভাসা মনে পড়ে, মেয়েটির কেস রেকর্ডে তার ব্যক্তিগত জীবনের এক দুঃখের কাহিনীর

ইঙ্গিত আছে যেন। তার জীবনে এমন কিছু একটা ঘটনা ঘটে গেছে, যা তাকে এই যৌন প্রতিনিধির কাজ নিতে প্ররোচিত করেছে।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সহযোগী, এবং সর্বোপরি অত্যন্ত মিষ্টি ব্যক্তিত্বের এক মহিলা। অত্যন্ত জটিল, একেবারে নিরাশ রুগীদের ক্ষেত্রে সফল হতে এই মেয়েটি যে কি অপরিসীম সাহায্য করেছে, তাও এখন তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি উপলব্ধি করলেন, এই সাতাশ বছর বয়সের অভিজ্ঞ মেয়েটা তাঁর টিমের নেত্রী হবার যোগ্য।

এসব আগেকার কথা। এখন ঠিক বেলা দুটোর সময় নিজের টেবিলে বসে ফ্রিবার্গ দেখতে পেলেন প্রতিনিধিরা একে একে সব আসতে শুরু করেছে। তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে অভিবাদন জানাতে লাগলেন। তারা সবাই একে একে সোফায় বসল। সুসির অফিস থেকে গেইলি মিলারকে আনলেন। তার সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ফ্রিবার্গ চেয়ার থেকে উঠলেন না। বসে বসেই তাদের উদ্দেশ্যে বললেন :

"তোমাদের সবাইকে অভিবাদন জানাই। গত ছ সপ্তাহের ঘনিষ্ঠতায় আমরা অনেকটা একান্নবর্তী পরিবারের মতো হয়ে উঠেছি। আমি তোমাদের সামনে আজ আবার একবার ভাষণ দিতে আসি নি। ট্রেনিং শুরু হবার আগে একদিন আমি ভাষণ দিয়েছি। ছ সপ্তাহের প্রতিটি কাজের দিনে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমি অনুভব করতে পারছি তোমরা তোমাদের কাজটা বুঝতে পেরেছ, তোমাদের কাজের প্রতি তোমরা আত্মনিবেদিত এবং কাজটা ভালোভাবেই করতে পারবে। একটা কথা মনে রাখবে তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি একটা সেতু বন্ধনের চেষ্টা করেছি। যে সেতু বিপদগ্রস্ত মানুষকে খারাপ, অতৃপ্ত অবস্থা থেকে সুখী, আনন্দদায়ক অবস্থায় নিয়ে যাবে। তাদের যৌন জীবনই কেবল সুখের হবে না, তাদের ব্যক্তিগত, কাজ কর্মের জীবনও সুখের, আনন্দের, উৎসাহোদ্দীপক হয়ে উঠবে।

"এই কথাটা মনে রাখবে, এই সব মানুষ তোমাদের কাছে কিছু শিখতে চায়। তারা জানতে চায়, কিভাবে মানুষকে ভালোবাসতে হয়। হতাশা, অপূর্ণতা নিয়ে তারা তোমাদের কাছে আসছে। তারা এইভাবে নিজেদের হয়ে সওয়াল করবে, 'আমি, এই মানুষটা বলছি, আমার অক্ষমতার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমার কি করা উচিত তা আমি জানতে চাই, আমাকে সাহায্য করুন,' তাদের কাছে তোমরাই শেষ আশ্রয়।

"যাইহোক, আগামীকাল থেকে তোমাদের কাজ শুরু হচ্ছে। আগামীকাল সকাল ও বিকেল থেকে রুগীদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎকারের সময়ের একটা তালিকা আমি তৈরি করেছি। তার পরের দিন থেকে আমাকে শুধু তোমরা নিয়মিত রিপোর্ট দিয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন তাহলে এই পর্যন্তই রইল। এখন আমি গেইলি মিলারকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। তোমাদের প্রশিক্ষণ দেবার আগে আমি তাকে টাকসনে প্রতিনিধি হিসাবে কাজে লাগিয়েছি। গত সপ্তাহের ট্রেনিং-এর সময় একবার তোমাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার মনে হয় গেইলি সংক্ষেপে একবার তার অভিজ্ঞতার কাহিনী তোমাদের শোনালে এবং তোমরা যেমন যেমন প্রয়োজন মনে করবে সেই মতো প্রশ্ন করার সুযোগ পেলে ভালোই হবে। এখন আমি তাহলে গেইলি মিলারকে নিয়ে আসি।"

সুসির সেক্রেটারিয়াল অফিস ছেড়ে ফ্রিবার্গের অফিসে ঢোকার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গেইলি একবার থেরাপিস্টের সঙ্গে কথা বলতে ইতস্তত করতে লাগল।

"আমাকে কি করতে হবে?" গেইলি জানতে চাইল।

ফ্রিবার্গ মুচকি হাসলেন। "তুমি ওদের সামনে গিয়ে যা মুখে আসে তাই বলে যাও। আমার আর তোমার ভাষণের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তুমি একেবারে কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বলবে।

ওদেরকে তোমার অভিজ্ঞতা জানাও, ওদের কোন প্রশ্ন থাকলে, শুনে ধীরে সুস্থে উত্তর দাও। তুমি পারবে গেইলি।"

গেইলি ফ্রিবার্গের ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেবার জন্য প্রস্তুত হলো। পাঁচজন নতুন প্রতিনিধি উৎসুক, আগ্রহী ও কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"পদ্ধতিটা আপনাদের সকলেরই জানা", গেইলি শুরু করল। "টাকসনে ডাঃ ফ্রিবার্গের সঙ্গে কাজ করার সময় আমার পাঁচটি কেসের অভিজ্ঞতার কাহিনীই কেবল আমি আপনাদের শোনাতে পারি। দুটো কেস হলো সংস্থাপন বা ধরে রাখার অক্ষমতা দুটো কেস হলো পরিণতি পাবার আগেই নির্গত হওয়া। একটা কেস ভয়ঙ্কর লজ্জা এবং জ্ঞানের অভাব। আপনারা শুনে খুশি হবেন, এই সবকটা কেসই সন্তোষজনকভাবে সমাধান করা হয়েছে।"

জেনেট সিনিডার ওর কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলল, "এদের সবার সঙ্গেই কি আপনি প্রেম করতেন?"

"অবশ্যই," গেইলি উত্তর দিল। "আপনি কি যৌন সম্ভোগের কথা জানতে চাইছেন? হ্যাঁ, প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার যৌন মিলন ঘটেছে। থেরাপিস্টরা বলেন, যৌন মিলন এই ট্রিটমেন্টের লক্ষ্য নয়। তবে তাঁরা যাই বলুন না কেন, মূল লক্ষ্য কিন্তু সফল যৌন মিলন। পরিপূর্ণ যৌন মিলন সুখ থেকে বঞ্চিত কোন মানুষ যদি এই ট্রিটমেন্টের ফলে অন্য যেকোন স্বাভাবিক মানুষের মতো পরিতৃপ্ত লাভ করে, তাহলে আমি বুঝব, আমার লক্ষ্যপূরণ হয়েছে।"

জেনেট সিনিডার আবার হাত তুলল বলল, "আর একটা কথা। আমাদের এই কাজে এইডস ভাইরাস ছড়াবার সম্ভাবনা কতোটা? আমাদের কতোটা বিপদ ঘটতে পারে?"

"আমি খুব খোলাখুলিভাবে বলছি, অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে আপনাদের কাজ করতে হবে।" গেইলি বলল, "আমি যতোদূর জানি সংক্রামিত মানুষের রক্ত ও দেহের তরল পদার্থের মাধ্যমে এইডস জীবাণু অন্যের দেহে প্রবেশ করে। যৌন সম্ভোগ বা ইনট্রাভেনাস ইনজেকশনের মাধ্যমে আপনারা সংক্রামিত হতে পারেন। অন্য একজনকে স্পর্শ করলেও আপনার এইডস হতে পারে। নির্বীজকরণের পর বা খোলা বাতাসে এই জীবাণু বেশিক্ষণ জীবিত থাকে না। তবে, আমি আপনাকে আবার বলছি, আপনাদের শরীরের তরল পদার্থে এবং রক্ত ধমনীতে এই রোগ বেঁচে থাকতে পারে। তাই এই কাজে ঝুঁকি আছে, আপনাদের নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নিউইয়র্কে এইডস সম্পর্কে এক যৌন প্রতিনিধি সম্মেলনে আমি যোগ দিয়েছিলাম। ঐ সম্মেলনে এক নিরাপদ যৌন সম্পর্কে পথ বাতলে দেওয়া হয়। প্রথমত বলা হয়, রুগীর সঙ্গে গভীর চুম্বনে মিলিত হওয়া ঠিক হবে না। শরীরের তরল পদার্থ যেমন থুতু বিনিময় ঠিক হবে না। দ্বিতীয়ত, কনডোম ছাড়া যৌন মিলনে যাওয়া ঠিক হবে না। এক যৌন প্রতিনিধির নিজেকে অধিকতর নিরাপদ করার জন্য স্পারমিসাইড ব্যবহার করা উচিত।" গেইলি গলার স্বর নামিয়ে বলল, "আমি রুগীদের এইডস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পেলে আমি অবশ্য তাদের কনডোম ব্যবহার করতে জোর দিই না। আমার কাছে এইসব মানুষের ক্ষেত্রে কনডোম একটা অতিরিক্ত বোঝা। অনেক থেরাপিস্ট বলেন, প্রত্যেক মিলনের পর প্রতিনিধির উচিত নিজের দেহ পরীক্ষা করা। আমি মনে করি এটা বড্ড বাড়াবাড়ি এবং এ ব্যাপারে ডাঃ ফ্রিবার্গ আমার সঙ্গে একমত। তিনি বলেন, তাঁর প্রতিনিধিদের তিন মাসে একবার পরীক্ষা করিয়ে নিলেই চলবে। যাইহোক, নিরাপত্তার প্রশ্নের আমি যে পরামর্শ দিলাম, সেগুলো মেনে চললে আপনাদের ভয়ের কিছু নেই।"

গেইলি নতুন করে কিছু বলতে যাবার আগে লীলা ভ্যান প্যাটেন আবার একটা প্রশ্ন করল। বলল, "আমি একটা কথা জানতে চাইছিলাম? একজন যৌন প্রতিনিধি হিসেবে আপনি সফল অঙ্গ সংস্থাপনকে কিভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করবেন?"

গেইলি মাথা নেড়ে উত্তর দিল, "এই প্রসঙ্গে সব থেকে উপযুক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন মাস্টার্স ও জনসন এবং ডাঃ ফ্রিবার্গ। আপনার ট্রিটমেন্টের ফলে যদি দেখা যায় কোন এক ধ্বজভঙ্গ পুরুষ তার পুরুষাঙ্গ সংস্থাপনে সক্ষম হচ্ছে, তাহলে ধরে নিতে হবে, আপনার চিকিৎসা সার্থক।" প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র পুরুষ পল ব্রাওনের ওপর তার চোখ পড়ল, ও বলল, "যৌন বাসনাহীন মহিলা রুগীর ক্ষেত্রে আমরা মাস্টার্স ও জনসনের সঙ্গে একমত। তাঁরা মনে করতেন, চারবার মিলনের মধ্যে অন্তত দুবার যদি ক্ষুধার সৃষ্টি হয় তাহলে জানতে হবে সেটা একটা সাফল্যের লক্ষণ।"

আর কেউ কোন প্রশ্ন করছে না দেখে গেইলি বলে যেতে লাগল।

"আমি আমার রুগীদের সব সময় বলে এসেছি, আমি শিক্ষক নই, আমি একজন অংশীদার। তবে এমন এক অংশীদার, যে তাদের থেকে একটু বেশি জানে এবং তাদের সাহায্য করতে চায়। আমার রুগীদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন আইন ব্যবসায়ী এবং কমপিউটার বিশেষজ্ঞ। আমি তাঁদের বলেছিলাম, আমার কোন আইন সংক্রান্ত সমস্যা হলে বা কমপিউটার সম্পর্কে আমার কিছু জানার থাকলে, আমি সবার আগে এসব ব্যাপারে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের কাছে যাবো, আমার নিজের বিশেষজ্ঞতার দিক হলো, নারী পুরুষের যৌন জীবন। এ ব্যাপারে কারুর কোন সমস্যা থাকলে, আরো বেশি জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে আমাকেই নিযুক্ত করা উচিত।"

"আপনার রুগীরা আপনাকে সব সময় বিশ্বাস করতেন?" একজন জানতে চাইল।

"সব সময় নয়। অনেক সময় তাঁরা আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন। কারণ তাঁরা আমার সাহায্য চেয়েছিলেন, আমার ওপর ভরসা করেছিলেন। অনেক সময় তাঁরা অস্থায়ী সঙ্গী ভাড়া করতে গিয়েও বিরক্ত হতেন। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, এই ট্রিটমেন্টের জন্য তাঁরা ডাক্তার ফ্রিবার্গকে ৫,০০০ ডলার দিচ্ছেন। তাঁরা একথাও জানেন যে ঐ ফি থেকে আমাদের প্রত্যেককে প্রতি ঘণ্টার জন্য ৭৫ ডলার বা একটা দুঘণ্টার সেসনের জন্য ১৫০ ডলার দেবেন। অনেক সময় রগীরা এটা পছন্দ করেন না। আমার এক রুগী একবার আমাকে বলেছিলেন, "তুমি তো বেতন পাও গেইলি, আমি ভাবতে পারি না তুমিও অন্য মেয়েদের মতো টাকার জন্য লালায়িত।" আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জেনেছি, তাঁরা যদি ডাঃ ফ্রিবার্গকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আমাদেরও তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করবেন। এটা একটা বিরাট কোন সমস্যা নয়।"

ও ভাষণ অব্যাহত রাখল।

"সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, অক্ষম পুরুষের হাবভাব। যৌন সুখ বিনিময়কালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পছন্দ করে। তাদের মধ্যে কোন রকম স্বতস্ফূর্ততার লক্ষণ দেখা যায় না। দর্শকের মতো কেবল দেখে যায়। এটাই হলো সব থেকে বড় সমস্যা। ডাঃ মাস্টার্স বলেন, একজন ধ্বজভঙ্গ পুরুষ তার বেল্টের নিচের অংশের তুলনায় তার গলার ওপর থেকে বেশি পরিমাণে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আমি দেখেছি রুগীর তরুণবয়সে, বিশেষ করে তার কৈশোরেই অধিকাংশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সেই সময় অল্প বয়স্ক ছেলেরা নারীর দেহ স্পর্শ করার বা হাত বুলোবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। কারণ, আপনা আপনিই তাদের অঙ্গ দৃঢ় হয়ে ওঠে। সেই সময় সে এমন সঙ্গী পেয়ে যায়, যে তার খারাপ অভ্যাসগুলো ওকেও শিখিয়ে দেয়। এই তরুণটিই চল্লিশ

বছরে গিয়ে পৌঁছলে অনুভব করে, তার এতো দিনের সুখের মাধ্যম কতোটা ক্ষতিকারক। অঙ্গ সংস্থাপনের ক্ষমতা সে প্রায় হারিয়েই ফেলেছে। নারীর নগ্ন দেহ আর তার মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে না। তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। সে আরো তরুণ, আরো আকর্ষণীয়া নারীর সন্ধানে অস্থির হয়ে ওঠে। সেরকম নারী পেয়েও তখন তার যৌন শক্তি কাজ করে না। কারণ, তখন তার সমস্ত শক্তিই শেষ হয়ে গেছে। ঐ দিন থেকে সে পঙ্গু হতে চলেছে।

'ব্যায়ামের মাধ্যমে এসবের পরিবর্তন ঘটানো যায়। রুগীর অনুভূতিতে স্পর্শ করে তাকে সুখ দেওয়া যেতে পারে. সব অবস্থাতেই ব্যায়ামই যথেষ্ট। আমার মতো আপনারাও শিখে যাবেন রুগীর সঙ্গে আপনাদের টেকনিশিয়ানের মতো নয়, মানুষের মতো যোগাযোগ করতে হবে।"

গেইলি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখল, কেউ কোন প্রশ্ন করে কি না। না, কেউ প্রশ্ন করল না।

"আজ রাত্তিরে", গেইলি বলল, "হিলস্লেডে আমি আমার প্রথম ক্লাস নেব, এটা খুব একটা সহজ কাজ হবে না। এক পূর্ণবয়স্ক যুবকের দায়িত্ব আমার ওপর থাকবে। তার যৌন অক্ষমতা ধীরে ধীরে তার সমস্ত কাজকর্মকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তার স্বসৃষ্ট ভ্রান্ত ধারণা থেকে এই অক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছে। সে মনে করে তার পুরুষাঙ্গটি অত্যন্ত ছোট।"

"আচ্ছা তাই নাকি!" প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র পুরুষ পল ব্রাগুন বলল।

গেইলি সরাসরি পুরুষ প্রতিনিধির দিকে তাকিয়ে বলল, "মিস্টার ব্রাগুন খুব ছোট কিছু হয় না, সে আপনি ভালো করেই জানেন।" তারপর প্রতিনিধিদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আগামীকাল থেকে আপনারা সবাই কাজে যোগ দিচ্ছেন। আমি আশা করি, এই কাজ করে আমি যতোটা আনন্দ পেয়েছি আপনারাও ততোটা আনন্দ পাবেন। আমি আপনাদের সকলের সাফল্য কামনা করি।"

বিকেল ঠিক সাড়ে তিনটের সময় সুসি অ্যাডম ডেমস্কিকে ডাঃ ফ্রিবার্গের অফিসে নিয়ে গেল।

ডাঃ ফ্রিবার্গ রুগীর সঙ্গে করমর্দন করলেন। এ তাঁর হিলস্লেড ক্লিনিকে আগেও বেশ কয়েকবার এসেছে। তিনি লোকটাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর ডেস্কের সামনের চেয়ারে আরাম করে বসতে বললেন।

আজ ডেমস্কি আসায় ফ্রিবার্গ সত্যিই খুশি হয়েছেন। চিকাগোর সাইকোলজিস্টের পাঠানো এই রুগীটা যে শেষ পর্যন্ত আসবে তা ভাবতেই পারেন নি। দুজনের প্রথম সাক্ষাতের সময় ডেমস্কি নিজের অসুবিধের কথা খুলে বলতে লজ্জা পাচ্ছিল। ফ্রিবার্গ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে লোকটার অসুবিধে জেনে নিয়েছিলেন।

প্রাথমিক সাক্ষাতের সময় ফ্রিবার্গ ডেমস্কিকে বলেছিলেন, ডাক্তার স্টান লোপেজের কাছ থেকে একবার যেন সে নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে নেয়। ইনি একজন সাধারণ ডাক্তার। এই লোকটাকে তিনি বিশ্বাস করেন এবং তাঁর সমস্ত কেসে এর পরামর্শ নেন। ডেমস্কিকে ডাক্তার লোপেজের কাছে পাঠানোর উদ্দেশ্য, তার অক্ষমতা দেহগত, নাকি মানসিক কারণে জানার জন্য। চিকাগো শহরে ডেমস্কির ব্যক্তিগত ডাক্তার আগে পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন, ওর কোন দেহগত সমস্যা নেই। তবু ডাঃ ফ্রিবার্গ আরো বেশি করে সুনিশ্চিত হবার জন্য রুগীকে পরীক্ষার জন্য ডাক্তার লোপেজকে অনুরোধ করেন। তার সমস্যা দেহগত কারণে হলে,

ডাঃ ফ্রিবার্গ ভেবে রেখেছিলেন, ডেমস্কিকে সাধারণ ডাক্তারদের কাছেই পাঠিয়ে দেবেন। তাহলে তারা মেডিক্যাল দিক থেকেই ওর চিকিৎসা করে ওকে সারিয়ে তুলবেন। আর তার সমস্যা মানসিক হলে, নিজের পরিকল্পনা মতো এগিয়ে যাবেন। তাঁর অত্যন্ত অভিজ্ঞ যৌন প্রতিনিধির সাহায্যে ওর ওপর সেক্সথেরাপি প্রয়োগ করবেন।

আজকের বিকেলের এই সাক্ষাৎ, ডাক্তার লোপেজের রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং গেইলি মিলারের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়া, সর্বোপরি তিনি তার ওপর কি পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন সেই নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করা। ঘন কালো চুলের মধ্যে হাত বোলাতে বোলাতে ডাঃ লোপেজের রিপোর্টের ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন। তাঁর মুখের ওপর মৃচকি হাসি খেলে গেল। বললেন, "মিস্টার ডেমস্কি, আমি আপনাকে একটা ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বাস দিতে পারি। আপনার যে অসুবিধা, তা কোন শারীরিক ত্রুটির জন্য নয়।" রিপোর্টটা উনি টেবিলে ভাঁজ করে রাখলেন। "ডাঃ লোপেজ রিপোর্ট তৈরি করার আগে ভালো করে পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন মনে হয়। আমার মনে হয় তাঁর একজন সুদক্ষ সহযোগী ইউরোলজিস্টও আপনাকে পরীক্ষা করেছেন।"

ডেমস্কি প্রথমে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ', ভয়ে মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, "আমি ভালো হয়ে যাবো তো?"

ফ্রিবার্গ বললেন, "ভালো হবেন বলেই তো আমার কাছে এসেছেন। আমার কাছে আপনার চিকিৎসা চলাকালে আমি রোজই আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। তবে আমার সঙ্গে একজন যৌন প্রতিনিধি থাকবে! আমার নির্দেশ মতো সেই মহিলা যৌন প্রতিনিধি আপনাকে নির্দেশ এবং প্রশিক্ষণ দেবেন। একজন যৌন প্রতিনিধির কি কাজ তা কি আপনি জানেন?"

"আমি...হ্যাঁ...হ্যাঁ...আমি জানি।" ডেমস্কি মৃদু কণ্ঠে দ্বিধার সঙ্গে বলল।

"তাহলে তো খুব ভালো। আমি আমার সব থেকে সেরা ও অভিজ্ঞ যৌন প্রতিনিধিকে আপনার জন্যই সংরক্ষিত রেখেছি। মেয়েটির নাম গেইলি মিলার। অত্যন্ত সহযোগী, উপকারী তরুণী। আপনাকে সাহায্য করতে সে প্রস্তুত।"

"ক...কখন?"

"আজ সন্ধ্যে সাতটায় ওর বাড়িতে।"

ডেমস্কির মুখটা কেমন ফেকাশে হয়ে গেল। বলল, "আজ রাতে?"

"হ্যাঁ, আপনি তৈরী আছেন তো! আমি এখনই গেইলির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। গেইলি অবশ্য আপনার কেস হিস্ট্রি জানে। আপনি বসুন, ও এসে পড়বে। আমি সংক্ষেপে আপনার কর্মসূচী জানিয়ে দিই। মিস মিলারের সঙ্গে আপনাকে যেসব ব্যায়াম করতে হবে সেগুলোও জানিয়ে দেব।"

ফ্রিবার্গ রিসিভার তুলে ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন, বললেন, "সুসি এবার গেইলি মিলারকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দাও। আমরা এখন ওর জন্য অপেক্ষা করছি।"

বিকেল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গেইলি মিলার সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা তাদের বাড়ি ফিরে গেছে। ফ্রিবার্গের ক্লিনিক এখন প্রায় ফাঁকা। কেবল তিনি একা রয়ে গেছেন। আর পাশের ঘরে সুসি এডওয়ার্ড কেস হিস্ট্রিগুলো টেপ থেকে তুলে লিখে নিচ্ছে।

হাতে ব্রিফকেস নিয়ে ডাঃ ফ্রিবার্গ তাঁর সেক্রেটারির ঘরে মাথা ঢুকিয়ে বললেন, "ঠিক খবর সুসি?"

কাগজের ওপর থেকে মুখ তুলে বাঁ হাত দিয়ে কপালের এলো চুল সরিয়ে সুসি বলল, "প্রায় সব হয়ে এসেছে স্যার। আমার মনে হয় স্যার, আপনার প্রতিনিধিরা সবাই সফল হবেন।"

"আমারও সেরকম বিশ্বাস সুসি। আচ্ছা, আমি এখন ডিনারে চললাম। তোমার কাজ হয়ে গেলে কাগজগুলো আমার ডেস্কে রেখে দিয়ো। আগামী, কাল আবার তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সুসি।"

"আগামীকাল স্যার", ও বলল।

তিনি চলে গেলে সুসি বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

আগামীকাল, ও ভাবল, তাহলে আর অপেক্ষা করা কেন? এখনো আজকের রাতটা পড়ে রয়েছে, এত দীর্ঘ রাত। দ্রুত কাজে হাত লাগিয়ে ও বাকি কাজ শেষ করে ফেলল, তারপর কোনরকম দ্বিধা না করে ও টেলিফোনের পাশে চলে গেল। কেস হিস্ট্রিগুলো লেখার সময়ই চেটকে ফোন করার কথা ওর মাথায় আসে। রিসিভারটা হাতে তুলে নেবার সময়ই একবার শুধু ও দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। ও শধু এটাই ভাবছিল, ফোন পেয়ে চেটের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হবে। ওর সেরা বয় ফ্রেণ্ড, তার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের নানা স্মৃতি ওর মনের মধ্যে ছবি হয়ে ভাসছিল। এক মাস আগের কথা, ও তখন হিলক্রেস্ট মেন পাবলিক লাইব্রেরিতে যাতায়াত করত। ওর নতুন বস ডাঃ আর্নল্ড ফ্রিবার্গ সম্পর্কে যাতে আরো বেশি কিছু জানা যায় সেজন্য মেডিকেল জার্নালগুলোর পাতা ওলটাতো। তিরিশের মতো বয়স সেই লোকটি ওর থেকে প্রায় পাঁচ বছরের বড় হবে। প্রথম দিকে সেলফ থেকে কিছু বই হাতে নিয়ে ঠিক ওর পেছনের চেয়ারে এসে বসে, লাইব্রেরিতে তখন ওর পেছনের চেয়ারটাই কেবল খালি ছিল। মাঝারি গড়ন, মাথায় বাদামী চুল, চওড়া কপাল, স্টিল ফ্রেমের চশমার নিচে উজ্জ্বল দুটি চোখ, খাড়া নাক। সব মিলিয়ে এক ইনটেলেকচুয়াল মানুষ।

ওরা দুজনে মাঝে মাঝেই ফিস ফিস করে কথা বলছিল। অধিকাংশই বই সংক্রান্ত কথা। লাইব্রেরি বন্ধের সময় ছেলেটা ওর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। দুজনে নিজের নিজের গন্তব্যে ফিরে যাবার আগে ছেলেটা একবার জিজ্ঞেস করেছিল, সুসি ওর সঙ্গে একবার কফি খাবে কি না। সুসির তখন কফি খেতে ইচ্ছে করছিল। দুজনে একসঙ্গে বসে কফি খেতে খেতে আলাপ করছিল।

নিজের পেশার খবর দিতে গিয়ে ও বলল, ছ বছর আগে ও একটা রিসার্চ ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করে। অ্যাকমে রিসার্চ ব্যুরো নামের ঐ প্রতিষ্ঠানটি ও এখনো চালায়। ও বলছিল, ও একজন পুরো সময়ের গবেষক। ফ্রিল্যান্স লেখক, গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রের জন্য বহু সূত্র থেকে ও অজস্র সংবাদ, তথ্য সংগ্রহ করে দেয়। ও ঘণ্টার ভিত্তিতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। তাতে ওর তিন কক্ষের অ্যাপার্টমেন্ট, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ সব মিলিয়ে মোটামুটি চলে যায়। ওর গবেষণার বিষয়ের ব্যাপকতা জেনে সুসি বিস্মিত হয়। রাজনীতি সংক্রান্ত লেখকের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র অবিবাহিত প্রেসিডেন্ট, ভ্রমণ-বিষয়ে লেখার জন্য পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পাহাড় কোনটি, হিলক্রেস্টের কোন অ্যাটর্নির জন্য হিলক্রেস্ট এবং লসঅ্যাঞ্জেলসে কতোজন ধর্ষিত হবার খবর পাওয়া গেছে বা কোনো মেডিক্যাল ম্যাগাজিনের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন তথ্য। সুসি জানতে চেয়েছিল, ও কি করে এতো সব খবর সংগ্রহ করে. ও বুঝিয়ে বলেছিল, লাইব্রেরিতে বিভিন্ন বই ঘেঁটে, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পত্রালাপ করে, তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ও এসব সংগ্রহ করে থাকে। এমনকি আইন কার্যকর করার ব্যাপারে মক্কেলদের সঠিক পরামর্শ দেবার জন্য ও হিলক্রেস্ট পুলিশ ফোর্সের অতিরিক্ত বাহিনীযুক্ত পুলিশ হবার জন্য লেখাপড়া করেছে ও প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

"অতিরিক্ত বাহিনীভুক্ত পুলিশ?" ব্যাপারটা কি রকম, সুসি বিস্ময় প্রকাশ করল।

"একজন অতিরিক্ত আংশিক সময়ের পুলিশ, সংরক্ষিত পুলিশ অফিসার। ন্যাশনাল গার্ডসম্যান যেমন একজন আংশিক সময়ের সৈনিক।" হণ্টার ব্যাখ্যা করে বলেছিল, পুলিশ বাহিনীর মাঝে মাঝেই অতিরিক্ত মনুষ্যশক্তির প্রয়োজন হয়। তারা ভলেন্টিয়ার নেয়। অতিরিক্ত বাহিনীভুক্ত পুলিশ হওয়া অতো সহজ কাজ নয়, তোমাকে প্রথমে একজন ডাক্তার তারপর একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করবেন। গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে, তোমাকে পাঠান হবে হিলস্লেড পুলিশ অ্যাকাডেমিতে সপ্তাহে তিন রাত্তির করে পাঁচ মাসের প্রশিক্ষণে। পঞ্চাশ জনের মধ্যে মাত্র আমরা দুজন উত্তীর্ণ হই। প্রথমে আমি ছিলাম একজন টেকনিক্যাল রিজার্ভিস্ট (অতিরিক্ত বাহিনীভুক্ত), অফিসে বসে কাজ করতে হতো, এই কাজের মধ্যে ছিল অফিসে বসে রিপোর্ট নেওয়া। তারপর আমি লাইন রিজার্ভে কাজ করার জন্য লেখাপড়া করি। এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা থেকে অপরাধ আইন পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এখন আমি মাসে পনেরো ডলার করে বেতন পাই। তবে আমি কত টাকা বেতন পাই সে নিয়ে ভাবি না। আমার কাছে এটা একটা অতি প্রয়োজনীয় বাস্তব অভিজ্ঞতা। গবেষণার প্রয়োজনেই আমি এ কাজ করি।"

"তুমি এ কাজ শুধু রিসার্চের জন্যই করো?"

"না, আসলে ঠিক তা নয়", হাণ্টার ওকে বলেছিল, "আমি যা চাই তা হবার জন্য এই কাজটা সহায়ক বলে করে যাই।"

"তুমি কি হতে চাও?"

"আমি একজন জন্ম সাংবাদিক। আমি পুরো সময়ের সাংবাদিক হতে চাই। এখন আমার লক্ষ্য হলো হিলস্লেডের ডেইলি ক্রনিকলের স্টাফ রিপোর্টার হওয়া। আমি সত্যিই তাই হতে চাই, তাই হবার স্বপ্ন দেখি। সে জন্যই আমি সংরক্ষিত পুলিশের এমন দায়িত্বপূর্ণ কাজটা বেছে নিয়েছি। যাতে কোন একদিন একটা বড় খবর বার করতে পারি। ক্রনিকলের এডিটর-ইন-চিফ অটো ফার্গুসন আমার ওপর তেমন আস্থা রাখতে পারছেন না। আমি তাঁকে ভালো কাজ দেখাবার চেষ্টা করছি যাতে তিনি আমাকে নিয়ে নেন।" একটু থেমে ও আবার বলল, "সুসি আমি নিজের কথা বড্ড বলে ফেললাম। তুমি কি করো তা জানতেই চাইলাম না। তুমি কি অভিনেত্রী বা ঐ ধরনের কোন কাজ করো?"

লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। "না, না, তা নয়, আমি আসলে এই এক মেডিক্যাল সেক্রেটারির কাজ করি।"

"আমার মনে হয় তুমি একজন ভালো অভিনেত্রী হতে পারতে!"

তারপর ঠিক দু রাত্রির পরে ওরা আবার মিলিত হয়েছিল। সুসির ওকে ভালো লেগেছিল। এতোদিন ও যতো ছেলের সঙ্গে মিশেছে, তাদের মধ্যে ওকেই ওর সব থেকে ভালো লাগে। ও অনুমান করেছিল, চেটও ওকে পছন্দ করেছে। সেদিন রাত্তিরে ডিনারের পর ওর কিছু কাজের নমুনা দেখতে চেয়েছিল সুসি। ওর তিন কক্ষের অ্যাপার্টমেণ্টে সুসি গিয়েছিল। ওর সঙ্গে ভদকা খেয়েছিল। তারপর দুজনে একসঙ্গে বিছানায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছিল।

তারপর আরো দুবার ওরা দুজনে একসঙ্গে বিছানায় শুয়েছে। ওরা দুজনে শেষ সঙ্গ উপভোগ করেছে গতকাল রাতে।

ও সত্যিই চেটের প্রেমে পড়ে গেছে। অবশ্য এখানে একটা সমস্যাও আছে।

ওর দৃঢ় বিশ্বাস সেই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাবে। ওকে ঘরে পাবার আশা করে সুসি রিসিভার তুলে ফোন করতে লাগল।

ও অপর প্রান্ত থেকে জানাল, 'হেলো—'

"এই চেট আমি সুসি বলছি।"

"সুসি, কি ব্যাপার!"

"চেট", ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আজ রাত্তিরে তোমার যদি কোন কাজ না থাকে, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"সত্যি বলছ, অবশ্যই এসো, আমি ফ্রি আছি। সুসি আমি ভাবতেই পারিনি এতো তাড়াতাড়ি আমি আবার তোমার কাছ থেকে এমন সাড়া পাবো। তুমি তো জানো না, তোমাকে এখন আমার কতোটা কাছে পেতে ইচ্ছে করে।"

"ও কথা বলো না। আমারও তোমাকে দেখতে কম ইচ্ছে করছে না। ডিনারের পর আমি কি তোমার ওখানে যেতে পারি? এই ধরো নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে?"

"আমি তোমার অপেক্ষায় রইলাম সুসি।"

রিসিভার নামিয়ে সুসি ফোনটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ও ভাবল, আজকের রাতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ও নিজের বাকি জীবনটাই যে আজ বিপন্ন।

গেইলি মিলার পায়ের ওপর পা তুলে কোচে বসে ওর সোয়েটারের বোতাম সেলাই করছিল। হিলস্রেডে ওর নতুন ইজারা নেওয়া বাংলোর সুসজ্জিত শয়নকক্ষের ইলেকট্রনিক ঘড়িতে তখন সন্ধ্যে সাতটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। হিলস্রেডে তার প্রথম রুগী অ্যাডম ডেমস্কির এবার এসে যাবার কথা। অবশ্য যদি সে বিশেষ ভয় না পেয়ে থাকে। আজকের বিকেলের প্রতিনিধি সম্মেলনের পরে প্রায় এক ঘণ্টার জন্য যদিও সে ডেমস্কি ও ডাঃ ফ্রিবার্গের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, তবু ওর মনে লোকটির এক অনির্দিষ্ট ছবিই ফুটে ওঠে। লোকটার যৌন অঙ্গ খুবই ক্ষুদ্র। সেই নিয়ে দুটি মহিলা তাদের একজন ওর বান্ধবী আর একজন এক বেশ্যা, ওকে খুব ঠাট্টা করে। এই অসুবিধা থেকে ও এখনো মুক্ত হতে পারেনি। এসব ভুলে থাকার জন্য চিকাগোতে ও অ্যাকাউন্টেন্সির কাজ নিয়ে সারা দিন পড়ে থাকে। এবং মেয়েদের সামাজিকভাবে এড়িয়ে চলে। যারা ওর প্রতি সহৃদয় তাদের সঙ্গেও কয়েকবার ডেটিং করেছে, কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন ফল হয়নি। ওর পুরুষাঙ্গ নিথর, নিষ্প্রাণই থেকে গেছে। ও এক সাইকোঅ্যানালিস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তিনি নিজে ওকে সাহায্য করতে না পারলেও ওকে শেষ পর্যন্ত ডাঃ ফ্রিবার্গের কাছে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন। আর এখন অ্যাডম ডেমস্কি ডাঃ ফ্রিবার্গের সরাসরি চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

ডোরবেল বেজে উঠল।

গেইলি এক লহমায় ওর সোয়েটার ভাঁজ করে সোফার পাশের টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল গুছিয়ে নিয়ে দেখে নিল, সব ঠিকই আছে।

সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় তরুণ ধূসর বর্ণের এক পুরুষ। ও যেমন অনুমান করেছিল, মানুষটা তার থেকে সামান্য লম্বা। সেই অনুসারে রোগা। "আমি...আমি অ্যাডম ডেমস্কি" লোকটার গলার স্বর জড়িয়ে এলো। "আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?"

"নিশ্চয়ই আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। আর তুমি যদি আমাকে ভুলে গিয়ে থাকো, তবে শোন, আমি হলাম গেইলি মিলার।"

গেইলি ওর হাতটা এগিয়ে দিল, ডেমস্কি ভয়ে ভয়ে ওর হাত ছুঁলো, "এসো, আমার সঙ্গে এসো", বলে গেইলি ওকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল। বলল, "তোমাকে পেয়ে আজ আমার সত্যিই বেশ ভালো লাগছে।"

ডেমস্কি ওর শোবার ঘরে ঢুকে মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের চোখে ঘরটা নিরীক্ষণ করতে থাকে। গেইলি ভাবে লোকটা এভাবে কি দেখছে।

"বা! বেশ সুন্দর তো। ঘরোয়া পরিবেশ।"

"সুন্দর আর কোথায়, এখনো তো ভালো করে ঘর সাজানোই হলো না। এই তো কিছুদিন হলো ভাড়া নিয়েছি। আরিজোনা থেকে আমার সোফা আলমারি সব এইবার এসে যাবার কথা। আরাম করে বসতে পারো, ইচ্ছে করলে জ্যাকেট খুলে ফেলতে পারো, টাইটাও আলগা করে নাও না।" সামনের কোচের দিকে ইশারা করে বলল, "বসো না। আমি নিজে এখন একটু চা খাবো, তুমি চা, কফি বা না অন্য কোন পানীয় খাবে।"

"যাহোক কিছু হলেই হলো, মিস, মিস মিলার।"

ও বললে, "অ্যাডম এখন থেকে আমরা বন্ধুর মতো, তুমি আমাকে গেইলি বলে ডেকো"।

জবুথবুভাবে ও সোফায় বসে পড়ল। বসে মনে পড়ল টাইটা আগলা করা দরকার। এদিকে গেইলি তখন রান্নাঘরে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরে গেইলি একটা ট্রে-তে করে দু কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ডেমস্কি ওর জ্যাকেটটা খুলে ফেলেছে। খুলে কোচের গায়ে ভাঁজ করে রেখেছে। টেবিলের ওপর থেকে ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে তার পাতা ওলটাচ্ছে।

গেইলি ঘরে ঢুকে কোচে এসে বসল, ওর একেবারে গা ঘেঁষে নয়। ওর হাতে এককাপ চা তুলে দিল। ও লক্ষ্য করল চায়ের কাপটা ধরার সময় ওর হাত কেঁপে উঠল।

"তুমি তো চিকাগো থেকে আসছ, আমার মনে পড়েছে," গেইলি বলল।

"ঐ শহরেই আমার জন্ম," ও বলল।

"চিকাগোর কোন দিকে? আমি কয়েকবার ঐ শহরে ছিলাম।"

"উত্তর দিকে।"

"তুমি একা থাকো?"

"হ্যাঁ, আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে।"

"তোমার অনেক বান্ধবী আছে?"

ও ঘাড় নাড়াল। "না, এখন নয়। এখন আমি খুব ব্যস্ত মানুষ।"

গেইলি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, "যখন তোমার কোন ব্যস্ততা থাকে না, তখন কি করো?"

"কি আর করব, বই পড়ি। সিনেমা দেখি। আমি একটা ভিডিও ক্লাবের সদস্য। রবিবার করে অফিসের বন্ধুদের নিয়ে ফুটবল খেলা দেখতে চলে যাই।"

"সামাজিক জীবনের জন্য ব্যয় করার মতো সময় তোমার কি আছে, অ্যাডম?"

ও চোখ ছোট করে তাকাল। "তুমি কি বলতে চাইছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কি মেয়েদের কথা বলছ?"

"তুমি কি পার্টিতে যাও? মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করো?"

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ও বলল, "হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যাই। সব সময় নয়।" ও আড়চোখে গেইলিকে দেখল। "তুমি তো জানো আমার একটা সমস্যা আছে। ডাঃ ব্রিবার্গ যখন আলোচনা করছিলেন, তখন তুমি ওখানে ছিলে। আমার সমস্যা তো তোমার জানা।"

গেইলি মাথা নাড়ল। "এ দেশের অর্ধেক পুরুষেরই সমস্যা আছে। তারা সে সব সমস্যা চেপে থাকে, প্রকাশ করে না।" এই পরিসংখ্যান ঠিক কিনা ও জানে না, তবে ওর অনুমান, ওর ধারণা অভ্রান্ত।

"সত্যি?" ও বলল, "আমিও ভেবেছিলাম আমি এ নিয়ে কারুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করব না। পরে যখন দেখলাম, এটা আমার কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তখন বুঝতে পারলাম এটার প্রভাব হয়তো আছে।"

"তুমি ঠিকই বলেছ অ্যাডম। এর একটা প্রভাব আছে। তুমি যৌন অসুবিধায় পড়লে দেখবে তা তোমার প্রেমের জীবনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তোমার কাজকর্মে, দৈনন্দিন জীবন, সবই বাধাপ্রাপ্ত হবে।"

"আমার সমস্যা আরো বেশি—আরো অনেক বেশি," ও বলল, "আমি শান্তিতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারছি না। তারপর আমার এক সহকর্মীর সাহায্যে ডঃ ফ্রিবার্গের সন্ধান পেলাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত আমার এখানে আসা। আমি জানি না আমার সত্যিই ভালো হবে কি না?"

"তুমি যে চেষ্টায় ব্রতী হয়েছ এটাই অনেক অ্যাডম। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, সুফল নিশ্চয়ই পাবে। ডাঃ ফ্রিবার্গ ও আমার সঙ্গে তুমি কাজ করলে, আমাদের সঙ্গে চললে এবং সবচেয়ে বড় কথা, হতাশ হয়ে না পড়লে আমি নিশ্চিত জানি, এক মাসের মধ্যে তুমি তোমার অতীতকে ভুলে যাবে। এক মাসের থেকে কম সময়ের মধ্যেও তা হতে পারে। তুমি একেবারে সম্পূর্ণ নতুন একটা পুরুষ হয়ে উঠবে। তুমি সব সময় মেয়েছেলে চাইবে এবং মেয়েছেলেরাও তোমাকে সব সময় চাইবে।"

"তোমার এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। অন্যের ওপর তুমি প্রয়োগ করে দেখেছ?"

"অনেকবার, তোমার থেকে অনেক খারাপ অবস্থার রুগীর ক্ষেত্রেও। ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং আমি কখনও ব্যর্থ হইনি।"

"তুমি কখন শুরু করতে চাও?"

"এখন, তুমি যদি রাজি থাকো।"

"আমার...আমার এখনই শুরু করতে কোন অসুবিধে নেই।" ডান চোখটা সামান্য খোট করে বলল, "আমি...আমি কি এখনই পোশাক খুলে ফেলব?"

"না অ্যাডম, ও ব্যাপারে অতো হুটোপাটি করতে হবে না। সময় হলে আমরা দুজনেই পোশাক খুলে ফেলব। এখনই সমস্ত পোশাক পরে আমরা কয়েকটা ব্যায়াম করব। তবে প্রতিটা ব্যায়ামই গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যায়ামগুলোর একটা হলো হাতে হাত বোলানো, আর একটা হলো মুখে হাত বোলানো। হাতে হাত বোলানো দিয়ে তুমি শুরু করতে পারো।"

"হাতে হাত বোলানো? সেটা আবার কি জিনিস।"

"ঐ নামটার মাধ্যমে যা বোঝায় ঠিক তাই। আমি তোমার দুটো হাত ধরব। হাত দুটো ঘষব। তুমি আনন্দ অনুভব করতে থাকবে। এ কাজটা করতে গিয়ে আমাকে তোমার গা ঘেঁসে বসতে হবে। তার জন্য তুমি কি কিছু মনে করবে?"

"মোটেই না। তোমার যা ভালো মনে হয় করতে পারো।"

গেইলি সোফা থেকে উঠে একটা কুশন নিয়ে ওর আরো গা ঘেঁসে এসে বসল। ওর নগ্ন উরু অ্যাডমের পা ছুঁয়ে রয়েছে। বলল, "অ্যাডম আমি আগে তোমার হাত ধরব। কারণ, ব্যায়ামটা তোমাকে আমার আগে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। আমি চাই না তুমি বা আমি কেউই বেশি কথা বলি। তুমি চোখ বন্ধ করে থাকবে। চোখের সামনে কোন দৃশ্য দেখলে একাগ্রতায় বাধা পড়তে পারে।"

"তা কি করে হবে?" অ্যাডম কৌতূহল প্রকাশ করল।

লোকটার চোখ বন্ধ রাখার জন্য তার কাছে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা দরকার। ও কিছুক্ষণ কি ভাবল। ভেবে বলল, "আমি কি জন্য তোমাকে চোখ বন্ধ করতে বলছি তা এখন ব্যাখ্যা করছি। টাকসনে আমি যখন যৌন প্রতিনিধি হবো বলে ডঃ গ্রিবার্গের অধীনে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম, তখন উনি আমার জন্য এক পুরুষ সঙ্গীকে এনেছিলেন। তা আমরা দুজনে প্রথম যখন বিবস্ত্র হলাম, তখন আমি আমার সঙ্গীর সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে "ার চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। অথচ ডঃ গ্রিবার্গ তখন চাইছিলেন, আমি তার পিঠ টিপে দিই সে সময়। কিন্তু আমি কিছুতেই আমার সুদর্শন সঙ্গীর দেহের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিলাম না। ডাঃ গ্রিবার্গ দেখতে পাচ্ছিলেন, আমি কি করছি। তাই উনি সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে আমার চোখ বেঁধে দিলেন। যাতে আমি আর অন্য কোথাও চোখ দিতে না পারি এবং যেখানে উনি আমার মনোযোগ প্রত্যাশা করেছেন সেখানে মনোযোগ দিতে পারি। তিনি আমার চোখ বেঁধে দিয়ে সফল হয়েছিলেন, এখন বুঝতে পারলে তো অ্যাডম, কেন আমি চোখ বন্ধ করার কথা বললাম।"

"আমার মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি।"

"আরো একটু জানবার আছে! আমি তোমাকে আমার আনন্দ সুখের জন্যই স্পর্শ করব। আমি বা তুমি দুজনেই দায়িত্ব পালনের জন্য নয়, আনন্দের জন্য করছি এটা মনে রেখে কাজ করতে হবে। স্পর্শ করার ফলে প্রথমে আমি, তারপর তুমি—দুজনেই আনন্দ পাবো। ভালোবাসার সব থেকে উন্নত শর্ত হলো, আগে নিজেকে ভালোবাসো, তারপর অন্যের সঙ্গে ভালোবাসা ভাগ করে নাও। কথাটা কি বোঝা গেল?"

"না ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

গেইলি অনুভব করল আরো একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ও বলল, "তোমার হাত টেপা দিয়ে ব্যায়াম শুরু হবে এই কথা বলেছিলাম। এখন তুমি পেছনে হেলান দিয়ে আরাম করে শুয়ে চোখ বুঁজে থাকো। তোমার হয়ে গেলে আমিও ওভাবে শুয়ে পড়ব।"

ও যেভাবে আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে বলল, ডেমস্কি সেভাবে শুয়ে পড়ল। ওর হাত দুটো এগিয়ে দিল। এগিয়ে দেবার সময় ওর হাত কেঁপে উঠল। গেইলি ওর হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল। ওর হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা, মোটা মোটা গাঁটওলা ও সমান করে নখ কাটা।

প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে দুটো হাত নানাভাবে মর্দন করে ও ছেড়ে দিল। বলল, "ঠিক আছে অ্যাডম তুমি এবার চোখ খুলতে পারো। তোমার কেমন লাগল সে কথা জানাও।"

"আমি আমার প্রতিক্রিয়া ঠিক জানাতে পারছি না। তবে একটু ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই।"

অ্যাডমের ডান হাতের ওপর গেইলি ধীরে ধীরে আঙুল ঘোরাতে লাগল। বলল, "আচ্ছা, আমি তোমার হাতের বিভিন্ন স্থানে হাত বোলাবার সময় তোমার কি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল?"

"হ্যাঁ হচ্ছিল, বেশ ভালোই প্রতিক্রিয়া।"

গেইলি ধীরে ধীরে ওর মুখ এগিয়ে এনে অ্যাডমের মুখের ওপর গভীরভাবে চুমু খেল। অ্যাডম আপত্তি করল না, ফলে পর পর আরো দু বার ও অ্যাডমের মুখে চুমু খেতে পারল। চুমু খেয়ে অ্যাডম প্রথম বাক রহিত হয়ে গেল। তারপর ফিস ফিস করে বলল, "তোমাকে...তোমাকে আমারও চুমু খেতে ইচ্ছে করছে!"

গেইলি ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই নাকি? এসো, খাও।"

ও গেইলির মুখের ওপর মুখ নিয়ে গিয়ে ঠোটে ঠোট ঘষতে লাগল।

"তুমি কি কেবল এমনই করতে চাও?" গেইলি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।"

"অন্য কোনভাবে আমাকে চুমু খাবার ইচ্ছে তোমার নেই?"

"অন্য কোন পদ্ধতি আমার জানা নেই।"

"নানাভাবে চুমু খেলে মেয়েরা খুশি হয়। চোখের পাতার ওপর, নাকের ডগায়, থুতনিতে, গলায়, কানের লতিতে, কানের ওপর, কানের পেছনে। তুমি ওসব জায়গায় কখনো চুমু খেয়েছ?"

"না।"

"তাহলে এখন আমাকে দিয়েই শুরু করো। চুম্বন রমণক্রিয়ার মতোই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ কর্ম। তুমি আমার চোখের পাতায় চুমু খাওয়া দিয়ে শুরু করো।"

ও চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল। অনুভব করল অ্যাডমের ভীত দুটি ঠোট ওর চোখের পাতার ওপর কাঁপছে। তারপর এক এক করে ওর মুখে চোখে সর্বত্র অ্যাডম চুমুতে ভরিয়ে দিল।

গেইলি বলল, "এবার তুমি আমার মুখ ম্যাসাজ করে দাও।"

কয়েক মিনিট ধরে অ্যাডমকে ওর মুখে হাত বুলিয়ে দিতে হলো। কারণ একটু আগে গেইলি ওর মুখ টিপে দিয়েছে।

গেইলি চোখ বুজে হাসল। বলল, "কেমন লাগছে?"

"ভালোই।"

"তাহলে আমাদের দুটো ব্যায়াম শেষ হলো। এবার পরবর্তী ব্যায়ামের জন্য আমাদের তৈরী হতে হবে। পরবর্তী ব্যায়ামটা কি জানো তো? দেহ প্রদর্শন।"

"সেটা কি রকম?"

"আমরা দুজনে আমাদের সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে দুজনের সামনে দাঁড়াবো। পরস্পরের গোপন অঙ্গ দেখব। কার কোন্‌টা ভালো লাগে জানাব। কেমন হবে সেটা, তোমার কি মনে হয়?"

"আমি...আমি ঠিক বলতে পারব না।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একবার ডাঃ ফ্রিবার্গের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে নিই।"

"ঐ ব্যায়ামটা করলে আমাদের কতোটা উপকার হবে?"

গেইলি বুদ্ধিদীপ্ত হাসি হাসল। বলল, "দেখতেই পাবে।"

রেভারেণ্ড মিস্টার যশ স্কারাফিল্ড-এর চার্চের পেছনের আবাসস্থলে তাঁর তরুণী সুদক্ষা সেক্রেটারি ডার্লেন তখন কাজ করছিল। তাঁর সাপ্তাহিক টেলিভিশন ভাষণ তৈরী করছিল। চার্চের পেছনের এই বাড়িতেই রেভারেণ্ড থাকেন। এই আবাসস্থলটাকেই তিনি অফিস করে নিয়েছেন। স্কারাফিল্ডের কাছে চাকরির জন্য দরখাস্ত করার পর শুরু থেকেই ও ওর চাকরির দ্বৈত ভূমিকা অনুমান করতে পেরেছিল। ডার্লেন তখন ও নিয়ে ভাবেনি। স্কারাফিল্ড একা মানুষ। ডার্লেন নিজেও অনেকদিন হলো বিবাহবিচ্ছিন্না। তিরিশের শেষ প্রান্তে এসে ও এক পুরুষের সান্নিধ্য বড় বেশি করে প্রত্যাশা করতে থাকে। স্কারাফিল্ড পুরুষ হিসেবে কম আকর্ষণীয় নয়। তাই মানুষটার প্রতি ও নিজেকে নিবেদন করে দেয়। এর ফলে চাকরিতে ওর উন্নতিও হয়। সেক্রেটারি থেকে ও তাঁর প্রচারক এবং টেলিভিশন প্রডিউসারের পদে উন্নীত

হয় এবং নিজের জন্য একজন সেক্রেটারি রাখারও সুযোগ পায়। লোকটার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ডার্লেন অনুভব করে, নিজেকে একটা কেউকেটা ভাবার, সেইমতো নিজেকে জাহির করার একটা প্রবণতা লোকটার আছে।

"আমার এ বারে টি. ভি. ভাষণটা আমি আর একবার এখন পড়তে চাই," স্কারাফিল্ড বললেন, ডেস্কের সামনে মাথা নিচু করে স্ক্রিপটটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। "তুমি কি শুনতে চাও?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই।"

"তাহলে শোন। কোথাও উচ্চারণে ত্রুটি হচ্ছে কি না খেয়াল করবে!"

"নিশ্চয়।"

"ঠিক আছে," স্কারাফিল্ড বললেন, গলা খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন, আবার বললেন, "এবার তাহলে শুরু করছি।"

নাটকীয় সুরে স্ক্রিপ্ট পড়তে লেগে গেলেন।

"ভাই বোনেরা, অতি সাম্প্রতিক কালের এক নতুন আতঙ্ক সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করার জন্য আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। এ সম্পর্কে আমাদের এখনই অবহিত হওয়া দরকার, কারণ আমাদের মার্কিন জনজীবন, আমাদের পরিবার ব্যবস্থা, এরই জন্য বিপদের সম্মুখীন।

"ক্যানসারের জীবাণুর মতো এই ভয়াবহ প্রবণতা আমাদের কিশোর-কিশোরীদের স্কুলগুলিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে—এর নাম হলো যৌন শিক্ষা। এই উত্তেজক শিক্ষা আমাদের তরুণ সমাজকে ধ্বংস করে ফেলেছে। আজ আপনাদের সামনে আমি কিছু পরিসংখ্যান পেশ করব। সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী তেরো থেকে উনিশ বছর বয়সের মেয়েদের মধ্যে এক বছরে ১,১৮১,০০০ জন গর্ভবতী হয়েছে—এর মধ্যে অর্ধেক গর্ভপাত ঘটিয়েছে এবং অর্ধেকের মতো শিশুর জন্ম দিয়েছে।

"এই অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ঘটেছে প্রধানত অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, প্রশিক্ষক গর্ভনিরোধ থেকে যৌন সম্পর্ক স্থাপন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এবার আপনাদের একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা জানাই। ক্যালিফোর্নিয়ার সান মার্কস-এর হাইস্কুলে ১৯৮৪ সালে দেখা গেছে, ছাত্রীদের মধ্যে ২০%-এর বেশি গর্ভবতী। স্কুল বোর্ড ব্যাপারটা জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের যৌন শিক্ষার সূচি নতুন করে তৈরি করে সেইমতো ছাত্রীদের পড়াতে থাকে। এর ফলও হাতে হাতে পাওয়া যায়। গর্ভবতীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক কমে যায়।

"তাই সমস্ত দেশবাসীর কাছে আমার অনুরোধ, আসুন আমরা সবাই মিলে এবার এই প্রবণতা বন্ধ করার চেষ্টা করি। দেশের তরুণ সমাজকে এই ভয়াবহ দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা করি। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলি, এই দেশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করে থাকব।"

স্কারাফিল্ড তার ভাষণ পড়ে যেতে থাকেন এবং ডার্লেন মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে থাকে।

পুরো ভাষণটা পড়া হয়ে গেলে স্কারাফিল্ড ওটা পাশে সরিয়ে রেখে চোখ তুলে তাকিয়ে বলেন, "কি বুঝলে ডার্লেন?"

"খুব ভালো হয়েছে", ডার্লেন বলল, "প্রবন্ধে আপনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা কি সত্যি।"

"নিশ্চয়ই সত্যি, তথ্য যোগান দেবার জন্য তুমি সেই গবেষক চেট হাণ্টারকে আমার এই কাজের জন্য ভাড়া করেছিলে মনে নেই। ছেলেটা তার কাজের জন্য বেশ সুনাম অর্জন করেছে।"

"ও হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে।"

স্কারাফিল্ড হাত ঘড়িতে সময় দেখলেন, "স্টুডিয়োয় যেতে এখনো কুড়ি মিনিট দেরি আছে। এই সময় এসো দুজনে মিলে একটু শরীর হালকা করে নিই।" স্কারাফিল্ড নিজের পোশাক খুলে ফেললেন।

ডার্লেন জানে স্টুডিয়োয় যাবার আগে উনি রোজই ওকে একটু কাছে পেতে চান। শরীর থেকে যাবতীয় পোশাক পরিত্যাগ করে ডার্লেন ওঁর পাশে চলে এলো। ওর শুধু একবার মনে হলো বয়স বাড়লে, ওর যখন চল্লিশের মতো বয়স হয়ে যাবে, ওর স্তনদুটো আরো স্ফীত হয়ে উঠবে, মুখের চামড়া ঝুলে পড়বে, পাছাগুলো মোটা হয়ে উঠবে—তখন কি লোকটা ওকে এখনকার মতো বেশী করে চাইবে।

স্কারাফিল্ডের নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে ডার্লেন ওর কাছে এগিয়ে গেল, ও এক হাত দিয়ে পুরুষটার উত্থিত অঙ্গ ধরল। দেখল পুরুষটা তাতেই তৃপ্তিতে দু চোখ বুজে ফেলল, ডার্লেন পুরুষটার আরো কাছে চলে গেল, মিনিট পাঁচেকের ব্যবধানে লোকটা মুখ দিয়ে পরিতৃপ্তির শব্দ বার করতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে ওরা দুজনে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে এসে বসল। ডার্লেন স্কারাফিল্ডকে পোশাক পরিয়ে দিতে লাগল, স্কারাফিল্ড বললেন, "এখনো হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে গাড়ি এসে যাবে।" স্কারাফিল্ড হাতে স্ক্রিপটা তুলে নিলেন। বললেন, "তুমি কি মনে করো আমি যৌনতার বিরুদ্ধে?"

"না মোটেই না" ডার্লেন বলল, "আপনি আসলে যৌন ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে।"

সুসি এডওয়ার্ড চেট হাণ্টারের অ্যাপার্টমেণ্টের দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে, চেট সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখে একটা চুমু এঁকে দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

ঘরে ঢুকে সুসি দেখল টি. ভি. চলছে। ও সুসিকে বলল, "সুসি টি. ভি-র এই প্রোগ্রামটা হয়ে যাক, ততোক্ষণ একটু বসো।"

সুসি জ্যাকেটটা খুলে চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে আরাম করে বসল। চেট টি. ভি. দেখার জন্যে এখন হঠাৎ এতো উৎসুক হয়ে উঠল কেন জানার জন্য, ও চেটের পাশে এসে বসল। টেলিভিশনের পর্দায় পুরোহিতের পোশাক পরা প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়েসের এক মানুষের ছবি ভেসে উঠতে দেখল। মানুষটাকে ও চিনতে পারল। রেভারেণ্ড যশ স্কারাফিল্ড, ওয়েস্ট কোস্টের অত্যন্ত জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারক। সঙ্গে সঙ্গে ও বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, "চেট তুমি এই গোঁড়া ভক্তটার ভাষণ শুনে সময় নষ্ট করছ কেন? লোকটা অতি ভয়ঙ্কর, ঘটনা চক্রে আমি একবার তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম। তিনি এখন স্কুলগুলিতে যৌন শিক্ষার বিরুদ্ধে বিরাট প্রচার অভিযান শুরু করেছেন।"

"এটা তাঁর রুটিন মাফিক টি. ভি. প্রচার।"

"তাই বলে তুমি এভাবে সময় নষ্ট করতে পারো না।"

"এটা আমার ব্যবসার অঙ্গ" হাণ্টার বলল, "তিনি আমার অন্যতম রিসার্চ কাস্টমার। আমি তাঁকে তাঁর সাপ্তাহিক রেডিও অনুষ্ঠানের জন্য তথ্য সরবরাহ করি।"

স্কারাফিল্ডের গলা ছোট্ট ঘরটায় গমগম করে বাজতে লাগল। সুসি বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে উঠে গিয়ে টিভির সুইচ বন্ধ করে দিল। "এ আর বেশিক্ষণ আমি চলতে দিতে পারি না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক জরুরি কথা আছে।"

হাণ্টার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। কিন্তু সুসি টি. ভি. বন্ধ করে ওর কাছে ফিরে আসতে রাগ প্রশমিত করে সুসিকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। বলল, "তুমি আসায় আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি।"

হাণ্টার সুসির ব্লাউজের ওপর হাত নিয়ে গেল। ওর স্তনের ওপর সাদরে হাত দুটো ঘোরাফেরা করতে লাগল। সুসির ব্লাউজ খুলে দিতে লাগল। সুসি ওর হাত থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, "শোন চেট, তোমার সঙ্গে আমি আগে কিছু জরুরি কথা বলে নিতে চাই।"

কিন্তু ওর হাত ইতিমধ্যে সুসির ব্রেশিয়ারের মধ্যে ঢুকে গেছে। আঙুলগুলো ওর বুকের নিপিল খুঁজে মরছে। বলল, "তোমার কথা পরে হবে, আগে আমাকে একটু সুখ পেতে দাও।"

"চেট আমার কথা শোন..." বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বলল, অনুভব করল ওর নিপিলগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। চেটকে তার বুকের ওপর ওকে তুলে নিতে দিল। "চেট..." বুঝতে পারল চেট তার যৌন অঙ্গ দিয়ে ওর থাইয়ের ওপর ঠেলা মারছে এবং আনন্দে গোঙানির শব্দ করছে।

চেট ওর ব্লাউজ খুলে দিতে দিতে বলল, "আমরা পরে কথা বলব সোনা। আমি এখন তোমার সঙ্গে বিছানায় যেতে চাই। এসো সোনা, এমন সুযোগ আর আসবে না।"

ওর ব্লাউজ খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ওর শেষ প্রতিরোধটুকুও আর রইল না। ব্রেশিয়ার খুলে বুকের পাশে ঝুলতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে স্কার্টের চেন নামিয়ে দিতে নিম্নাঙ্গের আড়ালটুকুও আর রইল না। বলল, "এসো চেট, এবার তাহলে আমরা..."

সুসি দু পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। চেট ওর পাশে এসে শুতে সুসি উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল। ও ওর দুটো নরম পায়ের মাঝে উঠে এলো। "ওটা ভেতরে টেনে নাও সোনা," গদগদ কণ্ঠে বলল।

সুসি ওর অঙ্গ টেনে নেবার আগেই শিথিল হয়ে গেল। সুসির হাত, পা নোংরা হয়ে গেল। তৃপ্তির কোন সুযোগই পেল না।

বিছানা থেকে উঠে সুসি বাথরুমে গিয়ে হাত পা ধুয়ে ফিরে এসে দেখল চেট মাথা নিচু করে বসে আছে। সুসি ওর খোলা কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল, "মন খারাপ করে রয়েছ কেন?"

"তোমাকে আনন্দ দিতে পারলাম না বলে আমি সত্যিই দুঃখিত।" চেট বলল, "জানি না কোনদিন পারবো কি না?"

"পারবে না কেন, নিশ্চয় পারবে।"

"তুমি কি করে জানলে।"

"আমি একজনকে জানি যিনি তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি আমি একজনের সেক্রেটারির কাজ নিয়েছি। মেডিক্যাল সেক্রেটারি..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে।"

"তাঁর নাম ডক্টর ফ্রিবার্গ। বেশিদিন হয়নি তিনি ফ্রিবার্গ ক্লিনিক খুলেছেন। তিনি একজন প্রকৃত সেক্স থেরাপিস্ট। তাঁর হয়ে কাজ করার জন্য তিনি শুরুতে দু জন যৌন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।"

হাণ্টার ভুরু কোঁচকাল। "যৌন প্রতিনিধি? তার মানে যারা ঐ অসুবিধাগ্রস্ত পুরুষদের..."

"হ্যাঁ তাই। ডক্টর ফ্রিবার্গ সম্প্রতি চার-পাঁচজন রুগী নিয়েছেন। তিনি এবং তাঁর প্রতিনিধিরা তাদের সারাবার চেষ্টা করছেন। আমি সবই জানি। আজই অফিসে বসে রুগীদের কেস হিস্ট্রি লিখছিলাম।"

ও একটা বিশেষ কেস হাণ্টারকে বলে। যার সঙ্গে চেট হাণ্টারের নিজের সমস্যার অনেকটা মিল আছে।

"চূড়ান্ত সুখের পূর্বেই শিথিলতা," সুসি বলল, "যে প্রতিনিধি ঐ কেস নিয়ে ডিল করবে ডক্টর ফ্রিবার্গ তাকে বলে দিয়েছেন, 'এটা খুব সহজ কেস,' ঐ রুগীর সঙ্গী প্রতিনিধি তার রোগ নিরাময়ে সহায়ক ব্যায়াম ওকে শেখাচ্ছে।"

হাণ্টার এতোক্ষণে বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসল। বিড়বিড় করে বলল, "যৌন প্রতিনিধি, হিলস্লেডের মতো এই ছোট্ট শহরে যৌন প্রতিনিধি!"

সুসি বিস্ময় প্রকাশ করল!

হাণ্টার সত্যিই বিস্মিত হয়েছে। ও বলল, "বিস্ময়ের কি দেখলে? মানে সংরক্ষণশীল মার্কিন পরিবারসমৃদ্ধ এই শহরের কোন পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে যৌন প্রতিনিধির অবস্থান কল্পনাই করা যায় না। আগে কখনো শুনিনি।"

"তুমি যে কি বলো আমি বুঝতে পারি না।"

হাণ্টার বিছানা থেকে লাফ মেরে পড়ে জামা-কাপড় পরতে লাগল। বলল, "সুসি এটা একটা বেশ জোর খবর। ক্রনিকলের অটো ফার্গুসনকে আমি এ খবরের সূত্রটা দিলে সে নিশ্চয়ই আমাকে স্টোরিটা তৈরি করতে বলবে। আমি সফল হলে আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সংবাদপত্রে আমার চাকরির পথ খুলে যাবে।"

সুসি উঠে দাঁড়াল। বলল, "কথাটা ওভাবে নিয়ো না হাণ্টার। আমি ডক্টর ফ্রিবার্গের বিশ্বস্ত সেক্রেটারি। তোমাকে খবর যুগিয়ে আমার চাকরির ক্ষতি করতে পারি না।"

"আমি জানি, ও নিয়ে চিন্তা করো না।"

সুসি উঠে গিয়ে চেটের কোমর জড়িয়ে ধরল। "আমি তোমাকে এসব কথা বললাম, কারণ আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আমি তোমাকে ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে নিয়ে যেতে পারি। তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন। তোমাকে রুগী হিসেবে গ্রহণ করবেন। তোমার আর কোন সমস্যা থাকবে না।"

হাণ্টার মাথা নাড়ল। সুসির গালে চুমু খেল। বলল, "আমি তোমার ফ্রিবার্গের সঙ্গে দেখা করব। তিনি আমাকে নিলে আমার সেরে ওঠার সম্ভাবনা মনে হয় উজ্জ্বল। অবশ্য আমি জানি না, এই ধরনের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট অর্থ আমার আছে কি না।"

"টাকা নিয়ে ভেবো না চেট, তোমার যতো টাকা দরকার আমি তোমাকে ততো টাকাই ধার দিতে পারি।"

"না ধন্যবাদ, আমার নিজের টাকাতেই আমি কাজ চালিয়ে নিতে পারব।"

সুসি পোশাক পরতে লাগল। বলল, "তুমি ডক্টর ফ্রিবার্গকে দেখাচ্ছ তো? যতো তাড়াতাড়ি হয় দেখিয়ে নাও কিন্তু!"

"আমি তো একটু আগেই কথা দিয়ে যাবো, দিইনি বলো? তুমি আমার ওপর ভরসা করতে পারো।"

হিলস্লেডে ওর প্রথম রুগীর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের ব্যায়াম শেষে গেইলি মিলার সন্ধ্যের মাঝামাঝি ফ্রিবার্গ ক্লিনিকে ফিরে এলো। ক্লিনিকের তিনটি ছোট ঘরের একটার মধ্যে ঢুকে

পড়ল। এই ঘরগুলোয় বাইরে থেকে কোন শব্দ প্রবেশ করতে পারে না। রুগীর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলো রেকর্ড করার জন্যই এই ঘরের ব্যবস্থা। অ্যাডাম ডেমস্কির সঙ্গে ওর যে কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো ও রেকর্ড করতে লাগল। রেকর্ড করা হয়ে গেলে ও টেপটা ডাঃ ফ্রিবার্গের ডেস্কে রেখে দিল। যাতে উনি ওটা সকালে এসে শুনতে পারেন। কাজটা শেষ করে ও এক কাপ কফি খাবার জন্য বাইরে মার্কেটে চলে এলো।

জানলার পাশে একটা ফাঁকা চেয়ারে বসে খদ্দেরদের ওপর চোখ ফেরাতে ফেরাতে দ্যাখে একটা পরিচিতি মুখ হলের ভেতর ঢুকে একটা বসার জায়গা খুঁজছে। গেইলি ওকে কাছে ডাকতে পারত। কিন্তু আজকেই ওর সঙ্গে কটু কথা চালাচালি হয়ে যাওয়ায় এখনই ওকে ডাকতে ইচ্ছে হলো না। দূরের দিকে সিট না পাওয়ায় ব্র্যাণ্ডন ওর কাছে এগিয়ে আসায় দুজনে চোখাচোখি হয়ে গেল। গেইলি ওর সামনের খালি চেয়ারটা ইশারায় দেখিয়ে বলল, "ইচ্ছে করলে বসতে পারো।"

খালি চেয়ারটায় বসে ব্র্যাণ্ডন হাসল। বলল, "সকালের অমন তিক্ত কথাবার্তার পর আমি ভাবতে পারিনি তুমি এভাবে আমাকে বসতে বলবে।" তারপর কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলল, "তোমার রুগী কেমন দেখলে?"

"মোটামুটি ভালো। আজ আমরা দুজনে হাতে হাত বোলানো, মুখে হাত বোলানো, এই দুটো ব্যায়াম করেছি। ও খুব লাজুক। তাই প্রথম দিকে ওকে একটু সাহস দেবার চেষ্টা করলাম। আমার প্রথম রিপোর্ট জমা দিয়ে দিয়েছি। ও ভালো কথা, তুমি এখন কি করছ? এখনো কোন রুগী তুমি পাওনি?"

"না, এখনো আমি একটা অ্যাপার্টমেন্টও পাইনি। একটা হোটেলে রয়েছি। আমি এখন ক্লিনিক থেকে আসছি। সুসি আমার জন্য সম্ভাব্য ভাড়া বাড়ির একটা তালিকা রেখেছিল। ওটা দেখলাম। তারপর ক্লিনিক লাইব্রেরিতে গিয়ে একটা সাইকোলজির বই পড়ছিলাম।"

"মনোবিজ্ঞানের বই?" গেইলি আগ্রহের সঙ্গে বলল, "মনোবিজ্ঞান আমার পাঠ্যবিষয় এবং ওটাই আমার লক্ষ্য। তোমারও কি তাই?"

"ঠিক বলতে পারবো না, মনোবিজ্ঞানও হতে পারে, আবার যৌন শিক্ষাও হতে পারে। তোমার তো যৌন প্রতিনিধি হওয়াই লক্ষ্য, সেরকমই তো বলছিলে, তাই না?"

"না ঠিক তা নয়। যৌন মনোবিজ্ঞানই আমার উপযুক্ত বিষয়। এই প্রতিনিধির কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি যোগাড় করে ফেলতে পারলে খুব ভালো হবে।"

"আমি একটা কথাই ভাবছি গেইলি, তোমার মতো একটা হাসিখুশি মেয়ে কি করে যৌন প্রতিনিধি হয়?"

ও হাসল। বলল, "তোমাকে সত্যি কথা বলতে আমার কোন বাধা নেই। কলেজ জীবনে খুবই হালকা কয়েকটা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমি তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারতাম না। তার জন্য আমি নিজেকেই দোষ দিই। আমার ভয় হতো, আমার বুঝি যৌন তাড়না নেই। তখনই আমি প্রথম ডাঃ ফ্রিবার্গের কথা লোকমুখে শুনি। তিনি তখন সবে টাকসনে এসেছেন। তিনি আমাকে হস্তমৈথুন করার চেষ্টা করতে বললেন। ছোটবেলা থেকে আমি কখনো একাজ করার চেষ্টা করিনি। আমি হয়তো মনে করতাম, ওটা করা পাপ। আসলে তা কিন্তু নয়। ভারি সুন্দর এক সুখকর অনুভূতি। ঐতেই যেন বরফ গলল। পরবর্তী দুটি যৌন মিলনে আমি বেশ উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম। ও! তুমি বিরক্ত হচ্ছো না তো!"

"তোমার এ কাহিনী আমাকে অভিভূত করে তুলেছে।"

"তারপর আমি আমার এক সহপাঠীর প্রেমে পড়লাম। তার নাম আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না...ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, টেড..টেড কি যেন, ঐ টেডই ধরো। এমনিতে সে ভীষণ স্মার্ট, কিন্তু এই ব্যাপার একেবারে যাচ্ছে। আমরা দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিছানা পর্যন্ত এগিয়ে ছিলাম। কিন্তু ব্যস ঐ পর্যন্তই। ও আর এগোতে পারেনি। আমি ওর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমরা মোট দশবার বিছানায় মিলিত হয়েছিলাম। কিন্তু একবারও ও আমার শরীরে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাতে পারেনি। যাক সে সব কথা আর বিস্তারিত বলতে চাই না। একদিন সকালে ওর বাড়ির লোকরা দেখল ও মরে পড়ে রয়েছে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে আত্মহত্যা করল। আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, ঘটনাটা আমাকে কতোটা আঘাত দিয়েছিল। আমি আবার ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে গেলাম। তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম, এটা আমার দোষ নয়। এই ঘটনাটা ঘটে যাওয়া এবং ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে আমার যাওয়ার মধ্যে, আমি নিজের মনে স্থির করলাম, টেডের জীবনে যা ঘটে গেল, তা যেন আর কারো জীবনে না ঘটে। পূর্ণ যৌন সুখ লাভে অক্ষম মানুষগুলোকে সাহায্য করার সংকল্প গ্রহণ করলাম। ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি একবার 'যৌন প্রতিনিধি' শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। আমি তাঁকে কথাটা ব্যাখ্যা করে বলতে বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তাঁর হাতে কয়েকটা কেস আছে। ঠিক মতো সহযোগিতা পেলে, তারা ভালো হয়ে উঠবে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, আমার আগ্রহ আছে কি না। আমি সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। তিনি আমাকে প্রশিক্ষণ দিলেন। আমি তাঁর হয়ে কাজ করতে শুরু করে দিলাম। ফল পেতে লাগলাম। কিন্তু কাজটা আইন বিরুদ্ধও বটে। লোক জানা-জানি হয়ে গেলে ডক্টর ফ্রিবার্গকে আরিজোনা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসতে হলো। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে আসতে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। এই হলো আমার দীর্ঘ কাহিনী।"

"না, বিশেষ দীর্ঘ নয়।" ব্রাউন বলল, "পরে কোন একদিন সময় পেলে আমি শুনব। তোমার কথা জানতে খুব ইচ্ছে করে।"

গেইলি ওর প্রশংসা গায়ে মাখল না। ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। বলল, "তোমার কথা তো বললে না? তুমি এখানে কি করে এলে?"

"তুমি সত্যিই শুনতে চাও।"

"সবই। কখন, কিভাবে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে?"

ব্রাউন বলল, "আমি এই কাহিনী ছোট গল্পর আকারে তোমার সামনে পেশ করব। আমি ইউজিনের ইউনির্ভাসিটি অব ওরিগন থেকে গ্র্যাজুয়েট হই। বায়োলজিতে আমি কিছু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করি। যৌন শিক্ষার কিছু ক্লাসেও আমি যাই। তারপর কোনো একজনের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ার ফলে কিছুদিন লসঅ্যাঞ্জেলসে কাটাই। তারপর আবার ওরিগনে ফিরে এসে সেকেণ্ডারী স্কুল স্তরে বিকল্প সায়েন্স শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে থাকি। এই সময়ই ভাবতে শুরু করে দিই, ঠিক কোন কাজটা আমার করা উচিত হবে। আমি যেই খবর পেলাম, ডুর ফ্রিবার্গ একজন পুরুষ যৌন প্রতিনিধি খুঁজছেন, অমনি দরখাস্ত করে দিলাম। আমি জানতাম শুধু ঐ কাজ করে আমার অন্নের সংস্থান হবে না। তাই আমি হিলস্রেড স্কুল ডিস্ট্রিক্টে একজন বিকল্প সায়েন্স শিক্ষক রূপে কাজের জন্য দরখাস্ত করলাম। আমি ক্যালিফোর্নিয়া বেসিক এডুকেশনাল স্কিল টেস্ট বাসে পাশ করলাম। সেই থেকে পড়াচ্ছি। প্রতিনিধির ট্রেনিং নিয়ে এখন কাজের অপেক্ষায় রয়েছি। এই আমার কাহিনী গেইলি।"

"তোমার এ কাহিনী কে শুনতে চেয়েছে। তুমি কেন এই যৌন প্রতিনিধির কাজে এলে সে কথা তো বললে না।"

ও বাঁকা হাসি হাসল। বলল, "এটা কি সে কাহিনী বলার উপযুক্ত সময়।"

"নিশ্চয়ই। আমি এখনই শুনতে চাই, বলো তুমি কেন যৌন প্রতিনিধির কাজ নিলে?"

ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "টাকা। আমার সঞ্চয় খুব কম। আমি চাই না তা নিঃশেষ হয়ে যাক। স্কুলে পড়িয়ে যা পাই, তার সঙ্গে আরো কিছু যুক্ত করার প্রয়োজন মনে করি। যৌন প্রতিনিধির কাজ করে কিছু অর্থাগম হবে, তাই মেনে নিলাম। সেই সঙ্গে একটা মজাও উপভোগ হবে।"

"কাজটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লে বুঝতে পারবে, শুধু মজা নয়, আরো অনেক কিছুই আছে। আর শুধু কি টাকার জন্যই তোমার এই কাজ করা?"

"হ্যাঁ কেবল টাকার জন্য", ও আবার বলল।

"তুমি সৎ।"

ব্রাওন মুখে হাসি আনার চেষ্টা করল। বলল, "ঠিক এখন আমি তা মনে করি না। আমার একটা স্বার্থ আছে।"

গেইলি টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগ, বিল গুছিয়ে তুলে নিতে লাগল। উঠে দাঁড়াল। বলল, "ব্রাওন, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি কেবল টাকার জন্যই এই কাজ নিয়েছ!"

"আবার কবে আমাদের দেখা হচ্ছে?" ব্রাওন জানতে চাইল।

"তোমার সময় হলে আমাকে বলো। সুসির কাছে আমার নম্বর আছে। আমরা দুই যৌন প্রতিনিধি মিলিত হবো।" ও ব্রাওনের হাত টিপে ধরল।

"ভালোই হবে!" বলে কাফে ছেড়ে চলে গেল।

সময় তখন সকাল। ডাঃ আর্নল্ড গ্রিবার্গ, তখন তাঁর হিলশ্রেড ক্লিনিক অফিসে ডাঃ ম্যাক্স কোয়ারি-র আসার অপেক্ষা করছিলেন। ডাঃ ম্যাক্স-এর যেকোন সময় এসে পড়ার কথা। তিনি লসঅ্যাঞ্জেলসের একজন সাইকোঅ্যানালিস্ট এবং ডাঃ গ্রিবার্গ-এর প্রাক্তন সহকর্মী।

আজ সকালে ব্রেকফাস্টের পর ডাঃ গ্রিবার্গ অপ্রত্যাশিত ভাবে ডাঃ ম্যাক্স-এর ফোন পান। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর ডাঃ ম্যাক্স সরাসরি কাজের কথায় চলে আসেন। বললেন, "আপনার চিঠি পেয়েছি আর্নল্ড, তাহলে আপনি ব্যবসা শুরু করে দিলেন?"

গ্রিবার্গ ওঁর কথায় সম্মতি জানালেন। মনে তাঁর কৌতূহল।

"যাই হোক, শুনুন, আমি আপনাকে একটা কেস দিতে চাই। আপনার কর্মীদের তালিকায় কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুরুষ যৌন প্রতিনিধি আছে কি?"

"আছে, একজন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং যোগ্য।"

"আমার মনে পড়ছে বাফালো শহরে যৌন অক্ষমতা সংক্রান্ত এক সেমিনারে আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছিল। তখন আপনি বলেছিলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ যৌন প্রতিনিধি সহজে পাওয়া যায় না।"

"তার কারণ, এদের চাহিদাও খুব কম, ম্যাক্স। এই সমস্যায় জর্জরিত, তবু অজানা অচেনা পুরুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন। তবে সম্প্রতি আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি, দিনে দিনে বহু নারী এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছেন, তাঁরা বুঝতে পারছেন, এতে বিপদের ঝুঁকি কম। তাই আমি এখন পুরুষ যৌন প্রতিনিধি নিয়েছি এবং সে পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তোমার মাথায় কি কোন কেস আছে?"

"আছে আর্নল্ড। আমার এক চিকিৎসক বন্ধু খবরটা আমাকে দিয়েছেন। এক তরুণী মহিলা এই সমস্যায় আক্রান্ত। আমি মনে করি এর চিকিৎসা হওয়া দরকার। তবে আমি বা কোন স্ত্রী

রোগ বিশেষজ্ঞের এই চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। আপনার মতো কেউ একজনই এই চিকিৎসার উপযুক্ত। যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই ভালো। আমি কখন আপনার কাছে যাবো?"

"কখন কি! আপনি এখনই চলে আসতে পারেন। এক ঘণ্টার মধ্যে আমার হাতে কোন কাজ থাকবে না।"

"ঠিক আছে আমি তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার ওখানে যাচ্ছি। আমি কেস হিস্ট্রি নিয়ে যাবো। আপনি শুনে বলবেন, কিছু করা যায় কি না!"

"নিশ্চয়ই ম্যাক্স, আপনাকে দেখতে পেলে খুশি হবো।"

ডক্টর ত্রিবার্গ তাঁর অফিসে ডেস্কের সামনে বসে রয়েছেন। ডেস্কের অপর প্রান্তে ক্ষীণদৃষ্টি, খর্বাকৃতি ডক্টর ম্যাক্স একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন। তাঁর হাতে নীল রং-এর একটা ফোল্ডার। তাঁর খালি হাতটা দিয়ে পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে ভুরুর ঘাম মুছলেন। ভুরুর ঘাম মুছে রুমালটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। "মহিলাটির নাম ন্যান হুইটকম। একক মহিলা। কখনো বিয়ে করেন নি। সহবাসের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। স্বাস্থ্য ভালো, বয়স প্রায় তিরিশের শেষ প্রান্তে। ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন অনাথ। এক প্রবীণ মহিলার কাছে উনি মানুষ হতে থাকেন। ঐ মহিলার কখনোই বেশি টাকা ছিল না। প্রায় তিন মাস আগে তিনি মারা যান এবং ন্যান একা পড়ে যান। তার সামান্য জমানো টাকা শেষ হয়ে এলে ন্যান উপলব্ধি করলেন, এবার অর্থ উপার্জন করা দরকার। তাছাড়া নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য তাঁর সঙ্গীরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁর কয়েকটি পুরুষ বন্ধু ছিল, কিন্তু তারা কোন কাজে এলো না। তাঁর মেয়ে বন্ধুরাও বিবাহিত এবং সংসারী।"

"তাই তাঁর দরকার কাজ ও বাড়ি?"

"হ্যাঁ আর্নল্ড। বড়দিনের ছুটির মরশুমে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে ক্যাশিয়ারের কাজ করা ছাড়া তিনি প্রকৃত চাকরি বলতে যা বোঝায় তা করেন নি। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো। কর্মখালির বিজ্ঞাপন কলামে ক্যাশিয়ারের চাকরির সন্ধান করেন, কিন্তু ভালো কোন কাজ খুঁজে পান না। প্রায় দু মাস আগে তিনি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলেন, হিলস্লেডের এক হোটেল গোষ্ঠী একজন অভিজ্ঞ ক্যাশিয়ার চাইছেন। এই গোষ্ঠীর মালিক টনি জেকা। এঁকে আমি কখনো দেখিনি! তবে ন্যানের কাছ থেকে জেনেছি, লোকটা ভিয়েতনাম ফেরত আর্মি। বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। খুব রুক্ষ মেজাজ। ন্যানের সন্দেহ সংগঠিত অপরাধীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। যাই হোক, ন্যান তার হোটেল ক্যাশিয়ারের চাকরির জন্য দরখাস্ত করে। তারপর একদিন বিকেলে জেকা নিজে তার অফিসে ন্যানের ইণ্টারভিউ নেয়। লোকটা বেঁটে, মোষের মতো চওড়া কাঁধ, ছোট ছোট চোখ, দীর্ঘ সময় ধরে জেকা তার সাক্ষাৎকার নেয়, সব মামুলি প্রশ্ন এবং পুরোটা সময় ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।"

"আমাকে সবিস্তারে জানাতে গিয়ে ন্যান বলে, এক সময় জেকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিল, 'এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।' এই মন্তব্যে বিস্মিত ন্যান বলে, 'কি ব্যাপার মিস্টার জেকা?' ও বলে, 'তোমার কথা বলার, তাকাবার ধরন আমার এক পরিচিত মেয়ের সঙ্গে খুব মিলে যায়। সে আমার আর্মিতে যাবার আগেকার ঘটনা। মেয়েটার নাম ক্রিস্টাল। মেয়েটার সঙ্গে আমার পরিচয় সবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এমন সময় আমার ভিয়েতনামে যাবার ডাক পড়ল। আমি তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে ছিলাম, মিলিটারি থেকে ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে এবং আমরা বিয়ে করব। কিন্তু সে তার প্রতিশ্রুতি রাখেনি। সে দুঃখ প্রকাশ করে জেকাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, আর এক পুরুষের

ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করে পূর্ব দিকে চলে যাচ্ছে। এই ঘটনায় জেকা জোর আঘাত পায়। ও আর কোন মেয়েকে বিশ্বাস করতে পারে না। তারপর এই এতোদিন পরে ন্যান ওর জীবনে আসে। 'কি অদ্ভুত মিল দেখ', ও ন্যানকে বলে, 'তোমার সঙ্গে ক্রিস্টালের বিরাট মিল। আমি ভাবতেই পারি না তার মতো আবার একজন আমার জীবনে আসবে।'

"যাই হোক, ওরা দুজন কথা বলতে বলতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং ডিনারের সময় হয়ে যায়। জেকা ন্যানের কাছে জানতে চায় সে ওর রেস্তোরাঁয় বসে ডিনার খেতে খেতে ইণ্টারভিউ চালিয়ে গেলে ওর আপত্তি আছে কি না! ও এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে।"

কাহিনীর ধারাবাহিকতা আচমকা ভঙ্গ করে ডক্টর ম্যাক্স হাতের ফোল্ডারটা টেবিলের অপর প্রান্তে ডক্টর গ্রিব্বার্গের সামনে এগিয়ে ধরে বলেন, "বাকি কাহিনী এর মধ্যে পাবেন। অন্তত কাহিনীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়ে যাবেন।"

ঘরে এখন আবার গ্রিব্বার্গ একা। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কুমারী ন্যান হুইটকম এবং মিস্টার টনি জেকা-র কেস হিস্ট্রি পড়তে লাগলেন। দুটো লাইনে অনেকটা ছাড় দিয়ে স্পষ্ট অক্ষরে টাইপ করা। পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর নিচে লাল কালিতে দাগ দিয়ে যাওয়া গ্রিব্বার্গের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। বাকি কেস হিস্ট্রি একবার পড়ে নিয়ে গ্রিব্বার্গ কাহিনীটাকে নিজের মতো করে গড়ে নিলেন।

কেবিনে বসে জেকা খাদ্যের প্রতি অতোটা আগ্রহ দেখাল না। পানীয়ের প্রতিই ও বেশি আগ্রহ প্রকাশ করল। ন্যান সামান্য পানীয় গ্রহণ করলেও দেখল জেকার চতুর্থ দফার স্কচ চলছে। কাজের ক্ষেত্রে ওর যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নগুলো নতুন করে আবার শুনতে হলো ন্যানকে। অনুভব করল, লোকটার গলার স্বর সামান্য যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। লোকটা ক্রমশই ওর সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে, ওর দিকে কেবল তাকিয়েই থাকছে। তাতে ওর ভয় বাড়তে লাগল, বুকের ওঠা পড়া বাড়তে লাগল।

এই অবস্থায় জেকা আর একবার সামনে ঝুঁকে ন্যানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "এই তুই কি কুমারী?"

প্রশ্নটাকে ন্যান হালকা করে নিল। বলল, "চোদ্দ বছরের ওপরের কোন্ মেয়েটা এখন আর কুমারী আছে।"

"তা ঠিক, কখনো তোমার কোন প্রকৃত ভালোবাসা হয়েছিল?"

"না।"

"কখনো কারো প্রেমে মজে ছিলে কি?"

"না, এখনো পর্যন্ত নয়," আরো ভয়ে ভয়ে ও বলল। কাজটা ওর বিশেষ দরকার। তাই অসন্তুষ্ট হলেও চুপ করে থাকে।

"আচ্ছা," দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকে, "তুমি কি আমার প্রেমে পড়তে পারো।"

ও ঠিক বুঝে পায় না, ঠিক কিভাবে এই প্রশ্নের মোকাবিলা করবে। "হতে পারে। তা নির্ভর করে..."

"কিসের ওপর নির্ভর করে?"

"যাইহোক, আপনার আর কি বলার আছে মিস্টার জেকা?"

"তুমি বলো এরপর আমি কি করব।" ও চেয়ার ঠেলে ঠেলে ন্যানের অনেক কাছে সরে আসে। দুজনের ব্যবধান কমে আসে। কাছে আসায় দেখে লোকটার চওড়া মুখ, মোটা নাক, একটা খর্বাকৃতি মানুষের তুলনায় তার বুক ও হাত বেশ চওড়া। কথার ফাঁকে ও চতুর্থ দফার

পানীয়টিও খেয়ে ফেলে। ন্যান ওর নিশ্বাসে মদের গন্ধ পায়। "শোন আমি কোন কথা ঝুলিয়ে রাখতে চাই না। আমি যা বলবার সরাসরি বলতে চাই। তোমাকে খোলাখুলি জানাই, শেরম্যান পার্কে আমার বড় বাড়ি আছে, পাঁচটা রেস্তোরাঁ আছে, প্রচুর নগদ টাকা আছে। আমার যা আছে, তা সবই আমি তোমাকে বললাম। আমার একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার দরকার, সেই সঙ্গে দরকার একজন বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গী তথা বন্ধু, যে আমাকে সঙ্গ দেবে। আমি তার প্রতি যত্ন নেব, সে আমার প্রতি যত্ন নেবে। বুঝতে পারছ, আমি কি বলতে চাইছি? তবে আমার প্রতি তাকে একশোভাগ বিশ্বস্ত থাকতে হবে। কোন রকম প্রবঞ্চনা চলবে না। ভেবে দেখ, আমার এ প্রস্তাব তোমার পক্ষে মানা সম্ভব কি না?"

এই সব কথার পর ন্যান ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, লোকটাকে ও কতোটা পছন্দ করে বা আদৌ পছন্দ করে কি না। লোকটা বেশ অসভ্য, রূঢ়, আবার নাও হতে পারে। হয়তো ওর প্রতি অনেক সহৃদয়। এই পৃথিবীতে যা কিছু ওর দরকার, তা সবই লোকটা ওকে দিচ্ছে। নিরাপত্তা, সঙ্গ, বাড়ি—এ সবই ও পাবে। লোকটা যে ওকে পছন্দ করে, একমাত্র তারই সঙ্গ ওর দরকার, সে কথাও ও বলল। এসব লোকটার গুণ বলতে হবে।

"কি, কি ভাবছ তুমি?"

"আমি ভাবছি, আপনি যেভাবে চাইছেন, সেভাবেই আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।"

লোকটার চোখে মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল। বলল, "ভালো মেয়ে, তোমার আর চিন্তা করার কিছু নেই। তুমি এবার থেকে একটা বাড়ি পেয়ে গেলে, একটা চাকরি পেলে। একটা পুরুষ বন্ধু পেলে। তুমি কাল থেকে কাজ শুরু করে দিতে পারো।"

"ধন্যবাদ মিস্টার জেকা।"

"টনি এখন থেকে তাহলে।"

"টনি!"

"কি নাম তোমার তাহলে।"

ন্যান।"

"ও, ন্যান। আজ থেকে তুমি তাহলে একজন সত্যিকারের পুরুষ বন্ধু পেলে।"

তাদের এই প্রথম সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট পড়ে সেটা নিজের মাথায় জিইয়ে রাখতে চাইলেন। ন্যান হুইটকমের কেস হিস্ট্রির আর একটা পাতা ওলটালেন। জেকার সঙ্গে তার প্রাথমিক যৌন সম্পর্কের অংশে এসে থেমে গেলেন।

ন্যান জেকার দশ কক্ষের দোতলা বাড়িতে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিল। ঐ বাড়ির কেয়ারটেকার দরজা খুলে ওকে ঘর দেখিয়ে দেয়। ঐ কেয়ারটেকারের নাম হিলডা।

এমন একটা ঝকঝকে তকতকে বাড়িতে থাকার সুযোগ পেয়ে যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। ঠিক করেছিল, এই বাড়িতে ও যাতে চিরকাল থাকতে পারে তার চেষ্টা করবে। সেজন্য প্রথম ডিনারে ও নিজেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে তুলেছিল।

সেদিন জেকা রাত সাতটা পঁয়তাল্লিশে বাড়ি ফিরেছিল। টাইট ফিটিং, জার্সি পোশাকে ন্যানকে দেখে ও সত্যিই খুব খুশি হয়েছিল। ঠিক রাত আটটার সময় খেতে বসার জন্য ওকে তৈরি থাকতে বলল।

ডিনারের আগে জেকা দু গেলাস মদ খেল। নতুন পরিবেশে ওর কেমন লাগছে, মানিয়ে নিতে অসুবিধে হচ্ছে কি না, জানার জন্য দু একটা প্রশ্ন করে খবরের কাগজে মুখ গুঁজে রইল।

এদিকে ন্যান ভাবতে লাগল, এখন তার জন্য কি অপেক্ষা করছে। ডিনারের পর জেকা ওকে এক সুসজ্জিত শোবার ঘরে নিয়ে গেল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ন্যানকে বসতে ইঙ্গিত করল। রিমোট কণ্ট্রোলের সাহায্যে টি. ভি. চালিয়ে দিল। বলল, "রোজ রাত্তিরে এই সময় আমি দুটো রোমাঞ্চকর ছবি দেখি। তোমারও ভালো লাগবে।"

এ ধরনের ছবি ও মোটেই পছন্দ করে না। তবু মুখে কিছু বলল না। ছবি চলাকালে ন্যান ও নিজের জন্য স্কচের অর্ডার দিল। বোতল ফুরিয়ে গেলে, ও কেয়ারটেকার হিলডাকে আরো এক কাপ দিয়ে যেতে বলল। ন্যান মদের বোতলে চুমুক দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সেটা অবশ্য ও খেয়ালই করল না।

দ্বিতীয় ছবিটাও শেষ হয়ে গেলে ওর কৌতূহল বাড়ল। এরপর কি?

জেকা গেলাসের তলানিটুকুও চুমুক মেরে শেষ করে ফেলল। তারপর সোজা উঠে দাঁড়িয়ে সরাসরি বলল, "এবার আমাদের বিছানায় যাবার সময়। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, এসো।"

ন্যান বুঝতে পেরেছিল, নিরাপত্তা ও আরামের বিনিময়ে ওকে এটা দিতে হবে। ওর অন্ধকার বিছানায় ন্যানকে টেনে নিয়ে গেল। ন্যান আশা করেছিল, জেকা ওকে চুমু খাবে, শরীরে হাত বোলাবে, ওকে উত্তেজিত করে তুলবে। কিন্তু ও সে সবে গেলই না।

জেকা ওর জামা খুলে ফেলতে লাগল। বলল, "দেরি করছ কেন? এবার বিছানায় যাবো।"

একটু ইতস্তত করে ন্যান জুতো খুলে ফেলল। তারপর এক এক ক'রে পোশাকের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, "আমি কি নাইটগাউন পরে থাকতে পারি।"

"না, ওরকম আমার একদম ভালো লাগে না। আমি চাই, আমার সঙ্গী নারী একদম পোশাক শূন্য হয়ে থাকবে।"

ও সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে দেখল, জেকা রাজকীয় বিছানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিছানার একেবারে কাছে পৌঁছে গিয়ে, ও ন্যানের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। যে পুরুষটার সঙ্গে ন্যান একটু পরেই বিছানায় যাবে, তাকে সামনা সামনি নগ্ন অবস্থায় দেখতে পেল। অবশ্য সামনে থেকে দেখেও, তার পুরুষাঙ্গ কঠিন না শিথিল অনুমান করতে পারল না।

বিছানায় উঠে জেকা ওর দিকে চোখ ছোট করে তাকাল। বলল, "আর দেরি করছ কেন।" ন্যান ধীরে ধীরে বডিস খুলে ফেলল। নাইলনের প্যান্টি খুলে ফেলে, পা দিয়ে ঠেলে পাশে সরিয়ে রাখল। ওর নিম্নাঙ্গ ঘন কালো চুলে ঢাকা, ও ভেবেছিল, ঐতেই ওর গোপনীয়তা অনেকখানি বজায় থাকবে।

জেকা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে ওর গোপন অঙ্গের ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। "ভারি সুন্দর খাঁজ", বিড়বিড় করে বলল, "এমনই হবে ভেবে রেখেছিলাম।"

বিছানার ওপর ন্যান ওর কাছে গড়িয়ে গেল। হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে রইল। আশা করেছিল, জেকা ওকে চুমু খাবে? ওর গায়ে বুকে হাত বোলাবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও, যখন সেরকম কোন অভিজ্ঞতা হলো না, তখন ও চোখ খুলে বলল, "টনি আলোটা নিবিয়ে দাও।"

"না, আমি এখন যা করছি তা নিজের চোখে দেখতে চাই। আমার টাকার দাম উসুল করে নিতে চাই।"

ন্যান অস্বস্তিবোধ করতে লাগল, ওর পাছার ওপর জেকার-লোমশ হাতের স্পর্শ অনুভব করতে লাগল। একটু পরে ও দুটো পা ন্যানের পায়ের ওপর তুলে দিতে ন্যান ভাবল, যাক এবার তাহলে একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু তা মোটেই হলো না। বরং ন্যানের বিরক্তি বেড়ে

গেল। জেকা ন্যানের শরীরের মধ্যে ওর অঙ্গ প্রবেশ করিয়ে কেবলই চাপ দিয়ে যেতে লাগল। তাতে ন্যান ব্যথা অনুভব করতে লাগল। ওর মনে হতে লাগল, এই ব্যথা বুঝি মোটেই থামবার নয়। পরে বাথরুমে গিয়ে শরীর পরিষ্কার করার সময় ও ভাবল, লোকটা তীব্র উত্তেজনার বশেই মনে হয় এমন করল। পরে যখন আবার মিলিত হবে, তখন নিশ্চয়ই এমন উত্তেজনা প্রকাশ করবে না।

ডাক্তার ম্যাক্সের দেওয়া কেস হিস্ট্রি পড়ে ডুর ফ্রিবার্গ বুঝলেন, এটা তেমন অপরিচিত চরিত্র নয়। এখনো পশুর মতো মানুষ এই পৃথিবীতে অনেক রয়ে গেছে। তিনি কেস হিস্ট্রির বাকি অংশটা আবার পড়তে শুরু করলেন।

পরবর্তী ছ সপ্তাহে কিন্তু এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। জেকা কেবল সম্ভোগের জন্য উদগ্রীব হয়েই উঠল না, প্রতিদিনের মিলন পর্বে ও অত্যন্ত নৃশংস হয়ে উঠতে লাগল। ন্যান নিজের ঠোঁট কামড়িয়েও ওকে নিবৃত্ত করতে পারল না। শেষে প্রতিদিনের মিলন পর্বে ও কাঁদতে লাগল। ওর এই কান্নার আবার উলটো ব্যাখ্যা করে বসল জেকা। ভাবল, মেয়েটা বুঝি সম্ভোগ সুখে কাঁদছে। ও তাতে অত্যন্ত খুশি হয়ে ন্যানের ওপর সদয় হয়ে উঠল। ফলে ন্যানের ভাগ্যও খানিকটা খুলে গেল। ন্যানের মাইনে বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিল এবং ওকে একটা নকল সোনার নেকলেস উপহার দিল।

ন্যান বলে, সম্প্রতি জেকা তাকে বলেছিলে, "আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি চাই না আর কেউ তোমাকে ভালোবাসুক। আমাকে লুকিয়ে তুমি অন্য কারুকে ভালোবাসলে আমি তোমাকে খুন করব। ন্যান আমি বহু এশিয়াবাসীকে খুন করেছি। জেনে রাখবে, খুন করা খুব একটা জটিল কাজ নয়। যে কেউ ইচ্ছে করলেই খুন করতে পারে। এ কথা মনে রেখে আমার সঙ্গে সেইমতো ব্যবহার করবে।"

ওর এই হুমকির পর ন্যান বলেছিল, "আমি সেইমতো ব্যবহার করব। আমি তোমার সঙ্গে আছি টনি। তোমার সঙ্গেই থাকব।"

"ভালো মেয়ে", জেকা বলেছিল।

এই পর্যন্ত পড়ে, ফ্রিবার্গ কেস হিস্ট্রি লেখা ফাইলটা টেবিলের ওপর রেখে একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে কেসের বাকি পাতাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। আপন মনে বললেন, "বেচারী"। ফাইল বন্ধ করে রেখে ডক্টর ম্যাক্সের আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁকে চমকে দেবার জন্য ডক্টর ম্যাক্স যে অনেক আগেই এসে চুপ করে বসেছিলেন, সেটা তাঁর খেয়ালই ছিল না। ডক্টর আর্নল্ডকে ফাইলের ওপর থেকে মুখ সরিয়ে নিতে দেখে তিনি বললেন, "কি বুঝলেন ডক্টর ফ্রিবার্গ?"

"মেয়েটির ব্যাধিটিকে সংকুচিত যোনি ছিদ্র জনিত বলা যেতে পারে। এই মেয়েটির ক্ষেত্রে রোগটি একেবারে চূড়ান্ত স্তরে রয়েছে। যৌন মিলনে গিয়ে ও তাই প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে।"

"স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা ঠিক ঐ কথা বলেছেন, আমিও রোগের ঠিক ঐ ব্যাখ্যা করেছি। এখন আপনার কি মনে হয়, ওর এই রোগ আদৌ সারানো সম্ভব?"

"হ্যাঁ, সম্ভব," ফ্রিবার্গ বললেন। তাঁর নিজের গ্রুপের একমাত্র পুরুষ যৌন প্রতিনিধি পল ব্রানডনের কথা মনে পড়ল। সে এখনো একটাও রুগী পায়নি। এবার সে পাবে। ফ্রিবার্গ মাথা নাড়লেন। বললেন, "আমার এক প্রতিনিধির এবং আমার নিজের কাজ বেড়ে গেল। আমার স্থির বিশ্বাস আমরা ওকে সাহায্য করতে পারব। আমরা কখন তাকে দেখতে পাবো?"

"এখনই। মেয়েটি আমার গাড়িতে অপেক্ষা করছে। আমি এখনই ওকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।" ডক্টর ম্যাক্স বললেন।

আজ সকালের আগে চেট হাণ্টার হিলয়েড ক্রনিকলের এডিটর-ইন-চিফ-এর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেল না। সুসির কাছ থেকে কাহিনীটা শোনার পর থেকে, এই কাহিনীটাকে ভিত্তি করে রিপোর্ট তৈরি করার অনুমতি নেবার জন্য ও উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। ফার্গুসন যদিও কোন কাহিনীই সহজে স্বীকার করতে চান না, একটা অতৃপ্তির ভাব নিয়ে কথা বলেন, তবু ওর বিশ্বাস, এই কাহিনীটা উনি পছন্দ করবেন। শেষ পর্যন্ত হাণ্টার অটোকে তাঁর অফিসে পেয়ে গেল।

"কি খবর, কি মনে করে চেট, আমার এখানে? তোমার পুলিশ বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া নতুন কোন কাহিনী আমাদের বিক্রি করতে চাও? নাকি রেভারেণ্ড স্কারাফিল্ডের কোন খবর আছে?"

"আমি আপনাকে এখন কোন গবেষণাপত্র বিক্রি করতে চাই না। এখন আমি আপনাকে একটা গল্প বিক্রি করতে চাই। একটা পরিপূর্ণ গল্প।"

"তুমি আমাদের যে গল্প দিয়ে এসেছ এটা তার থেকে বড় হলে ভালো হয়।"

"এতোদিন আপনাদের যে গল্প দিয়ে এসেছি, এটা তার থেকে অনেক বড়, বেশ বড়, সবচেয়ে বড় গল্প স্যার।"

ফার্গুসন সন্দেহের ভাব বজায় রেখে বললেন, "ঠিক আছে। চালিয়ে যাও।"

হাণ্টার উৎসাহ পেয়ে, তার ভেবে রাখা হেডলাইন ওঁকে শুনিয়ে দিল : "হিলয়েডে যৌন প্রতিনিধিদের কাজকর্ম শুরু হলো।"

"কি বললে?"

"হ্যাঁ স্যার, একদম নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর। সারা দেশ থেকে আগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যৌন প্রতিনিধিরা আমাদের এই শহরে সদ্য খোলা এক সেক্স ক্লিনিকে কাজ করতে এসেছে। আপনি কি জানেন, যৌন প্রতিনিধি কাদের বলে?"

"তোমার যে বয়সে প্যাণ্ট ভিজিয়ে ফেলতে, সে সময় যৌন প্রতিনিধির ব্যাপারে শুনেছিলাম। নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলস, চিকাগোর মতো শহরে এ আশা করা যায়। হিলয়েডের মতো এক পবিত্র নির্মল শহরে এ সব কল্পনাই করা যায় না। তুমি যা বললে তা কি সত্য?"

"আমার খবরে কোন ফাঁকি নেই। আমি প্রমাণ করতে পারি অটো।"

"এ ব্যাপারে যা জানো আমাকে বলো।"

সুসির নাম ও পদমর্যাদার উল্লেখ না করে, হাণ্টার বিস্তারিতভাবে ডাঃ ফ্রিবার্গের ক্লিনিক, ডুর ফ্রিবার্গ, তাঁর ছ জন যৌন প্রতিনিধি, তাদের ওপর ভার দেওয়া কাজ ইত্যাদি সব বিষয়গুলো পর পর বলে গেল। বলল, "এটা একটা লিড নিউজ নয় স্যার, সুপার স্টোরি হতে পারে।"

ফার্গুসন ওর সঙ্গে একমত প্রকাশ করে বললেন, "হ্যাঁ হতে পারে, খুব ভালো নিউজ হতে পারে। কিন্তু কিভাবে তুমি এগোবে?"

"ভেতর থেকে। ডক্টর ফ্রিবার্গের ক্লিনিকের একজন রুগী হয়ে। তাঁর মাইনে করা মহিলা যৌন প্রতিনিধির সঙ্গী হয়ে। কয়েক সপ্তার মধ্যে আপনি সব খবর পেয়ে যাবেন।"

"তবে একটা সমস্যা আছে হাণ্টার! রুগী হিসেবে তুমি সেখানে ভর্তি হতে চাইলেই যে তোমাকে নিয়ে নেওয়া হবে, তা ভাবলে ভুল করবে। প্রাথমিক চিকিৎসায় ওরা যদি তোমাকে সুস্থ বলে ঘোষণা করে, তাহলে কোন সুযোগই পাবে না।"

হাণ্টার মুচকি হাসল, বলল, "ও নিয়ে ভাববেন না অটো। ঐ পরীক্ষায় আমি ঠিক উত্তীর্ণ হয়ে যাবো। তবে আপনাকে খোলাখুলি বলছি। কোন যৌন প্রতিনিধির চিকিৎসায় থাকার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই।"

"তুমি কতো টাকা প্রত্যাশা করো?"

"পাঁচ হাজার ডলার।"

"টাকাটা অনেক বেশি হয়ে গেল না চেট হাণ্টার।"

"মোটেই না। দেশের সব থেকে দামি বেশ্যা এখন হিলস্লেডে! খবরটা কেমন খাবে!"

"যাই হোক, এটা সত্যিই যদি একটা জমাটি স্টোরি হয়, তাহলে টাকাটা কোন ব্যাপার নয়।"

"তাহলে কাজটা শুরু করে দেওয়া হোক।"

কিন্তু ফার্গুসনের দ্বিধা তখনো কাটেনি। তিনি হেলানো চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন, "আর একটা সমস্যা আছে চেট......"

"কি সমস্যা?"

"আমাদের মতো এমন একটা পারিবারিক সংবাদপত্রে ঐরকম একটা নোংরা বিষয়ের খবর...যদি...

যদি আমরা ওটা সংবাদপত্রের সামাজিক দায়িত্বের আবরণে ফেলে প্রকাশ করতে না পারি—মানে একটা রাজনৈতিক ইস্যু, পরিচ্ছন্ন হিলস্লেডকে নোংরামো থেকে মুক্ত রাখার একটা উদ্যোগ বলে খবরটা জনসাধারণের সামনে পেশ করতে না পারি। এ ব্যাপারে তুমি রেভারেণ্ড যশ স্ক্যারফিল্ডের সাহায্য পেতে পারো।"

"অটো, কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্ক্যারফিল্ডের সঙ্গে আমি আপনার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি। তিনি কাহিনীটা জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেবেন।"

"আর একটা কাজ বাকি থেকে গেল। শহর-আইনের বিরোধী বলে এটাকে যাতে প্রমাণিত করা যায়, সে জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কানে কথাটা আগে থাকতে তুলে রাখতে হবে। এ কাজে স্ক্যারফিল্ড তোমাকে সাহায্য করতে পারে। তাহলে আমাদের গল্পটার পেছনে রাজনৈতিক, সামাজিক সমর্থন থাকবে। গল্পটা সামাজিক অপরাধ বিরোধী হবে। মধ্যিখান থেকে আমরা কাগজ বিক্রি করে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করে ফেলব।"

হাণ্টার উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল। ফার্গুসনের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "আমি এখনই কাজ শুরু করে দিচ্ছি। দেখুন কেমন তৎপরতার সঙ্গে আমি কাজ করি।"

পল ব্র্যাণ্ডনের প্রথম সাক্ষাৎকারের দিন আজ। প্রথম থেরাপি সেসন ওর রুগীর সঙ্গে। নতুন ভাড়া নেওয়া তিন কক্ষের অ্যাপার্টমেণ্টে ওর প্রথম দিন হলো, আজকের দিনটা।

ডক্টর ফ্রিবার্গের অফিসে ন্যান হুইটকমের সঙ্গে ওর প্রথম সাক্ষাৎ এবং ফ্রিবার্গের কাছ থেকে শোনা ওর কেস হিস্ট্রির ভিত্তিতে ব্র্যাণ্ডন অনুমান করে, ওকে একটা বেশ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সবার প্রথমে যে ব্যাপারটি নিয়ে ও বেশি চিন্তিত, সেটি হলো মেয়েটি বড্ড মোটা। মোটা মেয়েরা কেবল হতাশই করে। তবে ওর সান্ত্বনা হলো, মেয়েটি দেখতে মোটেই আকর্ষণীয় নয়। মাথায় বাদামী রং-এর ঘন চুল, বাদামী রং-এর চোখ। মোটা হলেও দেখতে কিন্তু বেশ হালকা পাতলাই লাগে। স্ফীত দুটি বক্ষ ও প্রশস্ত পাছা বাদ দিলে, ওকে মোটা বলে কার সাধ্য। মেয়েটার সলজ্জ যৌন ইতিহাস, টনি জেকার সঙ্গে সম্পর্ক এবং তার নারী সমস্যাও পলের কৌতূহলের অন্যতম কারণ। তবে ঐ একটা পুরুষই মেয়েটাকে বার বার

জবরদস্তি উপভোগ করে। তার মধ্যে এতো ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে, যে কোন পুরুষ, বিশেষ করে পলের মতো অপরিচিত পুরুষকে মোটেই মেনে নিতে পারছে না। ব্র্যাণ্ডন ভাবল মেয়েটার মনে তার প্রতি বিশ্বাস জাগাতে প্রচুর কাঠ-খড় পোড়াতে হবে নিশ্চয়ই।

এদিকে ডক্টর ফ্রিবার্গ মেয়েটিকে দারুণ ভরসা দিয়ে গেলেন। উনি বললেন, "আমি ডুর লোপেজের মেডিকেল রিপোর্ট দেখেছি। তোমার শরীরে কোন ত্রুটি নেই। যেটুকু অসুবিধে আছে তা সামান্য কিছুদিন চিকিৎসা করালে ভালো হয়ে যাবে।"

"ডাক্তারবাবু আমি আপনাকে আগেই বলেছি। আমার বিশেষ সময় নেই। আপনার এখানে আমি বেশি যাতায়াত করলে টনি সন্দেহ করবে।"

"তাহলে তুমি বলছ, তোমাকে ইনটেনসিভ ট্রিটমেন্টে রাখতে?"

"দু-তিন সপ্তার মধ্যে সারিয়ে দিলে ভালো হয়।"

"ঠিক আছে, তাই না হয় করা হবে।" ব্র্যাণ্ডনের দিকে ঝুঁকে বললেন, "তুমি কি বলো?"

মেয়েটিকে আশ্বস্ত করার জন্য ব্র্যাণ্ডন বলল, "নিশ্চয়ই।" কিন্তু ওর দুশ্চিন্তা তখনো কাটেনি। ও যতোটা সহজ ভাবল, ব্যাপারটা কি ততোটা সহজ হবে।

"আচ্ছা, তাহলে এই কথা হয়ে রইল। আগামী কাল থেকে তাহলে আমাদের ট্রিটমেন্ট শুরু হোক। কাল রাতে ডিনারের পর পলের বাড়ি চলে এসো—"

ন্যান ওঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, "না সম্ভব নয়।"

ফ্রিবার্গের ভুরু কুচকে উঠল।

"সন্ধ্যেবেলা আমার পক্ষে আসা একেবারে অসম্ভব। টনি আমাকে যেতে দেবে না। তাছাড়া রাত্তিরে ডাক্তার দেখাবার কথা বললে সে কি বিশ্বাস করবে।"

ফ্রিবার্গ ওর অসুবিধা উপলব্ধি করে মাথা নাড়লেন। উনি আর একবার ব্র্যাণ্ডনের দিকে তাকালেন। বললেন, "আগামীকাল বিকেল তিনটেয় তুমি সময় দিতে পারবে ব্র্যাণ্ডন?"

"হ্যাঁ, কোন অসুবিধে নেই।"

পরের দিন বিকেল তিনটে নাগাদ ন্যান হুইটকম ব্র্যাণ্ডনের বাড়িতে এলো। ও দু হাত এগিয়ে দিয়ে ন্যানের কোটটা তুলে নিল। ওর পরনে এখন সাদা ব্লাউজ এবং ধূসর বর্ণের স্কার্ট। ব্র্যাণ্ডন ওকে একটা আসনে বসতে বলে, নিজে কয়েক ফুট দূরের একটা চেয়ারে বসল। নতুন পরিবেশে মেয়েটিকে স্বচ্ছন্দ হবার জন্য ও ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইল। কিন্তু মেয়েটা বিশেষ কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করল না। ব্র্যাণ্ডনকে বিস্মিত করে ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কি করব?"

"হাতে হাত বোলানো ও মুখে হাত বোলানো। প্রথমে ও দুটো আমাদের করতে হবে।" ও এই প্রাথমিক ব্যায়াম দুটো জানাল এবং ওরা কিভাবে পরস্পরের সহায়ক হবে সে কথাও জানাল।

"আমাদের কি শুধু এই করতে হবে?" ও জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, এইটুকুই ন্যান, খুব সহজ ব্যাপার।"

"ঠিক আছে, তাহলে শুরু করে দেওয়া যাক।"

ন্যানের কাছে সরে এসে বসে ব্র্যাণ্ডন ধীরে ধীরে ওর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। হাত বোলানো হয়ে গেলে ওর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে বলল। তারপর মেয়েটার গালে, ঠোঁটে, থুতনিতে টোকা মারতে লাগল। কিছুক্ষণ ধরে এগুলো করা হয়ে গেলে, ও চোখ বুঁজে ন্যানকে ঠিক ওর মতো টোকা মেরে যেতে বলল।

শুরুতে ন্যান বেশ জোরে জোরে টোকা মারলেও, শেষ পর্যন্ত ওর আঘাত ব্র্যাগুনের বেশ ভালোই লাগছিল। ও দু চোখ খুলে ফেলল। বলল, "ভালো, খুব ভালো হয়েছে।"

"আজ আর আমাদের কিছু করণীয় নেই তো?"

"না নেই।"

"আমার মনে হয় এতে ভয়েরও কিছু নেই?"

"না নেই।"

ব্র্যাগুন সময়টা লক্ষ্য করল। একটা দু ঘণ্টার ট্রিটমেণ্টের সেসনের জন্য ওরা মাত্র এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট সময় ব্যয় করেছে। এখনো এক ঘণ্টার তিন ভাগ সময় ওদের হাতে আছে। এই সময়টাকে কিভাবে কাজে লাগান যায়, সেটাই ভাবতে লাগল। আর একবার ও মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবে বলে মনস্থির করল। দেখেছে মেয়েদের সঙ্গে কথা বললেই বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়।

সোফায় হেলান দিয়ে বসে ও বলল, "এখন আমরা দুজনে কিছু কথা বললে কেমন হয়? তুমি কিছু মনে না করলে, আমি তোমার সঙ্গে কটা কথা বলতে চাই।"

"আমি কিছু মনে করব না।" ন্যান বলল।

"তোমার বয় ফ্রেণ্ডকে কিভাবে ম্যানেজ করবে সেটা জানার আমার খুব আগ্রহ।"

"কার কথা তুমি বলছ, টনি?"

"হ্যাঁ, টনি জেকা। কোথায় গিয়েছিলে জানতে চাইলে কি বলবে?"

"বলব, ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে। ডুর ফ্রিবার্গ আমাকে বলে দিয়েছেন, কিভাবে তাকে বোঝাতে হবে।"

"কিভাবে ন্যান?"

"আমি বলব, আমার শরীরে হর্মনের ঘাটতি মেটাবার জন্য আমাকে এক স্ত্রীরোগ চিকিৎসকের ওষুধ খেতে প্রায়ই যেতে হচ্ছে।"

"টনি যদি ঐ স্ত্রীরোগ চিকিৎসকের নাম জানতে চায়?"

"আমি বলব, তাঁর নাম ডক্টর লোপেজ। ডক্টর ফ্রিবার্গের আগে যিনি আমাকে পরীক্ষা করেছেন।"

"টনি ডক্টর লোপেজের রিপোর্ট দেখতে চাইলে?"

ন্যান চতুর হাসি হাসল। সে ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি। ডক্টর ফ্রিবার্গ ডক্টর লোপেজকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

"বাঃ নিখুঁত কাজ" ব্র্যাগুন বলল। মুখে উদ্বেগের চিহ্ন নিয়ে আবার বলল, "তবে আমার মনে একটা সংশয় থেকে যাচ্ছে।"

"কিসের সংশয় পল?"

"ও আজ রাতে তোমাকে উপভোগ করতে চাইতে পারে। তুমি ওর সঙ্গে জুঝতে পারবে?"

"ডক্টর ফ্রিবার্গের নির্দেশ মেনে চললে পারবো। তোমাদের দুজনের সঙ্গে যতোদিন কাজ করবো, ততোদিন কোন যৌন সম্পর্ক নয়। আমি তাকে বলব, আমার চিকিৎসা হয়ে গেলে তারপর আমরা দুজনে একসঙ্গে বিছানায় যাবো।"

"টনি যদি পীড়াপীড়ি করে?"

এই প্রশ্নে ও হাসল। বলল, "তুমি এই নিয়ে আমার সঙ্গে বাজি ধরতে পারো, ও চাইবেই। কিন্তু আমিও আমার সিদ্ধান্তে অনড় থাকব। কিছুতেই আমাকে করতে দেব না।"

"ও যদি তোমার ওপর জোর খাটায়?"

"তার মানে তুমি বলছ, যদি রেপ করতে চায়? চেষ্টা করে দেখুক। তুমি তো আমার অবস্থা জানো। সফল হবে না।"

এইসব কথা বলতে বলতে ব্র্যাগুন দেখল, হাতে এখনো পঁচিশ মিনিট সময় রয়েছে। এই সময়টা কাজে লাগাতে ওর খুব ইচ্ছে হলো। ন্যানের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল, ন্যান ওকেই দেখছে। দুজনের চোখে চোখ পড়ে যেতে ন্যান ওকে জিজ্ঞেস করল, "কি ভাবছ?"

"ভাবছি ন্যান, আমাদের পরবর্তী সেসন সহজ করে নেবার জন্য ব্যায়াম এগিয়ে রাখলে হয় না?"

"কি করতে হবে আমাদের?"

"পিঠে হাত বোলানো। আজকে ওটা শুধু আমরা শুরু করে দেব পরবর্তী যা কাজ তা পরের সেসনে হবে।"

"পিঠে হাত বোলানো? শুধুই পিঠে হাত বোলানো? কিভাবে হবে?"

"আমি আমার শার্টটা খুলে ফেলব, প্যান্ট নয়।"

"তাতে আমি কিছু মনে করব না। সমুদ্র তীরে খালি গায়ে অনেক পুরুষ আমি দেখেছি।"

"আমি চাই, তুমিও তোমার ব্লাউজটা খুলে ফেলবে।"

"ব্লাউজ খুলে ফেলব?" মেয়েটার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ ছড়িয়ে পড়ল। "ব্লাউজের নিচে আমি ব্রেসিয়ার পরে আছি, সেটার কি হবে?"

"তোমার ব্রা নিয়ে ভেবো না" ও হালকা চালে বলল। "ও যেমন আছে থাক। শুধু তোমার ব্লাউজ খুলে ফেল। আমি আমার শার্ট খুলে ফেলব। আমরা উঠে দাঁড়াব। তোমার পেছনে আমি দাঁড়াব। তুমি চোখ বন্ধ করে দাঁড়াবে। তোমার পিঠে আমাকে হাত ঘষতে দেবে।"

"আর কিছু নয়?"

"না, ঠিক ঐ পর্যন্ত।"

ব্র্যাগুন জামা খুলতে লাগল। কাঁপ কাঁপা হাতে ন্যানকে ব্লাউজের চেন টেনে খুলতে দেখল। ব্র্যাগুন খালি গায়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ন্যান ওর সাদা ব্লাউজ খুলতে সত্যিই বেশ দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত খুলে ফেলল। শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

"আমার দিকে পিঠ করে আমার সামনে দাঁড়াও।"

ন্যান ওর সামনে এসে ওর দিকে পিঠ করে দাঁড়াল। ওর কাঁধের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে দেখে বুঝল, ন্যান উত্তেজনায় বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে।

"এর পর আমাকে কি করতে হবে?"

"তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি শুধু তোমার পিঠে হাত ঘষবো, ম্যাসেজ করে দেব।"

"তোমার কি মনে হয়, তাতে আমার কোন উপকার হবে!"

"আর কোন কথা নয়। চোখ বুঁজে শুধু আমার আঙুলের স্পর্শ অনুভব করে যাও।"

মেয়েটার পিঠের ওপর ব্রেসিয়ারের ফিতের ওপর নিচে ব্র্যাগুনের হাতের আঙুল ধীরে ধীরে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। পিঠে হাত দিয়ে ব্র্যাগুন প্রথমে বেশ শক্ত শক্ত অনুভব করছিল, এখন ক্রমশই বেশ শিথিল ও নরম অনুভব করতে লাগল। দেখল, মেয়েটা কেমন আনন্দ প্রকাশ করছে। এক সময় মেয়েটা আনন্দের চোটে বলেই ফেলল, "ভারি সুন্দর, সত্যিই অসাধারণ।"

ও কোন উত্তর দিল না। ওর হাতের আঙুলগুলো শুধু মেয়েটার পিঠের ওপরে, নিচে, পাশে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কুড়ি মিনিট ধরে এভাবে চলার পর ও হাত থামাল।

ওর হাত থেমে যেতে দেখল, মেয়েটা তার হাত পিঠের ওপর নিয়ে এলো। ভাবল, মেয়েটা বুঝি ওর হাত ধরতে চাইছে। কিন্তু না। দেখল, মেয়েটা ওর ব্রেসিয়ারের হুক খুলে দিয়ে বুকের ওপর চেপে বসে থাকা ব্রেসিয়ারের বাঁধন শিথিল করে দিল। তারপর ব্র্যাগুনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকাল।

ন্যান ওর ব্রেসিয়ারের বাঁধন খুলে ফেলল। মোচার মত স্তন ব্র্যাগুনের চোখের সামনে ভাসতে লাগল। স্তনের লাল বোঁটাগুলো খাড়া হয়ে রয়েছে। ওগুলো বেশ শক্ত।

"তুমি যাতে আমাকে জানতে পারো, সে জন্যই আমি এটা করলাম। আমি সতীপনার ভান করা মেয়েছেলে নই। কাউকে সঙ্গী করে কখনো যৌন উত্তেজনা উপভোগ করিনি। আমার মনে হয়, আমি এবার সঠিক হাতে পড়েছি, ঠিক ভালো হয়ে যাবো।"

"ধন্যবাদ ন্যান।"

ন্যান নিজের স্তনের দিকে তাকাল। স্তন দুটো একটু নাড়াল। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার বয়সী কোন মেয়ের পক্ষে নেহাত খারাপ নয়।"

"তোমার স্তন দুটি ভারি সুন্দর ন্যান!"

ন্যান ব্রেসিয়ার দিয়ে স্তন দুটো আবার ঢাকা দিতে লাগল। নিজের হাতে ব্রেসিয়ারের হুক লাগিয়ে জামাটা নেবার জন্য সোফার গায়ে হাত বাড়াল। "ভবিষ্যতেও এমন শান্তশিষ্ট হলে তোমার কাছে আমার সব প্রকাশ করতে বাধবে না", ন্যান বলল।

এদিকে সেদিন সন্ধ্যেবেলা গেইলি মিলারের সঙ্গে ফুটবাথ ব্যায়াম শেষ করে সবে অ্যাডাম ডেমস্কির শোবার ঘরের শোফায় বসেছে। ডেমস্কির পরনে শার্ট ও প্যান্ট। তবে প্যান্টটা হাঁটুর নিচে পর্যন্ত গুটিয়ে নামানো। এবং ওর পায়ের নিচে গরম জলের পাত্র।

গেইলির হাত তখনো জলে ডোবানো। ডেমস্কির পা ঘষা ও টেপার কাজ সবে শেষ করে গেইলি ডেমস্কিকে জলের ওপর থেকে পা সরিয়ে বসতে বলল।

"কেমন লাগল অ্যাডাম?" একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে ওর পা মুছিয়ে দিয়ে দিতে গেইলি জানতে চাইল।

"অত্যন্ত ভালো", ও বলল। ব্যায়ামের সময় ও যতোটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, এখন সে তুলনায় অনেক শান্ত।

"এ এক অত্যন্ত আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হতে পারে।" গেইলি বলল, "তোমার শরীরের এক অবহেলিত, অথচ সচেতন অংশ সম্পর্কে এক ভালো অনুভূতি এনে দিতে পারে। নিজেকে এটা অনেক সাহায্য করে। দুর্ভাগ্যবশত আমার অধিকাংশ রুগী এ নিয়ে মোটেই ভাবে না।"

"কেন?"

গেইলি ওর পা মুছিয়ে দেবার কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখল। বলল "কারণ তারা তাদের পা সম্পর্কে মোটেই আগ্রহী নয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি তোমাকে বলছি শোন, "প্রতিটি রুগীই তার পুরুষাঙ্গ সম্পর্কেই কেবল সচেতন।" ডেমস্কি আপন মনে বলল, "আমারও পা নয়, পুরুষাঙ্গতেই গলদ। তাছাড়া আমার পা দুটোও আকর্ষণীয় নয়। ওগুলো বরং দেখতে কুৎসিত। শুধু শুধু এগুলোর পেছনে সময় নষ্ট করা কেন? গেইলি ওর দিকে গলা তুলে বলল, "তুমি কি ওদের মতো ভাবো অ্যাডাম?"

"হ্যাঁ...আমিও অনেকটা সেই রকমই ভাবছিলাম, এভাবে সময় নষ্ট না করলে, কি আর এমন ক্ষতি হয়ে যায়।"

"এটা সময় নষ্ট করা নয় অ্যাডাম। মানুষের পা অত্যন্ত বিস্ময়কররকম ভাবে কামোত্তেজক। তাছাড়া ওখানে হাত বোলালে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমি বলতে চাইছি, আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হবার আগে নিজেদের একটু জানার সুযোগ এনে দেয় এই ব্যায়াম।"

"ও এই ব্যাপার! এরপর আমাদের কি করণীয়? তুমি যা করলে এবার আমিও তোমার সঙ্গে তাই করব?"

"না, তুমি এখন আমার সঙ্গে এসো।"

"কোথায়?"

গেইলি ওর হাত ধরল। "চলোই না, পাশের ঘরে। ও ঘরে একটা বিশেষ আয়না আছে। আমি ওটা তোমাকে দেখাবো। আমার পেছন পেছন এসো।"

"আমাদের দেহ প্রদর্শন পর্ব কখন শুরু হবে?"

"দেখ, নগ্নতা একটা খুব সাধারণ অভিজ্ঞতা। কোন না কোন সময় সবাই নগ্ন হয়। ছোটবেলায় তুমি ল্যাংটো হয়েই থাকতে। দেশের বহু ছেলে মেয়ে উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটে। তুমি কখনো ল্যাংটো হয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"ডাক্তার দেখাবার সময় ডাক্তারের নির্দেশে অনেকবার নিশ্চয়ই প্যান্টের বোতাম খুলে নামিয়েছ? তাও মহিলা নার্সের উপস্থিতিতে?"

"হ্যাঁ করেছি, তবে সে অন্য কথা।"

ওর মন্তব্য কানে না নিয়ে গেইলি বলল, "আমার মনে হয়, পরেও বহুবার তুমি তোমার মেয়ে বন্ধুদের সামনে জামা প্যান্ট খুলেছ। আমার মনে হয়, তুমি সব জামা কাপড়ই খুলে ফেলেছ!"

"হ্যাঁ খুলেছি। তবে ওভাবে খুলতে আমার ভালো লাগে না।"

ওরা দুজনে গেইলির থেরাপি রুমের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। গেইলি দরজা খুলে ওকে ভেতরে নিয়ে গেল। মাথার ওপরে ফ্লুওরোসেণ্ট আলো আগে থাকতেই জ্বলছে। ও একটা ফার্নিচারের হাতল ধরে খুলে ফেলল। "যেখানে মন চায় বসে পড়ো", অ্যাডামকে বলল। গেইলির পরণে এখন অত্যন্ত সাদামাটা পোশাক। যৌন উত্তেজনা ঘটতে পারে এমন কোন পোশাকই ও পরে নি। ও অ্যাডামের সামনে এসে বলল, "এবার তাহলে তোমাকে বুঝিয়ে বলি অ্যাডাম, দেহ প্রদর্শন ব্যাপারটা কি?"

গেইলি বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলে ডেমস্কি বলল, "আয়নার সামনে দাঁড়ানো?"

"হ্যাঁ, কোন পোশাক না পরে। একদম উলঙ্গ অবস্থায়। তোমার শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আমার ঐ সব অংশের তুলনা করে তোমার অনুভূতি জানতে হবে।"

"কিন্তু আমি ওভাবে কখনো চেষ্টা করে দেখিনি।"

"তুমি জেনে যাবে," গেইলি ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল। "সাধারণত নারী ও পুরুষরা যেভাবে দেহ প্রদর্শন করে, এটা সে ধরনের হবে না। মেয়েরা তাদের সম্পর্কে বেশি কথা বলতেই ভালোবাসে। সাজগোজ প্রসাধনী নিয়েই তাদের বেশি চিন্তা, অন্য লোকের চোখে তারা দেখতে কেমন, সেটাও তাদের এক চিন্তা। ছেলেরা সাধারণত সরাসরি তাদের পুরুষাঙ্গ নিয়েই কথা বলতে বেশি ভালোবাসে। ওরা সরাসরি ঐ প্রসঙ্গেই চলে যায়। কারণ, ঐ পুরুষাঙ্গই ওদের আলোচনার একমাত্র বিষয়। শরীরে অন্য বিষয় নিয়ে পুরুষেরা আলোচনা খুব কম করে।"

গেইলি অ্যাডামের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি হাসল এবং মিষ্টি সুরে বলল, "উঠে দাঁড়াও অ্যাডাম, এসো আমরা দুজনে এবার আমাদের পোশাক খুলে ফেলি।"

"একই সঙ্গে?"

"তাতে কি হয়েছে? শুধু তো পোশাক খুলে ফেলব। আমরা জামা কাপড় খুলে ফেলছি বলে, অ্যাডাম তুমি একথা ভেবো না, যে আমরা এখনই বিছানায় উঠে রমণে মত্ত হবো। এখন জামা-কাপড় খুলে ফেলার উদ্দেশ্য হলো, তোমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে তোমার প্রতিক্রিয়া আমাকে জানানো। এটা জানালে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরো সহজ হবে। বুঝতে পারলে?"

"আচ্ছা।"

গেইলি স্বচ্ছন্দে ওর শরীরের ওপরের অংশের পোশাক খুলে ফেলল। তারপর ব্রেসিয়ারের বাঁধন খুলে ওটা চেয়ারের ওপর ফেলে দিল। স্কার্টের চেন টেনে নামিয়ে দিল। ওটা কার্পেটের ওপরই পড়ে রইল। পায়ের জুতো খুলে আয়নার সামনে এসে দেখল, ও এখন সত্যিই সম্পূর্ণ নগ্ন, শুধু কোমরের নিচের প্যান্টিটা ছাড়া। শেষ পর্যন্ত ও, ওটাও খুলে ফেলল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ও দেখতে পেল ডেমস্কি শেষ পর্যন্ত পোশাক খুলছে। ও শার্ট খুলল, তারপর প্যান্ট খুলে ফেলল। আণ্ডার প্যান্টটা খুলতেই যা একটু সময় নিচ্ছিল।

ডেমস্কি হাত দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করলেও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেইলি ওর পুরুষাঙ্গটা দেখে ফেলল। দেখে গেইলি অনুমান করল, এতো আলোর মধ্যে ও কখনো হয়তো কোন মেয়ের সামনে উলঙ্গ হয়নি। যাক ওকে উলঙ্গ দেখলে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। ও বলল, "আচ্ছা ডেমস্কি এবার তাহলে আমাদের ব্যায়াম শুরু করা যাক।" বলে, ও আয়নার সামনে আড়াআড়ি হয়ে দাঁড়াল।

মাথার ওপর এক গোছা বব ছাঁট চুল আঙুলে করে তুলে ধরে, একের পর এক বাক্য সাজিয়ে নিজের চুলের প্রশংসা করে গেল। তারপর ওর কড়ে আঙুলটা নাকের ওপর গিয়ে থেমে গেল। "এই আমার নাক, খারাপ নয়, তবে বিশেষ ভালোও নয়। আমার নাকটা আর একটু ছোট হলে বেশ ভালো হতো।"

ওর কড়ে আঙুল মুখের ওপর এলো। "প্রেমের উপন্যাসে এগুলোকে বলা হয় মহান ঠোঁট। আমার ঠোঁটগুলো সত্যিই সেরকম। পুরুষরা এমন ঠোঁট পছন্দ করে। এমন নরম ঠোঁটে চুমু খেয়ে তারা তৃপ্তি পায়। তাই আমার এই ঠোঁটের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই অ্যাডাম।"

"আমি বিশ্বাস করি গেইলি।"

স্তনের নিচে হাত দুটো রাখল। "এ দুটো কেমন, তোমার কেমন লাগে ডেমস্কি?"

"ওদুটো ভারি সুন্দর গেইলি" ধরা গলায় ডেমস্কি বলল।

গেইলি আয়নায় ওর স্তনের দিকে তাকাল। "আমি জানি না, আমি সত্যিই জানি না ওদুটো কেমন। আমার কেবল মনে পড়ে, আমার সেই যৌবনের শুরুর দিনগুলোর কথা, তখন আমার সত্যি কথা বলতে কি স্তন বলতে কিছুই ছিল না। আমি ভেবেছিলাম, আমার বুঝি কোনদিন স্তন উঠবে না, আমি ছেলেদের মতো হয়ে থাকবো। ছেলেরা আমাকে দেখবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আস্তে আস্তে ঠিক স্তন উঠল। আমি যে একটি মেয়ে, সে নিয়ে আর প্রশ্নের অবকাশ রইল না। তবে আমি নিশ্চিন্ত করে জানি না, তরুণ যুবকরা আরো উন্নত স্তন প্রত্যাশা করে কি না, আমি দেখেছি, মেয়েদের ফ্যাশন ম্যাগাজিনের আমার থেকেও ছোট স্তনের মডেল গার্লদের দেখতে ভালো লাগে। তবে পুরুষরা ঐরকম সাইজের স্তনে আগ্রহী নয়। পুরুষদের পত্রিকায় দেখা ছত্রিশ আটত্রিশ-সাইজের স্তনই ওদের বেশি পছন্দ। আমার স্তনদুটো সে রকম নয়, আমি তাই সুখী নই।"

"তোমার স্তন দুটো সত্যিই সুন্দর, গেইলি, আমার পক্ষে একেবারে আদর্শ সাইজ," ডেমস্কি বলল।

ওর চওড়া, দৃঢ় পেটের ওপর হাত বোলাতে লাগল।

"শরীরের এই অংশ নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার ওজনও ঠিক আছে। আমার ডায়েট করারও দরকার হয় না।"

ধীরে ধীরে ওর হাত নিম্নাঙ্গের ঘন কালো কেশের ওপর নেমে এলো। আমার নিম্নাঙ্গের কেশ সম্বন্ধেও আমার কোন অভিযোগ নেই। এক একটি নারী আছে যাদের নিম্নাঙ্গের কেশ যেন একটা ইস্পাতের ছাঁট। আমার কিন্তু সেরকম নয়। পাখির পালকের মতো নরম। তুমি আমার ওপর শুলে উপলব্ধি করতে পারবে।"

গেইলি আয়নার দিকে তাকিয়ে অনুভব করল, তার ভাষণে ডেমস্কি একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মুখ দিয়ে ওর কথা সরছে না।

তারপর গেইলি একে একে ওর নিতম্ব, উরু, কনুই, হাত, গোড়ালি ছুঁয়ে যেতে লাগল, অ্যাডামকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কিছু মন্তব্য করতে চাও?"

"হ্যাঁ...আমি..." ওর গলার স্বর আবদ্ধ হয়ে এলো।

"আচ্ছা যাক, এবার তোমার পালা, আমার মত করে তুমিও তোমার শরীর প্রদর্শন করো।"

গেইলির প্রস্তাবে ডেমস্কি ইতস্তত করতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে চেয়ার ছেড়ে আয়নার সামনে উঠে এসে দাঁড়াতে হলো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গেইলির মতো এক এক করে তার প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে ব্যাখ্যা করার ধৈর্য ডেমস্কির নেই। গেইলি সেটা লক্ষ্য করল। ও সরাসরি ওর সমস্যা স্থলের বর্ণনায় চলে গেল। অভিজ্ঞতা থেকে গেইলি জেনেছে, অধিকাংশ পুরুষই এই রকম।

অতৃপ্তির চোখে আয়নার দিকে তাকিয়ে ও নিজের পুরুষাঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, "এই আমার যৌন অঙ্গ, কোন কাজের নয়। এটা বড্ড ছোট।"

গেইলি উঠে দাঁড়াল। "আমার কিন্তু বেশি ছোট বলে মনে হয় না। বেশি ছোট বলে কিছু নেই। আমাকে বলো অ্যাডাম, ওটা নিয়ে তুমি অতো ভাবো কেন?"

"ঐ যে আমি বললাম না, ওটা বড্ড ছোট। অধিকাংশ সময় এটা শরীরের মধ্যে হারিয়ে থাকে। মেয়েদের দেখাতে আমার ভয় করে। মেয়েরা দেখলে হয় হাসবে, নয় মন্তব্য করবে। তুমি তো জানো, ওটা আয়তনে সাধারণত আমারটার থেকে দ্বিগুণ হয়।"

"আমি জানি। তবে সেগুলো বিশেষ ক্ষেত্র। দুটি নারী তোমার সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে, কিন্তু একশো নারী তোমার ঐ অঙ্গ দেখলে, তাদের মধ্যে কম করে আঠানব্বই জন অন্তত তাদের মনে তোমার বিরুদ্ধে কোন ধারণা পোষণ করবে না। তোমার সঙ্গে প্রেম করতে এগিয়ে আসবে।"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না।"

অ্যাডামের ভ্রান্ত ধারণা ধুয়ে মুছে ফেলার তীব্র ইচ্ছেতে ও বলল, "অ্যাডাম তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, আমি যুবতী। নানা ধরনের পুরুষের সঙ্গে মেশার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমরা দুজনে একসঙ্গে পোশাক খুলে ফেলে দুজনকে ভালোবাসতে এগিয়ে এলে তোমার পুরুষাঙ্গ এক ইঞ্চি কি দুই ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি লম্বা সে নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাবো না। তাছাড়া উত্তেজনার সময় ওটা দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়ে ওঠে। হস্তমৈথুন করার সময় তুমি নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ্য করেছ। ওটার সাইজ কোন ব্যাপারই নয়!"

"কি বল তুমি?"

"হ্যাঁ ঠিকই বলছি। এতোদিন তুমি ভুল পথে চালিত হয়েছিলে। তুমি যখন ছোট ছিলে, গ্রামার স্কুলে, জুনিয়র হাই, হাইস্কুলে এমনকি কলেজে পড়ার সময় অন্য বন্ধুদের সামনে নগ্ন হয়ে তার সঙ্গে তুমি তোমার শরীরের তুলনা করতে। দেখতে তাদের লোমশ বিশাল বিশাল পুরুষাঙ্গের তুলনায় তোমার পুরুষাঙ্গ অত্যন্ত ছোট। তারপর তুমি যখন কোন পর্নো ছবি দেখেছ বা ছেলেদের যৌন পত্রিকা পড়েছ, তখনও যেসব পুরুষের ছবি দেখেছ, তাদেরও ঐ দীর্ঘ পুরুষাঙ্গ, উলঙ্গ মেয়েদের স্তন যেমন ছবিতে দেখছো বিশাল বিশাল হয়। অধিকাংশ মানুষ বোকা বলেই ভাবে, পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হলেই বুঝি তাতে কাম তৃপ্তি বেশি পাওয়া। যায়"

"তুমি কি বলতে চাইছ, ছোট পুরুষাঙ্গের থেকে বড় পুরুষাঙ্গে বেশি আনন্দ পাওয়া যায় না?"

"দেখ অ্যাডাম, নারীর যোনি যেকোন সাইজের পুরুষাঙ্গকে স্থান দেবার মতো করে তৈরি করা। তুমি তোমার হাতের একটা ছোট আঙুল আমার যোনির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পার। তাহলে হবে কি, যোনি পথ দুপাশ থেকে ঐ আঙুল চেপে ধরবে। এমনকি যোনির ভেতর থেকে রস নিসৃত হয়ে যোনি মধ্যে আঙুল সচল রেখে আমাকে তৃপ্তি দেবে। একই ভাবে যোনির মধ্যে চার-পাঁচটা আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যোনি সব ধরনের সাইজ গ্রহণ করতে পারে। যোনি দিয়ে নয় পাউণ্ডের একটা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার ব্যবস্থা প্রাকৃতিকভাবে করা আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি তোমাকে বলছি, পুরুষাঙ্গের সাইজ যাই হোক না কেন, যোনি সবেতেই তৃপ্তি অনুভব করে।"

ডেমস্কি আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে রইল। "তার মানে তুমি বলছ, উত্তেজিত অবস্থায় আমার পুরুষাঙ্গ যেকোন নারীকে আনন্দ দিতে পারে?"

ও হাসল, "আমরা তা প্রমাণ করব।"

গেইলি লক্ষ্য করল, ডেমস্কি প্রসঙ্গ পাল্টাবার চেষ্টা করছে না। ও ঐ পুরুষাঙ্গ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইছে, দশ মিনিট হয়ে গেল ওরা পুরুষাঙ্গ, তার অক্ষমতা ও যৌন আনন্দের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করল।

এ সম্পর্কে মেয়েদের পত্রিকায় পড়া কাহিনীর প্রসঙ্গ আবার টেনে আনল গেইলি। "ঐসব পত্রিকায় যৌন গল্পগুলো পড়তে বেশ রোমাঞ্চ লাগে ঠিকই, তবে ঐগুলো যে যৌন শিক্ষা দেয়, তা অত্যন্ত ভয়াবহ। ঐসব গল্পের নায়কদের পুরুষাঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে কেবল লম্বাই নয়, নারীর দেহের অভ্যন্তরে তারা ঐপুরুষাঙ্গ নাকি সারা রাত ঢুকিয়ে রাখে। কোন অজ্ঞ যুবক এই কাহিনী পড়ে সেটাকে অভ্রান্ত বলে ধরে নেয়, তারপর নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করে দেখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত দুশ্চিন্তার শিকার হয়। আমার মনে হয় তুমিও এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়েছো।"

"তুমি যা বলছ, তা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।"

এই আলোচনার পর কিছুটা সন্তুষ্ট হয়ে ডেমস্কি পুরোদেহ আয়নার সামনে এসে ওর পা, পাছা, উরু নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। আলোচনা শেষ হয়ে গেলে ও আবার পুরুষাঙ্গের আলোচনায় ফিরে গেল।

গেইলি সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। ডেমস্কির দিকে এগিয়ে গেল। ডেমস্কি ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে ধরার চেষ্টা করলে দূরত্ব বজায় রাখল।

"তুমি কি এখন পোশাক পরে ফেলতে চাও?" গেইলি মধুর সুরে জানতে চাইল।

"না তেমন আগ্রহ নেই" বলে ও হাসল। অকৃত্রিম হাসি, এই প্রথম ও প্রাণ খুলে হাসল। গেইলি সেটা লক্ষ্য করল।

ডেমস্কি চলে গেলে গেইলি পোশাক পরে নিল। ঘর থেকে বেরিয়ে হোণ্ডায় চেপে ক্লিনিকে ফিরে এলো। ক্লিনিকের একতলার ও দোতলার আলো তখনো জ্বলছে দেখে এবং দরজা খোলা দেখে, বিস্মিত হলো। রিসেপশন চেয়ারে তখনো কেউ বসে না থাকলেও গেইলি অনুমান করল, ক্লিনিকে ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং সুসি দুজনেই আছে। অবশ্য তাঁদের চেয়ে বিকেলের প্রোগ্রাম নিয়েই ও এখন বেশি চিন্তিত। ও সোজা রেকর্ড রুমে ঢুকে পড়ল। গা থেকে জ্যাকেট খুলে মেশিনের সামনে বসে অ্যাডাম ডেমস্কির সঙ্গে ওর দ্বিতীয় সেসন টেপ করতে লাগল।

টানা কুড়ি মিনিট ধরে ও রেকর্ড করে গেল। সবে রেকর্ডিং শেষ হয়েছে এমন সময় পেছন থেকে সাউণ্ড প্রুফ ঘরের দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

ওর সাক্ষাৎ প্রার্থী সুসি এডওয়ার্ড। "তুমি এখন ব্যস্ত থাকলে..." ওর কণ্ঠে ক্ষমার সুর।

"না হয়ে গেছে," গেইলি বলল।

"ও! তাহলে শোন, তোমার হাত খালি থাকলে একবার ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে দেখা করো, তোমার সঙ্গে তাঁর কিছু জরুরি কথা আছে।"

"এক মিনিট সুসি, আমি এখনই যাচ্ছি। টেপটা একবার চেক করে লেবেল মেরে দিয়েই যাচ্ছি। তুমি এটা সকালে টাইপ করে নিতে পারো।"

সুসির হাতে টেপ ক্যাসেটটা তুলে দিয়ে গেইলি ওপরে ডক্টর ফ্রিবার্গের চেম্বারের চলে গেল।

ফ্রিবার্গ তাঁরচেম্বারে তখন গেইলির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। গেইলি তাঁর চেম্বারের মধ্যে পা রাখতে ওকে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

"যে জন্য তোমার অপেক্ষায় বসে রয়েছি তা হলো," ফ্রিবার্গ বলতে শুরু করলেন, "এখনই তোমাকে হয়তো আর একটা রুগীর দায়িত্ব নিতে হতে পারে। আমি জানি মিস্টার ডেমস্কিকে নিয়ে তুমি খুব ব্যস্ত। কিন্তু ভেবে দেখ, পাশাপাশি আর একটা রুগীর দায়িত্ব তোমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব কি না। দায়িত্বটা আমি আমাদের নতুন কোন প্রতিনিধির হাতে তুলে দিতে পারতাম, কিন্তু কেসটা হলো মিলনপূর্ব রেতস্খলন। আরিজোনায় থাকাকালে তুমি এই ধরনের কয়েকটি কেসে অত্যন্ত সাফল্য দেখিয়েছ, যদি এটা তোমার ওপর খুব বিরাট দায়িত্ব না হয়, তাহলে..."

গেইলি মনস্থির করে ফেলে। এই ধরনের কেসের দায়িত্ব নিয়ে আগে সফল হওয়ার জন্য ও গর্ব অনুভব করতে লাগল। এই কেসের দায়িত্ব পেয়ে ও যে বাড়তি অর্থ পাবে তাই দিয়ে ইউ সি এল এ-এর সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে পরবর্তী লেখাপড়া চালিযে যেতে পারবে।

"না, এটা খুব বেশি কাজের চাপ হবে না।" ও চটপট উত্তর দিল, কবে থেকে শুরু করতে বলেন?"

"সম্ভব হলে আগামীকাল থেকে। অল্প সময়ের মধ্যে কাজটা সারতে হবে। রুগীর সময় বেশি নেই।"

"আগামীকাল বিকেলে আমি ফাঁকা আছি।"

"ভালো। কাল সকালে আমাদের প্রাথমিক সাক্ষাৎ হয়ে যাবে।"

"আমি এখানে থাকবো, এখন আর কিছু বলবেন?"

ফ্রিবার্গ একগোছা ...গজ নিয়ো ডেস্কের ওপর থেকে গেইলির হাতে তুলে দিলেন। "এই হলো কেস হিস্ট্রি, তুমি এটা আ... ...তে পড়ে নিতে পারো।" ও কাগজগুলো ভাঁজ করে

ব্যাগের ভেতর রাখতে থাকলে, ফ্রিবার্গ আবার বললেন, "ও তরুণ লেখক, এক ম্যাগাজিনের ফ্রিলান্স লেখক, নাম চেট হাণ্টার।"

"আমি এ নামে কারুকে চিনি না।"

"প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য ও এখনো লড়াই করে যাচ্ছে। ওর ওই শারীরিক অসুবিধা ওর কাজে একটা বিরাট বাধা।"

"আমার মনে হয় আমি ওকে সাহায্য করতে পারবে। ও কি ভালো লেখক?"

ফ্রিবার্গ যেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চাইলেন, কে জানে। বললেন, "তাহলে ঐ কথা রইল, আগামীকাল সকাল নটায় চেট হাণ্টার ও আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

ফ্রিবার্গের ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে গেইলি মিলারের কফি খাবার ইচ্ছে হলো। রেস্তোরাঁর ভেতরটা প্রায় ফাঁকাই ছিল। কাউণ্টারের কাছে একটা সিটে বসতে গিয়ে দেখল, ভেতরের একটা বুথ থেকে কে ওকে হাত নাড়িয়ে ইশারায় ডাকছে। ও সেদিকে ভালো করে তাকাতে বুঝতে পারল লোকটা পল ব্র্যাগুন। লোকটাকে প্রথম দেখার সময় যেমন আকর্ষণীয় লেগেছিল এখনও ঠিক সেই রকম আকর্ষণীয়, সপ্রতিভ লাগল, ও ব্র্যাগুনের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিল।

কফির অর্ডার দিয়ে ব্র্যাগুনের পাশের সিটে বসল।

"কেমন আছো গেইলি" ও বলল।

"খুব ভালো নয়, ব্যস্ত। ও, শুনলাম তুমিও নাকি খুব ব্যস্ত এখন! ফ্রিবার্গ তোমাকে একটা রুগী দিয়েছেন, কথাটা কি সত্যি?"

"হ্যাঁ, এক স্থানীয় মেয়ে, খুব আকর্ষণীয়।"

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল, গেইলি কফির কাপে চিনি ঢেলে গুলোতে লাগল।

চোখ না তুলে গেইলি বলল, "আকর্ষনীয়? তাহলে তো তুমি খুব ভাগ্যবান।" বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, "সে কি সুন্দরী?"

"না, মিস আমেরিকা হবার মতো নয়। তবে সাধারণ ভাবে নজর কাড়ার মতো রূপ। মেয়েটা একটু লাজুক, তাতে ওর রূপ বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।"

"আচ্ছা! ওর লজ্জা কাটাতে তুমি ওকে সাহায্য করেছ?"

"খুব বেশি নয়, সামান্য। নিজের কেস নিয়ে বেশি আলোচনা করতে ও আগ্রহী নয়। তোমার খবর কি গেইলি? তোমার কাজ কেমন চলছে। তুমি তো একটা কেস পেয়েছ শুনলাম।"

"একটা নয়, আসলে দুটো," গেইলি কফিতে চুমুক দিল।

"দুটো? তাতে কাজের চাপ বেশি হয়ে গেল না?"

"না, আদৌ নয়। ও আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব। প্রথমটা তো জানোই ধ্বজভঙ্গ এবং দ্বিতীয়টা মিলন-পূর্ব রেতঃস্খলনের রোগ।"

"দুটো ভিন্ন রুগীকে একসঙ্গে নিয়ে?"

ও আবার হাসল। "একসঙ্গে নয়। আগে পরে নিয়ে কাজ করতে হয়। এতে কাজের চাপ বেশি হচ্ছে, তবে আমি এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি।"

ব্র্যাগুন মাথা ঝাঁকাল। বলল, "অসম্ভব, আমি ভাবতেই পারছি না।"

ও বলল, "তুমি পুরুষ, পুরুষের ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব হতে পারে। এক নারীকে তৃপ্ত করেই সে কাহিল। কিন্তু একটা মেয়ের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, আমার মতো মেয়ের ক্ষেত্রে এটা কোন সমস্যা নয়।"

ব্র্যাণ্ডন ক্রমশ সংযোগ শূন্য হয়ে পড়ছে দেখে গেইলির কেমন সন্দেহ হলো। দু দুটো কেস পাওয়ায় ছেলেটা ওর ওপর ঈর্ষা করছে না তো। ও তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে স্কলারশিপের জন্য ওর ইউসি এল এ-তে দরখাস্ত করার কথা বলল। তারপর জানতে চাইল, সায়েন্স টিচার হিসেবে ওর কাজ কেমন চলছে!

"মোটামুটি ভালোই চলছে," ব্র্যাণ্ডন বলল।

"তবে তোমার আর্থিক জীবনে ভরাডুবি ঘটতে পারে, এখন যদি স্কুলগুলোতে যৌন শিক্ষার ক্লাস বন্ধ করে দেওয়া হয়?"

"কেন, বন্ধ করে দেওয়া হবে কেন?"

"হিলশ্রেডে সম্প্রতি এক সংস্কারবাদী, স্কুলগুলিতে যৌন শিক্ষার বিরুদ্ধে টিভি-তে ব্যাপক প্রচার শুরু করেছেন। তার দাবি গ্রাহ্য হলে তোমার চাকরি যাবে। ওর যুক্তি হলো, যৌন শিক্ষা বাড়িতে মা বাবাকে দিতে হবে।"

"আমি ওঁর কয়েকটা প্রোগ্রাম শুনেছি। ওতে চাকরি খোয়াবার কোন ভয় নেই।"

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে হাতের কাগজগুলো ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে গেইলি উঠে দাঁড়াল। বলল, "তুমিও কি এখন উঠবে?"

"তুমি গাড়ি নিয়ে এসেছ?"

"কেন লিফট দরকার?"

"তোমার যদি অসুবিধে না হয়," ব্র্যাণ্ডন বলল। "কালই আমি আমার গাড়ি পেয়ে যাবো।"

"আজ রাতে তুমি আমার অতিথি হও।"

ক্যাশে পয়সা দিয়ে ওরা রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে এলো। গেইলির হণ্ডায় ওরা দুজনে পাশাপাশি বসল।

পার্কিং এলাকা থেকে গাড়ি বার করে নিলে ব্র্যাণ্ডন বলল, "ডান দিকে চলো।"

একটা পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং দেখিয়ে বলল, "এখানেই আমার নতুন অ্যাপার্টমেন্ট।"

অ্যাপার্টমেন্টের প্রধান ফটকের সামনে গেইলি গাড়ি দাঁড় করাল।

ব্র্যাণ্ডন বলল, "ওপরে চলো আমার অ্যাপার্টমেন্টটা দেখে আসবে!"

গেইলি স্টিয়ারিং-এর সামনে মাথা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে বসে রইল। বলল, "তোমার ঘরে আমাকে যেতে বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কি জন্য?" গেইলি জিজ্ঞেস করল।

"কি জন্য তা আমি জানি না," ব্র্যাণ্ডন বলল, "আমরা........"

"আমি জানি পল," গেইলি বলল, "তুমি আমাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে তুলতে চাও।"

"দেখ গেইলি, আমি ঠিক ঐরকম ভেবে কথাটা বলিনি। তবে তুমি যা বললে, সেটা মন্দ হতো না।"

"পল, আমি বাস্তব কথাই বলেছি," গেইলি বলল, "তোমার অ্যাপার্টমেন্টে গেলে আমার নিজেরও তোমার সঙ্গে বিছানায় শুতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু আমি এখন সেটা চাই না। দুটো কারণে। প্রথমত, আমি চাই না, আমাকে কেউ অতি সহজলভ্য ভাবুক। দ্বিতীয়ত, আমি নিজে একই সপ্তাহে তিন তিনটে পুরুষকে সঙ্গী করে বাহাদুরি দেখাতে চাই না। আমি এখন চললাম। পরে আবার দেখা হবে, তোমার যোগাযোগ করার দরকার নেই, আমিই যোগাযোগ করব।" কথা বলতে বলতে ও ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল। ওর গাড়ি ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। "আবার দেখা হবে।"

ব্র্যাণ্ডন হাত তুলে বিদায় জানাল। গেইলির গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। উত্তেজনায় বুকের মধ্যে কম্পন অনুভব করতে লাগল।

নতুন রুগী চেট হাণ্টার এবং তার জন্য নির্ধারিত যৌন প্রতিনিধি গেইলি মিলারের সঙ্গে মিটিং করার সময়, ডক্টর ফ্রিবার্গ এক অপ্রত্যাশিত টেলিফোন পেলেন। সকাল ঠিক নটা কুড়ি মিনিটে তাঁর ফোনের রিসিভার ঝন ঝন করে বেজে উঠল। রিসিভার তুলতে অপর প্রান্ত থেকে তাঁর সেক্রেটারি সুসি এডওয়ার্ড-এর গলার স্বর শুনতে পেলেন, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত ডক্টর। হিলস্লেডের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইস আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চান।"

কাজে ব্যাঘাত ঘটার জন্য বিরক্ত ডক্টর ফ্রিবার্গ বললেন, "কিন্তু ডক্টর লুইস-এর সঙ্গে আমার কোন আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বলে তো মনে পড়ছে না। ওনার পক্ষে একটু অপেক্ষা করা কি সম্ভব নয়?"

"আমার মনে হয় সম্ভব নয় ড্র। উনি বলছেন, আপনার সঙ্গে তাঁর খুব জরুরি কথা আছে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, ওঁকে তাহলে লাইন দাও," ফোন থেকে মুখ সরিয়ে গেইলি ও চেটের কাছে ক্ষমা চাইলেন, দেরি হওয়ার জন্য। ওরা দুজনেই সম্মতি জানাল।

রিসিভারের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে আবার বললেন, "হ্যালো ডক্টর ফ্রিবার্গ বলছি।"

"ও ফ্রিবার্গ! আপনাকে ফোনে পেয়ে সত্যিই খুব খুশি হলাম!" অপর প্রান্ত থেকে পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো। "আপনার ব্যস্ত কাজের সময় নষ্ট করার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি হয়েট লুইস। শহরের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। আগে আমাদের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, তবে আমি আপনার কথা আগে শুনেছি।"

"আমিও আপনার কথা শুনেছি লুইস, কিন্তু আমি এখন আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন?"

"একটা স্থানীয় সমস্যার ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে নিজে দেখা করতে চাই। এর বেশি বলা সম্ভব নয়। আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা আছে। যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই ভালো।"

"কতো তাড়াতাড়ি?"

"সম্ভব হলে আজই। সকালের পরেই, লাঞ্চের আগে, আপনার কখন সুবিধে?"

ফ্রিবার্গ ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন' তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্টের তালিকা দেখে নিলেন। "আমি এখনই দেখে বলছি," উনি বললেন, "আজ সকালে আমার একটা অত্যন্ত জরুরি মিটিং আছে। বিকেলেও আমার প্রচুর কাজের চাপ রয়েছে। তবে সকালে বেলা এগারোটার পর থেকে আমি ফ্রি হয়ে যাচ্ছি। এ সময় তাহলে।"

"ঠিক এগারোটায় তাহলে।"

"আপনার অফিস কোথায় মিস্টার লুইস?"

"আমি সিটি হলে বসি," ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বললেন, "তবে তাতে কোন অসুবিধে হবে না। যাবার পথে আমি ঠিক দেখা করে নেব।"

"আমার ক্লিনিকটা কোথায়, তা কি আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ আমি জানি," ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বললেন।

"তাহলে ঐ কথা হয়ে রইল," বলে তিনি রিসিভার নামিয়ে হাণ্টার ও গেইলির দিকে তাকালেন। বললেন, "আমরা প্রাথমিক আলোচনায় প্রতিনিধি থেরাপি নিয়ে আলোচনা

করলাম। আমাদের এই আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছ। চিত্রটা তোমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে আশা করি!"

তিনি হাণ্টারের গলার স্বর শুনতে পেলেন, "আমার তাই মনে হয়, ডাক্তার।"

তিনি আবার বললেন, "আপনার প্রকৃত প্রতিনিধি গেইলি মিলারের সঙ্গে আপনার পরিচয় করানো আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই থেরাপির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও আপনাকে জানান আমার উদ্দেশ্য। আমরা চাই এই থেরাপির মধ্যে এসে আপনারা সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠুন। ও! একটা কথা আপনাকে আমার জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠেনি, নারী সান্নিধ্যের প্রথম থেকেই আপনি এই অতৃপ্তির শিকার কি?"

"হ্যাঁ, তাই," হাণ্টার বলল।

"তার মানে দীর্ঘকাল ধরে আপনি এই সমস্যায় আক্রান্ত। হঠাৎ করে গতকাল শুরু হলো, আর আপনি চিকিৎসার জন্য ছুটে এলেন, এরকম কোন ব্যাপার নয়। বছরের পর বছর ধরে আপনি এই নিয়ে উদ্বিগ্ন আছেন?"

"তা প্রায় তিন বছর ধরে এরকম চলছে," গেইলিকে শুনিয়েই কথাটা বলল।

গেইলি মোটেই বিস্ময় প্রকাশ করল না, ওর অসুবিধে উপলব্ধি করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

"এবং যতোবারই আপনি কোন মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গেছেন, আপনি তৃপ্তি না পেয়ে ফিরে এসেছেন, আপনার উদ্বেগ বেড়ে বেড়ে আপনাকে ক্রমশ ধ্বংস করে দিয়েছে।" ফ্রিবার্গ সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, "মিস্টার হাণ্টার, আপনি কি মনে করেন, আপনার এই ব্যর্থতা আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করে?"

হাণ্টার তাঁর এই শেষ প্রশ্নে চমকে উঠল, "আমার কাজ? আপনি কি বলতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আপনি একজন লেখক। ক্যালিফোর্নিয়ায় আসার আগে নিউইয়র্কে আপনি একজন লেখক ছিলেন। তখনকার মতো এখনো আপনার যৌন সমস্যা আছে। আপনি কি মনে করেন, আপনার এই সমস্যা আপনার মৌলিক কাজে ব্যাঘাত ঘটায়।"

"হ্যাঁ, আমার মনের ওপর এই ঘটনার যথেষ্ট প্রভাব আছে।" হাণ্টার স্বীকার করল, "আমার ব্যর্থতা আমাকে মাঝে মাঝেই ভাবিয়ে তোলে।"

"এই তথাকথিত ব্যর্থতা আপনাকে কি মাঝে মাঝে আবেগ বিমুখ করে তোলে? মানে আপনার কোন বান্ধবীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তারিখ ঠিক করে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হতে কি ভয় পান?"

"দেখুন, আপনার এই এতোগুলো প্রশ্নের একসঙ্গে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"আমি দুঃখিত, আপনি ভেঙে ভেঙে উত্তর দিন না?"

"হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। বান্ধবীদের সঙ্গে মিলিত হবার নির্ধারিত তারিখগুলোয়, আমি তাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হতে ভয় পাই। ইদানিং আমি বান্ধবীদের সঙ্গে মেশা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছি। আমি জানি, আমি এটা ভালো করছি না। আমার ক্ষতি হচ্ছে। তাই আমি ঠিক করলাম, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।"

"আপনি উচিত সিদ্ধান্তই নিয়েছেন," ফ্রিবার্গ ওর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন।

ওর প্রতি আরো অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে গেইলি বলল, "আমাদের সমাজে তোমার সমস্যা লজ্জার কিছু নয়। তোমার যা ঘটেছে, তা সমাজের বহু বহু মানুষের ঘটে থাকে। প্রতিদিনই ঘটে। কিন্তু তারা, তাদের সমস্যা নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করে না, কথা বলে না, কারণ তারা ভাবে ঐরকম সমস্যা বুঝি কেবল তাদেরই আছে। ড্রর ফ্রিবার্গ তোমাকে সারিয়ে তোলার

আশ্বাস দিয়েছেন এবং আমার দিক থেকে আমিও তোমাকে সারিয়ে তোলার পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি।

হাণ্টার নতুন উৎসাহ নিয়ে গেইলির কথা শুনছিল।

হাণ্টারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ফ্রিবার্গ আবার বললেন, "আমাদের ভবিষ্যতের কাজের ছকটা এবার তৈরি করে ফেলা হোক।"

তিন ঘণ্টা সেসনের আরো এক ঘণ্টা হাণ্টারের যৌন ইতিহাস, অতীত ইত্যাদি নোট করে নিলেন। ঠিক হলো, ঐদিন বিকেলে গেইলির অ্যাপার্টমেণ্টে ওর চিকিৎসা শুরু হবে।

প্রতিনিধি ও রুগীকে ছেড়ে দিয়ে, ফ্রিবার্গ চেম্বারে একা রয়ে গেলেন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইসের চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকল। মনে পড়ে গেল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মিস্টার লুইসের একটু পরেই তাঁর কাছে আসার কথা। কিন্তু তিনি কেন আসতে চাইছেন—ফ্রিবার্গের মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করতে লাগল। তিনি কি ওকে কোন কমিটি টমিটির সদস্য করতে চাইছেন? নাকি এমনিই সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর এই আগমন। তবে এভাবে তাঁর এমন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার পেছনে, কোন গভীর উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

বেলা ঠিক এগারোটার সময়ে ডুর ফ্রিবার্গ মুখ হাত ধুয়ে তাঁর টেবিলে এসে বসলেন। তিনি টেবিলে ফিরে আসার ঠিক পাঁচ মিনিট পরে অর্থাৎ এগারোটা পাঁচে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইস এলেন। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অবশ্য একা এলেন না, সঙ্গে এক খর্বকায় মানুষকে নিয়ে এলেন।

"ডক্টর ফ্রিবার্গ," লুইস বললেন, "একজন পুরনো বন্ধুকে সঙ্গে আনার জন্য আশা করি অসন্তুষ্ট হবেন না। ইনি আমাদের পুরনো বন্ধু, ডক্টর এলিয়ট ওগেলথ্রপ, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্স এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান। উনি এখন এই শহরে থাকায়......"

"আরে না না," ওগেলথ্রপের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে ফ্রিবার্গ বললেন। মুখে এই কথা বললেও ফ্রিবার্গ কিন্তু তাঁর আগমনে মোটেই খুশি হননি। লোকটার খ্যাতির জন্যও তিনি তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট। "মেডিক্যাল জার্নালে আপনার লেখা আর্টিকেল আমি পড়েছি, সঙ্গী প্রতিনিধি শীর্ষক আপনার সাম্প্রতিক আর্টিকেলটা 'পুরনো পেশা নতুন রূপে' আমি পড়েছি। তাই আমি বলতে পারি আপনার কাজকর্মের সঙ্গে আমি ভালোভাবেই পরিচিত।"

"আমিও আপনার কাজকর্মের খবর রাখি", বললেন ওগেলথ্রপ, মুখে কোন অবন্ধুত্বের ছাপ উঠল না।

ফ্রিবার্গ ওঁদের দুজনকে তাঁর সামনের দুটি চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

"সাধারণভাবে সরকারি কাজে কারুর সঙ্গে দেখা করার দরকার হলে আমি তার সঙ্গে সিটি হলে আমার অফিসে দেখা করি," লুইস বললেন, "তবে আজকে ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করার আগে আপনার ক্লিনিকটা একবার দেখে আসব। আপনার ক্লিনিকটা বেশ সুন্দর।"

সরকারি কাজ, কথাটা ফ্রিবার্গের মাথায় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল। উনি বুঝে পেলেন না, লুইস ঠিক কি উদ্দেশ্যে তাঁর এখানে এসেছেন। শুধুই কি তাঁর ক্লিনিক দেখার জন্য। না কি অন্য কোন উদ্দেশ্যও আছে এর পেছনে। "আমার এই ক্ষুদ্র ক্লিনিকে আপনাদের পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত," ফ্রিবার্গ বললেন। বলে অপেক্ষা করতে লাগলেন, এরপর তিনি কি বলেন শোনার জন্য।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। বললেন, "বুঝতে পারছি আপনি বেশ ধাঁধায় পড়ে গেছেন, আমি কেন আপনার এখানে এসেছি? কেনই বা আপনার সঙ্গে এতো তাড়াতাড়ি দেখা করতে এলাম?"

ফ্রিবার্গ মুখে হাসি টানার চেষ্টা করলেন।

"দেখুন ডক্টর ফ্রিবার্গ, হিলস্ত্রেডে আপনি এসে কাজকর্ম শুরু করা থেকে শহরের কিছু বিশিষ্ট মানুষ আপনার কাজকর্মের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।"

"আমার কাজকর্ম?" ফ্রিবার্গ কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

"হ্যাঁ, সেক্স থেরাপিস্ট হিসেবে আপনার কাজকর্ম—একটি নিখুঁত সম্মানজনক পেশা......এবং আপনার যৌন প্রতিনিধি ব্যবহার......আপনি এবং আপনার ভাড়া করা যৌন প্রতিনিধিরা কিভাবে কাজকর্ম চালাচ্ছেন, শহরের বিশিষ্ট মানুষরা আমাকে তা জানিয়েছেন। আপনার কাজকর্ম নিয়ে আমি প্রাথমিক কিছু অনুসন্ধান চালিয়েছি।"

"আমার সম্পর্কে আপনি কি জেনেছেন মিস্টার লুইস?" ফ্রিবার্গ বিনীত কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

"যা জেনেছি তা থেকে বলতে পারি, আপনি হয়তো না জেনেই অবৈধ, হয়তো বা অপরাধ কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। সেক্স থেরাপিস্ট হিসেবে আপনার কাজকর্ম বেআইনি এবং আপনার যৌন প্রতিনিধিরা বেশ্যা ছাড়া আর কিছু না।"

তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে অত্যন্ত হালকাভাবে নিয়ে ফ্রিবার্গ বললেন, "আমরা আধুনিক মানুষ, ক্যালিফোর্নিয়ার মতো একটি আধুনিক স্টেটের বাসিন্দা। এখানে বসে আমাদের এসব কথা বলা মনে হয় ঠিক নয়।"

"ও! হো! ফ্রিবার্গ, ক্যালিফোর্নিয়া শহরে আপনি একজন নবাগত। এই শহরের সমস্ত আইনকানুন আপনার জানা নেই। ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তত দুটি আইনে আপনার কাজকর্ম অবৈধ।" তাঁর হাতে ধরে রাখা কয়েকটি কাগজ দেখে নিলেন। "এই দেখুন এখানে বলছে, কোন মানুষ অন্য কোন মানুষকে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে, তা বেআইনি কাজ হবে। তাই আপনার যৌন প্রতিনিধি মারফত কাজ করানো অবৈধ কাজ। ক্যালিফোর্নিয়ার আইন অনুযায়ী এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্য পঞ্চাশটি রাজ্যের আইন অনুযায়ী এই কাজ অবৈধ।"

ফ্রিবার্গ কিছু বলতে গেলে, হয়েট লুইস হাত তুলে তাঁকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে, হাতের কাগজে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "অর্থ অথবা অন্য কিছু প্রাপ্তির লোভে বেশ্যাবৃত্তির কাজে লিপ্ত হওয়াও এই স্টেটের আইন অনুসারে বেআইনি।"

ফ্রিবার্গ অনুভব করলেন, তাঁর কানের পাশ দুটো হঠাৎ গরম হয়ে উঠল, তবু তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। বললেন, "মিস্টার লুইস, আপনি কিন্তু এখনো বেশ্যাবৃত্তিকে সংজ্ঞাবদ্ধ করতে পারলেন না।"

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আবার তার হাতের কাগজগুলোর দিকে তাকালেন। তিনি নিচু স্বরে বললেন, "বেশ্যাবৃত্তি হলো, পেশাদারি যৌন সম্পর্ক, বিশেষ করে টাকার জন্য মানুষ এই সম্পর্কে জড়িত হয়।" কাগজের ওপর থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, "একজন বেশ্যা সাধারণভাবে অর্থের জন্য নির্বিচারে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। আপনার ক্লিনিক সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পেয়েছি, তাতে জেনেছি, বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের জন্য আপনার এখানে মহিলা এনে কাজে লাগানো হয়, তার জন্য তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এখন......"

"এক মিনিট মিস্টার লুইস," ফ্রিবার্গ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না, "আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারি?"

"সেই উদ্দেশ্যেই আমি এখানে এসেছি," মিস্টার লুইস বললেন, "প্রথমত আপনার কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করা, তারপর আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া।"

"প্রথমে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করি?"

"নিশ্চয়ই।"

"শুনুন," ফ্রিবার্গ বললেন, "আপনার তথ্য সূত্র ঠিক নয়। কয়েকটা ব্যাপার আমি আপনার কাছে খুলে বলি।"

"হ্যাঁ বলে যান।"

"একটা কথা আপনাকে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, বেশ্যাবৃত্তি ও যৌন প্রতিনিধি এই দুইয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।"

"আমার বোধবুদ্ধি মতো দুটোই এক জিনিস" লুইস বললেন।

"দয়া করে আমাকে বলতে দিন," ফ্রিবার্গ বললেন, "যৌন প্রতিনিধি ও বেশ্যার মধ্যে কোথায় যে পার্থক্য তা আপনার জানা নেই বা আপনার এ সম্পর্কে জ্ঞান ভুল।"

"ভালো কথা মিস্টার ফ্রিবার্গ, আপনার কথা আমি মন দিয়ে শুনছি।"

"শুনুন তাহলে," ফ্রিবার্গ, বললেন, "আমাদের এই দেশের বা অন্য দেশের অধিকাংশ সাধারণ চিকিৎসকই যৌন সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। তাই, কোন তরুণ বা বৃদ্ধ মানুষ তার যৌন সমস্যা নিয়ে তাঁর পারিবারিক ডাক্তারের কাছে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে, সে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যায়। যৌন বিষয়ে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থেরাপিস্ট, এই বিশেষজ্ঞরা যে পরামর্শ দেন, তা বিশেষ কাজের হয় না, এইসব রোগ থেকে মুক্তির প্রথম উপযুক্ত ব্যবস্থা বার করলেন মাস্টার্স ও জনসন। যৌন প্রতিনিধি বা সঙ্গী প্রতিনিধি শব্দটি তাঁরাই প্রথম চালু করেন। আমি......"

ফ্রিবার্গকে তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে ওগেলথ্রপ বললেন, "এখানে আমার একটা কথা বলার আছে, মাস্টার্স এবং জনসন এই থেরাপি আরম্ভ করার শুরু থেকেই দেখলেন, বেশ্যা অর্থাৎ প্রকৃত বেশ্যাই যৌন প্রতিনিধির কাজ করার উপযুক্ত, তাই তাঁরা সেইমতো বেশ্যা দিয়েই কাজ শুরু করলেন।"

"কথাটা মোটেই সত্যি নয়। আপনি সত্যকে বিকৃত করছেন।"

"আমি?" ঝগড়ার সুরে চীৎকার করে বললেন।

"আমাকে আমার কথা শেষ করতে দিন।"

ডক্টর ওগেলথ্রপ চুপ করে গেলেন।

"মাস্টার্স ও জনসন এবং বেশ্যাদের সম্পর্কে আমি আপনাকে তথ্য দেব। তাঁরা একেবারের জন্য প্রকৃত যৌন প্রতিনিধির কাজে কোন বেশ্যাকে ব্যবহার করেননি। যা ঘটে ছিল, তা ছিল, তা হলো এই : ১৯৫৪ সালে মাস্টার্স যৌন মিলন ও যৌন উত্তেজনার আগে, উত্তেজনার মধ্যে ও পরে মানুষের শরীরের মধ্যে যা কিছু ঘটে তা জানার জন্য ৭০০ মানুষের ওপর পর্যবেক্ষণ চালান। এই পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁর নারীর প্রয়োজন হয়। ফলে প্রাথমিক ভাবে তাঁকে বেশ্যা ভাড়া করাতে হয়। কিন্তু বেশ্যা ভাড়া করে তিনি বিশেষ সুফল পেলেন না। কারণ, অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের মতো বেশ্যাদের মধ্যে সমান প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। তাই তিনি বেশ্যা ছেড়ে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের মহিলা ভলেন্টিয়ার ভাড়া করলেন তাঁর পরবর্তী গবেষণা কাজে জনসন যখন তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন, তখন তাঁরা এই থেরাপিতে মহিলা ব্যবহারের উপযোগিতা নিয়ে পর্যালোচনা করবেন ঠিক করলেন।"

ফ্রিবার্গের কথার মধ্যে হয়েট লুইস বললেন, "তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, মাস্টার্স এবং জনসন কোনদিনই যৌন প্রতিনিধি হিসেবে বেশ্যাদের ব্যবহার করেননি?"

"না, কখনোই নয়," ডক্টর ফ্রিবার্গ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "যৌন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য তাঁরা সাধারণ মহিলাদের কাজে লাগিয়ে ছিলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাছাইয়ের পর তাঁরা চব্বিশ থেকে তেতাল্লিশ বছর বয়সের তেরো জন মহিলাকে নির্বাচিত করেন।"

"এবং এই সব মহিলারা," লুইস বললেন, "বেশ্যা নন, যদিও তাঁরা বেশ্যাদের সমান ভূমিকা পালন করেন।"

"না মোটেই নয়," ফ্রিবার্গ প্রতিবাদ করলেন, "পেশাদার বেশ্যা পুরুষকে দ্রুত যৌন সুখ প্রদান করে। কিন্তু একজন যৌন প্রতিনিধি, মাস্টার্স ও জনসন যেরকম ব্যবহার করেছেন এবং আমার এখানে যেভাবে কাজে লাগানো হয় তাতে, রুগীর শুশ্রূষার কাজ করেন। একজন প্রতিনিধি থেরাপিস্টের সহকারির ভূমিকা পালন করেন। এগারো বছর ধরে মাস্টার্স এবং জনসন যৌন অসুবিধাগ্রস্ত চুয়ান্নজন পুরুষের চিকিৎসা করেন। তাদের মধ্যে একচল্লিশজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যৌন প্রতিনিধিদের সাহায্য গ্রহণ করে। এই একচল্লিশজনের মধ্যে বত্রিশজন যৌন প্রতিনিধির ব্যবহারক্রমে সমস্যা মুক্ত হয়ে যায় এবং চব্বিশজন পরবর্তীকালে বিয়ে করে সুখী সংসার জীবন প্রতিপালন করে।"

ডক্টর ওগেলথ্রপ আর একবার ওঁর কথার মধ্যে বাধা দিলেন। বললেন, "আমরা কি করে জানব, আপনি যা বললেন তা সত্যি। মাস্টার্স এবং জনসনের রুগীরা তাঁর ক্লিনিক থেকে ছাড়া পাবার পর যে আদৌ রোগ মুক্ত হয়েছিলেন, তার কি প্রমাণ আছে?"

ডিস্ট্রিক্ট আটর্নি মিস্টার লুইস এই ধরনের আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, "আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় মহিলা যৌন প্রতিনিধি। এবং আমার প্রশ্ন হলো, কোন মহিলা যৌন প্রতিনিধি বেশ্যা কি না। আমি নিজে এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না।"

তাঁরা আবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে এলেন। ডুর ফ্রিবার্গ তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন। তিনি সরাসরি ডিস্ট্রি অ্যাটর্নিকে বললেন, "বিশ্বাস করুন মিস্টার লুইস, দুটির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। একজন যৌন প্রতিনিধিকে প্রতিনিয়ত এক থেরাপিস্টের নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করতে হয়। কিন্তু একজন বেশ্যাকে সেভাবে কাজ করতে হয় না। যৌন প্রতিনিধিকে নানাবিধ ব্যায়াম শিখতে হয়, কিন্তু কোন বেশ্যার ক্ষেত্রে সে সবের প্রয়োজন হয় না। অক্ষম রুগীকে সাহায্য করার জন্য, তাকে সারিয়ে তোলার জন্য যৌন প্রতিনিধি কাজ করে। কিন্তু বেশ্যা দ্রুত কিছু অর্থ উপার্জনের লোভে কাজ করে। যৌন প্রতিনিধি এমন এক পরিবার থেকে আসে সেখানে তাকে স্নেহ-ভালোবাসা দেবার জন্য অন্তত তার মা বাবা আছে। কিন্তু কোন বেশ্যা সাধারণত ঘৃণা, বিদ্বেষপূর্ণ হতাশ পরিবেশ থেকে আসে। যৌন প্রতিনিধিকে দীর্ঘকাল এক শিক্ষকের মতো রুগীকে রোগ মুক্তির পাঠ পড়িয়ে যেতে হয়, অন্যদিকে বেশ্যা যতো কম সময়ে সম্ভব, একের পর এক পুরুষের মনোরঞ্জনে দেহ দিয়ে যায়। কারণ তাতে তার আর্থিক লাভ হয় বেশি।"

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি লুইস তাঁর দু হাতের চেটো দুটি হাঁটুর ওপর রেখে সরাসরি ডক্টর ফ্রিবার্গের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, "বেশ ভালো বলেছেন ডক্টর ফ্রিবার্গ, কিন্তু আমার মনে হয়, যৌন প্রতিনিধি ও বেশ্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের বিষয়ে আপনি আমাকে এখনো অবহিত করতে পারেননি।"

"মৌলিক পার্থক্য? মৌলিক পার্থক্য বলতে আপনি কি বলছেন?"

"আমি বলতে চাইছি, এদের দু দলেরই প্রধান কাজ এক। ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য ফুটপাথে' ভাষা ব্যবহার করছি। বেশ্যা এবং যৌন প্রতিনিধি উভয়কেই মৈথুনের জন্য ভাড়া করা হয়।'

ফ্রিবার্গ নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলেন। "ফুটপাথের ভাষাতেই আমি তাহলে আপনার কথাটার উত্তর দিই।" বললেন, "বেশ্যারা এটা দেখে না, তারা কার মনোরঞ্জন করছে। পয়সা পেলেই তারা দেহ দিয়ে দেয়। অন্য দিকে যৌন প্রতিনিধি তার দেহের বিনিময়ে একজন মানুষকে রোগমুক্ত হতে সাহায্য করছে। মিস্টার লুইস কাজ অভিন্ন প্রকৃতির, কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলাদা আলাদা। একজন সার্জন ও একজন খুনির মধ্যে যে পার্থক্য, এখানেও সেই পার্থক্য। সার্জন আপনার দেহে অস্ত্রোপচারের জন্য ছুরি চালান, তাতে আপনি রোগ মুক্ত হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। কিন্তু একজন ঘাতক আপনাকে শেষ করে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেবার জন্যই ছুরি চালায়। এরা দুজনেই ছুরি ব্যবহার করে। কিন্তু ব্যবহার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য দুটো ক্ষেত্রে ভিন্ন।"

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এবার নাক সিঁটকোলেন। বললেন, "তবুও বলছি বেশ্যা ও যৌন প্রতিনিধির মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখি না। আমার চোখে এরা দুজনেই একই ভাবে একই কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষ।"

ফ্রিবার্গ তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, "বেশ্যারা বাঁচার তাগিদে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। কিন্তু যৌন প্রতিনিধিকে রুগীর সঙ্গে অনেকটা ব্যায়াম করতে হয়। তার মধ্যে শেষ পর্যায়ের দু একটা ব্যায়াম হলো যৌন মিলন আবার এটা পরীক্ষা করার জন্যও যে রুগী সুস্থ হলো কিনা। কাজেই দুটোর উদ্দেশ্যে দুস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে।"

"আমাদের বিতর্কের সমাধান হয়তো শেষ পর্যন্ত আদালতে গিয়ে করতে হবে" হয়েট লুইস বললেন, "যাইহোক, আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ভয় দেখাতে আসিনি। অন্তত ঠিক এই মুহূর্তে নয়। আমাদের শহরে আপনি একজন নতুন অতিথি। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করে রাখাও দরকার। আপনি বর্তমানে বিপথগামী হলেও, আপনাকে সোজা পথে ফিরে আসার সুযোগ আমি দিতে চাই। টাকসন, আরিজোনা ছেড়ে আসার আগে সেখানকার সিটি অ্যাটর্নি আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন আমিও আপনাকে সেই পরামর্শ দিতে চাই। শহরের অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের মতো আপনিও টক থেরাপিতে ফিরে যাবেন, এটাই আমি আশা করি। আইনের মধ্যে থেকে নিরাপদে কাজ করুন, তার আগে আপনি ঐ যৌন প্রতিনিধিদের বিদায় দিন।"

ফ্রিবার্গ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, "তাদের সবাইকে ছেড়ে দেব? এ আপনি কি বলছেন?"

"আপনি এ কাজ বন্ধ করতে না চাইলে, আপনার বিরুদ্ধে মেয়েছেলের দালালি এবং আপনার যৌন প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বেশ্যাবৃত্তির অভিযোগ এনে আমাকে মামলা করতে হবেই। প্রথম অভিযোগ, আপনি অভিযুক্ত হলে, আপনাকে এক থেকে দশ বছর পর্যন্ত জেল খাটতে হতে পারে। দ্বিতীয় অভিযোগ আপনার প্রতিনিধিদের ছ মাস করে জেলের ঘানি পিষতে হবে। উভয় মামলার ফলে আপনি ক্যালিফোর্নিয়ার হিলগ্রেভ বা অন্য কোনো শহরে ব্যবসা করতে পারবেন না। আমি আপনাকে আবার সতর্ক করে দিচ্ছি, হয় এই সমাজবিরোধী কাজ বন্ধ করুন, নাহলে এর পরিণতির জন্য তৈরী থাকুন। আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে, আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করব। প্রকাশ্যে আপনাদের শুনানি হবে। তাই আমি বলছি, ঠিক করুন, কোন পথে আপনি এগোবেন। এক সপ্তার মধ্যে আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকে জানাতে হবে। এই এক সপ্তার মধ্যে আপনি বা আপনার উকিল আপনার সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন। আমার কথা বুঝতে পারলেন?"

ফ্রিবার্গ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালেন। ভাবখানা এমন যেন, ঠিক আছে ভেবে দেখি।

ডক্টর ওগেলথ্রপকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রিবার্গের চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সিটি অ্যাটর্নি ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি যে ধৈর্যের সঙ্গে আমার মতামত শুনলেন সেজন্য ধন্যবাদ। আশাকরি আপনি উপযুক্ত সিদ্ধান্তই নেবেন।"

সিটি অ্যাটর্নি চলে গেলে ডক্টর ফ্রিবার্গ কিছুক্ষণ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। তাঁর বহুদিনের বন্ধু লস অ্যাঞ্জেলসের রজার কিলের ফোন নম্বর মনে করার চেষ্টা করলেন। রজার শুধু তাঁর বন্ধুই নন, তাঁর বিশ্বস্ত অ্যাটর্নিও। নম্বর মনে পড়ায় তিনি সরাসরি কিলের অফিসে ফোন করলেন।

ফোনে কিলের সেক্রেটারিকে পেয়ে তিনি জানালেন, এখনই কিলের সঙ্গে একটা জরুরি প্রয়োজনে তিনি কথা বলতে চান।

"মিস্টার কিল এখনই লাঞ্চে যাবেন", তাঁর সেক্রেটারি বলল, "তবে আমার মনে হয়, তার আগেই আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলতে পারব।"

"একটু দেখুন ভাই, বলুন, ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গ তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চান।"

রজার কিলের গলার স্বর না শুনতে পাওয়া পর্যন্ত তিনি রিসিভার কানে লাগিয়ে বসে রইলেন।

"রজার? আর্নল্ড বলছি, তোমার লাঞ্চে বাধা ঘটিয়ে আমি সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু একটা বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে ফোন করছি।"

"ও ঠিক আছে, কি খবর বলো আর্নি," কিল বললেন, "তোমাকে বেশ উত্তেজিত লাগছে।"

"হ্যাঁ লাগবারই কথা," ফ্রিবার্গ স্বীকার করলেন, "তুমি বিশ্বাস করো আর না করো, আমার ভয় হয়, আমি আবার সমস্যায় পড়েছি।"

"কি ধরনের সমস্যা?"

"হিলব্রেডের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, হয়েট লুইস, এই একটু আগে আমার অফিস থেকে গেলেন। আমার অফিসে তাঁর আসা মোটেই সৌজন্যমূলক নয়।"

"সমস্যা, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি তোমার কাছে কি চান?"

"তুমি যদি আমাকে কিছুটা সময় দিতে পারো........"

"তোমার জন্য আমি সব সময়ই দিতে রাজি আছি। বলো, কি তোমার সমস্যা?"

প্রায় দশ মিনিট ধরে ফ্রিবার্গ বলে গেলেন হয়েট লুইসের সঙ্গে তাঁর কি কি কথা হয়েছে। লুইসের সমঝোতার পরামর্শ কিছুই বাদ দিলেন না।

"বলো, এখন আমি কি করব।"

"অতো হুটোপাটি করো না আর্নি। ধীরে ধীরে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।"

"কিন্তু এসব কেন হচ্ছে রজার? ক্যালিফোর্নিয়ার মতো শহরে? আমি বুঝতে পারছি না।"

অপর প্রান্ত বেশ কিছুক্ষণ নীরব রইল। শেষে কিল একটা কথাই বললেন, "রাজনীতি।"

"রাজনীতি?"

"ও ছাড়া আর কিছু নয়," কিল বললেন, "তোমার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই, কিন্তু এই লসঅ্যাঞ্জেলসে বসেও আমি তাকে জানি। লোকটা জনপ্রিয়। ও আরো জনপ্রিয় হতে চায়। গোটা রাজ্যের লোকে যাতে একে চিনতে পারে সেজন্য, তোমার ও তোমার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে মামলা করে ও সংবাদের মধ্যমণি হয়ে উঠতে চায়। কাগজ, টিভির লোকজন কিছুদিন হৈ চৈ করবে, তাতে ওর জনপ্রিয়তা বাড়বে ; এটাই ও চায়। অবশ্য ও যদি জিতে যায়, তাহলেই ওর উদ্দেশ্য সফল হবে।"

"আমার মনে হয় ও জিতে যাবে।"

"অতো সোজা হয় আর্নি। জিততে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।"

"তোমার কি মনে হয় আমাদের জিতে বেরিয়ে আসার সুযোগ আছে?" ফ্রিবার্গ জানতে চাইলেন।

"ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে কদিন একটু ভাবতে দাও। আমাকে আবার ফোন করার আগে, তুমি বরং আমার সেক্রেটারির কাছে তোমার চেনা ও বিশ্বস্ত কয়েকজন ডাক্তার, থেরাপিস্ট, প্রতিনিধির নামের তালিকা পাঠিয়ে দিয়ো, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলবো। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে, আমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করবেন না এমন লোক হওয়া চাই। ঠিক আছে।"

"ঠিক আছে?"

"তোমার কাছ থেকে নাম পেয়ে গেলে, আমি তাঁদের সঙ্গে ফোনে বা সাক্ষাতে কথা বলে নেব। তারপর আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে কথা বলব।"

"কবে?"

"যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। আচ্ছা তুমি লসঅ্যাঞ্জেলসে চলে এসো না। কাল সন্ধ্যে সাতটার সময় বেভারলি হিলস-এর লা স্কালা রেস্তোরাঁয় তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তখন কথা হবে?"

পরের দিন সন্ধ্যে সাতটার সময় দুই বন্ধুতে লিটল সান্তা মোনিকা বুলেভার্ড নামের রাস্তার ধারের লা স্কালা রেস্তোরাঁয় মিলিত হলেন।

সারাটা পথ ফ্রিবার্গ নানা কথা ভাবতে ভাবতে এলেন, রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়া চালাবার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। ফ্রিবার্গ বিবাহিত মানুষ, তাঁর স্ত্রী ছেলের প্রসঙ্গ কথার মাঝে মাঝে আসতে লাগল। কিল অবিবাহিত ব্যাচেলর। তাঁর গার্ল ফ্রেণ্ডদের কথা উঠতে লাগল, খাওয়া দাওয়ার পর কিল বললেন, আর্নি এসো, এবার তাহলে আসল কথায় আসা যাক। তুমি যাঁদের নাম পাঠিয়েছিলে, তাঁরা সবাই আমাকে বেশ সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে তারা যখন শুনলেন লুইস তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।"

"ওঁদের তুমি সে কথা বললে।"

"কেন বলব না। তোমাকে ভয় দেখান মানে তাঁদের ভয় দেখানো। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমি তোমার কাজকর্ম সম্পর্কে মোটমুটি একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছি। যৌন প্রতিনিধির কাজের সঙ্গে বেশ্যার কাজের যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, সেটা আমিও উপলব্ধি করতে পারছি। দুজনের লক্ষ্যেও বিরাটা পার্থক্য রয়েছে। তোমাকে এ সম্পর্কে এক বিশেষজ্ঞের মতামত শোনাই। ইনি হলেন চিকাগোর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ক্লিনিক-এর প্রধান।"

"ডক্টর ভিন ডন," ফ্রিবার্গ বললেন।

"হ্যাঁ, ডন। তিনি পরিষ্কার বলছেন, 'যৌন প্রতিনিধিরা কোন অবস্থাতেই বেশ্যা নয়......কোন অবিবাহিত ধ্বজভঙ্গ পুরুষকে মহিলার সাহায্য ছাড়া কি চিকিৎসা করা সম্ভব? সেই মহিলাকে এমন কেউ হতে হবে যে পুরুষের সাহায্যে আসবে, তবে সেই মহিলা আবার বেশ্যা হলে চলবে না। বেশ্যারা সাধারণভাবে পুরুষদের ঘেন্না করে এবং টাকা রোজগারই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।'—তাঁর এই মন্তব্য আমার পছন্দ হয়েছে।"

"কথাটা সত্যি।"

"তবে পাশাপাশি তোমাকে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, বহু থেরাপিস্ট ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ আবার তোমার বিপক্ষে। যেমন ম্যাসাচুয়েটস-এর সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন যৌন প্রতিনিধির কারবার পুরোপুরি বন্ধ করে দেবার দাবি তুলেছে। আদালত এটা ঠিক পছন্দ

করছে না। তাছাড়া আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এর সঙ্গে রাজনীতি জড়িত রয়েছে। তোমার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আরো জনপ্রিয় হতে চাইছে। তার পেছনে অন্য মাথা কাজ করছে।"

"কারা সে সব মাথা?" ফ্রিবার্গ জানতে চাইলেন।

"একজন হলেন অতি সুপরিচিত ধর্মযাজক রেভারেণ্ড যশ স্কারাফিল্ড। স্কুলে স্কুলে যৌন শিক্ষার বিরুদ্ধে যিনি ব্যাপক প্রচার অভিযান চালচ্ছেন। তোমার কাজকর্ম তাঁর ধ্যান-ধারণার অত্যন্ত বিরোধী।"

"আমার মনে হয় না, হয়েট লুইস তাঁর সাহায্য চাইবে।"

"তোমার অনুমান ভুল। লোকটা অত্যন্ত জনপ্রিয়। মানুষকে প্রভাবিত করার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। অবশ্য এগুলো থেকে বিপদের সম্ভাবনা কিছু স্পষ্ট হয় না। একটা ব্যাপারই শুধু বেশ পরিষ্কার।"

"সেটা কি?"

"ক্যালিফোর্নিয়ার আইন। মেয়েছেলের দালালি ও বেশ্যাবৃত্তির প্রসঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার আইন খুবই পরিষ্কার। তবে এই আইনে যৌন প্রতিনিধি সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমরা ঘোলা জলে রয়েছি। কোন কোন স্টেটে, যেমন আরিজোনায় আর্থিক লাভের উদ্দেশ্য যৌন ক্রিয়াকলাপ বেশ্যাবৃত্তিরই নামান্তর। ক্যালিফোর্নিয়ায় আবার তা নয়। এখানে যৌন প্রতিনিধিরা আইনের বিরুদ্ধে নয়। যদিও সুনির্দিষ্টভাবে তাদের কাজকে এখানে অনুমোদন করা হয়নি। প্রতিনিধিরা লাইসেন্স প্রাপ্ত নয়। তাঁদের তা যদি থাকতো, তাহলে উপকার হতো। তুমি দেখ আর্নি, ডাক্তার এবং মনোবিজ্ঞানীরা এখানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত। হয়েট লুইস যদি এইভাবে অভিযোগ সাজায়—তোমার প্রতিনিধিরা ব্যাধি নিরসনে চিকিৎসা করতে গিয়ে ওষুধ দিচ্ছে বা মনোবিজ্ঞানীদের ভূমিকা পালন করছে এবং এসব করছে কোনরকম লাইসেন্স ছাড়াই, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ খুব জোরদার হয়ে যাবে। যদিও ওষুধ এবং মনোবিজ্ঞান—এই দুটো বিষয় এতো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তোমার প্রতিনিধিদের ভূমিকাকেও এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলা দুষ্কর। লাইসেন্সবিহীন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে জনসাধারণের বিরুদ্ধে তেমন নজর কাড়াও সম্ভব নয়। মেয়েছেলের দালালি এবং বেশ্যাবৃত্তি আলাদা জিনিস। সেজন্য লুইস ঐ দিকটার ওপরই বেশি জোর দিতে চাইছে।

"তাহলে আমি এখন কি অবস্থায় আছি?" ফ্রিবার্গ জানতে চাইলো।

"আমার মতে তুমি এখন নিরাপদ স্থানেই আছো।" কোনরকম সঙ্কোচ না করেই কিল বললেন, "আইন বেশ্যাবৃত্তিকে এইভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করেছে, 'টাকার জন্য দুটি মানুষের মধ্যে কোন রকম কাম সম্পর্কিত কাজ।' তোমার মতো কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত দক্ষ থেরাপিস্টের পরামর্শে কর্মরত যৌন প্রতিনিধির বিরুদ্ধে বেশ্যাবৃত্তির অভিযোগ কোন অবস্থাতেই আনা যায় না। তোমার প্রতিনিধিদের কোর্টে হাজির করলে তারা নিশ্চয়ই তাদের উদ্দেশ্য এবং কাজের প্রকৃতি সেখানে জানাতে পারবে। কাগজপত্র, পরিকল্পনা, কর্মসূচি সমস্ত কাজের রেকর্ড দেখিয়ে সে নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারবে যে সে একটা থেরাপি অনুযায়ী কাজ করছে, যে থেরাপি সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত এবং টাকার জন্য কোন কাম বৃত্তিতে সে যুক্ত নয়।"

চশমার নিচে ফ্রিবার্গের চোখ দুটি আরো বড় হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "তুমি কি বলছ সত্যিই আইন সম্পূর্ণ আমার পক্ষে?"

কিল মুচকি হাসলেন। "এ প্রশ্নে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। আইন ব্যাভিচারমূলক কাজকর্মের বিরুদ্ধে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজের ক্ষতি করতে পারে এমন যেকোন অবক্ষয় রোধ

করাই আইনের লক্ষ্য। যৌন প্রতিনিধিদের কাজকর্মে আমি এসব কিছুই দেখি না। যৌন প্রতিনিধিরা স্বাভাবিক যৌন জীবন যাপনে অক্ষম মানুষদের স্বাভাবিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। তাই আমরা বরং বলতে পারি, যৌন প্রতিনিধিরা সমাজ, সংসার, ব্যক্তি সবাইকে সাহায্য করছে। তারা মানুষদের সুখী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সাহায্য করছে।"

"সত্যিই তুমি তাই মনে করো?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। লুইস কোর্টে গিয়ে তোমার বিরুদ্ধে সফল হতে পারবে না, যদি না সে এই মর্মে কিছু প্রত্যক্ষদর্শী আদালতে হাজির করতে পারে, যারা অন্তত বলবে যে, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে তোমার প্রতিনিধিরা কাজ করে। তেমন সাক্ষী লুইস কোথা থেকে পাবে? তোমার অধীনে কয়েকজন মাত্র যৌন প্রতিনিধি কিছু সীমিত সংখ্যক রুগী নিয়ে কাজ করছে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রুগী বাছাই করে তবে তুমি তাদের চিকিৎসা শুরু করেছ। আর তারা নিজেদের উপকারের জন্যও এসেছে। তোমার বিরুদ্ধে গিয়ে আদালতে সাক্ষী দেবার সম্ভাবনা তাদের নেই। আদালতে তোমার পক্ষে বলার লোকই বেশি।"

"আমিও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত।"

ক্লিল তাঁর গুটনো হাত এগিয়ে দিয়ে ফ্রিবার্গের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, "এই হলো এখন তোমার অবস্থা। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারো।"

ফ্রিবার্গের মুখের ওপর থেকে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে গেল। "তার মানে তুমি বলছ, আমি আগের মতো নিশ্চিন্তে কাজ চালিয়ে যেতে পারব।"

"ঠিক আগের মতো নয়। এখন থেকে তোমাকে আরো বেশি করে পরিশ্রম করতে হবে। আরো বেশি করে রুগী নিতে হবে এবং সাফল্যের তালিকাকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করতে হবে। তোমার ক্রমবর্ধমান সাফল্যের কাহিনী শুনে লুইস শেষ পর্যন্ত তোমাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত হতে পারে।"

"এখন আমি কিভাবে হয়েট লুইসকে হাত করব। এক সপ্তার মধ্যে সিদ্ধান্ত তাকে জানাতে হবে।"

"তোমাকে ও নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না। তুমি তোমার কাজ যেমনকার তেমন চালিয়ে যাও। যা বলবার আমি ওঁকে জানাব। তোমার প্রতিনিধিদেরও এসব জানিয়ে তাদের দুশ্চিন্তায় ফেলার দরকার নেই।"

পরবর্তী ব্যায়ামের জন্য প্রয়োজনীয় জল ঠিকমতো গরম হয়েছে কি না দেখার জন্য গেইলি মিলার যখন বাথরুমের বাইরে গরম জলের শাওয়ারের দিকে এগিয়ে গেল, তখন এদিকে অ্যাডাম ডেমস্কি থেরাপি রুমে বসে ওর জামা-কাপড় খুলছিল। ডেমস্কিকে দেখতে পেলেও গেইলির মনের মধ্যে তখন কিন্তু অন্য কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে বিকেলে ওর যে একটা ছোট্ট মিটিং হয়ে গেল, তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা ওর মনের মধ্যে এই আলোড়ন। ডেমস্কির কেস পর্যালোচনার জন্য ফ্রিবার্গ ওকে ডেকে ছিলেন। ডেমস্কির সঙ্গে তার এ পর্যন্ত প্রতিটি ব্যায়ামের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাল। ফ্রিবার্গ শুনলেন। বললেন, "দেখ গেইলি তাড়াতাড়ি কোর্স শেষ করাটাই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য রুগীকে ভালো করে তোলা। সেটা মাথায় রেখে তোমাকে কাজ করতে হবে।" তাঁরই এই পরামর্শের উত্তরে গেইলি বলেছিল, "আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব স্যার।"

গরম জল ভরাতে ভরাতে গেইলি এইসব কথাই ভাবছিল। ডক্টর ফ্রিবার্গ হঠাৎ কেন যে এমন সাফল্যের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন ও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। ডেমস্কির

সঙ্গম স্পৃহা সম্পর্কেও কেন যে তিনি এমন আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তাও ও বুঝতে পারল না। ফ্রিবার্গের মতো একজন বিচক্ষণ থেরাপিস্টের এই আগ্রহ যথা সময়েই প্রকাশ করা সঙ্গত ছিল বলে ও মনে করে। ও জলে হাত দিয়ে দেখল জল কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে উষ্ণ হয়েছে। এবার ফ্রিবার্গ প্রসঙ্গ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে ও নিজের কাজে মন দেবে ঠিক করল। শরীরের ওপর থেকে সমস্ত পোশাক সরিয়ে ফেলে ও একেবারে উলঙ্গ হয়ে থেরাপি রুমে চলে গেল। থেরাপি রুমে গিয়ে দেখল বিবস্ত্র অ্যাডাম ডেমস্কি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। ওর হাতে একটা পত্রিকা। গেইলি লক্ষ্য করল অ্যাডাম তার হাত বা পত্রিকা কোনটা দিয়েই তার পুরুষাঙ্গ ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে না। দেখল, ওর পুরুষাঙ্গটা দুটো পায়ের মাঝে নেতিয়ে রয়েছে এবং ওকে দেখে ডেমস্কি লজ্জা পাচ্ছে না। এই দৃশ্য দেখে গেইলি অনেকটা আশ্বস্ত হলো।

গেইলিকে দেখে ডেমস্কি চোখের সামনে থেকে পত্রিকা সরিয়ে দু চোখ ভরে ওর নগ্ন দেহ দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে বলল, "তুমি তো ভারি সুন্দর গেইলি।"

"প্রশংসা আমার ভালো লাগে।" ও ওর হাত ধরল। বলল, "এখন আমার সঙ্গে এসো।"

ডেমস্কি ওর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কোথায়?"

"চলো, আমরা দুজনে এখন বাথরুমে গিয়ে স্নান করব।"

"কিন্তু আমি তো আজ সকালে একবার স্নান করেছি।"

"এটা একেবারে অন্য রকমের স্নান। তেল, সাবান মেখে সারা দেহে হাত বোলানো। ওটা হয়ে গেলে, আমরা আমাদের গা হাত পা পুঁছে আবার থেরাপি রুমে ফিরে আসবো এবং আগের মতো আর এক প্রস্থ মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরস্পরের দেহ ম্যাসাজ করব। কেমন, ভালো লাগবে না বলো?"

"খুব ভালো লাগবে।"

"তাহলে চলো এখন বাথরুমে যাওয়া যাক।" বলে গেইলি বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। ডেমস্কি ওর সঙ্গে সঙ্গে এলো।

"এখন আমাদের কি করণীয়?" বাথরুমে এসে ডেমস্কি জানতে চাইল।

গেইলি বলল, "এই দেখ আমাদের জন্য গরম জল তৈরি রয়েছে। আমরা এখন শাওয়ারের নীচে মুখোমুখি দাঁড়াব। আমাদের শরীর ভিজে গেলে, আমার ইচ্ছে তুমি প্রথম সাবান নিয়ে আমার শরীরে মাখাতে থাকবে। যতো ইচ্ছে আমার শরীরে সাবান বুলিয়ে যাবে। তবে আমার স্তনে বা নিম্নাঙ্গে হাত দেবে না। তুমি আমার শরীরের কোথায় হাত দিচ্ছ, তা দেখতে চাওয়ার ইচ্ছে ছাড়া এমনিতে তুমি চোখ খুলো না। আমিও আমার চোখ বন্ধ করে রাখব। আমাকে তোমার সাবান মাখানো হয়ে গেলে, আমি তোমার শরীরে মাখাবো।"

"হ্যাঁ, বেশ মজার প্রস্তাব তো!"

"হ্যাঁ! মজার এবং উপভোগ্য। অসুবিধে বা অস্বস্তি না হলে এমনিতে কথা বলতে যেও না।"

"ঠিক আছে।"

তারপর ওরা দুজনে ফোয়ারার নীচে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। ডেমস্কি টানা দশ মিনিট ধরে গেইলির শরীরে সাবান বুলিয়ে গেল। গেইলি স্বস্তি প্রকাশ করে বলল, "খুব আনন্দ পেলাম অ্যাডাম, অত্যন্ত আনন্দ পেলাম।"

গেইলি চোখ খুলে অ্যাডমের হাত থেকে সাবানটা নিয়ে ধীরে ধীরে ওর গায়ে পিঠে, বুকে পেটে পাছায়, উরুতে বোলাতে লাগল। অতি ধীরে ধীরে, সামান্য জলের স্পর্শে বোলানোর ফলে সারা শরীর অচিরেই ফেনায় ভরে গেল।

গেইলি ডেমস্কির আরো কাছে এগিয়ে এসে পাছার নীচে, তলপেটের ওপর পর্যন্ত চক্রাকারে আঙুলের চাপ দিতে লাগল। ডেমস্কির ভিজে ত্বকের ওপর ওর আঙুল ঘোরাফেরা করতে লাগল।

নিজের উদ্দেশ্য কতোটা সিদ্ধ হচ্ছে জানার জন্য ও চোখ খুলে দেখল। গেইলি ওর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করল না। কিন্তু ওটাকে নড়ে উঠতে দেখে ওর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেল ডেমস্কির পুরুষাঙ্গ একটু মোটা হয়ে ফুলে উঠেছে।

ডেমস্কির শরীরের এই পরিবর্তনে ও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ডক্টর ফ্রিবার্গ এই পরিবর্তন নিজের চোখে দেখলে তিনিও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবেন। এই প্রথম গেইলি অন্ধকারের মধ্যে সামান্য আলোর ইশারা দেখতে পেল। বুঝতে পারল সাফল্য আর বিশেষ দূরে নয়।

এই সাফল্যে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে গেইলি দু হাত দিয়ে ডেমস্কিকে জড়িয়ে ধরল।

ডেমস্কি বলল, "আমাকে এভাবে জড়িয়ে ধরছ কেন, এমন তো কথা ছিল না।"

গেইলি বলল, "আজ আমার এক আনন্দের দিন। সাফল্যে অভিভূত হয়ে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে এমন করলাম। কিছু মনে করো না।"

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ন্যান হুইটকম্ব ঠিক করল, ও যে কদিন ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকবে, সে-কদিন টনি যাতে ওর সঙ্গে সম্ভোগে মিলিত না হয়, তার চেষ্টা করবে। বলবে, ডাক্তার বারণ করেছেন, এই সময় সম্ভোগে মিলিত হতে।

তবে ও জানে, এইভাবে ও টনিকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে না, টনির সঙ্গে ও যে জীবনযাত্রা শুরু করেছে তাতে টনির আবদার ওকে ঠিক মেনে নিয়েই চলতে হবে। ওর সুবিধে, অসুবিধের কথা যে টনিকে বোঝানো দরকার, তা আজ পল ব্র্যাণ্ডনের অ্যাপার্টমেণ্টে প্রশিক্ষণ নেবার সময় ওর মাথায় আসে। ও ডক্টর ফ্রিবার্গের ক্লিনিকের একমাত্র পুরুষ যৌন প্রতিনিধি। ছেলেটা অত্যন্ত সহযোগী প্রকৃতির। তাদের দু ঘন্টার মিটিং-এ ছেলেটা ওকে পরবর্তী ব্যায়াম সম্পর্কে বোঝাচ্ছিল। ব্যায়ামটা ছিল শরীরের সামনের দিকে হাত বোলানো। ন্যান জামাকাপড় খুলে এই ব্যায়াম শুরু করতে গেলে পল জানিয়ে দিল, সে তার স্তন বা যোনি স্পর্শ করবে না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে পল ওর শরীরের ওপর হাত বোলাতে লাগল। পলের হাতের স্পর্শে ওর দেহ গরম হয়ে উঠছিল। ইচ্ছে করছিল, পলের হাত দুটো চেপে ধরে ওর স্তনের ওপর নিয়ে আসে। ওর নিম্নাঙ্গের মধ্যেও পলের হাত ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পলের নির্দেশ ভঙ্গ করতে ওর মন ঠিক রাজি হলো না। নিজেকে ও তাই সংযত করে নিল। ওর শরীরে পলের হাত বোলানো পর্ব শেষ হলে, যখন পলের শরীরে ওর হাত বোলানো পর্ব শুরু হলো, তখন ওর খুব ইচ্ছে করছিল পলের পুরুষাঙ্গটা শক্ত করে চেপে ধরে। নিজের স্ত্রী-অঙ্গে ওটাকে স্বাগত জানায়। পল মনে হয় উপলব্ধি করতে পেরেছিল ন্যান কি ভাবছে, তাই ও ন্যানকে সংযত করার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ধীরে ধীরে কথা বলতে লাগল। ন্যানের মন থেকে উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেল।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই ন্যান বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। দেখল টনি জেকা বিছানার দিকেই এগিয়ে আসছে। ঘরের ম্লান হলুদ আলোতেই দেখতে পেল জেকার শরীরে কোন পোশাক নেই।

ঘরে ঢুকে জেকা বিছানার ওপর উঠে এসে ন্যানের শরীরের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে দিয়ে ওর নাইট গাউন টেনে নামিয়ে দিল। বলল, "পা দুটো দুপাশে ছড়িয়ে দাও।"

ওর এমন আচরণে ন্যান ক্রমশই বিস্মিত ও আতঙ্কিত হচ্ছিল, ভেবে পাচ্ছিল না, এ সময় ওর কি করা উচিত। ওর মাথা থেকে যাবতীয় বোধবুদ্ধি লোপ পাচ্ছিল।

'টনি, শোন......না......এখন ঠিক এসব......"

"না সোনা, আমার কথা শোন। তোমার কোমরের তলায় বালিশটা গুঁজে দাও।"

ও বাধা দেবার চেষ্টা করল, "না, টনি না, আমার পক্ষে এখন এসব করা সম্ভব নয়। ডাক্তার আমাকে বারণ করেছে। যে কদিন ইনজেকশন চলবে সে কদিন আমাকে ছুটি দিতে হবে।"

বিছানায় জেকা ন্যানের পাশেই বসেছিল। ওর দুটো হাতই ন্যানের নগ্ন হাঁটুর ওপর রাখা ছিল। অত্যন্ত বলশালী দুটো হাত দিয়ে জেকা ন্যানের পা দুটোকে দু পাশে টেনে সরিয়ে ফাঁক করে দিল ন্যান ওর সে চেষ্টাকে বানচাল করার আপ্রাণ চেষ্টা করল। অনুরোধ করল—, 'টনি প্লিজ ডাক্তার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত......"

জেকা ডাক্তারের নামে গালিগালাজ করে বলল, "আমি ডাক্তারের.....',

ওর দুটো পা এখন দুপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। জেকা ওর শরীরের ওপর উঠে ওর দেহের মধ্যে নিজের অঙ্গ প্রবিষ্ট করাতে সমর্থ হলো। ন্যান যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। ওর শরীরের প্রচণ্ড চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে জেকার বুকে চাপড় মারতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণার ফলে বলতে বাধ্য হলো, "জেকা অতো জোরে চাপ দিলে আমি মরে যাবো।"

"হ্যাঁ। সেই শুরু থেকে তুমি ঐ রকম করে যাচ্ছ।" বলে ও আবার চাপ দিল।

ন্যানের দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত ও ন্যানের শরীর থেকে সরে এসে পাশে বসল। "আজকে সেদিনের মতো অতোটা কষ্ট হয়নি কি বলো?"

"খুব কষ্ট পেয়েছি টনি, খুব।"

"তোমরা মেয়েছেলেরা ঐ রকমই। সব কিছুতেই অভিযোগ না করে থাকতে পারো না।"

'টনি, আমি বলি কি ডাক্তারের অনুমতি না নিয়ে আমাদের আর একাজে লিপ্ত হওয়া উচিত হবে না।"

"ডাক্তারের অনুমতি পেলে তুমি আর খুঁতখুঁত করবে না?"

"না করবো না।"

"ঠিক আছে, তাহলে যাও তোমার ঐ ডাক্তারকে দেখিয়ে এসো। কিন্তু ডাক্তারকে দেখানোর পর আর কিন্তু কোন রকম ওজোর আপত্তি শুনব না।"

"আমি শপথ করছি তোমাকে আর অসন্তুষ্ট করব না।"

পরের দিন বিকেলে ব্রাণ্ডনের অ্যাপার্টমেন্টের শোবার ঘরে ব্রাণ্ডন ও ন্যান পরবর্তী ব্যায়ামের প্রস্তুতি হিসেবে শরীর থেকে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলছিল। পোশাক খুলতে খুলতে ন্যান গত রাতে জেকার সঙ্গে তার সহবাসের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিচ্ছিল। শরীরে নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাসের পোশাক খুলতে খুলতে বলছিল, "এখনো নিম্নাঙ্গে ব্যথা রয়েছে।"

ব্রাণ্ডনও পোশাক খুলতে খুলতে বলল,"তোমার জেকা সত্যিই একটা পশু।"

"অত্যন্ত বাজে একেবারে। তাকে ছাড়া অন্য কোথাও আমার যে যাবারও নেই।"

'আমার মনে হয় ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার পক্ষে সহায়ক নতুন কোন কাজ তুমি তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে। তখন ওর কাছ থেকে দূরে থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়। তোমাকে দেখতেও সুন্দর, একাধিক পুরুষ সঙ্গী পেয়ে যেতেও তোমার কোন অসুবিধে হবে না।"

"এ কি তোমার মনের কথা ব্রাণ্ডন?"

ওর আশায় ভরা কণ্ঠস্বর শুনে ব্রাওনকে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতে হলো। ন্যান ওর বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্রাওন মনে মনে বলল, 'বেশ আকর্ষণীয় রূপ,বহু মানুষকে সুখী করার পক্ষে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের অধিকারী.' "একেবারে খাঁটি কথা," ব্রাওন বলল।

"কোন পুরুষ আমার সঙ্গে শুয়ে কি আদৌ আনন্দ পাবে। জেকার মতো যদি আবার যোনির চাপের মধ্যে পড়ে কষ্ট পায়।"

"আমার মনে হয় তা আর হবে না। আমার বিশ্বাস, তুমি এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছ।"

"তুমি কি করে নিশ্চিত হলে।"

"ন্যান, তোমার চিকিৎসা শেষ হলেই তুমি নিজেও সেটা উপলব্ধি করতে পারবে।"

"আমি নিজে বুঝতে পারব।"

"ন্যান, আমি আশা রাখি তোমার চিকিৎসা শেষ হবার আগেই তুমি উপলব্ধি করতে পারবে প্রেম কতোটা সুখের ও উপভোগ্য। যাইহোক, জেকাকে ঘিরে তোমার অভিজ্ঞতার কথা তুমি ডুর ফ্রিবার্গের কাছে খোলাখুলি বলো। উনি তোমাকে বিকল্প কিছু প্রস্তাব দিতে পারেন, যাতে তোমার সুবিধেই হবে।"

"আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে চাই।"

"আমরা তারই চেষ্টা চালাচ্ছি ন্যান। এবার আমরা যে নতুন ব্যায়াম শুরু করব, তার নাম হলো অঙ্গ পরিচয়।"

"ও হ্যাঁ, তুমি আমাকে এই ব্যায়ামের কথা আগে একবার যেন বলেছিলে মনে পড়ছে। আমি তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"না ভয় পাবার কিছু নেই। এটি হলো নিম্নাঙ্গ পরীক্ষার এক নতুন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গকে ভালো করে জানা যায়। আমরা সাধারণভাবে নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গের সঙ্গে পরিচিত। কোথায় তাদের মিল এবং কোথায় তাদের অমিল তাও আমরা জানি। অধিকাংশ পরিণত বয়স্ক মানুষই এই অঙ্গ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে না। দুজনে একসঙ্গে এ ক্ষেত্রে বিচরণ করে আমরা জানতে পারব, কোথায় এদের মিল, অমিল। যাই হোক, আমি কি আগে তোমার অঙ্গ দর্শন করব, নাকি তুমি আগে আমার অঙ্গ দর্শন করবে? আমরা অবশ্য নারী অঙ্গ দর্শন দিয়ে আমাদের পরিদর্শন কাজ শুরু করতে পারি। তুমি কি পছন্দ করো, আমাকে দিয়ে শুরু করবে, নাকি তোমাকে দিয়ে?"

"হ্যাঁ পল," ন্যান ঢোক গিলতে গিলতে বলল, "তোমাকে দিয়েই শুরু হোক। আমাদের প্রথমে কি করতে হবে?"

"আমরা দুজনে একসঙ্গে বিছানায় উঠব। উঠে আমি পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ব। তুমি আমার অঙ্গগুলো একে একে চিনে নেবে? আচ্ছা, তুমি আগে কখনো কোন পুরুষকে অনেক কাছে থেকে পরীক্ষা করেছ?"

"না, করিনি।"

"তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি ধরবে, আমি ব্যাখ্যা করে যাবো কোনটা কি। দেখ, পারবে তো?"

"হ্যাঁ, পারব।"

"তাহলে এবার এসো।"

ওরা দুজনে বিছানায় উঠল। ও পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ন্যানকে ওর কাছে সরে আসতে বলে, ন্যানের থাইয়ের ওপর ওর পা দুটো তুলে দিল। পুরুষের গোপন অঙ্গের সঙ্গে একে একে ন্যানের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল।

ব্র্যাণ্ডনের প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে ন্যানের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে ব্রাণ্ডন ন্যানকে বলল, "এবার তুমি শুয়ে পড়।"

ন্যান বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ব্র্যাণ্ডন ওর গায়ের কাছে এগিয়ে গেল। টেবিল থেকে একটা বোতল ও আগেই তুলে এনেছিল। এবার ও সেটার ছিপি খুলে তেল বার করে ন্যানের যোনি মুখে ঘষতে লাগল। "তুমি যাতে ব্যথা না পাও, তাই এই তেলটা দিচ্ছি," ও বলল। ন্যান চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। ব্র্যাণ্ডন ওর তলপেটের ওপর আস্তে আস্তে চাপড় মারতে লাগল। কিছুক্ষণ চাপড় মারার পর, ওর ভগাঙ্কুরের ভেতরে, বাইরে আঙুল ঢোকাতে ও বার করতে লাগল। একটা আঙুল ওখানে ঢুকিয়ে রেখে ওটার পরিচয় ব্যাখ্যা করতে লাগল। ন্যানের গোপন অঙ্গের অভ্যন্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে আঙুল বার করে আনার সময় ব্র্যাণ্ডন উপলব্ধি করল, একবারও ওর আঙুল বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। বুঝতে পারল, এটা ওর এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

এই অঙ্গ পরিদর্শন অভিযানে ন্যান এতোই পরিতৃপ্ত হয়েছে যে, ও তখনো চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। "কোন ব্যথা পেলে?" ব্র্যাণ্ডন জানতে চাইল।

"একদম নয়। কিন্তু একটা জিনিস জানার আছে ব্র্যাণ্ডন।"

"কি জানতে চাও বলো।"

"আমি কি করে জানতে পারব আমার আর কোন অসুবিধে নেই।"

"তুমি আর আমি যখন যৌন সম্ভোগে মিলিত হবো, তখন তুমি আরাম পেলে জানবে, তোমার আর কোন অসুবিধে নেই।"

বিকেলবেলায় থেরাপি কক্ষে পোশাক খুলতে খুলতে গেইলি মিলারের মনে হলো, আজ চেট হাণ্টারের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এখন পর্যন্ত বেশ বিনা বাধাতেই ওর থেরাপি চলেছে। প্রথম কয়েকটি পর্যায়ের ব্যায়াম ও উলঙ্গ পর্যন্ত সব ঠিকই আছে, ডেমস্কির মতো ছেলেটা ধ্বজভঙ্গের রোগে ভুগছে না। ওর সামনে উলঙ্গ হতেও দ্বিধা করেনি। তবে, ওর মৈথুন-পর্ব-রেতঃস্খলনের সমস্যার মধ্যে এতোটুকু বানানো কিছু নেই।

গেইলির মনে পড়ে, গেইলি ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, "চেট তোমার মেয়ে বন্ধু আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ আছে।"

"তার সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু শোনাও।"

ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করে। "তার সম্পর্কে কি আর আমার বলার আছে?"

"তুমি তাকে ভালোবাসো তো?"

"খুব। তাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে চাই।"

"এই মেয়েটা সম্পর্কেই তুমি ফ্রিবার্গকে বলেছিলে? এর সঙ্গেই তুমি বহুবার একই বিছানায় শুয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু এক বিছানায় শোয়াকে তুমি সফল করতে পারোনি।"

"মনে হয় না, সে জন্যই তো আমার এখন আসা। অতি দ্রুত আমার রেতঃপাত ঘটে যায়।"

"কতো দ্রুত, তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে। না কি বাইরে থেকে স্পর্শ করার পরই।"

"হ্যাঁ তাই, আমি এই লজ্জা থেকে মুক্তি পেতে চাই।"

"তুমি তো সে চেষ্টাই এখন করছ," গেইলি বলল।

"আমার চেষ্টা সফল হবে?"

"নিশ্চয়ই হবে। শুধু তোমাকে একটু ধৈর্য ধরে আমি যেভাবে বলব, সেভাবে ব্যায়াম করে যেতে হবে। আমার ওপর ভরসা রাখতে হবে।"

ব্যায়াম শেষে বাড়ি ফিরে আসার সময় চেট নিজের মনে বলল, আমাকে এখনো ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যেতে হবে। সেদিনের ব্যায়ামে আশার অতিরিক্ত ফল পাওয়ার ফলে ও এমন সিদ্ধান্ত নিল। ও আর তাড়াহুড়োর মধ্যে যাবে না। গেইলি ওকে যেভাবে অনুসরণ করে যেতে বলবে, সেভাবেই অনুসরণ করবে।

গতকাল রাতে শুতে যাবার সময় পলকে একটা ফোন করার কথা ভেবেছিল গেইলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ফোন করা হয়ে ওঠেনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে তাই পলের কথা আগেই মনে পড়ে গেল। ঘুমের মধ্যে গেইলি কেবল পলকে নিয়েই স্বপ্ন দেখেছে। তাহিত্তির এক প্রত্যন্ত অঞ্চল দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপে ও আর পল বেড়াতে গিয়ে এক উষ্ণ অরণ্যের ভেতর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। সামনে ও আর ওর পেছন পেছন ছুটছে পল।

ও ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারল, এ সময় পল ব্র্যাওনকে ফোন করা বৃথা। ইউসিএল-এ গ্রাজুয়েট স্কুলে ওর ভর্তির বাকি পরীক্ষাগুলোর জন্য এখন শুধু শুধু সময় নষ্ট করাও ওর উচিত হবে না। সাইকোলজির অ্যাডভান্সড টেস্ট এবং অ্যাপটিচুড টেস্টে ও ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে। এখন বাকি পরীক্ষায় সফল হলে ওর লক্ষ্য পূরণের পথ প্রশস্ত হয়।

বিছানা ছেড়ে উঠে শাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ হাত ধুয়ে সকালের খাবার খেয়ে বেরবার জন্য ব্রিফকেস হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে আসতে ওর টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা হাতে তুলে নিল। ভাবল নিশ্চয়ই ডক্টর ফ্রিবার্গ অথবা অ্যাডাম ডেমস্কি বা চেট হাণ্টারের ফোন।

ও সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর চিনতে পারল, ফোন করছে পল ব্র্যাওন। বলল, "হ্যালো বন্ধু, আমি প্রায় সারাটা দিন রাত তোমার ফোনের আশায় টেলিফোনের পাশে বসে কাটিয়ে দিলাম। তুমি আমাকে ফোন করবে কথা দিয়েছিলে। কিন্তু একবারও ফোন বাজল না, ব্যাপার কি?"

"আমি সত্যিই খুব দুঃখিত পল। এখন বড্ড ব্যস্ত। তাই ফোন করতে পারিনি। তুমি তো জানো দুটো রুগী নিয়ে আমি..."

"আমি জানি, তবুও..."

"দুটো রুগী মানে দুবার ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে আলোচনা। দুবার করে তাঁর কাছে রিপোর্ট পেশ করা। আমি এখন লস অ্যাঞ্জেলসে যাচ্ছি আমার গ্রাজুয়েশনের জন্য কিছু কাজ এখনো সেখানে বাকি আছে।"

"সে যাচ্ছো যাও। কিন্তু তুমি আমাকে একা, অত্যন্ত একা করে রেখে যাচ্ছো।"

"তোমাকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করছে," গেইলি আবেগের সঙ্গে বলল, "আজ বিকেলে আমি আবার তোমাকে ফোন করব। আজ রাতে কি তোমার কোন কাজ আছে?"

"না, আজ রাতে আমি ফাঁকা আছি। ছটা পর্যন্ত আমার রুগীর সঙ্গে সঙ্গে থাকবো, তারপর আমি ফ্রি হয়ে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে আজ রাতে তাহলে তুমি আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে খেয়ো। নটা নাগাদ আসবে কিন্তু।"

ওয়েস্টউডে এম এটি টেস্টের মধ্যে দিয়ে গেইলির সকালটা কেটে গেল। সেখান থেকে হিলস্রেডে ফিরে এসে ও দুটো মিটিং করল। একটা ডক্টর ফ্রিবার্গ ও ডেমস্কির সঙ্গে এবং আর একটা ফ্রিবার্গ ও হাণ্টারের সঙ্গে।

বিকেলবেলাটাও ওর বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। বেলা দুটো নাগাদ অ্যাডাম ডেমস্কির সঙ্গে ওর একটা ব্যায়াম ছিল। দ্বিতীয়টা বিকেল পাঁচটার সময় চেট হাণ্টারের সঙ্গে। তারপর থেকে রাতের খাবার তৈরি করার জন্য ও আবার ব্যস্ত হয়ে উঠবে। আজকের রাতটা ওর নতুন আনন্দে কাটবে। যে আনন্দে ওর সঙ্গী হবে ব্র্যাওন। ঐ সুখের চিন্তায় ও বিভোর হয়ে উঠল।

বেলা ঠিক দুটোর সময় অ্যাডাম ডেমস্কি এলো। গেইলি তখন পরে ছিল সিল্কের একটা গাউন। ওর নীচে আর কিছু ছিল না।

ডেমস্কিকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে গেইলি ওর জ্যাকেট খুলে ফেলতে সাহায্য করল। ডেমস্কিকে স্মরণ করিয়ে দিল, আজকের ব্যায়ামটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ সফল হলে ভবিষ্যতে যৌন মিলন সম্ভব করতে সে পুরোপুরি সফল হবে।

থেরাপি কক্ষে গেইলি ইতিমধ্যেই মাটির ওপর একটা গদি পেতে ফেলেছে। মোটা নরম গদির ওপর একটা সাদা চাদর। চাদরের ওপর দুটো বালিশ। গদি পাতা হয়ে গেলে গেইল দেখল, ডেমস্কি একে একে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলছে। ডেমস্কির সমস্ত পোশাক খোলা হয়ে গেলে গেইলি সিল্কের গাউনটা খুলে ফেলে নিজেও উলঙ্গ হয়ে গেল।

উলঙ্গ শরীরে গেইলি গদির ওপর বসল। গেইলিকে অনুসরণ করে ডেমস্কিও বসল।

"আজ আমরা কোন্ ব্যায়ামটা করব সেটা কি তোমার জানা আছে?" গেইলি ডেমস্কিকে জিজ্ঞেস করল।

"না, কোনটা?"

"আজকে আমরা যে ব্যায়ামটা করব, সেটা একই সঙ্গে আনন্দদায়ক এবং কার্যকর। এই ব্যায়ামটার নাম দি ক্লক।"

"দি ক্লক?" ডেমস্কি কথাটা পুনরায় বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এটা কি ধরনের ব্যায়াম।"

"না, এই ব্যায়ামের সঙ্গে ঘড়ির কোন সম্পর্ক নেই। আমি শুধু মনে মনে ভাবব, আমার যোনির মধ্যে একটা টাইমপিস ঘড়ি রয়েছে।"

ডেমস্কির ভুরু কপালে উঠে গেল। "তুমি মনে করবে তোমার যোনির মধ্যে একটা টাইমপিস ঘড়ি রয়েছে? কিভাবে?" তারপর বলল, "কিন্তু কিভাবে?"

গেইলি ওর কাছে বিশদভাবে ঘড়ি ব্যায়াম পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে শোনাল।

"তাহলে তুমি বুঝতে পারলে, এবার আমরা শুরু করতে পারি?" গেইলি বলল, "এবার শুয়ে পড়া হোক। আমি তোমার থাই, তলপেট ও বুকে টোকা মারব। তারপর আমাদের ব্যায়াম শুরু হবে।"

পালক স্পর্শের মতো অতি ধীরে গেইলি ওর শরীর স্পর্শ করলে ডেমস্কি ওর যোনির বাইরে, ভেতরে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগল।

এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর গেইল উঠে বসল। ডেমস্কিকেও উঠে বসতে ইঙ্গিত করল। উঠে বসে বলল, "এখন তুমি বসো আমি এবার শুয়ে পড়লাম।" বলে ও শুয়ে পড়ল। তারপর ডেমস্কিকে বলল, "এবার তুমি আমার হাঁটু দুটো ধরে পা ফাঁক করে দিয়ে দুটো পায়ের ফাঁকের মধ্যে বসো। আস্তে আস্তে তোমার তর্জনী আমার যোনি মুখে ঢোকাতে থাকো। প্রথমে এক ইঞ্চি, তারপর আধ ইঞ্চি, তারপর দু ইঞ্চি। আমি আমার যোনি মধ্যের কল্পনার ঘড়ির মাধ্যমে আমার প্রতিক্রিয়া তোমাকে জানিয়ে যেতে থাকবো।

"ব্যস্, এইটুকুই!"

"হ্যাঁ, এইটুকু নয়। এটাই অনেক। একবার দেখ না, কেমন উপভোগ্য।"

গেইলি পা দুটো আরো ফাঁক করে দিলে, ডেমস্কি ওর তর্জনী গেইলির যোনির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগল।

"হ্যাঁ, এইভাবে একটু বেঁকিয়ে", গেইলি ওকে উৎসাহ দিল।

ডেমস্কি তর্জনীটা পুরোপুরি ওর যোনির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। গেইলি হয়তো ওকে এটাই বোঝাতে চাইল, নারী দেহকে সন্তুষ্ট করার জন্য পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।

"কেমন অনুভব করছ," ডেমস্কিকে ও জিজ্ঞেস করল।

"নরম উত্তপ্ত।"

"আর সেইসঙ্গে চারপাশ থেকে তোমার আঙুলটাকে আঁকড়ে ধরেছে সেটাও অনুভব করছ নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ তাং "

"এটা হচ্ছে কারণ" যোনির মধ্যে যখনই কিছু প্রবেশ করে, যোনির অভ্যন্তরের পেশী তাকে তখনই চেপে ধরে। অনেকটা ইলাস্টিক পাউচের মতো। তার ভেতরে যাই হোক না কেন। যোনিও সেই রকম, তার ভেতরে যেটা প্রবেশ করল সেটাকে উপযুক্ত স্থান করে দেবার জন্য তার প্রয়োজন মতো বাড়ে কমে।"

কথা বলতে বলতেই গেইলি নীচের ঠোঁটের ওপর সামনের দাঁত চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে ফেলল। ডেমস্কিকে বলল, "ডেমস্কি তোমার আঙুল ওখানে স্থির করে রেখো না। ঢোকাও, বার করো।"

ওর উত্তেজনা একেবারে চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। বেশ অনেকক্ষণ পরে ওর উত্তেজনা প্রশমিত হলে, বালিশে মাথা হেলিয়ে শুয়ে পড়ল।

ডেমস্কি সটান উঠে দাঁড়াল। "দেখ, তুমি আমার কি করেছ," ও বলল।

এক ধ্বজভঙ্গ পুরুষের অঙ্গের ঐ চেহারা দেখে ওর বিস্ময়ের আর শেষ রইল না। দেখল, ওর পুরুষাঙ্গ প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা হয়ে ফুলে রয়েছে। অসাধারণ। ও আবেগ প্রকাশ করল।

"তোমার তো অনেক উন্নতি হয়েছে।"

"তোমার কি মনে হয়, আমি একেবারে স্বাভাবিক হয়ে উঠব।"

"নিশ্চয়ই হবেই।"

ঠিক পাঁচটার বদলে পাঁচটা বেজে দশে বেল বেজে উঠলে গেইলি দরজা খুলে চেট হান্টারকে ভেতরে ঢুকতে বলল, ও দেখল, এই প্রথম চেট দেরি করে ওর কাছে এলো।

এর আগে প্রতিবারই চেট ওর কাছে নির্ধারিত সময়ের আগেই এসেছে! এবার দেরি করে আসার কারণ হিসেবে গেইলি অনুমান করল, হয় সে এই চিকিৎসায় এখন আগ্রহী নয়, নয়তো আগের মতো সেই তাড়াতাড়ি ফিরে যাবো, ফিরে যাবো ভাবটা আর নেই। ওর মনে হলো, চেট এখন নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলতে চায়, মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চায়। তাই এখন ওর মধ্যে কোন হুটোপাটি নেই। প্রতিনিধি যা বলবে, ধৈর্য ধরে তাই শুনে মেনে চলতে ও আগ্রহী।

"চেট, এখন একটু চা খাবো, তুমিও কি আমার সঙ্গে খাবে?"

"নিশ্চয়ই। তুমি যা করবে আমি তাই করব।"

"তাহলে এখন এখানে বসে একটু বিশ্রাম করো। আমি তোমার আমার জন্য চা করে আনি।"

হাণ্টার ইজি চেয়ারে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। ইতিমধ্যে গেইলি দু কাপ চা নিয়ে এলো। কথায় কথায় গেইলি ওর কাছে জানতে চাইল, ওর লেখাপত্তর কেমন চলছে। গেইলি জিজ্ঞেস করল, "তোমার মেয়ে বন্ধুর খবর কি? তোমার কাজকর্মে সে কি তোমাকে সাহায্য করে?"

"সে সাহায্য করতে আগ্রহী। কিন্তু সে অন্য কাজ করে।"

"তাকে সঙ্গে নিয়ে কথা বলতে তোমার আগ্রহ আছে?"

"না", ও দৃঢ় কণ্ঠে ওর আপত্তি জানাল। আচ্ছা, তোমার কোন বন্ধু আছে?"

ও ইতস্তত করতে লাগল, সত্যিই কি আছে? গেইলি মিথ্যে বলতে চাইল না। "আছে হয়তো।"

"আমার মতো সেও মিলনপূর্ব রেতঃপাতের সমস্যায় ভুগলে কি করবে?"

পল ব্রাওনের কথা ভেবে গেইলি মুখের ওপর কোনরকম ভাবনার রেখাপাত ঘটতে দিল না। বলল, "কেন, যেভাবে তোমার চিকিৎসা করছি সেভাবে তারও করবো।"

"তুমি মনে করো এতে কাজ হবে?"

"আমার সে রকমই বিশ্বাস।"

হাণ্টার চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা পাশে সরিয়ে রাখল। "যাইহোক, এখন আমাদের কি করণীয়?"

"গতকাল আমরা যে ব্যায়াম করেছি, আজ আবার আমরা সেই একই ব্যায়াম করব। আমি ড্রঃ গ্রিবার্গের সঙ্গে কথা বলেছি। এই রকমই তাঁর পরামর্শ। আমরা জামা-কাপড় খুলে ফেলে যৌনাঙ্গ সমেত পুরো ম্যাসাজ করব, তবে কালকের ব্যায়ামের সঙ্গে আজকের ব্যায়ামের কিছু পার্থক্য আছে।"

"এবার তুমি আমার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করার সময় এই কথাটা মনে রাখবে যে, তোমার নিজের আনন্দের জন্য তুমি আমার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করছ। আমিও তেমনি আমার আনন্দের জন্য তোমার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করব। আমার বা অন্য কারুর যোনিতে তুমি পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট করালে সেটা তো তোমার আনন্দের জন্যই করো। আর আমিও আমার মতো আনন্দ পাবো। আমরা দুজনে একে অন্যের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করব।"

"যদি তুমি আমার মাধ্যমে আনন্দ না পাও?"

"সেটা ঘটা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে আজকে আমরা অতোদূর যাবো না। ব্যায়ামের শেষ পর্যায়ে আমি তোমার পুরুষাঙ্গটা হাতে ধরে আমার যোনির কাছে নিয়ে যাবো।"

"তার মানে তুমি বলছ হস্ত..." চেট চমকে উঠল।

"যা তুমি মনে করো। তবে আমি ওটা আমার যৌনাঙ্গের কাছে নিয়ে যাবো, কিভাবে উত্তেজনা কমাতে হয় তার নির্দেশ দেবার জন্য। আচ্ছা যাক, চলো ব্যায়াম শুরু করা যাক।"

এখন ওরা দুজনে উলঙ্গ অবস্থায় গেইলির থেরাপি রুমে। গেইলি ওকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা তুমি কখনো মোচড়ানো, নিংড়ানো পদ্ধতির কথা শুনেছ?"

"সেটা কি?"

"মিলন-পূর্ব রেতঃস্খলন বন্ধ করার জন্য মোচড়ানো পদ্ধতি।"

"মোচড়ানো? ও হ্যাঁ একটা গবেষণা পত্রে আমি এ সম্পর্কে পড়েছি।"

"আমরা এখন ওটাই করতে চলেছি। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগের জন্যই মিলন-পূর্ব রেতঃস্খলন বন্ধ করার জন্য মোচড়ানো পদ্ধতি।"

"আমরা এখন ওটাই করতে চলেছি। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগের জন্যই মিলনপূর্ব রেতঃস্খলন ঘটে। আমি তোমার পুরুষাঙ্গে টোকা মারলে, তোমার মনে হবে এখনই আনন্দটা ষোলআনা

উপভোগ করে নিই। তোমার মনেরই অন্য একটা দিক বলবে না এটা আরো কিছুক্ষণ জিইয়ে রাখা হোক। তাই না?"

"হ্যাঁ সেরকমই মনে হয়।"

"দেখ, মিলন-পূর্ব রেতঃস্খলনের হাত থেকে মুক্তির দুটো পথ আছে। একটা হলো, তথাকথিত প্রচলিত ব্যবস্থা। দু এক চুমুক মদ খেয়ে নিলে যৌন উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। অথবা অজ্ঞান করার কোন মলম লাগালে বা কনডোম ব্যবহার করলে একই ফল পাওয়া যেতে পারে। অথবা ঘরের পর্দা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির দিকে তাকিয়েও অন্য দিকে মন সরিয়ে উত্তেজনা ধরে রাখা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে সেরা পদ্ধতি হলো, মোচড় পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে তোমার সে সমস্যার সমাধান অবশ্যই হবে। আমাকে বিশ্বাস করো চেট, কাজ হবেই। তুমি উত্তেজনার চরমে পৌঁছলে আমাকে জানাবে। রেতঃপাতের ঠিক এক-আধ মিনিট আগে। আমি ওটির নিঃসরণের বিলম্ব ঘটিয়ে দেব।"

"ঠিক আছে আমি বলব।"

গেইনি প্রতিশ্রুতি দিল, "তুমি বলা মাত্রই আমি তোমার পুরুষাঙ্গটা ধরে নেব। তিনটে আঙুল দিয়ে লিঙ্গের মাথার নীচে ও লিঙ্গের একেবারে ওপরে চাপ দিতে থাকব। তাতে তোমার ব্যথা পাবার কোন ভয় নেই। তোমার সঙ্গম ইচ্ছাটা কেবল আস্তে আস্তে প্রশমিত হয়ে যাবে। তোমার লিঙ্গ নিয়ে ঐভাবে ম্যাসাজ করতে থাকবো। যতোক্ষণ না ওটা আবার শক্ত হয়ে ওঠে। লিঙ্গ একবার ঘুমিয়ে পড়ার জন্য চিন্তা করার কিছু নেই। কারণ, পুরুষাঙ্গকে একবার ছেড়ে দশবার সোজা করে তোলা যায়। আমি বার বার মোচড় দিয়ে তোমার লিঙ্গকে সোজা করে তুলব। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে অন্তত পাঁচ মিনিট করে তোমার লিঙ্গ সোজা রেখে তোমাকে আনন্দ দেওয়া যায়। এইভাবে পাঁচ মিনিট থেকে বাড়িয়ে ওটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত করতে হবে। কারণ, নারীর অঙ্গের ভেতরে বাইরে পনেরো মিনিট পর্যন্ত ওটা শক্ত রাখাই আমাদের লক্ষ্য। তুমি তাই চাও তো?"

"হ্যাঁ, আমার আপত্তি নেই," চেট বলল।

গেইনি বলল, "শুরুতে প্রথম প্রথম কিছুদিন তোমাকে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে হবে। তোমার নিজেকেই ওটাকে স্পর্শ করতে হবে। শক্ত করতে হবে।"

চেট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "আরে! তুমি কি বলছ, আমাকে হস্তমৈথুন করতে হবে?"

"হ্যাঁ, করতে হবে, করবে।"

"আমি ও কাজ করি না।"

"চেট, সবাই করে, অন্তত কোন না কোন সময় করেছে বা করে। তুমিও করেছ।"

"আমি যখন ছোট ছিলাম তখন করেছি! সব বাচ্চা ছেলেই করে।"

"এখন তুমি পূর্ণবয়স্ক মানুষ। আমি চাই, আমাদের পরবর্তী ব্যায়ামের আগে পর্যন্ত তুমিও করো। হস্তমৈথুন শুরু করে মোচড় দিয়ে উত্তেজনা প্রশমিত করো। তুমি বাড়িতে প্র্যাকটিস করলে, আমাদের সময় অনেকটা বেঁচে যাবে।"

"আমার এই বয়সে বাড়িতে বসে এ ধরনের কাজ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

"দেখ চেট, আমি তোমাকে বলছি, হস্তমৈথুন কোন অন্যায় কাজ নয়। আমাদের সেক্স থেরাপির এটা একটা অঙ্গ। আমার কথায় ভরসা করতে না পারো ডাঃ ফ্রিবার্গের সঙ্গে একবার আলাপ করে দেখ।"

"হ্যাঁ আমি ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"বেশ তাই হবে।"

ডক্টর ফ্রিবার্গ তাঁর চেম্বারে বসে চেট হাণ্টারের কথা শুনছিলেন। ওর কথা শুনতে শুনতে ডক্টর মাথা নাড়াতে লাগলেন। বললেন, "দেখুন মিস মিলার আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, তা মূলত অনুসরণযোগ্য। নির্ভুল, উচিত পরামর্শ। আপনি কেন যে এর এতো বিরোধিতা করছেন বুঝতে পারছি না।"

"আসলে আমার এ কাজ একদম পছন্দ হচ্ছে না।"

"কেন পছন্দ হচ্ছে না," ফ্রিবার্গ আবার জানতে চাইলেন। "ছোটবেলায় আপনি হস্তমৈথুন করলে আপনি জানতেন, আপনার বাবা মা আপনার এই কাজ অনুমোদন করবেন না, তাই আপনি তাঁদের জানান নি। কিন্তু এখন, আপনার একটা বৈজ্ঞানিক সত্য জেনে রাখা দরকার যে, হস্তমৈথুন করলে আপনার শরীরের কোন ক্ষতি হবে না।"

হাণ্টার ওঁর কথায় সম্মতি জানাল। বলল, "হ্যাঁ, এ প্রসঙ্গে আমি আপনার সঙ্গে একমত। আমার নিজের লেখার জন্য বহু গবেষণা করে আমি এই তথ্য জেনেছি। কিন্তু এখনো ছোটবেলার সেই ভয় আমাকে পেছনে ঠেলে সরিয়ে দেয়। হস্তমৈথুন করতে বাধা দেয়।"

"দেখুন, ছোটবেলার আতঙ্ককে চিরসঙ্গী করা উচিত নয়। পুরনো দিনের গবেষণার রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, চুরানব্বই শতাংশ পুরুষ কোন-না-কোন সময় হস্তমৈথুন করেছে। অতি সাম্প্রতিক কালের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে সমস্ত পুরুষই কোন-না-কোন সময় হস্তমৈথুন করেছেন। আপনাকে সত্যি কথা বলতে আমার বাধা নেই আমি নিজেও হস্তমৈথুন করেছি।"

"সে আপনি যখন ছোট ছিলেন।"

ফ্রিবার্গ মাথা নাড়লেন। বললেন, "না, আমি যখন ছোট ছিলাম কেবল তখনই নয়, পরেও। এই কয়েক বছর আগেও, যখন আমার বউ বাড়ি ছিল না, খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম এবং একটু স্বস্তি প্রত্যাশা করছিলাম।"

"আমি বলব, আপনি নিতান্তই ভদ্রলোক," হাণ্টার বলল।

"এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিক পুরুষও।" ফ্রিবার্গ ওর কথার সঙ্গে যোগ করলেন। "মিস্টার হাণ্টার, আমার কথার ওপর ভরসা রাখুন। আমি আপনাকে বলছি, হস্তমৈথুন পাপ নয়। আমি আপনাকে পরামর্শ দেব, মিস মিলারের নির্দেশমতো হস্তমৈথুন করুন। তাতে আপনারই উপকার হবে।"

"দেখুন, আমি আপনার পরামর্শ মেনে নিতে পারি, যদি কোন তরুণী আমার মৈথুন-পূর্ব রেত-স্খলন বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে। নিজে হাতে আমার ও কাজ করা সম্ভব নয়।"

"দেখুন সমান কার্যকর অন্য পদ্ধতিও আছে। আপনি সেটাও অনুসরণ করতে পারেন।"

"আছে না কি? কি সে পদ্ধতি।"

"প্রতিনিধিরা একে বলে থামো-ও-শুরু করো পদ্ধতি। আপনি নিজেই নিজেকে উত্তেজিত করে একেবারে রেতঃস্খলনের পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যান, তারপর সংযত করুন, নিজেকে শীতল করুন। আপনার পুরুষাঙ্গকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন। স্বাভাবিক হয়ে যাবার পর, আবার ওটাকে উত্তেজিত করে তুলুন। তুলে একইভাবে আবার শীতল করুন। এইভাবে করতে থাকুন। এটাকেই বলে "থামো-ও-শুরু করো" পদ্ধতি।"

'আমার মনে হয় একবার উত্তেজিত করলে আমি আবার ওটাকে নামিয়ে আনতে পারবো না।" হাণ্টার ওর ব্যর্থতা, অসহায়তা প্রকাশ করল।

ফ্রিবার্গ বললেন, "তখন ঐ মোচড় পদ্ধতি অনুসরণ করুন। ওটা করতে পারলে লাভ হবেই। আজ রাত্তিরে বাড়ি গিয়ে আপনি পাঁচ-ছ বার করুন। কাল সকালে আবার মিস মিলারকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকবার করুন। কি, করবেন তো?"

"আপনি যদি আশ্বাস দেন তাতে আমার সহবাস সুখের হবে।"

"পেইলি মিলার আপনাকে ভরসা দিয়েছেন, আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। স্বাভাবিক রতি ক্রীড়া করতে পারবেন। আমি আপনাকে, বলতে পারেন এই একই গ্যারাণ্টি দিচ্ছি।" ফ্রিবার্গ উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দনের জন্য হাত এগিয়ে দিলেন। "আপনার ভাগ্য প্রসন্ন হোক মিস্টার হাণ্টার।"

"আমরা দুজনে একসঙ্গে করতে পারি না?" ন্যান হুইটকম্ব জিজ্ঞেস করল।

ও ব্র্যাণ্ডনের বিছানার ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে শুয়ে ব্র্যাণ্ডনের পোশাক খোলা দেখছিল।

"একসঙ্গে?" উলঙ্গ ব্র্যাণ্ডন বিছানার ওপর ন্যানের পাশে এসে বসল। বলল, "তোমাকে সত্যি বলছি ন্যান, তুমি যেভাবে চাইছ, সেভাবে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিক পদ্ধতিই আমার জানা আছে। তুমি শুয়ে পড়, চোখ বন্ধ করে বিশ্রামের ভঙ্গিতে শুয়ে থাকো। আমি তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিয়ে যাবো। আমার করা হয়ে গেলে, তুমিও ঠিক ঐভাবে আমার দেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে যাবে।"

"তাহলে এসো না দুজনে একই সঙ্গে পরস্পরের গায়ে হাত বোলাই।"

ব্র্যাণ্ডন ইতস্তত করছিল। বলল, "বিশেষ লাভ আছে কি তাতে?"

"তা আমি জানি না। তবে বেশ সুখ, তৃপ্তি অনুভব করা যাবে তাতে। কোন পুরুষের দেহ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি চাই পুরুষও আমার দেহ স্পর্শ করুক।"

"আচ্ছা, তাই হোক।" ব্র্যাণ্ডন সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল। "আমি তোমার পাশে শোব। আমরা দুজনেই চোখ বন্ধ করে থাকবো। আমি তোমার দেহে হাত বোলাবো, তুমি আমার দেহে হাত বোলাবে। তোমার শরীরে আমি যা করব, আমার শরীরে তুমিও তাই করবে।"

"তুমি কিছু মনে করলে না তো পল?"

"তোমার এ প্রস্তাব আমার কাছে উপভোগ্য।" ও মুচকি হেসে বলল।

ব্র্যাণ্ডন ন্যানের গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। ন্যানের নগ্ন পাছায় ব্র্যাণ্ডনের উরু ঠেকে গেল। ও দেখল, ন্যান চোখ বুঁজে ফেলেছে। ও-ও চোখ বুঁজে ন্যানের মুখে, নাকে, চিবুকে চোখের নীচে হাত বোলাতে লাগল।

একই সময় ব্র্যাণ্ডন অনুভব করল, ন্যানের হাতের তপ্ত আঙুল ঠিক ওর অনুকরণে ওর মুখের ওপর ঘোরাফেরা করছে।

আস্তে আস্তে ব্র্যাণ্ডন ওর হাতের আঙুল ন্যানের স্তনের ওপর, চারপাশে বুলিয়ে স্তন দুটো একটু টিপে দিল। বোঁটা দুটো বাদে স্তন দুটো বেশ নরম। বোঁটা দুটোই কেবল একটু শক্ত। ওর স্তনের ওপর হাত বোলাবার সময় ব্র্যাণ্ডন অনুভব করল, ন্যান ওর বুকের ওপর আঙুল ঘষছে, ওর বুকের লোমগুলো ধরে ধরে টানছে, ওর বুকের শক্ত বোঁটার ওপর নরম হাতের চেটো ঘষছে।

প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট ধরে এভাবে শরীরের ওপর অংশে হাত ঘষার পর ন্যানের নিম্নাঙ্গের চুলের প্রারম্ভিক অংশে ব্র্যাণ্ডন হাত নামিয়ে আনল। ওর অনুকরণে ন্যানও তার হাত ব্র্যাণ্ডনের নিম্নাঙ্গের চুলের ওপর নিলে এবার ব্র্যাণ্ডন অস্বস্তিতে পড়ল। বুঝতে পারল, ওর নিম্নাঙ্গ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—ন্যানের কোমল হাতের আঙুল ওর শক্ত পুরুষাঙ্গটাকে চেপে ধরেছে।

ব্র্যাগুন চাইছিল নিজেকে সংযত করে নেয়। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও পারছিল না। বুঝতে পারছিল, চূড়ান্ত সুখের স্পৃহায় ক্রমশ স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে উঠছে।

ব্র্যাগুন অতি দ্রুত আঙুল দিয়ে ন্যানের যোনি ম্যাসাজ করে দিতে লাগল। ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করে ন্যানের মুখ দিয়ে কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল "ও!.....বন্ধ......করো না, চালিয়ে যাও।"

ও আগের থেকে দ্রুত তালে ম্যাসাজ করতে লাগল। এদিকে মেয়েটির কাছ থেকে ঠিক ঐ রকম ব্যবহার আশা করছিল।

আগের থেকে দ্রুত গতিতে ম্যাসাজ শুরু করে দেওয়ায়, ন্যানের আনন্দের মাত্রাও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। খুশীতে ও "আওওআ' করতে লাগল। খুশীতে এভাবে চিৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ও আগের থেকে শক্ত করে ব্র্যাগুনের পুরুষাঙ্গটা চেপে ধরল।

হঠাৎ ব্র্যাগুনের তীব্র যৌন লিপ্সা আগুনে জল পড়ার মতো করে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ব্র্যাগুন বুঝতে পারল মেয়েটা তার অজান্তেই ব্র্যাগুনের পুরুষাঙ্গে মোচড় পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। ও মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানাল।

ওরা দুজনে উঠে বসে চোখ খুললে ন্যান ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলল, "আমি দুঃখিত পল। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারিনি। একেবারে অসংযমী হয়ে উঠেছিলাম।"

"তুমি কোন অন্যায় করোনি ন্যান। ডক্টর ফ্রিবার্গ জানলে খুশী হবেন। তোমার নারী অঙ্গ অনেক সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেছে।"

"এই প্রথম হলো তাই না?"

"এটা তোমার ক্ষেত্রে খুবই আনন্দের খবর।"

ন্যান ওর দিকে তাকাল। বলল, "এই ঘটনায় তুমি নিজে আনন্দ পাওনি।"

"আমি যা চেয়েছিলাম তাই ঘটেছে।"

টনি জেকা কাজ থেকে ফেরার কয়েক মিনিট আগে ন্যান বেশভূষা পাল্টে সতেজ হয়ে সেজে এলো। ডিনার টেবিলে জেকা অসন্তোষ চেপে রাখতে পারল না। খেতে খেতে বলল, "তুমি আমাকে ক্রমশ বড্ড বিব্রত করছ ন্যান।"

"কিভাবে?"

"সারাটা দিন অন্য লোক দিয়ে মৈথুন করিয়ে। আমি তোমাকে পয়সা দিয়ে রাখব আর এক ডাক্তার তোমাকে ভোগ করে যাবে, এ আমি মেনে নিতে পারব না, আমি নতুন একটা মেয়েছেলেকে কাজে লাগিয়েছি। মেয়েটা একদম নতুন, একেবারে ফিটফাট।"

লোকটার কথাবার্তার ধরন দেখে ন্যানের শরীর রি রি করে উঠল। ও ভেবে পেল না কি করে এই শয়তানটা ভিয়েতনামের যুদ্ধ থেকে অক্ষত দেহে ফিরে এলো।

"আচ্ছা থাক, আজ রাতে আমি তোমাকে আমার কাছে পেয়েছি, সেজন্যও আমি তোমাকে এবারের মতো ক্ষমা করে দিচ্ছি।"

"না টনি, আজ কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এক হপ্তা তোমাকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"

টনি ডাক্তার লোপেজের নাম করে আবার একগাদা গালি-গালাজ দিল।

ন্যান কাতর কণ্ঠে বলল, "টনি এভাবে গালি-গালাজ দিও না। এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না। তিনি এই লাইনের একজন সেরা চিকিৎসক। আর এক সপ্তা থেকে বড় জোর দু সপ্তা তিনি আমাকে দেখবেন। তারপর আমি একদম স্বাভাবিক হয়ে যাবো।"

"তার মানে আজ তুমি আমার সঙ্গে শোবে না। স্বাভাবিক স্ত্রীরা তাদের স্বামীর সঙ্গে যেরকম সহযোগিতা করে, সেরকম সহযোগিতা তুমি আমার সঙ্গে করবে না।"

"আমি পারব না টনি। সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখি......"

জেকা ওকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল, "তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। ঐ শালার ডাক্তারের কাছে কাল আমি তোমার সঙ্গে যাবো। তাকে একবার জিজ্ঞেস করব, শালা আর কতো দিন চিকিৎসার নামে তোমাকে ভোগ করে যাবে। কটার সময় তুমি সেখানে যাবে?"

"আগামীকাল সকাল দশটায় তাঁর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কিন্তু টনি প্লিজ, তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিব্রত করো না। আমি তোমার বিবাহিত স্ত্রী নই।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"তাঁর কাছে চিকিৎসা শুরু করার সময় আমি নিজেকে অবিবাহিত একা বলে পরিচয় দিয়ে ছিলাম।"

"ঠিক আছে, কাল আমি তোমার বয়ফ্রেণ্ডের পরিচয় দিয়ে সঙ্গে যাবো। সকালে খাবার টেবিলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে। এ নিয়ে আর কোন কিন্তু কিন্তু নয়। আজকের রাতটা আমি নিজেকে সংযত করে রাখছি শুধু কালকের রাতে তোমাকে প্রাণভরে উপভোগ করবো বলে।"

তারপর জেকা খাবার টেবিল ছেড়ে চলে গেলে ন্যান ওর অর্ধসমাপ্ত খাবার এক পাশে সরিয়ে রেখে অজানা বিপদের আশঙ্কায় ভয়ে কাঁপতে লাগল। ও ঠিক করে উঠতে পারল না কি করবে।

শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে ন্যান পোশাক পালটে একটা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ভোরের আলো চোখে এসে না লাগা পর্যন্ত মরার মতো কাঠ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে গেলে বিছানা থেকে নেমে সুটকেসটা টেনে নামিয়ে খুলে ফেলল। নিজের যাবতীয় পোশাক, বেল্ট, স্কার্ট, ব্লাউজ, অন্তর্বাস সবই এক জায়গায় জড়ো করল। জুতোর ফাঁকে লুকিয়ে রাখা জমানো সামান্য টাকা বার করে নিল। ও জানে এই টাকায় ওর, বেশি দিন চলবে না; তবু নতুন কাজ না পাওয়া পর্যন্ত এই টাকাতে যাহোক করে চলে যাবে। সব কিছু এক জায়গায় করে সুটকেস বন্ধ করে ফেলল।

এবার আর একটা কাজ বাকি রয়ে গেল। জেকার নামে একটা চিঠি লেখা হলো না। প্যাডের একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে জেকাকে লিখল, 'তার পক্ষে আর জেকার সঙ্গে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, জেকা ডাক্তারের কাছে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করে তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে চেয়েছে। এটা মেনে নেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। জীবন ধারণের জন্য ও একটা নতুন কাজ জুটিয়ে নেবে।' কথাগুলো লিখে সেলোটেপ দিয়ে আয়নার কাচের ওপর আটকে দিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় জেকার নাক ডাকানির শব্দ শুনতে পেল। বাইরে ভোরের শীতলতায় স্বস্তি অনুভব করতে লাগল।

পল ব্র্যাণ্ডনের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ নৈশভোজের বাসনায় গেইলি মিলার ওর ছোট্ট রান্নাঘরে বসে বসে অনেক সুস্বাদু খাবার তৈরি করল। রান্নাঘরের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পলের আসতে এখনো কুড়ি মিনিট বাকি আছে। নিজের গোছগাছ করে নেওয়ার পক্ষে সময় যথেষ্টই বলতে হবে।

রান্নাঘর থেকে ও শোবার ঘরে এলো। অনেক ভেবে চিন্তে বেছে বেছে পোশাক পরল। যৌন প্রতিনিধির ভূমিকায় কাজ করার সময় ও কখনোই যৌন উত্তেজক পোশাক পরে না। কিন্তু পল ব্র্যাণ্ডন ওর রুগী নয়। সে সর্বশক্তির অধিকারী এক পূর্ণাঙ্গ পুরুষ। এমন এক পুরুষ যে ওকে উত্তেজিত করে, যাকে পাবার জন্য ও ছটফট করে। যাকে পেলে ও শরীরে, মনে তৃপ্তি পাবে বলে আশা রাখে। ও একটা সাদা লো-কাট সিল্কের ব্রাউজ পরল। এই ব্রাউজ পরার ফলে স্তনের অর্ধেক প্রায় আঢাকাই রইল। এরই সঙ্গে ও একটা হলুদ রং-এর খাটো স্কার্ট পরল। প্রসাধনীতে মুখ রাঙিয়ে তুলল। নিজের সাজগোজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, ডোরবেল বেজে ওঠার শব্দ শুনতে পেল।

ও দরজা খুলে দেখল, এক গুচ্ছ গোলাপ হাতে নিয়ে পল ব্র্যাণ্ডন ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

রোমাঞ্চিত, আনন্দিত গেইলি ওকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে উষ্ণ চুম্বনে পলের মুখ ভরিয়ে দিল। পলের পরণে ধূসর রং-এর স্পোর্টস জ্যাকেট তার নীচে সাদা গেঞ্জি, কালো রং-এর প্যান্ট। এই পোশাকে পলকে ওর সিনেমার নায়কদের মতো আকর্ষণীয় লাগল।

"আচ্ছা পল," ও বলল, "আমরা দুজনে দুবার একসঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলাম, তাই না? তবু দেখ আমরা দুজনে কিছু এখনো সেভাবে জানি না, তাই না?"

"না, গেইলি, আমরা ঠিক একসঙ্গে দুবার নৈশভোজে মিলিত হইনি। কফি কর্নারে বসে ফাস্ট ফুড খেয়েছিলাম। তেমন একান্ত পরিবেশও ছিল না।"

"ঠিক বলেছ। যাক, আজ রাত্তিরে তো আর আমাদের কোন সমস্যা নেই।"

ব্র্যাণ্ডন স্কচের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলল, "আগে তোমার খবর বলো। তোমার কি কোন আত্মীয় স্বজন আছে?"

গেইলি মাথা নাড়ল। "না, সেরকম ঠিক নেই। আমার ছোটবেলায় বাবা মারা যান। মা বেঁচে আছেন। তিনি থাকেন নার্সিং হোমে। তিনি একটু তাড়াতাড়িই বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। তাঁকে ঠিকমতো দেখা শোনা করা হচ্ছে কি না জানার জন্য মাসে একবার করে আমি তাঁকে দেখতে যাই। তাছাড়া আমার এক বড়ভাই আছে। সে টরেন্টোতে থাকে।"

"তুমি কি করো, তা কি সে জানে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা চিঠিপত্রে খোলাখুলিভাবেই সব কথা জানাই। মাঝে মাঝে ফোনেও কথা হয়। ও জানে, আমার এই কাজের মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কারণ, ও জানে আমি কেন যৌন প্রতিনিধি হয়ে উঠলাম। এখনো আমি একাই আছি। তোমার কি খবর?"

"আমি......আমিও এখন একা। ইচ্ছে করেই একা রয়েছি। একবার বিয়ে করেছিলাম।"

"ও! তুমি বিয়ে করেছিলে? তা কি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত?"

ব্র্যাণ্ডন কাঁধ ঝাঁকাল।" কি আর হবে? মেয়েটা লস অ্যাঞ্জেলসের এক তরুণী অভিনেত্রী। নিজেকেই বেশি ভালোবাসে, নিজের ভবিষ্যৎ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে চায় না। যৌন আনন্দ বিনিময়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ নেই।"

"তাই তুমি ওকে ডিভোর্স করে দিলে?"

"এক বছর পরে।" ব্র্যাণ্ডন বলল। "তবে এক ধরনের অপরাধ বোধ আমাকে প্রায়শই আঘাত করত।"

"তোমার পরিবারে কে কে আছে?"

"আমার কোন ভাইবোন নেই। একদিক থেকে দেখতে গেলে আমার অভিভাবকও নেই। আমার মা বাবা বেঁচে আছেন ঠিকই, তবে প্রায় দশ বছর হলো তাঁরা ডিভোর্স করে বিচ্ছিন্ন হয়ে

আছেন। তাঁরা দুজনেই আবার বিয়ে করেছেন। একদিক থেকে দেখতে গেলে আমি তোমার মতোই। তবে আমি আর একাকী থাকতে চাই না। সেজন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি।"

ও বিস্ময় প্রকাশ করল। "তুমি কেন এসেছ?"

"কারণ তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।"

গেইলি স্মিত হাসি হাসল, "ভালো বলেছ।" খালি গেলাস টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে ব্র্যাণ্ডনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর হাত ধরে বলল, "চলো, এবার ডিনারে বসা যাক।"

ব্র্যাণ্ডন ওকে নিজের কাছে টেনে নিল। ওকে খাবার ঘরে যেতে না দিয়ে নিজের শরীরের কাছে টেনে নিল। গেইলি বাধা দিল না।

"খাবার একটু পরেও খাওয়া যেতে পারে, তাই না?" ব্র্যাণ্ডন ফিস ফিস করে ওর কানে কানে বলল। গেইলির মুখের ওপর ব্র্যাণ্ডন ওর মুখ নামিয়ে আনল। নিজের দুটো ঠোঁট ওর ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল। সবেগে ওকে চুমু খেল। বলল, "তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, গেইলি আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

"আমিও তোমাকে ভালোবাসি পল। আমাদের আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।"

"আমি অনুমান করেছিলাম, তুমি এ রকম কথাই বলবে।"

গেইলি ব্র্যাণ্ডনের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। পাশেই আমার শোবার ঘর, চলো ওখানে যাই।"

গেইলিকে অনুসরণ করে ব্র্যাণ্ডন এক সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে ব্র্যাণ্ডন নিজের হাতে গেইলির পোশাক এক-এক করে খুলে দিতে লাগল। ওর পোশাক খোলা হয়ে গেলে নিজের সমস্ত পোশাক খুলে ফেলল। পোশাক খুলে ফেলে গেইলিকে আবার জড়িয়ে ধরল। ওর মুখ চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিতে লাগল। সারা মুখে চুমু খাওয়া হয়ে গেলে আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে এনে ওর বুকের ওপর চুমু খেতে লাগল। ওর স্তনের বাদামি বোঁটাগুলো ফুলে শক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুখ দিয়ে, হাত দিয়ে ওগুলোকে আদর করতে লাগল।

গেইলি দু হাত দিয়ে ওকে আলিঙ্গন করে বিছানার ওপর তুলে নিয়ে গেল। কিন্তু ব্র্যাণ্ডন অতোদূর অগ্রসর হতে মোটেই রাজি হলো না। ও প্রসঙ্গান্তরে কথা নিয়ে গেল। আজকের দুজন রুগীর সঙ্গে গেইলি যেমন ব্যবহার করল, ওরা তার কাছে কতোটা প্রত্যাশা করেছিল এবং গেইলি সেই প্রত্যাশার কতোটা পূরণ করেছে, ইত্যাদি সবই ও জানতে চাইল। এইসব কথার মাঝে গেইলি একবার ওর পুরুষাঙ্গে চুমু খেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে ও বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত ও গেইলিকে এই কথা বলে চলে যায় যে, দুজন প্রতিনিধির সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠা ঠিক নয়। ওকে প্রভাবিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে টনি জেকা বিছানার পাশে ন্যানকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হলো। এমন সাধারণত ঘটে না। টনি রেস্তোরাঁয় যাবে বলে সকালে বিছানা থেকে ওঠার পরেও দেখে ন্যান তখনো শুয়ে ঘুমোচ্ছে—এটাই সাধারণত রোজকার দৃশ্য। আবার কখনো অবশ্য বাড়ির কেনাকাটা করার জন্য ন্যান জেকার আগেই বিছানা থেকে উঠে শপিং-এ বেরিয়ে পড়ে।

জেকা তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে নিল। ওর অফিসে দুজন নতুন দরখাস্তকারীর সাক্ষাৎকার নেবার কথা। তারপর ওখান থেকে ন্যানের ডাক্তারের কাছে। সেখানে বেজন্মাটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে আসার কথাও ভেবে রেখেছে, নতুন পোশাকেও ও ব্রেকফাস্টের টেবিলে গিয়ে বসল। সকালের খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে খেলার পাতা খুলল। হিলডা ওর সামনে কমলালেবুর জুস, গরম কফি এনে রাখল। কমলালেবুর জুসে চুমুক মারতে মারতে খবরের ওপর চোখ

ঝোলাতে লাগল। ইতিমধ্যে হিলডা ডিম, শুয়োরের মাংস, পাঁউরুটি দিয়ে গেল। ডিম পাঁউরুটিতে কামড় বসিয়ে হিলডাকে জিজ্ঞেস করল, "আমার বান্ধবী কখন সকালের জলখাবার খেয়েছে?"

রান্নাঘরে ফিরে যেতে যেতে হিলডা বলল, "উনি খাননি।"

জেকা ঘুরে বসে হিলডাকে ডেকে বলল, "আরে এই হিলডা শোন এখানে আয়। তুই কি বলছিস রে, সে এখনো প্রাতরাশ খায়নি, ও সকালে না খেয়ে বাড়ি থেকে বার হয় না।"

"কে বলেছে সে বেরিয়ে গেছে? আমি তাঁকে বেরতে দেখিনি। তিনি বাড়ির মধ্যেই কোথাও আছেন।"

"তাই নাকি!" বলে জেকা ওর মুখের অবশিষ্ট ডিমটা খেয়ে নিয়ে কাগজটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ন্যানকে খোঁজার উদ্দেশ্যে ও ন্যানের বাথরুমের দরজায় টোকা মারল। ন্যান ওখানে ছিল না। ওখান থেকে জেকা ন্যানের ড্রেসিং রুমে ঢুকল। ন্যানকে কয়েকটা গালিগালাজ করল। এই ঘরেও অবশ্য ওকে পেল না। ন্যানের জামা-কাপড়ের আলমারি ফাঁকা দেখে ওর কেমন সন্দেহ হলো। ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে আয়নার ওপর ওর চোখ আটকে গেল। আয়নার ওপর সেঁটে রাখা ছোট চিঠিটা তুলে নিল। চিঠির প্রতিটা কথা ও খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়ল। বুঝতে পারল, ন্যান ওকে ছেড়ে চলে গেছে। রাগে গজরাতে গজরাতে ন্যানকে গালি দিতে দিতে চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিল।

মেয়েটাকে ভালো রকম শিক্ষা দেবার বাসনায় ওর ডাক্তারের কাছে যাবে বলে স্থির করল। সারা ঘর তোলপাড় করে খুঁজে ওর ডাক্তারের একটা রিসিট বার করল। রিসিটে লেখা ডাক্তার স্ট্যানলি লোপেজের ঠিকানায় গাড়ি করে চলে গেল।

ঠিক পনেরো মিনিট পরে ছুটো মেডিক্যাল বিল্ডিং-এর সামনে এসে থামল। হিলস্টেডের শহরতলিতে এই মেডিক্যাল বিল্ডিং। একতলায় নামের তালিকায় ডক্টর লোপেজের নাম দেখে নিয়ে লিফটে উঠে পড়ল। পাঁচতলায় তাঁর অফিস। লিফট থেকে নেমে সামনে নেম প্লেট দেখতে পেল—স্ট্যানলি এম. লোপেজ, এম. ডি।

ডক্টর লোপেজের সুসজ্জিত চেম্বারে তাঁর রিসেপশনিস্ট তখন কাজ করছিল। জেকাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, "বলুন কি ব্যাপার?"

"আমি আমার......আমার বউয়ের ব্যাপারে ডক্টর লোপেজের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।"

"তিনি কি আমাদের এখানের রুগী?"

"নিয়মিত রুগী।"

"তাঁর নামটা যদি দয়া করে বলেন।"

'জেকা,' ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, তারপরই নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলল, 'না, আসলে ও ওর কুমারী অবস্থার নামটাই ব্যবহার করত। ও, মানে আমার বউয়ের নাম, ন্যান হুইটকম্ব। আজ ওর ডক্টর লোপেজকে দেখাবার জন্য আসার কথা।"

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ভুরু কোঁচকাল, "তা কি করে হয়। আজ ডক্টর লোপেজের কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। আজ তাঁর ইউএসসি-তে একটা সেমিনারে যোগ দেবার কথা। আপনি নিশ্চিত বলছেন, আপনার স্ত্রী এখানে নিয়মিত দেখাতে আসেন? আচ্ছা দাঁড়ান, একটু দেখি, তাঁর নামটা পাই কি না।"

"আমি নিশ্চিত, আপনি তার নাম পাবেন, এই দেখুন আপনাদের একটা মেডিক্যাল বিল।"

মেয়েটা ওর হাত থেকে শিলটা নিয়ে নিল। আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে ওর ঠিক পেছনের ফাইল ক্যাবিনেটের ড্রয়ার খুলে বর্ণমালা অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা নামের ফাইল খুঁজতে লাগল। বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার, আমাদের কাছে হুইটকম্ব ন্যান-এর নামে একটা ফাইল আছে, আচ্ছা আমি একবার ফাইলটা দেখে নিই।"

ফাইলটা হাতে নিয়ে ও কাউন্টারে ফিরে এসে পাতা ওলটাতে লাগল, হঠাৎ জেকার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "আমার মনে হয় তিনি এতোদিনে ভালো হয়ে গেছেন। আপনার স্ত্রী আর ডক্টর লোপেজের রুগী নন। তিনি একবার চেকআপের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে পাঠানো হয়। আপনার কিছু জানার থাকলে এবার আপনি ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।"

"ডক্টর ফ্রিবার্গ? ন্যান তো কখনো তার নাম বলেনি।"

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি জেকার রাগত মুখের দিকে তাকিয়ে তোতলাতে লাগল। বলল, "উনি হয়ত লজ্জা পেয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে মহিলারা সাধারণত স্বামীদের এড়িয়েই চলেন।"

"কেন, কি হয়েছে তার?"

"তিনি সেক্স থেরাপিস্টের কাছে যান। ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গ একজন সেক্স থেরাপিস্ট। মার্কেট স্ট্রীটে তার ফ্রিবার্গ ক্লিনিক রয়েছে। এখান থেকে এই মিনিট পাঁচেক দূরে। আপনার স্ত্রী এখন তাঁরই রুগী। আমার মনে হয় তিনি আপনাকে আলোচনার সময় দেবেন।"

"আচ্ছা! কি নাম বললেন যেন, ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গ?" জেকা বলল।

"হ্যাঁ, ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গ। এই বাড়ি থেকে বেরিয়েই বাঁ দিকে ঘুরে যাবেন। তারপর ডানদিকের প্রথম ব্লক। ওটাই মার্কেট। আপনাকে এই পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট হাঁটতে হবে। আপনার গাড়ি থাকলে পাঁচ মিনিট। আমি আপনাকে ফ্রিবার্গের ক্লিনিকের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।"

মেয়েটার দেওয়া কার্ডটা পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে রিসেপশন রুম থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে ও ভাবতে লাগল কিভাবে লোকটাকে শিক্ষা দেবে। চিকিৎসার নামে মেয়েটাকে উপভোগ করার জন্য লোকটাকে ভালো রকম শিক্ষা দেওয়া উচিত মনে করে সেই রকমই পরিকল্পনা করতে লাগল।

বেলা এগারোটা পনেরো মিনিটে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইস হিলস্লেডে বসে রজার কিলের টেলিফোন পেলেন। ফোনে রজার নিজেকে লসঅ্যাঞ্জেলসে ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গের অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল বলে পরিচয় দিলেন।

এক সপ্তাহ ধরে লুইস কেবলই ভাবছিলেন, কখন ডক্টর ফ্রিবার্গ বা তাঁর উকিলের কাছ থেকে ফোন আসে। এখন ফোন পেয়ে অনুমান করতে পারলেন, যাহোক একটা সিদ্ধান্ত এবার জানা যাবে।

ফোনে কিল বললেন, "আমার মক্কেল ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গকে আপনি যে চরম পত্র দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। ডক্টর ফ্রিবার্গের অ্যাটর্নি হিসেবে এ প্রসঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে।"

"মিস্টার কিল," হয়েট লুইস ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, "এ ব্যাপারে যে বিশেষ কিছু আলোচনার নেই তা আমার মনে হয় না। ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের আগে তাঁর কাজকর্মের গতি প্রকৃতির খোঁজ-খবর জানতে পারি, তিনি অর্থের বিনিময়ে পুরুষদের সঙ্গ দেবার জন্য যৌন প্রতিনিধি নিযুক্ত করছেন। আমি তাঁকে বলি অর্থের বিনিময়ে এই যৌন প্রতিনিধিদের দিয়ে কাজ করান যৌন অপরাধের মধ্যে পড়ে। তাঁকে এ কথাও জানাই, তাঁর

বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে দশ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে এবং কোন যৌন প্রতিনিধির ছ মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে।"

"আর তারপরই আপনি আমার মক্কেলকে সমঝোতার প্রস্তাব দেন।"

"হ্যাঁ, সমঝোতা, একটা উদারতার মনোভাব থেকেই আমি সমঝোতার প্রস্তাব দিই। কারণ, অপরাধের তালিকায় তাঁর নাম নেই। টাকসনে এই পেশা চালান ছাড়া তাঁর আর কোন অপরাধ নেই। এবং তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার আইন ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি মনে করে আমি তাঁকে আর একবার সুযোগ দিয়েছি। খুব সোজা ব্যাপার মিস্টার কিল, তিনি এখনই তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার বন্ধ করে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সাধারণ থেরাপিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন। তা না করে তিনি যদি এই পেশা চালিয়েই যেতে থাকেন, তাহলে আমি তাঁকে গ্রেপ্তার করে, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালাতে বাধ্য হবো।"

"এখানে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে," কিল বললেন। "দেখুন আমাকে যখন প্রথম জানানো হলো, আমাকে ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং তাঁর প্রতিনিধিদের সমর্থনে ওকালতি করতে হবে, তখন তাঁদের কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। ডক্টর ফ্রিবার্গকে আমি আইন মেনে চলা বিচক্ষণ মানুষ বলেই জানতাম। তবে, আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল। ভাবলাম, প্রতিনিধিরা হয়তো আসলে বেশ্যা এবং তারা যৌন প্রতিনিধির মুখোশের আড়ালে বেশ্যাবৃত্তিই করছে। কিন্তু এই নিয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করতে গিয়ে আমি বেশ কয়েকজন যৌন প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি জানতে পারি, যৌন প্রতিনিধি ও বেশ্যাদের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য আছে। বর্তমানে আমার নিশ্চিত ধারণা যে, যৌন প্রতিনিধিত্ব ও বেশ্যাবৃত্তি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পেশা। ফ্রিবার্গ এবং তাঁর প্রতিনিধিরা মানুষের নিরাময়ে সাহায্য করেন। অপরদিকে বেশ্যা ও তাদের দালালরা কেবল মানুষকে শোষণ করতেই আছে। ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউইয়র্ক শহরের প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এই পার্থক্য জানেন। তাই তাঁরা গত পঁচিশ বছরে কোন যৌন প্রতিনিধি বা সেক্স থেরাপিস্টের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেননি।"

"নেননি কারণ প্রধানত এই দেশের নৈতিক মানের অতোটা অধঃপতন ঘটেনি। তখন চিত্র আলাদা, এবং এখন এটা বন্ধ করা দরকার। কারুকে না কারুকে উদ্যোগ নিতে হবে এবং আমিই সে দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি আবার বলছি, মাগীর দালাল ও বেশ্যা এবং সেক্স থেরাপিস্ট ও যৌন প্রতিনিধি এদের ভূমিকা সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, এদের আমি আলাদা করে দেখিও না।"

"কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে," কিল জোরের সঙ্গে বললেন, "একজন মহিলা যৌন প্রতিনিধি এবং একজন বেশ্যার মধ্যে উদ্দেশ্য ও চরিত্রগত বিরাট পার্থক্য রয়েছে।"

হয়েট লুইসের গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল। বললেন, "আমি তা স্বীকার করি না। এই ধরনের যুক্তির সঙ্গে আমি পূর্ণ পরিচিত। ডক্টর ফ্রিবার্গ আমাকে আগে বলেছেন। আদালতে আইনের সামনে এসব যুক্তি ধোপে টিকবে না। মহিলা যৌন প্রতিনিধি লাইসেন্সবিহীন পথের বেশ্যার মতো......"

"মিস্টার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি," কিল ওর কথায় বাধা দিলেন, বললেন, "আমার বিশ্বাস যৌন প্রতিনিধিরা পরোক্ষভাবে লাইসেন্সের অধিকারী। তারা সম্পূর্ণ লাইসেন্সের অধিকারী কোন থেরাপিস্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করে।"

"দুঃখিত মিস্টার কিল, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। ডক্টর ফ্রিবার্গের যৌন প্রতিনিধিরা গোপনে বেশ্যা বৃত্তিই করে। হিলস্ত্রেডে আমি এ কাজ চলতে দিতে পারি

না।" তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "এই বিতর্ক চালিয়ে যাবার কোন যুক্তিও আমি খুঁজে পাই না। যৌন প্রতিনিধির ব্যবহারক্রমে প্রচ্ছন্নভাবে বেশ্যাবৃত্তির দালালির পরিবর্তে যৌন প্রতিনিধি ছাড়া থেরাপির পেশা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে যেটা তাঁর উপযুক্ত মনে হয়, সেটা বেছে নিন। আমি আর কিছু বলব না। এরপর তিনি আমার পরামর্শ না শুনলে আদলতে এর মীমাংসা হবে। আপনি কি ডক্টর ফ্রিবার্গের সিদ্ধান্ত আমাকে জানাতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাঁর কি সিদ্ধান্ত?"

"ডক্টর ফ্রিবার্গের অ্যাটর্নি হিসেবে আমাকে এ-কথা বলতে বলা হয়েছে যে, তিনি যে কাজ করছেন তা সম্পূর্ণ আইনসম্মত এবং তিনি যৌন প্রতিনিধিদের ব্যবহার সহ এই পেশা চালিয়ে যাবেন।"

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, ডক্টর ফ্রিবার্গ যৌন প্রতিনিধিদের ব্যবহার করে তাঁর এই পেশা চালিয়ে যাবেন? এটাই তার সিদ্ধান্ত?"

"হ্যাঁ এটাই তাঁর সিদ্ধান্ত।"

"তাহলে আদালতে আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ কেউ রোধ করতে পারছে, না মনে হয়।

এক ঘণ্টা পরের কথা। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইস-এর অফিস চেম্বারে তখন তাঁর সামনে রেভারেণ্ড যশ স্ক্যারাফিল্ড বসে রয়েছেন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিই কথা শুরু করলেন। বললেন, "আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি জানি, আপনি কতোটা ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু এই ফ্রিবার্গ এবং তাঁর যৌন প্রতিনিধির ব্যাপারটা......"

"আমি যতো ব্যস্ত মানুষই হই, আপনার বিষয়টাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঐ হাতুড়ে ডাক্তারটা আমাদের পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে।"

"আপনি তো জানেন আমি ফ্রিবার্গকে নিটমাট করে নেবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। একটু আগেই ফোনে তাঁর উকিলের সঙ্গে কথা হলো। তিনি ওঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন।"

"কি বললেন?" কৌতূহলে স্ক্যারাফিল্ড সামনে চেয়ার টেনে আনলেন।

"ডক্টর ফ্রিবার্গ আমাকে অবজ্ঞা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

"তিনি তাঁর অন্যায় কাজ চালিয়ে যাবেন?" স্ক্যারাফিল্ড বললেন।

"আর সেজন্যই আমরা," লুইস শান্ত কণ্ঠে বললেন, "তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনসম্মত ব্যবস্থা নেব।"

রেভারেণ্ড স্ক্যারাফিল্ড জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। 'মেয়েছেলের দালালি এবং বেশ্যাবৃত্তি। মিস্টার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আমার মনে হয় আপনি এই মামলায় হারবেন না। আপনি আমাদের ইঙ্গিত দেওয়া মাত্র আমরা আপনার হয়ে প্রচার শুরু করব। এই কেসে জিতে গিয়ে আমরা সবরকমভাবে লাভবান হবো। আমাদের জীবনে এটাই হবে সব থেকে বড় জয়।"

হয়েট লুইস মাথা নাড়লেন। "আমার মনে হয় সেটা সম্ভব। সেজন্যই আমি এগোতে সাহস পাচ্ছি। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে উপযুক্ত প্রমাণের ওপর। আপনি তার কি ব্যবস্থা করেছেন?"

"কেন চেট হাণ্টার? ওকে নিয়ে ভাববেন না। ও ডক্টর ফ্রিবার্গের একজন নিয়মিত রুগী! গেইলি মিলার নামে এক তরুণী বেশ্যার সঙ্গে ও নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে।"

"ও কি ঠিকমতো কাজ করছে?"

"চেট হাণ্টার আমাকে সেরকমই আশ্বাস দিয়েছে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর এখনো পর্যন্ত ছেলেটার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তবে ও আমার সঙ্গে নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রাখে।"

"ছেলেটা কি ওর দৈনন্দিন কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করে রাখছে?"

"নিশ্চয়ই, প্রতিদিনকার রেকর্ড রাখছে।"

"খুব ভালো।" লুইস বললেন, "এখন একটা জিনিস আমাদের জানা বাকি আছে, ওটা জানা হয়ে গেলেই আমাদের হয়ে যাবে। দেখতে হবে তারা রতি কর্মে লিপ্ত হচ্ছে কি না। এই প্রসঙ্গে হাণ্টের কাছ থেকে সঠিক সংবাদ পেয়ে গেলে আমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না। ফ্রিবার্গ এবং গেইলি মিলারের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে কেস ঠুকে দেব। আচ্ছা, হাণ্টার টেপ ব্যবহার করছে তো।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"আমার অভিযোগের সমর্থনে আদালতে আমি তার রেকর্ড পেশ করতে চাই। তাতে হাণ্টারের সাক্ষ্যের সমর্থনে টেপটা বাজাবো।" হঠাৎ লুইস চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "তা কি সম্ভব হবে? ও কি পারবে?"

"ওর গবেষণার কাজের জন্য ও একটা অতি ক্ষুদ্র ভয়েস অ্যাকটিভেটেড রেকর্ডার ব্যবহার করে। ওটা ও জ্যাকেটের গোপন পকেটে লুকিয়ে রাখে। ওরা যৌন ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে উঠলে যাবতীয় শব্দ, কথা ঐ রেকর্ডে উঠে যাবে।"

"হ্যাঁ, এই তো ঠিক, এইভাবেই আমি এগোতে চাই। হাণ্টার রতিক্রিয়া শেষে টেপ নিয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলে, আপনি আমাকে জানাবেন। টেপ হাতে পেয়ে আমি মিস মিলার এবং ডক্টর ফ্রিবার্গকে গ্রেপ্তার করব। তাই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চেট হাণ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিন ও কোন অবস্থায় আছে।"

রেভারেণ্ড স্ক্যারাফিল্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। লুইসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "চেট এখন বাড়ি থাকলে আমি ওর সঙ্গে দেখা করছি।"

আধঘণ্টা পরে রেভারেণ্ড স্ক্যারাফিল্ড চেট হাণ্টারের অ্যাপার্টমেণ্টের নড়বড়ে ইজি চেয়ারে বসে ওর ঘরের চারপাশে দেখতে দেখতে বললেন, "এইখানেই তুমি মেয়েটার সঙ্গে মিলিত হও?"

"মেয়েটা? তার মানে আপনি গেইলি মিলারের কথা বলছেন?"

"ঐ যে তোমার সঙ্গে যুক্ত ফ্রিবার্গের ছোট্ট বেশ্যাটা। সে কি তোমার এখানেই আসে?"

"না, ও একটা কটেজ ভাড়া নিয়েছে। এখান থেকে কুড়ি মিনিটের পথ হবে।"

"ওর ঠিকানাটা তুমি আমাকে দিলে ভালো হয়। মেয়েটাকে হাজতে পুরতে সুবিধে হবে।"

অনিচ্ছার সঙ্গে হাণ্টার একটা কাগজের টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে তাতে গেইলি মিলারের ঠিকানা লিখে পুরোহিতটার হাতে তুলে দিল।

স্ক্যারাফিল্ড ঠিকানাটা পকেটে রেখে দিলেন। বললেন, "তুমি ওর সঙ্গে কোথায় মিলিত হও? ওর বেডরুমে?"

"না বেডরুমে নয়, ওর থেরাপি রুমে।"

"কি রুম বললে?"

"ওটা একটা অতিরিক্ত কক্ষ। এই একটা অফিস গোছের ঘর। ওখানেই ও ব্যায়ামগুলো দেখিয়ে দেয়। ঘরের মধ্যে একটা কোচ এবং একটা গদি পাতা রয়েছে।"

"তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছ?"

"হ্যাঁ......" হান্টার ইতস্তত করতে লাগল। "আমার পেপারগুলো আপনি পড়ুন না।" ডেস্কের ওপর থেকে টাইপ করা পেপারগুলো এনে তুলে দিল। "আমাদের দুজনের প্রাত্যহিক ব্যায়াম আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি। মোট পঁচিশটার মতো শিট হবে। আপনি এগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

"আমি সবই জানি," আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আমাকে সব জানিয়েছেন। এখন তাঁর হাতেই এসব তথ্য তুলে দিতে হবে। তিনিই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, এদের ব্যাপারে কতোদূর কি খবর পাওয়া যাবে জানার জন্য।"

"কোন অসুবিধে হবে না। সবই উনি পেয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা, ততোক্ষণ আমি তাহলে এগুলো একটু পড়ে নিই।"

"হ্যাঁ, আপনি পড়ুন, আর সেই ফাঁকে আমি আপনার জন্য কফি তৈরি করে আনি।"

হান্টার ওর রান্নাঘরে চলে গিয়ে কফি করতে লাগল। স্ক্যারাফিল্ড ওর লেখাটা নিয়ে পড়তে শুরু করায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কফি করে দুজনের কফি নিয়ে শোবার ঘরে ফিরে এলো। স্ক্যারাফিল্ডের কফি টেবিলের ওপর রেখে নিজের কফির কাপে চুমুক দিতে লাগল। দেখল, স্ক্যারাফিল্ড বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়ছেন। ও যে কফির কাপ রাখল, সেদিকে তাঁর নজরই নেই। ওর কফি খাওয়া শেষ হয়ে গেল। তবুও স্ক্যারাফিল্ড এক মনে রিপোর্ট পড়ে যেতে লাগলেন। এভাবে আরো প্রায় দশ মিনিট কেটে যাবার পর তিনি মুখের সামনে থেকে টাইপ করা কাগজের শিটগুলো নামিয়ে চেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ তো একেবারে নোংরামোর চূড়ান্ত। তবে এ দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি প্রমাণ করা যায় না। এর মধ্যে আমি কোন সঙ্গমের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।"

"আমি অংশবিশেষকে নিয়েই কেবল লিখেছি," হান্টার বলল।

"আচ্ছা, এই যে হাতে হাত বোলানো, মুখে হাত বোলানো, দেহ প্রদর্শন, পিঠে হাত বোলানো—এগুলো কি ব্যাপার? আদালতে তোমাকে একটা কথাই জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি মেয়েটার দেহের ওপর শুয়েছ কি না?"

"শুইনি, তবে শুতে পারি।"

"তোমার বাধা কিসে?"

"মিস্টার স্ক্যারাফিল্ড এই থেরাপিতে কিছু পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। তা সেই পদ্ধতি মানতে গিয়ে আমার এখনো তাকে উপভোগ করার সময় হয়নি।"

স্ক্যারাফিল্ড বিরক্ত হলেন। বললেন,"আরে বেশ্যার সঙ্গে আবার পদ্ধতি মেনে উপভোগ করা। তুমিই তো বললে মেয়েটা আগে অনেকের সঙ্গে রমণ করেছে। তাহলে তুমিই বা দেরি করছ কেন?"

হান্টার ভেতরে ভেতরে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। ওর বেশ ঘাম হচ্ছিল। মিস্টার স্ক্যারাফিল্ডকে ও এই সত্যি কথাটা বলতে পারছিল না যে, ও চেষ্টা করেছিল এবং নিজের অযোগ্যতার জন্য ও অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। ওর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যে মোচড় পদ্ধতি গেইলি কেবল ওর জন্যই ব্যবহার করছিল, ও এখন সেটারই উল্লেখ করতে আগ্রহী।

"আমরা ধীরে ধীরে উন্নতি করছি, আমার বিশ্বাস আগামীকাল আমি ওর সঙ্গে যৌন ক্রীড়া করব," চেট বলল।

"তুমি ঠিক বলছ?"

"এটাই থেরাপির পরবর্তী অধ্যায়।"

"তুমি প্রতিজ্ঞা করতে পারবে?"

"হ্যাঁ আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি।"

স্ক্যারফিল্ডের কঠিন মুখের ওপর হাসির ঝিলিক খেলে গেল। তিনি সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। হাতের টাইপ করা কাগজগুলো দুলিয়ে হান্টারকে বললেন, "তুমি এগুলোর ফটোকপি করে ডি. এ-এর কাছে পাঠিয়ে দিও। পাঠাবার সময় জানিয়ে দিও টেপ করা প্রমাণও তুমি দু-একদিনের মধ্যে তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছ।"

"আগামী পরশু তিনি ওটা পেয়ে যাবেন।"

"ঠিক আছে, তোমার কাছ থেকে প্রমাণ হস্তগত হলেই আমরা ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং মিলারকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নেব।" হান্টারের পিঠ চাপড়ে ওকে উৎসাহ দিলেন। বললেন, "আগামী কালকের দিনটাকে নিশ্চিন্তে উপভোগ করো।"

নিজের শোবার ঘরে ব্রাগুন তখন পোশাক খুলছিল। ওর সামনে বিছানার ওপর উলঙ্গ দেহে বসে রয়েছে ন্যান। শ্রদ্ধাভরা দু চোখে মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে দেখছে। অথচ সেদিকে ব্রাগুনের মোটেই আগ্রহ নেই। ওর মন পড়ে রয়েছে গেইলির দিকে। গেইলির সঙ্গে ওর যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে যাচ্ছিল, কালকের ঘটনা তাতে বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে। এখন ওর খুব ইচ্ছে করছে গেইলিকে একবার ফোন করে জেনে নেয়, ওর সঙ্গে আজ একবার দেখা হওয়া সম্ভব কি না।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই ওর পোশাক খোলা হয়ে গেল। ন্যান ওরই অপেক্ষায় বিছানায় উলঙ্গ হয়ে বসে রয়েছে, সেটাও মনে পড়ল। আজ ওদের অঙ্গ সংস্থাপনের দিন।

পোশাক খোলা হয়ে গেলেও ব্রাগুন এগোতে সাহস পেল না। এই মুহূর্তে গেইলিকে কিছুতেই মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছে না দেখে, ন্যানের সঙ্গে অঙ্গ সংস্থাপন ব্যায়ামে লিপ্ত হতে ভয় পেতে লাগল। ওর সামনে মেয়েটার অমন সহজভাবে বসা এবং ওর ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি—এই দুটি বৈশিষ্ট্যও ওকে পিছিয়ে আসতে প্ররোচিত করতে লাগল। ওর ভয় হলো, মেয়েটার সঙ্গে আজকের যৌন মিলন ব্যায়ামে ও সফল হলে এবং ওরা দুজনে আজকের মিলন থেকে যৌন সুখ পেলে ন্যান হয়তো ওকে ভালোবেসে বসবে। প্রকৃত ভালোবাসা। তার তাতেই সমস্যা দেখা দেবে।

"তুমি কি কিছু ভাবছ?" ন্যান উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

"আমাদের পরবর্তী ব্যায়াম সম্পর্কে ভাবছি।"

"কি আমাদের পরবর্তী ব্যায়াম"? ন্যান জানতে চাইল।

ব্র্যাগুন আসলে চাইছিল, মেয়েটাকে ও কিভাবে কব্জা করবে, সেটা আরো একটু ভেবে নিক। কিছুক্ষণ ভেবে ও ন্যানকে বলল, "ন্যান আমি বলছি কি, আমাদের শেষ ব্যায়ামটা আমরা আর একবার করি। তাহলে আমরা বুঝতে পারব আমরা কোন অবস্থায় আছি।"

এই প্রস্তাবে ন্যান ওর মনের হতাশা লুকোতে পারল না। বলল, "আমরা আবার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করব? নতুন কোন ব্যায়াম করলে হয় না?"

"কেন, গতবার ব্যায়ামটা কি খারাপ হয়েছিল।"

"গতবারের ব্যায়ামটা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।"

"তাহলে আগের মতোই অঙ্গ স্পর্শ করার ব্যায়ামটা করা হোক। ওটাই আমাদের লক্ষ্য নয়। তবে আগের মতো একবার আনন্দ উপভোগ করতে পারলে ক্ষতি কি?"

"আমি আপত্তি করব না। তবে অঙ্গ সংস্থাপন করতে পারলে আমি বেশ আনন্দ পেতাম। আমার মনে হয় আজকে আমি তোমাকে আনন্দ দিতে পারব।"

"আচ্ছা দেখা যাক", বলে ব্র্যাণ্ডন বিছানায় ওর পাশে উঠে গেল।

ওরা বিছানার একেবারে মধ্যিখানে গিয়ে মুখোমুখি বসল। দুজনেরই চোখ খোলা। একটা বোতল থেকে তেল নিয়ে, ঐ তেল ন্যানের যৌনাঙ্গ বাদে সারা গায়ে মাখিয়ে দিল। তারপর বোতলটা ন্যানের হাতে তুলে দিয়ে ন্যানকে বলল, ওর গায়ে তেল মাখাতে। ন্যান ওর নির্দেশ মতো ওর সারা শরীরে তেল মাখিয়ে দিতে লাগল। এই তেল মাখাবার সময় ব্র্যাণ্ডন লক্ষ্য করল, ন্যানের স্তনের বৃন্ত দুটি দ্রুত শক্ত হয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে।

"ধন্যবাদ ন্যান, এবার এসো পরবর্তী ব্যায়াম শুরু করা যাক। তুমি কি চাও, আমরা দুজনে একই সঙ্গে পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করি?"

"তুমি বরং আগে আমার অঙ্গ স্পর্শ করো, তারপর আমি করব। তাতে কি তুমি কিছু মনে করবে?" ন্যান বলল।

"না," ব্র্যাণ্ডন বলল, "তুমি তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়।"

ও চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ব্র্যাণ্ডন ওর শরীরে হাত বোলাতে শুরু করল। মাথা, চুল, মুখের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে নিচের দিকে হাত নাবিয়ে আনতে লাগল। ওর স্তনের কাছে হাত দুটো নিয়ে এলে ওর স্তন দুটো অনেকটা সোজা হয়ে উঠল, স্তনের বোঁটা দুটো শক্ত হয়ে উঠল।

ব্র্যাণ্ডন ন্যানের পেটের ওপর মৃদু আঘাত করল। অতি ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো। ন্যানের নিম্নাঙ্গের চুল স্পর্শ করল।

এই সময় মেয়েটা বলল, "এবার তুমি আমার শরীরের ওপর এসো।"

এদিকে ব্র্যাণ্ডনের হাত তখন ন্যানের যৌনাঙ্গের ওপর ঘোরাফেরা করছে। মেয়েটা বিছানার ওপর থেকে থাই তুলে ফেলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে ওর নিম্নাঙ্গে হাত বোলানোর ফলে ও অত্যন্ত চঞ্চল, অস্থির হয়ে উঠল। ব্র্যাণ্ডন ওর চঞ্চলতায় ভ্রূক্ষেপ না করে ওর নিম্নাঙ্গ পর্ব সমাপ্ত করে ওর থাইয়ের ওপর হাত নিয়ে গেল। সেখান থেকে ওর পায়ে। ব্যায়ামের এই শেষ পর্যায়ে এসে মেয়েটা নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ ওকে বিস্মিত করে মেয়েটা বিছানার ওপর উঠে বসে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। "তুমি আমাকে যে আনন্দ উপভোগ করতে দিয়েছ তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।" বলে ও ব্র্যাণ্ডনকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিল। বলল, "এখন আমার পালা। দেখি আমি তোমাকে কতোটা আনন্দ দিতে পারি।"

ব্র্যাণ্ডন ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল না। এড়িয়ে যাচ্ছিল। কর্তব্যপরায়ণ মানুষের মতো ও শুয়ে পড়ল, চোখ বন্ধ করল।

ব্র্যাণ্ডন নিজের চোখ, গাল থুথনিতে ওর হাতের স্পর্শ পেল। ব্র্যাণ্ডন শুনতে পেল, ন্যান ফিসফিস করে বলছে,"তুমি ভারি মিষ্টি, চমৎকার।"

ব্র্যাণ্ডনের মনে হলো, এটা যেন গেইলির গলা। গত রাতের সেই নগ্ন মনোরমা সুন্দরী গেইলিকেই ও যেন দেখছে—তারপরই ও বুঝতে পারল ওর পুরুষাঙ্গ ক্রমশ সোজা হয়ে উঠছে। মেয়েটার নরম হাত ওর পুরুষাঙ্গের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে।

কতোটা সময় কেটে গেল ও জানতেই পারল না। পাঁচ মিনিট কি ছ মিনিট সময় হবে। বা তারও বেশি সময় হতে পারে। তবে সময় যেটুকুই হোক, পুরোটাই অফুরন্ত আনন্দের সময়। এই আনন্দের চরমে পৌঁছবার জন্য ওর প্রাণ ছটফট করতে লাগল।

"আমি.........আ.........মি.........আ.........মি........."

ন্যানের হাত দ্রুত সচল হয়ে উঠল। ও ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি।" ন্যান ওর পুরুষাঙ্গের শীর্ষভাগটা মুঠোমেরে ধরে রইল, আর ব্র্যাণ্ডন আনন্দে ছটফট করতে লাগল।

এ সময়ই ব্র্যাণ্ডন ন্যানের কোমল শরীরের স্পর্শ অনুভব করতে লাগল। ও অনুভব করল, ন্যান ওর একেবারে গা ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে।

ন্যান ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"তুমি অসাধারণ," ন্যান বলল, "সত্যিই অসাধারণ।"

"তুমিও," ব্র্যাণ্ডন বদমাইশি করে বলল।

ব্র্যাণ্ডন সিলিং-এর দিকে তাকিয়েছিল। আর ন্যান ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এভাবে কিছুক্ষণ ওরা দুজনে চুপ করে থাকার পর, ন্যান বলল, "ব্র্যাণ্ডন তোমাকে একটা কথা বলব।"

ব্র্যাণ্ডন মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল।

"টনি জেকার সঙ্গে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, তাই কাল রাতে আমি ওর ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। ও তখন ঘুমোচ্ছিল।"

ব্র্যাণ্ডন ওর এই কথায় সতর্ক হয়ে উঠল। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল।

"ওকে ছেড়ে আসার জন্য তুমি একবার আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলে!"

"কিন্তু আমি—" ও ভেবে পেল না কি উত্তর দেবে। "তুমি এখন কোথায় আছ?"

"আমি তোমাকে একটা হোটেলের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি করোনি। তাই আমি ডক্টর ফ্রিবার্গকে ফোনে জানাতে তিনি এক্সসেলসিয়র হোটেলে আমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। হোটেলটা তাঁর ক্লিনিক থেকে বিশেষ দূরে নয়।"

"যাক, হোটেলের ব্যবস্থা হয়েছে জেনে খুশী হলাম।" ব্র্যাণ্ডন উঠে বসল। ন্যানও ওর পাশে উঠে বসল। "তুমি টাকা-পয়সার কি ব্যবস্থা করলে?" ব্র্যাণ্ডন জানতে চাইল।

"কয়েক সপ্তাহ চালাবার মতো টাকা আমার আছে। তারপর আমি একটা কাজ জুটিয়ে নেব।"

"কাজ পাওয়া কিন্তু বেশ কঠিন।" ব্র্যাণ্ডন বিছানা থেকে নামতে গিয়ে বলল।

"পল......"

ও ন্যানের দিকে ফিরে তাকাল। "বল?"

"তুমি আপত্তি না করলে আজ রাতটা আমি তোমার এখানে কাটাতে চাই। তোমার কি আপত্তি আছে?"

"নিশ্চয়ই থাকতে পারো। আমিও তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।" ও বিনা দ্বিধায় বলল, "তবে, তুমি এখানে থাকতে পারো না ন্যান, তুমি আজ রাতে আমার এখানে থাকলে, আমার চাকরি যাবে, যদি অবশ্য ডক্টর ফ্রিবার্গ জানতে পারেন। তাছাড়া আমি আইন ভাঙতে চাইলে আজ তা পারি না, তোমার সঙ্গে আমাকে আলাদা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে।"

"ও!" ন্যান হতাশা প্রকাশ করল।

"আমি দুঃখিত ন্যান, পরবর্তী ব্যায়ামের জন্য আগামীকাল বিকেলে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে।"

"ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক, আমি তোমাকে ভুলব না। আমাদের পরবর্তী ব্যায়াম কোনটা?"

"অঙ্গ সংস্থাপন। ইচ্ছা হলে তুমি যোগ দিতে পার।"

ন্যান হাসল, বলল, "তোমার সঙ্গে যেকোন কর্মে লিপ্ত হতে আমার কোন বাধা বা সঙ্কোচ নেই। আমি খুশীই হবো।"

ন্যান পোশাক পরে ওকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলে ব্র্যাণ্ডন ফোনের সামনে এসে বসল। ওর আশা গেইলিকে হয়তো এবার বাড়িতে পেয়ে যাবে।

ওর সৌভাগ্য গেইলিকে ও বাড়িতে পেয়ে গেল।

"পল বলছি, গেইলি আমি সত্যই দুঃখিত। কাল তোমার প্রতি আমার ব্যবহার উচিত মতো হয়নি। সে জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।"

"তুমি ফোন করায় আনন্দ পেলাম। সারাদিন ধরে আমি তোমাকে আর আমাকে নিয়েই ভাবছিলাম। তোমার প্রতি আমার ব্যবহারও উচিত মত হয়নি, সে কথাটাও তোমাকে আমার জানাবার ছিল।"

'গেইলি তোমার সঙ্গে আমার আবার কখন দেখা হতে পারে? যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই ভালো।"

"হ্যাঁ আমিও তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি তোমার অ্যাপার্টমেন্টে যাবো?"

"কখন?"

"ডিনারের আগে যেতে পারছি না। তাতে কি খুব দেরি হয়ে যাবে?"

"না, বিশেষ দেবি হবে না।"

"তোমার বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে দাও। আমি তোমার জন্য ঠিক অপেক্ষা করব।"

ব্র্যাণ্ডনের অ্যাপার্টমেন্টে গেইলি অসংখ্য চুম্বন ও আলিঙ্গনের মাধ্যমে অভ্যর্থনা পেল।

ব্র্যাণ্ডনের শোবার ঘরটার চারপাশে দেখে নিয়ে ও বলল, "বা! তোমার শোবার ঘরটা তো বেশ! খারাপ নয়।"

"তুমি আমার ফ্ল্যাটে আসায় আমি সত্যিই আনন্দ পেয়েছি গেইলি।"

ব্যাগের ভেতর থেকে গেইলি কি একটা বার করে ব্র্যাণ্ডনকে বলল, "আমি তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি।"

"কি উপহার"

"আমার ঘরের চাবি।" চাবিটা গেইলি ওর হাতে তুলে দিল। বলল, "এর পর আমাদের আবার মিলনের দিন ঠিক হলে তুমি আমার আগেই আমার বাড়ি চলে গিয়ে তৈরি হয়ে থেকো। তোমার রুগীকে নিয়ে তুমি কি এখানেই ব্যায়াম করো?

"হ্যাঁ, এখানেই।"

গেইনি ওর ব্লাউজের বোতাম খুলতে লাগল। "ঐ মেয়েটার কি নাম যেন?"

"ন্যান।"

"হ্যাঁ ন্যান। ওর কিছু উন্নতি হলো।"

"আমার তো সেরকম মনে হয়। মেয়েটির যোনি ছিদ্র ক্ষুদ্র। ওর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।"

গেইলি ওর বুকের ওপর থেকে ব্লাউজটা খুলে ফেলল। "তুমি এখনো নিশ্চিত করে কিছু জানো না।"

"আমাদের পরবর্তী ব্যায়ামে পর জানতে পারব।"

"ওর দেহে তোমার যৌন অঙ্গ সংস্থাপনের পর?" গেইলি নিরুদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইল।

'কিন্তু এর মধ্যে একটা সমস্যা রয়ে গেছে। সেজন্যই আমি একটু ভয় পাচ্ছি!" ও ভুরু কোঁচকালো। বলল, "বুঝতে পারছি না কিভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করব।"

"সমস্যাটা কি?"

"আমার যতোদূর মনে হয়, আমার রুগী আমার প্রেমে পড়ে গেছে। মেয়েটা ওর বয়ফ্রেণ্ডকে ছেড়ে চলে এসেছে। আজ ও সরাসরি আমাকে ওর সঙ্গে যাবার পরামর্শ দিল। ওর বয় ফ্রেণ্ডটা বদমাস সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।"

"তাহলেও ওর প্রস্তাবে সায় দেওয়া উচিত হবে না।"

"আমিও তাই ভেবেছি।"

গেইলি ওর ব্রেশিয়ারের হুক খুলতে খুলতে বলল, "কোন রুগীর সঙ্গে ভালোবাসা বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না।"

"আমি তাকে প্রেমে উৎসাহ দিচ্ছি না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, তবু আমি যে উপলব্ধি করছি আমার প্রতি ওর আগ্রহ বেড়েই চলেছে। ব্যাপারটা খারাপ। মানুষ হিসেবে মেয়েটা খুব ভালো। আমি বুঝতে পারছি না, কিভাবে আমি ওকে সামলাবো।"

"আমার মনে হচ্ছে তুমি ততোটা পেশাদার হয়ে উঠতে পারোনি।"

'আমি চেষ্টা করছি গেইলি।"

"ততোটা চেষ্টা করছ না। মেয়েটার প্রতি তুমি দুর্বল এবং ওর সঙ্গে বড্ড বেশি জড়িয়ে পড়েছ।" ও কিছুক্ষণ থামল। তারপর বলল, "ন্যান ওর বয় ফ্রেণ্ডকে ছেড়ে গেল কেন?"

"আমি যে ওকে ছেড়ে আসতে নিষেধ করেছিলাম তা নয়। আমি ন্যানকে উৎসাহই দিয়েছিলাম। ওর কথামতো লোকটা সত্যই একটা জন্তু। তার জন্য ন্যানের যথেষ্ট দুর্ভোগ।

গেইলি তখনো ওর ব্রা খুলে ফেলেনি। শুধু ব্রায়ের হুকটা খুলেছে। বলল, "এটা কিন্তু তোমার যৌন প্রতিনিধির মতো আচরণ হচ্ছে না। ব্যাপারটা ডক্টর ফ্রিবার্গের কানে যাবে।"

"জানলে তিনি কি করবেন?"

গেইলি দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "তিনি তোমাকে এই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেবেন, আমি ডক্টর ফ্রিবার্গকে যতোটুকু জানি তাতে তিনি কোন রুগীর সঙ্গে তাঁর কোন প্রতিনিধির এতোটা মাখামাখি অনুমোদন করেন না।"

ব্র্যাণ্ডন শান্তভাবে বলল, "আমি অতো জড়িয়ে পড়িনি। ন্যানই........!"

ন্যান ভুল করতেই পারে। তাই বলে তুমিও করবে, তা হতে পারে না। তোমার তাকে আটকানো উচিত ছিল। ডক্টর ফ্রিবার্গ এসব কখনো বরদাস্ত করবেন না। তুমি কি তাঁকে এ-ব্যাপারটা জানিয়েছ?"

"না।"

গেইলি ব্র্যাণ্ডনের আরো কাছে এগিয়ে এলো, "তুমি তাকে জানাও। তাঁকে জানানো তোমার কর্তব্য।"

"তুমি ঠিক বলছ, তিনি জানতে পারলে আমাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে?"

"দশ সেকেণ্ডের মধ্যে।"

"তাহলে তো এ ক্ষেত্রে থেরাপি সম্পূর্ণ হবে না।"

"সম্পূর্ণ করার জন্য অন্য কারুর উপর দায়িত্ব দেবেন।"

"গেইলি, তাঁর ক্লিনিকে আমিই একমাত্র পুরুষ প্রতিনিধি।"

"তবু আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, ন্যানের জন্য আর একজন প্রতিনিধি খুঁজে বার করে নিতে তাঁর কোন অসুবিধে হবে না।"

ব্র্যাণ্ডন মাথা নাড়াল। "ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগবে না। আমি চলে যাবো, অন্য কেউ আসবে—এটা ও ঠিক মেনে নিতে পারবে না। আঘাত পাবে।"

"এই সমস্যা মোকাবিলার উপায় ডক্টর ফ্রিবার্গের জানা আছে। তোমার এখন উচিত ডক্টর ফ্রিবার্গকে সব খুলে জানানো।"

ব্র্যাণ্ডন কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, "ঠিকই বলেছ, ব্যাপারটা তাঁকে জানান দরকার।"

"হ্যাঁ, তাই করো।" গেইলি আনন্দের সঙ্গে বলল। "এর থেকে আনন্দের খবর আর কি হতে পারে।"

গেইলি ওর ব্রাটি খুলে ফেলল, ব্রায়ের বাঁধন মুক্ত হয়ে স্তন দুটো ব্র্যাগুনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ব্র্যাগুন সঙ্গে সঙ্গে এক হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। ওর স্তনের বোঁটায় চুম খাবে বলে মুখ নীচু করল। "তুমি সত্যিই অসাধারণ" ও মনের আনন্দ প্রকাশ করল। ব্র্যাগুন ওর স্তনের গোড়ায় চুমু খেতে লাগল। স্তন দুটোর ওপর হাত বোলাতে লাগল। ওকে কোলে তুলে নিল।

গেইলি বলল, "এই নিজের পোশাক খোল। আমি সব খুলে ফেলব আর তুমি পোশাক পরে থাকবে, তা হবে না।"

ব্র্যাগুন ওর অন্তর্বাস খুলে ফেলল। ওরা দুজনেই ব্র্যাগুনের শিথিল পুরুষাঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখল।

গেইলি বলল, "কি ব্যাপার, এরকম অবস্থা কেন?"

ব্র্যাগুন অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। আমতা আমতা করে প্রকৃত ঘটনা জানাল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে যে তার রুগী ন্যানকে খুশী করতে গিয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল এবং তাতেই এই বিপত্তি ঘটেছে, সে কথা গেইলিকে বলল। গেইল, রাগ, বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না। ব্রাটা হাতে তুলে নিয়ে আবার পরতে লাগল। ব্র্যাগুনকে বলল, "আমার পক্ষে আজ তোমার এখানে থাকা সম্ভব নয়।" ব্র্যাগুন অনেক কাকুতি-মিনতি করলে ও বলল, "দেখ ব্র্যাগুন আমি সাবেকী একগামি মানুষ। এক নারী, এক পুরুষ ধারণায় বিশ্বাসী। আমার এই বিশ্বাস নিয়েই আমি বাঁচতে চাই। বহুগামিতায় আমার কোন বিশ্বাস নেই। আজ রাতটা তুমি তোমার মতো কাটিয়ো। ধন্যবাদ।"

এই বলে গেইলি মিলার ওর শোবার ঘর থেকে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে ওর অ্যাপার্টমেন্টের সীমানার বাইরে চলে গেল।

রাতটা গেইলির সুখে কাটল না।

বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে ও ঘুমোতে পারল না। ন্যান নামের মেয়েটার সঙ্গে পলের সম্পর্ক এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ন্যান নামের মেয়েটা দেখতে কেমন, ওর আচার-ব্যবহার কেমন এসব কিছুই গেইলি জানে না। তবে কল্পনায় ও এক অতি উজ্জ্বল, তরুণীর ছবি ওর চোখের সামনে দেখে।

বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে থাকে। ন্যানের নিম্নাঙ্গ হয়তো অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষণীয়, ওর নিজেরটার তুলনায় রমনীয়। পল তার অঙ্গের এই বৈশিষ্ট্যের পৃষ্ঠপোষক। কামনার তাড়নার সময় ন্যান হয়তো ওকে আরো বেশি তৃপ্তি দেয়, যা গেইলি ওকে দিতে পারে না।

রাত যতো বাড়তে থাকে, গেইলির মন থেকে কল্পনা ততো দূরে হটতে থাকে আর যুক্তি ততো কাছে এগিয়ে আসে। ও ভাবে , এই ন্যান ওর মতো সাধারণ মেয়েছেলে নয়। ন্যানের ত্রুটি আছে, তাই সে চিকিৎসার জন্য পলের কাছে এসেছিল এবং গেইলির সে রকম কোন রোগ নেই। পল ন্যানকে পছন্দ করে, ন্যানের দিকে নজর দেয়, কিন্তু গেইলির প্রতি ওর ভালোবাসায় কোন রকমের গোপনীয়তা কিছু নেই।

যুক্তির কাছে কল্পনা পরাজিত হতে থাকে। পল ওকে অন্তরের গভীরে ভালোবাসে। যেমন ও নিজে পলকে ভালোবাসে। ন্যানের জন্য পল ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার কোন আশঙ্কা নেই। আসলে ও নিজেই ভীষণ ঈর্ষাকাতর, তাই ও ন্যানকে সহ্য করতে পারছিল না। ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে ও আগে যে ক্লাস করেছে, তা থেকে জেনেছে, নিরাপত্তার অভাব থেকেই মানুষ এমন ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ একগামি সম্পর্ক আশা করাও অবাস্তব। সম্পূর্ণ

একগামী মানুষ কেউ নেই। সব পুরুষই অন্য স্ত্রীলোকের দিকে তাকায় এবং সব স্ত্রালোকও অন্য পুরুষের দিকে তাকায়। তাতে কোন একজনের প্রতি তাদের প্রধান ভালোবাসা দমিত হয় না। ন্যানের সঙ্গে পলের এই ক্ষীণ সম্পর্কটা মেনে নেওয়া যায়। ভাবনার গতি এই পথে প্রবাহিত হওয়ায়, ও অনেক স্বাচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল। ভোর হবার আগেই ও ঘুমিয়ে পড়ল।

পর্দার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো চোখে এসে লাগায় ওর ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, আজ একটু বেশি ঘুমনো হয়ে গেছে। সাধারণত ওর ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। কিন্তু আজ দেরি হওয়ায় ওর অবশ্য সেজন্য কোন আক্ষেপ নেই। কারণ, আজ ওর বিশ্রাম নেবার দরকার। কাজে যোগ দেবার আগে পূর্ণ শক্তি ফিরে পাওয়া দরকার।

সামনে যে পুরো দিনটা পড়ে রয়েছে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে বিকেলের দিকে অ্যাডাম ডেমস্কির আসার কথা। তারপর সন্ধ্যায় চেট হাণ্টার। ওদের দুজনের সঙ্গেই নির্ধারিত ব্যায়াম প্রাথমিক যৌন অঙ্গ সংস্থাপন। এই ব্যায়ামটা একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আবার জটিল।

তবে এগুলোর থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো পল ব্র্যাণ্ডনকে ফোন করা। পল দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে। কখন ওকে ফোন করলে বাড়িতে পাওয়া যাবে। গেইলি বিছানার ওপর উঠে পলকে ফোন করতে লাগল। কয়েকবার রিং করার পর পলকে ফোনে পেয়ে গেল। পলের গলার স্বর অস্পষ্ট।

"পল," ও বলল, "গেইলি বলছি, আমি কি তোমাকে ঘুম থেকে তুললাম?"

"হ্যাঁ, তবে সেজন্য আমি আনন্দিত।"

"তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা আছে পল। কাল রাতের ঘটনার জন্য আমি সত্যিই ক্ষমা প্রার্থী। গত রাতে আমি সত্যিই অত্যন্ত বোকার মতো তোমার সঙ্গে ব্যবহার করেছি। কেন যে করেছি, সে আমি এখন তোমাকে জানাতে চাই। আমি ঈর্ষাপরায়ণ। আমার বিশ্বাস এটা আমার চরিত্রের খারাপ দিক। আমার এটা সংশোধন করা উচিত।"

"গেইলি, এই পৃথিবীর যে কোন মানুষ, যে কোন বস্তুর চেয়ে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি।"

"তোমার প্রতি আমার ভালোবাসাও ঠিক ঐ রকমের পল। আজ রাতে তাহলে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, হচ্ছে।"

ওরা দুজনেই গদির ওপর উলঙ্গ দেহে শুয়ে ছিল। গেইলি কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে অ্যাডাম ডেমস্কির দিকে তাকিয়ে বলল, "ডেমস্কি আমাদের আজকের ব্যায়ামটা কি তা তোমার জানা আছে?"

"না তো।"

"আজকে আমরা যে ব্যায়ামটা করব সেটার নাম হলো অঙ্গ সংস্থাপন। ভয় পেও না। নিজের সাধ্যমতো আমার শরীরে তোমার অঙ্গ সংস্থাপনের চেষ্টা করে যাবে।"

"আমি কি সফল হবো?"

"আমার মনে হয় তুমি সফল হবে। আজকে আমরা প্রথমে যে ব্যায়ামটা করব সেটাকে বলা যেতে পারে সামান্য ভেতরে ঢোকানো ও ঠেলা।"

"ভেতরে ঢোকানো? সেটা আবার কি জিনিস?"

"আমি বলে বুঝিয়ে দিচ্ছি অ্যাডম। অধিকাংশ মানুষ ভাবে, যৌন সুখের আনন্দ উপভোগ করা মানে, এক পাথর কঠিন-পথ অতিক্রম করে তা লাভ করতে হয়। এই ধারণাটা কিন্তু ভুল। মোটেই সাত্য নয়।"

"তাহলে সেটা কি?"

অ্যাডামকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্য গেইলি উৎসাহী হয়ে উঠল। আমি তোমাকে একটা গোপন কথা জানাই অ্যাডাম। এক সম্পূর্ণ শিথিল পুরুষাঙ্গও রমণের আনন্দ উপভোগ করতে পারে, যদি তার পুরুষাঙ্গটা পাঁচ শতাংশও স্ফীত হয় তাহলেই চলবে, একশো ভাগের একশো ভাগ স্ফীত হবার দরকার নেই। এখন আমাদের ব্যায়ামের আজকের প্রথম পর্যায়ে, আমি তোমার ওপর শোব। ব্যায়ামের এই পর্যায়টাকে আমরা বলব, সামান্য সংস্থাপন এবং এর পরের পর্যায়ে তুমি আমার ওপর শোবে।"

"আমার ঠিক সাহস হচ্ছে না, ভয় করছে।"

"ভয় করার কিছু নেই। তোমার পৌরুষত্ব হীনতার ব্যাধি কেটে গেছে। আমার বিশ্বাস এই ব্যায়ামের মধ্যে এলে তুমি লাভবান হবে, আনন্দ পাবে এবং সেই সঙ্গে আমাকেও আনন্দ দেবে। ব্যাপারটাকে খেলার ছলে একটা মজার চোখে দেখ। তুমি আমার স্তনে চুমু খাও, আমার শরীরের যেখানে খুশি হাত বোলাও। তারপর আমি তোমার শরীরে হাত বোলাতে শুরু করব, তোমার নিম্নাঙ্গও ম্যাসাজ করে দেব। তারপর আমি জানতে চাইব, তুমি প্রস্তুত আছো কি না?"

ডেমস্কির চোখে-মুখে কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠল।

গেইলি বালিশে মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ডেমস্কিকে বলল, "ডেমস্কি তুমি আমার বুকে পিঠে হাত বোলাও। আমার স্তনের বৃন্তে চুমু খাও।"

ডেমস্কি আধ বসা, আধ শোয়া হয়ে ওর নির্দেশ পালন করতে উদ্যত হলো।

কয়েক মিনিট ধরে ডেমস্কি ওর শরীরে হাত বোলাবার পর, গেইলি ধীরে ধীরে ওকে শুইয়ে দিয়ে ওর মাথা, পেট, বুক, পিঠে ম্যাসাজ করার ভঙ্গিতে হাত বোলাতে লাগল। হাত দুটো নীচের দিকে নিয়ে গিয়ে ওর অণ্ডকোষে কিছুক্ষণ বুলিয়ে পুরুষাঙ্গে কয়েকটা টোকা মারল।

গেইলি অনুভব করল, অ্যাডামের পুরুষাঙ্গটা ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে,. যদিও এই স্ফীতি সংস্থাপন করার ক্ষমতা রাখে না, তবু অবশ্যই বড় হচ্ছে।

ও নিজ মনে সিদ্ধান্ত নিল, এই যথেষ্ট। বলল, "চুপ করে শুয়ে থাক অ্যাডম, নড়ো না।"

সাফল্যের আনন্দে গেইলি অ্যাডমের বস্ত্রহীন শরীরের ওপর উঠে এলো। এক হাতে ওর স্ফীত পুরুষাঙ্গটা ধরে নিজের যোনি পথের মুখের সামনে নিয়ে এলো। ধীরে ধীরে অথচ স্বচ্ছন্দে যোনির মধ্যে ওর পুরুষাঙ্গটাকে প্রবিষ্ট করাতে লাগল। ও অনুভব করতে লাগল একটা ছোট কিছু ওর শরীরের মধ্যে ঢুকছে। "সেই গড়ির গল্প এখন তোমার মনে পড়ে অ্যাডাম? সেই যে যখন তুমি তোমার হাতের আঙুল আমার যোনির মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলে? এখন তোমার পুরুষ অঙ্গ আমার শরীরের মধ্যে।"

"হ্যাঁ আমি অনুভব করছি," অ্যাডাম বলল।

ওর অনুভূতিতে আরো স্পষ্ট প্রভাব ফেলার জন্য গেইলি যোনিপথের পেশিগুলোকে আরো চেপে ধরল। বলল, "কেমন অনুভব করছ?"

"ভালোই।"

"এখন নড়ো না অ্যাডাম, চাপ দেবারও চেষ্টা করো না। নারীর অঙ্গে অঙ্গ সংস্থাপনের ক্ষমতা তোমার যে আছে তা এই ব্যায়াম থেকেই প্রমাণিত হয়। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায়

নারীর শরীরে তোমার, অঙ্গের প্রবেশ ঘটাতে তোমাকে সক্ষম করে তোলাই এই ব্যায়ামের মূল উদ্দেশ্য। এখন কেমন বোধ করছ?"

"খুব আনন্দ পাচ্ছি।"

গেইলি অনুভব করল, ওর শরীরের মধ্যে অ্যাডামের অঙ্গ যেন ক্রমশই শিথিল থেকে শিথিলতর হয়ে উঠছে। আকারেও ছোট হয়ে আসছে। অ্যাডামকে এতো তাড়াতাড়ি নিষ্প্রভ হতে না দেবার উদ্দেশ্যে ও বলল, "অ্যাডাম এখন চাইলে তুমি একটু নড়া-চড়া করতে পারো।"

"আমি চাই।"

"আচ্ছা, তাহলে কয়েকবার সামনে পেছনে শরীরটা নাড়াও। ওটা করতে গিয়ে শরীর থেকে তরল পদার্থ বেরিয়ে পড়লে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওটা স্বাভাবিক ব্যাপার।"

গেইলি ওর পা দুটোকে ডেমস্কির আরো কাছে নিয়ে এলো। ডেমস্কি ওর নির্দেশ মতো শরীর সামনে পেছনে নাড়াতে লাগল। এই প্রক্রিয়ার ফলে গেইলি অনুভব করল, ডেমস্কির পুরুষাঙ্গ অনেক শক্ত হয়ে উঠেছে। ডেমস্কি আনন্দের আতিশয্যে মুখ দিয়ে সুখের ধ্বনি বার করছে।

এই ব্যায়ামের শেষে ফিরে যাবার আগে গেইলি অ্যাডামকে চুমু খেল। প্রতিদানে অ্যাডামও ওকে চুমু খেল। তার আগে ওরা দুজনেই পোশাক পরে নিয়েছে। পরবর্তী ব্যায়ামে আরো সুস্থ হয়ে ওঠার প্রত্যাশা নিয়ে ডেমস্কি ফিরে গেল।

অ্যাডম ডেমস্কি চলে গেলে গেইলি স্নান করে তাজা শরীরে নতুন একটা ঢিলে পোশাক পরে নিল। এমন সময় চেট হাণ্টার ওর অ্যাপার্টমেণ্টে প্রবেশ করল। ওরা দুজনে থেরাপি কক্ষের দিকে এগিয়ে যাবার সময় গেইলি লক্ষ্য করল অন্য দিনের থেকে হাণ্টার আজ যেন অনেক বেশি ভীত এবং উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে।

শরীর থেকে পোশাক সরিয়ে ফেলতে ফেলতে গেইলি জিজ্ঞেস করল, "বাড়িতে প্র্যাকটিস করেছ?"

"হ্যাঁ করেছি। করে দেখেছি, সংস্থাপনের পর্যায়ে পৌঁছে যখন রেতঃস্খলনের অবস্থা হয়েছে, তখন মোচড়ের সাহায্যে ঐ প্রবণতা রুখে দিয়েছি।"

"খুব ভালো করেছ," গেইলি বলল।

হাণ্টারও ওর সমস্ত পোশাক খুলে ফেলেছে। "আসল কাজটা কখন হবে সেটাই এখন জানতে পারলে ভালো হতো।"

"এখনই!"

"এখনই? তার মানে তুমি বলতে চাইছ আমরা এখনই যৌন সঙ্গমে মিলিত হবো?"

"সংস্থাপন", গেইলি ওর ভুল সংশোধন করে দিল। "কোমল সংস্থাপন বলতে আমি বলছি ওটা ধীরে ধীরে প্রবেশ করাতে হবে।"

"বা! খুব ভালো।"

"আমরা চেষ্টা করব তোমার রমণ-পূর্বস্খলন কতোক্ষণ আটকে রাখা যায়। দেখা যাক আমাদের পদ্ধতি কাজ দেয় কিনা।"

"আমি প্রস্তুত আছি।" হাণ্টার বলল, "আমরা কি এখনই শুরু করব।"

"নিশ্চয়ই। এসো আমরা পাশাপাশি শুয়ে পড়ি। সংস্থাপনের পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত চলো দেহ মর্দন করতে থাকা হোক।"

"তার জন্য বিশেষ সময়ের দরকার হবে না।" ও গেইলির উন্মুক্ত স্তন জোড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার ঐ স্তন দুটো একবার স্পর্শ করলেই আমার বিশেষ অঙ্গ সতর্ক হয়ে উঠবে।"

"দেখা যাক। তুমি যেমন মাটিতে শুয়ে আছ তেমনি শুয়ে থাকো। আমি তোমার শরীরের ওপর এবার শোব।"

"এক মিনিট, দেখ নিজের বুকের উপর উলঙ্গ নারীকে শোয়াবার অভিজ্ঞতা আমার নেই।"

"আজকে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করো। এটা তো তুমি সুখের জন্য করছ না। তোমার সুস্বাস্থ্যের জন্য করছ।"

বাধ্য বালকের মতো চেট শুয়ে পড়ল। গেইলি ওর দেহের ওপর নিজের শরীর এলিয়ে দিল। চেটের পুরুষাঙ্গ ওর যৌন অঙ্গের চারপাশের চুল স্পর্শ না করা পর্যন্ত নিজেকে চেটের দেহের কাছে নিয়ে গেল।

"এখন তোমার কেমন অনুভব হচ্ছে?" গেইলি জানতে চাইল।

চেট চোখ বন্ধ করে আচ্ছন্নের মতো অবস্থায় থেকে বলল, "আমার মনে হচ্ছে আমার যৌন অঙ্গ থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসছে।"

গেইলি কথাটা শোনা মাত্র আর দেরি না করে বাঁ হাতের দুটো আঙুলের ফাঁকে ওর পুরুষাঙ্গের ওপর ভাগটা চেপে ধরল। ধীরে ধীরে চেটের পুরুষাঙ্গ শিথিল হয়ে এলো। তারপর ও আবার নিজের দেহটাকে চেটের গায়ের ওপর নিয়ে গেল। চেট ওর স্তনে হাত দিল। আগের বারের মতো এবারও আগাম স্খলনের আশঙ্কায় চিৎকার করে উঠতে গেইলি সাবধানতা অবলম্বন করল। এভাবে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করার পর গেইলি ওর শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর মিশিয়ে দিল। চেট প্রকৃত সংস্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করল। ব্যায়াম শেষে ও গেইলির কাছে জানতে চাইল, "প্রকৃত যৌন সম্ভোগের আনন্দ কি আমার পক্ষে লাভ করা সম্ভব?"

গেইলি বলল, "তোমাকে যেগুলো বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে বলেছি, সেগুলো নিয়মিত করে গেলে ঠিক পারবে।"

সেদিন রাত সাড়ে নটার সময় বেল বাজান সত্ত্বেও যখন কেউ দরজা খুলল না, তখন ব্র্যাণ্ডন পকেট থেকে চাবিটা বার করে গেইলির অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। শোবার-ঘরে ঢুকে দেখল চেট গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন গেইলির সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে ও কি ভাবনায় মাথা নাড়ল। আপন মনে বলল, 'সুন্দরী হলেও, কোন মহিলা যৌন প্রতিনিধির প্রেমে পড়া বৃথা। এমন মহিলার কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। গেইলির জন্য আনা উপহারটা টেবিলের ওপর রেখে অন্ধকার রাতে ফিরে গেল।

সেই চূড়ান্ত ব্যায়ামের অপেক্ষায় ন্যান হুইটকম্ব তোয়ালে জড়িয়ে ব্র্যাণ্ডনের পথ চেয়ে বসেছিল। ব্র্যাণ্ডন পাশের ঘর থেকে পোশাক ছেড়ে আসতে ফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল।

সাধারণত ব্যায়াম শুরু করার আগে ব্র্যাণ্ডন সাময়িকভাবে ফোনটা অকেজো করে দেয়। আজকে যে কোন কারণেই হোক ব্র্যাণ্ডন সেটা করতে ভুলে গিয়েছিল। ব্র্যাণ্ডন এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলল। অপর দিক থেকে গেইলির স্বর ভেসে এলো, "পল, আমি তোমাকে বিরক্ত করছি না তো?"

'না মোটেই নয়।"

"তোমার দেওয়া মিষ্টির প্যাকেট পেয়ে বুঝলাম তুমি কাল রাতে আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিলে।"

ব্র্যাণ্ডন আপন মনে হাসল। বলল, "হ্যাঁ আমি কাল গিয়েছিলাম। কেউ জানতে পারেনি।

"আমায় ক্ষমা করে দাও ব্র্যাগুন। আমি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম।"

"আমি বুঝতে পেরেছি তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলে।"

"আমাকে ক্ষমা করো সোনা। আমি সত্যিই তোমাকে পেতে চাই। আর কি তোমাকে পাওয়া সম্ভব নয়।"

"কেন সম্ভব নয়! তুমি যদি বিশেষ পরিশ্রান্ত না হও তাহলে আজ রাতে আমি তোমাকে নিয়ে আসতে পারি।"

"আজ রাতে আমার পরিশ্রান্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। আজ বিকেলে শুধু আমার একটাই কাজ—চুল কাটা।"

ফোন রেখে শরীরের শেষ পোশাকটিও ত্যাগ করে ব্র্যাগুন ন্যানের দিকে এগিয়ে দেখল, ন্যান তখনো একটা তোয়ালে জড়িয়ে ওর দিকে প্রেমের চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

অতি ধীরে, আস্তে আস্তে ন্যান শরীরের শেষ পোশাকটিও খুলে ফেলল। বস্ত্রহীন শরীরে ন্যান ধীর পায়ে ব্র্যাগুনের দিকে এগিয়ে এলো। ন্যানের শরীর থেকে ভেসে আসা সুগন্ধী ব্র্যাগুনের গায়ে এসে লাগল। ন্যান ওর চিবুকে চুমু খেয়ে ওকে নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল।

"আজই সেই দিন, তাই না?"

এই কথা শুনে ব্র্যাগুন একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। কারণ আজকের সন্ধ্যার এই মিলনকে ন্যান দীর্ঘ প্রতীক্ষিত হনিমুনের চোখে দেখছে।

"হ্যাঁ, সেই দিন।"

"সংস্থাপন," ও কোমল কণ্ঠে বলল।

ব্র্যাগুন ওকে বোঝাতে চাইল, ওরা পরস্পরের প্রেমিক নয়, ওদের সম্পর্ক শিক্ষক ও ছাত্রের মতো। এবং ওর চিকিৎসা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্রই এই সম্পর্কের অবসান ঘটে যাবে। "আজকের এই ব্যায়ামের পর থেকে তুমি স্বাভাবিকভাবে, স্বচ্ছন্দে যৌন জীবনযাপন করতে পারবে। কোন ব্যথা অনুভব করবে না।"

"আমি আশা করি পল, আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠব। এবং তোমার ক্ষেত্রে ঐরকম শক্ত বাধার মুখোমুখি হতে হবে না।"

ব্র্যাগুন ওর সঙ্গে পেশাদারি গাম্ভীর্য বজায় রেখে কথা বলার চেষ্টা করল। বলল, "আমার বিশ্বাস তোমার এই ব্যায়াম সফল হবে এবং সফল হলে, কোন সমস্যাই আর থাকবে না।"

ন্যান বালিশে মাথা দিয়ে খাটের ওপর পা দুটো ছড়িয়ে দিল। ব্র্যাগুন ওর নগ্ন শরীরের আরো অনেক কাছে এগিয়ে এলো।

"এখন আমি কি করব?" ন্যান নিতান্তই অনভিজ্ঞ শিশুর মতো জানতে চাইল।

"উৎসাহ জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের শরীরের সামনের দিকে হাত বোলাতে হবে।"

"আমি উৎসাহের মুদ্রাতেই আছি।"

"তাহলে তো সুবিধেই হবে। তবে ব্যায়াম শুরু করার আগে আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই।"

"কি বলবে বলো।"

"দীর্ঘ দিন তোমার সঙ্গে টনি জেকার একটা সম্পর্ক ছিল। তোমার মনের গভীরে এখনো তার প্রচ্ছায়া বিরাজ করে হয়তো।"

"আমার মনে হয় তুমি আমাকে সে প্রভাব থেকে মুক্তি দিয়েছ।"

"তুমি আকর্ষণীয়। আবার একই সঙ্গে টনির কাছে দীর্ঘ সময় থাকা কালে তুমি কোন আনন্দ পাওনি, কেবলই ব্যথা পেয়েছ।"

"হ্যাঁ কথাটা সত্যি।"

ব্র্যাণ্ডন পূর্ব কথার সূত্র ধরে আরো বলল, "জেকার কাছে তুমি কোন সুখকর যৌন অনুভূতির স্বাদ পাওনি। আমাদের এই কর্মসূচিতে আমার লক্ষ্য হলো তোমাকে সুখকর যৌন অনুভূতির স্বাদ পেতে সাহায্য করা।"

ও হাসল লজ্জাঘন হাসি। "আমি নিশ্চিত জানি পল, তোমার লক্ষ্যে তুমি সফল হবেই। আমাদের এই সম্পর্ককে আমি কখনো কৃত্রিম বলে মনে করিনি। যদিও আমাদের এই সম্পর্কের মধ্যে টাকার স্থান আছে, এবং আমরা একজন থেরাপিস্টের অধীনে কাজ করছি, তাহলেও আমাদের সম্পর্ক আমার বিচারে রুগী ও ডাক্তারের থেকেও বেশি। আমি তোমাকে আর যৌন প্রতিনিধি বলে মনে করি না। এটা কি খারাপ বলে তুমি মনে করো?"

ব্র্যাণ্ডন ঠিক উপলব্ধি করতে পারছিল না, ও নিজে সুস্থ আছে কি না। এই ধরনের ক্ষেত্রে মেয়েটাকে স্পষ্ট বলে দেওয়া উচিত, এই চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা হয়ে যাবার পর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই ভালো। তবু ও বলল, "আচ্ছা যাক, এসো, ব্যায়াম শুরু করা যাক," বলে, ব্র্যাণ্ডন চোখ বন্ধ করল। ওর দেখাদেখি ন্যানও চোখ বন্ধ করল।

ব্র্যাণ্ডন ন্যানের নগ্ন দেহে ধীরে ধীরে আঘাত করতে লাগল। ন্যানও বিনিময়ে আঘাত করল। ব্র্যাণ্ডন ওর দিকে তাকাল, বলল, "আচ্ছা ন্যান এবার সংস্থাপনের চেষ্টা করা যাক। আমি এখানে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকব। তুমি তোমার নগ্ন দেহ নিয়ে আমার শরীরের ওপর শোবে; আমি আস্তে আস্তে আমার পুরুষাঙ্গ তোমার শরীরে প্রবেশ করাবো, তুমিও ধীরে ধীরে আমার শরীরের সঙ্গে তোমার শরীরটাকে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। দেখবে কোনরকম ব্যথা পাচ্ছ কি না? ব্যথা পেলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।"

ন্যান উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়িয়ে ওর শরীরের ওপর উঠে এলো।

"একটা কথা মনে রাখবে কিন্তু ন্যান, আমরা কেউই চাপ দেব না, অতি উৎসাহ প্রকাশ করব না। স্বাভাবিক গতিতে তোমার দেহের মধ্যে আমার অঙ্গ সংস্থাপন ঘটাবো, আর সেটা করতে গিয়ে তুমি ব্যথা পাচ্ছ কি না দেখব।"

ন্যান এক হাত দিয়ে ব্র্যাণ্ডনের উন্মুক্ত পুরুষাঙ্গটা ধরে ওর নিম্নাঙ্গের মুখের সামনে এনে ঠেকিয়ে ধীর ধীরে নিজের শরীরটাকে ব্র্যাণ্ডনের কাছে নামিয়ে আনতে লাগল। ব্র্যাণ্ডন অনুভব করতে লাগল, ওর পুরুষাঙ্গের বেশি অংশটাই ন্যানের শরীরের মধ্যে ঢুকে গেছে।

ও জিজ্ঞেস করল, "ব্যথা লাগছে?"

"না।"

"সত্যি করে বলো।"

"সত্যি বলছি, না। আমার এখন খুব ভালো লাগছে পল, অত্যন্ত ভালো লাগছে, আমি সত্যিই আনন্দিত। এর থেকে বেশি সুখ আর আমি চাই না।"

ব্র্যাণ্ডন শক্ত করে দু হাত দিয়ে ওর দুটো কাঁধ চেপে ধরে ঠেলে তুলে বিছানায় ওর পাশে সরিয়ে দিল। বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। ব্র্যাণ্ডনের মুখটা নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেতে লাগল। ফিস ফিস করে বলতে লাগল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে চিরকাল ভালোবাসব।"

পূর্ব নির্ধারিত মতো ব্র্যাণ্ডন গেইলির সঙ্গে রেস্তোরাঁয় মিলিত হয়ে সেখান থেকে গেইলির অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলো। অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার মুখে কথায় কথায় গেইলি ব্র্যাণ্ডনকে

জিজ্ঞেস করল, "তোমার রুগী যে তোমার ভালোবাসায় পড়ে গেছে এবং তোমাকেই সে তার বাকি জীবনের সহচর বানাতে চায়, সে কথা কি তুমি ডক্টর ফ্রিবার্গকে জানিয়েছ?"

"গেইলি, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমি পারিনি। কারণ, আমি তাঁকে জানালে তিনি হয়তো আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারুকে আমার জায়গায় ওর জন্য নিয়োগ করবেন। এটা মেনে নেওয়া এখন এই অবস্থায় আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

গেইলি ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল।

"ন্যানের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক এখন ঠিক কতোদূর এগিয়েছে?"

"আমি...আমরা...মানে আরকি ওর ভীতি কেটে গেছে, যৌন মিলনে ওর আর কোন ভয় নেই। ও সেই আগের মতো ব্যথাও অনুভব করে না।"

"তার মানে তুমি এখন তাকে উপভোগ করতে শুরু করেছ?"

"না ঠিক তা নয়, সংস্থাপন ব্যায়াম-এর প্রথম পর্যায় মাত্র আমরা অতিক্রম করেছি।"

গেইলির রাগ ক্রমশ বাড়তে লাগল। "তুমি তাকে উপভোগ করছ। এই উপভোগ তোমার ভালো লাগছে, সেও এতে তৃপ্তি পাচ্ছে। আর তুমি এটা রোধ করার কোন চেষ্টাই করছ না?"

"আমি এটা মোটেই পছন্দ করছি না। আমি ওকে ভালোও বাসি না। আমি নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করছি।"

"একে কি মুক্ত থাকা বলে?"

"ঈশ্বরের নামে দিব্যি কেটে বলছি, আমি এসব চাই না। যদি সেখানেই তৃপ্তি পেতাম তাহলে তোমার কাছে আসব কেন বল?"

গেইলি অ্যাপার্টমেন্টের তালায় চাবিটা ঢুকিয়ে ঘোরাল।

ব্র্যাণ্ডন গেইলিকে জড়িয়ে ধরে মিনতির সুরে বলল, "গেইলি তুমি আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। আমার অবস্থা তোমাকে বোঝাতে দাও।"

"আর বোঝাবুঝির কিছু নেই। ন্যানক তুমি ভোগ করো, সেইসঙ্গে আবার আমাকেও ভোগ করতে চাও? তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তার সঙ্গে ভোগের সম্পর্ক ত্যাগ করে, তবে তুমি আমার কাছে আসতে পার।" বলে গেইলি ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে চলে গেল। ব্র্যাণ্ডনের অনুরোধে সাড়া দিল না।

গেইলির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে ব্র্যাণ্ডন নানা কথাই ভাবতে লাগল। এখন ওর কি করা উচিত, বাইরে থেকে ফোন করে গেইলির কাছে ক্ষমা চেয়ে ওর কাছে ফিরে আসার অনুমতি চাইবে, না কি ন্যানকে ফোন করবে? না, না, ন্যানকে ও কিছুতেই ফোন করতে পারে না, সেটা অন্যায় হবে। তার চেয়ে এখন ডক্টর ফ্রিবার্গকে ফোন করাই ভালো। এখন তাঁর পরামর্শ চাওয়াই উচিত। পকেট থেকে ঠিকানার বইটা বার করে ডক্টর ফ্রিবার্গের ঠিকানায় ফোন করল। ডক্টর ফ্রিবার্গ নিজেই ফোন ধরলেন।

"ডক্টর ফ্রিবার্গ? আমি পল ব্র্যাণ্ডন বলছি। আমি কি আপনাকে ঘুম থেকে তুললাম?"

"না ব্র্যাণ্ডন। বিছানায় যেতে আমার এখনো এক ঘণ্টা বাকি। কি ব্যাপার, এখন ফোন করছ যে বড়?"

"আমার রুগী ন্যান হুইটকম্বের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করার আছে? আমি আপনার পরামর্শ চাই।"

"আচ্ছা, আজ সকালে তুমি কি আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যই ফোন করতে চেয়েছিলে।"

"হ্যাঁ," ব্র্যাণ্ডন বলল, "আপনি কি করে জানলেন?"

"তোমার গলার স্বর শুনে বুঝতে পেরেছিলাম, আচ্ছা যাক, এখন কি জন্য ফোন করছ বলো?"

"আমার রুগী ন্যান হুইটকম্ব আমার প্রেমে পড়েছে," ব্র্যাণ্ডন বলল।

"ও এই ব্যাপার!" ক্রিবার্গ বললেন, "তুমি আমাকে জানিয়ে ভালোই করেছ। আমি তোমাকে পরামর্শ দেব, কোন কিছু না রেখে-ঢেকে তুমি সব কথা খুলে বলো। মিস হুইটকম্ব তোমাকে ভালোবাসেন তাহলে? বিশদভাবে তুমি আমাকে সবই বলো।"

টানা দশ মিনিট ধরে ব্র্যাণ্ডন ওঁকে বিস্তারিতভাবে সব কথা খুলে বলল। ওর প্রতি ন্যানের আকর্ষণ এবং অনুরাগের অংশগুলি তিনি আরো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। ন্যান যে তার সঙ্গে ব্র্যাণ্ডনকে রাত কাটাবারও প্রস্তাব দিয়েছে সে কথাও ডুর ক্রিবার্গকে বলল।

"আমি আপনাকে সকালে এ-কথাগুলোই বলতাম। এখন একবার মনে হলো, আপনাকে জানালে আপনি আমাকে ছাড়িয়ে দিলে মেয়েটা আঘাত পাবে।"

"তুমি ঠিকই আশঙ্কা করেছ। আচ্ছা, তোমাদের আর কটা ব্যায়াম বাকি আছে?"

"সব ঠিকমতো এগোলে আর মাত্র দুটো। আগামীকাল বিকেলে ওর সঙ্গে পরবর্তী ব্যায়ামের দিন ঠিক করা আছে।"

"আচ্ছা, আমি ন্যানকে একবার ওর হোটেলে ফোন করছি। আগামীকাল তোমার সঙ্গে ওর ব্যায়াম বন্ধ রাখছি। কালকে ওকে আমার কাছে আসতে বলছি।"

"আপনার কাছে ডাকতে চাইছেন কেন?"

"পল, তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই। থেরাপির বর্তমান পর্যায়ে তোমাকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে আনার কোন পরিকল্পনা আমার নেই। তবে আমি ওর সঙ্গে ওর ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।"

"কি আলোচনা করবেন?"

"আমি তাকে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করব যে, তার জন্য নির্দিষ্ট যৌন প্রতিনিধির সঙ্গে তার সম্পর্ক ব্যক্তিগত নয়, পেশাগত। আমার বিশ্বাস তার কোন ক্ষতি না করেই তাকে এটা বোঝাতে সমর্থ হবো। এতে তার সঙ্গে পুনরায় ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িয়ে না পড়ে ব্যায়ামের বাকি অংশ শেষ করতে তুমি সমর্থ হবে।"

"ধন্যবাদ ডক্টর ক্রিবার্গ। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাস আপনি সফল হবেন।"

হোটেলে ন্যান হুইটকম্বের কক্ষে একটা চেয়ারে বসে ডক্টর ক্রিবার্গ ন্যানের অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরালেন। ন্যান ওঁকে মদ খেতে অনুরোধ করলে তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। "তোমার সঙ্গে জরুরী ব্যক্তিগত কথা বলব বলেই আমি এখানে ছুটে এসেছি। আমার ক্লিনিকে বা হোটেল ঘরে বসে আমরা আলোচনা করতে পারতাম। কিন্তু তাতে আমাদের গোপনীয়তা ভঙ্গ হবার আশঙ্কা আছে। তাই এখানে চলে এলাম। তোমার কোন অসুবিধা নেই তো?"

"না, না, কোন অসুবিধে নেই।"

"তুমি যে এখানে আছো, সেটা কি জেকা জানে?"

"তা বলতে পারব না।"

"ও তোমার সন্ধান পেয়ে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে তুমি কি ফিরে যাবে?"

"না, ওর কাছে আমি আর কোনদিন ফিরে যাবো না। কোনদিন নয়।"

"তোমাদের মতো অসুস্থ মানুষরা সাধারণভাবে এই ধরনের কথাই বলে। এরকম বলাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সুচিকিৎসার পর কেউ সুস্থ হয়ে উঠলে, তার ফিরে যেতে বাধা কোথায়। সে নিঃসঙ্কোচে ফিরে যেতে পারে।"

"না, আমি ফিরে যেতে রাজি নই। আমি পলের মতো ছেলেক ভালোবাসি। ঐ ধরনের পুরুষের সঙ্গে থাকতে চাই। আপনি হয়তো বলবেন আমি পলের ভালোবাসায় পড়েছি এবং ওর ভালোবাসায় পড়ে আমি ভুল করেছি।"

"হ্যাঁ, সত্যিই এটা তোমার ভুল।" ডক্টর ফ্রিবার্গ কোন রকম দ্বিধা না করেই বললেন। "তোমার জন্য নির্ধারিত প্রতিনিধি হিসেবে পল তোমার প্রতি মনোযোগ দেয়। তোমার সঙ্গে ও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। তোমাদের দুজনের মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এটাই আমরা আশা করি। তবে এই সম্পর্কের একটা শুরু এবং শেষ আছে। এখন আস্তে আস্তে তোমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দরকার। সে তার মতো চলে যাবে, তুমি তোমার মতো সরে যাবে। তার একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে। আর এটা তার কাজ, আমি তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিতে চাই, তুমি তাকে তার কাজের জন্য পারিশ্রমিক দিচ্ছ। তার কাছ থেকে তোমার বেশি কিছু আশা করা উচিত নয়। এ-প্রসঙ্গে আমাদের কি আর কিছু আলোচনা করার আছে?"

ন্যানের কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হলো। বলল, "না, আমার মনে হয় সেরকম দরকার হবে না।"

"শোন ন্যান রাগ করতে নেই," ডক্টর ফ্রিবার্গ নরম সুরে বললেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে আমাদের সবাইকেই কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। আবার ঠিক হয়ে যাবে। তুমিও স্বাভাবিক হয়ে যাবে," একটুক্ষণ থেমে আবার বললেন, "তুমি যে মদ খাওয়াবে বলছিলে, নিয়ে এসো দেখি। দুজনে এক সঙ্গে খাওয়া যাক।"

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইসের কক্ষে তাঁর টেবিলের অপর প্রান্তে বসে রয়েছেন স্ক্যারাফিল্ড। তাঁর চোখ দুটো হয়েট লুইসের মুখের ওপর নিবদ্ধ। হয়েট লুইস এক মনে পড়ে যাচ্ছেন স্ক্যারাফিল্ডের আনা কাগজগুলো। গেইলির সঙ্গে হান্টার যে কটা ব্যায়াম করেছে কাগজগুলোয় তার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। লুইস শেষ পাতাটা মুড়ে ফেললে, স্ক্যারাফিল্ড আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। বললেন, "হয়েট কেমন বুঝলেন, আমি আপনাকে যা বলেছি, তা মিলে যাচ্ছে না?"

"হ্যাঁ সেই রকমেই মনে হচ্ছে।"

"কোন কিছু কি আপনার অস্পষ্ট লাগছে?"

"না, সেরকমভাবে অস্পষ্ট কিছুই নয়। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট করে এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি। সেটা হলো, সংস্থাপন। ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার।"

ওটা নিয়ে আপনি ভাববেন না। চেট আমাকে বলেছে ঐ ব্যায়ামটার সঙ্গে ও এখনো পরিচিত হয়নি, হলেই ও বিস্তারিত জানিয়ে দেবে। আপনি শুধু বলুন এরপর আমাদের কি করণীয়? আপনি কিভাবে এগোতে চাইছেন?"

"স্বাভাবিক প্রচলিত পথে। আমার অফিস থেকে সরাসরি ডক্টর ফ্রিবার্গের নামে একটা নোটিস জারি করব। তাঁর নামে মেয়েছেলের দালালির অভিযোগ এনে ফৌজদারি অভিযোগ পেশ করব।"

"গেইলির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবেন?"

"যতোক্ষণ না সে সরাসরি বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত হচ্ছে, ততোক্ষণ কোন ব্যবস্থা নয়। প্রথমে কেবল ডক্টর ফ্রিবার্গের নামেই ঘোষণা করব।"

"আমার আগামীকালকের রাতের বেতার ভাষণে এটাকে কি আমি বিষয় করতে পারি," বেভারেও স্ক্যারাফিল্ড জানতে চাইলেন।

"আমার আপত্তি নেই।"

"আমার ভাষণে বেশ্যাবৃত্তির প্রসঙ্গ কখন টেনে আনেতে পারব?"

"হান্টারের সঙ্গে গেইলি আগামীকাল মিলিত হবার পর, হাণ্টারের কাছ থেকে সংবাদ পেলে। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তার পরই আমি ওদের দুজনকে একসঙ্গে গ্রেপ্তারের আদেশ দেব। ওদের দুজনকেই জেলে পুরে ফেলতে পারব। আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে তারা বেল পাবে না।"

"তারপর?" স্ক্যারাফিল্ড হাসতে হাসতে বললেন।

হয়েট লুইসও হেসে উঠলেন। "তারপর ওদের দুজনের বিচার শুরু হবে। ডক্টরের কারবার ডকে উঠবে।"

"আর প্রতিটি কাগজের প্রথম পাতায় আপনার ছবিসহ খবর ছাপা হবে।" স্ক্যারাফিল্ডের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"ফ্রিবার্গ এবং গেইলি মিলার তাদের ভূমিকা যেমন পালন করবেন, আমরাও আমাদের ভূমিকা সেই মতো পালন করব। বন্ধু, আপনার উদ্দেশ্যও সফল হবে।"

"গেইলি, এটাই কি আমার শেষ ব্যায়াম?" অ্যাডাম জানতে চাইল।

অ্যাডাম ডেমস্কি এবং গেইলি পাশাপাশি বসে রয়েছে। ওদের কারুর শরীরের পোশাক নেই। গেইলির থেরাপি রুমে তোশকের ওপর ওরা বসে রয়েছে।

গেইলি বলল, "সেই রকম মনে হয়।"

"যদি আমি সফল হই, তবেই, তাই না।" ডেমস্কি আনন্দের সঙ্গে বলল।

"তুমি সফল হবে, আমার বিশ্বাস।"

গেইলির হাত স্পর্শ করে ও বলল, "গেইলি আমরা কখন সংস্থাপন কাজে রত হবো।"

"এই তো এখনই।"

"আজ আমি ওপরে থাকতে চাই।"

গেইলি বুঝতে পারল, লোকটা আজকে চিরাচরিত পুরুষ মানসিকতায় ওকে উপভোগ করতে চায়। সারা পৃথিবী জুড়ে পুরুষরা ঐভাবে নারীদের উপভোগ করে, তাতে তাদের উপভোগ আনন্দদায়ক এবং প্রভুত্বপূর্ণ হয়। গেইলি আজ ওকে মোটেই হতাশ করতে চায় না।

গদির ওপর গেইলি নিজের শরীরটাকে শিথিল করে ছড়িয়ে দিল। ওর দেখা দেখি ডেমস্কিও মাদুরে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়া মাত্রই অ্যাডাম দু হাঁটুতে ভর দিয়ে গেইলির ওপর ওঠে এলো।

"এতো হুটোপাটির দরকার নেই। অ্যাডাম," গেইলি ওকে সতর্ক করে দিল। আমার মনে হয়, আমরা দুজনে প্রাথমিকভাবে একটু মেলামেশা করে নিলে ভালো হয়। তুমি যাতে স্বচ্ছন্দে, আনন্দে পুরোপুরি সংস্থাপন করতে পারো, সেজন্য আমি যোনিপথটা আগে থাকতে একটু শিথিল করে নিতে চাই।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই", অ্যাডাম ক্ষমার সুরে বলল," আমি বড্ড উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলাম।"

"উদগ্রিব হবার কোন প্রয়োজন নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আনন্দ উপভোগে তুমি যাতে পুরো আনন্দ পাও, সেটাই আমি চাই।"

"আমরা কি আজ চোখ খোলা রাখতে পারি?" ও জানতে চাইল।

"কোন বাধা নেই।" গেইলি বলল।

তারপর ডেমস্কি গেইলির মাথা থেকে হাত বোলাতে শুরু করল, হাত বোলাতে বোলাতে ওর বুকের ওপর হাত দুটো নিয়ে এসে স্তনের ওপর হাত বোলাতে লাগল। স্তনের বোঁটা দুটো টিপতে লাগল। গেইলি অনুভব করল, ওর স্তনদুটো ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে ওর পা ঘামতে শুরু করেছে।

আজকে গেইলি সব থেকে বিস্মিত হলো ডেমস্কির উন্নতি দেখে উত্তেজনার চরমে পৌঁছে ডেমস্কিকে বুকের ওপর তুলে নিলে ডেমস্কি সংস্থাপনে সমর্থ হলো। প্রায় বারো মিনিট ধরে ডেমস্কি নিজেকে গেইলির শরীরের ওপর স্থির রাখল। গেইলি আশঙ্কা করেছিল ডেমস্কিও বেশিক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। ওর সে আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হওয়ায় খুশীই হলো। ডেমস্কি ওর শরীরের ওপর থেকে নেমে এসে, গেইলি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুমু খেল।

খুশী হয়ে ডেমস্কি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে জানতে চাইল, "আমি কি পরীক্ষায় পাশ করেছি দিদিমণি?"

"নিশ্চয়ই ডেমস্কি। শুধু পাশই করোনি অনার্স নিয়ে পাশ করেছ। এখন তুমি ফিরে গিয়ে আগ্রহী নারীদের তোমার বিছানায় স্বাগত জানাতে পারো। ধন্যবাদ ডেমস্কি তোমার রিপোর্ট কার্ডে আমি নিজে হাতে সই করব।"

পল ব্রাওনের অ্যাপার্টমেন্টের বেড রুম। ন্যান হুইটকম্ব শরীর থেকে সমস্ত পোশাক সরিয়ে ফেলেছে। কেবল নাইলনের প্যান্টিটা পরে আছে। নিয়মমত আজই ওর শেষ ব্যায়ামের দিন।

এদিকে ব্রাওন তখন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীর থেকে পোশাক খুলে ফেলছে। ন্যান ব্রাওনের দিকে তাকিয়ে বলল, "পল আজকের শেষ ব্যায়ামের আগে আমি তোমাকে একটা কথা বলে নিতে চাই।"

"তোমার সমস্যার পুরোপুরি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কি করে বলছ, আজকেই শেষ দিন। এখনই ও কথা তাই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।"

"আমার মনে হয় আমার কোন সমস্যা নেই। আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছি। তোমাকে এতো কষ্ট দেবার জন্য আমার এখন সত্যিই লজ্জা হচ্ছে।"

"কষ্ট দিয়েছ? তুমি আমাকে কোন কষ্টই দাওনি।"

"হ্যাঁ আমি কষ্ট দিয়েছি। তুমি খুব ভালো ছেলে, তাইত এড়িয়ে যাচ্ছ, ডক্টর ফ্রিম্বার্গ আমাকে বলেছেন, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। আমি সত্যিইত বোকার মতো কাজ করেছি। তোমাকে ভালোবেসে ফেলে অন্যায় করেছি, তুমি একটা পেশাদারি কাজ করতে এসেছ, তোমার প্রতি এতোটা ঝুঁকে পড়া উচিত হয়নি।"

"ন্যান তুমি একা দোষী নও, দোষ আমারও। আমিও তোমার দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছিলাম।"

ন্যান দু হাত দিয়ে ব্রাওনের মুখ জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। বলল, "আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি।"

ব্র্যাওন ওর চুমু ফিরিয়ে দিল। বলল, "তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে, তোমার আর কোন সমস্যা থাকবে না। আমি তোমাকে পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি।"

বিছানায় উঠে ব্র্যাওন ন্যানের শরীরের ওপর নিজের দেহটাকে ফেলে দিল। ন্যান দুটো পা দুপাশে ছড়িয়ে ব্র্যাওনকে কাছে টেনে নিল। ব্র্যাওন ধীরে ধীরে ওর শরীরের মধ্যে নিজের অঙ্গ সঞ্চালন করে যেতে লাগল। ন্যান কোন রকম ব্যথা অনুভব করছে কি না জানারই চেষ্টা করল না। ওর উজ্জ্বল, হাসি খুশী মুখ, ওর আনন্দেরই ইঙ্গিত বহন করছিল। ব্র্যাওন চাপ দিতে থাকলে, ন্যান আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ব্র্যাওন ওর শরীরের ওপর থেকে নেমে পাশে এসে শুয়ে পড়ল। ন্যান ওর মুখের ওপর একটা চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করল, "এবার আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক তো?"

"হ্যাঁ, স্বাভাবিক। এবার তুমি কি করবে ঠিক করেছ?"

"আমি টনি জেকার কাছে আর ফিরে যেতে চাই না, আমি ভাবছি এবার চিকাগো চলে যাবো। ওখানে আমার এক ভাইপো থাকে। সেখানে একটা কাজ পেয়ে যাবো। পাশাপাশি সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস শিখব, তাতে ভবিষ্যতে ভালো কাজ পাবার সম্ভাবনা আছে। তারপর তোমার মতো একটা ভালো ছেলে পেলে তাকে বিয়ে করে নেব। তুমি কি বলো পল?"

"ঠিকই ভেবেছ, তবে এখনই তুমি এই শহর ছেড়ে চলে যেও না, আগামী পরশু ডক্টর ফ্রিবার্গ আমাকে ও তোমাকে নিয়ে এক ডিনার খেতে চান। তাঁর কোন রুগীর চিকিৎসা পর্ব শেষ হলে তিনি এটা করে থাকেন। তুমি ডিনারে আসবে তো।"

"আমি নিশ্চয়ই আসব। আচ্ছা পল, ডক্টর ফ্রিবার্গ বলছিলেন, তোমার ব্যক্তিগত জীবন আছে, তা, আমি তোমার সেই ঘরের মানুষটাকে দেখতে চাই।"

গেইলির থেরাপি রুমে গেইলির সামনে হাণ্টার। হাণ্টারের মুখেও ঐ একই প্রশ্ন। "গেইলি আমি কি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠব? একটা মেয়ে আমাকে ভীষণ করে পেতে চায়। আমিও মেয়েটাকে চাই।"

"আমার মনে হয় আজ রাতের ব্যায়ামের পর থেকে তুমি সফল হবে," গেইলি বলল।

"আমার ভয় করছে। মনে হয় আমি সফল হতে পারব না।"

"পারবে চেট। আজকের রাতটা তোমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।"

গদির ওপর হাণ্টার চেটের পাশে গিয়ে বসল। গেইলি ওকে বলল, "তোমার পুরুষাঙ্গ নিয়ে এখন তুমি চিন্তা করো না। আগে তুমি আমার দেহ স্পর্শ করো। তারপর আমি তোমার দেহ স্পর্শ করব।"

কিছুক্ষণ পরস্পরের অঙ্গস্পর্শ করার পর চেট গেইলির দেহের ওপর উঠে গেল। বিনা দ্বিধায় গেইলির নিম্নাঙ্গে ওর পুরুষাঙ্গের প্রবেশ ঘটাল, চেট নিজের শরীরটাকে গেইলির দেহের ওপরে নীচে করতে লাগল। গেইলি বলল, "আস্তে আস্তে। হুটোপাটি করো না।"

বেশ কিছুক্ষণ ওরকম করার পর গেইলি জানতে চাইল, "তুমি কি স্খলনের আশঙ্কা করছ?"

চেট বলল, "হ্যাঁ।"

গেইলি সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঠেলে তুলে ওর ভেজা ভেজা পুরুষাঙ্গের শীর্ষভাগ আঙুল দিয়ে টিপে ধরে মর্দন করতে লাগল।

স্খলনের আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে গেইলি ওর পুরুষাঙ্গকে স্বাগত জানাল। বলল, "আমার দেহের মধ্যে তোমার অঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে সংস্থাপন করো।"

চেট গেইলির শরীরের গভীরে ওর অঙ্গ ঢুকিয়ে দিল, আগের মতোই গেইলির শরীরের উপরে ওঠাতে, নামাতে লাগল। বেশ কিছুটা সময় এভাবে ব্যয় করার পর বলল, "এখন আবার স্খলনের আশঙ্কা করছি।"

গেইলি বলল, "এটা স্বাভাবিক স্খলন। বাধা দেবার দরকার নেই।"

গেইলি চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। আস্তে আস্তে চেটের দেহটা শিথিল হয়ে এলো।

গেইলি গদি গোটাতে চেটকে বলল, "আমি আগে বাথরুম থেকে আসি, তারপর তুমি যেও। তুমি কি চা খাবে।"

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে চেটের মনে হলো ও যেন হাওয়ায় ভাসছে। ওর জন্য নির্ধারিত যৌন প্রতিনিধির সঙ্গে আজই ছিল ওর শেষ ব্যায়াম। একবার মনে হলো সুসিকে এই আনন্দের খবরটা জানায়। আবার ভাবল, সুসি এখন হয়তো সবে কাজ থেকে ফিরেছে, ক্লান্ত এ সময় ওকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। আজ ও সফল হয়েছে। সেই আনন্দে অন্য কারুকে সঙ্গে না পেলেও নিজে একা বসে বসে হুইস্কি খাবার জন্য মনস্থির করল।

এমন সময় ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একটা জরুরী কাজ বাকি রয়ে গেছে। পূর্ব ব্যবস্থা মতো রেভারেণ্ড স্ক্যারাফিল্ডকে গেইলির সঙ্গে ওর শেষ ব্যায়াম সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি। স্ক্যারাফিল্ড ওর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন হয়তো।

হাণ্টার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যারাফিল্ডকে ফোন করল।

অপর প্রান্ত থেকে উদগ্রীব স্ক্যারাফিল্ডের স্বর ভেসে এলো। "তুমি কি চেট বলছ?"

"হ্যাঁ রেভারেণ্ড আমি চেট বলছি। আমি সফল হয়েছি, গেইলির সঙ্গে ঐ কাজ করেছি। একবার নয়, দু বার।"

"তুমি সত্যি বলছ, একবার নয়, দু দুবার তুমি মেয়েটাকে উপভোগ করেছ?"

"হ্যাঁ রেভারেণ্ড, আপনি বললে আমি বাইবেল ছুঁয়েও বলতে পারি আর তাতেও আপনার বিশ্বাস না হলে আমি আপনাকে পুরো টেপ বাজিয়ে শোনাতে পারি।"

"ঠিক আছে চেট, তুমি তোমার সমস্ত কাগজপত্র তৈরী করো। কাল সকালেই আমি মিস্টার হবার্ট লুইসের হাতে কাগজপত্র তুলে দিতে চাই। ঐ মেয়েছেলের দালাল ফ্রিবার্গ এবং তার বেশ্যাসঙ্গী গেইলি মিলারকে এবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার ; অনেক হয়েছে।"

গেইলিকে ওভাবে সম্বোধন করায় চেট একটু মনক্ষুণ্ণ হলো। অবশ্য আঘাতটা ও পরমুহূর্তেই ভুলে গেল। ও এখন ব্যবসা করতে নেমেছে, ফ্রিবার্গ গেইলি কাহিনী ওকে এবার ফার্গুসনকে দিতে হবে। সকালের মধ্যে বাকি স্টোরিটা সম্পূর্ণ করতে হবে। আত্মতৃপ্তির ভঙ্গিতে ও চেয়ার থেকে উঠে আলমারি খুলে মদের বোতল বার করে গেলাসে মদ ঢালতে লাগল। ডবল স্কচ ও সোডা মিশিয়ে প্রাণ ভরে খেল।

আগের দিন গেইলির একটু বেশি পরিশ্রম গেছে। দু দুজন রুগীর সঙ্গে ওকে যুঝতে হয়েছে। তারপর ব্রাণ্ডন এসেছিল, ওর অনুরোধেই ব্রাণ্ডন এসেছিল। ব্রাণ্ডনকে ও তাড়িয়ে দিতে পারেনি। রাতে ব্রাণ্ডন ওর সজ্জা সঙ্গী হয়েছিল। তৃপ্তির আনন্দে দুজনেই লীন হয়েছিল। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠতে ওর একটু দেরি হয়ে গেল। বিছানার পাশে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠতে হাতে তুলে নিল। অপর প্রান্তে ডক্টর ফ্রিবার্গের কণ্ঠ। "গেইলি, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

"আমি কি আপনার ক্লিনিকে এখন যাবো?"

"না আমার ক্লিনিকে আসার কথা বলছি না। তুমি কি এখন একা আছ? তোমার সঙ্গে খোলা মনে এখন কি কথা বলা যাবে?"

"না, ডক্টর ফ্রিবার্গ, আমার সঙ্গে পল আছে। পল ব্র্যাগুন।"

"তাতে অসুবিধে নেই, সে তো তোমার পরিবারের লোকের মতো। তোমাকে আমার একটা কথা অবশ্যই জানাতে হবে।"

"আপনাকে খুব অস্বাভাবিক লাগছে। আপনার কি কোন অসুবিধে হয়েছে।" খোলা বুকের ওপর কম্বল টেনে নিয়ে গেইলি বলল।

"তোমার অনুমান ঠিকই, আমি বেশ অসুবিধায় পড়েছি। একটু মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোন। এই সবে মাত্র আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পুলিশ বাইরে অপেক্ষা করছে..."

"কি বললেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেন?"

"মেয়ে মানুষের দালালি করার অভিযোগে। এরকম একটা কিছু ঘটার সম্ভাবনা ছিল। তোমাকে আগাম জানান উচিত ছিল। কিন্তু ভেবেছিলাম ব্যাপারটা বুঝি মিটে যাবে, আর এগোবে না। কিন্তু এখন দেখছি..."

ব্র্যাগুন গেইলির হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "কি হয়েছে?"

গেইলি টেলিফোনের স্পিকারের মুখে হাত রেখে বলল, "ডক্টর ফ্রিবার্গকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।" তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে ডক্টর ফ্রিবার্গকে বলল, "কারা এসব কাজ করছে, আপনি জানেন কিছু।"

"ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইস। তোমাকে আমি সব কথা খুলে বলছি।" বলে তিনি আগে যা যা ঘটে গেছে তার সবই গেইলিকে জানালেন। সেইসঙ্গে গেইলিকে সতর্ক করে দিলেন। "গেইলি তুমিও গ্রেপ্তার হতে পারো?"

"আমি গ্রেপ্তার হবো? কেন?"

"বেশ্যাবৃত্তির অভিযোগ। আমি মেয়েছেলের দালালির অভিযোগে আর তুমি ঐ অভিযোগে। কারণ তুমি আমার হয়ে কাজ করছ।"

"আপনার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" গেইলি বলল, "আমার সঙ্গে অন্য যে মেয়েরা কাজ করছে তাদের, পলের কি হবে?"

"না প্রথমে তারা তোমার এবং আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ সত্য প্রমাণ করতে পারলে, বাকিদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনবে।"

"কিন্তু আমি কেন?" গেইলি জানতে চাইল।

"তুমি কেন, সেটা জানার আমি চেষ্টা করছি। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রধান সাক্ষ্য তোমার রুগী।"

"আমার রুগী? তা কখনোই হতে পারে না। আমার দুজন রুগীকে আপনি আমার মতোই অত্যন্ত ভালো করে জানেন। অ্যাডাম ডেমস্কি বাইরের লোক, তবু সে অবিশ্বাসজনক নয়। আর চেট হান্টার আমাকে বেশ্যা বলবে এ আমি কল্পনাই করতে পারি না।"

"তাদের মধ্যে একজনই ওদের সাক্ষী। আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হয়েছে।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমাদের দুজনের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে গ্রেপ্তার করা হলে আমরা বেল পাবো। আমি রজার কিলকে খবর দিয়েছি, উনি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যালিফোর্নিয়ায় আসছেন।"

"এসব নিয়ে কি খবরের কাগজে টেলিভিশনে প্রচার হবে?"

"আমার সেরকমই আশঙ্কা। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। রজার আমাদের হয়ে লড়াই চালাবেন।"

"আপনি চিন্তা করতে বারণ করছেন? আমার চিন্তার শেষ নেই। পুলিশ আমাকে কখন গ্রেপ্তার করতে আসছে?"

"মিনিট দশেকের মধ্যে," ফ্রিবার্গ বললেন।

গেইলি টেলিফোন রিসিভার রেখে দিল। পলের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "পল, যেকোন মুহূর্তে পুলিশ এখানে আসতে পারে। আমার কি হবে ব্রাগুন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ নিচ্ছি।"

গেইলি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চেটের প্রথমেই মনে হলো, পুরো ব্যাপারটা সুসি এডওয়ার্ডকে জানায়। ও তাই সরাসরি ডক্টর ফ্রিবার্গের ক্লিনিকে সুসিকে ফোন করল। ও আবেগের বসে বলে ফেলল, "সুসি আজ আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কখন আমাদের দেখা হতে পারে।"

"ছটার একটু পরে দেখা হতে পারে।"

"তার আগেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

খুব জরুরী ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে? কি ব্যাপার?"

"ফোনে বলা যাবে না।"

সুসির সঙ্গে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার পর ওর মনে হলো একবার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইসকে ফোন করার দরকার। ফোন করে জানতে পারল, হয়েট লুইস অফিসে নেই। তবে তাঁর সেক্রেটারি তাকে জানাল, তিনি ওর সঙ্গে দেখা করতে চান।

চেট বলল, "তাহলে ওনাকে বলবেন, স্ক্যারাফিল্ডের সঙ্গে যেরকম, কথা হয়েছে, সেইমতো কাগজপত্র তৈরি করে দুপুরের মধ্যে তার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বলে দেবেন, আমি তাঁর সঙ্গে দুটো থেকে তিনটের মধ্যে দেখা করব।"

চেট আজ সকাল থেকেই বেশ আনন্দে আছে। সুসির সঙ্গে ওর দেখা হচ্ছে। সেই আনন্দে ও সকাল থেকেই দ্রুততার সঙ্গে কাজকর্মগুলো সেরে ফেলতে লাগল। জার্নালের জন্য ও যে রিপোর্টটা লিখছে, সেটা শেষ করে ফেলবে। রিপোর্টটা সুসিকে পড়াবে, পড়ে সুসি নিশ্চয়ই খুশী হবে। ছাপার জন্য এক কপি রিপোর্ট ক্রনিকলের ম্যানেজিং এডিটর অটো ফার্গুসনকে দিয়ে দেবে। আর এক কপি দেবে ডিস্ট্রি অ্যাটর্নি হয়েট লুসকে।

ইলেকট্রিক পোর্টেবল টাইপরাইটারে হাণ্টার তার সাধ্যমতো পুরো চিত্র ধরার চেষ্টা শুরু করল, ঝড়ের গতিতে টাইপ করতে লেগে গেল। পুরো কপিটা টাইপ করা হয়ে গেলে কপিটা হাতে নিয়ে ও অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সোজা বাইরে এলো। তিন কপি জেরক্স করিয়ে আলট্রা স্পিড ম্যাসেঞ্জার সার্ভিস-এর মাধ্যমে দ্রুত হয়েট লুইস, রেভারেণ্ড স্ক্যারাফিল্ড এবং অটো ফার্গুসনের নিজ নিজ ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল।

দুপুর দুটোর মধ্যে ওর এসব কাজ হয়ে গেল। তারপর নিজের টাইপরাইটারের সামনে এসে বসে সুসি আসার অপেক্ষা করতে লাগল ও। প্রায় পনেরো মিনিট পরে সুসি এলো। সুসি এসে হাণ্টারকে চুমু খেল। জানতে চাইল হাণ্টার তার জন্য কি চাঞ্চল্যকর সংবাদ নিয়ে বসে আছে।

হাণ্টার সুসির হাতে টাইপ করা মূল কপিটা তুলে দিল।

গত কয়েক মাসে সুসির সঙ্গে হাণ্টারের বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। এই কয়েক মাসে হাণ্টার দুটো জিনিস এড়িয়ে গেছে। এক সুসির সঙ্গে দেহগত মিলনের দিকটা। ডক্টর ফ্রিবার্গ তাঁর প্রত্যেক রুগীকেই বলে দেন চিকিৎসা চলাকালীন তারা যেন কোনরকম যৌন সম্পর্কে লিপ্ত না হয়। তার এই পরামর্শ ও মেনে চলেছে। দ্বিতীয়ত তাঁর যৌন প্রতিনিধিদের নিয়ে ওর গোপন কাজকর্ম।

এখন ও সবই সুসি জানতে পারবে।

সুসি প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর যতো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে লাগল, ততো আগ্রহভরে পড়তে লাগল। পড়া শেষ করে ও আনন্দ প্রকাশ করে ফেলল, "অসাধারণ...অসাধারণ...চমৎকার। তুমি তাহলে ঐ মহিলার সঙ্গে তিনবার দেহ বিনিময় করেছ...এখন আর তোমার ভয় কিসের।"

সুসি ব্লাউজের বোতাম খুলে ব্লাউজটা পাশে সরিয়ে রাখল। চেটের হাত ধরে ওকে বিছানার কাছে নিয়ে গেল।

চেট বলল, "তুমি কি এখনই পরীক্ষা চাও।"

"পরীক্ষা নয়, উপভোগ।"

সুসি শরীর থেকে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে হাণ্টারকে বিছানায় ডাকল। হাণ্টার অনাবৃত দেহে বিছানায় ওর পাশে গিয়ে বসল। রমনপূর্ব স্খলনের ভীতি ওর মাথায় চেপে বসলে একে একে প্রতিটি ধাপের সমস্ত ব্যায়াম স্মরণ করতে লাগল। নিজের অনাবৃত দেহটাকে সুসির অনাবৃত দেহের ওপর মেলে দিল। ওর পুরুষাঙ্গ সুসির যৌনাঙ্গের কোমল প্রান্ত স্পর্শ করল। চেট যা আশঙ্কা করেছিল তা হলো না। নিজের দেহকে সুসির দেহের সঙ্গে একাত্ম করার জন্য ওর প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল।

ওর এই তীব্র আকুতি সফল হলো। সুসির দেহের সঙ্গে ওর দেহের আর কোন দূরত্ব রইল না। দুটো দেহ একাকার হয়ে গেল। এই প্রথম হাণ্টার সফল যৌন জীবনের স্বাদ পেতে লাগল। কতোটা সময় কেটে গেল, তা চেট বা সুসি কেউই খেয়াল করল না। দীর্ঘক্ষণ ওরা সুখের শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করল।

তারপর স্বাভাবিকভাবে সুখের চূড়ান্ত পর্যায়ে ওর স্খলন হয়ে গেল। দুজনেই ক্লান্ত শরীরের বিছানার দু পাশে এলিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে এরা দুজনে একসঙ্গে বাথরুমে গেল। শরীর ধুয়ে মুছে একসঙ্গে ফিরে এসে পোশাক পালটে ফেলল।

"এবার আমি আমাদের দুজনের জন্য স্যাণ্ডউইচ করি," সুসি বলল।

"তুমি খাও, আমি পরে খাবো। আমার এখন কাজ আছে, আমি বেরব।"

"কোথায় যাবে তুমি?"

"ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হবেট লুইসের কাছে। আমার এই তদন্ত রিপোর্ট তাঁর হাতে জমা দেবার জন্য। মেয়েছেলের দালালির অভিযোগে ডক্টর ফ্রিবার্গকে এবং বেশ্যাবৃত্তির অভিযোগে গেইলি মিলারকে তিনি গ্রেপ্তার করতে চলেছেন। এর জন্য তাঁর প্রমাণ দরকার। প্রমাণ আমার কাছেই আছে।"

সুসি চেটের সামনে এসে ওর পথ আগলে দাঁড়াল। বলল, "তুমি জানো না, আজ সকালে ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং গেইলি মিলারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও তাঁর উকিল বন্ধু ছিল তাকে জামিনে ছাড়িয়েছেন, ওঁর কোন রুগী তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না, তাতেই তিনি অনেকটা দুশ্চিন্তা মুক্ত। কিন্তু তোমার কাছে এখন কথা বলে বুঝতে পারছি, তুমিই ডক্টর ফ্রিবার্গকে একজন

মেয়েছেলের দালাল হিসেবে এবং গেইলিকে একজন বেশ্যা হিসেবে প্রমাণ করার সমর্থনে সাক্ষ্য দিতে চাও।"

"এটা আমার কাছে একটা কাজ মাত্র সুসি। কারুকে সাক্ষ্য দিতে হবে, তাই আমি প্রমাণ নিয়ে সামনে হাজির হলাম।"

স্তম্ভিত সুসি বলল, "তুমি এ কাজ করলে চেট! আমি বিশ্বাস করতেই পারছি না। আর আমিই কি না তোমাকে ভালোবাসি। তুমি যাতে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠো, সেজন্যে আমি তোমাকে ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম। আর তুমি কিনা সেই সুযোগে তার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করলে।"

"আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার জন্য তাদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই দায়িত্বটাও আমার হাতে এসে পড়ে। তুমি জানো সুসি এটা এখন একটা রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কাজের জন্যই মিস্টার ফার্গুসনের কাগজে একটা কাজ পাবার নিশ্চয়তা পেয়েছি। এটা আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।"

ও সুসিকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে সুসি বাধা দিয়ে বলল, "আমি তোমাকে এখন যেতে দেব না, আর যদি সত্যিই যেতে চাও, তাহলে আমার দিকে আর ফিরে তাকাবার চেষ্টা করো না। আমি জানব, তুমি মহা বিশ্বাসঘাতক। তুমি জানো চেট, তোমার এই কাজ ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং গেইলির জীবনে কি দুর্যোগ ডেকে আনবে। ডক্টরের ব্যবসা লাটে উঠবে এবং গেইলির ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।"

"আমি তো আইন সৃষ্টি করতে পারি না।"

"কিন্তু তুমি তাদেরই একজন যারা প্রমাণ করতে চাইছে যে, ওরা আইন ভঙ্গকারী। তুমিই তাদের স্বপক্ষে একমাত্র প্রমাণ। তুমি কি করে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হও আমি ভেবে পাই না? গেইলি নিলারের মতো অতো সুন্দর একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে তোমার দ্বিধা হয় না? সে তোমার জন্য কতোটা কি করেছে তা তোমার লেখা থেকেই জানতে পারলাম। তোমার বিছানায় তার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আর তুমিই কি না তাকে একটা অপরাধী সাব্যস্ত করতে চলেছ।"

"তুমি তো জানো এসব করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।"

"তাহলে কোন এসব ঘটছে। তোমাকে আমি কোনভাবেই এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে দেব না।"

"আমি দুঃখিত সুসি। কিন্তু আমার উপায়ও নেই।"

"না, তোমাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে হবে। চেটের হাত থেকে সুসি রিপোর্টের কাগজটা ছিনিয়ে নেয়। কোন সস্তার বেশ্যা তোমার জন্য এতোটা করবে ভেবেছ?"

"সুসি লক্ষ্মীটি আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িও না। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল তা আদালতকে বিচার করতে দাও? আমাদের কাছে কোনটা ঠিক, কোনটা উপযুক্ত তা আমার জানা, এখন আমার একটা আর্থিক নিরাপত্তা, সম্মান পাওয়ার দরকার।"

"চেট এভাবে মানুষ হিসেবে কোন স্থান পাওয়া যায় না। এটা তোমার একটা ছুঁচোর মতো আচরণ।"

"সুসি এবার চুপ করো, আর সহ্য করতে পারছি না।"

"না চেট, আমি চুপ করতে পারি না, তোমার লক্ষ্য পথে যেমন কাজ করছিলে করে যাও। ভবিষ্যতে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা পাবে, প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়ের সঙ্গে আপস করার কোন প্রয়োজন নেই। চেট আবার ভালো, যারা তোমার এতো উপকার করল, তাদের এভাবে ক্ষতি করা তোমার উচিত হবে কি না, আবার ভেবে দেখ।"

হিলক্রেডের সেন্ট্রাল হসপিটলের চারতলার ডাক্তারদের কনফারেন্স রুমে আজ তিল ধারনের স্থান নেই। সব ভর্তি। আজকের ভিড় সাংবাদিকদের জন্য। সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছেন ডক্টর ফ্রিবার্গের স্বাস্থ্যের খবর জানার জন্য। টনি জেকা ডক্টরকে গুলি করার ফলে তাঁকে এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংবাদপত্রের লোকেদের এড়িয়ে চেট ডক্টরকে দেখতে যাবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল, সামনে লাল কালিতে লেখা রয়েছে 'নো এন্ট্রি'। তাঁর কেবিনের বাইরে তিনটি চেয়ারে তিনজন বসে রয়েছে। চেটের বুঝতে অসুবিধে হলো না, তিনজনের একজন ডক্টরের স্ত্রী মিরিয়াম এবং একজন তাঁর ছেলে জনি, তৃতীয় জনকে ডক্টরের এক সময়ের বন্ধু, তাঁর অ্যাটর্নি রবার্ট কিপ্স বলেই মনে হলো। ফ্রিবার্গের স্ত্রীর সঙ্গে কিলের কথাবার্তার ধরন দেখে ও ওঁদের সামনে এ সময় না থাকাই উচিত মনে করল। সবার প্রথমে তারাই খবর পাবেন। তারপর বাইরে অপেক্ষারত সাংবাদিকরা।

ভিজিটর রুমে ফিরে এসে ও একটা সোফার এককোণে এসে বসল। ঐ সোফায় তখন আরো দুজন বসেছিল। একজন অ্যাডাম ডেমস্কি এবং অপরজন ন্যান হুইটকম্ব। ওরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। ঠিক ওদের পরের সোফায় বসে রয়েছে পল ব্র্যাগুন, গেইলি এবং হান্টারের আপনজন সুসি এডওয়ার্ড। ওর মনে পড়ে গেল গেইলির মতো ব্র্যাগুনও একজন প্রতিনিধি। হান্টার ভাবল, আচ্ছা দুজনেই তো প্রতিনিধি, ব্যক্তিগত জীবনে ওরা দুজনেই কিভাবে ব্যারামের সমস্ত পর্যায় অতিক্রম করে মিলিত হচ্ছে। ওদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ক্রনিকলে ভবিষ্যতে একটা বেশ আকর্ষণীয় ফিচার লেখা যায়।

ঘরের চারপাশে ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়েও ও অন্যান্য যৌন প্রতিনিধিদেরও বসে থাকতে দেখতে পেল। প্রখর স্মৃতিশক্তির জন্য ওদের নামগুলোও ওর একে একে মনে পড়ে গেল—জেনেট সিনিভার, নীনা ভ্যান পাটেন, বেথ ব্রান্ট, এলেইনি ওয়েক। ওরা সকলেই ডুর ফ্রিবার্গের স্বাস্থ্যের খবর পাবার আশায় উদগ্রীব হয়ে বসে রয়েছে।

চেট সোফা থেকে উঠে সুসির কাছে গেল। সুসির ঠোঁটে চুমু খাবার বাসনায় মুখ নামিয়ে আনল। সুসি বাধা দিল না। চেট ওর দিকে জিজ্ঞাসার চোখে তাকিয়ে বলল, "কোন খবর পেলে?"

সুসি বুকের ওপর ক্রস চিহ্ন আঁকল। 'তাঁর মতো মানুষের এভাবে মৃত্যু হওয়া উচিত নয়। একটু আগেই আমি এক নার্সের সঙ্গে কথা বললাম, তিনি বললেন, 'গুলি বার না করা পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না।'

"তুমি সম্মতি দিলে আমি গেইলির সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই।"

"ঠিক আছে যাও।"

হান্টার কয়েক পা এগিয়ে গেল। ঠিক তখনই গেইলি ব্র্যাগুনকে কি একটা বলবে বলে সামনে ঝুঁকল। চেট ওকে বাধা দিয়ে বলল, "কিছু যদি মনে না করো আমি তোমার সঙ্গে দু মিনিট ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই।"

গেইলি সম্মত হলে হাণ্টার হাত বাড়িয়ে ওকে সোফা থেকে উঠতে সাহায্য করল। হাণ্টার বলল, "পাশেই একটা ফাঁকা ল্যাবরেটরি আছে, ওখানে বসে নিরিবিলিতে কথা বলা সহজ হবে।"

"চলো," গেইলি বলল।

ল্যাবরেটরির একান্ত নিরিবিলি পরিবেশে চেট গেইলির কাছে তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য অনুতাপ প্রকাশ করল। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কাছে পাঠান জার্নালে সে যে আসলে গেইলির প্রশংসা করেছে সেটা বোঝাবার জন্যও গেইলিকে ঐটা পড়াল। গেইলির কাছে ওর একান্ত অনুরোধ, গেইলি যেন ভুল না বোঝে। গেইলির কাছে ও ঋণী। যা ঘটেছে, তা ভুল বোঝাবুঝির জন্য। ওর দোষে নয়। গেইলি যেন ওকে ক্ষমা করে দেয়।

অ্যাডাম ডেমস্কির প্রশ্নের উত্তর যাতে আর কেউ শুনে ফেলতে না পারে, সেজন্য ন্যান হুইটকম্ব ওর সোফাটা অ্যাডামের কাছে টেনে আনল। বলল, "ড ফ্রিবার্গের কাছে আমি কি করে এলাম, সে-কথা জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। যৌন মিলনের সময় আমি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতাম। সেটা থেকে মুক্তির জন্য আমি ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে আসি।"

"ব্যথা অনুভব করার কারণ?"

"এরা বলেন, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের ব্যবহার দোষে এটা হয়ে থাকে। আমি আগে টনি জেকার কাছে থাকতাম। লোকটা অত্যন্ত অসভ্য।"

"ডক্টর ফ্রিবার্গকে খুন করতে গিয়ে লোকটা আত্মহত্যা করে বসল। লোকটার জন্য সত্যিই দুঃখ হয়।"

"এমন লোকের জন্য দুঃখ হওয়ার কোন মানে হয় না। লোকটা সত্যিই একটা পশু। আচ্ছা তুমি ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে কেন এলে?"

ডেমস্কি তার স্বভাবসুলভ সঙ্কোচের ভঙ্গিতে বলল, "আমি—আমি—আসছি চিকাগো থেকে, সেখানে অ্যাকাউট্যাণ্ট—আমি অক্ষম।"

"এখন।"

"এখন আমি ভালো হয়ে গেছি! সুস্থ। অক্ষমতা মুক্ত হয়ে গেছি।"

"তোমার প্রতিনিধি কে ছিল?"

ডেমস্কি লুকিয়ে লুকিয়ে গেইলিকে দেখিয়ে বলল, "ঐ আমার প্রতিনিধি।"

"ও আচ্ছা! আর আমার প্রতিনিধি কে জান? ঐ যে তোমার প্রতিনিধির পাশে বসা লোকটা।"

ডেমস্কি ব্র্যাণ্ডনের দিকে তাকিয়ে দেখল। ব্র্যাণ্ডন তখন আপন মনে পাইপ টানছিল। ডেমস্কি বলল, "তোমার প্রতিনিধি তো নায়কের মতো।"

ন্যান বলল, "নায়কে আমার কোন আগ্রহ নেই। কোন অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট-এর সঙ্গে গল্প করে দিন কাটিয়ে দিতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।" ও দরজার দিকে তাকাল, প্রসঙ্গ পালটে বলল, "ও। আমরা কখন ডক্টর ফ্রিবার্গের খবর পাবো।"

মিনিট পাঁচেক পরে একটি নার্স হলের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বলে গেল, "সার্জন এ দিকেই আসছেন।"

কয়েক মুহূর্ত পরে অপারেশন থিয়েটারের পোশাকে সম্ভ্রান্ত, মাননীয় ডাক্তার ওয়েটিং রুমের মধ্যে ঢুকে অপেক্ষমানদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের সবাইকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। তবে আপনাদের সবার জন্য একটা সুখবর আছে। ড্র ফ্রিবার্গ বিপদ মুক্ত হয়ে গেছেন, তিনি ভালো আছেন।"

উপস্থিত সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

ডক্টর আবার বললেন, "আমরা তাঁকে এখন কিছুদিন ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখব। তবে একটা কথা বলে রাখি, তাঁর এই আঘাতে জীবন হানির কোন আশঙ্কা নেই। আমাদের মনে হয়, দশ দিনের মধ্যে তিনি আবার পূর্ণ উদ্যমে কাজকর্ম শুরু করতে পারবেন। আপনারা সবাই এখন বাড়ি ফিরে বিশ্রাম করতে পারেন।

আরো কিছুদিন পরের ঘটনা, গেইলি এখন ব্র্যাণ্ডনের অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এসেছে। ওরা একসঙ্গে বসবাস করে। সেদিন সকালে কলিং বেলের শব্দে গেইলির ঘুম ভেঙে গেল। এতো সকালে কে আসতে পারে অনুমান করতে না পেরে ও ব্র্যাণ্ডনকে ঠেলে তুলে দরজা খুলতে পাঠাল।

ব্র্যাণ্ডন দরজা খুললে একটা বাচ্চা ছেলে এক গোছা ফুলের তোড়া ওর হাতে দিয়ে গেল। গেইলি জিজ্ঞেস করল, "কে পাঠিয়েছে দেখ তো!"

ফুলের গায়ে লাগান খামটা খুলে ফেলল। একটা ছোট্ট চিঠি। পাঠিয়েছে ন্যান হুইটকম্ব এবং জেনকি। বিবাহের পর সুখে সংসার করছে। বিছানায় ওরা দুজনে দুজনের কাছে তৃপ্ত। গেইলি এবং ব্র্যাণ্ডনকে সেজন্য ওরা অভিবাদন জানাচ্ছে। ফ্রিবার্গের নেতৃত্বে ওদের সহযোগিতা এবং পরামর্শের জনাই ওরা আজ সুখের শয্যায় নিদ্রা যাচ্ছে। গেইলি ও ব্র্যাণ্ডনকে তাই ওরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছে।

চিঠিটা পড়ে ব্র্যাণ্ডন হাসি মুখে গেইলির দিকে তাকাল, গেইলি দু হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিল। আরো একটি শয্যায় সুখ নেমে এলো। ❑

জেনির অবাক কাণ্ড

(The Undoing of Jenny)

মাইক স্কিনার

পুরুষ মাত্রই তাকে চাইত, কিন্তু তাকে পাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু একদিন বিস্ফোরণ ঘটলো। 'ভার্জিনিটি' যার পরম গর্ব ও সম্পদ, সেটা কিভাবে হেলায় হারালো সে। অথচ এটা রক্ষার জনাই তার এত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, 'কুমারীত্ব'—যা সে প্রেমিক-লেখক নিক ভার্ডারের কাছেও বিসর্জন দিতে চায়নি। গ্রীণউইচ ভিলেজে কত কাণ্ড! জ্যাকলিন, লিলিয়ান, কণ্টি ইত্যাদির থেকে জেনি অনন্যা কেন? সেইরকম ববি আর্নল্ড বা সিল্ক লেনক্সের থেকে নিক ভার্ডারের তফাৎ অনেক। নিক ও জেনি পরস্পরকে চায়, কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? জেনি যে অবাক-কাণ্ড কারখানা করে অঘটন ঘটন পটিয়সী।

নিকের গোলমাল শুরু যেদিন প্রথম জেনিকে নিয়ে ব্লক হাউসে যাবার দুর্বুদ্ধি হলো।

সেটা ছিল রবিবারের রাত। সামাজিক রীতি অনুযায়ী সকলকে এরই মধ্যে—গভীর রাতেই—বাড়ি ফিরে ঘুম মারতে হবে। সোমবার সকাল থেকে আবার ঘানি ঘোরাবার জীবন শুরু। কিন্তু সব কিছু ভুলে সবাই তখন হাত-পা নাচাচ্ছে, শরীর দোলাচ্ছে, চিৎকারে মাতমাত! কমলারঙের এলোকেশীরা আছে, রয়েছে কালো পোশাকের ভূতের দল, ছাগল-দাড়ির বিট্‌নীকরাও। সম্প্রতি ভার্জিনিটি হারানো কিছু মেয়ে শিশিরভেজা চোখে তাকিয়ে। মধ্যবয়স্ক টাক মাথা ভুঁড়িওয়ালা পুরুষের দল 'ভালোবাসা' খুঁজছে, তার জন্য যা দাম দিতে হবে, মোটা মানিব্যাগে তা সযত্নে রক্ষিত। কলেজের মেয়েগুলোর উগ্র পোশাক ঝলমল করছে, আর ছেলের দল বুক খোলা সার্টের সবচেয়ে নিচের বোতামটা শুধু লাগিয়ে 'পৌরুষ' প্রদর্শনরত।

ব্লক হাউসের রাতগুলোতে সবসময় চারপাশে জল-মেশানো হুইস্কি আর আধ-পচা খাবারের গন্ধ। তার জন্য কোই পরোয়া নেহি! আজ রবিবারের রাতে বিশেষ ফূর্তি হবেই। শহরতলীতে এ হেন ক্লাব আর নেই। গুজব আছে (খুব সম্ভব ক্লাবের মালিক নিজে থেকেই সেটা ছড়িয়েছে), এই ডায়মণ্ড ক্লাব নাকি প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টার-এর সাথে তুলনীয়। সেই রকমই গুহার ধাঁচে তৈরি, বাস্তবতার রূপ ফোটাবার জন্য এখানে দেয়ালে ছারপোকার রাজত্ব, আশেপাশের গর্ত থেকে প্রায়ই ইঁদুর বেরিয়ে আসে। দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ছে, টয়লেট থেকে পেচ্ছাপের কটু গন্ধ—সব মিলে ব্লক হাউসের বিশেষত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। অদূরে ডায়াসের ওপর অর্কেস্ট্রা, বাদকের যুবদলের মধ্যে কেউ কেউ নাকি গ্র্যাজুয়েট. তারা তারস্বরে কি গান গাইছে তা কেউ শুনছে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে অঙ্গ দোলানোর চেষ্টা চলছে। ফ্লোর কাঁপছে তাদের পায়ের দাপানিতে। নাচুনে-নাচুনিরা তাদের পার্টনারদের যেন মরণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছে। স্টেপিং-এর তালে অবশ্য মাথামুণ্ড নেই।

আলো বলতে কয়েকটি ফ্যাকাসে বাতি, তাতে চেনামুখও অচেনা হয়ে যায়। বেশির ভাগ নরনারী উত্তেজিত। কিন্তু তারমধ্যে কয়েকজনের দৃষ্টি যাচ্ছে একটু দূরে, যেখানে জেনি বসে আছে। দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী যুবতী জেনি, চুপচাপ।

অবশ্য জেনির সাথে তার প্রেমিক নিক ভার্ডার রয়েছে। কিন্তু জেনি ইতিমধ্যেই তিতি-বিরক্ত। সিগারেটের ধোঁয়া, বিয়ার আর ঘামের গন্ধ মিশে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। জেনি বারবার বলছে—বাড়ি চলো।

নিক বলে—আরেকটু, কয়েক মিনিট থাকি।

—দূর ছাই! কাল্ আমার অনেক কাজ। আমি তো তোমার মতো বেকার নই।

এটা একেবারে বেল্টের নিচে আঘাত! নিক দম নিয়ে এক চুমুকে স্কচের শেষ অংশটুকু গলায় ঢালে। সত্যি, দুজনের মধ্যে তর্কের শেষ নেই! নিকের স্বপ্ন সে লেখক হবে, আর জেনি চায় নিক চাকরি করুক। ঠিক কথা, নিক জানে—চাকরি ছাড়া তাদের বিয়ে হওয়া মুস্কিল। কিন্তু, ওঃ—সেই ন'টা-পাঁচটার বন্দীদশা। হরিবল্, নিক সশব্দে খালি গেলাস টেবিলে রাখে।

একটু কেশে নিক জানায়—শোন জেনি, এইবার আমার লেখাটা বোধহয় ছাপা হবে।

—এই কথাটা নতুন কি! এই নিয়ে পঞ্চাশবার শুনলাম।

বিরক্ত জেনি তার সুন্দর কারুকাজ-করা কালো সোয়েটারের তলার দিকটায় টান মারে। সাথে সাথে তার অত্যাশ্চর্য দুই বুক যেন সগর্বে লাফিয়ে ওঠে। জেনি সিঁড়ির দিকে ছোটে। কিন্তু ঠিক কিচেনের কাছে নিক ওকে ধরে ফেলে। ওর কোমর ধরে ঘুরপাক খেয়ে দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধরে।

—এক মিনিট, প্লীজ।

জেনি ধমকে ওঠে—তুমি শুধু আমাকে বিছানায় পেতে চাও, তাই না?

প্রতিবাদের সাথে সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায় জেনি। জনের মুখের ছোঁয়া এড়াতে এপাশ-ওপাশ মুখ ঘোরায়। অবশ্য ধীরে ধীরে একটু নরম হয় সে, যুদ্ধ থামায়, এবারে দুজনের মুখে মুখ, ঠোঁটে ঠোঁট, জিবে জিব জড়িয়ে যায়। জেনি মাখনের মতো গলতে থাকে। নিক দু'হাতে তার গলা জড়ায়।

এতক্ষণে জেনি দম খোঁজে, ক্লান্ত সাঁতারুর মতো। তার কালো চোখের মণি জ্বলজ্বল করে। নিকের জ্যাকেটের নিচে হাত ঢুকিয়ে তার তপ্ত আঙুল পিঠ আঁচড়াতে শুরু করে। সার্ট ঘামে ভেজা। জেনির আঙুল পিছলে যায়, তাই নখের আঘাতে রক্ত ছোটে।

হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত নিক, তার মনে হলো, জেনিকে তার এখনই চাই। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে, এইখানেই! এই দুর্গন্ধের উত্তেজক পরিবেশের মধ্যে। দেয়ালে আরও শক্ত করে চেপে ধরতে হয় জেনিকে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, জেনির শরীরও উত্তেজনায় কাঁপছে থরথর করে. জেনির দেহ যেন একগাদা শক্ত-নরম মাংসের ঢেউ, প্রত্যেকটা পেশি খেলা করছে। নিক টের পায় তার কঠিন উরু, সরু কোমর, আর পশ্চাদদেশের দুই শক্ত গোলার্ধ।

রক্তে দোলা লাগে। তৃষ্ণার্ত দোলা। নিকের হাত এবার জেনির দুই বুকে খেলা শুরু করে—বিশাল অবিশ্বাস্য আকৃতির দুই বুক। জেনিও এখন বন্য, দুই উরু দিয়ে নিককে চেপে ধরে সে। নিকের কপালে ঘাম, বগলেও ঘাম গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সে ভুলে গেছে এটা পাবলিক প্লেস। সে শুধু জানে তার দুই বাহুর মধ্যে ছটফট করছে এক নারী দেহ। বাকী দুনিয়া উধাও!

জেনি প্রথম প্রথম হাসছিলো, উপচে পড়া মজার হাসি যখন নিক জেনির সোয়েটারটা দুপাশের পাঁজরের ওপর তুলে ফেলেছিলো কিন্তু যখন সে জেনির ব্রা-এর হুক খুলে ফেলেছিলো, তখন তাকে চিৎকার করতে হয়েছিলো—আহ্ নিক, এসব কি হচ্ছে। কি করছ তুমি আমায় নিয়ে! বলতে বলতে কিন্তু আবার নিকের কাঁধেই মাথা রেখেছিল। কয়েক সেকেণ্ড সে নড়তে পারে নি, কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। ততক্ষণে শঙ্খের মতো সাদা তার দুই বুক নিকের হাতের মুঠোয়। নিকের তপ্ত ঠোঁট সেই বুকের ওপর, আর প্রাণপণ চেষ্টা হাঁটু দিয়ে জেনির শক্ত দুপায়ের মধ্যে চিড় ধরাতে!

সত্যিই নিকের কোন জ্ঞান নেই এখনঃএকটি মাত্র লক্ষ্য ছাড়া। জেনির বুকের দুই বৃন্ত থরথর করে কাঁপছে। নিক শুষতে চাইছে সেখানকার রস। কুমারী বুকের মধুপানে সে উন্মত্ত ভ্রমর। দুই ঠোঁটায় দাঁতের দংশন যেন কুসুমকলির ওপর অলির হুলের আঘাত। মিষ্টি যন্ত্রণা!

এতক্ষণ লড়াই, ক্লান্ত নিককে একটু দম নেবার জন্য থামতে হলো। সেই মুহূর্তের সুযোগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জেনি। সপাটে একটি চড় পড়লো নিকের মুখে। জেনির হাতের সেই চড় খেয়ে টলে পড়ে দেয়ালে এলিয়ে গেল নিক, সুইং ডোরে মাথাটা ঠুকে যেতেই সে একেবারে [illegible]র মধ্যে লুটিয়ে পড়লো।

জেনি মরিয়া হয়ে ছুটছে। নোংরা জামা পরা একটা মাতাল বলল—জনকে খুঁজছ, ও ওপাশের ঘরে!

জেনি ইতিমধ্যে ডান্সারদের মধ্যে দিয়ে পালাতে চাইছে। মনে হচ্ছে—একটা ময়াল সাপ জঙ্গলের ঝোপের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে। জ্বলজ্বল করছে জেনির শরীর, পশ্চাদদেশের দুই গ্লোব যেন ইলেকট্রিক মেশিনের সাহায্যে নির্দিষ্ট ছন্দে ঘুরছে। এক হাতে ঝুলন্ত ব্র্যাসিয়ার। ছুটছে জেনি।

যদিও ব্লক হাউসে আকছার নানা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়, তবু জেনির এ হেন মূর্তি সচরাচর এখানে কেউ দেখেনি। সকলের চোখের মণি ঠিকরে বেরোচ্ছে। গুঞ্জন এখন উচ্চগ্রামে আর সহসা ব্যাণ্ডের বাজনা থেমে গেছে।

নিক শেষ পর্যন্ত রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। টলতে টলতে কোনোমতে ডান্স ফ্লোরের কাছে এসে দাঁড়াতেই ওয়েটার তার হাতে বিল ধরিয়ে দিল।

প্রায় অন্ধ চোখ নিয়ে সে বিলের অঙ্কটা পড়ার চেষ্টা করলো, মানিব্যাগ হাতড়াতে গিয়ে বলল ঃ আমাকে কি পুরোটাই দিতে হবে নাকি?

বেয়ারা বিরক্ত—ন্যাকামি করো না। আমার অনেক কাজ আছে।

—সরি!

নিক কিছু খুচরো নোট মুঠো করে তার হাতে দিল। বোঝা গেল, বিলের অঙ্কের চেয়ে কম হবেনা। বেয়ারার মুড বদলে গেল। চকচকে চোখে সে বলল ঃ আরে নিক, তোমার সাথে যে দশাশই স্প্যানিশ মুর্গিটা ছিল, সেটা এখান থেকে এমন ছুট মারল কেন? মনে হচ্ছিল, পাছায় বল বেয়ারিং বসানো রয়েছে।

রাগ সামলে নিক বলল—যার কথা বলছ, সে আমার প্রেমিকা। মাই বিলাভেড্।

বিলাভেড। বেয়ারার নোংরা হাসির শব্দটাকে পেছনে ফেলে এবার নিক রাস্তার দিকে ছুটলো।

নিস্তব্ধ পথ। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা গাড়ির হুস্-হাস করে ছুটে যাবার শব্দ। পুরানো ইঞ্জিনের শব্দগুলোকে অনেক সময় দমবন্ধ হওয়া মানুষের আর্তনাদের মতো শোনায়। নিক একটু থমকে দাঁড়ালো। অন্ধকারে কোন দিকে যাবে? হঠাৎ একটু দূরে দুটো ছায়া মূর্তি দেখা গেল। গলির মুখে, যেন মারামারি করছে।

—অ্যাই!

নিকের চিৎকারে গলির মুখ থেকে দুটো লোক এগিয়ে এল। দেখা গেল, তৃতীয় একজন মাটিতে পড়ে আছে। কিম্ভূত চেহারা লোক দুটোর। একজন জ্যাকেটের পকেট থেকে কি একটা বের করলো—অন্ধকারেও চকচক করছে একটা ধাতব পদার্থ।

নিক একটু পিছিয়ে গেল—এক মিনিট

দুজনের মধ্যে বেঁটে লোকটা টর্চ ফেললো নিকের মুখে। তারপর মুচকি হেসে ছুরিটা পকেটে রাখলো। পাশের লোকটাকে বলল—এ আমাদের চেনা। নিক ভার্ডার। লেখালেখি করে।

কপালের ঘাম মুছলো নিক। দুপায়ে জোর নেই। দাঁড়াতেই কষ্ট হচ্ছে। ইস্। এই সময় এক পেগ পেলে খুব ভালো হতো। কোন মতে বলল—সিস্ক, তুমি যে কোন দিন আমার হার্ট অ্যাটাকের জন্য দায়ী হবে।

সিন্ধ হাসলো—না গো, তা হবে না। তুমি আমার বেস্ট খদ্দেরদের একজন। মেজাজ ঠিক নেই, ব্যবসা ভালো চলছে না।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা সিন্ধকে দেখলে মনে হবে গুণ্ডাদলের সর্দার। সেটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়, এক সময় সেটাই ছিল প্রধান পেশা। চেহারাটার মধ্যে যে ছাপ আছে, তাতে মনে হবে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ১৯৩৭ -এর মারদাঙ্গার সিনেমাগুলোর কোন দৃশ্য থেকে সোজা উঠে এসেছে। এখন হোটেল চালায় আর রেসের ঘোড়ার বুকির কাজ করে। এবং সম্প্রতি একটা অভাবিত ভদ্রখেয়াল মাথায় জেগেছে—বই প্রকাশনার ব্যবসায় হাত দেবে। সুনামী পাবলিশার হবে। সেই সূত্রে নিকের সাথে তার সদ্ভাব। নিক লেখক হতে চায়।

পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীর সাথে আলাপ করিয়ে দিল সিন্ধ।

—নিক, এই আমার বন্ধু স্যামুয়েল। আয়রনম্যান। নামজাদা বক্সার। তাছাড়া কুস্তি আর ফুটবল গেম ভালই জানে। দোষ নিও না। ওকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় নানা কারণে। তাতে আমার কিছুটা সুবিধে হয় বৈকি।

—হ্যালো! স্যামুয়েল হাত বাড়ায়। হ্যান্ডশেক করে নিক, বুঝতে পারে স্যামুয়েলের হাতের পাঞ্জা বোধ হয় ইস্পাতের তৈরি।

এদিকে সিন্ধ স্যামুয়েলের গুণগান করে চলেছে।

—এই যেমন ধরো—আমার নতুন পিস্তলটার ব্যাপারে। পারমিট-এর জন্য কবে থেকে অ্যাপ্লাই করে রেখেছি, কোন কাজ হচ্ছে না। স্যামুয়েল বলল—ওসব আইনকানুন ছাড়ো। কাজ নিয়ে কথা। ব্যাস্, একটা ফাইন জিনিস জোগাড় হয়ে গেল, দামও খুব একটা বেশি লাগেনি ওর খাতিরে।

পকেট থেকে এবার চকচকে পিস্তলটা বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায় সিন্ধ—ফুললি লোডেড!

চমক সামলে নিক জিজ্ঞেস করে—গলির মুখে পড়ে আছে কে?

—ওঃ, ওটা একটা বদমাস। অনেক দিনের বিল জমে গেছে, পেমেন্টের নাম নেই। সবাই তো নিক ভার্ডার নয়। খালি ঘোরাচ্ছে আজ একমাস ধরে। তাই স্যামুয়েলকে ডাকলাম। তবুও ভালো কথায় কাজ হচ্ছিল না দেখে......তা ঝাড়টা একটু বেশি হয়ে গেছে। কি বলো স্যামুয়েল!

স্যামুয়েল জন্তুর মতো হাসে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে—না। বেশি কোথায়! দুটো দাঁত ফেলে দিয়েছি। তবে তলপেটে ঘুষিটা অত জোরে না মারলেই হতো। ওতেই জ্ঞান হারিয়েছে। আধঘণ্টার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। তোমার টাকা ঠিক মতো পেয়েছ সিন্ধ?

একটা মানিব্যাগ খুলে নোট গোনে সিন্ধ। খুশি মুখে বলেঃহ্যাঁ, মোটামুটি। আর অল্প কিছু বাকি রইলো। সেটা দেখা যাবে।

স্যামুয়েল হাসে—সেটাও পাবে, যা শিক্ষা পেয়েছে। তা, আমার কমিশন?

—অব্ কোর্স। কিছু নোট এগিয়ে ধরে সিন্ধ। খাবলা মেরে নিয়ে পকেটে পোড়ে স্যামুয়েল—থ্যাংকু!

নিকের কিন্তু যাবার তাড়া। কোথায় গেল জেনি? তবু হুড়োহুড়ি করে চলে যাওয়া যায় না। এদের খুশি রাখতেই হয়।

নিক বলে—কাল কি করছ?

—কাল? কিছু ঠিক নেই। তবে হ্যাঁ......তা তোমার কাছে কি বেশ কিছু টাকা আছে, মানে উড়িয়ে দেওয়ার মতো?

নিক গা বাঁচিয়ে উত্তর দেয়—এখুনি নেই, তবে কাল বিকেলে কিছু টাকা পাওয়ার কথা আছে। যদি পাই—

—যদি পাও, ফোন করো। রেসের মাঠে যাব। এবারের বেট 'ব্ল্যাক বিগহেড্', ও জিতবেই।

—দেখি! নিক দ্বিধাগ্রস্ত।—ফোনে জানাবো। চলি।

নিক প্রায় দৌড়তে চায়। সিদ্ধ বাধা দেয়—এক মিনিট, নিক।

নিক থমকে যায়।

সিদ্ধ বলে—আচ্ছা, তোমার গার্লফ্রেণ্ডের খবর-টবর তো কিছু জানালে না। কি ব্যাপার। কত দূর?

নিক এই মুহূর্তে এসব আলোচনা চায় না। বিশেষ করে স্যামুয়েলের সামনে। তবু ভদ্রতা করতে হয়।

—এই তো আজ এখানে এসেছিলো। এতক্ষণ আমার সাথেই ছিল। একটু আগে গেল। কাজ আছে।

সিদ্ধ হাসে—বাজারে গুজব, তোমাদের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। যদি তাই শেষ পর্যন্ত হয়—

প্রচন্ড বিরক্ত নিক। কথাটা কিছুটা সত্যি, তাই রাগ বেড়ে যায়। তবু মনের ভাব লুকিয়ে বলতে হয়—সে রকম কিছু হলে তোমাকেই প্রথম জানাবো।

—অবশ্যই! সিদ্ধ এবার হেসে স্যামুয়েলকে বলে—নিকের গার্লফ্রেণ্ডকে দেখলে তুমিও ভির্মি যাবে। অমন এক জোরা বুব্স আমি জীবনে দেখিনি। আমরা সোফিয়া লরেন, অ্যানিটা একবার্গ নিয়ে নাচানাচি করি। তাও ছবিতে। একে যদি তুমি সামনাসামনি দেখ—উরেঃ বাস্!

সিদ্ধ যেন চোখের সামনে জেনির বুকের ছবি দেখতে পায়। পোশাক পরা অবস্থায় জেনির বুক দেখে হতবাক, যদি খালি গায়ে দেখত তাহলে—

নিক বলে—চলি।

দৌড়ে পালাবার আগে শুনতে পায় স্যামুয়েল বলছে—আমার সামনে একবার হাজির করো তো মাগীটাকে!

নিকের বন্ধু (?) সিদ্ধ চাপা গলায় বলছে—ক'টা দিন সবুর করো। ও জিনিস সামলানো ওই গরীব লেখক ব্যাটার পক্ষে সম্ভব নয়।

পরক্ষণেই আবার জেনির বুকের ছবি মানসচোখে দেখতে থাকে সিদ্ধ—ওঃ—ওই বিশাল সাইজ, অথচ একেবারে ক্যান্টিলিভারের মতো সোজা। মনে হবে, ল'অব্ গ্রাভিটেশন হার মেনেছে!

ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বলবে ভেবেছিলো নিক। মাথাটা গরম হয়ে গেছে ভীষণ, তবু সামলে নেয়।

গলির বাইরে এসে দেখতে পায়—ওই তো জেনি! ল্যাম্প পোস্টের তলায় ছটফট করে পায়চারি করছে। কালো সোয়েটার, জীনসের প্যান্ট।

ছুটে যায় নিক—জেনি!

না, জেনি নয়। রাস্তায় শিকারের অপেক্ষায় এক কলগার্ল। দূর থেকে যে চেহারাটা আকর্ষণীয় লেগেছিলো, কাছে এসে দেখা গেল, তা নয়। সোয়েটারের নিচে প্যাড্ দিয়ে নেমে

পাওয়া বুকটাকে জোর করে উঁচু করা হয়েছে। নিকের অভিজ্ঞ চোখে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

জেনির ব্রা পরার বিশেষ দরকারই হয় না। আর এরা—! দুঃখ হয় নিকের, মেয়েটার বয়েস বেশি নয়, জেনির চেয়ে কয়েক বছরের ছোটই হবে। কিন্তু নারীর সৌন্দর্য্য নষ্ট করাই পুরুষের ধর্ম। ক্ষুধার্ত পুরুষ একবারে খেতে চায়। তাতে বদহজম হলেও, অথচ অল্প করে বুঝে সুঝে খেলে অনেক দিন ধরে খাওয়া যায়। কে বোঝাবে?

মেয়েটি মৃচকি হেসে উত্তর দিল—আমার নাম মোটেই জেনি নয়! কিন্তু তুমি চাইলে আমায় ওই নাম দিতে পার। কোন অসুবিধে নেই।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে মেয়েটি।

—না।

নিক চিৎকার করে ওঠে। তারপর টাল সামলে নিজের পুরনো গাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়।

কোথায় গেল জেনি?

॥ ২ ॥

সেদিন ঠিক সকাল আটটায় নিক ভাডাকের ঘুম ভেঙে গেল। জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো নিক। থার্টি নাইন স্ট্রীটের চারতলায় নিকের এই তিনঘর বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট। জানলা দিয়ে পরিষ্কার বড় রাস্তা দেখা যায়। স্কাইস্ক্র্যাপারগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। এই বিল্ডিংটার প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের ভাড়া খুব বেশি। গেটের বাইরে গাড়ির লাইন পড়ে যায় মাঝে মাঝে। নিক নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করে। ড্রাইভার রাখার মতো টাকা এখনও হাতে জমেনি।

কালরাতের একটা ঘোর রয়ে গেছে। সিগারেট ধরিয়ে একটা সুখটান দিয়েই কেমন যেন একটা দুঃখের অনুভূতি জাগালো। মনে হলো, সত্যি, এটা কি একটা জীবন! শুধুমাত্র একটা অস্তিত্ব বলা যায়। কি ভাবে কাটছে দিনগুলো—মদ খেয়ে, লেট-নাইটে ঘরে ফিরে, মাঝে মধ্যে ঘোড়দৌড়ের মাঠে পয়সা উড়িয়ে—আর আরও কদাচিৎ 'পুরুষদের জন্য' ম্যাগাজিনে এক-আধটা গল্প লিখে যে জীবনটা কাটছে—এর কোন মূল্য আছে কি! একটা ভাঙ্গা গাড়ি, জাগুয়ার-এক্স-কে ১০৫, চালিয়ে ঘুরতে হচ্ছে।

তবু জীবনটায় একটা মূল্যবান কিছু হয়তো পাচ্ছিলো নিক। দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী এবং অসাধারণ সেক্সি চেহারার এক যুবতী—যার নাম জেনি। জাগুয়ার গাড়িটার পুরোপুরি মেরামত দরকার। আর জেনির সাথে প্রয়োজন পাকাপাকি কথার! জেনি তো বিয়েই চায়।

মনে পড়ে যায়, কাল রাতে জেনি যখন ব্লক হাউস থেকে বেরিয়ে যায় তখন দুই নিতম্বের সেই মাতাল-করা দোলানি। নিকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কেন যে মরতে সে এই জেনির পেছনে ছুটে চলেছে! শহরে হাজারো সুন্দরী মেয়ে রয়েছে। তবু নিক এমন একজনের পেছনে দৌড়াচ্ছে যে তার মুখ দিয়ে পাগলা কুকুরের মতো লালা ঝরিয়ে ছাড়ছে।

জেনির কায়দা বরাবর একরকম। নিক তার জামা-কাপড় খুলে নিলে সে বাধা দেয় না (অবশ্যই ফ্ল্যাটের নির্জনতায়), তার আদর গা-ভরে মেখে নেয় সে। মাখতে মাখতে যখন মনে হবে সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে সব কিছু হারাতে প্রস্তুত, এবং যে মুহূর্তে নিক ভাববে এইবার জেনিকে পুরোপুরি কব্জা করা গেছে, ঠিক সেই চরমানন্দ লাভের পূর্বমুহূর্তে জেনি মারবে এক

প্রচণ্ড ধাক্কা—হাতের ঠেলা এবং পায়ের লাথি—আর তার পরেই সে দশ হাত দূরে পলাতকা।

আশ্চর্য্য, আজ এতদিনের সাহচর্য্যের মধ্যে একবারও নিক জেনির সাথে বিছানায় শুতে পারলো না—প্রকৃত অর্থে। জেনির এহেন আচরণ তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিচ্ছে। রাতে ঘুম হচ্ছে না। মাঝে মাঝে সে ভাবে—দূর, অন্য একটা কাউকে বেছে নেওয়া ভালো, এই দুম্বা এক রেফ্রিজারেটারের কাছে ধর্ণা দিয়ে কি লাভ হচ্ছে!

কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মনে পড়ে যায় সেই অসাধারণ বুক আর পশ্চাদদেশ, কোন আঘাতেই যাদের ঘায়েল করা যায় না। সিংহের থাবার শক্তি নিয়ে চেপে ধরলেও বুক জোড়া হাতের চাপ ঠেলে উঠে দাড়ায়, যেন স্প্রিং রয়েছে ভেতরে। আর নিতম্বের নৃত্য—ওঃ, নিক শুধু চিন্তা করলেই পাগল হয়ে যায়। তার মাথা ঘুরতে থাকে, আত্মগ্লানি আসে। বুঝতে পারে—এমন দেহটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো কেউ। ইস, জেনিকে এখুনি একবার পেতে ইচ্ছে করছে।

সামলে নিয়ে ফোনের রিসিভার তোলে নিক। সাবধানে ডায়াল করে।

—ডার্লিং?

—কি হয়েছে?

—তোমার সাথে একটু দরকারি কথা আছে।

—এখন ঠিক বেলা আটটা। আমি কাজে বেরচ্ছি। আমি জানি, অনেকের কোন কাজ নেই, কিন্তু আমার আছে। অথবা তুমি বোধহয় সে কথা বারবারই ভুলে যাও। আমি যেহেতু বেশ কিছু সময় তোমার সাথে নষ্ট করি, তুমি মনে করো আমিও তোমার মতো সেই অকর্মণ্যদের জগতের মেম্বার। যাই হোক, শোন বাপু, তোমার জন্য একটা খবর আছে।

—জেনি, আমি যে বললাম, তোমার সাথে কথা আছে।

—বেশ। আমি আধঘণ্টার মধ্যে তোমার ওখানে পৌঁছচ্ছি। আমি রেডি, এখুনি ট্যাক্সি ধরছি।

—কিন্তু আমি ভাবছিলাম, তোমার লাঞ্চ টাইমে যদি আমরা কথা বলি—

—সেটা তুমি ভেবে দেখ। কারণ আমার লাঞ্চ-টাইম একেবারে সুনির্দিষ্ট লাঞ্চের জন্য। তখন তোমার বানানো কথার ব্যাখ্যা শোনার জন্য আমি তৈরি থাকব না।

ফোন রেখে দেয় জেনি।

হতাশ নিক বাথরুমে ঢোকে। শাওয়ারের তলায় নিজের শরীরটাকে যেন জলে ধুয়ে সাফ করাতে চায় যাতে মনের যন্ত্রণাও দূর হয়। হট শাওয়ার অর্থাৎ গরম জলে স্নান। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে আয়নার সামনে বসে দ্রুত শেভিং সেরে নেয়। তাড়াতাড়ি ড্রেস করে, কালো প্যান্ট, হাল্কা নীল সার্টের ওপর কালো টাই। এরপর টিপটপ ভাবে বসে সিগারেট ধরিয়ে এখন শুধু জেনির জন্য অপেক্ষা।

বহু মহিলার মতে, নিক একজন আরাধ্য পুরুষ। মেয়েদের চোখে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। একমাত্র ত্রুটি সে 'বেকার,' অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি চাকরি না হলে ইচ্ছে থাকলেও তাকে স্বীকার করা মুস্কিল। জেনিও তাই মনে করে। তার বয়স এখন বত্রিশের বেশি নয়, লম্বা চেহারা, সুন্দর ফিগার, বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ, আচরণে, কথাবার্তায় এবং মানসিকতায় একটা চার্মিং ভাব আছে, কিন্তু বেকারের পক্ষে সবগুণই বেকার।

নিকের অভ্যেস পুরনো জিনিস সংগ্রহ। ঘরের এধার-ওধার এবং দেয়ালে তার কিছু নমুনা রয়েছে। পুরোনো মার্বেল অ্যাশ-ট্রে, প্রাশিয়ান ইউনিফর্ম, পুরোনো ঘড়ির সামনে উলঙ্গ নারী মূর্তি জার্মান ল্যাম্প শেড-এ বালব্ নেই। এই সবে ঘর বোঝাই, জেনির মতে এই সবই ফালতু জিনিস। ফালতু জিনিসের ক্রেতা বা সংগ্রাহকও ফালতু মানুষ হতে বাধ্য।

স্বীকার করা উচিৎ, নিকের একটা শিল্পীসত্তা আছে। নিজের মনের তাগিদেই সে কেনে বহু পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই, সিয়েন নদীর ধারে যেসব বুকস্টল আছে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পেটিকোট লেন থেকে একটা পুরনো দিনের তলোয়ার, থার্ড এভিনিউ থেকে পিতলের স্ট্যাচু—এ ছাড়া ফ্রান্স-জার্মানি-ইটালীর নানারকম অদ্ভুত কির্তীরও। তার অতিথি ও বন্ধুরা অবশ্য এর কোন মানে বুঝতে পারে না। শুধু একা জেনিকে দোষ দিয়ে কি লাভ?

সকাল হলেও এক পেগ ড্রিংকসের জন্য নিক এখন খুব উতলা বোধ করছে, কিন্তু এখুনি জেনি আসবে, প্রথমেই নিকের মুখের চেহারা ও নিঃশ্বাসের গন্ধ নিয়ে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হবে। কাল রাতের হ্যাং-ওভার থেকে মুখটা এখনও স্বাভাবিক রূপ নেয়নি। সেটা আয়নাতেই বোঝা যাচ্ছে। অনেকটা ম্যালেরিয়া রোগীর মতো লাগছে। কিন্তু তার অন্যদিকগুলো—ছ'ফুট হাইট, ম্যাসকুলার চেহারা, একগোছা কোঁকড়া চুল—এসবের দিকে জেনি তাকাবেও না। নিককে দেখলে অবশ্য সত্যিই মনে হয় যেন একজন ফিল্ম অ্যাক্টর। ঠিক লেখক-লেখক চেহারা নয়। অবশ্য নিক বেপরোয়াভাবে বেশ কিছু অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখে চলেছে। কিন্তু লিখলে কি হবে—

ঢুং করে দরজার বেল বেজে উঠলো। সাগ্রহে উঠে এসে কপাট খুলতেই হতাশা। তার পুরনো বন্ধু স্মিথ—আসার আর সময় পেল না! নিক স্মিথের পেছন দিকে তাকালো, লম্বা করিডোরে যদি জেনির দর্শন মেলে! কিন্তু কোথায় কে?

স্মিথ ঠাট্টা করলো—হতাশ হলে তো বন্ধু! কি করা যাবে, এই মুহূর্তে তোমার সামনে আমি ছাড়া কেউ নেই।

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলো স্মিথ। প্রথমেই নজর গেল টেবিলের ওপর স্কচের বোতলের দিকে। নিক কিছু বলা বা করার আগেই সে দ্রুতগতিতে ছিপি খুলে ঢকঢক করে 'র' হুইস্কি গলা ঢেলে ফেললো। চার-পাঁচ ঢোকের পর সে বোতল রেখে দম নিল—আঃ, দারুণ!

দরজাটা বন্ধ করে এসে নিক বলল—হঠাৎ এত খুশি কিসের!

স্মিথ দেঁতো হাসি হাসলো। গোল মুখ, মোটা গোঁফ, পাতলা চুল, সম্প্রতি চোখ খারাপ হওয়ায় চশমা নিয়েছে।

—কুড়ি হপ্তা একটানা কাজ করার পর আজ ছুটি পেয়েছি। আজ রাতে একটা হৈ-হল্লা করতেই হবে। তাই সকাল থেকেই যা পাচ্ছি, তাই নিয়ে মেতে উঠছি।

নিক একটু অবাক।

—বলো কি! এক জায়গায় টানা কুড়ি হপ্তা কাজ করেছ!

—না না, এক জায়গায় নয়। তিন জায়গায় চক্কর মারতে হয়েছে। তাতে কি খাটুনি আর একঘেয়েমি কমে?

—তা এখন কি করবে?

—এখন চুপচাপ একবার অফিস যাব। সেখান থেকে চেক নেব। তারপর ব্যাঙ্কে। কুড়ি হপ্তার টাকা পকেটে নিয়ে লাঞ্চে যাব, তারপর কি করা যায় ভাবব।

—যাক, তাহলে এখনও কিছু ভাবনা—মনে, রাতটার ফুর্তিফার্তি শেষ হলে।

—হ্যাঁ, সেটাই ভাবছি।......আসলে একটু নতুন জীবন চাইছি।

ঠিক এই সময় আবার ঢুং করে দরজার বেল বাজলো।

নিক বলল—জেনি এসেছে। আমি অপেক্ষা করছিলাম।

—তাই নাকি। স্মিথ চেয়ার ছেড়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুললো। খুব মিষ্টি সুরে বলল—আরে বেবি, এসো এসো।

জেনি তার দিকে একবার তাকিয়ে ঘরে ঢুকলো।

—আমি বেশ দূর থেকেই গন্ধ পাচ্ছি। সাত সকালেই দুই বন্ধু কু-অভ্যাস শুরু করে দিয়েছ!

—হায় ভগবান। নিক আক্ষেপ জানালো—তোমার এই রোজ গালাগাল আর দোষ দেওয়ার কু-অভ্যাস যে শুরু হয়ে গেল সাত সকালেই! তুমি দয়া করে আমার কাছে কয়েক পা এগিয়ে এসে নিঃশ্বাস নিলেই শুধু টুথপেস্ট আর সিগারেটের গন্ধ পাবে। বুঝেছ।

জেনি শুধু বলল—ঠিক আছে।

স্মিথ বিদায় নিল—শোন ভাই, রাতের পার্টি হচ্ছে লিলির ফ্ল্যাটে। ভেবে দেখলাম, সেটাই সবচেয়ে ভালো। টুয়েলফথ্ স্ট্রীট-এ পারলে চলে এসো, তোমরা আট-টার মধ্যে পৌঁছলে ঠিক হয়। আর নিক, যদি পার একটা বোতল নিয়ে এসো। চলি।

স্মিথের বিদায়ের পরও জেনি দাঁড়িয়ে রইলো। হাতব্যাগ দিয়ে থাই-এর উপর ঠোকা মারছিল। লাল-টপ্ কালো স্ল্যাক্স আর গান-মেটাল রঙের মোজা। গ্রীনিচ ভিলেজে থাকার সময় কেউ কেউ তার উল্লেখ করতো ঐ লম্বু মেয়েটা, অথবা 'সেই স্প্যানিশ মুর্গীটা' বলে। জেনিকে মনে হতো—ওর পেছন দুটো যেন সর্বক্ষণ চা-চা-চা নৃত্য করছে। এমন কি দাঁড়িয়ে থাকলেও সেখানে নৃত্যছন্দ। কাঁধ পর্য্যন্ত নেমে আসা চুলের গুচ্ছ 'পনি-টেল' করে বাঁধা। চোখের রঙে সবুজ আভা, সুন্দর চোখের পাতা ও চাউনি। টিকালো নাক, আর রসেভরা ঠোঁট, গায়ের রং ঝকঝকে। আসলে জেনি আইরিশ—নিউ ইয়র্কের ইস্ট-সাইডে কি করে জন্মেছিল—সে আরেক ইতিহাস।

একসময়ে জেনির চেহারার মধ্যে হয়তো একটু 'আধা-গ্রাম্য' ছাপ ছিল, কিন্তু এখন তা ধুয়ে মুছে আধুনিকা হয়ে গেছে। বিদেশি সিনেমা অভিনেত্রীরা মেয়েশরীরে যে বুক আর পশ্চাদের অত্যধিক গুরুত্ব নিয়ে এসেছে, সেই ঢেউ-এর এক সুন্দর মডেল জেনি। তার বুক জোড়া অদ্ভুত—বিশাল আয়তন, অথচ সুতীব্র উঁচু ও পাহাড়ের ভাঙা শিলার মতো সোজা, এবং সুগোল। নিপ্‌ল দুটি ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ, মসৃণ গজালের মতো কিন্তু যেন নরম স্পঞ্জ। মুখে নিলে মনে হয় তীরের শেপের চকলেট।

জেনির গোটা বডির ওজন হবে অন্তত আশি কেজি। নিক একবার কোলে তুলতে গিয়ে 'বাপস্' বলে থেমে গেছে। তারপর সমস্ত হাতের পেশীর জোর দিয়ে মাটি থেকে চার ইঞ্চি শূন্যে তুলে এক মিনিট ধরে রাখতেই দম ফুরিয়ে এসেছিলো। অথচ অস্বীকার করা যায় না, নিক যথেষ্ট শক্তি রাখে। কিন্তু পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি দীর্ঘ জেনির উচ্চতা প্রায় তার সমান-সমান। তাই জেনির সামনে পুরুষের লাইন পড়বে সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু গোড়া থেকেই পুরুষ জাতটা সম্পর্কে জেনি সাবধানী। মোটেই উদাসীন নয়, কিন্তু তার নিজের খুব কঠিন একটা পছন্দ-

অপছন্দ বোধ সদাসর্বদা রয়ে গেছে। কেউ কেউ তাকে অহংকারী ভাবে, কিন্তু স্বীকার করে—সেটা ওকে মানায়।

কিন্তু যে ধরণের পুরুষ জেনি চায়—ইনটেলেকচুয়াল টাইপ ব্যক্তিত্ব—তেমন পাওয়া মুস্কিল। তাব চাই এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে অ্যান্টনি ইডেনের আত্মবিশ্বাস, কৃষ্ণ মেননের 'ড্যাশ' এবং জেমস ম্যাসনের মতো অভিভাবণ মিলে মিশে থাকবে। প্রথম জীবনে যেখানে তার শিক্ষা—ফর্ড্হ্যাম ইউনিভার্সিটিতে তেমন কাউকে সে পায় নি। প্রথম চাকরি জীবনে—সেভেন্‌থ্ এভিনিউ-এ পোশাকের দোকানে 'সাইজ ফোরটিন মডেল' হয়ে কাজ করার সময়েও কাউকে চোখে পড়েনি। অবশেষে চেহারা যখন বয়সের চেয়ে ভারী হতে লাগলো, তখন সহসা নিক ভার্ডারের সাথে যোগাযোগ।

বিতৃষ্ণার দৃষ্টি নিয়ে জেনি এবার নিজের বিছানার দিকে তাকালো। অগোছাল চাদর, বই আর ম্যাগাজিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মনে পড়ে গেল, বহুবার রাত্রিকালে ওই বিছানার ওপরে নিক ওকে শুইয়ে ফেলে কৌমার্য্যহরণ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। এখন দিনের আলোয় সেই বিছানাটাকে চোখের সামনে দেখে তার বিদ্বেষ বেড়ে গেল। এই তো একটা জায়গা, যেখানে ভালোবাসার নামে নিক জেনিকে সর্বদা 'খুন' করতে উন্মুখ।

একটা শিহরণ জাগালো। এখানে এখন সে একা। হলোই বা দিন। এটা একটা ব্যাচেলরের অ্যাপার্টমেন্ট, হলোই বা সেই ব্যাচেলর তার ভবিষ্যতের স্বামী।

নিক বলল—আচ্ছা বেবি, কাল রাতে তুমি ওরকম করলে কেন?

তাতে কি এলো গেল! আমি চলে যাবার পরের মুহূর্তেই তুমি একটা বেশ্যার পেছনে ছুটেছিলে। আমার বন্ধু জ্যাকলিন তোমাদের স্যান্ রেমোতে দেখেছে—একটা লালচুল রাক্ষসীর সাথে তুমি মদ গিলছিলে!

—তাই নাকি! তাহলে বলতে হয়, তোমার বন্ধু জ্যাকলিন এক সন-অব-বিচ্।

হ্যাঁ, ইংরেজিতে এই গালাগালটা লিঙ্গভেদ মানে না।

— কি! জেনির চোখে আগুন।

নিকও উত্তপ্ত—ঠিকই বলেছি। সেই লালচুল রাক্ষসী হলো লিলি, স্মিথের সাথে বহুদিন এনগেজড্, শীগগির বিয়েও হবে। আজ রাতে ওর বাড়িতে এইমাত্র তুমিও পার্টিতে নিমন্ত্রণ পেয়েছ। তুমি সবই জানো'

জানলা দিয়ে রোদ আসছে এবার। অর্থাৎ বেলা বেড়েছে।

জেনি হাতঘড়ি দেখলো।

—আমায় কাজে যেতে হবে। তোমার এত কি দরকার পড়লো যে আমাকে ছুটিয়ে আনলে? বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেত না?

নিক উঠে এসে জেনির চওড়া কাঁধের ওপর দুহাত রাখলো।

-শোন বেবি, আমরা দুজনে কিন্তু কেউ কারুর প্রতি সুবিচার করছি না। বিশেষ করে আমরা যখন বিয়ে করব স্থির করেছি—

—তাই নাকি? জেনির মুখে বিদ্রূপের হাসি—আমাদের সম্পর্কের অ্যাজেণ্ডাতে ওই বিষয়টি এখনও টিকে আছে নাকি?

সরব ভঙ্গিমার সাথে জেনি মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালের বিশাল নগ্ন নারীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

নিকের নজরে এখন জেনির সাইড ফেস—প্রোফাইল।

—তুমি কি শান্ত হয়ে কথাটা শুনবে, না আমাকে নন-স্টপ্ ঠুকে যাবে। শোন, এখন একটা বড় চান্স এসেছে। আমার পাণ্ডুলিপিটা প্রকাশকের পছন্দ হতে পারে, তাই তোমারও খুশি হয়ে আশা পোষণ করা উচিত। তা নয়, শুধু আমাকে—

—নিন্দেমন্দ করে যাচ্ছি...তাই তো?

জেনি সিরিয়াস।

—তাহলে বরং আমার কয়েকটা স্পষ্ট কথা শোন। টাইপরাইটার নিয়ে ঠকঠক করা আর একগাদা সুন্দর বন্ড পেপার নষ্ট করা ওই গ্রীনউইচ ভিলেজের লেখক হবার স্বপ্ন দেখা তরুণগুলোকে মানায়, তোমাকে নয়। সোজা কথা নিক, তুমি পরিণত বয়সের লোক, সেইরকম চিন্তাভাবনা করতে শেখো।

নিক নিচু হয়ে একটু চুমু খাওয়ার চেষ্টা করতেই জেনি মুখ ঘুরিয়ে নিল, ফলে তার ঠোঁট জেনির ঠোঁট ছুঁতে না পেরে গালের ওপর দিয়ে ঘষে গেল।

—আঃ, আবার তুমি বিরক্ত করতে শুরু করলে।

দু পা পিছিয়ে গেল জেনি, পোশাক টান করলো।

—আমার সুন্দর ফিগার, এর দাম তো তুমি জানো। আর আমার ভার্জিনিটি এতটা বয়েস পর্যন্ত অটুট রেখেছি, যেমন তেমন ভাবে নষ্ট করব না, যা বহু মেয়ে করে। বিশেষ করে, তোমার জন্য তো নয়ই। আমি দুনিয়া চিনেছি, বেশ কিছু ধনী পুরুষ মানুষ আমাকে পাবার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ দেখাচ্ছে। পরিষ্কার জেনে রাখো!

নিক নাক কুঁচকালো—একটার নাম বলো তো।

জেনির চোখ চকচক করে উঠলো—ও, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আমি যেখানে কাজ করি সেখানে বেশ কয়েকজন যুবকের ব্যাংকে কয়েক লাখ টাকা আছে। কিন্তু তারা আমার তালিকায় তবু অনেক নিচে। উঁচুতে রয়েছে, ধরো যেমন ববি আর্নল্ড।

নিকের ভুরু কুঞ্চিত। ববিকে সে চেনে, দেখেওছে কয়েকবার। সুন্দর চেহারার লালচুল যুবক, প্লে-বয় টাইপ, এই গ্রীনউইচ ভিলেজের বেশ কিছু মেয়ে নিয়ে আমোদ করে বেড়ায়।

—ওর সাথে তোমার কোথায় দেখা হলো?

—জ্যাকলিন আমাদের অলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

—তাই বুঝি!

—কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? অবশ্য তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে আমাকে মিথ্যুক বলার আগে ওকে একবার ফোন করতে পার। লাস্ট সামার থেকে ওরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

জেনি মুচকি হাসে—সত্যি কথা বলতে কি? আমার সাথে ববির আলাপ হওয়ার পর ওদের বন্ধুত্ব আরো বেড়ে গেছে।

—তুমি যে একটা বেশ্যা, সেটা তুমি বুঝতে পার?

—এগিয়ে যাও, যা খুশি হয় আমায় বলতে পার। কিন্তু আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে। আশা করি কাল রাতেই তুমি সেটা বুঝতে পেরেছ।

—তুমি যে ববি আর্নল্ডের কথা বললে, সেটা একটা ছুঁচো, দু-একবার আমার সাথে দেখা হয়েছে।

—যা হয়েছে ভালোই হয়েছে, নিশ্চয় কিছু শিক্ষা হয়েছে তোমার।

কোন কথা না বলে নিক এবার সিগারেট ধরালো। একটা জোর টান দিয়ে জেনির দিকে তাকালো। জেনি হাত ঘড়ি দেখে দরজার দিকে এগোয়।

—আমি কাজে যাই, অনেক দেরি হয়ে গেল।

নিক এবার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ হানলো—যে তথাকথিত ভার্জিনিটি নিয়ে তুমি এত গর্ব করে বেড়াও, তুমি কি নিশ্চিত সেটা ইতিমধ্যে ববি আর্নল্ডের কাছে খোয়া যায় নি?

জেনির ডান হাত শূন্যে উঠে এলো, তারপর যেন হাওয়া-কেটে এক বিশাল চড় এসে পড়লো নিকের গালে, সিগারেট ছিটকে গেল। সারা দেহের আশি কেজি ওজন যেন হাতের মধ্যে ভর করেছিলো। নিক প্রায় উল্টে পড়লো চেয়ার থেকে, আধ-পাক ঘুরে গেল তার শরীর। তবু নিজেকে সামলে নিল নিক, জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা তুললো, আর ধীর পায়ে আবার চেয়ারে গিয়ে বসে টেবিলের অ্যাশট্রেতে ওটা গুঁজে দিয়ে জেনির মুখোমুখি হলো।

—আমি একটা প্রচণ্ড বুদ্ধু। তাই সবার হাসির পাত্র করে ফেলেছি নিজেকে। তোমার আঙুলে এনগেজমেন্ট রিং পরিয়ে সম্মান দিয়েছি। বদলে তোমার থেকে দুর্ব্যবহার ছাড়া কিছু পাইনি।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিক যেন নিজেকে সম্বোধন করে ভাষণ চালিয়ে গেল।

—আর ইতিমধ্যে ববি আনর্ল্ড তোমার গায়ে মদ ঢাললো আর আরামসে তোমার সবচেয়ে গর্বের জিনিসটুকু নিয়ে নিল। ভালো, তা সেটা ঘটলো কোথায়? ওর ক্যাডিলাকের ব্যাকসীটে; নাকি ও ইতিমধ্যে একটা বড় রোলসরয়েস কিনে ফেলেছে—যেখানে যথেষ্ট স্পেস আছে?

জেনি আঙুল থেকে হীরের এনগেজমেন্ট রিংটা খুলে বিছানার কম্বলের ওপর ছুঁড়ে দিল। তারপর বলল—মনে হচ্ছে ন'টা পর্য্যন্ত, মদের দোকানগুলো খোলা পর্য্যন্ত, তোমায় অপেক্ষা করতে হবে এখন। আমি চলি, ততক্ষণ মেয়েদের বড় বড় বুকের কল্পনা করতে করতে সময় কাটাও।

নিকের গলার স্বর এবার ধীরস্থির।

—সুইট লেডি, তোমার কাজে যেতে আরেকটু দেরি হবে। ভালোয় ভালোয় ওই ফ্যান্সি ড্রেস ছাড়ো, বিছানায় যাও। নয়তো তোমাকে মেঝের ওপরেই শুতে বাধ্য করব আমি। এতদিন তোমার সাথে ভদ্র ব্যবহারের ফল তো দেখলাম। আসলে আমার গুহামানবের কায়দা করা উচিৎ ছিল।

জেনি আবার চড় মারার জন্য হাত তুলেছিলো, কিন্তু নিক এবার প্রস্তুত। তবু সে চোখ বুজে মুখ ঘোরাতে দেরি করে ফেললো। ফলে সপাট থাপ্পড় এবার এসে পড়লো মুখের ওপর। ঠোঁটে রক্তের স্বাদ পেল নিক।

জেনি রুদ্রমূর্তি। টান হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—কি ভাব তুমি আমাকে? ওই ধরণের কথা এ পাড়ার নোংরা মেয়েগুলোকে বলো, আমি সম্মানকে সবচেয়ে মূল্য দিই।

নিক রক্তাক্ত ঠোঁটের উপর একবার জিভ বুলিয়ে নিল। পরক্ষণেই দু-পা এগিয়ে গিয়ে জেনির দু-কাঁধ ধরে এক ঝটকায় কাছে টানলো। জেনির ভারী শরীর রেলের ইঞ্জিনের মতো এসে ধাক্কা খেল তার গায়ে। মুহূর্তের মধ্যে নিক জেনির জামার গলার মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে দুই হাতে দুই বুক চেপে ধরলো। কঠোরভাবে দুহাতে দুই মাংসের পাহাড়ের ওপর খুব কায়দা করে খেলা শুরু করে দিল। দ্রুত এবং অবিরাম। জেনির দম বন্ধ হয়ে এলো। এইবার রক্তাক্ত মুখ নিয়ে জেনির ঠোঁট কামড়ে ধরলো নিক, জোর করে তার দু-ঠোঁট ফাঁক করে জিভ ঢুকিয়ে

দিল। জেনি লড়াই চালাচ্ছে। কিন্তু জনের পাঁচ পাঁচ দশ আঙুল এবার সমস্ত নখ বিঁধিয়ে খাবলে ধরলো জেনির সুন্দর স্তন। ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে জেনির প্রতিরোধ, মুখও হাঁ হয়ে গেল। তবু মাথা সরিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলো—তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ। গোঙানির মত স্বর।

ওইভাবেই দুজনে রইলো কিছুক্ষণ। পরস্পরকে কষ্টকর আলিঙ্গনে জড়িয়ে। জেনির হাতের নখ নিকের পিঠে আঁচড় কেটে রক্ত বের করে দিল। পেশিবহুল কাঁধেও রক্তের রেখা। পুরুষের এই রক্তের দৃশ্য ও গন্ধ জেনিকে দারুণ নাড়া দিল, কাঁপতে শুরু করলো তার শরীর।

নিকের হাত ওর বুক দুটো থেকে সরেনি, এবার একটু নরম আদর শুরু করেছে। কি সাইজ! অবাক হওয়ার মতো, কেমন শক্ত, মেয়েদের বুক এত শক্ত হয় কোন পুরুষ কল্পনা করতে পারবে না। নিকের একটি উরু এসে এবার জেনির দুই থাই-এর মাঝে স্থান নিল।

ঠিক এই সময় আবার প্রতিরোধ শুরু করলো জেনি। জনের সার্টের মধ্যে তার হাত এবার ঠেলতে শুরু করলো, কিন্তু ভুল করে পিঠটা আর্চের মতো বেঁকিয়ে ফেলেছিলো জেনি। ফলে যেই তার তলপেট আর থাই নিকের দুই উরুর সন্ধিক্ষণে ঘষা খেল, উন্মাদ হয়ে গেল নিক।

কিন্তু জেনির দু'চোখ এখন আধবোজা, বেড়ালের মতো। গলায় একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ। কামনাজর্জর নিক এখন একটা খালি হাতে জেনির পোশাক পায়ের দিক থেকে ওপরে তুলে দিল। সুডৌল বিশাল দুই উরুস্তম্ভ। বিশাল চেহারার এই নগ্ন নারীদেহ এখন তার দেহের সাথে তাল মিলিয়ে ছন্দ দোলায় দুলবে। ভাবতেই নিকের সমস্ত চিন্তাশক্তি অন্ধ হয়ে গেল। জেনি তবু লড়ছে। কিন্তু তার দুই হিপ কাঁপছে, নিঃশ্বাস দ্রুতলয়ে।

—না, প্লীজ, না। এমন কাজ করো না।

উলের ড্রেসের চেন টেনে নামিয়েছে নিক। একহাত বুকে উঠে গিয়ে ঠেলে ব্র্যাসিয়ার উপরে তুলে দিচ্ছে, আরও উপরে। দুই বুক এবার ব্রা-মুক্ত হয়ে পূর্ণ প্রকাশিত।

এইবার হঠাৎ স্থির হয়ে গেল জেনি।

—ঠিক আছে, নিক, ঠিক আছে। তুমি যা চাও—

যেন খানিকটা অনিচ্ছায় নিকও থেমে গেল। জেনির দেহটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল সে, কিন্তু দু-চোখ ভরে দেখতে থাকলো এই বিস্ময়কর নগ্ন সৌন্দর্য।

জেনি গম্ভীর মুখে উঠে বসে ওপরের পোশাক খুলে পাশে ছুঁড়ে ফেললো। দুই বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে প্যান্টির বেল্ট খুলে, নামিয়ে দিল অধো-অঙ্গের আবরণ। সম্পূর্ণ বসনমুক্ত হয়ে এবার দুহাতে সে নিজের দুই সুন্দর স্তন দুটি, যা এমনিতেই উদ্ধত ও উন্নত, তাদের আরও তুলে ধরলো। সু-উন্নত, সুগোল দুই বাতাবি লেবু।

—এই তো, এই নাও। এটাই তো তুমি চাইছিলে। এর মধ্যে কিন্তু এক ফোঁটা ভালোবাসা নেই। আমার শরীরটাই তোমার চাহিদা। ভালো কথা। তোমার কটুগন্ধের নিঃশ্বাস এড়িয়ে চঞ্চল বেড়ালের মতো আর ছুটে পালাতে পারছি না। আমি ক্লান্ত। তাই নাও, যা খুশি করো, মারো-ধরো, কিন্তু জেনে রাখো, কোন সময় যদি দেখ আমার শরীর সাড়া দিচ্ছে, সেটা কিন্তু আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, ঘৃণায়, শুধু শারীরিক যন্ত্রের নিয়মমাফিক। নিক ভার্ডার, জেনে রাখো, আমি তোমায় ঘেন্না করি।

নিক চেয়ারে বসে দম নিচ্ছে। যদিও এখনও গরম রক্ত চঞ্চল, তবু বিবেকের উদয় হচ্ছে। জেনি তো ঠিক কথাই বলছে, এটা তো ঠিক পথ নয়। এই তো জেনি উঠে দাঁড়িয়েছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কিন্তু লজ্জার বদলে কি দৃপ্তভঙ্গি! দু-পা ফাঁক করে, মাথা উন্নত করে এক বিজয়িনী যোদ্ধার ভঙ্গি। এতো রোম্যান্টিক সুন্দর প্রেমিকের কাছে ধীরে ধীরে মধুর আত্মদান নয়। এ যেন

এক শহীদের চ্যালেঞ্জ, যে মরতে চায়, কিন্তু হার স্বীকার করে না। নিক তাকে এখন পেলেও পাওয়া হবে না—এটা স্পষ্ট। তার দুই বৃহৎ স্তনও যেন বিদ্রোহী চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, কাঁপছে শরীরের ভূমিকম্পে! প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে বলছে—কই, হিম্মৎ থাকে, এসো!

এই অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য্যের কাছে নিজেকে দারুণ কুৎসিৎ মনে হলো নিকের। সোফার ওপর এলিয়ে পড়লো সে, মাথা ঝুঁকে গেল, চোখ পড়লো এলোমেলো কম্বলের ওপর। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল—তুমি আমাকে ঘেন্না করো—এ কথাটা কি সত্যি?

জেনি উত্তর দিল—তুমি কি ভেবেছ আমি নিজের সাথে কথা বলছি?

এইবার সব পোশাক দুহাতে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল জেনি।

—তুমি ছোট ছোট তারা দেখেছ, সূর্য্য দেখ নি।

পাঁচ মিনিট পরে বাথরুম থেকে ফিরলো জেনি। সম্পূর্ণ সুসজ্জিতা। কে বলবে একটু আগে—

—চললাম!

সুদীপ্ত ভঙ্গিতে তার প্রস্থান।

॥ ৩ ॥

নিককে কুঁড়ে বলা জেনির মোটেই উচিৎ নয়। সত্যি কথা বলতে কি, পেটের তাগিদে নিক খুবই খাটে। উঠতি লেখকদের যে দলটা নিজেদের খুব সৃজনশীল মনে করে, নিক সেই গ্রুপের এক বিশিষ্ট সদস্য। এর মধ্যে কিছু চিত্রশিল্পীও আছে যারা ভাবে এক সময় তাদের নিয়ে মাতামাতি শুরু হবেই। নিক প্রচুর লিখে চলেছে, প্রায় বালজ্যাকের মতো, তফাৎটা এই যে তার স্বীকৃতি নেই, এই যা! নিকের টেবিল, র‍্যাক, আলমারি ভরে গেছে অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপিতে। যে বইটা সে আজ কয়েকবছর ধরে লিখে চলেছে—প্রায় আড়াই লক্ষ শব্দের একটি বিশাল ব্যাপার, যা নিয়ে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় হোঁচট খেতে হয়েছে বারবার—শেষ পর্য্যন্ত একজন সেটা ছাপতে সম্মত হয়েছে।

নিক সাহস করে পাণ্ডুলিপিটা হ্যামণ্ড হাউস উপন্যাস প্রতিযোগীতায় পাঠিয়েছিলো। সম্প্রতি সেখানকার একজন প্রতিনিধি জানিয়েছে, যে পাঁচটি বই কর্তৃপক্ষ পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করেছেন, তার মধ্যে নিকের উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। কিন্তু নিক এখন বাস্তববাদী হবার চেষ্টা করছে। সে ধরে নিয়েছে, সুখকর কিছু নাও ঘটতে পারে, তাই হতাশার দুঃখটা অত তীব্র হবে না।

কিন্তু মোটামুটি জীবনযাপনের জন্য যেটুকু আয় না করলেই নয়—বাড়ি ভাড়া, লন্ড্রী, ইলেকট্রিক বিল এবং মাঝে মধ্যে একটু ভালো মদ, ইত্যাদির জন্য নিক প্রবন্ধ লেখাও চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিজের লেখার হেডিংগুলো পড়ে সেই নিজেই মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে—যেমন, একটি মহিলাদের ম্যাগাজিনে সে লিখেছে 'বুড়ো হবেন না' ; অর্থাৎ মেয়েদের সৌন্দর্য্য আকর্ষণের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু চর্চা। 'ক্যারিবিয়ানের পশু' নামে নিবন্ধে সে একজন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দৈরতন্ত্রীর নিষ্ঠুরতা আর যৌন জীবনের উপর আলোকপাত করেছে। একটি মারদাঙ্গা বিষয়ক পত্রিকায় সে লিখেছে 'বাফালো বিলের রহস্য'। তাছাড়া অন্যান্য নানা সাময়িকপত্রে তার রচনার শীর্ষ নামগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য জাগানোর চেষ্টা বেশ স্পষ্ট, 'হিটলার জীবিত না মৃত',

'রাজপথে খুন', 'প্যাটার্সন কি জো-লুইকে ছাড়িয়ে যাবে' (বক্সিং সংক্রান্ত)—যেগুলো নিয়ে নিক আশা করেছিল বেশ বিতর্ক শুরু হবে।

তেমন কিছু হয় নি।

যাই হোক, জীবনটা চলে যাচ্ছে। একজন নিষ্ঠাবান লেখক হিসেবে নিক চায় সুন্দর পোশাক। বেগবান গাড়ি, হাই-ফাই সেট, ভালো একটা লাইব্রেরি—সে সব না হলে লেখক হওয়া মানায় না। মন-শরীর কোনটাই টেঁকে না। একটু বিদ্রোহী হতে চাইলেও আমেরিকান লেখকদের মতো স্বপ্ন না দেখে পারে না নিক।

এখন জেনিকে হারিয়ে সবই হারালো সে। কিছু একটা করতে হবে, কোনও একটা দিক মোড় ঘোরাতে হবে। কিন্তু নিজেকেও এই প্রশ্ন করে কোন উত্তর মিলছে না। কি হবে এখন?

মনে পড়ে গেল, আজ রাতে পার্টি আছে। সেখানে গেলে চেনা মুখের দর্শন হবে। আর ভাগ্যে থাকলে জেনির বিকল্প-কাউকে পাওয়া কি একান্ত অসম্ভব? হ্যাঁ, অসম্ভব মনে হতো বটে এতদিন, কিন্তু দুনিয়ায় কিছুই অসম্ভব নয়।

আকাশে মেঘ করেছে, বৃষ্টি আসতে পারে, একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া বইছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় রাস্তায় কাগজের টুকরো উড়ছে। একটা রেনকোট থাকলে ভাল হতো। আশ্চর্য, কোনদিন খেয়ালই হয়নি যে একটা রেনকোট পর্যন্ত নেই।

কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর নিচে নেমে এল নিক। নিজের গাড়িটা দূরে পার্ক করা রয়েছে। একটি মেয়ে সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, বোধহয় ইচ্ছে করেই দুই পশ্চাদদেশ পেণ্ডুলামের মতো নাচাতে নাচাতে সে নিককে কিছু একটা ইংগিত দিতে চাইলো। অতিরিক্ত আঁটসাঁট জিনিসের প্যান্ট, উলের সোয়েটার আর টান করে বাঁধা কালো চুলে পনিটেল স্টাইল—ঠিক যেন, অন্তত অনেকটা জেনির মতো। নিক বুঝলো, একাকীত্ব কতখানি পীড়াদায়ক।

তার কালো জাগুয়ার গাড়িটা একটি সুন্দর নীল ক্যাডিলাক আর একটি উজ্জ্বল লাল লিঙ্কন গাড়ির মাঝখানে যেন স্যাণ্ডউইচ্ হয়ে গেছে। নিজের এলাকাতেই নিকের মনে হচ্ছে সে যেন এক ভিনদেশী। উদ্বেগের আর একটা কারণ—হয়ত গাড়িটা যে কোন দিন বেঁচে দিতে হবে। ক্ষতি স্বীকার করেই বেচতে হবে, জাগুয়ারের দাম দিন দিন গাড়ির বাজারে পড়ে আসছে।

কাছে এসে ক্যানভাসের খোলসটার উপর একটু আদর করে চাপড় মারলো নিক। ট্যাঙ্কে তেল বেশি নেই, পার্কিং টিকিটের দাম বাকি আছে। একটা পাতলা ধুলোর প্রলেপ পড়েছে গাড়ির উপরে। বোঝা যায় অনেকদিন ভাল করে ধোওয়া হয়নি। এও তো পয়সার ব্যাপার। পকেটে এখন বড়জোর দশ ডলার রয়েছে। আর ওপরের ঘরের মেঝের কোনখানে সেই হীরের আংটিটা পড়ে আছে। তবু কেন জানি মনে হয় সব শেষ হয়ে যায়নি। জেনি তো টেলিফোন নাম্বারটা জানে। যদি কোন সাড়া না আসে তাহলে ঐ হীরের আংটিটা দু-একদিনের মধ্যেই কোন দালাল মারফৎ বেচে দিতে হবে।

দূরে একটা ওষুধের দোকান। সেখানে কিছু হাল্কা খাবারও পাওয়া যায়। এগিয়ে গেল নিক। এক কাপ কফির অর্ডার দিল। সেই গরম কফিতে ধীরে চুমুক দিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরির চেষ্টায় নিজেকে বিলিয়ে দিল। একটা উপায় বের করতেই হবে। কনস্টান্স শ' অর্থাৎ 'যুবতীদের স্বীকারোক্তি' জার্নালটার সম্পাদিকা, ইতিমধ্যে তার পাঁচ হাজার শব্দের একটা গল্প ছাপবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু তার কাছ থেকে টাকা পাওয়া বেজায় কঠিন, তার চেয়ে খালি হাতে একটা ইঁটকে গুঁড়ো করা বোধহয় সোজা।

একটু দূরে কাউন্টারম্যানের পাশেই এক মোটা গোঁফওয়ালা লোক দাঁড়িয়ে, পাশে একটি অল্পবয়সী তরুণী। মনে হয় হান্টার কলেজের ছাত্রী।

কাউন্টারম্যান জিজ্ঞেস করলো—তোমার নাম কি?

—মেরী—মেয়েটা বুকের ওপর বই চেপে ধরে যেন ফিসফিস করে জবাব দিল।

কাউন্টারম্যান সিলিং-এর দিকে তাকালো, মনে হয় নীল আকাশের উদ্দেশে প্রার্থনা জানালো—মেরী, বাপরে বাপ। নিকের মনে হলো ঐ ভক্তির ভাবটা স্রেফ অভিনয়। তবে একটা মানে আছে বটে। ভীষণ রাগ হল নিকের—কি ধাপ্পা ব্যাটার।

কাউন্টারম্যান বলল—সুন্দর মেয়ের সুন্দর নাম। মানে কচি মেয়ের মিষ্টি নাম।

কোন সন্দেহ নেই যাকে সে কচি মেয়ে বলছে তার ওজন কম করে সত্তর কেজির কম হবে না, সেটা ওর চাঁদপানা গোলমুখ আর ভারি চালকুমড়োর মত বুক জোড়া দেখলেই আন্দাজ করা যায়।

যাক, যথেষ্ট হয়েছে। নিক কফির দাম মিটিয়ে পাশের টেলিফোন বুথটায় ঢুকলো। সম্পাদিকা কন্টিকে একবার টেলিফোন করা দরকার।

ওপারে কন্টির সেক্রেটারি ফোন তুলে সোৎসাহে জিজ্ঞেস করলো—আরে মিস্টার ভার্ডার নাকি!

—হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার মিস কন্টির সাথে সাড়ে নটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—কিন্তু উনি তো বিকেলের আগে আসবেন না। ফোন এলে তিনি বলেছেন বাড়িতে যোগাযোগ করতে। ওর বাড়ির নাম্বার হলো—

—বাড়ির নাম্বার আমার জানা আছে।

বিরক্ত হয়ে ফোন রেখে দিল নিক। বেরিয়ে এসে একটা কথাই শুধু মনে হলো মিস কন্টি এখন একটু সেবা চায়। বিশেষ শারীরিক সেবা। তার যথেষ্ট সুনাম আছে এ বিষয়ে। অর্থাৎ পুরুষ লেখকদের কাছে মিস কন্টি কি চেয়ে থাকে, নিক সেটা বিলক্ষণ জানে। তাই এটা অতি স্পষ্ট যে যদি 'যুবতীদের স্বীকারোক্তি'তে গল্পটা ছাপাতে হয়, তাহলে আগে নিজেকে পুরুষ-বেশ্যার কাজটা করতে হবে। সেটাই, মানে সেই আত্মবিক্রয় বোধহয় প্রাথমিক শর্ত, যদিও গল্পটা ছাপলে কিছু টাকা তার প্রাপ্য হবে, কিন্তু সেই প্রাপ্যটুকু কবে মিলবে সেটা নির্ভর করে :

—যাকগে! সেই হীরের আংটিটা জেনি ছুঁড়ে কোথায় ফেলেছে কে জানে। একটু খুঁজতে হবে। কিন্তু এখুনি সেটা বেচলে ঠিক হবে না। নিজেকে বোঝালো—আরে বাপু, লেখক হওয়ার জন্য এত ধৈর্য ধরছ, আর জেনি বেবির প্রত্যাবর্তন-এর জন্য এত অধৈর্য কেন? দু'-একদিনের মধ্যেই দেখবে ও দরজায় টোকা মারছে।

আকাশটা ইতিমধ্যে একটু পরিষ্কার হয়েছে, সূর্য উঁকি দিচ্ছে। আনমনা নিক লেক্সিনটন এভিনিউ দিয়ে হাঁটতে থাকে। বেশ দিশেহারা লাগছে। গল্পটার জন্য পেমেন্ট ভালোই পাওয়া উচিত। কিন্তু মিস কন্টি শ' যা চীজ! সকালে জেনি বেশ চোট দিয়েছে, আর সাধারণত এমন মুডে নিক চাইবে বিছানায় একটি নারীদেহ, অন্তত শারীরিক আক্রোশটা হাল্কা হোক এবং সে ক্ষেত্রে কন্টি শ' চলবে কি? মোটা শরীরের মিস কন্টির বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি তো হবেই।

সিগারেটের দোকানের কাছে এসে থামলো নিক। এক প্যাকেট কিনে একটি ধরিয়ে দোকানের ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলো।

—হ্যালো, মিস কন্টি, আমি নিক বলছি।

—আরে নিক! খুব ভালো হয়েছে, তুমি ঠিক সময়ে ফোন করেছ। তোমার সাথে দরকার আছে। ......ভালো কথা, হ্যামণ্ড হাউসের কম্পিটিশনে তোমার বই-এর শেষ পর্যন্ত পোজিশন কি হলো?

—প্রাইজ পেতে পারে, আবার নাও পারে। তবে আমি খুশি যদি ওরা অন্ততঃ বইটা ছাপে। আর আমাকে একটা মোটামুটি ন্যায্য অ্যাডভান্স দেয়।......কিন্তু তোমার গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?

—তার চেয়ে বেশি কিছু, নিক। সমস্যা দেখা দিয়েছে।

—শুনে খারাপ লাগছে। আমার কি কিছু করার আছে?

—জানি না ডার্লিং! হয়তো আছে। আচ্ছা, তুমি কি এখুনি একটা ট্যাক্সি ধরে আমার এখানে আসতে পারবে?

—সানন্দে।

বিশ মিনিটের মধ্যে নিক মিস্ কণ্টির বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেল। বিশাল বাড়ি, মেডিসন এভিনিউ-এর মোড়ে ৮১ নং স্ট্রীটের এই বাড়ির এক-একটা ঘরের ভাড়া মাসে নব্বুই ডলার।

কণ্টিই দরজা খুললো। নিকের হাত ধরে টানলো।

—খুব খুশি হয়েছি ডার্লিং, তুমি যে আসতে পেরেছ। একটু ড্রিংক করবে তো?

নিকের বাহু জড়িয়ে ধরার সময় তার বৃহৎ বাম স্তনের স্পষ্ট ঘর্ষণের মধ্যে সতর্ক সংকেত। সংকেত বললে ভুল হবে। পরিষ্কার প্রস্তাব, স্পর্শশক্তির সাহায্যে।

নিক বলল—এত তাড়াতাড়ি, এখুনিই—

—ননসেন্স। কণ্টি বিরক্ত, নিকের হাত ছেড়ে দিয়ে টেবিলের ও প্রান্তে গিয়ে ককটেল তৈরি শুরু করলো—আজ নিশ্চয় তুমি কোন কাজে ব্যস্ত নও!

—না, তবে ভেবেছিলাম একবার লাইব্রেরিতে গিয়ে একটু পড়াশুনো করব। একটা লেখা লিখতে হবে, তাই—

—সত্যি, কি বিষয়ে?

—সেন্ট পাউলি, মানে হামবুর্গের পতিতাপল্লী নিয়ে।

কণ্টি মাথা নেড়ে হাসলো—ওরে বাবা!

ড্রিংকের গেলাস হাতে নিয়ে নিক কণ্টির গায়ে কোলোনের গন্ধ পেল। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। হাঁটাচলার সময়ে সাটিনের হাউসকোটের ফাঁকে পুরুষ্ট উরু আর জংঘা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে,. লুকোচুরি খেলছে যেন। স্বীকার করতে হবে কণ্টির নিম্নাঙ্গ সুদৃঢ়।

ড্রিংক্সে চুমুক দিল নিক। মনে হচ্ছে সময়টা খারাপ যাবে না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আর একটু পরেই ওরা দুজনেই পরস্পরকে মধুর হিংস্রতা নিয়ে আক্রমণ করবে। বোঝা যাচ্ছে, কণ্টির হাউসকোটের নিচে ব্রা নেই। তার দুই পূর্ণস্তন ওজনভারে একটু নত হলেও বেশ আকর্ষণীয়। হাউসকোটের ওপরভাগ ইচ্ছে করেই এতটা খুলে রাখা হয়েছে।

—শোন নিক, তুমি যে ধরণের লেখা লিখেছ, আমার পছন্দ হয়েছে। বেশ পেশাদারি লিখিয়ের ছোঁয়াচ পাওয়া যাচ্ছে।

নিকের ভেতরে গোমড়ানি শুরু হলো। সে জানে, কণ্টি এইভাবেই পুরুষমেধ-যজ্ঞ শুরু করে। পানীয়ে চুমুক দিয়ে নিক বুঝলো—এর মধে নয়-দশাংশ স্কচ, একভাগ সোডা।

কন্টির দৃষ্টি এখন ক্রেতার দৃষ্টি। সে যাচাই করছে নিকের শয্যাসঙ্গী হিসেবে ভ্যালু কতখানি।

—তুমি আমার কথা ধরতে পেরেছ, নিক?

নিক 'শ্রাগ্‌' করলো—কেন কথা বলে সময় নষ্ট করছি আমরা?

এক চুমুকে গেলাস খালি করে টেবিলের ওপর রাখলো। নেকটাই খুলতে সময় লাগলো না। জ্যাকেট খুলে ভাঁজ করে সবুজ ভেলভেটের সোফার হাতলে রেখে একটা ছোট বালিশ টেনে নিল নিক। চোদ্দ তলার ওপরে এই ঘরটি বেশ বড়, সুন্দর সাজানো। জানলার 'ব্লাইণ্ড'গুলো টানা আছে, কেউ দেখতে পাবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই কন্টি সবকটা আলোর সুইচ অফ করে দিল।

অন্ধকারে কন্টির গলা একটু ভৌতিক শোনালো—সব কিছু খুলেছ তো, ডার্লিং, কমপ্লিটলি নেকেড্‌ তো?

নিক এবার বেল্টে খুললো। নিকের আচরণে দ্রুতগতি সঞ্চার করার জন্যই যেন কন্টি বলল—শোন ডিয়ার, প্রতিটি শব্দের জন্যে—মানে তোমার গল্পের—আমি পাঁচ সেন্ট করে ধরেছি। সুতরাং আড়াইশোর একটি চেক আমি ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি। হেড-অফিস অবশ্য এই রেট দেওয়া নিয়ে সোরগোল তুলবে, কিন্তু আমি গ্রাহ্য করিনা। এই মূল্য তোমার মতো লেখকের প্রাপ্য।

ইতিমধ্যে নিক তৈরি, তৎক্ষণে মেঝের কম্বলের ওপর আশ্রয় নিয়েছে কন্টি। চাদর সরিয়ে সে কোমর উঁচু করে পিঠ 'আর্চ' করলো, বিশাল দুই উরু পরস্পরকে মথিত করছে—এপাশ ওপাশ.

—সেকি, মেঝেতে?

—হ্যাঁ, ডার্লিং। কম্বলের পশমগুলোকে মনে হয় যেন দুর্বোঘাস। আমরা দুজন এখন দুই কিশোর প্রেমিক-প্রেমিকা। পিকনিকে এসে হঠাৎ শরীরের খিদেয় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছি। তাই ঘাসের ওপরেই—

—বাঃ, বেশ আদিম-আদিম ব্যাপার, তাই না?

বিশাল নিতম্বদোলা একটু থামলো। চোখ কুঁচকে কন্টি বলল—হ্যাঁ, আমি চাই প্রকৃত একজন পুরুষের মতো তুমি আমায় নাও। আ রিয়েল হী-ম্যান! এমন একজন যে আমাকে চাইবে, আর আমাকে বুঝিয়ে দেবে—আমি যেন একটা ঝাঁকুনিমারা গাড়ির ব্যাকসীটে শুয়ে আছি'

হাঁটু গেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এক চারপেয়ে পশুর মতো এগোতে হলো নিককে। বিশাল দেহের ওপর নিজেকে নিয়ে আছড়ে পড়লো নিক। প্রথমে দুজনে দুজনাকে একটু এলোপাথাড়ি হাতড়ে নিয়ে ক্রমশঃ খুব সুন্দর ভঙ্গিতে তৈরি করে নিল।

কন্টির পুরো শরীর জুড়ে নিজেকে যথাযথভাবে অ্যাডযাস্ট করলো নিক। হ্যাঁ, এইবার কন্টির শরীরের মাপ তাকে অবাক করলো। তার দুই বুক আর থাই জেনির চেয়ে খুব একটা কম বিশাল নয়। বয়সে বিচার করলে তো আরও মুগ্ধ হতে হয়। এখনও শরীরের এইসব অংশ বেশ শক্ত রবারের মতো। পেট আর তলপেট ফ্ল্যাট, বিন্দুমাত্র মেদ জমেনি। যেন স্পঞ্জের কুশন, নিকের দেহভার বইবার জন্য।

—হ্যাঁ, আমাকে ঠিক যেমন ধরেছ, এইভাবে ধরে থাকো। হ্যাঁ, একদম হাত সরিয়ো না—

নিক বাধ্য সেবকের মতো নির্দেশ পালন করে যাচ্ছে। কন্টি এখন সম্রাজ্ঞী, নিক অনুগত প্রজা। কিন্তু প্রজার আদরের সেবায় রাণী এখন গোঙাতে শুরু করেছে, তাকেও পাল্টা আদর করছে, আর সাথে সাথে মুখ দিয়ে অশ্রাব্য অশ্লীল কথার ঝড় তুলছে। চুমু খেতে বাধ্য হলো নিক। এই খেলা খেলতে খেলতে নিককে ভাণ করতে হবে তার কব্জায় এই নারীদেহ এক সুরম্য লোভাতুর তরুণীর, এবং সে তার একনিষ্ঠ প্রেমিক। কন্টির দুচোখ এখন কঠিনভাবে বোজা, তার ডাই-করা চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে পাখার মতো, তার মাথা এপাশ-ওপাশ করছে—ডান-বাঁ, বাঁ-ডান।

—এইবার, এইবার, এইবার, ইউ বাস্টার্ড, ওঃ ইউ শূয়ার কা বাচ্চা, আঃ তুমি আমাকে ঝুলিয়ে রাখছ কেন? ডোন্ট মেক মি ওয়েট এনি মোর।

ওরা মিশে গেল। কন্টির গলা চিড়ে বের হলো চিৎকার, নিকের কানের পর্দা ফাটিয়ে। তারা পরস্পরের সাথে দলিত-মথিত, ধীরে-দ্রুত-ধীরে, অনন্তকাল ধরে। যখন কন্টির গতি দ্রুত, নিক শুধু ছন্দ মেলায়। কন্টির গতি আবার অতি ধীর হয়ে আসে, পাগলা-করা ধীরগতি, কিন্তু শিল্পীর দক্ষতাসহ, বিজ্ঞানীর ক্যালকুলেশনের ক্ষমতা নিয়ে। কন্টি চাইছে আপ্রাণ শক্তিতে নিককে শেষ করতে।

এটা একটা চ্যালেঞ্জ। নিককে জবাব দিতেই হবে। কিন্তু কন্টির শক্তি আর আবেগ সত্যি তাকে চমৎকৃত করেছে। কন্টির ভোগশক্তি অসীম, অপার, কিন্তু তাকে বিজয়িনী করা চলবে না। নিককে এবার প্রভু হতে হবে, প্রজার মাথায় এবার সম্রাটের মুকুট। কন্টি বরং এখন তার সেবাদাসী। বেপরোয়া নিক এবার কন্টির বুকের মাঝে নিজের মুখের কবর খুঁজে পায়, বুকের দুই পাহাড়ের মধ্যে গিরিপথে সজোরে মুখ ঘষে সে কন্টিকে আনন্দ ও বেদনায় আর্তনাদ করিয়ে ছাড়ে।

প্রথমে কন্টি শেষ হয়, আর পরমুহূর্তেই নিক। দুজনের দেহের রস ও ঘাম মিলে মিশে এক হয়ে যায়।

কন্টি বলে—এটাই আমার দরকার ছিল।

এখন দুচোখ মেলে কন্টি, সিলিং-এর দিকে দৃষ্টি।

—বুঝেছ, সারা দুনিয়াকে এবার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি।

নিক কম্পিত পদে উঠে দাঁড়ায়—সিগারেট খাবে?

—দাও!

কন্টিও উঠে বসে। কোমরে এবার সরু সরু সাপের মতো অনেকগুলো ভাঁজ জেগে ওঠে। ভেজা সাপ। বিশাল দুই বুক এবার নেমে এসেছে দুপাশ জুড়ে। দুই বিপরীত মুখে।

—তোমার ভালো লেগেছে বুঝতে পেরেছি। তাই বুঝে আমি আরও খুশি। দেখ, আমি তোমায় কিনতে চাইনি। এটা পরস্পরকে দেওয়া-নেওয়া।

সিগারেট ধরিয়ে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়ে কন্টি, কনুই-এ মাথা রেখে কথা বলে।

—হ্যাঁ বহু পুরুষকে আমি এভাবে কিনি—এই বলা হয়। বলুক, আমি কেয়ার করি না।

নিক প্রশ্ন করে—আচ্ছা কন্টি, তুমি বিয়ে করো না কেন?

নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে কন্টি, আধা-অন্ধকারে ওর মুখটা পাশ থেকে এখন সুন্দর দেখাচ্ছে, চিবুকটা স্পষ্ট, ঠোঁট দুটো ভেজা, নরম।

—কি বলছ! দুটোর পর আবার! আমার দুই প্রাক্তন স্বামীকে আমি ঘুরিয়ে ফেলেছিলাম। মুক্তি পেয়েই তারা কি করলো শুনবে? হাসি পাবে। দুজনেই নিজেদের অর্ধেক বয়সের

মেয়েকে বিয়ে করলো। বুঝলাম, আমি আমার ওই দুই স্বামীর ক্ষেত্রেই বেশ 'ওভার-সেক্সড্' বলে খ্যাতি পেয়েছি। হাঃ হাঃ—

সিগারেটে টান মেরে নিক জিজ্ঞেস করে—তোমার কত বয়েস হলো, কণ্টি?

—আমার চাকরির দরখাস্তে লেখা থাকত চল্লিশ, কিন্তু আমার বার্থ সার্টিফিকেট বলে সাতচল্লিশ।

হুঁ! নিক স্বীকার করে, শক্ত-সমর্থ বডি কণ্টির, মুখের দাগগুলো এবার চোখে পড়তে পারে. তবুও, বড় জোর তাকে বিয়াল্লিশ বলে মনে হবে।

নিজের দুই উরুতে মৃদু চাপড় মারে কণ্টি। এক চোখ বুজে বিদ্রূপের ভঙ্গি করে, যেন ষড়যন্ত্রকারী।

—হ্যাঁ, আমার টেরিফিক শেপ—তাই না? ওপর থেকে অনেকে আমাকে একটু মুটকি মনে করে। কিন্তু যখন আমি পোশাক খুলি আর দেখাই আমার কি আছে, তখন ওরা বোঝে আসল জায়গাটুকু বাদে আমি মার্বেল স্ট্যাচুর মতো শক্ত। আমার বুকও অসাধারণ, চল্লিশ ইঞ্চি মাপ, আর ওজন বেশি বলেই একটু ঝুলেছে কিন্তু নরম নয়। এমন শক্ত মাসল্ বহু ইয়ং মেয়ের মধ্যেও পাবে না!

লক্ষ্য করলো নিক—দুই পরিপক্ক বুক, সুন্দর রেখায় গঠিত, সুদৃঢ় নিতম্বদ্বয়, সুঠাম দুই পা। সত্যিই স্ট্যাচু, নিক ভুলে গেল সে এখন আসলে 'পুরুষ-বেশ্যার' কাজ করতে এসেছে। নিজের সিগারেট শেষ করে সে বলল—ওয়ান ফর দ্য রোড।

নিজের মুখের সিগারেট এগিয়ে দিল কণ্টি—ডার্লিং, আমি ভীষণ খুশি।

আরেক রাউণ্ড শুরু। এবার আরও উপভোগ্য। কণ্টি এবার ঘনঘন বিচিত্র ভঙ্গিতে নিজেকে নিবেদন করলো। নিকের প্রথমে ভয় ছিল—এবার গণ্ডগোল হবে না তো। আশ্চর্য্য, বরং আরও রমণীয় হলো স্বর্গসুখে।

স্নান সেরে পোশাক পরে নিক চেকটা ভাঁজ করে মানিব্যাগে রাখলো। আরও আশ্চর্য্য, এবার নিক কখন চলে গেল, কণ্টি টেরই পায় নি। কারণ তখন সে মেঝের ওপর গুটিগুটি হয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে। শিশুর মতো।

॥ ৪ ॥

নাঃ, এভাবে আর চলা যায় না। নিক ক্রমশঃ অস্থির হয়ে ওঠে। এইমাত্র আড়াই'শো ডলারের চেকটা ভাঙ্গিয়ে টাকাটা নিয়ে ব্যাংকের বাইরে এসে তার মনের উত্তেজনার পারা চড়তে শুরু করে আবার। মানসিক শক্তি কমে আসছে, আর সবচেয়ে বড় কথা—নিজের লেখার ক্ষমতা সম্পর্কে তার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মনে হচ্ছে, সে শুধু একজন মামুলি কলমচি যার দক্ষতা কয়েকটি শব্দ গুছিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখা। তার বেশি কিছু নয়। যে লেখককে একটি 'স্বীকারোক্তি' জার্নালের সম্পাদিকাকে দেহদান করে গল্প ছাপাতে হয়, তার আর যাই হোক, লেখার যোগ্যতা প্রমাণ হয় না।

...মানুষের চলন্ত মেলা, বেশির ভাগই অফিসকর্মী, কফি ব্রেকের অবসরে ভিড় করে ...কাগজপত্র পকেটে ঢুকিয়ে নিক এবার ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চাইলো। এই তো মনুষ্য নামে প্রাণীর দল, 'বসে'র ভয়ে তড়াতাড়ি ঠিক টাইমে আবার যে যার অফিসে গিয়ে

ঢুকছে। আঃ আমার চেয়ে সকলেই সুখী। তাদের প্রত্যেকের অন্ততঃ একটা নিরাপত্তা বলে কিছু আছে। হা ঈশ্বর, আর এই মূর্খ একটি লোক লেখক হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে দশটা-পাঁচটা চাকরির সুযোগগুলো সযত্নে এড়িয়ে চলছে।

কোন মানে নেই। নিক চারপাশে একবার তাকালো। বহু লোক সুসজ্জিত, ঝকমকে গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছে। আর তার এই ভাঙ্গা জাগুয়ার, একটা লোহার আবর্জনা।

কোন সালে এটার জন্ম কে জানে! ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে এত পড়াশুনো করে কি লাভ হলো? একগাদা পাবলিশার আর পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে বন্ধুত্বেও কিছু লাভ নেই, সেটাও বোঝা গেল। হায়, তবু কি হঠাৎ কেউ একজন তার সাহিত্যিক প্রতিভা আবিষ্কার করে ফেলবে না?

যাই হোক, এই মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো জেনির সাথে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া। সত্যি, তার সাথে নিক ঠিক আচরণ করেনি। জেনি বয়েসে তরুণী হলেও মনের দিক থেকে এখনও কিছুটা বালিকা রয়ে গেছে। ববি নামে এক ধান্দাবাজের আলিঙ্গনের মধ্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া আদৌ উচিৎ হবে না।

ইস্, আবার সেই ববি, প্রেবয় হারামজাদাটাকে মনে পড়ছে। অশ্লীল ম্যাগাজিনগুলোর গসিপ কলামে ওর নামটা প্রায়ই দেখা যায়। শোনা যায়, সে বিবিধ নায়কোচিত গুণের অধিকারী, তার নিজের একটা স্পীডবোট আছে, দারুণ নাচে। স॰ সময় ফিটফাট আধুনিক পোশাক। বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি চালায়, আর বহু রকম খেলায় পারদর্শী:ব্যাডমিণ্টন, টেবিল টেনিস, বিলিয়ার্ড, ব্রিজ—এবং তার সাথে সাথে বিছানার খেলাতেও। খুব ভালো কথা বলতে জানে। আর খারাপভাষায় যাকে বলে 'মেয়েবাজি', তাতেও সে অদ্বিতীয়।

নিকের হিংসুক মনে তবু প্রশ্ন থেকে যায়। এসবই কি সত্যি কথা? ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ের দল ববির পেছনে ছোটে—এতটা বিশ্বাস করা যায়না।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একগাদা বিলের কাগজপত্রের অস্তিত্ব টের পায় নিক। তারপর আস্তে আস্তে টেলিফোন বুথটায় গিয়ে ঢোকে। রিসিভার তুলে জেনির অফিসের নাম্বারে ডায়াল ঘোরায়। দুর্ভাগ্য, অপারেটর জানায়, জেনি অসুস্থ, অফিসে আসছে না, ফোন রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবে নিক। তারপর জেনির বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করে। ওপারে ফোন তোলে জেনির মা।

জেনির মা আরেক চাজ। সেও দৈত্যাকৃতি এক নারী, খুব মন দিয়ে কাগজের 'সোসাইটি কলাম'গুলো পড়ে আর জেনির দ্বিগুণ স্নব। তার বাজখাঁই গলা শোনা গেল—না, জেনি নেই। আর তুমি তো সেই অপদার্থ। ভেবেছ, তোমার ফোনের জন্য বসে থাকা ছাড়া জেনির আর কোন কাজ নেই। শোন, সে কাজের মেয়ে। তোমার মত বেকার নয়। সে কাজ করে এবং এই মুহূর্তে যদি তার কাজ না থাকে, তবে সে অবশ্যই এখন সোসাইটির এক ধনী, বুদ্ধিমান, হ্যাণ্ডসাম ভদ্রলোকের সাথে রয়েছে, যার একটা বিশাল সামাজিক মর্য্যাদা আছে। বুঝেছ!

মিসেস ও'ব্রায়েন অর্থাৎ জেনির মা সশব্দে ফোন রেখে দিল।

নিকও আস্তে রিসিভার রেখে নতুন করে চিন্তামগ্ন হলো। এ ব্যাটা সেই ববি ছাড়া আর কেউ নয়। মনে মনে ববির নামটা হিংস্র জপমন্ত্রের মতো কয়েকবার উচ্চারণ করলো সে।

হঠাৎ টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা টেনে দ্রুত পাতা ওলটাতে শুরু করলো নিক। সৌভাগ্য, চট করেই ববির নাম্বারটা পেয়ে গেল, ওয়েস্টচেস্টারের কাউন্টি তালিকায় নাম্বারটার পাশে

ঠিকানাটাও রয়েছে। এইবার জাগুয়ারে বসে ড্রাইভ করে পেট্রল পাম্পে এসে তাড়া দিল সে—আরে ভাই, একটু হাত চালাও, অনেক দূর যেতে হবে, তাড়া আছে।

—আরে নিক যে।

গলা শুনে মুখ ফেরায় নিক। এ ব্যাটা একটা দু-নম্বরি রেসের 'বুকি'—সিড লেনক্স। ওর পাশে রয়েছে একটা গুণ্ডা বডিগার্ড—স্যামুয়েল না কি যেন নাম।

মানিব্যাগ থেকে একটা নোট বের করে ওর হাতে দিল নিক—নাও।

সিড টাকাটা নিয়ে হাসলো—বাঃ, তোমার এখন দারুণ সময় যাচ্ছে নিশ্চয়। দেখ হে, একশো ডলারের নোট।

গুণ্ডাটার চোখ চিকচিক করে উঠলো।

নিক বলল—আজ আমার সিলেকশন 'ব্ল্যাক বিগহেড' নামে ঘোড়াটা।

খুশি হয়ে শিস দিল সিড।

—কিন্তু কাল যখন আমি তোমায় এই নামটা করেছিলাম, তখন কিন্তু ঠাট্টা করেছিলাম। কাস্টমারকে সাজেশন দিতে আমি চাই না। তবে এ ঘোড়াটাকে নিতে সবাই অনিচ্ছুক কিন্তু।

'কিন্তু' কথাটা সিডের কথার মুদ্রা দোষ।

নিক বলল—কিন্তু আমি এটাকেই চাই।

—ও কে। যদি নিজের বিদ্যে জাহির করাতে চাও, করো। কিন্তু পরে আমায় দোষ দিও না। .....আচ্ছা, আমার কাছে এখন চেঞ্জ নেই। তোমার এই পেমেন্টের ব্যালেন্স কাল পাবে, যদি অবশ্য আমায় বিশ্বাস করো। কিন্তু—

নিক বলল—কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করা ছাড়া আমার আর উপায়ই বা কি!

—হাঃ হাঃ,—সিড হাসলো—কিন্তু কাল বিকেলেই তুমি ফেরৎ পাবে।

—বেশ!

নিক ইতিমধ্যে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। গাড়ি স্টার্ট দিল সে। বলল—ঠিক আছে, একটা বাজি থাক না।

—একশো ডলার!

—আপত্তি নেই আমার দিক থেকে।

—কিন্তু তুমি কি আমার উপর বিশ্বাস হারিয়ে অন্য বেটার কোনও 'বুকি' খুঁজছো? তবে বলব, তুমি স্বপ্ন দেখছ, নিক।

—আমি স্বপ্নই দেখে থাকি, স্বপ্নের পেছনেই ছুটি।

হুস্ করে কালো জাগুয়ার এবার বেরিয়ে গেল।

ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে ববির সুন্দর বাংলো। ব্যাচেলর ববি এখন যত্ন নিয়ে ড্রিংকস বানাচ্ছিল। দারুণ সাজানো তার এই 'একান্ত' বিশ্রামকক্ষের কিং-সাইজ সোফার ওপর আরামসে যে শরীরটা ছাড়িয়ে পড়ে আছে, তার মালিক, মানে মালকিনের নাম জেনি ও' ব্রায়েন।

মিউজিক বাজছে। তার তালে তালে মৃদু নাচের ভঙ্গিতে দুলকি চালে ড্রিংকস বানাচ্ছে ববি। অ্যালকোহলের মধ্যে ঠুং করে বরফের কিউব ফেলছে সুরের সাথে তাল মিলিয়ে।

কাজ করতে করতে আত্মবিজ্ঞাপন করছিলো ববি।

—অহংকার নয়, কিন্তু আমি সত্যিই বহুত আচ্ছা ড্রিংকস্ বানাতে পারি। একদম নিজের আবিষ্কার। এর নাম দেওয়া যাতে পারে 'ববি ককটেল'।

—তোমার তো অশেষ গুণ।

খুশি মনে জেনি স্বীকৃতি জানায়। নিজের নাইলন জামার হাতটার কাছে পরীক্ষা করতে থাকে।

—জামায় কি দেখছ? খুলে ফেল না। বি রিল্যাক্সড্।

—একটু বেশি তাড়াতাড়ি হচ্ছে না ব্যাপারটা? জেনি বলে—আজ সকালেই এক রেপিস্টের সাথে আমার লড়াই করতে হয়েছে। একদিনে দুজনের সাথে লড়াই আমার মতো হেলদি মেয়ের পক্ষেও বেশ কষ্টকর হবে।

ববি কাঁধ ঝাঁকালো—ও, সেই ইডিয়েটটা। লেখক। ফুঃ। তোমার স্ট্যাণ্ডার্ডের মেয়ে কি করে ওই গুড-ফর-নাথিং ভ্যাগাবন্ডটার সাথে মেশে বলো তো?

ট্রের উপর থেকে দুটো বড় গেলাস সাজায় ববি। মিশ্রণের ক্যাপ খুলে ধীরে ধীরে দুটি গেলাসে ঢালে। যদিও নিজের কাজে তার বিলক্ষণ মন, তবু ভেতরে ভেতরে একটু বিরক্ত হয় ববি। ইতিমধ্যে তার পুরুষ বন্ধুরা ভাবতে শুরু করেছে—ববির সাথে জেনির একটি 'অ্যাফেয়ার' গড়ে উঠছে। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। জেনি ইজ আ টাফ্ নাট টু ক্র্যাক। যতই মেলামেশা করুক, মেয়েটা নিজেকে ঠিক ধরে রেখেছে। ববির যথেষ্ট সন্দেহ আছে, নিক ভার্ডার নামে তথাকথিত লেখকটা আদৌ জেনির ধারে কাছে ঘেঁষতে পেরেছে কিনা। এদিকে গুজব আছে—ওরা নাকি এনগেজড।

এটা সর্বত্র সত্যি যে স্বাভাবিক পুরুষ মানুষের দল নারীর সাথে খেলতে খেলতে ভদ্রভাবে অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু কেউ ঠাট্টার পাত্র হতে চায় না। নিজেকে হাস্যকর করা পৌরুষের পরিপন্থী। বেশ কিছু বোঝা গিয়েছে। জেনি তার সামনে শরীর এগিয়ে দেবে, ববির এগিয়ে আসাকেও প্রশ্রয় দেবে, কিন্তু ঠিক শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যাবে। তাই আজ আর ছাড়াছাড়ি নয়। আজ সারা বিছানায় জেনিকে নিয়ে চূড়ান্ত দাপাদাপি করতেই হবে। তারপর যেখানে খুশি যাক কোন আপত্তি নেই—এমন কি ওই আহাম্মক লেখক ব্যাটার কাছেও যেতে পারে যাকে জেনি বোধহয় টলস্টয় বলে মনে করে।

জেনিকে বেশ দেখাচ্ছে। 'শুধু পুরুষদের জন্য' ম্যাগাজিনগুলোতে ভালো ভালো টপ ক্লাস মডেলদের ভঙ্গিগুলো মনে পড়িয়ে দেয়। বুক আর পাছা তো দারুণ দেখাচ্ছে। তবে ওগুলোর এহেন চেহারার মধ্যে কিছু কারিগরি আছে নিশ্চই। প্যাড লাগানো আছে অন্তর্বাসের নিচে। জেনিও কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন একটি পুরুষ দরকার ওর। তাই অনেকটা হন্যে হয়ে উঠেছে। ববির কাছে ছুটে আসার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়।

মনে হয়, জেনি যেন ববির মনের কথা বুঝতে পারলো। মাথা তুলে সে সোজাসুজি ববির চোখের দিকে তাকালো। হ্যাঁ, সামাজিক মর্য্যাদা যা ববির আছে, সেটা জেনির কাম্য। এক বিছানায় ববির সঙ্গে শোয়া উত্তেজক হতে পারে, কিন্তু শুধু সেটুকু পেয়ে জেনি সন্তুষ্ট হবেনা। শুধু একটা 'অ্যাফেয়ার' তাকে আর আকৃষ্ট করে না। প্রকৃত সম্মান চাই নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে।

জেনি এবার মুখ খুললো।

—শোন ববি, আমি অনেকক্ষণ এসেছি., অ্যাকচুয়ালি কাজ ফেলে এসেছি। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে তুমি আমার সাথে একটাও সিরিয়াস কিছু বললে না, কোন মূল্যবান প্রস্তাব বা পরামর্শ দিলে না।

ববি চোখ কপালে তুলে বলল—আরে ডার্লিং। তুমিই বলো না। আমায় দোষ দিও না। আমার কাছে লাভ-মেকিং একটা বেশ সিরিয়াস বিষয় অবশ্য। সেটা মনে রেখো।

জেনি লক্ষ্য করলো ববির বেশ সুদীর্ঘ চেহারা, নিকের চেয়ে দু-এক ইঞ্চি লম্বা অবশ্যই। কিন্তু নিকের শরীর পেশীবহুল, আর ববি একটু স্নিগ্ধ ও নরম। সুন্দর লাল কোঁকড়ানো একগুচ্ছ চুল, গায়ের চামড়া নাবিকদের মতো 'ট্যানড্'। ববি হ্যান্ডসাম কোন সন্দেহ নেই। তবু কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে। কেন জানি মনে হয়, অন্য সময়ে কোন জায়গায় ববির চেহারা সুন্দর নাও লাগতে পারে।

ববি এবার জেনির হাতে মদের গেলাস তুলে দেয়। 'চিয়ার্স' জানিয়ে একটু দূরে চেয়ারে গিয়ে বসে। ববির হাঁটা-চলা নিঃশব্দে, অনেকটা বেড়ালের মতো।

—আমার ব্যাপারটা পরিষ্কার। ববি কথা শুরু করে—তুমি যখন ক্লিয়ার-কাট প্রস্তাব চাইছ, তাহলে শোন। ওই অপদার্থ লেখকটাকে ছাড়ো, সোজা আমার এখানে চলে এসো।......নাকি তোমাদের রোমান্স এখনও টগবগ করছে?

—আজ সকালে সে ব্যাপার চুকে গেছে।

—বাঃ, খুব ভালো।

জেনি টেবিলের ওপর গেলাস রেখে সোজা হয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে তার পোশাকের নিচে যুগলসম্পদও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এই বুক জোড়া জেনির সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।

—ববি, আমার কথাগুলো একটু নাটুকে শোনাবে, তবু বলছি। তুমি আমার একান্ত প্রিয়। এতদিন ভাবতাম আমি নিককে ভালোবাসি, কিন্তু এখন বুঝেছি সেটা ভুল। হয়তো বাড়াবাড়ি শোনাবে, কিন্তু বিশ্বাস করো, যেদিন তোমায় প্রথম দেখলাম, সেদিন থেকে নিক পর্দার পেছনে চলে যেতে শুরু করলো। প্রায় হারিয়ে গেল।

ববি এক চুমুকে অনেকটা খেলো।

—সত্যি কথা হলে, গর্ব অনুভব করছি। কিন্তু এর আগে বহু মেয়ে—তুমি যেখানে বসে আছ—ঠিক ওখানে বসেই এই একটি কথা বলেছে। ঈশ্বর জানেন, তারা কি চায়, আমি বুঝতে পারি না। যাই হোক, যদি তোমার কথা সিনসিয়ার হয়, তাহলে এখুনি পরীক্ষা দাও। পরিষ্কার হয়ে যাক আমাকে তুমি সব কিছু দিতে পারো। যদি তা প্রমাণিত হয়, তাহলে নিশ্চয় উপযুক্ত ফল পাবে।

—না, সেটা সম্ভব নয়—মানে তুমি এখুনি যা চাইছ। এখানে চট করে গুজব ছড়ায়। আমি বদনাম নিয়ে বন্ধুদের ফেস করতে পারব না।

—আরে, এটা কি সারা পৃথিবী নাকি? আমার স্পীড বোটে উঠে পড়ো। দারুণ সুন্দর নৌকো। এখানে থাকতে হবে না আমার একেবারে ওয়েস্ট-ইন্ডিজে পাড়ি দেব। ধরো, জামাইকা। ওখানকার লোকের বেশ সফিসটিকেটেড, আমেরিকানদের মতো গুজব-প্রিয় নয়।

—ববি, তুমি শুধুমাত্র একটা জিনিসই চাইছ—আমার সাথে শুতে। কিন্তু আমি তার বেশি কিছু চাই।

—ডার্লিং, এবার তোমাকে মানতে পারছি না। দেখ, আমার যথেষ্ট টাকা আছে, এবং মোটামুটি ভাবে লোকে, বিশেষ করে মেয়েরা, এই জন্যই আমাকে চায়। জীবনের বহু দিক দেখেছি। অনেক খেলা খেলেছি।

আরেক চুমুক দিয়ে ববি ভাষণ চালিয়ে যায়—তোমার চেহারা সুন্দর। ইউ হ্যাভ গট আ গুড বডি। পরম সুন্দর ফিগার, এবার বুঝতে দাও এক চাদরের তলায় তুমি কেমন সুন্দর।

—জঘন্য কথা বলো না।

ববি যেন জেনির কথা শুনতেই পায় নিঃতুমি ওপর ওপর একটু-আধটু শরীরে সম্পদের ছোঁয়া বিলিয়ে তৃপ্তি দাও, বা তৃপ্তি দিতে চাও। কিন্তু এতে আমার উত্তেজনা বেড়ে যায়। তাই তোমার সাথে কোন সিরিয়াস চুক্তি, আই মিন, রিলেশনশীপ তৈরির আগে আমি একটু স্যাম্পল টেস্ট চাই।

জেনি উঠে দাঁড়ায়—সত্যি আমি একটা মহামূর্খ!

—সেই বস্তাপচা মন আর কথা।

ববি বিরক্ত হয়ে ড্রিংক শেষ করে। বলে—তুমি আধুনিক যুগের মেয়ে হতে পারো, কিন্তু তোমার মনোভাব, তোমার নীতিবোধ প্রাচীনপন্থী। এখন চলে না।

জেনির এবার সেই প্রতিবাদী মূর্তি। কোমরে দুহাত রেখে, পা ফাঁক করে বুক টান করে দাঁড়ায়। মাথা ঝাঁকিয়ে চুলের গোছা পিঠের দিকে সরিয়ে দেয়।

—আর তুমি? তোমার চেহারা আর টাকা আছে বটে, কিন্তু তুমি এখনও বাচ্চা। বড় জোর বলা যায়, অর্ধ-পরিণত মানুষ। ব্যস, ওইটুকুই। টাকা আর চেহারা বাদ দিলে তুমি যে কিঃস্ভবাই মুস্কিল। আ বিগ জিরো।

ববি এবার গেলাসের তলানিটুকু মুখে ঢালে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অতি ধীরে হাঁটে, যেন স্লো-ওয়াক রেসে নাম দিয়েছে।

—ঠিক আছে, ডার্লিং, তুমি আমাকে ঠগ্ বলছ।

জেনি এবার বুঝলো—কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু সে স্টেডি রইলো। তবু এটাও সে বুঝলো—আজ সকালে যত সহজে সে নিককে ক্ষেপাতে পেরেছিলো, ববিকে ততটা পারা যায় নি। এইবার আর বাঁচার উপায় নেই, পরম মূল্য 'ভার্জিনিটি' হারানোর কাল সমাগত।

ববি কাছে এসে দুহাতে জেনির মুখ চেপে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট লাগাতে গেল। জেনি আবার এপাশ-ওপাশ মাথা ঘুরিয়ে এড়িয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, ববির শরীরের ঘনাণ অন্যরকম স্বাদ। জেনি এবার তেমন বাধা দিতে পারলো না। চুমুটা প্রথমে ভেজা, নরম, আলতো। কিন্তু পরক্ষণেই ববি বেশ শব্দ করে জেনির মুখের মধ্যে জিভ ঢুকিয়ে দিল। জিভে জিভ আগু-পাছু, পাছু-আগু, আগু-পাছু—সারা মুখের ভিতর জিভে জিভে মধুর যুদ্ধ চলতে লাগলো।

এইবার জেনি সজোরে মুক্ত করলো নিজেকে। কঠিন দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ববির চোখে। ববির চোখ এখন ছোট হয়ে এসেছে, সাদার মধ্যে হলুদ ছাপ, জেনি শিউরে উঠলো।

—ববি, আমার কথা শোন। হ্যাঁ, আমি একটু কড়া কথা বলে ফেলি, কিন্তু আমি সত্যিই জানি না কি করতে হয়। বিশ্বাস করো, সেক্স-এর ব্যাপারে আমার জ্ঞানবুদ্ধি দশ বছরের মেয়ের মতো। আমি কিছুই ভালো বুঝি না।

ববি এবার ধীর হাতে জেনির পোশাক খুলতে শুরু করলো। খুলে নিয়ে সেটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলার আগে জেনির নগ্ন দুই কাঁধের ওপর হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকলো।

—ডার্লিং, তুমি কাঁপছ।

—আমার ভয় করছে।

—জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ তোমার এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

জেনি মাথা পেছনে ঠেলে চোখ বোজে।

—প্লীজ, বি কেয়ারফুল!

ববি এবার জেনির গলার মাঝখানে সরু শিরার ওপর চুমু দিল। সঙ্গে সঙ্গে খুব যত্ন নিয়ে পশ্চনের পোশাক খুলে নামিয়ে দিল। এইবার একটু দ্রুত হাতে দক্ষতা নিয়ে ব্র্যাসিয়ারের হুকে টান মারলো। ব্রা-মুক্ত জেনির সেই একজোড়া মারাত্মক বুক এবার যেন লাফিয়ে উঠে এলো হাইজাম্পের ভঙ্গি নিয়ে। ববি চমকে উঠলো—অবিশ্বাস্য! চোখের পলক পড়ে না। দমবন্ধকরা সৌন্দর্য্যে ভরপুর জেনির যুগলবক্ষ।

—মাই গড, জেনি, আমার কোন ধারণাই ছিল না যে—

দুহাতে বিচিত্র আদর শুরু হলো দুই বুক নিয়ে। হাত বুলিয়ে, চেপে ধরে, তুলে ধরে তাদের ওজন পরীক্ষা থেকে শুরু করে যাবতীয় সমাদর। যা এরকম বুকের প্রাপ্য। সিল্কের মতো চামড়ায় পালকের মতো সুড়সুড়ি, দু আঙুল দিয়ে স্তনের বোঁটায় পাগল-করা চিমটি।

জেনি এবার চিৎকার করলো—ও, ববি, প্লীজ, স্টপ! প্লীজ!

সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। এবার জেনি নিজেই দুহাতে ববির মাথা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো। তার নিজের শরীরে যে ঢেউ জাগছে, তাকে এবার সামলাতে অক্ষম সে। এখন আর খেয়াল নেই, কি ঘটতে চলেছে। উচিৎ-অনুচিত, ভুল-ঠিকঃএসব প্রশ্ন অবান্তর এখন। সে এখন চাইছে ববি তার শরীরে অসহ্যসুখের যন্ত্রণা দিক। নিজের মুখ দিয়ে সে কি বলছে তা নিজেই জানেনা।

—আঃ, আঃ, হ্যাঁ, ডার্লিং, এই রকম, ইয়েস!.....

ববি ক্রমাগত মুখ ঘষে তার দুই বুকের উদ্দামতাকে শান্ত করতে চাইছে, কিন্তু এখন সুকঠিন। ইতিমধ্যে জেনি সেইখানে পৌঁছে গেছে যেখানে স্থান-কাল জ্ঞান লোপ পায়। ক্রমশঃ মনে হচ্ছে ববিও এবার একটু কঠোর কর্কশ হয়ে উঠছে। আর এই কর্কশতাই তার জ্ঞান ফিরিয়ে দিল। জেনি বুঝতে পারলো সে কি হারাতে চলেছে।

—প্লীজ ববি, এবার থামো, স্টপ ইট!

কিন্তু বললে কি হবে। মুখ বলছে এক কথা, শরীর বলছে অন্য কিছু। দুটো ভাষা মিলছে না। আশ্চর্য্য এতক্ষণ আদর পেয়ে নরম হওয়ার বদলে দুই স্তন আরও শক্ত হয়ে উঠছে, ফুলে উঠছে নিপল দুটো গজালের মতো কঠিন অবিশ্বাস্য আধ-ইঞ্চি লোহার টুকরো যেন।

এইবার জেনির শরীরের উপর ববির দেহের ভার। দুহাতে হিপের নিচ ধরে সজোরে নিজের কাছে জেনিকে টানতে চাইলো ববি।

—ববি!!

গলা চিড়ে আর্তনাদ। জেনির নিদারুণ যন্ত্রণা। মারাত্মক কষ্ট। দমবন্ধ হয়ে আসছে। দুহাতে ববির কাঁধ ধরে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করলো জেনি। পিঠ-বেঁকিয়ে ধনুকের মতো

ভঙ্গিতে সে ববিকে বাধা দিল। কিন্তু তার নিম্নদেশ এবার উর্ধে উঠে এলো......এবং......যা ঘটবার ঘটে গেল।

—ওঃ হেল্, হেল্, হেল্—

চোখের জলে ভেসে গিয়ে যেন অন্ধ হয়ে গেল জেনি। মুখ হাঁ হয়ে গেল যন্ত্রণায়, কিন্তু শব্দহীন ক্রন্দন। ভয়ংকর মুহূর্ত, কিন্তু কিছু করার নেই। ববির দেহের উত্থান-পতনের সাথে জেনির রক্ত-মাংসের কাঠামোটা তাল মেলাতে থাকলো।

সহস্রবার উচ্চারিত শুধু একটা কথাই—স্টপ, প্লীজ, স্টপ ইট। কোন ফল নেই, এই কথা এখন ববির কানে প্রবেশ করতে পারে না। সামান্য যেটুকু জ্ঞান আছে, তাতেই জেনি চরম লজ্জা নিয়ে অনুভব করলো—সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার শরীর ববির প্রতিটি ভঙ্গির সাথে ছন্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। জেনির শরীর এখন আর তার নিজের নয়, যেন অন্য কারুর। ববির শরীর থেকে উত্তাপ এসে জেনিকে তপ্ত করছে। দুজনেই এখন পশুর মতো যুদ্ধ করে চলেছে! বাঁচার লড়াই, কে বলবে, আসলে একটি পুরুষ এবং একটি নারী সঙ্গমের চরম ক্লাইমেক্সে পৌছতে চাইছে!

জেনির দুহাত এবার ববির পিঠ-জড়িয়ে ধরেছে, জড়িয়ে ধরার তীব্রতা বলছে—আমাকে কঠোর শাস্তি দাও। ববির দশ আঙুল জেনির শরীরে দানবের থাবার মতো আক্রমণ চালাচ্ছে, সারা মস্তিষ্ক এখন শূন্য, ফাঁকা, মন বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। এমন কি ববির শরীর যখন স্থির হয়ে এলো, তখন জেনির বিশাল দেহ থরথর করে কাঁপছে, ঘুরছে, পাক খাচ্ছে।

ববি গড়িয়ে সরে গেল। জেনি এখন মুক্ত। আর হারানোর কিছু নেই।

ববি উঠে দাঁড়ালো। লোমহীন বুক বেয়ে দরদর করে ঘামের স্রোত নেমে আসছে। ব্রোঞ্জের মতো দেখাচ্ছে ববির শরীর। পিঠের আঁচড়গুলো আয়না দেখার চেষ্টা করছে ববি।

হাসলো ববি—ভাই, একেই বলে দেশি প্রতিভা। আদিম, কাঁচা, হাঃ, পনের বছর বয়েস থেকে এর আগে পর্য্যন্ত একটা আটুট কুমারী জোটেনি আমার।......আর কত বয়েস হবে তোমার? মনে হয় ছাব্বিশ-সাতাশ। তাই না? তবে তোমার রেসপন্স মারাত্মক।

জেনি এখন স্থির হয়ে পড়ে আছে। ওর শরীরে ঘামের নদী বইছে দুই উরু বেয়ে। আশ্চর্য্য, বুক দুটো এখনও উঁচু হয়ে ফুলে রয়েছে, কঠিন স্তনবৃন্ত দুটো যেন আকাশের শূন্যতাকে বিদীর্ণ করতে চাইছে। ঘনঘন নিঃশ্বাস, চরম অবসাদ। পাশ ফিরে ববির দিকে আধবোজা চোখে তাকাতেই হঠাৎ অসীম লজ্জা এসে ছেয়ে ফেললো তাকে। হাত বাড়িয়ে আশেপাশে কিছু একটা খুঁজলো যা দিয়ে নগ্নতা ঢাকা যায়।

—ভীষণ লজ্জা লাগছে,—

ক্লান্ত কিশোরীর মতো শোনালো তার গলা।

—আঃ, থামো তো! তুমি কচি খুকি নও।—

যেন ধমকে উঠলো ববি—তাড়াতাড়ি ড্রিংকসটা শেষ করবে কি

জেনি পানীয়ের গেলাসটা তুলে নিল বটে, কিন্তু তার দুচোখে জলের ধারা।

—ধরো, আমি যদি প্রেগন্যান্ট হই!

ববি শ্রাগ্ করলো—আমি একগাদা বিশ্বস্ত ডাক্তারকে চিনি।

আর এক মুহূর্ত কোনও দিকে না তাকিয়ে ববি বাথরুমে ঢুকে গেল।

কোনমতে পায়ে জোর এনে উঠে দাঁড়ালো জেনি। মনের সব আবেগ এখন নিঃশেষ হয়ে গেছে, পরিবর্তে একটা অবশ করা যন্ত্রণা। এইভাবেই কি এটা ঘটার কথা ছিল? যেমন গলির মধ্যে দুটো বেড়াল দেহের খিদে মেটায়?

জামা কাপড় হাতে নিয়ে সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকলো কুঁচকে থাকা ভাঁজগুলোকে টান করতে। আচ্ছা, এটা তো আসলে 'রেপ'। না, ঠিক তা নয়—নিজেকে আবার যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলো জেনি। তবু, যাই ঘটুক, ববি এটাকে একটা অতিসাধারণ ব্যাপার বলে ধরে নিল কেন? জেনি তো কলগার্ল নয়, আর তার ভার্জিনিটির প্রমাণও তো ববি পেয়েছে। পুরুষ হয়ে তার সামান্য ভদ্রতাবোধ নেই—জেনিকে প্রথমে বাথরুমে যাবার সুযোগটুকু দেওয়ার মতো সেন্স পর্য্যন্ত তার নেই। ছিঃ—

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো ববি। নতুন একটা শর্টস্ পরেছে। টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে হাসি মুখে বলল—এবার তুমি পরিষ্কার হয়ে এসো।

—তুমি একটি চরম লম্পট—জেনি ঠোঁট ফুলিয়ে বলল।

ববি মৃদু হেসে সিগারেট ধরালো। লাইটারটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেললো।

—আমি অবশ্য তোমার জন্য একটা দায়িত্ব অনুভব করছি। যতই হোক, আমিই তোমার প্রথম—। এটা আমাকে অনেকটা গর্বিত করছে অবশ্যই, মনে হচ্ছে আমরা দুজনে একটা ভালো জোড়া হব, উই ক্যান বি আ গুড টিম—আই অ্যাণ্ড ইউ—যদি তুমি সব কিছু নষ্ট করে না দাও।

—এতে আমি কি পাব?

—দূর! একথা বলার চেষ্টা করো না যে তুমি এনজয় করো নি। বরং তুমি যথেষ্ট পারদর্শীতা দেখিয়েছ। হা! হা! তোমার মুভমেণ্ট ওয়াজ বেটার দ্যান আ রাম্বা ডান্সার। হাঃ হাঃ—

—আমার নিজেকে ঘেন্না লাগছে। নোংরা মনে হচ্ছে।

—তাই তো বলছি, ওই দিকে শাওয়ারে যাও।

আর কোন কথা নয়। দুজনে দুজনাকে চুপচাপ দেখছে, মুখোমুখি। জেনির চোখে স্পষ্ট ঘৃণা, আর ববির চোখ এখনও জেনি উলংগ অবস্থা উপভোগ করছে। জেনির চোখ জ্বলছে, কালো চুলের গুচ্ছ কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ওপর থেকে তাকে এক প্যাসোনেট মেয়ে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তার মনের অবস্থা ঠিক বিপরীত।

......হঠাৎ দরজায় কলিং বেল বেজে উঠলো। দুজনেই চমকে উঠে পরস্পরের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো ববি তাড়াতাড়ি প্যাণ্টটা পরলো।

জেনি জিজ্ঞেস করলো—কে! কে এলো এখন?

—দেখছি।

প্যাণ্টের জিপ আটকে, তাড়াতাড়ি চুলে একটু চিরুনি বুলিয়ে ববি দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজার হাতলে হাত রেখে মুখ ঘুরিয়ে সে জেনিকে বলল—তুমি এখন একটু লুকিয়ে থাকো।

জেনি অন্য ঘরে গেল। দরজা খুললো ববি। যেন একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে, পেছনে অস্তমিত সূর্য।

—ইয়েস! ববির কৌতূহলী প্রশ্ন।

—হ্যালো ববি, আমাকে কি চেনো? আমি নিক ভার্ডার।

॥ ৫ ॥

—সত্যি, আজ আমার কি সৌভাগ্য। একের পর এক বিখ্যাত ব্যক্তি আমার বাড়ি আজ অতিথি হচ্ছেন। আচ্ছা, আপনার নামটা দয়া করে আরেকবার বলুন তো! ওস্তাফ ফ্রবিয়ের? আলেকজাণ্ডার ডুমা? জর্জ সিমেনন?

আঙুল মটকে ববি আর্নল্ডি এবার মুচকি হাসে আবার—ও, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে। আপনার নাম মিকি স্পিলেন!

গম্ভীর সুরে নিক বলে—এত মাথা ঘামানোর কিছু নেই আমার নাম নিয়ে। শুধু আমার প্রেমিকা জেনি ও' ব্রায়েনকে বেরিয়ে আসতে বলো।

—কমরেড, তুমি ভুল করছো। এনামে আমি কাউকে চিনি না।

নিক ভার্ডার এবার ববির দিকে ভালো করে তাকালো। স্লিম চেহারার লম্বা, লালচুলের এক সুন্দর প্লেবয়। শুধু এই দেখেই কি জেনি বা ম্যানহাটানের অর্ধেক মেয়ে এর ব্যাপারে এত ক্রেজি? আপন মনে মাথা নেড়ে নিক ভাবে, যদি সে একশ বছর বাঁচে, তবু কিছু নারীচরিত্র তার কাছে দুর্বোধ্য থেকে যাবে।

নিক এবার পায়ের পেশী শক্ত করে একটু ছড়িয়ে দাঁড়ালো।

—দেখ ববি, আমরা খেলা করতে পারি, আবার সোজাসুজি কথা বলতে পারি। আমি জানি, জেনি এখানে প্রায়ই আসে।

—তাই নাকি!—ববি চিরুনি চালিয়ে চুলটা ফুলিয়ে নিয়ে মুকুট বানাতে লাগলো। নিক যদি পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি হয়, তবে ববি অন্ততঃ নিকের চেয়ে দেড়ইঞ্চি লম্বা। হাসিমুখে সে উত্তর দিল—আমি তোমাকে ড্রিংক্‌সের জন্য ইনভাইট করতে পারি কমরেড, কিন্তু এই মুহূর্তে, তুমি দেখতেই পাচ্ছ, আমি ঠিক প্রস্তুত নই।

নিকের গলার স্বর এবার কঠোর—শোন ব্রাদার। এই মুহূর্তে তুমি জেনিকে ডাকো। নয়তো আমাকেই ভেতরে গিয়ে ওকে টেনে বের করতে হবে।

ববি আবার হাসলো, কাঁধে ঝোলানো তোয়ালের কোনা দিয়ে চিরুনি পরিষ্কার করলো—কমরেড, আমি তোমাকে এভাবে কথা বলতে অ্যালাও করব না, যদি না তুমি গ্যারাণ্টি দাও এখানে জেনি নামে কাউকে তুমি খুঁজে পাবেই।

এবার কোন কথা না বলে নিক ববির পাশ কাটিয়ে আধা-অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকতে গেল। সে দেখতে পায় নি ঘুঁষিটা ধেয়ে আসছে। শূন্যে দ্রুত বেগে ধাবিত সেই মুষ্টাঘাত সজোরে নিকের চোয়ালে আঘাত হানলো। কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখে হলুদ তারা দেখলো নিক। দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেললো কয়েক মুহূর্ত। যখন চোখের দৃষ্টি ফিরে এলো, নিক দেখলো সে দরজার বাইরে ধুলোর ওপর বসে রয়েছে।

ববি হাসছে দরজার কাছে।

—আর কিছু বলবে কমরেড? আজকের ওয়েদার কেমন আমাকে পরে জানিও।

নিক নিজের পাঁজরে হাত ঘষলো। প্লেবয় তাকে সত্যি আচমকা বোকা বানিয়েছে। পাঞ্চটা অবশ্যই হেভিওয়েট বক্সারের পাঞ্চ।

নিক বলল—একটু বাইরে এসো, নিজেই বুঝবে ওয়েদার কেমন!

—ও, না না—কমরেড, হামাগুড়ি দেওয়া আমার ধাত নয়। যাই হোক, নিমন্ত্রণটা মনে রাখব, ধন্যবাদ।

নিক উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পেছন দিকের ধুলো ঝাড়লো। ববি তার হাতের উল্টো পিঠের ছড়ে যাওয়া জায়গাটা পরীক্ষা করছে।

ববি বলল—এখন ব্যাপারটা মন্দ হয়েছে বলব না। তবে অন্য সময়ে ভালো করে খেলা যাবে। ও কে, কমরেড? এখন আমি একটু ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি ড্রেস করে ছুটতে হবে।

একটু 'কিন্তু' সুরে নিক বলল—আসলে 'দুঃখিত' বলা উচিৎ আমার।

পরমুহূর্তে নিক দ্রুত লেফট্ হুক চালালো, কিন্তু ববি আর্নল্ডের রিফ্লেক্স অ্যাকশন বিদ্যুতের মতো। সে কনুই দিয়ে ঘুষিটা আটকে দিল।

কিন্তু বাঁ হাতের ঘুষিটা একটা ট্রায়ালমাত্র। নিকের সমস্ত শক্তি ডানহাতে। চকিতে তার রাইট হুক্ ববির পাঁজরে মারাত্মক আঘাত হানলো, দরজার পেছনে উল্টে পড়লো ববি —দম বন্ধ হয়ে এলো তার, চোখে বন্য-শূন্যতা।

এইবার ঘরে ঢুকে নিক কিছুটা এলোপাথাড়ি হাত চালালো। ঘরের মধ্যে লড়াই, ববি চেষ্টা করতে লাগলো এড়িয়ে যেতে। তার মুখ এখন রক্তশূন্য সাদা, লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়েছে কপালের ওপর, চকচকে হলুদ সাপের মতো নাচতে শুরু করেছে।

নিক এবার ববির টার্কিশ তোয়ালেটা খামচে ধরলো, আর এবার তার মুষ্টাঘাত গিয়ে পড়লো ববির মুখের ওপর। পরপর চলতে থাকলো—একটি লেফট্ হুক মুখের প্রায় সেই জায়গাতেই, আর নাকের নিচে আরেকটা। ববির শরীরটা এবার গড়িয়ে গেল হাইস্পীড্ ট্যাক্সির মতো, যেন ব্রেক ফেল করেছে।

সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে ওরা বড় রাস্তার ওপর সানসেটের হলুদ আলো। নিক এবার উঠে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ববির দেহটা এখন কুঁকড়ে পড়ে আছে।

মুহূর্ত কাটতে লাগলো, নিক প্রায় টলতে টলতে স্টেডি হবার প্রয়াসী। শেষমেশ ববির মাথায় একটা প্রচণ্ড ঘুষি কষিয়ে দিয়ে নিক তাকে পুরো জ্ঞানহারা করে দিল। ববির গলা দিয়ে এক গভীর ঘুমে মগ্ন মানুষের ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এলো।

রাগে অপমানে সর্বাঙ্গ জ্বলছিল নিকের। টেবিলের ওপর ককটেল যন্ত্রটা দেখে সেটাই হাতে তুলে নিল। ওর মধ্যে অনেকটা পানীয় রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা,. কেউ একা একা ককটেল এমন সময় খায় না। পাত্র নিঃশেষ করে মুখে ঢাললো নিক। র' প্রিপারেশন-পূর্ব লিকারঃগলা বুক জ্বলে গেল। প্রায়-খালি পাত্রটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলায় কভারের খানিকটা অংশে দাগ ধরে গেল।

—জেনি!

নিক চিৎকার করে উঠলো।

ছোরালো হাওয়ার কম্পিত গাছের পাতার মতো জেনি কোনমতে খাটের তলায় আরও সিঁধিয়ে গেল। বুকের কাছে জামার কাপড় তেমনই জড়ো করে ধরা। মনে মনে প্রার্থনা—হে ভগবান, উদ্ধার করো।

নিক সারা ফ্ল্যাটে এ ঘর-ও ঘর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। দরজা খুলছে, বন্ধ করছে, বেসমেন্টের দিকে নেমে গেল, আবার ফিরে এলো ঘরে। নিক নিশ্চিত—জেনি এখানেই ছিল। এখনও আছে। মেঝেতে যে সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে পেল সে, তাতে লিপস্টিকের রঙ রয়েছে। অর্ধ-শূন্য পানীয়ের গেলাসের কানায় সেই রঙ—এবং এই রঙ নিকের অপরিচিত নয়। আরও

কিছু বোঝা যাচ্ছে—সোফাটার এমন ভগ্নদশা কেন? খুব স্বাভাবিক—এর ওপর ববি কোন নারীর সাথে কুস্তি লড়ছিলো—এবং সেই নারী জেনি হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু জেনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এখন। ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ববি। সিঁড়ি দিয়ে পাক খেতে খেতে উঠে আসছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তারই আবার মুখোমুখি নিক। ববি যেন অনেকটা আহত জানোয়ার। নিজের মুখের লালা সঞ্চয় করে প্লেবয়ের ফেসের ওপর এক রাশ থুথু ছিটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো নিক। নুড়িভরা পথের ওপর দাড়িয়ে কয়েক সেকেণ্ড ভাবলো—এখন কি করা! তারপর দৌড়ে গিয়ে তার জাগুয়ারে উঠে বসলো।

হ্যাঁ, একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। জেনির অবশ্য গার্লফ্রেণ্ড বেশি নেই। তবু যে দু-একজন আছে, তাদের কাছেই খোঁজ নিতে হবে। প্রথমে জ্যাকলিনকে ফোন করাই ভালো।

চলে গেল নিক।

পাঁচ মিনিট পর জেনি পোশাক পরে বাইরের ঘরে পা দিল। ববি দুহাতে মাথা ধরে সোফার ওপর বসে ছিল। সেদিকে কোন নজর দিল না জেনি। রিসিভার তুলে নিউ ইয়র্ক সিটির একটি নাম্বার ডায়াল ঘোরালো।

বেশ কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর ওপারে এক নারীকণ্ঠ—হ্যালো, কে!

—জ্যাকলিন। শোন, আমি জেনি বলছি।

—আরে, কতবার বলেছি আমায় 'জ্যাকি' বলে ডাকবে।......যাইহোক, এখন খবরদার বলো না আমাদের লাঞ্চের তারিখটা বাতিল করতে হবে। আমি ঠিক করে ফেলেছি তোমায় নিয়ে একটি পরম সুন্দর জার্মান রেস্টুরেণ্টে যাব--ইয়র্কভিলের কাছে—

—জ্যাকি! প্লীজ!—জেনির দম ফেটে আসছে—প্লীজ, আমাকে একটা ফেবার করো। মনে হয়, নিক তোমার বাড়ি যাচ্ছে। ওকে বলবে, আমি এইমাত্র তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি, বুঝেছ?

—না, এটা ঠিক হবে না। আমার বন্ধুত্বের সুযোগ নিচ্ছ তুমি, আমায় দিয়ে মিথ্যে বলাবে? বলোতো নিক কেন তোমার পেছনে এমন হন্যে হয়ে ছুটছে এখন?

—পরে বলব, সব বলব। এখন নয়, প্লীজ। নিক এতক্ষণ এখানেই ছিল, আর এইমাত্র—

—এখানে ছিল। মানে কোথায় ছিল?

—এই ববি আর্নল্ডের বাড়ি। নিক ববিকে বেদম পিটিয়েছে, আমাকে বিছানার তলায় লুকোতে হয়েছিলো।

—বাঃ, সাবাস নিক! ওই ববিটা একটা একনম্বরের ভণ্ড। একথা তোমায় আর কতবার বলব বলতে পারো? ববি ভাবে—টাকা আর লালচুলের সৌন্দর্য্য দিয়ে সে যা খুশি পেতে পারে। শোন বন্ধু, আমি তোমায় আরেকটা খবর দিই, ববির গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকটা গুন্ডাগোছের ছেলের সাথে ওর ঝামেলা বেঁধেছে। ও শীগগীরই মরবে।

—জ্যাকি, প্লীজ।

—ঠিক আছে, ঠাণ্ডা হও। রিল্যাক্স—

জ্যাকলিন ফোন রেখে দিল।

জেনি আবার জামার ভাঁজ ঠিক করতে করতে বলল—অত স্মার্টভাব দেখিয়ে দরজা খোলা তোমার ঠিক হয় নি, ববি।

মাথা তুললো ববি। বিরক্ত—কোথায় যাচ্ছ তুমি? ও ব্যাটা এখন আর ফিরবে না।

—আমি সে কথা ভাবছি না।

ববি উঠে দাঁড়ালো। মুখ কেটে রক্ত ঝরছে, চোখ লাল হয়ে উঠেছে। গলার স্বরে ঘৃণা।

—হতে পারে, নিকের জোর আমার চেয়ে বেশি। কিন্তু তোমার জোর আমার চেয়ে বেশি নয়। বোনটি আমার, এখুনি পোশাক খুলে ফেলো। এরকম একটা ধকলের পর এবার আমার যথেষ্ট আরাম দরকার।

—তুমি এরমধ্যেই আমার থেকে যথেষ্ট নিয়েছ। এবার আমার সাথে নিকের ঝামেলা বাড়িয়ে দিলে। জ্যাকি বলল—তুমি একটি বাকসর্বস্ব মানুষ।

—জ্যাকি জাহান্নামে যাক। কিন্তু তোমায় তো আমি বিশেষ নিমন্ত্রণ করে আমার ঘরে ডাকিনি। তুমি একটি মেয়ে, সকাল দশটায় নিজেই আমার ঘরে এসেছ, এমন কি তার জন্য কাজ থেকে ছুটি পর্যন্ত নিয়েছ। এখন বলো—এতে আমি কি ধরে নেব? পরিষ্কার ব্যাপার, তুমি এসেছিলে আমার উপর নখ বসিয়ে কিছু আদায় করতে, এবং সেই প্রসেসে তোমার 'ভার্জিনিটি' খোয়াতে!

—ইউ বাস্টার্ড।

—তুমি বাজি লড়েছ এবং হেরে গেছ।......এখন তাড়াতাড়ি কাপড় খোলো, নয়তো আমি সব কিছু ছিঁড়ে ফেলব। তখন তোমায় ভালোই দেখাবে অবশ্য, কিন্তু সেই ছেঁড়া ফাটা পোশাকে তোমার গুণ্ডা বয়ফ্রেণ্ডের কাছে যাবে কি করে?

॥ ৬ ॥

জ্যাকলিন (কল্ মি জ্যাকি, ডার্লিং) থর্নবার্ন দ্যর্ গ্র জাগের রেস্টুরেণ্টে চুপচাপ বসেছিল নিক ভার্ডারের অপেক্ষায়। তার নতুন শিকার। ৮৬ নং স্ট্রীটের এই রেস্টুরেণ্টের একটি নির্জন প্রায়-অন্ধকার কোনে বসেছিলো সে। জেনির টেলিফোনের কয়েক মিনিট পরেই যখন নিকের ফোন এলো, তখনই জ্যাকলিন বুঝে নিয়েছে তার জীবনে এক নতুন পুরুষ পা ফেললো. ইতিমধ্যেই তাকে সে নগ্ন করেছে এবং শয্যায় নিয়ে গেছে।

পুরুষদের সাথে মেশার জগতের ব্যস্ততার মধ্যেই জ্যাকলিন ইয়র্কভিলের এই দ্যর গ্র জাগের রেস্টুরেণ্টে বিরাট এক গেলাস Birlinerweisser নিয়ে বসতে ভালোবাসে। এখানে যে গানগুলো বাজে সেগুলো তার খুব প্রিয়। যেমন Komn spiet mit mir blinde kuh, Wenn die Elizabeth, Ich kiisse ihre Haud, Madame, এবং Wer in Friihling keine Braut hat।

এই সব গান শুনতে শুনতে নানা স্মৃতিচারণ করতে ভালবাসে সে, এমন কি মাঝে মাঝে চোখে জল এসে যায়। পাগল হয়ে সে যেন প্রথম মানুষটিকে খুঁজতে চায়। তার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চায়।

বহু লোক জ্যাকলিনকে চেনে, কিন্তু কেউ জানেনা তার মনের এই একক ভ্রমণ। এ কথা সত্যি, তার ছোটবেলা ভালো কাটেনি। প্রথমতঃ তার নাম জ্যাকলিন নয়। এমন কি পদবী থর্নবার্নও নয়। বার্লিনের একটা ভাঙ্গা জায়গা হিল্ডা গোয়েরিং-এ তার জন্ম। ছোটবেলা নিয়ে তার চিন্তার বাড়াবাড়ির সমালোচনা করতে পারা যায়, কিন্তু 'গোয়েরিং' পদবী থেকে সে উদ্ধার পেতে চেয়েছে, এটার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। ১৯৩০ সালে যারা বার্লিন ছেড়ে পালিয়েছিল, তারা বেশির ভাগই রিফিউজি। জ্যাকলিনের পরিবার উদ্বাস্তু ছিল না। অবশ্য খুবই

গোলমেলে পরিবার। সবকটা কাকা স্প্যানের কুখ্যাত জেলে দিন কাটিয়েছে, কাকীমাগুলো বেশ্যাগিরি করতো, প্রায়ই পুলিশের হাতে নাস্তানাবুদ হতো। পুলিশের হাতে পড়াতে মেডিকাল চেক-আপ হতো, তবুও দু-এক হপ্তা হাজতের মধ্যে ছুটি কাটাত ওরা। এমনই বদনামী পল্লীতে বড় হয়েছে জ্যাকি। ছোটবেলা থেকেই অপরিমিত 'মাংসের বাজার' আর যৌনক্রীড়া দেখে দেখে তার মনে অদ্ভুত অতৃপ্ত একটা খিদে জেগে ওঠে। আজও সেই খিদেকে নিবৃত্ত করা, তৃপ্ত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

১৯৩৯ সালে পরিবারের সাথে জ্যাকলিন জলযাত্রায় হামবুর্গ থেকে লণ্ডনে রওনা হয়। নৌকো রিফিউজিতে ভর্তি, প্রত্যেকে যার যার জিনিস বুকে আঁকড়ে বসেছিলো। ট্রাঙ্ক, বাক্স-প্যাটরায় ভরে গিয়েছিলো, বোটে জায়গা ছিল না একটুও। জ্যাকলিনের আংকল কার্টের চেহারাটা ছিল এক দৈত্যাকার ভালুকের মতো। কার্ট ওই জার্নির সময় বার্লিনের এক হীরের ব্যবসায়ীর সাথে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলে। সেই ব্যবসাদার বুঝিয়েছিল—টাকার চেয়ে জুয়েলারির দাম অনেক বেশি।

তারপরেই নাটক। সন্ধ্যের কিছু পরেই হঠাৎ দেখা গেল, সেই ব্যবসায়ী ইংলিশ চ্যানেলের জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর কার্ট গোয়েরিং শান্ত মনে ডেকে পায়চারি করছে। তখন তার এক পকেটে পাঁচ হাজার জার্মান মুদ্রা, আর তার হাতে ঝুলন্ত ভেলভেটের একটা ব্যাগ—হীরের বড়বড় খণ্ড তার মধ্যে, আনকাট্ ডায়মণ্ড্স্।

ইংল্যাণ্ডে এসে কার্ট গোয়েরিং নতুন নাম গ্রহণ করলো—কার্টিস থর্নবার্ন। প্রথমে লণ্ডনের বণ্ড স্ট্রীটে ডেরা বাঁধলো, আর কয়েকমাস পরেই এসেক্সের একটি পুরোনো বিরাট বাড়িতে সারা পরিবার নিয়ে উঠে এলো। জ্যাকলিন বেশ একটা ভালো স্কুলে ভর্তি হলো, কিন্তু পর পর স্কুল বদলাতে হলো—ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নানারকম আপত্তিকর আচরণের জন্য।

এই কার্টিস থর্নবার্ন এরপর এক বিধবার প্রেমে পড়লো। কিন্তু ফ্যামিলির তীব্র অসন্তোষে এই বিয়ে করা মুস্কিল, তাই সে একদিন চুপচাপ গোটা পরিবারকে আমেরিকাগামী জাহাজে তুলে দিল, এবং সেই বিধবাকে এবার বিয়ে করতে পারলো।

এরপর হলো আরেক নাটক। ১৯৪৫ সালে। একটা বড় বোমা কার্টিসের বাড়ির সামনে এসে পড়লো, কিন্তু ফাটলো না। বোমাটা সকলকে তটস্থ করে সাতদিন ঘুমিয়ে রইলো। ঠিক যখন সবাই একটু সাহস ফিরে পাচ্ছে, তখনই ওটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে উড়িয়ে দিল। জ্যাকলিনের পরিবারে সকলে হয় মৃত, নয় ছন্নছাড়া নিরুদ্দেশ। কিন্তু এই দুর্ঘটনায় জ্যাকলিনের অন্য একটা বিশাল সুবিধে হলো, ভাগ্য খুলে গেল তার। সে তখন 'ড্যাজলিং ডায়মণ্ড লিমিটেড' নামে কোম্পানীর একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি পেল। আরও ভালো কথা। লোকে তাকে জানতো লেডি গ্রাহাম-ব্র্যাডবেরির ভাইঝি হিসেবে। এই লেডি গ্রাহামই হলো কার্টিসের সেই বিধবা প্রেমিকা যাকে সে বিয়ে করেছিলো।

এইবার জ্যাকলিনের নতুন জীবন শুরু। গসিপ ম্যাগাজিনের বিশেষ কলামে প্রায়ই তার খবর বেরোত। শীতকালে জামাইকায় কাটতো তার দিন, গ্রীষ্মে কান্সে। নিন্দুকেরা বলে, এবার থেকে সে ইউরোপ-আমেরিকার পুরুষদের তার খাদ্যতালিকায় স্থান দিল।

এই মুহূর্তে রেস্টুরেন্টের এই নির্জন প্রায় অন্ধকার কোনায় বসে মনের সিনেমায় নিজের অতীতটাকে দেখছিল জ্যাকলিন। ওয়েটারের কথায় ধ্যান ভাঙ্গলো।

—মাননীয়া! অর্কেস্ট্রায় আপনার পছন্দ মতো কোন মিউজিক শুনতে চান?

হঠাৎ ক্ষেপে গেল জ্যাকলিন—ইউ, সন-অব-বিচ, ভাগো। আমাকে চেন কি! আমি ফ্রলিন থর্নবার্ন।

ওয়েটার ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। জ্যাকলিন বরাবর ভালো টিপস দেয়।

—ঠিক আছে, এক কাজ করো। ওদের বলো লিলিয়ান হার্ভে নাম্বারটা বাজাতে।

বয় হাসলো—ও, সেই Ich tanze mit dir in den Himmel hinein,—সেটাই তো?

—রাইট। ওই বাস্টার্ডদের বলো যেন যত্ন নিয়ে বাজায়। দেখে শুনে মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে পড়ছে।

জ্যাকলিন ঠিকই বলেছে। অর্কেস্ট্রায় পাঁচজন ক্লান্ত বুড়ো বাদ্যযন্ত্র হাতে হাই তুলছে।

জ্যাকলিন বলল—আর শোন, আমাকে বিরক্ত করো না, কারণ আমার অতিথি এসে গেছে, মাই ডেট টুডে।

জ্যাকলিন দেখতে পেয়েছে নিক এখন দরজার সামনে।

—ভদ্রলোককে কি সার্ভ করব? বয়ের জিজ্ঞাসা।

—উনি লেখক। এই বাস্টার্ড লেখকের দল বিয়ার ভালোবাসে। ওর জন্য তাই দাও।

—ইমপোর্টেড, না দেশি?

জ্যাকলিনের নীল চোখ এবার কালো হয়ে উঠলো—তুমি কি ঠাট্টা করছো? নাকি বেশি বুদ্ধিমান হতে চাইছো? ওর জন্য হোলস্টেইন নিয়ে এসো।

ওয়েটার মাথা নেড়ে চলে যাবার সময় জ্যাকলিন আবার ডাকলো—শোন, ওটা থাক। তুমি টুবর্গ বিয়ার দাও।

ওয়েটার আবার মাথা নেড়ে চলে যেতেই জ্যাকলিন বিড়বিড় করলো—দেশি মাল! ছিঃ।

নিক ভার্ডার এগিয়ে আসতেই জ্যাকলিন উঠে দাঁড়ালো। জ্যাকলিনের পরণে সবুজ রঙের 'শানটুং'—এই পোশাকে ওর ফিগার আর লালচুল বেশ মানিয়ে গেল।

—ডার্লিং!

হ্যাণ্ডশেক করার সময় নিক ওকে যতটা সম্ভব দ্রুত অথচ পরিপূর্ণভাবে জরিপ করে নিল। জ্যাকলিন থর্নবার্ন সম্পর্কে বহু কাহিনী সে আগেই শুনেছে। আজ মনে মনে স্বীকার করতে হচ্ছে—জ্যাকলিন সত্যিই সুন্দরী। হ্যাঁ, মেকাপ আছে, মাথায় পরচুলা থাকতে পারে, কিন্তু তার উত্তেজক শরীর যে কোন পুরুষের দৃষ্টিকে খুশি করবেই। দীর্ঘদেহী, ভরাট-বুক আর সুগঠিত নিতম্বের জ্যাকলিন আকর্ষণীয়া অবশ্যই।

—কেমন আছ, জ্যাকলিন?

নিজের সীটে বসলো জ্যাকলিন, এবং সেই সময় এমনভাবে নিচু ভঙ্গি করলো যাতে নিক তার শুভ্র গোলাকৃতি স্তনের উর্ধাংশ ভালোভাবে দেখতে পায়।

—কল মি জ্যাকি, ডার্লিং—সেই পুরনো কথা রিপিট করলো সে, এবার কটাক্ষ হানলো ধারালো ভঙ্গীতে। নিকে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল।

—কি ড্রিংক করবে?

নিক একবার চারপাশে তাকালো। যদিও বিকেল, রেস্টুরেণ্টে বেশ ভিড়। বেশির ভাগই জার্মান। মনে হলো, জ্যাকলিনের সঙ্গে দেখা করার ঠিক উপযুক্ত জায়গা এটা নয়।

—আমার পক্ষে বিয়ার ভালো।

জ্যাকলিন হাসলো। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছে সে। আরে, কোন পুরুষ কি চায়, সেটা কি এখনও শিখতে হবে!

সিগারেট ধরালো নিক। সিগারেটের মুখে আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার সাথে আমি জেনি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

—সেটা আগেই বুঝেছি। এ ছাড়া আমার সাথে তোমার অন্য কি কথা থাকতে পারে?

ওয়েটার ইমপোর্টেড বিয়ার নিয়ে এলো। খুব ঘটা করে বোতলের ওপরের লেবেল জ্যাকলিন এবং নিককে দেখালো। তারপর এমনভাবে গেলাসে ঢালতে লাগলো যেন সে Mumm-এর শ্যাম্পেন-1906 পরিবেশন করছে।

চলে গেল ওভার স্মার্ট ওয়েটার।

জ্যাকলিন বলল—তুমি কি এখনই অপ্রিয় সত্য শুনতে চাও? না কয়েক সিপ বিয়ার খেয়ে আগে মনের জোর আনবে?

নিক চোখ কুঞ্চিত করে, বলল—আমি আগে মার খেতে চাই, পরে পাল্টা মারি।

—তবে শোন, জেনি ও' ব্রায়েন তোমার কলের কয়েক মিনিট আগে ফোন করেছিলো।

—তারপর?

—তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না! ঠিক আছে শুনলেই বুঝবে। ও বলল—তুমি গাড়ি নিয়ে ওখানে হাজির হয়েছিলে, আর ববি আর্নল্ডকে বেদম পিটিয়েছ। জেনি খাটের নিচে লুকিয়েছিলো সারাক্ষণ, যতক্ষণ তুমি সারা ফ্ল্যাটে দাপিয়ে বেড়িয়েছ ওকে খুঁজতে।

নিকের নিঃশ্বাস এবার দ্রুত—বলে যাও।

—তুমি চলে যাবার পরমুহূর্তেই ও আমাকে ফোন করলো। ও ঠিক যা বলেছে, আমি তাই বলছি—জ্যাকি, আমাকে একটা ফেবার করো। যদি নিক তোমার কাছে যায়, বলবে আমি এইমাত্র তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি।

—তুমি কি নিজেকে জেনির বন্ধু মনে করো?

—বন্ধু! হায় ডার্লিং, আমার বয়েস এখন উনত্রিশ বছর, এবং এই বয়েসেই আমি একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝে গেছি—'বন্ধু' নামক কোন প্রাণী পৃথিবীতে নেই।

—আমি শুনেছি, ইউ আর আ বিচ্।

জ্যাকলিন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লো—আমার মনে হয়, তুমি আমার সম্পর্কে শুধুমাত্র সেটুকুই শোননি। শোন, তুমি কি এখন ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাও? নাকি আমরা আসল কথায় আসব?

—কি বলতে চাও?

নিক প্রশ্ন করলেও নিজেই বিলক্ষণ বুঝেছে জ্যাকলিন কি বলতে চায়।

জ্যাকলিন তার পকেটবুক থেকে একটা ছোট্ট হাত আয়না বের করলো—এইখানে দেখ, আমার জীবনের বর্তমানের মানুষটাকে আমি খুঁজছি।

নিক ঢকঢক করে অনেকখানি বিয়ার খেল। ন্যাপকিন দিয়ে মুখের কোনা মুছে বললো—একদিনে দুবার। আরে ভাই, আমি এই মেয়েছেলের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে গেছি।

জ্যাকলিন হেলান দিয়ে বসলো। মুখে তার বিজয়িনীর হাসি। সে বুঝে নিয়েছে—নিক ইতিমধ্যেই তার বিছানায় এসে পড়েছে।

—তোমার আত্মবিশ্বাস নেই?

—থাকা উচিৎ কি? বিশেষ করে একটা লালচুলো রোগাটে টেনিস প্লেয়ারের কাছে তেনিকে খোয়ালে কার—। যাকগে, শোন জ্যাকলিন—

নিক ঝুঁকে বসলো।

—কল মি জ্যাকি, ডার্লিং।

—ঠিক আছে, জ্যাকি! শোন, আমি জানি তুমি একটা পচা মিষ্টি ফল, তবু সুস্থ মস্তিষ্কের বহু লোক তোমাকে ফেরাবে না। তবু বলব, হে শাণিত দেহধারীণি, আমাদের সম্পর্কটা হবে ক্ষণস্থায়ী এবং শুধুমাত্র শরীরের সম্পর্ক। কারণ আমি জানি, যে মুহূর্তে আমি কাজ সেরে পেছন ফিরব, তুমি আমার পিঠে ছুরি চালাবে। তুমি যে ধরণের মহিলা তাতে মনে হয় ছুরিটার হ্যাণ্ডেলটা থাকবে রত্নখচিত, কিন্তু তাতে ছুরিকাঘাতের কষ্ট কম হবে না।

জ্যাকলিন চুপচাপ শুনলো, তারপর বলল—প্রকৃত মানুষ কিন্তু কোন আঘাত পায় না। যাই হোক, এখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে একজন স্টেডি পুরুষ। কে জানে—সে হয়তো তুমিই, যার জন্য আমি অপেক্ষায় আছি।

কিন্তু নিক যেন জ্যাকলিনের কথা শুনতেই পায় নি। সে বলে চললো—দ্বিতীয়তঃ, তুমি একজন ধনী মহিলা। আমার সাথে সেদিক দিয়ে বেমানান। বিশেষ করে, বর্তমানে আমার অবস্থা একেবারেই দীনহীন। একেবারে নিচের তলায়।

চারপাশে আরেকবার দেখে নিয়ে নিক বলল—যেমন, এ জায়গাটা। এখানে আসা আমার মানিব্যাগের সাধ্যের মধ্যে নয়। এখানে আমি একদম বাইরের লোক।

জ্যাকলিন ধীরস্বরে উত্তর দিল—এটা ভালো, তুমি সোজাসুজি কথা বলো। এটা একটা বৈশিষ্ট্যও বটে। তবে, এও বুঝি, তুমি চোট না পেলে এত পরিষ্কার কথা বলতে না। হ্যাঁ, আমার যথেষ্ট টাকা আছে। কিন্তু কোন লোক যখন সেই টাকার কথা তোলে, তখন আমি আমার টাকার ব্যগটা শক্ত করে ধরে থাকি, খুলতে চাই না। আমি আমার প্রেমিককে বড় জোর একজোড়া কাফলিং, চাবির রিং, সিগারেট লাইটার দিয়ে থাকি। খুব বিরল সময়ে হয়তো একটা রিস্টওয়াচ। এই রকম ছোটখাট জিনিস। তার বেশি কিছু নয়।

নিক বিয়ারের গেলাস একটু ঠেলে সরিয়ে রাখলো। চোখ ছোট করে মহিলাকে ভালো করে পরীক্ষা করতে চাইলো। ইতিমধ্যে অর্কেস্ট্রা নতুন সুর ধরেছে—"Benjamin, ich hab' wichts anzuziehn'—

নিক বলল—আমি কিন্তু মেয়ের দালাল নই।

জ্যাকলিন হাসলো—ওঃ, আমি ওই গানটা কি ভালবাসি, আই অ্যাম ক্রেজি ওভার দ্যাট সঙ।

নিক এইবার খুব শক্ত করে তার একটা হাত ধরলো, একটু জোরেই চাপ দিল।

—না, এত জোরে নয়, ব্যথা লাগছে।

—শোন, আমি তোমার টাকা চাইনা, এমন কি ওইসব কাফলিং-টাফলিং-ও নয়।

—বেশ, কিন্তু এই বিষয়ে এত টাচি হবার কিছু নেই। মেয়েরা মাঝে মধ্যেই ভালবাসা পেতে ভালবাসে। এটাও খুশির খবর, একজন পুরুষ আমাকে চায়, আমার টাকাকে নয়।

—এখুনিই বিছানায় যেতে চাও?

জ্যাকলিন তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল।

—আসলে আমার বিকেলের প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে আছে, কিছু কেনা-কাটা করব। তবে যদি তোমার প্রয়োজনটা বেশ আর্জেন্ট হয়, তবে আমি তোমার সেবা করতে পারি এখনই।

—রিল্যাক্স—নিক বলল। বিয়ারের গেলাস শেষ করলো—আজ রাতে একটা পার্টিতে যাবে?

—দুজনকে নিয়ে পার্টি?

—ওই আর কি—গ্রীনউইচ ভিলেজ অ্যাফেয়ার।

—ওঃ, না, না—ওইসব লোকগুলো—

—আমার একজন বন্ধু পার্টি দিচ্ছে। তুমি তাকে চেনো। সি. স্মিথ, মনে পড়ছে?

—সি . স্মিথ। না-না—

—আমার অল্প যে ক'জন বন্ধু আছে, ও তার মধ্যে একজন। তবে কথা দিচ্ছি, ওখানে শুধু নামে মাত্র দেখা দেব। তারপরে অন্যকোথাও যেতে পারি।

—আমার কথাগুলো মনে রেখো—

জ্যাকলিন ঠোঁট উল্টে অদ্ভুত হাসির ভঙ্গি করলো। ধরা-অধরা হাসি। ওই পাগলকরা ভঙ্গি দেখে নিকের ইচ্ছে হলো ঠোঁট দুটো এখুনিই কামড়ে ধরে।

॥ ৭ ॥

ফিফথ এভিনিউ-এর ট্রাফিক ফাঁকা হয়ে আসে নি। সেই রাস্তা ধরে বরফ-সাদা ক্যাডিলাক ধীর গতিতে চলছে, যেন একটা বিরাট ছারপোকা পিপড়ের আস্তানা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভিং সীটে ববি আর্নল্ড, তার মুখে এখন মার-খাওয়ার চিহ্নগুলো ফুটে আছে। তার পাশেই বসে আছে জেনি ও ব্রায়েন। পরম সম্পদ সদ্য খোওয়ানোর আঘাত সে এখনও মানসিকভাবে সামলে উঠতে পারেনি।

এখানে গাড়ির মধ্যে অন্য যেসব আরোহী রয়েছে তারা জেনির শারীরিক কম্পনের সৃষ্টি করছে। সেই আরোহী দুজন রেসের বুকি সিড লেনক্স এবং তার বডিগার্ড স্যামুয়েল।

জেনির সাহসে কুলোচ্ছে না সিডের দিকে একবার তাকায়। চুপচাপ উদাস দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে সে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে—কি কুক্ষণে সে আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছিলো। আজকের দিনটা তার মোহমুক্তির দিন। প্রথম, কুমারীত্ব থেকে মুক্তি। দ্বিতীয়তঃ, বোঝা গেল ববি আর্নল্ড একটি চরম অপদার্থ, উদ্ভ্রান্ত এক দালাল বিশেষ, তার গাড়িতে এই ফালতু 'বুকি'র উপস্থিতি প্রমাণ করছে তার দৌড় কতখানি।

সিড লেনক্স জেনির পাশেই বসে। নিজের পা মেলে সে জেনির পায়ের দৈর্ঘ্য মাপছিলো। স্পষ্ট বুঝছিলো, জেনির পায়ের গোছ ও থাই বেশ সুগঠিত, শক্ত। ভাবছিলো, জেনি এখন দুজন কাস্টমার—ববি আর্নল্ড ও নিক ভার্ডার—নিয়ে কেমন খেলা খেলছে। কানে কানে পাশে বসা স্যামুয়েলের সাথে কিছু পরামর্শ করছিল সিড।

—নিজেদের সার্কেলের মধ্যে রাখাই ভালো, কি বলো স্যামুয়েল?

—বুঝলাম না। স্যামুয়েল হাতের বড় বড় নখগুলো দেখতে দেখতে ভাবছিলো একটা নেল কাটার কেনার সময় হবে কিনা।

সিড হাসলো—মহিলাকে ড্রিক্রেস করো।

ববি আর্নল্ডের হাত স্টিয়ারিংটাকে শক্ত করে ধরলো। সে সামনের রাস্তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পাশে জেনিকে দেখলো, তারপর আবার রাস্তার দিকে চোখ গেল। ববি ভাবতে লাগলো, সিল্ক কি ইতিমধ্যেই জেনির ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

—লেনক্স, আমাকে আরও কিছু দিতে হবে ভাই।

—কোথায় পাব? তুমি তো জানো আমি কত কষ্টে ব্যবসা চালাচ্ছি। এখন গাড়ি চড়ছি, বন্ধুর বড় বড় বুকের সঙ্গিনীদের পেতে পারি, কিন্তু কিছুই তো জুটছে না।

জেনি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ববিকে বলল—তুমি কি একথা শোনার পরেও একে সহ্য করবে?

ববি শুধু চাপা স্বরে বলল—শাট আপ।

সিল্ক মন্তব্য করলো—ওর কোন উপায় নেই, হাত পা বাঁধা। কি বলো স্যামুয়েল?

স্যামুয়েল এখন নিজের জুতো জোড়া দেখছিলো। ব্রাউন শু-পালিশ দরকার। সেও কাটখোট্টা সুরে বলল—শুয়ারের বাচ্চা কি আর করতে পারে? আচ্ছা সিল্ক, তুমি কি ভাবছ? আমরা কি Woolworth-এর 'পাঁচ ও দশ'এ যাচ্ছি?

সিল্ক বলল—আর্নল্ডের পকেটে যথেষ্ট মাল আছে, পাঁচশোর ওপর হবে।

—ভগবান জানেন, আমার পকেটে কিছু নেই। কেন তোমরা বুঝছ না বলো তো—আর্নল্ড এবার বেশ বিরক্ত—লেনক্স, আমি শেষ হয়ে এসেছি। আমার বয়েস যখন চল্লিশ হবে, তখন একটা ট্রাস্ট-ফাণ্ড থেকে বেশ কিছু টাকা পাব। এখন অল্পসল্প ধার পাওয়ার চেষ্টা করছি।

সিল্ক উত্তর দিলঃআরে, আমি তোমাদের মতো ওরকম বড়লোক আর ট্রাস্টফাণ্ড অনেক দেখেছি। আমাকে বোকা ভেবনা। শোন আর্নল্ড, তোমার সেই স্পীড বোটটা কি হলো?

—ওটা ব্যাঙ্কে মর্টগেজ করা আছে।

সিল্ক একটুভেবে বলল—শোন ববি, আমাদের পাওনা গণ্ডা মিটমাট করে ফেলা দরকার। তুমি আমার কাছে যা পাও, আর আমি যা পাই, তাতে আমার যেটুকু পাওনা হয়, তার জন্য আমি তোমার এই ক্যাডিলাক গাড়িটা কিনতে পারি। এর দাম যা হবে, তাতে শোধবোধ হয়ে যাবে।

ববি জিজ্ঞেস করলো—ক্যাশ পেমেন্ট করবে তো?

—হ্যাঁ।

স্যামুয়েল যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলো—আরে সিল্ক, তুমি যে ক্ষেপে উঠলে, কালকেই তোমাকে ব্রুকলিনে আমার এক কাজিনের কাছে নিয়ে যাব, তার কাছে অনেক কম দামে ভালো গাড়ি পাবে।

এবার সিল্ক ধমক দিল—শাট্ আপ।

স্যামুয়েল চুপ করে গেল।

কিন্তু কিছু সুরে ববি বলল—আমি ঠিক জানিনা সিল্ক, তবে লোকে বলে আমার গাড়িটার অনেক দাম। অন্ততঃ তুমি যা দিতে চাইছ তার চারগুণ বেশি।

সিল্ক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল—আমার অফার আমি দিলাম। এরপর তোমার ব্যাপার। নয়তো আমার প্রাপ্যটা রাত আটটার মধ্যে মিটিয়ে দেবে। ঠিক আটটা—পাঁচ মিনিট আগেও না, পরেও না। বাস্ট এইট-ও ক্লক। বুঝেছ? অথবা আমার গুণ্ডার দল তৈরি হবে। আশা করি ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে।

সিক্ক এবার জেনির দিকে তাকালো—আচ্ছা, জেনি, তুমিই বা ওই লেখকটাকে ছুঁড়ে ফেলছো না কেন?

জেনি তার বিশালবক্ষে আড়াআড়ি হাত রেখে গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

—আমি কিছুতেই বিশেষ মাথা ঘামাই না। এইমাত্র ববিকে যা বললাম, সেটা আমার সব পরিচয় নয়। আমি ব্যবসা করি বটে, তবে সময় সময় খানিকটা আরাম ভালোবাসি, আমার সাথে কিছুটা আরামের সময় দেবে কি?

জেনি এবার ববির দিকে তাকালো। সে একমনে গাড়ি চালাচ্ছে, যেন কোন কথাই তার কানে যায় নি। জেনি মুখ নিচু করে ভাবতে লাগলো। মনে অসম্ভব ঘৃণা নিয়ে সিক্কের কথার অর্থটা বিশদভাবে বুঝতে চেষ্টা করলো। সাথে সাথে শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন একটা হিমশীতল বাতাস বইতে থাকলো।

সিক্ক বলল—ববি, কথা বলছো না কেন? মোজা চেম্বের মতো তুমি তো মেয়ে পান্টাও!

হঠাৎ ববির মনে একটা নিষ্ঠুর ভাবনার উদয় হলো।

—সিক্ক, তুমি এই মেয়েটাকে পছন্দ করছো?

সিক্ক যেন লাফিয়ে উঠলো—ও হো, এইভাবে বলার কি আছে!

—তাহলে আমার গাড়ির জন্য দেড় হাজারের বদলে দুহাজার ডলার দিতে হবে। ইন্ ক্যাশ। আমি এখন তোমার সাথে এই গাড়ি সমেত জেনিকে অটোমোবাইল রেজিস্টেশন পুরো সই করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি টাকটা ওর হাতে দিও। এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে?

সিক্ক এবার খুশি মনে জেনির উরুর সাথে নিজের উরু ভালো করে ঘষে নিল।

—হ্যাঁ, মিস্টার, এইবার পরিষ্কার। তুমি বুদ্ধিমান।

সিক্ক লেনস্কের জীবনে নারী মূল বিষয় ছিল না। সে ভালোবাসত সুন্দর পোশাক, পকেটে যথেষ্ট টাকা, আর বেশ ভালো একটা গাড়ি। এখন যা অবস্থা, সিক্কের ওয়াডরোবে যথেষ্ট পোশাক, পকেটে এবং ব্যাগে সব সময় মোটামুটি ভালোই টাকা আছে। কিন্তু ভালো গাড়ি এখনও হয় নি। এবং ভালো নারীও নয়। তাই গাড়ি আর নারী এখন প্রয়োজন।

সিক্কের সাধ দামী গাড়ি। ক্রিসলার ইম্পেরিয়াল, লিঙ্কন কন্টিনেন্টাল অথবা ক্যাডিলাক এলডোরাডো। গাড়ি না থাকার তাকে ট্যাক্সি নিতে হয়। এমন কি অসময়ে সাব-ওয়ে ট্রান্সপোর্ট ধরতে হয়। তবু সিক্ক লেনস্ক কখনও শেভ্রলে বা ফোর্ড গাড়ি কিনবে না।

গাড়ির মতন নারী সম্পর্কেও তার একই মনোভাব। নিজের এবং প্রতিবেশী এলাকার মেয়েগুলো যাচ্ছে-তাই। নিউ ইয়র্ক আকসেন্টে কথাবার্তা, সস্তা রেডিমেড জামা কাপড়, বাজারে আদব-কায়দা তার অসহ্য। সিক্ক চায় একটি রিয়েল 'এ' ক্লাস মেয়ে।

সিক্ক বুঝেছে, প্রকৃত চালককে সব সময়েই উদ্যোগ নিতে হয়। ভাবনার চেয়ে কাজ অনেক মূল্যবান। এই মনোভাব তাকে ব্যবসায়ে উন্নতিতে সাহায্য করেছে। ভালো পোশাক, ভালো সব কিছুর সাথে একটি ভালো শ্রেণীর মেয়ে একান্ত দরকার। যেমন জেনি ও-ব্রায়েন। আজ রাতে আশা করা যায় সিক্কের জীবনের সব চাহিদা পূরণ হবে। অর্থাৎ অপূর্ণ দুই চাহিদা--গাড়ি ও নারী।

জুয়া খেলার পৃথিবী বেশ বড়, মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের জন্য সেখানে যথেষ্ট জায়গা আছে। সিন্ধ স্বপ্ন দেখতে থাকে—একটা দিন আসবে যখন এই ধনী ববি আর্নল্ড তার দরজায় মাথা ঠুকবে। সে তখন তাকে দোহন করে শুষে নেবে। তার কাছ থেকে আজকে এই দামী গাড়ি আর বক্ষগৌরবে ঐশ্বর্যশালিনী নারী, এই দুই সম্পদ ছিনতাই শুধু একটা সূচনা মাত্র। খেলা সবে শুরু।

আচ্ছা, ওই লেখক ব্যাটার কি হবে? সেই নিক ভার্ডার। বোবা ভবঘুরে। ওটাকেও কিছু ঘুষ দিতে হবে না কি? দিতে হলে, কত!

এই ভাবনাটা সিন্ধের ফূর্তিভরা মনটাকে কিছুটা বিমর্ষ করলো। কি ঘটতে পারে? বলা মুস্কিল, কারণ এই পথে পতন-উত্থান চলতে থাকে। কোন ট্রেনার ঘোড়ার ভেতর 'ডোপ্' ঢুকিয়ে দিয়ে বিশাল লাভ করতে পারে একদিন। হ্যাঁ, কিছু জুয়াড়ি পর্য্যন্ত হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে ভাগ্যজোরে। সিন্ধ জানে, তার পথে বিশাল কোন ক্ষতি সহ্য করা সম্ভব নয়। ঘোড়ার মাঠে অন্যরকম প্রতিকূল পরিস্থিতি হলে সিন্ধকে অন্যপথে উৎরাতে হয়েছে। ববি আর্নল্ড কত বলের বন্দের সে বুঝেছে, সেইভাবেই চাল চেলেছে। এখন নিক ভার্ডারের এলেমটা বুঝতে হবে।

না, এত ভাবনা কিসের! নিক ভার্ডারও তো এখন বেশ কিছুটা ঝাড়-খাওয়া অবস্থায় রয়েছে। সিন্ধ এখন ক্যাডিলাকের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। পরক্ষণেই জেনির উরুর উষ্ণ স্পর্শ স্মরণে এলো। মনের পর্দায় ভেসে উঠলোঃএবার দুজন চিরাচরিত নারী-পুরুষের প্রিয় খেলা আরম্ভ করেছে। ইয়েস স্যার, দারুণ জমাটি খেলা। তার আগে স্যামুয়েলটাকে ভাগাতে হবে। হতে পারে, কিছু টাকা দিয়ে ওকে একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য কোন একটা সিনেমা হলে পাঠিয়ে দিতে হবে। ব্যস্!.....

॥ ৮ ॥

এখন দুপুর। থার্ড এভিনিউ-এর একটি অফিস বিল্ডিং-এর বারোতলার ঘরে সি. স্মিথ জানলার ধারে বসে স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে 'ডেইলি নিউজ'-টার পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। কিছুক্ষণ আগে লাঞ্চে দু-ঘণ্টা কেটেছে, তারপর অফিসে ফিরে ডেস্কের ওপর জমে থাকা চিঠিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রগুলো দেখতে হয়। দ্রুতগতিতে সেই কাজ সেরে মেন'স্ রুমে গিয়ে একটু রিল্যাক্স করার সময় প্রায় বিকেল তিনটে। সি. স্মিথ তবু চুপচাপ বসে কাগজ পড়ছে এবং হাল্কা রিফ্রেশমেণ্ট কিছু খাচ্ছে।

বারবার দরজা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। সহকর্মী এসে যার যার কিউবিকেলে ঢুকে পড়ছে। সি. স্মিথ মৃদু হেসে সৌজন্য দেখিয়ে আবার কাগজে মন দিচ্ছে।

একটু পরে দরজায় টোকা। মহিলা কণ্ঠ—স্মিথ, আছ কি? খবরের কাগজ রেখে একটু বিরক্তি নিয়ে উঠে দাড়ায় স্মিথ, চুলটা হাত দিয়ে ঠিক করে দরজার কাছে যায়। ওঃ, স্যালির আগমন! এক ছোটখাট কালো চুল, সাদামাটা এক মেয়ে—যার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ বুক।

—স্মিথ, সুপারভাইজারটা একদম পাগল হয়ে গেছে। অথচ, তুমিও দেরি করে এসেছ, বহুক্ষণ লাঞ্চে কাটালে। আর এখন আর কোন কাজ করবে না। কি মুস্কিল!

লম্বা গোঁফের দুকোণ কাঁপিয়ে হাসলো স্মিথ।

—হ্যাঁ, আমারও চিন্তা হচ্ছে। মানে, ওই সুপারভাইজারকে নিয়ে।

স্যালির মুখে উৎকণ্ঠা—কিন্তু তোমারই বা হয়েছেটো কি? তুমি যদি ওভারটাইম করতে না চাও, তাহলে আমাদের বাকী সকলের দ্বিগুন খাটনি বেড়ে যায় তোমার কাজ নিয়ে। তুমি তো জান কত আগে চিঠিপত্র সব চলে যাওয়ার কথা!

মাথার পাতলা চলে হাত বুলিয়ে হাসলো স্মিথ, ভাবতে লাগলো বড়-বড় বুকের এই ইডিয়ট মেয়েটাকে নিয়ে একটু খেলা করা যাবে কিনা।

—এক কাজ করো, বাইরে গিয়ে সুপারভাইজার মহিলাকে একটা কিছু বলো।

—আরে, কি বলব?

—বলো, আমার শরীর খারাপ।.........আচ্ছা, বেবি ডল্—

স্যালি একটু পিছিয়ে গেল। স্মিথকে ভালো করে দেখে বলল—আমার চোখে তো তোমাকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে।

সি. স্মিথের হাতে দুই থাবা এখন পেয়ালার ভঙ্গি নিয়ে আচমকা সাপের মতো গতিতে এগিয়ে এসে বিনা ভূমিকায় স্যালির দুই স্তন চেপে ধরলো। হাতের সুখ স্পর্শে মনে হলো দুই শক্ত বাতাবি লেবু।

মুখে 'ছাড়ো' বললেও স্যালি নিজেকে ছাড়াবার কোন চেষ্টাই করলো না। তবু বললঃকি হচ্ছে স্মিথ! আফটার অল, ইট ইজ মেনস্ রুম।

উত্তেজিত স্মিথ তার নিজের কাজে এবার আরও বেশি করে মন-সংযোগ করলো। বিশাল বুক দুটোকে সে ধীরে ধীরে হাতের আদরে উত্তপ্ত করে তুললো।

—স্যালি, কি চেহারা বানিয়েছ?

স্যালি এবার চোখ বুজলো। বন্দিনীর ভঙ্গিতে স্মিথের মোটকা শরীরের ওপর লুটিয়ে আঃ -উঃ করতে শুরু করলো। নাকি সুরে বলল—কি বলছ কিছু বুঝতে পারছি না।

স্মিথ খুশি মনে এবার একটা হাত ওর ব্লাউজের মধ্যে প্রবেশ করালো। ব্র্যাসিয়ারের স্ট্রাপটা নিয়ে টানাটানি শুরু করলো।

—তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, বুঝতেই পারছ কি চাইছি আমি।

স্যালি হাঁপাচ্ছে—তা বুঝতে পারছি অবশ্য।

—তবে ঠিক আছে। তোমাকে তৈরি করা যাবে তো?

ব্র্যাসিয়ারের স্ট্রাপ ছিড়ে পড়লো পচা ফিতের মতো, স্যালি যেন ছিটকে পড়লো টাইলস্ মেঝের ওপর। সাথে সাথেই স্মিথের চোখের সামনে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। অদ্ভুত কাণ্ড! মেয়েটার ভয়ংকর বুক লাফিয়ে উঠে নিচে গড়িয়ে গেল। ঝুলে পড়ার সাথে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেল। শুধু বেলুন ফুটোর 'হিসস্' শব্দটা শোনা গেল না। তবে অন্য ধরনের আওয়াজ কানে এলো। দুটো শক্ত বলের মতো জিনিস স্মিথের বুটের ওপর ধপ করে পড়লো।

—হায় ভগবান! বলে স্মিথ নিচু হয়ে ফলস বুক জোড়ার একটা পিস কুড়িয়ে নিল।

কিন্তু স্যালি এবার উত্তেজনায় ভুগছে। তাই দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সে নাটকীয় সুরে লেডি চ্যাটার্লির ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে চলেছে—আমাকে নাও, এখুনিই, দোহাই তোমার, আমাকে বুঝিয়ে দাও আমি এক নারী। এখন, এই মুহূর্তে শুধু তোমার আর আমার!

স্মিথ এখন নকল বুক পরীক্ষায় মগ্ন।

—আরে বেবি, আমি আন্দাজ করেছিলাম কোথাও একটা গোলমাল আছে। তুমি যখন ঘরে ঢুকলে প্রথমে যেন তোমার বুক জোড়া ভেতরে এলো, তার পাঁচ মিনিট পরে তোমার বাকী ছোট্ট শরীরটা দেখা দিল। পিকিউলিয়ার! দূর ছাই—

স্যালি ছটফট করছে—এখন, স্মিথ, এখুনিই। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে—

স্মিথ বলল—এই নকল বুকের কথা আমি শুনেছিলাম। কিন্তু এই প্রথম হাতে নিয়ে চোখে দেখলাম। দূর ছাই!

এরপরেই দ্রুত নাটকীয় দৃশ্য নতুন করে শুরু হলো। সেই সুপারভাইজার, লম্বা ঘোড়ামুখ এক মহিলা—রাফ্ ইংলিশ টুইডের জামা গায়ে—উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল—কোথায় গেল স্যালি! সে নিজের অফিস ঘর ছেড়ে স্যালির খোঁজে হলঘরে এসে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করলো, দুজন এলিভেটর অপারেটর আর একজন তার অফিসকর্মী মেন'স রুমের দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। সুপারভাইজার মহিলা থমকে গেল, সে স্যালির গলার আওয়াজ ঠিক শুনতে পেয়েছে, তাই সে ছুটে এসে মুখোশধারী উদ্ধারকর্মীদের মতো কান-পাতা লোকগুলোকে ঠেলে সরিয়ে মেনস রুমে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পাঁচ মিনিট পরের দৃশ্য। সি. স্মিথ রাস্তায় ঘুরছে, তার চাকরি গেছে। সে একটি চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে ড্রাইভারকে বলল—গ্রীনউইচ ভিলেজের 'ফ্লাওয়ার স্পট' রেস্টুরেন্টে চলো।

গাড়ি পেছনের নরম চামড়ার সীটে স্মিথ একটু আয়াস করে বসার চেষ্টা করলো। ঠিক আছে, কুছ পরোয়া নেই। রেস্টুরেন্টে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আজ রাতেই পার্টিতে যাবে। জমাট পার্টি সারা রাত, ভোরবেলা এলাকার সবাই জানবে—হ্যাঁ, স্মিথ একখানা পার্টি দিয়েছে বটে!

কিন্তু স্যালির কি হলো?

সেটা স্মিথের জানা হয়নি এখনও।

হাউস্টন স্ট্রীট ছাড়িয়ে এভিনিউ অব আমেরিকার দিকে ফ্লাওয়ার স্পট রেস্টুরেন্ট। এটা একটা বাড়ি বলা যায়। বিটলরা সস্তা খাবারের জন্য এখানে ভিড় করে। খাদ্য অবশ্য বিশেষ সুস্বাদু নয়, কিন্তু গ্রাম্য মুর্গী প্রচুর পাওয়া যায়। আর একটা সুবিধে আছে, এখানে 'মিসেজ' রাখা যায়—ঠিক বার্তা ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে।

সিলিং বেশ নিচু, এ কোনা থেকে ও কোনা পর্যন্ত টেবিলে ঠাসা। সিলিং থেকে নানা ধরনের সস্তার জিনিস ঝুলছে—আলো, ছবি, খেলনা। দেয়ালের রঙ উঠে গেছে। এখানে আগন্তুক কিছু তথাকথিত শিল্পী তাদের কীর্তির প্রদর্শনী এখানে-ওখানে-সেখানে ছড়িয়ে রেখেছে। এটাই ডেকোরেশন, এর জন্য শিল্পীরা এক বোতল বিয়ার বা এক বাটি সুপ পেয়ে থাকে।

রেস্টুরেন্টের মালিক মিস্টার হেনরি প্রধান যেদিন এর উদ্বোধন করে সেদিন খুব একটা ভিড় জমেনি। নিন্দুকেরা রটিয়েছিল—খাবারের ডিশ ভালো করে ধোওয়া হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘরের আকাশে তামাকের কটু ধোঁয়া যেন ঝড়ো মেঘের মত ঘন। মেঝেতে—থুথু, খাবারের টুকরো, কুকুরের পায়খানা, অসুস্থ শিল্পীর বমি—কি নেই! (শোনা যায়, বহু শিল্পীই হেনরির রেস্টুরেন্টের খাবার খেয়ে বমি না করে পারে না।)

হেনরি—যে মালিক—তাকে সবাই এক কথায় বাস্টার্ড বলে তুচ্ছ করে। টাকমাথা, দাড়িওয়ালা, দন্তহীন রোগাটে চেহারার হেনরি একাধারে মালিক, প্রধান কুক, প্লেট ওয়াশার এবং ওয়েটার।

তাকে দেখা যায়, খাবারের প্লেট হাতে সারা ঘরে ঘুরছে, কিন্তু খাবার দেবার আগে হেনরি দাম নিয়ে নেয়। কাউকে ধারে খেতে দেওয়া তার নীতিবিরুদ্ধ। গরম সুপের বাটি হাতে নিয়ে সে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু কাস্টমার শিস্রী কাশতে কাশতে যতক্ষণ না দাম দিচ্ছে, ততক্ষণ খাবার টেবিলে রাখা হবে না। যদি খুচরো পেনি গুনতে খদ্দের টাইম নেয়, হেনরি গরম খাবারের প্লেট হাতে গার্ডের মতো শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। খাবারের ধোঁয়া তার লোমভরা নাকের ফুটোয় ঢুকে তাকে অস্বস্তি দিলেও সে ধৈর্য্য ধরে সহ্য করবে। তার নাকের জল গড়িয়ে যদি দু-এক ফোঁটা খাবারের ওপর ঝরে পড়ে, কিছু করার নেই।

—এক পেনি কম আছে।

বলা মাত্র কাস্টমারকে সেটা দিতে হবে। যদি না দিতে পারে, হেনরি চিৎকার করবে—বাইরে যান, মিস্টার। খাবারের প্লেট কাউন্টারে রেখে সে ফিরে আসবে সেই কাস্টমারকে তাড়িয়ে দেবার জন্য।

তবু লোকে এখানে আসে কেন? কারণ আছে। প্রথমতঃ, হেনরি অল্পদামে বেশি পরিমাণে খাবার দেয় ; দ্বিতীয়তঃ, এখানে গোপন বা জরুরী বার্তা রাখার সুযোগ আছে। বার্তা পাওয়ারও। কিছু ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। Paris Soir-এর পুরনো কপি থেকে শুরু করে সদ্য প্রকাশিত France-Amerique-ও এখানে মিলবে।

স্মিথের এই জায়গার প্রতি আকর্ষণের ভিন্ন একটা কারণ আছে। ফোর্থ এভিনিউ-এর বইয়ের দোকান ঘাঁটার পর এখানে হঠাৎ স্মিথ Cordos Bleu নামে একটা পুরনো বই পেয়ে যায়। ১৯০১ সালের এডিশন। ছেঁড়াফাটা এই বইটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল স্মিথের। এই প্রাপ্তির সূত্রেই স্মিথ হেনরির ক্যেবারেট কাস্টমার হয়ে যায়।

নিক ভার্ডার কিছুক্ষণ পড়ে Racing Form-এর কপিটা সরিয়ে রাখে, ঘোলাটে কফিতে চুমুক দেয়। মনে পড়ে, রেসের বুকি সিদ্ধ লেনঅকে সে একশো ডলার দিয়েছে ব্ল্যাক বিগহেড ঘোড়ার পেছনে লাগাতে। সেটা বোকামি হয়েছে এখন নিক বুঝেছে। লেনঅকে এত তেল দিয়ে, খোসামোদ করে কি লাভ তার?

অন্যদিকে, জেনি ও ব্রায়েনের ব্যাপারটাও ভাবার মতো। অবশ্য দুজনের মধ্যে সব শেষ, এখন তাই মনে হচ্ছে। জ্যাকি থর্নবার্ন যা বলল, তারপর জেনিকে ফোন করারও কোন মানে হয় না। ভাবা যায় না—জেনি সেই সময় সারাক্ষণ ববি আর্নল্ডের বাড়িতে লুকিয়েছিল! দীর্ঘশ্বাস ফেলে নতুন কোন শপথ নিতে গিয়ে আবার সিগারেট ধরায় নিক, যদিও ধূমপানে পর্য্যন্ত ইচ্ছে হচ্ছে না।

আনমনে ধোঁয়া ছাড়লো নিক। এখন তার উচিৎ ছিল কোন পাবিলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশুনো করা। কিছু রিসার্চের বিষয় রয়েছে। তার জীবন থেকে জেনি সরে গেছে, তবু তো এই জীবনটা কাটাতে হবে।

হঠাৎ সামনের দরজা খুলে গেল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে বন্ধ ঘরে মশলার গন্ধভরা বাতাসের সাথে মিশলো। ফ্লাওয়ার স্পট-এর দরজায় দাঁড়িয়ে সি স্মিথ একজন অভিনেতার ভঙ্গিমায় দর্শকদলকে দেখছে। দু-একজনকে হ্যালো, হাই, বলে সে নিকের টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো।

—ম্যান, কি ব্যাপার! চোট পেয়েছ নাকি? এখানে তোমাকে দেখার জন্য আমি বেঁচে থাকব, এটা আগে ভাবতে পারিনি।

একটা চেয়ার টেনে বসলো স্মিথ।

নিক বললঃতোমার সাথে কিছু কথা আছে।

—বিজ্নেস? আজ রাতেই নাকি হচ্ছে?

—হ্যাঁ, তবে জেনির ব্যাপারে নয়।

—যাই বলো। আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করছি সে কাজগুলো ভালো করছে না। তবে......হয়তো তুমি সেসব শুনতে চাও না, আর আমিও তোমাকে সব কিছু বলতে পারিনা। সরি! মেয়েটা আসতো যেন রাজপরিবারের কাজিন।

—আচ্ছা, তুমি জ্যাকলিন থর্নবার্নকে চেনো?

স্মিথ চোখ উল্টে, নিচের ঠোঁট ফুলিয়ে বিড়বিড় করলো —কল মি জ্যাকি, ডার্লিং!

—আমি পার্টিতে তাকে নিয়ে যাচ্ছি।

—শী ইজ আ বিচ্।

—সকলেই তো একবার করে চেষ্টা করেছে। এবার বোধহয় আমার পালা। দেখাই যাক না।

—তা তুমি শরীর নিয়ে যা খুশি করতে পারো। তাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু—

অকস্মাৎ ভূতের মতো হেনরির উদয়।

—বলুন স্যার, কি চাই?

স্মিথের দিকে প্রাশিয়ানের ধাঁচে মাথা নিচু করে হেনরি—আমার ডিয়ারেস্ট কাস্টমার, আপনি যা বান, সেটাই দেব তো?

—সুপ, কফি আর ফ্রেঞ্চ ব্রেড। আর, হেনরি, আমি তোমাকে একটা ক্রিস্টমাস প্রেজেন্ট দেব। এক বাক্স রুমাল।

দন্তহীন হাসি হেনরির। মুখের ভেতরটা গুহা গহ্বরের মতো দেখালো।

—কৃতার্থ হলাম। কিন্তু রুমালগুলো চাই বিশুদ্ধ আইরিশ লিনেনের।

আবার মাথা নত অভিবাদন জানিয়ে চলে যায় হেনরি, দূরে অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়।

নিক জিজ্ঞেস করে—পার্টি কটার সময়?

—আমি তোমায় বলেছিলাম আটটায়। শোন ভাই, একটা বোতল অবশ্যই এনো।

সি. স্মিথ নিজের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট টেনে নেয়। ধোঁয়া ছেড়ে বলে—ভালো কথা, এখন থেকে আমি কিন্তু বেকার পার্লামেন্টের সদস্য, জানো কি?

—চাকরি ছেড়ে দিলে নাকি?

—হ্যাঁ, তাই। ছেড়েই দিলাম।

নিক চেয়ারে হেলান দিয়ে তার গোলমুখ সঙ্গীর দিকে তাকালো। আধা-অন্ধকারে মুখটা অতি অস্পষ্ট যদিও। কিছুক্ষণ পরে ঘুরে ফিরে জেনির চিন্তাই ফিরে এলো, কত সুন্দর কেটেছিলো বহুবার। আশ্চর্য, কিসের জন্য, ঠিক কি কারণে সব গোলমাল হয়ে গেল?

হ্যাঁ, নিকের নিজের মধ্যেই দুটো সত্তা রয়ে গেছে। একটা হলো বোহিমিয়ান ভবঘুরে জীবন, শিল্পীসুলভ চিত্ত। আরেকটা, সোজাসুজি পথে রক্ষণশীল ধাঁচের চাকরির নিরাপত্তা ও

শান্তির জীবন। এই দ্বিতীয় সত্তাটা জেনি তৈরি করেছিল। কিন্তু তার জন্য সম্পর্কের চিড় ধরবে কেন? জেনি নিকের সামনে নিজের দেহ মেলে দিত, পাশাপাশি তার লেখার কঠোর বিদ্রূপ করতো। সত্যিই নিকের পিঠে জেনি বেশ শক্তি নিয়ে চেপে বসতো। আচ্ছা, যদি নিক সাধারণ জীবনই বেছে নিত, রোজ ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে পোশাক পরে রুটিন অফিস জীবন পথে সাবওয়ে ধরতো, কি পুরস্কার পেত সে? প্রতিরাতে পাঁচ মিনিটের জন্য বিছানার ওপর কুস্তি করা, এই তো। নিককে মানতেই হয়, শুধু একটা বিশাল উপভোগের দেহ ছাড়া জেনির আর আছেটা কি?

তবু, সত্যি কথা, সে জেনিকে চিনে উঠতে পারেনি। হয়তো শরীর ছাড়াও তার আরোও কিছু সম্পদ আছে, অন্য কোন গুণ—যা নিকের জানা নেই। তাতে বরঞ্চ ভয়ই বেড়ে যায়, কারণ নিক এখন তার ভবিষ্যৎ স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারছে না। এতদিনের সম্পর্কটা কি ছিল? কিছু জড়াজড়ি, ভালো খাবার পোশাক ইত্যাদি নিয়ে কথা, আর প্রতিরাতে তর্কবিতর্ক।

কে দায়ী? কি ভাবে, কোন রাস্তা দিয়ে ববি আর্নল্ডের প্রবেশ যে তার 'ভার্জিনিটি' লুট করলো, এবং—খুব সম্ভব—তাতে জেনিকে তৃপ্ত করলো?

কল্পচোখে সে দেখতে থাকলো—ওরা দুজন, ববি ও জেনি। নগ্ন অবস্থায় দেহযুদ্ধে রত, জেনির সেই কঠিন, ক্রীম রঙের দুই উরু, ববির ক্লান্ত শরীর চিত হয়ে আর্চের মতো উঠছে, নামছে। জেনি মুখ হাঁ হয়ে গেছে। ধীর-দ্রুত-ধীর-দ্রুত ছন্দে শরীরের গতি মিলিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। ববির হাসির শব্দ—যার মধ্যে জয় ও ঘৃণা দুইই মিশে আছে।

মরুক গে! নিক দুহাতে চোখের পাতা চেপে ধরলো। আচ্ছা, কি করে জেনি ববির সাথে এমন অমার্জনীয় অবাক-কাণ্ড ঘটাতে পারলো? না, না একি সম্ভব! নিক দুহাত মুঠো করে টেবিলের ওপর আঘাত করলো। ফলে কাচের গেলাসগুলো লাফিয়ে উঠলো। বড় ট্রে-টা মেঝেতে পড়ে ঝনঝন আওয়াজ ছড়ালো।

স্মিথ চেঁচিয়ে উঠলো—আরে, ম্যান, কি হয়েছে তোমার? আমার সুপ যে উল্টে গেল!

—ওঃ—নিক চোখ খুলে যেন বাস্তব জগতে ফিরে এলো। মাথা নিচু করেই সে হেনরির শরীরের রসুনের গন্ধভরা উগ্র উপস্থিতি টের পেল।

—উঠে পড়ুন মিস্টার। হাউস্টন স্ট্রীটে আমার এই ফ্লাওয়ার স্পটে কোন পাগল-ছাগলের জায়গা নেই। বুঝেছেন? এখন কেটে পড়ুন।

নিক উঠে দাঁড়ায়। টলতে টলতে দরজার দিকে এগোয়। স্মিথের দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করে না। অবশ্য পেছন থেকে স্মিথের গলা ভেসে আসে—রাতের পার্টির কথা ভুলো না কিন্তু! জমাট পার্টি হবে।

॥ ৯ ॥

সূর্য্যাস্তের শেষ আলো এসে পড়ছে ইস্ট রিভারের ওপর। দূরের তীরভূমি যেন একটা তামার চাঁদোয়া, আর এপারে ম্যানহাটনের দিকটা গভীর ছায়াচ্ছন্ন। ওপর জেনি ও ব্রায়েন দাঁড়িয়ে, ঠান্ডা বাতাসে তার চুল উড়ছে, উত্তপ্ত দুই গাল শীতল হয়ে যাচ্ছে।

সে এইমাত্র ববি আর্নল্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। সকালবেলায় ববির ঘরে নিক ভার্ডারের আগমনের স্মৃতি তার মনকে ভারাক্রান্ত করছে। অনুশোচনাও হচ্ছে। একি ঘটে গেল! অতি কষ্টে চোখের জল আটকাতে চেষ্টা করে সে, সারা শরীর এখনও কাঁপছে।

আর সেই জঘন্য রেসের বুকিটা! ওই সিদ্ধ লেনক্স! ববি এই ঠগটার কাছে তাকে পাঠালো গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র দিয়ে। ছিঃ! না, সে এভাবে যেতে পারে না। কিছুতেই না।

জেনির জামাকাপড় এখন কুঁচকে গেছে, ময়লা হয়েছে। এমন একটা বিভ্রান্তি—জেনি বুঝে উঠতে পারছে না কোনদিকে যাবে। জানা কথা অবশ্য, সব মেয়ের জীবনেই এই ব্যাপারটা ঘটে। পাড়ার বহু মেয়ের কুমারীত্ব চোদ্দ বছর বয়েসেই শেষ হয়েছে, জেনি সেটা জানে। ওদের কাছে এটার অর্থ গভীর কিছু নয় : অন্ধকার সিঁড়ির নিচে পরস্পরের গায়ে হাত দেওয়া, অপটু বিনিময়, তারপর একটা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দ্রুত অবসান। এতে কারুরই কোন তৃপ্তি হয় না। যেমন ববির সাথে ব্যাপারটা তার ঘটেছে। শুধু একটা অঘটন।

জেনি শুনেছিলো, মেয়েরা তার প্রথম জনকে, তার গ্রহণ করাকে সব চেয়ে ভালোবাসে। কিন্তু ববির কথা ভাবলে জেনির ঠিক সেইরকম ভালোবাসা মোটেই জাগে না। কেমন একটা মিশ্র অনুভূতি হয় মাত্র।

ঠিক আছে, এখন সে আর কুমারী নয়, সে এখন নারী। কিন্তু তার জীবনে তাকে নারীত্বে আনতে এমন একটা বাস্টার্ড এলো কেন? এর চেয়ে নিককে মেনে নিলে কি ক্ষতি হতো?

জেনি দেখছে—নিচ দিয়ে গাড়িগুলো ছুটছে ইস্ট সাইড হাইওয়ে দিয়ে ব্রংকস বা ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির দিকে। ধীরে ধীরে জেনি নদীর কাছ থেকে সরে এসে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ায়। রাস্তা ক্রস করতে হবে, ওদিকে ইস্টসাইড রিভারড্রাইভ। ওইখানে তার বন্ধু জ্যাকলিন থর্নবার্নের বাড়ি। তার সাথে দেখা করতে হবে। অন্ততঃ একজন কারুর সাথে জেনি এই ব্যাপারে কথা বলতে চায়।

বিশাল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সে। এখন ধীরে চলায় তার পায়ের শব্দ মৃদু। দারোয়ান তাকে চেনে, সে মাথা ঝোকালো। এলিভিটরে বোতাম টিপলো। এলিভিটরের ভিতরে আয়নার কাচ বসানো দিকটায় হেলান দিয়ে জেনি চোখ বুজলো। মনে পড়লো—ববির সাথে সেকেণ্ড রাউণ্ডটা ভালো হয়েছিলো। যন্ত্রণা ছিল না। একটামাত্র অনুভূতি ছিল—কি বলা যায় সেটাকে? প্যাশন? স্রেফ নির্বোধ প্যাশন।

হ্যাঁ, দ্বিতীয়বার সে আচরণ করেছে অভিজ্ঞতা নিয়ে। বলা যায়, এক অভিজ্ঞ বেশ্যার মতো। ভাবতেই জেনির গাল লজ্জায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, তারা তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিলো, ধীর গতিতে দেহ চালিত হচ্ছিলো। তখন হঠাৎ ববি থেমে গিয়েছিলো, কিন্তু জেনি তার নিজের নিম্নাঙ্গকে তখনও উত্থান-পতন, এপাশ-ওপাশে ছটফটানিকে শান্ত করতে পারে নি, গায়ের ওপর ববির সম্পূর্ণ দেহভার সত্ত্বেও। ববির মুখ তার দুই বুকের মধ্যে ঢুকে গিয়ে উষ্ণ-ভেজা আরাম সঞ্চার করছিলো, শরীরের আনন্দে হাঁপিয়ে তুলছিলো। ববি জানতো—কি করে জেনির দেহের উত্তেজনার সাথে তাকে সঙ্গতি রাখতে হবে। জেনির কানেকানে এমন সব কথা বলতে হবে যাতে সে পুলকে আর্তনাদ করতে থাকে।

—ইস! কি জঘন্য কাণ্ড করলাম আমি!

জেনি এখন লজ্জা, অনুশোচনায় মাথা নিচু করে।

সোফার ওপর গ্রুন্ডিক-হাই-ফাই টেপে এখন বাজছে Wenn die beste Freudin. সম্পূর্ণ নগ্ন জ্যাকলিন থর্নবার্ন সাউণ্ডের ভল্যুম ঠিক করছিলো—যাতে মার্লিন ডেট্রিকের গলাটা ভালো

শোনা যায়। এই সুরটা রেকর্ড করেছিলো এক জার্মান কোম্পানী খুব সম্ভব ১৯২০-র প্রথম দিকে। জ্যাকলিনের ভাগ্য ভালো হামবুর্গের স্ট্যাণ্ডামের এক পুরনো রেকর্ডের দোকানে এটা খুঁজে পেয়েছিলো।

দরজার ঘণ্টা টুং করে বেজে উঠলো। জ্যাকলিন—'দূর ছাই' বলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুললো। জেনি ও ব্রায়েন ঘরে এলো।

আবার বাথরুমে। বার্থটাবের জলে আঙুল ডুবিয়ে তাপ পরীক্ষা করলো জ্যাকলিন। তারপর বাথটাবে নেমে গেল। ভাণ করলো যেন একটা সুইমিং পুলে ডাইভ দিল সে—হু-ইইই!

জেনির দিকে তাকিয়ে বলল—তারপর? শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হলো, ডার্লিং?

ওর শরীর এখন গলা পর্যন্ত জলে ডুবে রয়েছে। তাই বুকের গোল যে অংশটুকু জলে ভেসে আছে, মনে হচ্ছে—যেন পিংক রঙের বাস্কেটবলের মতো কোন তরুণীর স্তনযুগল।

এখন লিলিয়ান হার্ভে গাইছে—Lass mich heut Abend niecht allein.

টেপরেকর্ডারের দিকে তাকিয়ে জেনি জিজ্ঞেস করলো—ওটা কোথায় পেলে?

—ও, ওটা শেষবার ইউরোপ ট্যুরের সময় যখন হামবুর্গে গিয়েছিলাম, তখন।

—কিন্তু ওই গানগুলো জঘন্য, তুমি শোনো কি করে?

—যদি বলো জার্মান বলেই ও গানগুলোর দোষ, তবে আমি পাল্টা বলতে পারি, নাৎসী শাসনের আগে ওদের জন্ম। ওই গানগুলো শুনলে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। ধরো, জেনি, আমি যদিও তোমার ঘরে গিয়ে শুনতে পাই জন ম্যাককর্মিকের কোন রেকর্ড, বা তোমার মায়ের মুখে I dreamt, I dwelt in marble Halls, অথবা বেশ মন ভোলানো কোন কাউন্টি কর্ক নাম্বার—আমার কিন্তু দারুণ ভালো লাগবে।

জেনিকে খোঁচাটা হজম করতে হলো। ঠোঁট কামড়ালো সে।

—আচ্ছা জ্যাকলিন, এখন তোমার সাথে কয়েকটা জরুরী কথা বলতে পারব?

—কল মি জ্যাকি, ডার্লিং! নিশ্চয়ই পারবে। তাই তো আমরা বন্ধু!

জ্যাকলিন যাই মনে করুক, জেনি উঠে গিয়ে রেকর্ড প্লেয়ারের ভলুম কমিয়ে দিল। একটু বেশিই কমে গেল, প্রায় ফিশফিশ শোনাচ্ছে গানের সুর। বাথরুমটা অবশ্য বেশ বড়, তবু গরম লাগছে, সর্বত্র জ্যাকলিনের বাথসেন্টের গন্ধ। সিলিং-এর মাঝখানে একটা বিরাট গ্লোব, তার ঠিক নিচে দেয়াল জুড়ে ঘাম আর বাষ্প মিশে একটা মোটা মালার মতো দাগের সৃষ্টি হয়েছে। জামার কলার ঠিক করে জেনি এবার টয়লেট সীটের কভার টেনে বসলো। সুন্দর ভেলভেটের কুশন-আঁটা টয়লেট সীট।

চট করে মনে মনে একবার আজকের সকাল ও বিকেলের দৃশ্যগুলো দেখে নিল। জেনির বলার ফাঁকে ফাঁকেই জ্যাকলিন কিছু কিছু প্রশ্ন করে বাধা দিচ্ছিল, ঠিক যেমন করে উকিলরা মক্কেলদের দুর্দশার কথা শোনে।

—এবং নিক ববিকে পেটালো। ঠিক তো?

—হ্যাঁ, আমি নিজে লুকিয়ে দেখেছি। নিক ববির দিকে তেড়ে গেল, বেশ মারধর করলো, উল্টে ফেলে দিল।

স্মৃতিচারণ করতে করতে মাথা নাড়ছিল জেনি।

—কিন্তু এমন মার খায়নি যাতে ববি একেবারে উঠে দাঁড়াতে না পারে, বা কাজকর্ম করতে না পারে। তাই তো?

—কি বলতে চাইছ?

—বলতে চাইছি, মার খেয়েও ও উঠে আবার তোমাকে বিছানায় নিয়ে যেতে পেরেছিলো। তাই তো? ও, ডার্লিং লজ্জা পেও না। আমরা এখন পরিণত বয়েসের মহিলা, কনভেন্টের কিশোরী নই।

—আঃ, জ্যাকলিন, তুমি কিন্তু ভীষণ কড়া, তাই না।

—কড়া! ....আসলে আমি প্র্যাকটিকাল। আর ডার্লিং, তুমি কি দয়া করে আমায় 'জ্যাকি' বলে ডাকবে?

জ্যাকলিন এবার ভালো করে জেনিকে দেখলো। সত্যি, জেনিকে এখন বিধ্বস্ত, কাহিল দেখাচ্ছে।

জ্যাকলিন বলল—আমি অবশ্যই বলব—ববি আর্নল্ড আমায় কখনও এমন অবস্থা করে নি। বরং আমার সঙ্গে ব্যাপারটা উল্টো হতো। ববিই ধসে যেত। আর আমি আরামসে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতাম। একদিন অবশ্য এমনও হয়েছিল—আমি গাড়ি নিয়ে যাইনি। তখন মুহ্যমান ববির গলায় স্কচ ঢেলে চাঙ্গা করিয়ে আমি ওকে দিয়ে ওর গাড়ি চালাতে বাধ্য করি।

—তাহলে তুমিও ববি আর্নল্ডের সাথে শুয়েছ?

—ডার্লিং! আমাদের সার্কেলের প্রত্যেক মহিলাই কি তা করেনি? হ্যাঁ, কয়েকজনের পক্ষে ববির কাছে ঘেঁষতে একটু সময় লেগেছে—এই যা। অথবা উল্টোটাও হতে পারে। ববিই সময় নিয়েছে তোমাকে তার কাছে যেতে দিতে।

—ইউ আর আ বিচ:

জ্যাকলিন দম পেয়ে সিলিং-এর দিকে তাকালো।

—হে ভগবান, আমাকে ধৈর্য্য দাও। এই হতভাগ্য মেয়েটি আমার বুকে রাজকীয় ব্যথার সৃষ্টি করছে। আই মিন, এই জেনি। শোন, তোমরা এই সব মেয়েরা নিজেদের গা বাঁচিয়ে ছাব্বিশ বছরে যখন পৌঁছে যাও, তখন দারুণ ভীতু হয়ে যাও। প্যানিক হয় তোমাদের। তোমরা একজন একনিষ্ঠ পুরুষ পেতে চাও। তাকে তৈরি করতে, মাতাল করতে বা বিয়ে করতে চাও—যেন তেন প্রকারেণ। যেন তোমার জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে। ছাব্বিশ বছর বয়েসটা তোমাদের মনে একটা ডেঞ্জার পয়েন্ট। এখনই কিছু ঘটাতে হবে। নয়তো জীবন পচা বস্তার মতো আবর্জনা হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি ইউরোপীয়ান, আমি সব ঘটনার মুখোমুখি হতে পারি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে। হায়, আমি ভুলেই গেছি—কখন, কবে কার কাছে আমি কুমারীত্ব হারিয়েছি। এইটুকু শুধু মনে আছে, ঘটনাটা ঘটে যাবার পরে শুধু ভেবেছিলাম—ও, এই ব্যাপার! এর জন্যই পৃথিবীতে সমাজে এত মাতামাতি!

—ভালো। কিন্তু আমি তোমার মত হৃদয়হীন, বিবেকশূন্য মেয়ে নই। কোন কিছুর পরোয়া না করে এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায় লাফিয়ে বেড়ানো আমার পথ নয়। কিন্তু তোমার যদি তাই মত হয়, তাহলে কোন কথা নেই। আমি বরং টেলিভিশন দেখি!

তীক্ষ্ণ সুরে জ্যাকলিন বলল—দেখ ডার্লিং, তুমি কিন্তু এবার নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ। মানে আক্রমণ ঠেকাচ্ছ।

জেনি উত্তর দিল—তুমিও স্বীকার করতে চাইছ না তুমিও একজন পুরুষ খুঁজছ, এবং তাকে এখনও পাওনি। আমার সন্দেহ আছে, কোনও পুরুষের কাছ থেকে তুমি আদৌ কোন আনন্দ পেয়েছ কিনা। তোমাকেও বিচার করা দরকার।

—আমার ঘরে বসে আমার সাথে যুদ্ধ করো না, ডার্লিং, ভুলো না তুমি এখন শুধু শিখছ, অনেক শেখার বাকী, মিছিমিছি মনকে উত্তেজিত করো না।

জেনি উঠে দাঁড়িয়ে আবার পোশাক ঠিক করলো—

—তোমার এখানে আসা আমার পক্ষে শুধু সময় নষ্ট হলো। তুমি একটি কঠিন মনের বিচ্ ছাড়া কিছু না। শুধু সারা জীবন একটার পর একটা চোরের সাথে মিশে তোমার টাকা হয়েছে। এ ছাড়া আর কিছু নেই।

—তোমারও অতীত বোধ হয় নরকের মতো। তবু বলব—তোমার বর্তমান অবস্থার চেয়ে সেটাও ভালো ছিল। তাই তুমি ভাঙ্গা বাজনা বাজিয়ে যাও। ঠিক আছে, আজ থেকে একবছর পরে তোমার অবস্থাটা আমি দেখব। শুনে রাখো, আমি ববি আর্নল্ডকে চেয়েছিলাম, সেও আমাকে চাইত, তোমার সাথে তার ক্ষণিক সম্পর্ক হতে পারে। এর বেশি আর আমার কিছু বলার নেই।

জ্যাকলিন দুহাত তুলে ধরলো—যেন কোন প্রেমিককে আলিঙ্গন করতে চাইছে। চোখ বুজে আছে সে। পশ্চাদদেশের দোলানি দিয়ে সুগন্ধী স্নানের জলে সমুদ্রের ফেণা সৃষ্টি করছে।

জ্যাকলিন আবার বলে—হ্যাঁ, যদি চাও, তোমার সময় তুমি বুঝে-সুঝে নিতে পার, তবে নিজের সম্বন্ধে বেশি উঁচু ধারণা রেখো না। তোমার কথায় আমার কিছু আসে যায় না। তোমার চেয়ে অনেক ভালো মহিলারাও আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে। যাই হোক, আমি কথার বিষয় পাল্টাতে চাইছি না, তবু বলছি —নিক ভার্ডারের খবর কি?

জেনি মুখ নিচু করে বলল—আমি তার সাথে অবহেলার আচরণ করেছি। বেসিক্যালি, সে ভালো লোক। মনে হয়, আমি যদি বোঝাই, সে বুঝবে।

—সে ইতিমধ্যেই সব কিছু জেনে গেছে। আজ বিকেলেই আমায় ফোন করেছিলো। ইয়র্কভাইলে এক রেস্টুরেন্টে আমরা দেখা করেছিলাম। সেখানে সুন্দর কেটেছে, আর আজ রাতে গ্রীনউইচ ভিলেজে একটা পার্টিতে আমরা যাচ্ছি।

কথা বলতে বলতে জ্যাকলিন তার দুই বুক নিজের হাতে ধরে ঘষাঘষি করতে লাগলো। স্তনবৃন্তদুটো নিয়ে 'টিজ' করতে থাকলো, ক্রমশঃ বোঁটা দুটি শক্ত হয়ে উঠলো।

জ্যাকি বলল—তারপর সে আমাকে ঘরে পৌঁছে দেবে।

জেনি অতি কষ্টে দম নিল। জ্যাকলিন থর্নবার্নের দীর্ঘ সুঠাম চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর সজোরে থুথু ফেললো।

—তুই বেশ্যা, পচা বেশ্যা। আমি একটা যে রুচিশীল মানুষকে জানি, তুই তাকেও ছিনিয়ে নিচ্ছিস।

জ্যাকলিন বাথটাবের পাশ ধরে অর্ধেক উঠলো। জল-উপচে পড়লো টাব থেকে।

—বেরিয়ে যাও, গেট আউট অব মাই হাউস। আর আমাকে বেশ্যা বলো না, বোনটি আমার। আমরা সকলেই এখন এক নৌকোয় চড়েছি। আজ সকালেই তুমি তোমার কুমারীত্ব হারিয়েছ। তাই না? ইউ আর নো মোর আ ভার্জিন! হাঃ হাঃ—

জেনির চোখ এবার বাথরুমের চারপাশে ঘুরলো, কোন একটি যন্ত্র, একটা অস্ত্র পাওয়া যায় কিনা! টেপ রেকর্ডারটা চোখে পড়লো, যদিও সে বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্সের বিশেষ কিছু জানে না। সে প্লাগ, তার সমেত টেপরেকর্ডারটা শূন্যে তুলে জ্যাকলিনের গায়ে ছুঁড়তে চাইলো।

জ্যাকলিনের আর্তনাদ—কারেন্ট লাগবে, আমি মারা যাব!

—ঠিক তাই।

জেনির হাত থেকে সেই যন্ত্রটা এবার বিরাট জোরে আছড়ে পড়লো বাথটাবের মধ্যে। এত জোরে, যে প্রায় চারভাগের তিনভাগ জল ছিটকে উপচে পড়লো। যেন নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সুগন্ধী জল ঝাঁপিয়ে এলো মেঝের টাইলসের ওপর। উপচে পড়া জলের আনন্দ নৃত্যে সব কিছু যেন ভেসে গেল—বাথ টাওয়েল, ফ্লোর ম্যাট, প্রসাধন দ্রব্য, পুরনো রের্ডের স্তুপ—এমন কি জেনিও।

বাথরুমটা ঘরের মেঝে থেকে প্রায় এক ফুট নিচে হওয়ায় জল অন্য ঘরে যায় নি। জেনি বাথরুমের জলে অর্ধেক-ডুবন্ত। নিজের কাণ্ডে নিজেই স্তম্ভিত জেনি সংবিত পেয়ে উঠে দাঁড়ালো, দরজার কাছে গেল।

এইবার খেয়াল এলো, তাই প্রায় জলশূন্য বাথটাবে উলঙ্গ জ্যাকলিনের এখন কি অবস্থা, তাই দেখার জন্য পেছন ঘরে উঁকি দিল জেনি।

—ইউ বিচ—জ্যাকলিন এবার গর্জে উঠলো—সৌভাগ্য আমার, তুমি ইলেকট্রিক প্লাগটাও টেনেছিলে, নয়তো আমি এতক্ষণে মরে কাঠ, আর তুমি পুলিশের হাতে। আর তারা তোমাকে নিয়ে সিং-সিং-এর পথে।

জেনি গলায় হাত দিয়ে নিজের আর্তনাদ আটকে কোন মতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

॥ ১০ ॥

হ্যামণ্ড হাউসের বিশাল দরজাটা দিয়ে একটা সার্কাসের হাতি অনায়াসে গলে যেতে পারে মনে হয়। ভেতরে সুন্দরী গ্ল্যামারাস মেয়ের দল, যাদের দেখে লাস ভেগাসের কোরাস গার্লদের কথা স্মরণে আসে, তারা সবাই টাইপিস্ট। ওদের রেট সপ্তাহে ষাট ডলার। অলিভেট্টি টাইপ রাইটারে তারা একসাথে ঝংকার তুলে টাইপ করে যাচ্ছে। একটি চামড়ার সোফায় হেলান দিয়ে নিক ভার্ডার তাদের দেখছে, এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে ম্যাগাজিন পড়ছে। কিছুক্ষণ পড়ে পাশে সরিয়ে রেখে নিজের ডান হাতটা ভালো করে দেখে নিক। হাতের সেই চোট, ববিকে মারার সময়! উল্টোপিঠের ফোলাটা কমেছে। কিন্তু চামড়াটা লাল হয়ে আছে এখনও।

—মিস্টার ভার্ডার!

লাল চুল একটি সুন্দরী মেয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে ভিজিটরস রুমে এলো। পরণে টাইট-ফিটিং কালো স্যুট, পায়ে তিন ইঞ্চি হিলের জুতো।

নিকের বুক ধড়ফড় করছে—ইয়েস!

—মিস্টার হ্যামণ্ড আপনাকে ডাকছেন।

নিক ভাবছে—শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত হলো মিস্টার হ্যামণ্ডের। মেয়েটির পিছু পিছু যেতে তার চোখ তৃপ্ত হলো। লক্ষনীয়, কাটা স্কার্ট সত্ত্বেও মেয়েটির নিতম্বনর্তন অপ্রকাশ্য থাকছে না। অথবা, হতে পারে মেয়েটি ইচ্ছাকৃতভাবে এই পশ্চাদদেশ দোলানিতে সজাগ যত্নবতী।

এক মহিলা দরজা খুললো। ওয়েটারদের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে ঘরে আহ্বান জানালো। নিক প্রবেশ করলো হ্যামণ্ড হাউসের অফিসে। আফ্রিকান ঘাসের মতো পুরু কার্পেট ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল—হ্যালো।

মিস্টার হ্যামণ্ড টেবিল ছেড়ে উঠে এলেন। চশমা খুলে নিকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। যদিও হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়ালেন না। কাঁধের ঢাল রাখা এক ধরণের আইভি লীগ স্যুট

পরেছেন হ্যামণ্ড। এই পোশাকটা ঠিক ওকে মানাচ্ছে না, চওড়া হিপ অথচ সরু কাঁধের এক বালকের মতো চেহারা, অনেকটা কোকাকোলা বোতলের কথা মনে করিয়ে দেয়। এমনিতে কোন বৈশিষ্ট্য নেই চেহারায়। সরু গোঁপ। হার্ভার্ডের আন্ডার-গ্রাজুয়েট ছেলেদের সাথে মিল আছে।

—সরি, অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে বসিয়ে রেখেছি, কিন্তু—নিজের ডেস্কের দিকে আঙুল দেখায় হ্যামণ্ড—ওই দেখছেন, চিঠির পাহাড়, প্রুফশিট্ আর আপনার কাগজও।

নিক শরীরের ভার রাখার জন্য পা বদল করে।

—মিস্টার হ্যামণ্ড, আপনি তো নিজের মতামত ইতিমধ্যে নিশ্চয় ঠিক করেছেন?

নিকের বেশ অস্বস্তি হচ্ছিলো। তার সামনে এমন একটা লোক যে তার কথা দিয়ে নিককে গড়তেও পারে, বা ভাঙতেও পারে।

ময়লা আঙুল দিয়ে কান চুলকায় হ্যামণ্ড—ই-য়ে-স! আমাদের এই প্রতিযোগীতায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছিল। আশ্চর্য্য, আমরা এতটা আশা করিনি।

হ্যামণ্ড বলতে থাকেন—এমন কি একটা পি. এইচ, ডি থিসিস পর্য্যন্ত জমা পড়েছে। অথচ, আমরা পরিষ্কার জানিয়েছিলাম শুধুমাত্র আধুনিক বিষয়ের ওপর উপন্যাস চাইছি। অন্ততঃ আমাদের প্রতিটি বিজ্ঞাপনে ও ব্রেশিওরে আমরা সেটাই সবাইকে বলেছি। তবু দেখুন—

হ্যামণ্ড এবার দেয়ালের একটা ছবির দিকে তাকায়। একদল নোংরা জীর্ণ লোক সোপবক্সের ওপর দাঁড়ানো একজনের দিকে চেয়ে রয়েছে

হ্যামণ্ড বলেন—আমরা চাইছি, লেখকরা একটু সর্বহারাদের বিষয় নিয়ে লিখুক। এটাই বেশ আধুনিক হবে। আচ্ছা, মিস্টার ভার্ডার, অপনার বয়েস কি তিরিশের নিচে?

—তিরিশ ছাড়িয়ে গেছে।

—ভালো, তাহলে আপনি বুঝবেন, আমি কি বলতে চাইছি। কঠিন সময়ে, আমাদের জগতে খুব দুর্দশার দিনে, স্টেনব্যাক, জেমস্ টি, ফ্যারেল, দ্য পাঁশো লেখার বিষয়টাকে ককটেল লাউঞ্জ আর নাইটক্লাব থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সূর্য্যকরোজ্জ্বল তটভূমির ওপর। অর্থাৎ যেখানে এফ স্কট ফিজেরাল্ড, লুই ব্রোমফিল্ড এবং হেমিংওয়ে—হ্যাঁ, এমন কি হেমিং ওয়ে পর্য্যন্ত—সেখানে বিষয়গুলোকে ধরে রেখেছে। বিষয়গুলোর মধ্যে হাজারো মানুষের ভিড় নিয়ে এসেছেন।

নিক আবার পা বদল করলো।

—হ্যাঁ, আমি বুঝছি আপনি যা বলতে চাইছেন।

এবার একটু মুখ ঘোরালেন হ্যামণ্ড—আমি খুশি, আপনি ফ্যারেলের ট্রাডিশন মেনে লিখেছেন। আমি এ-ও বলব, আপনার বই আবেন ক্যাণ্ডেলের 'সিটি ফর কনকোয়েস্ট' বা এলমার রাইসের 'ইম্পেরিয়াল সিটি'-র মতোই ভালো মানের। হ্যাঁ, মিস্টার ভার্ডার, এই তুলনাগুলো আমি এমনি করছি না। আপনি শহরে জীবন নিয়ে একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখেছেন।

হ্যামণ্ড বলে চলেন—কেন! আমি লেখার মধ্যে স্পষ্ট রাস্তার গোবরের গন্ধ পাচ্ছি, বিয়ারের ফেণার স্বাদ পাচ্ছি, শুকনো সিগারেটের টুকরোর ধোঁয়া নিজেই নিতে পাচ্ছি নায়কের সাথে সাথে। কেন! এমন কি বলা যায়, নায়ক যখন জীর্ণ বেশ্যার বিছানায় উঠছে, অথবা কেন, আমি......আমি......আমি—

—আপনিও নায়কের সাথে সেই বিছানায় উঠছেন?

—সে তো বটেই, তা কি আপনি জানেন না? আমি তা না পারলে ভগবান অভিশাপ দিতেন। সেই বুড়ির ওপর আমিও উঠলাম, মানে ওই নায়ক সমেত, যে শরীরটা সে ভোগ করেছে, তার ওপর আমিও দাপাদাপি করলাম।

একটু দম নিলেন হ্যামণ্ড। যেন এই নিষ্ঠুর যৌন আনন্দ উপভোগের অবসাদ তাকে থামালো।

—সত্যি, আ গ্রেট বুক।

—তার মানে, আপনি বলছেন আমি প্রতিযোগীতায় জিতেছি।

মিস্টার হ্যামণ্ড যেন দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। চমকে উঠলেন বলা যায়, কারণ তার মাথা সোজা হয়ে গেল।

—কনটেস্ট। ওঃ—তার মানে?

—আপনারা আমাকে গত সপ্তাহে জানিয়েছেন, আমার বই নির্বাচিত পাঁচটি বইয়ের একটি, যেটা প্রাইজ পাওয়ার জন্য ফাইনালে উঠেছে। তাই জন্যেই আমি আপনার সাথে আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিলাম।

মিস্টার হ্যামণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডেস্কে ফিরে গেলেন। ছড়ানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাটতে বললেন—এটা ১৯৬২ মিস্টার ভার্ডার। আপনার বইটা ১৯৩০-এর জগতের।

নিক হতবাক—কিন্তু আপনারা বলেছিলেন, এই জাতীয় উপন্যাসই চাইছেন।

—আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনই চাই, কিন্তু মিস্টার ভার্ডার, আমার স্টাফেরা আমার সাথে একমত নয়। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন? আমার কাছে যদি ব্রিজিট বার্দো আসে আমি কি পছন্দ করব না? কিন্তু আমার স্ত্রী কি তাতে সায় দেবে? দেখুন, মিস্টার ভার্ডার, আমার পছন্দের কেউ মূল্য দেয় না।

মিস্টার হ্যামণ্ড নিজের কাজে মন দেবার আগে জানিয়ে দিলেন—আপনার পাণ্ডুলিপি বাইরে বসা একটি মেয়ের কাছে রয়েছে। সুতরাং ......গুড্ ডে।

নিক বিদায় নিল।

পার্ক এভিনিউ-এর ডুপ্লে টাইপের এই ফ্ল্যাটটার ভাড়া কমপক্ষে বার্ষিক বিশ হাজার ডলার। এই ঘরে কাজ করছে একটি মেয়ে। যেভাবে সে শরীর ঘোরাচ্ছে, পাক দিচ্ছে, সেটাই তার জীবিকা। অসাধারণ চেহারার এই কল গার্লের নাম যোশেফাইন। সৌন্দর্য্য ও পারদর্শীতা দুইয়ের জন্যই তার নাম আছে। তাই তার দর একঘণ্টার জন্য আড়াইশো ডলার।

আপাততঃ যোশেফাইনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন একজন কাস্টমারের গায়ে লেপটে আছে যে অতিশয় স্থূল, মাথাভর্তি টাক, আর তার চেয়ে বয়েসে অন্ততঃ তিনগুণ বড়। যোশেফাইন যন্ত্রের মতো শরীর দোলাচ্ছিলো ঠিক ঠিক। কিন্তু একই সময়ে সিলিং-এর দাগগুলো গুনতে গুনতে সে ভাবছিলো—আজ বিকেলে রেসকোর্সে কোন ঘোড়াটাকে ধরবে!

টেলিফোন বেজে উঠলো।

হীরের ব্রেসলেট-পরা একটি হাত বাড়িয়ে যোশেফাইন রিসিভার তুললো—ই-য়ে-স!

—যোশেফাইন, আমি সিড বলছি।

—সিল্ক ডার্লিং! আরে কি কাকতালীয় ব্যাপার। আমিও এই মুহূর্তে তোমার কথা ভাবছিলাম। শোন গুরু, আমি লাস্ট রেসের জন্য 'গ্রে-রানার'কে ধরছি। তার নাকের সামনে আমার হয়ে একটা 'C' নোট ধরো। ধরবে তো?

—ব্ল্যাক বিগহেডটা কেমন?

—দূর, ওসব ছাড়ো, সিল্ক।

যোশেফাইন ফোন রাখে।

বুড়ো লোকটা ওর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়ে, কোন মতে উঠে দাঁড়ায়। তার চেহারাটা এখন একটা মজাদার দৃশ্য—হাফ-প্যান্ট সরু মুর্গীর ঠ্যাং-এর মতো পায়ের নিচে নেমে গেছে, অথচ বিশাল ভুঁড়ি। দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় প্রতিযোগীতার রানারের মতো হাঁপাচ্ছে। সারা মুখ রাগে রক্তবর্ণ।

যোশেফাইনের ভঙ্গি অনেকটা ফরাসী রাজসভার সদস্যের মতো। আরামে বালিশে গা এলিয়ে সে বলল—মিস্টার ওয়াকার, আপনার শেষ হয়েছে তো?

—তুমি কি করে—উত্তেজিত ওয়াকার বলে—যখন আমরা সংগমে রত, তখন তুমি রেসের বুকির সাথে কথা বলো কি করে?

যোশেফাইন হাসে।

—ওঃ, মিস্টার ওয়াকার। সংগমের সময় আমি যে আরও কত হাজার কাজ করতে পারি, তা যদি আপনি জানতেন—

এই নাইট ক্লাবটার নাম সাদামাটা : দ্য রুম। ফ্যাগোটভিল-এর মাঝখানে লেক্সিংটন এভিনিউ-এ পঞ্চাশ নম্বরের কাছাকাছি। এর বিশেষত্ব, রাত্রিবেলা এখানে হোম-সেক্সুয়ালদের ভিড় হয় বেশি। রোগা, টাকমাথা বয়স্কগুলো অল্প বয়েসি ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপনে কালো বর্ডার দিয়ে ঘোষণা করে—'দ্য রুমে যা খুশি চলতে পারে—Anything goes at The Room. এটা মিথ্যে নয়। প্রেমের পরিচয়, সঙ্গীবদল, ঘুষোঘুষি, ব্ল্যাকমেইল, নাচ-গান-বিকৃতকাম—সব কিছুই এখানে চলে।

এখন, মাইকে ঘোষণা করছে একটি রোগা, পটকা গাল-তোবড়ানো লোক, বিচিত্র ভঙ্গি করে হাসাবার চেষ্টা করছে। ব্যাটাকে দেখলে মনে হবে রাশিয়ান লেবার ক্যাম্পে দিন কাটিয়েছে একদা। লাল পরচুলো, ড্রেনপাইপ ট্রাউজার, এডওয়ার্ড আমলের জুতো যেগুলো ড্রাকুলা ফিল্মের অভিনেতারা পরতো, তার সাথে বেগুনি রঙের সোয়েটার। এখানে সে 'দ্য ডল' নামে পরিচিত।

অর্কেস্ট্রার মধ্যে আছে—পিয়ানো আর গীটার। আর কিছু শ্রোতা সেখানে মিশে গেছে। মুখে কাটা দাগ একব্যক্তি এই 'দ্য রুমে'র মালিক সালভাটোর।

দ্য ডল বলে চলেছে—ওঃ, আমি পারিনা। আর পারিনা, সত্যি আর পারছি না আমি।

পিয়ানো আর গীটার বাদক দুই কালো চামড়ার লোক। এতক্ষণ নানা ধরনে 'জ্যাজ' বাজিয়েছে। এখন বিষণ্ণ মনে দেখছে দর্শকের আচরণ। কত রকমের পাগলামি! বাদ্যযন্ত্র রেখে তারা চুপচাপ।

পিয়ানিস্ট তার পার্টনারকে বলল—আমরা আবার শুরু করি?

পার্টনার উত্তর দিল—আরে ম্যান, বাহাম নাম্বার রাস্তা এখন মরা। কি হবে আর! ওই মেয়েটা আর তার ন্যাকামি আমাকে মেরে ফেলছে।

দ্য ডল আবার চিৎকার করলো—ওই নাম্বারটা আমার নয়। বলেই একটা গানের কাগজ গুটিয়ে রোল করে পাশে ছুঁড়ে দিল। ট্রাউজার টেনে তুলে সে বেশ গর্বিতভাবে মঞ্চ থেকে বিদায় নিল।

সালভাটোর একটা শক্ত পিঠের চেয়ারে বসেছিলো। সে এবার উঠে এসে দ্য ডলের কাছে গিয়ে কিছু বলল। যেন একটা বিশাল গোরিলা একটা রোগা শিম্পাঞ্জীকে কিছু বলছে—শোন, ব্রাদার, আমি তোমাকে বারবার বলেছি এখানে যে গানগুলো জমে, সেগুলো গাইতে, যেমন—Autumn leaves বা Love me or Leave me-এইরকম। এতে শ্রোতারা একটু রিলিফ পায়। কিন্তু তোমার এই সঙ্গীরা, যাদের এক ফোঁটা যোগ্যতা নেই, তারা সব ট্র্যাশ গান লিখছে, আর তাই শোনাচ্ছে।

দ্য ডল হাত তুলে বলল—তোমার এত সাহস—তুমি Be mine, you Divine ধরনের গানকে ট্রাশ বলছ। তুমি তোমার কারখানায় যে ধরনের আনন্দ তৈরি করতে চাও, সেটা ভুল। তুমি তোমার যোগ্যতার সীমা ছাড়িও না সালভাটোর। আমাকে আমার কাজ করতে দাও।

সালভাটোর মাংসের প্লেটের মতো তার দুই হাত মেলে বলল:তাহলে তুমি জমাটি কোন গান গাইতে পারছ না কেন?

দ্য ডল 'শ্রাগ' করে চেয়ার টেবিলের ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গেল। যেন এক কবি বাগানে বেড়াচ্ছেন। কাছেই ঝাড়ুদার ছেলেটা তার ময়লার ঝুড়ি পাশে রেখে বিস্মিত হয়ে সব কিছু দেখছে, সেও শুনেছিলো এই ধরনের 'প্রতিভা' পৃথিবীতে জন্মায়। কিন্তু নিজের চোখে এমন একজন 'প্রতিভা'কে সে প্রথম দেখলো।

দ্য ডল বলে চললো—তুমি বুঝবে না সালভাটোর, আমরা প্রতিভার পাশাপাশি আরেকটা বিষয়কে গুরুত্ব দিই, সেটা হচ্ছে 'মুড', আমার এখন একদম মুড নেই। বুঝেছ?

—শোন, ইউ সন-অব-বিচ।—সালভাটোর গর্জন করলো—আমি তোমায় হপ্তায় দেড়শো করে দিচ্ছি, তোমার ওই মুড চুলোয় যাক। এখুনি রোগা পাছা নিয়ে মঞ্চের সীটে গিয়ে বসো। নয়তো এখান থেকে ভাগিয়ে দেব, আর তোমাকে আবার লেডিজ হেয়ার ড্রেসারের কাজে ফিরে যেতে হবে।

—খুব ভালো। তুমি তোমার প্রতিশোধ নিতে পার।

ঠিক সেই সময় স্যানুয়েলসহ সিদ্ধের প্রবেশ।

—কি যা-তা হচ্ছে এখানে? তোমরা যেমন ঝগড়া করছ, যেন স্বামী-স্ত্রী। তাহলে তোমাদের পরস্পরকে বিয়ে করা উচিৎ!

সালভাটোর চিৎকার করলো—সিদ্ধ!

সেই স্বাগত চিৎকারে যোগ দিল পিয়ানিস্ট-গীটারিস্টের দল, সেই ঝাড়ুদার, এমন কি দ্য ডল্ পর্যন্ত! সমস্বরে।

—ও. কে, ও. কে, হল্লা করো না—সিদ্ধ বলল—তোমরা সবাই লাইন করে দাঁড়াও, তোমাদের প্রাপ্য এক-এক করে নাও। শেষ রেস শুরু হবার সময় হয়েছে, তাই একদম গোলমাল করো না কেউ!

কিছুক্ষণ পরে শেষ টাকাগুলো মুঠো করে সে সরিয়ে রাখলো। দ্য ডল মঞ্চে গেল, সালভাটোর নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলো। ঝাড়ুদার তার বালতি নিয়ে কাজ শুরু করলো—আর দুই বাদক তাদের পিয়ানো আর গীটার হাতে প্রস্তুত হলো।

সিদ্ধ স্যামুয়েলকে বলল—আচ্ছা, কেউ বিগ্ ব্ল্যাকহেডের ওপর বাজি ধরছে না কেন বলো তো?

—হঁ, অবশ্য তোমার ওই লেখক বন্ধুটা বাদে।

—ওই বাস্টার্ডকে আমার বন্ধু বলো না। যে লেখক না খেয়ে মরতে চায়, অথচ রেস খেলে, তাদের ফল যা হবার তাই হয়।

৫১ নম্বর স্ট্রীটের কোনায়, এক অন্ধ পেন্সিল বিক্রী করছে। তার পায়ের কাছে একটা বিশাল কালো পুলিশের কুকুর ঘুমিয়ে রয়েছে।

সিদ্ধ লেনভ একটু থামলো। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট নিয়ে দেশলাই জ্বালালো। আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে সে রাস্তার গাড়ির সারি আর ঝাঁকে ঝাঁকে চলন্ত লোক দেখতে থাকলো।

যেন মুখের কোনা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো—আর্চি, এখানে কি চাইছ?

অন্ধ উত্তর দিল—আরে সিদ্ধ, এমন ভাবনায় ডুবে ছিলাম, তোমায় চিনতে পারিনি। আমার জন্য 'বু-বয়' বাজি ধরো।

সিদ্ধ একটু কাছে এগিয়ে গেল—আমি একটি ভালো ঘোড়ার নাম বলছি, শেষ রেসে খুবই ভালো দৌড়াবে। ব্ল্যাক বিগহেড্।

অন্ধের কৌটোর মধ্যে একটা কয়েন ফেলে সে তার চোখের সামনে একটা দশ ডলারের বিল মেলে ধরলোঃকিন্তু এটার কি হবে?

অন্ধ ধরা পড়ে চিৎকার করলো—গেট আউট, ভাগো, এখানে একটু লাকট্রাই করছি যদি কিছু কেউ কেনে বা দয়া করে, আর তুমি আমার সর্বস্ব চুরি করতে এসেছ?

॥ ১১ ॥

কিছুক্ষণ পরে সেকেণ্ড এভিনিউ-এর ৪৯ নম্বর স্ট্রীটের একটা খাবারের দোকানে ঢুকলো সিদ্ধ আর স্যামুয়েল। স্যামুয়েল একটা মেয়েদের ম্যাগাজিনের ছবি দেখতে শুরু করলো। নারী মাংসের সৌন্দর্য্যের ছবিগুলো দেখতে দেখতে ওর চোখ চকচক করতে লাগলো।

সিদ্ধ টেলিফোন নিয়ে সমস্ত 'বেট'দের কাছে খবর পাঠাতে শুরু করলো। বহু লোকের কাছে টাকা পাওনা আছে। নিক ভার্ডারের একশো ডলারের বিলের কথা মনে এলো। কি করা যায়! ওকে ফোন করবে একবার? লাভ কি! ব্ল্যাক বিগহেডের কোন চান্স নেই।

কয়েকটা ফোন সেরে রিসিভার রাখলো সিদ্ধ—দ্যাটস্ অল। টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এসে একটা এগ্-ক্রীম কিনলো। খেতে খেতে মনটা খুশি হয়ে উঠলো।

স্যামুয়েলের বগলে একটা উলঙ্গ নারীচিত্রের ম্যাগাজিন।

—আরে সিদ্ধ, আমাকে পঞ্চাশ সেন্ট ধার দেবে?

সিদ্ধ ওর হাতে আধ ডলারের নোট দিল—কি করবে? আরে ভাই, আসল কিছু করো না। এই ছবি দেখে কি লাভ?

স্যামুয়েল দাঁতো হাসি হাসলো—হেঁ হেঁ, এ ম্যাগাজিনটা দারুণ সস্তা।

সেই সময় একটা মেয়ে দোকানে ঢুকলো। একটু স্লিম, লাল ডাই করা চুল, স্ল্যাক্স-সোয়েটার পরা। এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা খবরের কাগজ কিনলো। তারপরেই সিজের দিকে নজর গেল তার।

দীর্ঘশ্বাস চেপে সিজ বললঃহায়, এই বোধহয় খারাপ খবর এলো।

—অ্যাই সিজ!

মেয়েটা এগিয়ে এলো। একটু ইতঃস্তত করে দোকানের মালিকের দিকে তাকালো। স্যামুয়েলের হাসিকে পাত্তা না দিয়ে সিজকে বলল—অ্যাই, আমার শেয়ার দাও।

—মোটেই না।

—আরে, লাভ অব পীট-এর জন্য আমার দু-ডলার পাওনা!

—ভাই, তুমি ডুবে গেছ।

—সিজ, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করে—

—সেটা আমার দোষ নয়। আমার জন্য তুমি অনেকবার জিতেছ। সেটা ভুলো না। অবশ্য তোমাদের মতো লোকের এই ব্যাপারে স্মরণশক্তি খুব দুর্বল হয়।

—দেখ, পুলিশ আমায় ধরেছিলো। সেন্টার স্ট্রীটের লক-আপে আমাকে তিনদিন আটকে রেখেছিলো। আমি বের হবার সুযোগ পাইনি, কোন রোজগারপাতি হয়নি।

—তোমার লোকটির কি হলো?

—মানে, সেই দালালটা?

লালচুল মেয়ে এবার ক্ষেপে গিয়ে থুথু ফেললো—আমি তাকে রেখে গাড়ি ভাড়া মেটাবার সময় সে দেখলো আমি বিপদে পড়েছি। তখুনি আরেকটা মেয়েকে গিয়ে ধরলো।

সিজ বলল—তা হলে যাও, আজ রাতের মতো কেটে পড়ো। কাল দেখা করো। আমি কাছেই থাকব।

লালচুল মিনতি জানালো—আমার সাথে একটু ওপরে চলো, প্লীজ।

—তোমার মাথার এখন পাহাড় প্রমাণ বোঝা, আমি টাকা পয়সা দিতে পারব না। দেখো, স্যামুয়েল যদি—কি স্যামুয়েল, একে নিয়ে ওপরে যাবে? জানো তো লালচুলদের ব্যাপারে লোকে কি বলে?

স্যামুয়েল মাথা নাড়লো—না, কিন্তু এ একেবারে পুরো লালচুল নয়। তাছাড়া আমি কখনও মেয়েদের সাথে যাই না, ধরো, ও যদি আমাকে রোগগ্রস্ত করে—

—তোমাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ, বিনা কারণে। তোমরা সত্যিই ফালতু লোক!

সিজ স্যামুয়েলকে বলল—চলে এসো!

লাল চুলকে বিদায় জানিয়ে ওরা এগিয়ে গেল। ঠিক তখুনিই সামনের দরজা ঠেলে ঢুকলো নিক ভার্ডার। বিধ্বস্ত চেহারা, হাতে সেই পাণ্ডুলিপি।

—আরে, তোমরা!

—আরে, আমার বেস্ট কাস্টমার!—সিজ জড়িয়ে ধরে নিককে, তারপর ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

নিক বলে—তোমাকে যদি রাতে দেখতে না পাই। তাহলে কাল সকালে ধরব কিন্তু!

সিজ হাঁ করে বলে—কি বলতে চাইছ তুমি?

—আমার বাজি জেতার টাকা চাই।

সিন্ধ মাথা পিছিয়ে ওপরে তাকালো—আরে ভাই, এখনও স্বপ্ন দেখছ! সেই ব্ল্যাক বিগহেড নিয়ে?

—বেশ, তাহলে আমার টাকা ফেরৎ দাও।

—অনেক দেরি করে ফেলেছ। অনেক বেশি দেরি।

সিন্ধের মাথায় হঠাৎ একটা ধান্দা এসে গেছে। হ্যাঁ, নিক তার কাছে কিছু টাকা পায়। সেই টাকা থেকে সামান্য কিছু দিলে ক্ষতি নেই।

—আচ্ছা নিক, তুমি ওই লালচুল মেয়েকে দেখেছ?

নিক দোকানের অন্ধকার কোনায় তাকালো। সেখানে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে।

নিক বললঃএক মিনিট! আচ্ছা, ওই মেয়েটাই এখানে প্রায়ই ঘুরে বেড়ায়, তাই না?

সিন্ধ হেসে মাথা নাড়ে—হ্যাঁ, ঘুরে বেড়াতো। এখন সেই খেলা ছেড়ে দিয়েছে। আমার এই রেসের বেটের ব্যাপারে কাজ করে, আমি ওকে শেয়ার দিই।

সিন্ধ ডাকলো—অ্যাই, ব্যাবস্!

স্ট্রিপ-টিজারদের মতো পশ্চাদদেশ দুলিয়ে মেয়েটা এগিয়ে এলো।

—আর কি সর্বনাশ চাই?

—আচ্ছা, এইভাবে কি আমার সাথে কথা বলা ঠিক? আমি সারাটা দিন তোমার জন্য রেখেছি। যাই হোক, মিট্ মাই ফ্রেণ্ড, বিখ্যাত লেখক নিক ভার্ডার। নিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে রাখো : ওর একটা সুন্দর জাগুয়ার গাড়ি আছে, ওয়াডরোবে ভর্তি পোশাক, চার্মিং ব্যবহার—আর পকেট ভর্তি টাকা।

লালচুল মধুর হাসি হাসলো—কিন্তু, সমস্যাটা কি?

এমনভাবে কথাটা বলল যেন সে কিছুই বোঝে না।

—নিক একদম একা, হি ইজ লোনলি।

—কি লজ্জার কথা!

এইবার হঠাৎ দোকানের মালিক এগিয়ে এলো। কোমরে অ্যাপ্রন বাঁধা। সে কাউন্টারের পেছন থেকে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো।

—এখানে এসব চলবে না।

—মানে ?

—শোন সিন্ধ, আমি এখান থেকে তোমাকে ফোন করতে দিয়েছি, কিন্তু তা বলে এখানে ব্যাবস্‌কে ব্যাবসার লেনদেন করতে অ্যালাও করব না। আমি জানি তাহলে একটু পরেই পুলিশ আসবে, ফাইন করবে আমার। যাও ভাই, তোমরা এবার আসতে পার।

ব্যাবস্ বললঃতুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ কিন্তু।

রাস্তায় এসে নিক মেয়েটাকে ভালো করে দেখলো। অ্যাভারেজ হাইট, স্লিম কিন্তু সুন্দর ফিগার, মুখটাও খারাপ নয়, শুধু হাঁ-টা একটু বেশি চওড়া।

—তুমি কোন ঘোড়াটা ধরেছ?—নিকের জিজ্ঞাসা।

—বাঃ, তুমি কিন্তু বেশ ভালো লোক।......আমি 'ব্লু বয়' ধরেছি। দেখো, ঠিক জিতব, জিতে দেখাবই!

নিক মাথা নাড়লো, কাগজপত্রের মধ্যে থেকে একটা পাঁচ ডলারের বিল বের করে সিন্ধকে দিল।

—মহিলা কি বলছেন তুমি শুনেছ?

টাকাটা নিয়ে সিন্ধ বলল—সত্যি তুমি উদার, আমাকে অনেক সাহায্য করছ। স্যামুয়েল, এখুনি ফোন করে বুক করো।

স্যামুয়েল বলল—সিন্ধ, আমার কিছু দরকার—ফোন করাই জন্যই।

—টাকা পয়সা নষ্ট করো না।

সিন্ধ কিছু দিল—যাও, হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে কাজের কাজ করো।

নিক বলল—তোমরা দুজনে সত্যিই ভালো টিম।

ব্যাবস্ বলল—নিক, তুমি যা করলে, অনেক ধন্যবাদ।

নিক বলল—দূর, ওসব ছাড়োতো।

সিন্ধ এতক্ষণ আবার একমনে নিককে দেখতে শুরু করেছে। কৌতূহলী দৃষ্টি।

ব্যবস্ বলল—কিন্তু আমি শোধ দিতে চাই।

—এখন নয়, অন্য কোন সময়ে। এটা আজকের দিনের জন্য আমার একটা ভালো কাজ। সেইভাবেই ব্যাপারটা নাও, আমি খুশি হব।

ব্যাবস্ নিকের হাত জড়িয়ে ধরলো—তুমি আমাকেও দারুণ খুশি করেছ। চলো, আমার ঘরে চলো। বেশি দূর নয়, আমরা ভালবেসে খুশি হব।

হাতের পাণ্ডুলিপিটা তুলে ধরে নিক বলল—সুইট হার্ট, আমার মন ভালো নেই। এইমাত্র আমি একটা খারাপ খবর পেয়েছি।

—তাহলে আমি তোমার মন ভালো করে দেব। এসো, এসো, নয়তো তুমি আমাকে অপরাধী বানাবে। এমনিতে আমাকে কেউ কোনদিন কিছু দেয়নি। সত্যি বলতে কি, পৃথিবীর লোক সম্পর্কে আমার মন অন্যরকম হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে, চলো।

নিক মেয়েটির সাথে একটা ভাঙা ঘরে গিয়ে উঠলো।

বিছানার চাদরটা এক সপ্তাহের মধ্যে ধোয়া হয়নি। সেই বিছানায় ওরা পাশাপাশি শুয়ে। নিকের চোখ শক্ত করে বোজা। যেন একটা স্তব্ধ মৃতদেহ। ব্যাপারটা ভালো কাটেনি আদৌ। নিজের ওপর রাগ আর গ্লানি দুটো ছেয়ে যাচ্ছে। রাগ—কারণ একটা বেশ্যার সাথে থাকতে হলো। আর গ্লানি—কারণ নিক একটু আগে ইম্পোটেন্টের মতো ব্যর্থ হয়েছে। পুরুষত্বহীনতা! আশ্চর্য!

ব্যাবস্ চোখ খুলে ঠোঁট কামড়ে শুয়ে আছে। তার শরীর সাপের মতো পাক খাচ্ছে। বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। এতো সুন্দর চেহারা লোকটার, এদিকে একেবারে ফিরো! যখন সে বলেছিল সে ভালবেসেই প্রতিদানে দিতে চায়, তখন মিথ্যে বলে নি। কত সময় গেছে, যখন তার শরীরটা পুরুষের দখলে, কিন্তু তার মন তখন অন্যত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। বহু পুরুষ তার মসৃণ কিশোরীর মত কচি শরীরের দিকে একবার তাকিয়েই লুটিয়ে পড়েছে। দু-সেকেণ্ড পরেই ব্যবস্ দেখেছে, তারা কোন মতে প্যান্টে পা গলিয়ে দরজার বাইরে হাওয়া। এই একবারই সে বুঝতে চেয়েছিল সে ভালোবাসার লোকের সাথে শুয়েছে—আর সেটাই এমন হলো, শোচনীয় পরিণতি!

ব্যবস্ বলল—তুমি বলেছিলে তোমার মন খারাপ, ঝামেলার মধ্যে রয়েছ।

—হ্যাঁ, তাই। বিশ্রী ঝামেলা।

—লাভারকে হারিয়েছ?—বলে ব্যাবস্ ভাবলো, নিক শুধুমাত্র সেটাই হারায় নি, আরও কিছু—

নিক বলল—শুধু আমার প্রেমিকা নয়, আমার আত্মবিশ্বাসও হারিয়ে যাচ্ছে।

—আহা, সেটা আমায় আগে বলো নি কেন? এরকম বহু লোকের হয়। তখন আমার দায়িত্ব তাকে স্বাভাবিক করে তোলা। তার অন্য কায়দা আছে। পদ্ধতি আছে। আমাকে আগে বলা উচিৎ ছিল।

নিক উঠে বিছানার ধারে বসলো। মনে হলো, সবচেয়ে ভালো হয় পোশাক পরে ঝটপট এখান থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় হওয়া। তার সারা শরীরে এখন নোংরা বিছানা আর মেয়েটার প্রসাধনের গন্ধ। বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হবে। তারপর সন্ধ্যের জন্য পরিষ্কার পোশাক পরা দরকার। রাত আটটায় গ্রীনউইচ ভিলেজে সি. স্মিথের পার্টি শুরু হবে, তারপরে রাতে জ্যাকলিন থর্নবার্নের সাথে থাকতে হবে। কে জানে, পরিদিনটা ভালো কিছু হতেও পারে। অন্ততঃ সেটা আজকের মতো খারাপ হবে না। ওঃ আজ যা কাটলো! ভাই, ব্ল্যাক মন্-ডে বলে কথা!

ব্যবস্ একটা কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে উঠে নিককে দেখলো। তার গায়েও লাল আভা, স্লিম চেহারা কিন্তু সুন্দর ঢেউ, সুঠাম বাঁকাচোরা। তার স্তন দুটি ছোট, কিন্তু বেশ শক্ত এবং চাপলেও ঠেলে জেগে ওঠে। ছোট, কিন্তু পুরুষের মুঠোকে পুরোপুরি ভরে তোলে। ঠিক হাতের মাপে মাপে তৈরি, একেবারে টেলর-মেইড!

খসখস আওয়াজ শুনে নিক যেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে ব্যাবসের দিকে ঘুরে তাকালো। মনে হয়, ওর বয়েস আঠারো-উনিশের বেশি হবে না, কিন্তু ইতিমধ্যেই পাকাপোক্তভাবে লাইনে নেমে পড়েছে। কাটা-কাটা মুখ, আর কঠিন চোখের দৃষ্টি না হলে ওর মুখটাকে বেশ সুন্দরই বলা যেত। সুঠাম দুই পা ছড়িয়ে আছে, সুগোল নিখুঁত বুকের দিকে না তাকিয়ে পারা যায় না। স্লিমের মধ্যেও এত সুগঠিত চেহারা পাওয়া বিরল। সুন্দর মুখের ওপর মুখ নামালো নিক, ব্যবসের ঠোঁটের উষ্ণতার স্বাদ নিল। সাথে সাথে নিককে দুহাতে জড়িয়ে কাছে টানলো .সে।

ব্যাবসের গলা এখন ফিশফিশ—ধীরে, ধীরে, হুড়োমুড়ি করো না এখন। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। এবার ব্যবস্‌কে কাজ করতে দাও। লেট হার হ্যাণ্ডল দ্য শো!

নিক অনুভব করলো—তার ছোট ছোট সুগঠিত বুক দুটো এবার নিকের বুকে পিষ্ট হয়ে গেল।

হাঁটু মুড়ে নিজের স্লিম শরীরটাকে শক্ত করলো ব্যাবস্। তারপরেই হঠাৎ নিকের দেহের সাথে আটকে গেল। ব্যাবসের গলায় এবার গোঙানি, আর নিক সর্বশক্তি দিয়ে তার ছটফটে ঘুরপাক খাওয়া শরীরকে সামলাতে চেষ্টা করলো।

—সুন্দর! খুব ভালো। ফাইন! ঠিক এই চাই—আঃ কি দারুণ—

বলতে বলতে খেলা চালালো ব্যাবস্। অভিজ্ঞ সে, ক্রমশঃ নিকের শরীরে সব রস শুষে নিয়ে তাকে নিঃশেষ করালো ব্যাবস্। নিক শ্রান্ত, ক্লান্ত, কম্পিত। শেষ বিস্ফোরণের পর নিক নিঃসাড়ের মতো পড়ে গেল, তার দুহাতে তখনও ব্যাবসের দুই পশ্চাদদেশ শক্ত করে ধরা। শক্ত-নরম, নিখুঁত নিতম্বদ্বয়।

একটু পরে রেডিও চালালো ব্যাবস্। নিক পোশাক পড়ছে। দুজনে তখন দুজনের দিকে তাকিয়ে শিশুর মতো হাসছে।

—তুমি সত্যি দারুণ মেয়ে, ব্যবস্।—বলে নিক পকেটে পাণ্ডুলিপি রাখলো।

ব্যবস্ এখন একটা গোলাপি তোয়ালে দিয়ে গা ঢেকেছে, একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

—তাহলে এর মধ্যে একদিন আবার এসে আমায় দেখে যেও।

নিক কিছুক্ষণ কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর তারপর একটা দশ-ডলারের নোট এগিয়ে দিল।

—এটা নিতে দ্বিধা করো না। ভেবনা, আমি তোমায় অপমান করতে চাইছি। এটা আমার দিক থেকে সামান্য সাহায্য, আর কিছু নয়।

ব্যবস্ হাসলো—আমি যদি কথাটা আগে না বলে থাকি, তাই এখন বলছি, বা আবার বলছি—আমি অতি অল্প যে ক'জন অতি সুন্দর সজ্জন দেখেছি, তুমি তাদের একজন।

নিক একটু চোখ মেরে হেসে বেরিয়ে গেল। ব্যবস্ কিছুক্ষণ তার চলে যাওয়া পদক্ষেপের শব্দ শুনলো কান পেতে। তারপর রেডিওর ভলুম বাড়িয়ে শুনতে পেল ঘোষক বলছে—আমরা আবার জানাচ্ছি, এবং জানি না শুনে আপনারাও আমাদের মত আশ্চর্য্য হবেন কিনা—আজকের রেসে বিজয়ী—ব্ল্যাক বিগহেড্। আবার বলছি—ব্ল্যাক বিগহেড্।

ব্যাবস্ হতাশ হয়ে মাথা নাড়লো—ও ভাই, সত্যি আমার ভাগ্যে কিছু নেই!

॥ ১২ ॥

একটা ঝরঝরে বুইক গাড়ির পাশে ক্যাডিলাকটা পার্ক করলো ববি আর্নল্ড। চাবি হাতে নেমে এসে চারপাশে তাকালো। মনে হচ্ছে, আসল উদ্দেশ্যটা পণ্ড হবে, কিন্তু তার কিছু করার নেই।

প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে থেকে জেনি ও'ব্রায়েন বেরিয়ে এলো। গাড়ির দরজার ধাক্কা মেরে বলল—ববি, আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা বিরাট ভুল করেছ।

ববি রাগত। বলল—ঘা খাওয়ার পর এই অবস্থায় আমার কি করা উচিৎ, তুমি ঠিক করো। তুমি হতভাগী মেয়ে, আমার মতো একটা লোকের জীবনে এসে জুটলে, দখল করলে। স্পষ্ট শুনে রাখো, আজ সকালের ব্যাপারটা যাস্ট একটা উত্তেজনার ফল, তার বেশি কিছু নয়। আমি এখনও আমার জীবনের মালিক। যদি আমার গাড়িটা ওই ছুঁচো সিদ্ধ লেনম্নের কাছে বিক্রী করে রক্ষা পাই, আমি তাই করব। বুঝেছ?

যদিও এখন সবে সন্ধ্যের শুরু, তবু রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে এসেছে। ববি একবার ওপর-নিচে তাকালো, তারপর জেনিকে নির্দেশ দিল তাকে ফলো করতে।

ববির পরণে এখন সুন্দর মধ্যরাতের নীল স্যুট, কিন্তু জেনির গায়ে সেই ধুসর গান-মেটাল জামা যা কুঁচকে নোংরা হয়ে গেছে, বিশেষ করে জ্যাকলিনের বাথরুমের ঘটনাটার পর। সত্যি, জ্যাকলিনকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মারতে চেয়েছিলো জেনি।

ববি বলল—তুমি ড্রেসটা চেঞ্জ করলে পারতে।

ববির চিন্তা হলো, সিদ্ধ জেনির আগমন মোটেই পছন্দ নাও করতে পারে, এমন কি গাড়ি কেনার ব্যাপারটায় পিছিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

জেনি বলল—আমি তো বাড়ি গিয়ে পোশাক পাল্টাবার সুযোগই পেলাম না। কিন্তু তোমারই বা এত সাজগোজ কিসের? কোথায় যাচ্ছ তুমি?

ববি হাত তুলে জেনিকে থামতে বলল—বেবি, আমি তোমায় বলেছি কি বলিনি—আমার জীবনের পেছনে ছোটার চেষ্টা করো না?

একটা মধ্যবিত্ত বাড়িতে ঢুকে ওরা সিঁড়িতে পা রাখলো। এটাই সিন্ধের বাড়ি। একটা ব্যাগের মধ্যে থেকে ববি সেই ক্যাডিলাক বিক্রীর রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র বের করে জেনিকে দিল।

—সব জায়গায় সই করে দিয়েছি। এখন যাও, ওর থেকে টাকাটা নিয়ে চলে এসো এখানে। আমি অপেক্ষা করছি।

—কিন্তু আমি কেন? তুমি নিজেই তো যেতে পার।

—আবার প্রশ্ন! বেবি, আমি তোমার একটু আগে কি বলেছি?

জেনি বিশাল বাঁধে 'শ্রাগ্' করে এলিভিটারে উঠলো। যদিও ববি জানিয়েছিল, সিন্ধ তিন তলায় থাকে।

সিন্ধের ফ্ল্যাটে একটা বেডরুম, একটা কিচেন, একটা লিভিং রুম। গ্র্যাণ্ড-র‍্যাপিড, স্টাইলে সাজানো। তার মানে, প্রতিবেশী অঞ্চল বিচার করলে এটা ভালো রুচির পরিচয় নয়। সিন্ধ একটা ফুলহাতা সার্ট পরে নিচু কফি টেবিলের ওপর টাকা গুণছে। তার কাছে এখন পুরো দু-হাজার ডলার নেই। স্বভাবতঃই ববি আর্নল্ড বা নিক ভার্ডারকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

—হায়, কি সর্বনাশ! কথা দেবার আগে আমি হিসেব করিনি কেন?

দরজায় বেল বাজলো। স্যামুয়েল এতক্ষণ কিচেনে স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছিলো। সে দরজা খুলতে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার মুখভর্তি খাবার নিয়েই লিভিং রুমে ফিরে এলো।

—আরে সিন্ধ, সেই বিশাল মেয়েটা হাজির।

—কোন মেয়েটা?

সিন্ধ টাকার বাণ্ডিলের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো।

—আরে, তুমি চেনো, মিস আমেরিকা। সে বলল—ববি আর্নল্ড নিচে অপেক্ষা করছে।

সিন্ধ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। টাকাগুলো ঢুকিয়ে ফেললো, তারপর বেডরুমে চলে গেল। স্যামুয়েলকে বলল—যখন মেয়েটা এই ঘরে আসবে, বলবে আমি বেডরুমে আছি। ঠিক আছে?

স্যামুয়েল চোখ টিপলো—বুঝেছি বস্।

বেডরুমে সিন্ধ তাড়াতাড়ি পোশাক ছাড়তে শুরু করলো। জামা-প্যান্ট দ্রুত খুলে ফেললো, সার্ট খুলে চেয়ারের ওপর রাখলো, তারপর ছোট প্যান্টটাও খুললো। তাড়াতাড়ি চ্যানেল নং ৫-এর বোতল খুলে পারফিউমের অনেকখানে পেটে আর বগলের লোমে মেখে নিল। তারপর ট্যালকম পাউডারের বড় কৌটোটা নিজের লোমশ অঙ্গে উজাড় করলো। এবার সাদা ভুতের মতো চেহারা।

লজ্জার বিষয়, তার পরিকল্পনা পাল্টাতে হচ্ছে। সে চেয়েছিলো, পুরো এক হপ্তা জেনির সাথে বিছানায় খেলা করতে। যাইহোক, নিজেকে বোঝালো, এখন এক রাউণ্ড হোক, কারণ এরপরেই তাড়াতাড়ি শহরের বাইরে পালাতে হবে।

হ্যাঁ, ববি আর্নল্ডকে সে ভাগাতে পারতো। শুধু ঝাড়তে হবে একটি মোক্ষম ঘুঁষি, ব্যস্— ইডিয়েটটা পালাতে পথ পাবে না। কিন্তু নিক ভার্ডারটা আবার আরেকটা সমস্যা। হ্যাঁ, সে ব্যাটাও মাঝে মাঝে নিরীহ ভাব দেখায়—যেমন সব শিল্পীই করে। কিন্তু তবু সিন্ধ এখনও নিককে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বিশেষ বিশেষ সময়ে এই সব শান্ত লোকেদের সাথে সমঝে পা ফেলতে হয়।

মোটামুটি ভাবা আছে, কিছুদিন দূরে কোন ছোট শহরে লুকিয়ে থাকতে হবে। তারপর যখন পুরো ব্যপারটা উড়ে যাবে, তখন আবার চুপি সারে ফিরে আসবে। আর রেসের 'বুকি' হয়ে কাজ নেই, অন্য কোন ধান্দা দেখতে হবে।

একহাতে ক্যাডিলাক রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্রের প্যাকেট, জেনি জিজ্ঞেস করলো—কিন্তু আমি বেডরুমে যাব কেন?

স্যামুয়েল কাব্য আওড়ালো—ইওরস নট টু রিজন হোয়াই—তোমার 'কেন' বলার কথা নয়। সে মোটা হাতে জেনির বাহু ধরে তাকে হ্যাঁচকা টান মেরে সিন্ধের বেডরুমের দিকে নিয়ে গেল। জেনি আবার লড়াই শুরু করলো. চিৎকার করতে গিয়ে নিঃশ্বাস আটকে গেল। একপাটি জুতো কোথায় ছিটকে পড়লো।

জেনি ছটফট করছে। সেই অবস্থায় তাকে সিন্ধের বেডরুমে জোর করে ঢুকিয়ে স্যামুয়েল হাসলোঃতোমার জন্য সারপ্রাইজ, বস্।

ধাক্কার জেরে জেনি উলঙ্গ সিন্ধের পাশ দিয়ে দেয়ালে গিয়ে পড়লো. মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেল, আর মেঝের ওপর তার বিশাল চেহারা সশব্দে আছাড় খেলো। ফলে, অদ্ভুত হাস্যকর পোজিশন! দুই পা বেরিয়ে গেছে, তলার ড্রেস কোমরের কাছে উঠে এসেছে, দুই উরুস্তম্ভ প্রকাশিত, মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

সিন্ধ ভণ্ডামি করলো—আরে, আরে, এইভাবে কি কেউ কোন ভদ্রলোকের শোবার ঘরে ঢোকে! যদিও আমি সব সময় নতুন নতুন পদ্ধতি ভালোবাসি, তবুও এইভাবে—। কিন্তু, বেবি, তুমি যদি এইভাবেই কাজ করতে চাও, তাহলে আমি অভিযোগ করার কে! ঠিক বলেছি?

সিন্ধ ঝুঁকে পড়ে জেনির গোড়ালি দুটো ধরলো। দেয়ালের কাছ থেকে টেনে আনলো। যতটা সে ভেবেছিলো, জেনি তার চেয়ে বেশি ভারি। কিন্তু কোন বাধা দিল না। মুহ্যমান অবস্থায় জেনি শুধু বুঝতে পারলো তার গা থেকে পোশাক খুলে নেওয়া হচ্ছে।

জেনির শরীরের উপর নিজেকে স্থাপন করার আগে সিন্ধ লেনক্সের চোখ গেল—মেঝেতে ক্যাডিলাক রেজিস্ট্রেশন কাগজপত্র পড়ে আছে। ধরা পড়া ইঁদুর হাতে নিয়ে বেড়াল যেমন হাসে, তেমন হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। রেজিস্ট্রেশন স্লিপটা তুলে নিয়ে সে ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো।

—ই, আমি একটা নীতি মানি। বিজনেস বিফোর প্লেজার!

ফিফথ্ এভিনিউ-এর উপর দিয়ে কালো জাগুয়ার বুলেটের মতো ছুটছে। স্টিয়ারিং আঁকড়ে নিক ভার্ডার ট্রাফিকের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে ডান-বাঁ করতে করতে চালাচ্ছে। ৩৩নং স্ট্রীটের মুখে ট্রাফিকের লাল খালো, তাই গাড়ি থামাতে হয়।

তার পাশে জ্যাকলিন ধর্নবার্ন, পরনে টুইড্ স্কার্ট আর ছোটহাতা উলের সোয়েটার।

—তুমি একেবারে রেসের ড্রাইভারের মতো গাড়ি চালাচ্ছ। তুমি কি লে-ম্যানস্ বা মিল্ মিগলিয়ার মোটর রেসে নাম দিয়েছিলে কখনও?—জ্যাকলিন জিজ্ঞেস করে।

এবার সবুজ আলো। নিক গাড়ি ফার্স্ট গীয়ারে দিয়ে চালাতে শুরু করলো।

—হ্যাঁ, আমার ঘর গ্রীন প্রিক্স অ্যাওয়ার্ডে ভরা। দেখ, বেবি, আমার অনেক দোষ আছে। কিন্তু কেউ কখনও বলে নি আমি বাজে কথা বলি। তার মানে, আমার সাথে কিছু উল্টোপাল্টা করো না। আমার ওইসব আলতু-ফালতু ঢং-ঢাং বিশেষ পছন্দ হয় না। তোমার যদি ইউরোপীয়ান কালচার নিয়ে প্রভূত জ্ঞান থাকে, তাহলে একটা সুবৃহৎ বই লেখা শুরু করো না কেন?

জ্যাকলিন বলে—আমি বুঝিনি তুমি এত টাচি!

—হ্যাঁ, ম নে রেখো।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। ২৩ নং স্ট্রীট এসে গেছে। জ্যাকলিন আবার কথা শুরু করলো—একবার ভেবে দেখ তো, মেয়েটা আমাকে শক্ খাইয়ে খুন করতে চেয়েছিলো।

নিক খসলো—জেনি সত্যি আমাকে অবাক করে দিয়েছে। আমি বুঝিনি ওর মধ্যে এত সাহস আছে।

জ্যাকলিন সন্দেহ নিয়ে নিকের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, নিক দেখতে ভালো। এখন যদি বিছানার কাজেও ভালো হয়, তবে জীবনটা নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজে পাবে। হাত দিয়ে গাড়ির রেডিও-র সুইচটা অন্ করে দেয় জ্যাকলিন। ঘুরিয়ে একটা স্টেশন ধরে যেখানে জার্মান মিউজিক বাজছে। আরাম করে সীটের গদিতে গা এলিয়ে দেয়।

জ্যাকলিন বলে—তুমি জানো তো, এই সোয়েটার আর স্কার্ট পরে দর্শন দিলে আমাকে ওরা তাড়িয়ে দেবে না?

নিকের পরণে ঘন নীল স্যুট আর সাদা সার্ট। বলে—আরে, এটা গ্রীনউইচ ভিলেজ পার্টি। তুমি চটের থলি পরেও আসতে পার, কেউ কিছুই ভাববে না।

জাগুয়ার ছুটছে। ১৪ নং স্ট্রীট শেষ বলো, বাঁয়ে এভিনিউ অব্ আমেরিকা। এবার ১২ নং স্ট্রীটের দিকে জোরে ছুটে চললো। গাড়ি পার্ক করে নিক জ্যাকলিনকে নামতে সাহায্য করলো। দুজনে এবার ওপরে তিনতলার একটা জানলার দিকে তাকায়। আলো জ্বলছে, হল্লার শব্দ আসছে ঘরের ভেতর থেকে।

মাগো—জ্যাকলিন বলে—হাড় কাঁপতে শুরু করেছে। আরে, এটাই তো সেই জায়গা যেখানে আমি আমার হারানো যৌবন নতুন করে ফিরে পেয়েছিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠছে জ্যাকলিন, পশ্চাদদেশ পেণ্ডুলামের মতো দুলছে।

পিছু পিছু উঠে নিক হঠাৎ আঙুল মটকালো।

—আরে, আমি যে একেবারেই ভুলে গেছি।

—ভুলে গেছ, কি?

—শেষ রেসের রেজাল্ট জানতে। জানি না, কোন ঘোড়াটা জিতলো!

—এই সময়ে তোমার এই চিন্তা—জ্যাকলিন ধমক দিল। বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

॥ ১৩ ॥

খুব সম্ভব গ্রীনউইচ ভিলেজের পার্টি নিয়ে এক হাজার গল্প চালু আছে। এর মধ্যে কিছু মিথ্যে, কিন্তু বেশির ভাগই সত্যি। গ্রীনউইচ ভিলেজ নিউ ইয়র্কে তেমনই জায়গা যেমন চেলসি লণ্ডনের বা মন্টপারনাস প্যারিসের। ভাবঘুরেপনা চলতে থাকে। প্রতি বছর নতুন প্রজন্ম আসে পুরনোকে অনুসরণ করে, এমন সব আদর্শ গ্রহণ করে যাতে রক্ষণশীলতা ধাক্কা খায়। এখানে ভীরুতা বা নিয়মানুবর্তিতার কোন ঠাঁই নেই। রটনা আছে—এখানে অনিয়ম বা নিয়মভঙ্গটাই নিয়ম। সত্যি কথা, অনেক শিল্পী ও লেখক গ্রীনউইচ ভিলেজে এসেছে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, বেহিসেবি ব্যবহার ও আচরণ প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে। প্রায়শঃই সেই শিল্পী ও লেখকদল পালিয়েছে দুঃখিত মনে নতুন জ্ঞান নিয়ে, ততক্ষণে তাদের প্রতিভা ফুরিয়ে গেছে এবং নীতিবোধ চূর্ণ হয়েছে। তবু প্রবাদ টিকে আছে, বিশেষ করে যখন পার্টি হয়। এটা নিঃসন্দেহে সত্য, গ্রীনউইচ ভিলেজে বেশির ভাগ পার্টি অতি-সাধারণ মিলনোৎসব হিসেবে শুরু হয়, আর বেশ কিছুক্ষণ ঘোরতর মদ্যপানের পর বিকৃত কামের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়।

যে কোন বিষয়েই পার্টি হতে পারে এখানে। এক কুমারীর কৌমার্য্য গেছে, সে নারী হয়েছে, তাই নিয়ে সে পার্টি দিতে পারে। কোন মহিলা তার প্রেমিক বা স্বামী হারিয়েছে—অথবা কেউ অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে, সে পার্টি দিয়ে তার দুর্ভাগ্যকে জয় করতে পারে।

কোন এক কবির কবিতা হয়তো এক অতি-অখ্যাত পত্রিকায় বেরিয়েছে, যে পত্রিকাগুলো প্রথম সংখ্যার পরেই মরে যায়। সে কবির আয় হয়তো নগণ্য, তবু সে পার্টি দেবে, এবং কবিতা লিখে যা পেয়েছে, তার দু-তিনগুণ বেশি খরচ করবে।

সি. স্মিথের চাকরি গেছে। সেই সম্মানে আজকের পার্টি। অবশ্য ঘটনাটা হলো, পার্টির পরিকল্পনা হয়েছিল যখন, তখন সি. স্মিথের চাকরি অটুট ছিল। যদি তাই থাকতো তবেও পার্টি হতো। না থাকলেও হবে। কেউ না কেউ একটা কারণ খুঁজে বের করবেই।

আজকের পার্টি হচ্ছে একটা থ্রি-রুম ফ্ল্যাটে, যেখানে একটা ছোট বেডরুম, একটা বড় বসার ঘর, কিচেন আর টয়লেট আছে। এর জন্য লিলিয়ান ফিফারকে মাসে একশো তিরিশ ডলার দিতে হয়। সি. স্মিথের খুব ঘনিষ্ঠ গার্লফ্রেণ্ড লিলিয়ান।

লিলিয়ানের চুল একটু রুক্ষ ধরনের লাল। ইংরেজিতে বহু মেয়েকেই 'blonde' বলা যেমন হয়ে থাকে, তেমন। সে পুরুষদের ভালো মতো জানে, আর পুরুষরাও তাকে ভালোই চেনে। লিলিয়ান নিজেকে অবশ্য খুব চালাক ও শক্ত মেয়ে বলে মনে করে। সে সেই দলে যেসব মেয়েরা ভাবে তারা পৃথিবীটাকে বোকা বানাচ্ছে। কিন্তু আসলে নিজেরাই বিশেষ কিছু পায় না।

নানা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে লিলিয়ান। বহুদিন আগে, যখন তার চুল ছিল ব্রাউন, ঠিক 'blonde' নয়, সে তখন এক ধনী যুবকের রক্ষিতা। সেই থেকে তার নিচে নামা শুরু! নাকি ওপরে ওঠা? সেই ধনী যুবক তাকে অনেক কিছু দিয়েছিল—অর্থ, ভালো পরিচ্ছদ, মদ, সুখাদ্য, ছুটিতে সুন্দর জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত, কারণ, এটা ঠিক—এসব না দিলে ফল খারাপ হবে। এইভাবে সেই ধনীব্যক্তি লিলিয়ানকেও কিন্তু যথেষ্ট শুষে নিয়েছিল—চলতি কথায় বলা যায়-একেবারে ছিবড়ে করে ছেড়েছিল। তারপর একদিন, যেমন করে ভিজে কুকুর গা থেকে জল ঝাড়ে, ঠিক সেইভাবে সে লিলিয়ানকে ঝেড়ে ফেলে দিল।

বছর কাটতে লাগলো। কিন্তু লিলিয়ান তবু মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে স্মৃতি চারণে তার সুখের মুহূর্তগুলোর কথা ভাবে। একবার তাকে একজন ধনী যুবক পছন্দ করতো, আবার এমনই কেউ একজন কি আসবে না?

এখন লিলিয়ানের আচরণ সহ্যের মধ্যে। এমন কি তার অহংবোধ মাঝে মাঝে বেশ আহত হয়। সে সময় তাকে আর ফ্ল্যাট হয়ে শুতে হয়, যাতে সে অভ্যস্ত ছিল।

সে জানে সি স্মিথের টাকা আছে। স্মৃতির পাত্রে একটা আঙুল ডুবিয়ে সে আবার একটা খাবার তৈরির চেষ্টা করে। এই আরেক ধনী যুবক! যদিও আসল ব্যাপারটা হলো, সি. স্মিথ তেমন ইয়ং নয়, আর তার টাকাও তার নিজস্ব নয়, পরিবারের। স্বপ্নে লিলিয়ান দেখেছে, সে দক্ষিণের খেত-খামারের মধ্যে বেড়াচ্ছে, চারপাশে প্রস্ফুটিত ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ, ভ্রমরদল ফুলে ফুলে মধুপান রত। মনে হয়, এমন স্বপ্নের উৎস একটি সিনেমা 'Gone with the wind' এবং একটি উপন্যাস, ফ্র্যাঙ্ক ইয়ারবি-র লেখা।

স্বপ্ন দেখার জন্য লিলিয়ানকে আর দোষ দেওয়া যায় না, যেমন আজকের রাতের পার্টির জন্যও নয়। রোগা, লম্বা চেহারার ওপরে আজ সেঃযাকে বলে 'হোস্টেস গাউন' চাপিয়েছে। আসলে সেটা একটা পর্দার কাপড়। দরজার কাছে সি. স্মিথের বাহু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অভ্যাগতদের স্বাগত জানাচ্ছে।

—আরে, নিক ভার্ডার! কি অপূর্ব, একেবারে স্বর্গীয় আগমন!—লিলিয়ান সোৎসাহে বলল।

নিক এলো, পেছন পেছন জ্যাকলিন থর্নবার্ন।

নিক বলে—এত অতিরিক্ত উৎসাহের কি আছে? কালরাতেই তো আমাদের দেখা হয়েছে।

লিলিয়ান এগিয়ে এলো—আরে, জ্যাকলিন। হাউ ওয়াণ্ডারফুল।

—কল মি জ্যাকি, ডার্লিং।

সি. স্মিথের পরণে সেই পোশাক। জ্যাকলিনের শরীরটাকে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত দেখলো। বুকের ওপর দৃষ্টিটা একটু বেশি সময় নিল।

—আরে বাস, হু ববা, '' ব্বা—

এ এক ধরণের প্রাচীন সম্ভাষণ, তার পোশাক আর আর চুলের স্টাইলের মতোই ব্যাক-ডেটেড্।

নিক আক্ষেপ করলো—আরে দূর! আমি বোতল আনতে ভুলে গেছি'

স্মিথ বললো—এক কাজ করো। সিড়ি দিয়ে এখুনি সোজা নেমে যাও, ওই কোনায় মদের দোকানটা এখনও খোলা আছে, পেয়ে যাবে।

লিলিয়ান বাধা দিল—না, না, এমন করো না। স্মিথ, নিজেকে খুব ছোট করছ। বিশেষ করে নিকের মতো বন্ধুর সাথে এমন আচরণ ঠিক নয়।

নিক বলল—আরে, এক মিনিটের ব্যাপার। যাব আর আসব।

জ্যাকলিনও নিককে টেনে ধরে আটকালো—না, যাবে না। এই ঘরভর্তি বিটনীক্‌দের মধ্যে তুমি আমায় একলা ফেলে যাবে না।

স্মিথ বলল—বেশ, মিস বার্নিন, নিক তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তবে তোমার স্পীড কেমন জানি না, আমাদের স্টকে কোন জার্মান রেকর্ড নেই।

—কে বলল নেই?—লিলিয়ান আবার প্রতিবাদ করলো—অবশ্যই আছে। আমার কাছে Morgen' এবং Meadowlands দুই-ই আছে।

—আরে তুমি ঠকাচ্ছ! ওগুলো রাশিয়ান!

ইতিমধ্যে একটা ছোট দল জানলার কাছে জড়ো হয়ে খাঁচা বন্দী শাখামৃগের মতো কিচির মিচির করছে। তাদের মধ্যে একটা নোংরা লোক নিককে দেখতে পেল। সে ওই ভিড়ের চিৎকার করলো—নি-ই-ক!

ছুটে এসে নিককে জড়িয়ে ধরলো সে। নিক অস্ফুট স্বরে বলল—এই মরেছি!

—আরে জ্যাকি—বলে সেই তরুণটি জ্যাকলিনকে জড়িয়ে ধরলো—ওঃ, কি আনন্দ! লিলিয়ানের পার্টিতে আজ সবাই হাজির।

স্মিথ বলল—এটা আমার পার্টি, লিলিয়ানের নয়।

এই তরুণটি এক দূর জগতের বাসিন্দা। নাম জ্যাক শ্যাপিরিয়ো, ছবি আঁকে। ছবির নিচে স্বাক্ষর দেয় পুরো নাম, জ্যাকস্ শাপিরিও। নোংরা চুল-দাড়ির এই চিত্রশিল্পী কখনও চুল আচড়ায় না, কাটে না। সস্তার বিদঘুটে প্যান্ট, ট্রেন কণ্ডাক্টরের ইউনিফর্মের মতো জ্যাকেট পরে থাকে। জ্যাকেটটা খুব সম্ভব চুরি করা যখন সে এক সময়ে সিম্পলন-ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে কাজ করতো। শীত ও গ্রীষ্মে সে একটা ফেল্ট হ্যাট মাথায় দেয়। টুপিটার ব্যাণ্ড নেই, তাই একটা দিক কোনাকুনি হয়ে ঝুলে থাকে। এক এক সময়ে সে উত্তেজিত হয়ে লোকজনকে ডাকাডাকি করে, আবার অন্য সময়ে ভিড় এড়িয়ে চুপচাপ ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন খুব একটা রহস্যজনক কিছু গোপন করছে। ওর চলতি নাম 'বনের মানুষ', সেটাই চালু আছে। অনেকবার দেখা যায়, খুব ভোরে ঘুমন্ত রাস্তায় সে ঘুরে ফিরে ভ্যানের পেছন থেকে দুধের বোতল চুরি করছে।

এ হেন শিল্পী জ্যাকলিনকে জিজ্ঞেস করে—তোমরা কি এই শতাব্দীর নতুন যুগলমূর্তি?

জ্যাকলিন বলে—তা বলতে পার। আমি নিককে খুঁজে পেয়েছি, সেও আমাকে পেয়েছে।

স্মিথ বলল—ঈশ্বর জানেন, তোমাদের মধ্যে কার দুর্ভাগ্য বেশি?

জ্যাকলিন উঠে দরজার দিকে এগোল। লিলিয়ান বিমর্ষ, সে চেয়েছিল পার্টির মর্য্যাদা বজায় রাখতে।

নিক ছুটে এসে জ্যাকলিনের বাহু ধরলো—

—আরে, থামো থামো।

তারপর স্মিথের দিকে তাকিয়ে বলল—আমাদের ব্যাপারে একটু কম মাথা ঘামাও। তোমার পুরনো ভাঙ্গা রেকর্ড আর ভালো লাগে না। বুঝেছ?

দু-এক জনের দিকে মাথা নেড়ে সৌজন্য দেখিয়ে নিক জ্যাকলিনকে নিয়ে বেডরুমের দিকে এগোলো। ঘরটা অন্ধকার। তার মধ্যে শুধু একটা জ্বলন্ত সিগারেটের মুখ দেখা যাচ্ছে। একটা বৃহৎ আকার লোক বসে আছে, আর বিছানার ওপর একটা মেয়ে কুঁকড়ে শুয়ে কাঁদছে।

মোটা লোকটা অন্ধকারেই হাসলো—তোমরা এই মুহূর্তে চলে যাও, ভাই। তোমরা তো এসব ব্যাপার জানো। যখন তোমাদের পালা আসবে, তখন এসো।

তারপর বিছানায় মেয়েটাকে কি যেন বলল। মেয়েটা সে কথা পাত্তা দিল না। অতএব সপাট এক চড় পড়লো তার গালে। মোটা লোকটা ওকে তুলে ধরতে গেল, তখুনি মেয়েটা আবার কেঁদে উঠে একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মোটকা নিজের জামাকাপড় একটু গুছিয়ে নিয়ে মেয়েটাকে তাড়া করলো। যাবার আগে বলল—আরে ভাই, বিছানাটা এখনও গরম আছে।

জ্যাকলিন বিরক্ত হয়ে বলল—লোকটা অন্ততঃ চল্লিশ, আর মেয়েটা মনে হয় ষোলোর বেশি নয়।

নিক বলল—হ্যাঁ, বড় জোর আঠারো। কিন্তু তুমি কি আশা করো? এই হচ্ছে গ্রীনউইচ ভিলেজ, তার চেয়েও বড় কথা এটা লিলিয়ানের বাড়ি।

জ্যাকলিন বিছানায় বসলো। নিক জানলার কাছে গিয়ে ভেনিসিয়ান ব্লাইণ্ড তুলে পাল্লা খুলে দিল। এক ঝলক বাতাস ঢুকলো, তাতে সস্তার পর্দা দুলে উঠলো, আর মোটকা লোকটার ঘামের গন্ধটাও খানিকটা দূর হলো।

জ্যাকলিন আয়াস করে শুয়ে পড়লো—থ্যাংকস্।

নিক জিজ্ঞেস করলো—কিসের জন্য?

—এই আমার সাথে থাকার জন্য। বিশ্বাস করো, আমার ভাগ্যে এমন আগে জোটেনি। আমার মনের জোর অনেকটা বেড়ে গেছে।

—এ কথা হচ্ছে কেন? আমি তোমার ডেট্—ক্ষণস্থায়ী সঙ্গী। আজকের মতো।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ।

নিক বলল—আমি কি তোমার জন্য একটু ড্রিংকস বানাব?

—একটু পরে। আপাততঃ আমি এখানে স্থির হয়ে বসতে চাই, আর বোকাগুলোর কাণ্ড কারখানা দেখি।

দরজার বাইরে হাফডজন লোক সেই চিত্রশিল্পীকে ঘিরে রয়েছে। সেই জ্যাক শ্যাপেরিয়ো!

জ্যাক বলল—ওইখানে নিক ভার্ডার আছেন, শহরের নাম করা ব্যক্তি।

কমলা রঙের চুল আরেকজন মন্তব্য করে—কই, আমি কখনও নাম শুনিনি!

—শাট আপ্!—জ্যাক ধমক দিল—ওর সাথে আছেন জ্যাকলিন থর্নবার্ন—বিরাট ধনী মহিলা। একবার ভেবে দেখো—

একটি যুবক বলল—কিন্তু, এখন আমাদের মাথা খারাপ করা ঠিক হবে না।

সকলে হেসে উঠলো। জ্যাক শ্যাপরিয়ো অপ্রস্তুত। তার কথা হারিয়ে গেল। রাগত গলায় সে শুধু—ইউ, ইউ—বলে কি বলবে ভেবে পেল না।

লোকজন, জোড়া জোড়ায়, চেয়ারে বসে গলা ধরে জড়াজড়ি করছিলো। কেউ কেউ রেকর্ডের মিউজিকের তালে তালে নাচছে। একটা স্প্যানিয়েল কুকুর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এদিক এদিক ঢুঁ মারছে, খুব সম্ভব তার মালিকের খোঁজে। লিলিয়ান এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছে। সি.স্মিথের মুড খারাপ, বিশেষ করে নিকের সাথে কথা কাটাকাটির পর, সে উঠে গিয়ে ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে বসলো। ঘটনাগুলো স্মিথের মন মতো ঘটছে না। ফলে তার নজর গেল একটি ছোট হাইটের পরিপূর্ণ বুকের একটি মেয়ের দিকে।

একটি আঠারো বছরের মেয়ে। জীনসের প্যান্ট, আর লো-কাট ব্লাউজ যার ফলে তার সম্পদ স্পষ্ট দ্রষ্টব্য, স্মিথের কাছে এগিয়ে এলো। বলল—আমি তখন থেকে ভাবছি কখন তোমার নজর পড়বে আমার দিকে। সারা সন্ধ্যে কেউ আমাকে বিশেষ পাত্তা দেয় নি।

—আরে মেয়ে, এই সব ফালতু লোকেদের কাছ থেকে তুমি কি আশা করো? যাই হোক, একটা ব্যাপার—তোমার ব্লাউজের ভেতর লাফাচ্ছে জিনিসটা কি? ফলস্ কিছু নয় তো?

স্মিথের মনে পড়েছিলো অফিসের মেয়েটার সাথে সেই অভিজ্ঞতার কথা।

মেয়েটা টান হয়ে দাড়ালো, এমন ভঙ্গিতে যে তার দুই বুক যেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উঠে এলো—নিজের চোখেই দেখ!—বলেই দন্তবিকশিত আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। ভালো করে দাঁত মাজে না মেয়েটা।

দ্বিধাভরে এক হাত বাড়িয়ে স্মিথ মেয়েটির একটি উঁচু মাংসল সম্পদ ঝট করে ধরে ফেললো।

—ইসস্। পুরোটাই মাংস আর চর্বি। আর আপেলের মতো শক্ত।

মেয়েটি হাসলো—আর অন্ততঃ আপেলের ডবল সাইজ।

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে। তবে আরও কিছু জানা দরকার। আরেকটু ভালো করে সব কিছু পরীক্ষা করতে হবে।

—যদি আমার দিকে সত্যি তুমি নজর দাও, তাহলে ভেবে নাও। কোথায় দেখবে? বেডরুম তো দখল হয়ে আছে। রান্নাঘরেও কারা যেন ঢুকেছে। তোমার বাথরুমটাও তো এদিকে নয়, কোন দিকে?

—ধুত্তোর!—বলে স্মিথ উঠে গেল।

মেয়েটিও পিছু পিছু গেল, তারপর একজন রোগা দেবদূত মার্কা মুখের সামনে। জুলিয়াস সীজারের ধাঁচে চুল ছাঁটা। গ্রামাফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

তার সামনে গিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে দুই বুক মেলে ধরে মেয়েটি বলল—হে বন্ধু, তোমার কি মনে হয়—এ জিনিস দুটি খাঁটি, অকৃত্রিম?

ছেলেটি একবার সেই জোড়া সম্পদের দিকে তাকালো। তারপর রেকর্ডগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রশ্ন করলো—তুমি লোকগীত ভালোবাসো?

—ধুত্তোর!—ঠিক স্মিথের সুরেই উচ্চারণ করলো মেয়েটি। অন্যদিকে সরে গেল।

গ্রামাফোনে এখন গান বাজছে—Kisses sweeter than wine! লোকগীতিতে নিকের কোন আকর্ষণ ছিল না, তবুও এই সুরটার মধ্যে কেমন একটা বেদনা মেশানো আছে, নিকের মনের উপর ছাপ ফেলছে। দারুণ বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছে মনটা!

জ্যাকলিন নিকের হাতের ওপর হাত রাখলোঃকি হয়েছে, তুমি হঠাৎ এতো মনমরা হয়ে গেলে কেন?

নিক বলল—মনে হয়, গানটার জন্য।

—তুমি কি জেনি ও ব্রায়েনের কথা ভাবছ? তার চুমু কি মদের চেয়ে মিষ্টি?

নিক দীর্ঘশ্বাস ফেললো—জেনি এখন অতীতের বিষয়। আমার জীবনে বহু মেয়ে এসেছে, চলে গেছে, কিন্তু জেনিই একমাত্র যে আমাকে বোকা বানিয়েছে। এখন বলতে পারছি না ঠিক কবে ওর সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো, কবে এনগেজমেণ্ট হলো। তবে এটা স্পষ্ট মনে আছে, আমি ওর সাথে গিয়ে এনগেজমেণ্ট রিং কিনে দিলাম। কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে ও সবসময় নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলো। একটু ছোঁয়াছুয়ি, এখানে-ওখানে সামান্য হাত রাখা, গলা জড়িয়ে ধরা—আর তারপরেই হঠাৎ সব স্তব্ধ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেনি বিছানায় গেল একজন সন্দেহাতীত নারীখাদকের সাথে, তার নাম ববি আর্নল্ড। এটা আমার মনে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স, মানে হীনমন্যতা সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট।

—তুমি এখনও জেনিকে বেশ সমীহ করো, তাই না?

—এখন! ওসব ছাড়ো। প্রত্যেক মেয়েকে আমি গ্রহণ করি মাত্র একবার। কখনই দ্বিতীয়বার নয়। আমি দিশেহারা এইমুহূর্তে।

তবে মারাত্মক কিছু নয়। শুধু অবাক হয়ে ভাবছি, ওই বাকসর্বস্ব ববি আর্নল্ডের কি এমন আছে যার জন্য সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেনির কাছ থেকে যা পেল, আমি পাঁচ মাসের চেষ্টায় তা পাইনি?

জ্যাকলিন বলল—আমার মনে হয় জেনি তোমার কাছে ফিরে আসতে চাইছে। তা নইলে আমাকে ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে মারার চেষ্টা করবে কেন?

—তুমি তার গর্ব ভেঙ্গে দিয়েছ, তাই, সে মোটেই আমাকে চায় না।

নিক বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। জ্যাকলিন ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে চুলে বিলি কাটতে শুরু করলো।

নিক বলল—আমার ওইসব ব্যাপারে এখন একদম মন নেই, বেবি।

—তুমি আমার সাথে দেহের মিলন চাও না?

—আমরা এখানে একটা পার্টিতে এসেছি। লোকে দেখেছে আমরা বেডরুমে ঢুকেছি। তোমার কি সুনাম হানির কোন ভয় নেই?

—সুনাম আমার আগেই শেষ হয়ে গেছে।

জ্যাকলিন নিকের বুকে বুক রাখলো। হাল্কাভাবে চাপ দিল। গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল—শোন নিক, একটা সময় এসেছে যখন আমি কোন একটি মাত্র পুরুষকে জীবনে গ্রহণ করব।

জানলার দিকে মুখ ফেরালো জ্যাকলিন—লোকে আমাকে বেশ্যা বলে, টাকাওয়ালী বিচ্ মনে করে, এমন কি সেক্স-পাগল নারী—এক কথায় নিম্ফোম্যানিয়াক বলে বিশ্বাস করে। আর কি ভাবে, ঈশ্বর জানেন। এখন আমার এই পরিচয়ের একটা আমূল পরিবর্তন চাই।

পাশ থেকে জ্যাকলিনের মুখ দেখতে পাচ্ছিল নিক—কি পরিচয় চাও। মিসেস......?

জ্যাকলিন বসে রইলো। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে তার—আমাকে একটা সুযোগ দাও, নিক। প্লীজ! আমি রেস্টুরেণ্টে তোমাকে কিছু বলার চেষ্টা করেছিলাম। জানি না, আমার সম্পর্কে কি ধারণা তোমার! কিন্তু মনে হয়, তুমি যদি আমায় একটা চান্স দাও, কিছু একটা ভালো হতে পারে।

নিক নিজেকে বোঝাতে চাইলো সে এই নারীকে চায় না। কেমন যাচ্ছে তার দিনটা! আজ সকালেই সেই বুড়ি সম্পাদিকা কণ্টি-শ-এর সাথে আদিম দেহযুদ্ধ। কণ্টি প্রকৃতপক্ষে তাকে ক্ষুধার্ত বনবেড়ালের মতো ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়েছে। তার কিছু পরেই, সেই বাচ্চা বেশ্যাটা—ব্যাবস্! না—মাথা নেড়ে নিক ভাবলো—সে এত বিশাল পৌরুষের অধিকারী নয় যে, একদিনে তিন জন মহিলার সেবা করবে!

—আমি আজ একটু বিশ্রাম চাই, বেবি। আমি ক্লান্ত।

জ্যাকলিন বিছানা থেকে নেমে গেল। ফিশফিশ করে বলল—আমি বাজি রাখতে পারি, আমার জায়গায় যদি জেনি ও'ব্রায়েন থাকতো, তাকে তুমি ফেরাতে না।

—তুমি সত্যিই হতভাগী বিচ্!

—ইয়েস ডার্লিং, আমি হয়তো বিচ্, কিন্তু অন্ততঃ আমি অনেস্টলি বলতে পেরেছি আমি তোমায় চাই।

—তুমি অনেস্ট নও, তুমি অসুস্থ।

নিক তার দিকে থুথু ছেটালো—তুমি জানো আজ এরমধ্যেই ক'জন মেয়ের সাথে আমায় শুতে হয়েছে। দু-দজন!

—আমি বিশ্বাস করি।

—তাহলে আমরা কথা বুঝতে চেষ্টা করো।

নিক বিছানায় উঠে বসে আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতার বিশদ বর্ণনা দিল—কিভাবে কর্ণি শ' আর ব্যাবসের সাথে কেটেছে তার।

—বেশ তো—জ্যাকলিন বলল—তুমি যখন এত কথা বলছ, তখন আমি নিজেকে সংযত রাখব। বেশ্যাদের কাছ থেকে তুমি কি পেয়েছ, তুমিই বুঝে দেখ। চলি, পরে দেখা হবে।

সোয়েটার স্কার্ট ঠিক করে পরে বেরিয়ে গেল জ্যাকলিন। পশ্চাদদেশের দোলানি সেই রকমই লোভনীয়।

একা অন্ধকারে বসে নিক সিগারেট ধরালো। একটু পরে লাইটের সুইচটা খুঁজলো। পেল না। অগত্যা টেবিল ল্যাম্পটা জ্বাললো। ফোন তুলে সিড লেনস্কের নম্বরে ডায়াল করলো। ও প্রান্তে অন্তত সাতবার রিং হওয়ার পর সাড়া পাওয়া গেল। নিক বুঝলো, এই রুক্ষস্বর স্যামুয়েলের।

—কে এই সময় জ্বালাচ্ছে?

—স্যামুয়েল, আমি নিক ভার্ডার বলছি। আমি রেসের রেজাল্ট জানতে পারিনি। কে জিতলো?

নিক শুনতে পাচ্ছে ওপারে বিশাল গোলমাল হচ্ছে। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে একটি মেয়ে করুণ গলা দয়া ভিক্ষে করছে। স্যামুয়েল একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দিল—তোমার ঘোড়া জেতে নি।

—আমি আশাও করি নি। কিন্তু কে জিতলো?

স্যামুয়েলের চিৎকার—দূর, বোবা বাস্টার্ড! বললাম না, ব্ল্যাক বিগহেড জেতেনি।

নিক নিজেকে বোঝালো, এই মূর্খের সাথে বুদ্ধি রেখে চলতে হবে। এটার মাথায় কোনও পদার্থ নেই।

—শোন স্যামুয়েল, আমার কাছে যদি কোন সান্ধ্য দৈনিক, এমন কি একটা ছোট রেডিও সেট থাকতো, আমি তোমাদের বিরক্ত করতাম না। আমাকে বিশ্বাস করতে পার। শুধু বিজয়ী ঘোড়াটার নাম জানতে চাইছি। আমাকে যত ইচ্ছে গালাগাল দাও, ফোনটা আমার মাথায় ভাঙতে পার, শুধু ওই নামটুকু বলো।

ফোনের মধ্যে মেয়েটার আর্ত চিৎকার শোনা গেল, যেন খুন করা হচ্ছে তাকে।

স্যামুয়েল বলল—আর নতুন করে কি গালাগাল দেব তোমায়! তুমি যথেষ্ট শুনেছ।

ফোন রেখে দিল স্যামুয়েল।

অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে নিক জানলার কাছে গেল। বাড়ির ছাদগুলোর ওপারে অন্ধকার। রুপালি চাঁদ তারই ফাঁকে উঁকি মারছে। আকাশে মেঘ জমেছে। তারাগুলো মিটমিট, হাল্কা বাতাস ঢুকছে ঘরে।

.....হায়, জ্যাকলিনের স্বপ্নের মতো, আমি সত্যিই একটা ঘোড়দৌড়ের ফলাফল নিয়ে মগ্ন হয়ে আছি—নিক জানলা থেকে সরে এলো। দরজার কাছে এসে পার্টির লোকজনদের একবার লক্ষ করলো। আরও অনেকে এসেছে। ছোট লিভিংরুমটাকে এখন রাশ-আওয়ারে গ্র্যাণ্ড

সেন্ট্রাল স্টেশন বলে মনে হচ্ছে। জ্যাকলিনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিক তাতে মন দিচ্ছে না। সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকলো—কেউ অন্ততঃ নিশ্চয় জয়ী ঘোড়াটার নাম জানে।

॥ ১৪ ॥

সিদ্ধ লেনক্স ও জেনি ওব্রায়োন উলঙ্গ হয়ে পাশাপাশি শুয়ে। সিদ্ধের একটা হাত জেনির বুকের ওপরে। সেই হাতটা সরাবার শক্তি নেই জেনির—তার চোখ জ্বলছে, সারা গা কাঁপছে।

—বেবি, তোমার হার্ট দারুণ উত্তেজনায় দপদপ করছে।—সিদ্ধ বলল।

—ছাড়ো, আমাকে ছাড়ো, প্লীজ।

—কিন্তু আমরা পরস্পরের প্রতি ভালো কিছু করলাম না। শোনো, তুমি যদি সহযোগীতা করতে, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুখ পেতাম আমরা। বিশ্বাস করো—নারী-পুরুষের মধ্যে এর চেয়ে ভালো সম্পর্ক আর কিছু নেই।

জেনির নিজের মুখে হাত পুরে কান্না থামাতে চেষ্টা করলো। সকালে সেই উচ্চ-আদর্শের মেয়েটার ভাগ্যে একদিনের মধ্যে কি ঘটে গেল! যে মেয়েটা এত নির্দোষ, এত পবিত্র ছিল!

—দেখ, খুকি, আমি রেপ্-এ বিশ্বাস করি না। দুঃখিত, তোমার উপর ওই করতে হয়েছে। কিন্তু তোমার চেহারা আমাকে উম্মাদ করে দিয়েছিলো।

কেউ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

বিছানা থেকে মাথা তুলে সিদ্ধ চিৎকার করলো—কোন হতভাগা এলো এই সময়!

দরজার ওপার থেকে স্যামুয়েল বলল—সিদ্ধ, সেই নিক ভার্ডার ব্যাটা এইমাত্র ফোন করেছিলো।

—নিক!

জেনি নামটা শুনেই লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলো, ছুটে গেল দরজার কাছে। দরজার খিল খুলে সে বাইরে চলে গেল। সিদ্ধ তখনও বিছানায়। স্যামুয়েলের চোখের সামনে একটা সাদা ধাঁধাঁ সৃষ্টি করে জেনি বাইরের দরজার কাছে চলে গেল। স্যামুয়েল হতচকিত, সামলে উঠে সে তাড়া করলো তাকে।

সিদ্ধ উঠে এসে দেখল, হলওয়ের মাঝখানে দুজনে হিংস্রভাবে ধস্তাধস্তি করছে।

—হারামজাদী কুত্তি! স্যামুয়েল, তুমি ওটাকে শক্ত করে ধরো, বেটির গতরে বেশ জোর আছে।

স্যামুয়েল গোঁত-গোঁত করছে—আরে ভাই, ওর গতরখানা তো দেখতেই পাচ্ছ!

এইবার উলঙ্গ জেনিকে শূন্যে তুলে আধ-পাক ঘোরালো স্যামুয়েল, তারপর দেয়ালে ঠেসে ধরলো। জেনি উল্টে এলো, সশব্দে মেঝের ওপর আছাড় খেলো। ভেজা কাপড়ের মতো জুবুথুবু হয়ে গেল এবার।

দুজনে আবার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো। স্যামুয়েল জোরে জোরে দম নিচ্ছে—ওই খুকির ওজন অন্ততঃ এক টন।

সিদ্ধের এবার অপ্রশংস দৃষ্টি—তা ঠিক! কিন্তু কি একখানা শরীর দেখ! কোন মেয়ের শরীরে এমন একজোড়া পেল্লাই জিনিস দেখেছ? এবং ও দুটো কেমন স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয়, ও দুটোর ওপর একটা বিয়ার বোতল ব্যালেন্স করা যাবে। একেবারে ভেনাস ডি মেলো!

—আমি পুরুষদের ম্যাগাজিনে এমন কিছু ছবি দেখেছি, সত্যিকারের দেখিনি।

জেনি দুহাত মেঝেয় পেতে কাঁদছে—তোমরা আমায় নিয়ে আর কি করতে চাও?

কালো চুল ছড়িয়ে পড়ে মুখ ঢেকে গেছে তার।

সিন্ধ বলল—একটু সাহায্য করো, তারপর আমরা ভেবে দেখব।

স্যামুয়েল মাথা চুলকে সিন্ধকে বলল—ওকে পেয়েছে তো?

—ঠিক সে ভাবে পাইনি।

স্যামুয়েলের অবশ্য চিন্তা শক্তি নেই। তবু তার খেয়াল হলো, সে জীবনে একবারও কোন সুন্দরী মেয়ের সাথে বিছানায় শোয় নি। তার জীবন কেটেছে জানোয়ার আর বেশ্যাদের নিয়ে, যারা টাকার বদলে তাকে কোন সুখই দেয় নি।

—আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি সিন্ধ—স্যামুয়েল বলে—যদি তুমি বোঝ আমি কি বলতে চাইছি।

—কি, তুই, সন অব্ আ......যাক, শোন স্যামুয়েল, তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝেছি। আমি কারুর সাহায্য চাই না, কাউকে এ ব্যাপারে সাহায্য করি না। তোমার জ্যাকেটটা নিয়ে তুমি কেটে পড়ো, ঘরের কোনায় গিয়ে সিনেমা দেখ।

—কিন্তু আমি যখন ফিরে আসব, তুমি পালাবে। তুমি নিজেই আমাকে পালাবার প্ল্যান জানিয়েছ। তাই মনে হয় এখনই পার্টনারশীপ অনুযায়ী আমাদের বখরা ভাগাভাগি করা ভালো।

ঠিক এই সময় তারা দুজনেই শুনতে পেল ওদের ফ্লোরে এলিভেটর এসে থামলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই টাইলস্ মেঝের ওপর জুতোর হিলের শব্দ। শব্দটা কাছে এলো, আর দরজার বেল বেজে উঠলো।

—সর্বনাশ! ঠিক জানি, নিক ভার্ডার ওর বান্ধি জেনের টাকা নিতে হাজির হয়েছে।—সিন্ধ বলল।

এইবার প্রাণপণ জোরে জেনি চিৎকার করলো- -নিক, নিক, শীগগির এসো, নিক—

কিছুটা ফ্লাশব্যাক :

লিলিয়ানের পার্টিতে নিক এবার সেই চিত্রশিল্পীর কলার চেপে ধরলো—অ্যাই জ্যাকসন, তুমি কি রেস খেলো? বলতে পার, আজকের শেষ রেসে কোন ঘোড়া জিতলো?

ব্যালেরিনার ভঙ্গিতে জ্যাক শ্যাপিরিয়োঁ বেঁকে গেল—আঃ, আমার লাগছে। আর আমাকে কখনও জ্যাকসন বা জ্যাক বলে ডাকবে না। আমার নাম জ্যাকস্ বুঝেছ?

—সরি, ভবিষ্যতে খেয়াল রাখব। কিন্তু তুমি জানো—

—আরে ভাই, তোমার আর মিস জ্যাকলিন থর্নবার্নের মধ্যে ব্যাপারটা কি সত্যি? তার তো গাদা গাদা টাকা। আর সে সুন্দরীও বটে। শুধু ওই বদনাম, জার্মান-রেকর্ডের ব্যাপারটা। একদিন ওর বাড়ি গিয়েছিলাম, দেখলাম একটা দোকানের চেয়েও বেশি ওর মিউজিক রেকর্ডের স্টক, সবগুলোই জার্মান। আমি এর মানে বুঝি না। ওতো ইংরেজ, তাই না? অন্ততঃ কথায় ইংরেজের টোন্ আর লণ্ডনেই থাকে, সবই। আর ইংরেজরা তো জার্মানদের ঘৃণা করে, পরিষ্কার বিদ্বেষ! তা হলে অতো জার্মান মিউজিকের রেকর্ড কেন?

—ঠিক আছে, এই বিষয়ে পরে কথা হবে।

—তা বেশ, দেরি করো না। ......হ্যাঁ, ওই যে দেখ--

জ্যাক একটি কালো তেলতেলে চামড়ার লোককে দেখায়। সে একটু দূরে এক 'blonde'-র সাথে কথা বলছিলো।

—ওই লোকটা জুয়াড়ি। রেস খেলে। ও বোধ হয় ঘোড়ার নামটা জানে।

লোকটার পরণে স্ট্রাইপ-কাটা স্যুট, আর মেয়েটা একটা ছেলেদের সার্ট আর ট্রাউজার পরেছে। লোকটার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। মেয়েটার হাতে-কাঁধে হাত বোলাচ্ছে সে।

মেয়েটা বলছে—তুমি বললে তোমার মেয়ে পাবার উত্তেজনা এসেছে।

—অ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তোমার মতো, তুমি, তোমার—ভাষা খোঁজার জন্য লোকটা সিলিং-এর দিকে তাকালো—তুমি দারুণ। টেরিবল্!

—মানুষ আমায় অতো চায় না......যাই হোক, একটা সিগারেট হবে?

রোল্ডগোল্ডের সিগারেট কেস থেকে একটা বের করে মেয়েটাকে দেয় লোকটা—আমার হাভানা থেকে আনা ছোট সিগার। এগুলো চাষারা খায়।

সিগার মুখে নিয়ে মেয়েটা বলে—ম্যাচিস্।

লোকটা এবার রোল্ডগোল্ডের একটা লাইটার এগিয়ে ধরে। মেয়েটা লাইটার নিয়ে বলে—তোমার কি কি আছে?

—শোন, আমার একটা ডাইমার কনভার্টিবল গাড়ি আছে। তার মধ্যে মেক্সিকো-বেকার রেডিও ফিট করা। চামড়ার সীট। বুঝতে পারছো? লণ্ডনের স্যাভাইল রো থেকে আমি পোশাক কিনি। স্যাভাইল রো কোথায় জানো তো? আমার ঘর সব ইমপোর্টেড্ ফার্নিচারে ভর্তি। বুঝতে পারছো? আসলে, আমি একেবারে সাধারণ লোক নই। তাই—

ধোঁয়া ছেড়ে মেয়েটা বলল—তুমি হয় ধনী, নয় মেয়ে সাপ্লাই-এর দালাল।......তোমার কোন বোন আছে?

নিক ওদের মধ্যে এসে পড়লো।

—মাপ করো, আশা করি তোমাদের একান্ত ব্যক্তিগত কোন কথাবার্তায় বাধা দিচ্ছি না। শুধু একটা খবর চাই—শেষ রেসে কোন ঘোড়াটা জিতলো?

লোকটা বলল—তুমি জানো না! আর আমিও ঠিক আজই ঘোড়ার খবর নিই নি।

—হায়!—নিক ঠোঁট কামড়ালো—একবার কোন কাগজের স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে খবর নিয়ে দেখলে হয়।

—ফতুর লোক সব!—মেয়েটা বলল।

—কি বললে?—নিক প্রশ্ন করলো।

—ফুটো পকেট লোকেরা রেস খেলতে যায়।

লিলিয়ান একটা টেবিলের ওপর উঠে দাড়িয়েছে।—সবাই শান্ত হও। একদম সাইলেন্স।

সি. স্মিথ জ্যাকলিনের সীটটা ধরে আছে। স্মিথ আর ব্যাক শাপেরিরোর সাহায্যে জ্যাকলিনও টেবিল উঠে লিলিয়ানের পাশে দাঁড়ালো।

—আমি নিশ্চিত, তোমরা সকলেই জ্যাকলিন থর্নবার্নকে চেনো।

—কল মি জ্যাকি, ডার্লিং।—জ্যাকলিন দর্শকদের উপর চোখ বুলিয়ে বলল।

লিলিয়ান বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। এবার জ্যাকি তোমাদের জন্য শো করবে। আমরা হোস্টরা—আমি আর সি. স্মিথ, একটা দ্রুত নির্বাচন ও মতামত নিয়েছি। তাতে জ্যাকি হয়েছে

উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে বেস্ট ফিগার। এখন জ্যাকি তোমাদের জন্য ধীরে ধীরে পোশাক খুলবে।.....শী উইল স্ট্রিপ ফর ইউ!

জ্যাকলিন বলল—একটা জার্মান মিউজিক বাজাও।

লিলিয়ান টেবিল থেকে নেমে একটু হতাশ সুরে বলল—আমার কাছে শুধু Morgen আছে।

—তাই চালাও।

ওরা তিনজন। ববি আর্নল্ড, সিন্ড লেনক্স আর স্যামুয়েল—সবাই লিভিংরুমে। স্থির দৃষ্টি নিয়ে জেনি ও ব্রায়েনের নগ্ন শরীর উপভোগ করছে। আর, দুহাতে দুই বুক ঢেকে জেনি লজ্জা রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

ববি এবার অন্যদিকে তাকালো—কি ব্যাপার, তোমাদের তিনজনের গলা একদম নিচতলা থেকে শোনা যাচ্ছিলো।

সিন্ড পরিস্থিতিটা সামলে উঠেছে, ধোঁয়া ছাড়ছিলো। সে সার্ট-প্যান্ট পরেছে, অবশ্য খালি পা।

—হ্যাঁ, সেটাই ভাবনা হচ্ছিলো আমার। প্রতিবেশিরা কি ভাববে!

—রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র পেয়েছ তো?

—পেয়েছি। সই করি নি।

—তাহলে, সই করো, আর আমার টাকা দাও। আমি চলে যাবার পর তোমরা ছাদ ফাটিয়ে চিৎকার করো। আপত্তি নেই। কিন্তু পুলিশ আসার আগে আমি বহু মাইল দূরে চলে যাব।

সিন্ড বলল—তোমার এই মেয়েটি কঠিন খেলা শুরু করেছে। আমাদের অসুবিধে হচ্ছে।

—ও আমার গার্ল নয়, ও কি করছে না করছে, আমি তাতে জড়িত নই। সিন্ড, ক্যাডিলাক নিচেই রয়েছে, আমার টাকাটা দিয়ে দাও।

—আমি জানি না আর্নল্ড। মনে হচ্ছে, আমি তোমার কাছে আরও অনেক পাই, যখনই চেয়েছি তুমি এড়িয়ে গেছ।

—তার মানে? দুনম্বরি করছ নাকি? যদি করো—

—যদি করি তো কি?—স্যামুয়েল চাপা গর্জন করলো।

সিন্ড ছাই ঝাড়লো—আমি মিটমাট চাই। তোমরা আমায় কি ভাবো? আমি কি ব্যাঙ্ক? আমি টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরি না। যদি তোমার পাওনা থাকে, একটু অপেক্ষা করতে হবে।

ববি আর্নল্ড দু পকেটে হাত রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুজনকে দেখলো। সে সিন্ডকে প্রায় মারতে যাচ্ছিলো, কিন্তু স্যামুয়েলকেও সামলাতে হবে।

—ঠিক আছে, তোমাকে দেবার টাকা আমার নেই। মনে হচ্ছে, তুমিও আমার ক্যাডিলাকটা কিনতে চাইছ না। এবার তোমরাই বলো কি করা যায়—আমি তোমাদের পরামর্শ চাই।

—আমার মাথায় কিছু আসছে না—সিন্ড বলল—স্যামুয়েল কিছু বলবে?

স্যামুয়েল তখন উলঙ্গ জেনির শরীরের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটছিলো। বলল—বাস্টার্ডকে বের করে দাও।

সিন্ড হেসে ববিকে বলল—শুনতে পাচ্ছ! স্যামুয়েল তোমাকে বের করে দিতে বলছে। তুমি দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে যাও। এখন একটু হাঁটা ভালো।

ববির নাক ফুলে উঠলো—আমার ক্যাডিলাক মালিকানার কাগজপত্রগুলো কই? আর জেনির এখানে কি হবে?

এই প্রথম ববির মাথায় খুনের চিন্তা এলো।

সিদ্ধ দূরে গিয়ে টেবিলের অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে দিল।

—কাগজপত্র আমি রেখে দিচ্ছি, তুমি এক হপ্তা বাদে আমার সাথে দেখা করতে পার। যদি তোমায় তখনও টাকা দিতে না পারি, তবে তোমাকে আমার পাওনা টাকা দিতে হবে, আমি ক্যাডিলাকের কাগজপত্র ফেরৎ দেব।

এবার জেনির দিকে তাকলো সিদ্ধ।

—কিন্তু মেয়েটা এখানে থাকবে। তার একটু আমোদ প্রয়োজন, আর আমাদের কিছু আরাম দরকার। কি বলো স্যামুয়েল?

—ঠিক বলেছ।—স্যামুয়েল সায় দেয়।

এবার দরজার দিকে এগিয়ে ঠাণ্ডা গলায় ববি বলল—আমার গাড়ির চাবি গাড়িতে রয়েছে, মানে আমার কাছে। তার সাথে বিক্রীর অরিজিনাল বিলও আমার কব্জায়। তাই, আমি চাইলেই ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন পেপারস্ পেতে পারি। আর তুমি ওইসব কাগজপত্র ধরে বসে থাকো যতদিন না ওগুলো পুরনো হলুদ হয়ে যায়।.....আর ওই মেয়েটা? ওর সম্পর্কে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, ও একটা ধান্দাবাজ সুযোগসন্ধানী। আজ সকালে আমার বিছানায় উঠে এসেছিলো, ও ভেবেছিলো আমি সেই জগতের লোক যা ও চায়। তবে তোমরা দুই বদমাস ওর সাথে যা করেছ, তাতে ও নিশ্চয় তোমাদের দুজনের বিরুদ্ধে রেপের অভিযোগ আনবে।

—তা হলে এ সবই তোমার পূর্বপরিকল্পিত।

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমি এমন প্ল্যান করতে বাধ্য হই। তোমার টাকা নিয়ে তুমি গান বাজনা করো সিদ্ধ। আমি আমার উকিলের কাছে যাচ্ছি। আর আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে, জেনে রাখো, তাতে আমার যদি কিছুমাত্র ক্ষতি হয়, তাহলে ইউনিফর্মপরা আইনরক্ষার ছেলেগুলো তোমাদের সাথে যা করার তাই করবে।

দরজা সপাটে খুলে ববি আর্নল্ড হলের মধ্যে চলে গেল। এলিভিটার ছেড়ে ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ববির চলে যাবার পদশব্দ শুনে সিদ্ধ হাত দিয়ে মুখ মুছলো—স্যামুয়েল, আমার সামনে এবার বন্দুকের নল।

স্যামুয়েলের চোখে এখন এক জান্তব হাসি।—সিদ্ধ, এই বিশাল শহরের মাগীটাকে নিয়ে তোমার কাজ তো শেষ হয়েছে, তাই না? ধরো, নিক ভার্ডার যদি এখানে দৌড়ে আসে, তখন তোমায় কে বাঁচাবে?

—আরে তুই দুর্গন্ধি কুত্তার বাচ্চা! আমি তোকে রাস্তা থেকে তুলে এনে খাওয়ালাম, পুষলাম এতদিন, এখন তুই অকৃতজ্ঞ, আমাকেই ভয় দেখাচ্ছিস!

জেনি এখন প্রায় জ্ঞানহারা। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে স্যামুয়েল বলল—আমিও ওকে একটু পেতে চাই, আর আমি চাই আমার সেই কারবার তুমি নিজের চোখে উপভোগ করো। অথবা সবগুটিয়ে নিয়ে চলে যাও, নয়তো আমি তোমায় দু-টুকরো করব।

দুজনে এবার পরস্পরের দিকে চুপচাপ এক মিনিট ধরে চেয়ে রইলো। মৌনতা ভেঙে সিদ্ধ বলল—তুমি জানো, আমি লোকজন ডাকতে পারি।

—তাই নাকি! তুমি এতদিন অন্যের বাজি ধরেছ। এবার নিজেকে বাজি ধরো। কিছু করার আগেই তোমার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যাবে।

স্যামুয়েল পকেট থেকে একটা চকচকে অস্ত্র বের করলো।

—এদিকে আর তাকিও না। যখন এর সাথে বডি গেম্ খেলছিলে, আমি তখন থেকেই তৈরি ছিলাম।.....ভাগো!

সিডের কাঁধ ঝুঁকে গেল। সে ম্লান মুখে টলতে টলতে বেডরুমে ঢুকলো। যখন জামা কাপড় গোছাতে শুরু করেছে, তখন কানে এলো দরজার কাছে জেনির আর্তনাদ, দীর্ঘ বুকফাটা আর্তনাদ।

॥ ১৫ ॥

পার্টি জমে উঠেছে। মেঝের ওপর ডাঁই হয়ে আছে বিয়ার আর মদের বোতল। সারা ঘরে ঘাম, প্রসাধন, তামাক আর অ্যালকোহলের গন্ধ। ঘন সাদা নোংরা ধোঁয়া লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে উড়ছে।

জ্যাকলিন তার দেহ-প্রদর্শন খেলা শুরু করেছে। বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে সে স্কার্ট খুলে ফেলেছে। লোভাতুর কামনাজর্জর ভঙ্গি। দুই পশ্চাদদেশের নিচে প্যান্টিও টেনে নামিয়েছে। সুন্দর নিতম্ব-পেশি নাচছে। এইবার স্কার্ট ও প্যান্টি—দুটোই সে দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললো। ফিশফিস করে বলল—কি! আরো চাই?

—আরো, আরো, আরো চাই!—সমস্বরে উত্তর এলো।

নিক ইতিমধ্যে এক গেলাস শেষ করেছে। তাড়াতাড়ি আবার বোতল ঢেলে গেলাস ভর্তি করলো। সে স্কচ খাচ্ছিলো, বেশ কৌতূহল নিয়ে জ্যাকলিনের কাণ্ড দেখছিলো। জ্যাকলিন তার দেহভার এক পা থেকে আরেক পায়ে রাখলো, নিতম্ব থরথর করে কাঁপছে।

সি স্মিথ আক্ষেপ জানালো—নিক, তুমি বন্ধু যদি ওকে নিয়ে কিছু না করতে চাও, তাহলে আমায় এগোতে হবে।

তার পাশেই লিলিয়ান শান্তস্বরে বলল—স্মিথ, আমার ফিগারও খুব সুন্দর। আর আমি 'স্ট্রিপ' করতে জানি।

সি. স্মিথ দু চোখ দিয়ে জ্যাকলিনের শরীরটা গিলছিলো।

—বেবি, তোমার বুকে যা রয়েছে, তা ওর তুলনায় ছোট্ট পাখীর বাসা মাত্র! বুঝেছ?

জ্যাকলিনের নিতম্বদোলা শুরু হয়েছে। নৃত্য পটিয়সী, এক-একটা পশ্চাদ-অংশ সে পৃথক-পৃথক ভঙ্গিতে ঘোরাচ্ছে, ওপরের ঠোঁটে ঘাম জমেছে, ঘনঘন শ্বাস। কিন্তু তার দর্শক স্তব্ধ হয়ে আছে। এখানে প্রত্যেকটি পুরুষের চোখে জ্যাকলিন চরম কামনা। এইবার সে তার সারা অঙ্গে অতি ধীরে হাত বোলাচ্ছে, উচ্চ স্ফটিক-স্বচ্ছ বুকের ওপর কালো সোয়েটার এখনও রয়েছে।

সি. স্মিথ মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করলো—খুলে ফেলো, ছুঁড়ে ফেলো, জ্যাকি, সবাই দেখুক তোমার শরীর কি সম্পদে ভরে আছে।

নিকও ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করছে। এইবার জ্যাকলিনের সাথে চোখাচোখি হলো। জ্যাকলিনের চোখের মণি উজ্জ্বল রত্নের মতো জ্বলজ্বল করছে। নিক ভাবলো—ইস! এসব শুধু আমার জন্য থাকতে পারতো—কাঁপা হাতে স্কচের গেলাস হাতে নিল সে। মাথায় রক্ত উঠছে তার, চারদিকের হল্লা যেন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

জ্যাকলিন দুই বাহু ক্রস করলো। একটানে সোয়েটার খুলে আবার দর্শকের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। দুহাত তোলার সময় দেখা গেল বগলের তলা ঘামে চকচক করছে। দুই বুক ব্রায়ের নিচ থেকে ফেটে বেরিয়ে আসছে। ব্রা-কাপ্ তাদের আটকাতে পারছে না। ব্রা-য়ের ফিতে তার বুকের মাংসে কেটে বসেছে।

পার্টি এখন উত্তেজনায় টান-টান, আশায় উন্মুখ। গানের রেকর্ডটা হঠাৎ শেষ হয়ে থেমে গেল। হঠাৎ স্তব্ধতা, কিন্তু পরমুহূর্তে একদল লোক হাততালি দিয়ে তাল দিতে থাকলো। নিক ভালো করে লক্ষ্য করলো—প্রত্যেকটা পুরুষের মুখে দর্শন-আকুলতা সুস্পষ্ট। হঠাৎ একটা ব্র্যাসিয়ার বদ্ধ বাতাসে শূন্যে উড়ে গেল। নিক যখন মুখ তুললো, তখন জ্যাকলিনের দুই বুক উন্মুক্ত, শ্বেতপাথরের মতো ঝকঝক করছে।

—যথেষ্ট হয়েছে।—নিক চিৎকার করলো।

কিন্তু পাল্টা প্রতিবাদ চিৎকার তাকে দমিয়ে দিল। জ্যাকলিন এবার উন্মাদ নৃত্য শুরু করেছে। প্রত্যেক পুরুষের কামনা এখন তুঙ্গে। খালি টেবিলের ওপর দু-পায়ের পাতা স্থির রেখে সে শুধু শরীরটাকে দোলাচ্ছে, যেন কোন এক প্রেমিকের কোলে দোল খাচ্ছে।

নিক এবার জোর করে ভিড় ঠেলে বাইরে বলরুমের টয়লেটে গেল। কলের ঠাণ্ডা জলে হাত ধুলো, মুখে মাথায় জল দিল। বাথটাবের কানায় বসে সে একটা সিগারেট ধরালো।

যেন নিজেকেই শুনিয়ে জোরে জোরে বলল নিক—না, এভাবে চলতে পারে না। শুধু পার্টি, মদ গেলা, আর সেক্স—এতে কিছুই পাওয়া যায় না। আমার কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। তাই জেনি আমায় ছেড়ে গেছে।

সে বসে রইলো ওইভাবেই, সিগারেট পুড়ে শেষ হয়ে এলো। অগত্যা আবার পার্টির ভিড়ে ফিরতে হলো। লোকজন হৈ হৈ করছে। মিউজিক বাজছে—A Summer place. আর জ্যাকলিনের জায়গায় এখন টেবিলের বেচারি লিলিয়ান। অনেক পুওর পারফরম্যান্স! জ্যাকলিনের মতো দক্ষতা বা শরীর তার নেই। তাই তেমন দর্শকও নেই। এখন তার পরণে শুধু ব্রা আর প্যান্টি! কিন্তু কেউ তেমন উল্লসিত নয়।

জ্যাকলিনের গায়ে এখন সোয়েটার আর স্কার্ট। তার অন্তর্বাস আর জুতো দুহাতে ধরা। একদল লোক তাকে ঘিরে ধরেছে। তাদের প্রশংসায় খুশি জ্যাকলিন। প্রত্যেকের মুখের ওপর তার চোখ বেড়াতে বেড়াতে এবার নিকের মুখে এসে থামলো। চ্যালেঞ্জিং দৃষ্টি। নিক-ই প্রথম চোখ নামালো। নিজের হাতে গেলাসে স্কচ ভরে সে বেডরুমের ভেতরে চলে গেল। স্ট্রাইপ স্যুট পরা সেই কালো লোকটা তখনও সেই লালচুল সমকামী মেয়েটার সাথে কথা বলছে। বৃথা! বোঝাই গেছে মেয়েটা পাক্কা লেসবিয়ান। মহিলা সঙ্গী চাই তার।

কালো লোকটা বলছে—বেবি, আমার যা আছে সবই তোমার হতে পারে।

লালচুল উত্তর দিচ্ছে—আমাকে অনেক পরিশ্রম করে জীবন চালাতে হয়।

—তাই নাকি! কি করো তুমি?

—শহরতলির একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ক্লারিকাল কাজ করতে হয়।

মেয়েটার কাঁধে হাত রাখে কালো লোকটা—আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব সেখানে সব কিছু সুন্দর।

—কেমন সুন্দর জায়গা? একটা ডুপ্লে ফ্ল্যাট?

—আমি জানি না, তবে এমন জায়গা যা তুমি সারা জীবন ওই কাজ করে পাবে না। মানে, ক্লার্কের কাজ করে।

মেয়েটি এবার জোরে হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ, এই কুত্তার বাচ্চা ভাবছে, সে আমাকে পথ বাতলাবে! হাঃ—

নিক বলল—একস্‌কিউজ মি, আমি ভেবেছি ঘরটা ফাঁকা।

মেয়েটি বিছানা থেকে উঠে পড়লো—দাঁড়াও, এখুনি ফাঁকা হয়ে যাবে।

সে নিকের গায়ে ঠেলা মেরে পার্টিতে ঢুকে গেল. কালো লোব · কাটে হাত বুলিয়ে বলল—একটা শক্ত নাম্বার, কিন্তু আমি ওকে কাৎ করবই'

নিককে জিজ্ঞেস করলো—এই রকম কেসের অভিজ্ঞতা আছে?

—না।

—আমারও নেই। তবু অভিজ্ঞতাটা চাই! যাই হোক, আপনি কি আজকের জয়ী ঘোড়ার নামটা জানতে চাইছিলেন?

—আর দরকার নেই।

—না, মানে আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে। বাইরে কিছু রেসের লোক রয়েছে। আপনি চাইলে আমি খোঁজ নিতে পারি।

নিক গেলাস শেষ করলো। কোথায় রাখা যায় গেলাসটা? তেমন কোন জায়গা না পেয়ে মেঝের ওপরেই রাখলো। টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। মন থেকে জ্যাকলিনের দৃশ্যগুলো সরাতে চেষ্টা করলো। সত্যি, ওর শরীরটা দমবন্ধ করার মতো সুন্দর। একটা উন্মাদ ইচ্ছে জাগলো—এখুনি উঠে গিয়ে পার্টির মধ্যে থেকে ওকে এখানে টেনে নিয়ে আসে। নিক জানে, জ্যাকলিনও তাই চায়। বোঝা যায়, এই স্ট্রিপ-টিজ আসলে নিকের উদ্দেশে, নিককে বুঝিয়ে দিল জ্যাকলিন—তার উলঙ্গ শরীরটা যে কোন পুরুষের মাথা খারাপ করে দিতে পারে।

হঠাৎ একটা সুন্দর গন্ধ, এই অন্ধকার ঘরের বাতাসে! নিক দেখলো, দরজার কাছে জ্যাকলিন, বাইরের আলো তার পেছনে, তাই এক ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে।

—নিক।—জ্যাকলিনের শান্ত স্বর।

নিক বলে—আমি তোমার অপেক্ষায় রয়েছি।

—সত্যি? ঠিক বলছো? নিক, এখন আর পিছিয়ে যাবার পথ নেই। জেনি বা অন্য কোন মেয়ের কাছে ছুটে যাবার উপায় নেই!

—আমি তোমার জন্য মরছি জ্যাকলিন. কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে হাতকড়া পরিয়ো না।

দরজা বন্ধ করলো জ্যাকলিন। জুতো আর অন্তর্বাস এক ধারে ছুঁড়ে দিল। তার উত্তর হারিয়ে গেল যখন সে মাথার ওপর সোয়েটার টেনে খুলে ফেললো। সেই মারাত্মক পরিণত দুই স্তন! নিকের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল।

নিকের মুখের ভেতরটা শুকনো। ঢোক গিলে সে গলা পরিষ্কার করতে চাইলো। খসখস শব্দ। জ্যাকলিনের স্কার্ট পায়ের নিচে খসে পড়েছে। জ্যাকলিনের শরীরে এখন মিশ্র গন্ধ—ঘাম আর প্রসাধনের।

অনেকটা চার পেয়ে জানোয়ারের ভঙ্গিতেই জ্যাকলিন বিছানায় উঠে এলো। একটা দৃঢ় উষ্ণ বাহু নিকের গলা জড়ালো। নিকের হাত এবার ওর দুই বুকে। সত্যিই বিশাল, শক্ত, বোঁটাগুলো

যেন ইলাস্টিকের মতো যুগপৎ শক্ত ও নরম। নিক ধীরে ধীরে ম্যাসেজ শুরু করলো। জ্যাকলিন এবার সর্বশক্তিতে তার তলপেট আর উরু নিকের উপর চেপে ধরলো।

জ্যাকলিনকে জাগিয়ে তুলতে নিক একটু সময় নিল। নিকের আদরে ক্রমশঃ উন্মত্ত জ্যাকলিন। তারও দমবন্ধ হয়ে আসছে। সে উঠে এলো নিকের শরীরে।

—শীগ্‌গির,. প্লীজ, তাড়াতাড়ি।

—আরে, আমার পোশাক—

কিন্তু জ্যাকলিন এখন নিককে মাপে মাপে ধরে ফেলেছে। আর ছাড়া যায় না। নিকের পক্ষেও নিজেকে ছাড়ানো সম্ভব নয়।

নিকের বুদ্ধি হারিয়ে গেল, একটু ধস্তাধস্তি ঘটে গেল। জ্যাকলিন বলল—না, ডার্লিং না, নট লাইক দ্যাট।......হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে, এইভাবে আমাকে ধরো—

নিক দু-হাতে জ্যাকলিন নিতম্বদেশ আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড জোরে নিজের দিকে টানলো। মনে হলো, জ্যাকলিন যেন কেঁদে উঠলো। এবার সেই রমণীয় দেহে নিক কববস্থ। ভালোবাসার নৃত্য শুরু!

ক্রমশঃ ভয়ংকর হলো এই সঙ্গম। হিংস্রতা মিশে আরও ভয়াল-সুন্দর। যতই শক্তি পায়, ততই আবেগ বন্যা। যখন তারা পরস্পরের মধ্যে দলিত-মথিত, যখন যুক্তি-বুদ্ধি-বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত, তখনও দুই দেহ বন্যপুলকে মুক্তির সন্ধানে তীব্র সংগ্রাম করে চলেছে।

গতি এবার ছন্দময়, শরীর বিকসিত ও মুদ্রিত। দুটো হৃৎস্পন্দন একতালে ধুকপুক করছে। নিক যেন শিশুর মতো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে জ্যাকলিনের লাস্যময়ী বিরাটত্বের কাছে। নিতম্বতল থেকে হাত সরিয়ে এনে সেই দুই স্তন অধিকার করলো। মনে হলো, বৃহৎ স্তন দুটি আরও বৃহৎ আকার ধারণ করেছে, তার হাতের পরিমাপ যথেষ্ট নয়। এমন অবিশ্বাস্য চিন্তা মুহূর্তে হাঁপ ধরে গেল নিকের। জ্যাকলিনের উষ্ণ ঠোঁট তার গলায়, এই নারীর প্রতিটি চুম্বন এখন যেন এক একটি হিংস্র দংশন, তার আঙুলের নখ পিঠে তীক্ষ্ণ। নিকের পিঠে সরু সরু রক্ত ধারা।

সারাঘর তাদের চিৎকারে প্রকম্পিত।

কিছুক্ষণপরে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল। নিক মাথা তুললো—কে?

ওপারের কণ্ঠ শোনা গেল—শোন, শোন, আমি জয়ী ঘোড়ার নামটা জানতে পেরেছি। ব্ল্যাক বিগহেড জিতেছে। ব্ল্যাক বিগহেড।

॥ ১৬ ॥

টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিক দ্রুত পোশাক পরে নিল। এতক্ষণ যে লড়াই সে লড়ছিলো, সেদিক দিয়ে বিচার করলে নিক অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে তৈরি করলো বলা যায়।

বিছানার চাদরের তলা থেকে জ্যাকলিন আক্ষেপ জানালো— কি, তোমার যাবার কি হলো এখুনি? আমি কি তোমায় যথেষ্ট আরাম দিইনি?

—সুইট হার্ট। আমি দারুণ সব মেয়ের সাথে বিছানায় শুয়েছি। কিন্তু আজ তোমাকে পেয়ে তাদের সব 'অ্যামেচার' মনে হচ্ছে, নেহাতই সখের ব্যাপার! তুমি দেখালে বটে পেশাদারি দক্ষতা কাকে বলে। আর আমি রেস খেলছিও বহু দিন, জেতার আশা নিয়ে নয়, এমনিই। আজ

হঠাৎ আমার ঘোড়া ব্ল্যাক বিগহেড় জিতেছে, যা কেউ আশা করেনি। আমি একশো ডলার বাজি ধরেছিলাম। হঠাৎ ভাগ্য খুলে গেল—

জ্যাকলিন উঠে জামা কাপড় খুঁজলো। জ্যাকলিনের গায়ের গন্ধ এখনও নিকের শরীরে ছেয়ে আছে। এমন কি এই মুহূর্তে তার ফুলে-ওঠা বুক দেখে নিকের মনে নতুন করে কামনা জাগা অস্বাভাবিক নয়। তাই দৃষ্টি সরালো নিক।

নিক বলল—যদি চাও, আমরা সাথে যেতে পার।

—দূর, মাঝরাতে কোন এক 'বুকি'কে ধরতে।

—বেবি, বিশাল টাকা।

ইতিমধ্যেই নিকের মনে এক হাজার ধান্দা এসে গেছে—এত টাকা নিয়ে যা যা করার ইচ্ছে তার।

—হ্যাঁ, এখন আমি তোমাকে একজন প্রকৃত পুরুষের মতো আহ্বান জানাতে পারি। আঃ এখন আমার অনেক টাকা। আজ বিকেলে তুমি আমাকে কিছু গিফট্ দেবে বলেছিলে—কাফলিং, হাতঘড়ি বা সিগারেট লাইটার—এই জাতীয়, আঃ, এখন দেখতে পাচ্ছ তো। উল্টো আমি তোমায় দিতে পারি—বেশ মূল্যবান কোন জিনিস।

—দেখ, আমার টাকা আছে। তাই আমি জানি টাকা কি। এর একমাত্র সার্থকতা ভালো ব্যবসা করলে।

—আমি তোমার সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করছি জ্যাকলিন, যা বলছি সত্যি বলছি। বিরাট চেঞ্জ আসছে আমার জীবনে। তাড়াতাড়ি চলো।

জ্যাকলিনের চোখ ছোট হয়ে এলো। মুখে অবিশ্বাসের ছাপ—ধরো, তুমি এবার জেনির দিকে ছুটলে। এখন পকেটভরা টাকা যে নিকের, তার প্রতি জেনির মনও সম্পূর্ণ অন্যরকম হবে।

—জামাকাপড় পরা হয়েছে?

—সত্যিই চাইছ, আমি যাই।

—তোমার কি মনে হয়?

শিশু মিষ্টিখাবার দেখলে যেমন খুশি হয়, তেমনি পুলকিত জ্যাকলিন—এক মিনিট, আমি তৈরি হচ্ছি।

আজ যে সব ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে—এবং ঘটে চলেছে, জেনি কিছুই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলো না। এবার মস্তিষ্কে নতুন একটা সমাধান উদয় হলো : আর বাধা দেবে না, তবে এখান থেকে মুক্তি পাবে।

স্যামুয়েলের গোরিলার মতো চেহারা দেখে সে বুঝলো, বাধা দেওয়া বেকার। জেনি সত্যিই শক্তি হারিয়েছে। জেনি আর স্যামুয়েল বেডরুমে, সেখানে সিড এখন বেশবাস গোছাচ্ছে। কিন্তু সিডের উপস্থিতি ওদের খেয়াল নেই, আর কি-ই বা আসে যায়? আজ সকালে ববি আর্নল্ড যখন তার কুমারীত্ব হরণ করলো, সে ভাবলো এবার সে স্বাধীন নারী, যেমন মন চায় সেই দিকে যাবে। কেউ জানবে না, ববির ব্যাপারটা গোপন থাকলেই হলো। ববি নিজে থেকে না রটালে বিষয়টা অজানা থেকেই যাবে।

কিন্তু তারপর কত কাণ্ড হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য অবাক কাণ্ড সব!

জেনি বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলো। চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এই দৈত্যাকৃতি স্যামুয়েল হবে তার তৃতীয় পুরুষ! স্যামুয়েলের তার উরু স্পর্শ করতেই সে আবার আর্তনাদ করলো। একটু ওঠার চেষ্টা করায় স্যামুয়েল তাকে কর্কশভাবে চেপে ধরলো।

স্যামুয়েল সদম্ভে ঘোষণা করলো—অ্যাই সিদ্ধ, চেয়ে দেখ একজন রিয়েল পুরুষ কি করে। শিখে নাও।

সিদ্ধ উত্তর দিল না। সে সুটকেসের ডালা বন্ধ করে স্ট্র্যাপ বাঁধছিলো। হ্যাঁ, ঠিক সময়ে সকলের ওপরেই সে যথাযথ প্রতিশোধ নেবে......বিশেষ করে ওই লালচুল বানর ববি আর্নল্ডের ওপর। তাড়াতাড়ি কিছু জুয়োখেলায় জিতে যদি টাকা পাওয়া যায়, তখন বাস্টার্ডগুলোর বারোটা বাজাবে সিদ্ধ।

জেনিকে দখল নেবার আগে স্যামুয়েল ওর নগ্ন শরীর তারিয়ে তারিয়ে চোখ দিয়ে গিলছিলো। বিশাল চেহারা, যেন পার্কের স্ট্যাচুগুলোর মতো। কিং-সাইজ দুই বুক, সরু কোমর। স্যামুয়েল ভাষা জানে না, তার পক্ষে এই সুন্দর আকর্ষণের প্রশংসা উচ্চারণ সম্ভব নয়। কিন্তু তার মনেও ভক্তি-স্তুতির উদয় হলো জেনির চেহারা দেখে। বন্দনাগীত জানে না স্যামুয়েল, তাই কেমন একটা অদ্ভুত দুর্বলতা জাগলো তার মনে।

বিছানা এবার কাঁপছে। চোখ খুলে জেনি দেখলো তার গায়ের ওপর এই দানব। স্যামুয়েলের শরীরের গন্ধ, নিঃশ্বাসের কটুতা, তারপরেই পাহাড় প্রমাণ ওজনের তলায় সে পিষ্ট।

—ওঃ, না, যন্ত্রণা দিও না।

জেনির দেহ যেন কাতরে উঠলো।

পরমুহূর্তের অপ্রত্যাশিত বিস্ময়! কোথায় সেই পাহাড়প্রমাণ ভার! স্যামুয়েল সরে গেল। জেনি অদ্ভুত হাল্কা মুক্তির স্বাদ পেল। স্যামুয়েল বিছানার ওপাশে গড়িয়ে পড়ে গেল। মেঝেতে তার শরীরপতনে সারা ঘর কেঁপে উঠলো।

পতিত দৈত্যের দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে সিদ্ধ লেনত্র। তার হাতে একটা ভারি তামার আলোর স্তম্ভ। ছোট রডের মতো। তার তলাটা এখন রক্তমাখা। ওটাই স্যামুয়েলের মাথার পিছনে মোক্ষম আঘাত হেনেছে। সিদ্ধ ঘৃণার সুরে বলল—ওরে, দু-মুখো জানোয়ার। এবার কেমন?

এগিয়ে এসে সিদ্ধ জ্ঞানহীন দৈত্যের মাথায় সজোরে একটা লাথি কষালো।

—কিছু বর্বর আছে যারা তাড়াহুড়োর জন্য সব কিছু হারায়। আরে হারামজাদা, আমি ঘরে রয়েছি, তুই তোর কাজ শুরু করে দিলি!

জেনি হাঁটু মুড়ে উঠে বসেছে। সেও অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছে। সিদ্ধ ল্যাম্পের ডাণ্ডাটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললো।

—যখন ওই ঘোড়াটা জিতলো, আর আমি পালাব ঠিক করলাম, তখন বাস্টার্ডের কত ভক্তি! সত্যি যখন মানুষ বিপদে পড়ে, তখনই বোঝা যায়—কে কত বন্ধু!

সিদ্ধ ঘর ছেড়ে চলে গেল।

লবিতে গিয়ে সে সুটকেসটা রাখলো। কপালের ঘাম মুছে চিন্তা করলো—ইস, কত কিছু ঘটে গেল। অতিরিক্ত অনেক কিছু। আর ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। বোঝা হাতে নিয়ে এগোলো সিদ্ধ। এত রাতে কোথা থেকে ট্যাক্সি পাবে?

বাড়ির সামনেই একটা চকচকে ক্যাডিলাক পার্ক করা আছে। তাই দেখে সিল্ক ভয়ার্ত হয়ে পড়লো।

চিৎকার করলো সিল্ক—ববি আর্নল্ড!

প্রেবয় ক্যাডিলাক থেকে বেরিয়ে এসে সিল্কের মুখোমুখি।

—হ্যাঁ, সশরীরে, এবং সঠিক মূল্যের অভিপ্রায়ে। ও, এখন তুমি একা যে, বডিগার্ড কই। যাইহোক, এমন বেখাপ্পা সময়ে এই জায়গায়, এগুলো অবশ্য আমার পক্ষে সুবিধে, তা তুমি কি মনে করো?

সিল্ক মনে করার চেষ্টা করলো পিস্তলটা পকেটে আছে কিনা।

—দেখ ভাই, বহৎ ঝামেলা পেরিয়ে বেরিয়েছি। অলিগলিতে জীবন কেটেছে, তাই মারামারি আমি ভালই জানি। কারণ, আমি তো টেনিস খেলে, বলরুম ফ্লোরে নেচে গেয়ে সময় কাটাইনি।

ববি আর্নল্ড এগিয়ে এলো—সেটা ভালোই, মারপিট শরীর ফিট রাখে। খেলাধুলো নাচগানও তাই। তুমি কোন ভুঁড়িওয়ালা টেনিস প্লেয়ার কোনদিন দেখেছ?

বলতে বলতে ববির বিদ্যুৎগতিতে এক রাইট হুক সিল্ককে জোরালো আঘাত হানলো। গড়িয়ে পড়তে পড়তেও সিল্ক দুহাতে ঘুঁষি চালিয়ে ববির আক্রমণ খানিকটা প্রতিহত করলো।

ববি ক্যাডিলাকের গায়ে ঢলে পড়লো, দুহাতে পেট চেপে ধরা। সিল্ক কে' খুশি, বিজয়গর্বে হাসতে হাসতে ববির সারা দেহে পরপর ঘুঁষি মারতে থাকলো।

ববি মুহূর্তের মধ্যে সরে গেল, এবার তার বাঁ হাতের একটি হুক এসে সিল্কের মুখে পড়লো। পথের পাশে উল্টে গেল সিল্ক। কোন মতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াতেই আরকটা ব্লো এসে সিল্কের ঠোঁট ফাটিয়ে দিল। রাস্তায় শুয়ে পড়লো সিল্ক।

ববি ঝুঁকে পড়ে পতিত দেহটা দেখলো। রাস্তার চারপাশটা এক নির্জন। সিল্ককে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল ববি—কি অবস্থা। সিল্ক আবার হাঁটুতে ভর দিয়ে সরীসৃপের মতো হামাগুড়ি দিচ্ছিলো। এইবার তার মাথা এসে ববির তলপেটের নিচে প্রচণ্ড ঢুঁ মারলো। শক্ত গুঁতো। ববির চোখে সর্ষেফুল, এইবার রাস্তার ওপর ঘুরে পড়লো ববি। অন্ধকার হয়ে এলো সারা পৃথিবী। অজ্ঞান ববি।

একটু পরে জ্ঞান ফিরতেই সে দেখলো সিল্ক দূরে দাঁড়িয়ে পাঁজরে হাত ঘষছে। গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে তার, ডুবন্ত লোকের মতো চাপা শব্দ বেরোচ্ছে। শক্তিহীন, জীবনের সাড়া পাচ্ছে না।

তবু সিল্ক লেনক্স জ্ঞানহারা ববির শরীরের পাশ দিয়ে ক্যাডিলাকের কাছে গেল। কিছুক্ষণ গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে পরে রইল পরাজিত বক্সারের মতো। তারপর কোনমতে গাড়ির দরজা খুলে চালকের সীটের উপর বসলো। স্টিয়ারিং হাতে এবার গাড়ি চালাবার চেষ্টা।

কিন্তু চাবি কই!

—ওরে সর্বনাশ! —সিল্কের মাথা ঘুরছে, সারা পৃথিবী ঘুরছে। স্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে বসে রইলো সে। একটু পরে একটা হেডলাইটের আলো। সিল্কের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। গাড়ির আয়নায় আলোটা প্রতিফলিত হয়ে প্রায় অন্ধ করে দিল তাকে। সিল্ক তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ববি আর্নল্ডের অসাড় দেহটার কাছে ছুটে গেল। অনেক কষ্টে প্রেবয়ের . . . হাতড়ে শেভিন চাবি খুঁজে পেল।

একটা স্পোর্টস কার ফুটপাথের ওপর এসে ব্রেক কষলো। সিল্ক ক্যাডিলাকের চাবি হাতের মুঠোয় নিয়ে গাড়ির দিকে এগোলো। নতুন গাড়িতে কে মধ্যরাতের আগন্তুক—তা লক্ষ্য করার সময় নেই তার।

ক্যাডিলাকে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে এক জোড়া হাতের শক্ত থাবা তার কাঁধের ওপর, তাকে বাধা দিল।

নিকের গম্ভীর গলা শোনা গেল—আরে সিল্কি বয়, এক সেকেণ্ড।

সিল্ক নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে থুথু ছেটালো।

—ভাগো, ইউ বাস্টার্ড।

জাগুয়ার থেকে এবার জ্যাকলিন নেমে এলো। নিকের পাশে। বলল—ওখানে মাটিতে কে পড়ে আছে? ববি আর্নল্ড মনে হচ্ছে।

জ্যাকলিনের অঙ্গুলিনির্দেশ অনুসরণ করে নিক দেখালো ববি আর্নল্ড এখন গোঙাতে গোঙাতে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

নিক জিজ্ঞেস করলো—তোমার এমন অবস্থা কে করলো?

অবাক হয়ে ববিকে লক্ষ করলো নিক। এই স্লিম্ চেহারার লোকটাই কি সকালবেলা তার হাতে মার খেয়েছে? কিন্তু এও তো তাকে জোরে ঘুঁষি মেরে ছিটকে ফেলেছিলো। তার এমন দশা কেন?

সিল্কের ঠোঁট ফুলে উঠেছে, টপটপ করে রক্ত পড়ছে। সে চিৎকার করলো—নিক, তোমারও ওই দশা হবে যদি আমার পথ না ছাড়ো।

নিক হাত তুলে পিছিয়ে গেল—আরে ভাই, আস্তে। ধীরে সামলে চলো। তুমি ববি আর্নল্ডকে যত খুশি পেটাও আমার কিছু বলার নেই, বরঞ্চ চিয়ার্স করব। আমি শুধু ওকে এই অবস্থায় দেখে একটু অবাক হচ্ছি—এই যা!

সিল্ক গাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে বলল—আমি শভাকাঙ্খী চাই না।

নিক চট করে নিজেকে সিল্ক আর গাড়ির মাঝখানে নিজেকে গলিয়ে দিল—আমিও চাই না, সিল্ক। এবার কাজের কথায় আসি। ব্ল্যাক বিগহেড জিতেছে অর্থাৎ আমি জিতেছি।

—আমি তোমার পাওনা সিণ্ডিকেটের হাতে দিয়ে দিয়েছি, তুমি তাদের কাছে খোঁজ নিও। আমি মুক্ত।

—আবার সেই দু-নম্বরি কথা! কিসের সিণ্ডিকেট? তুমি গুণ্ডাফিল্মের লোকগুলোর মতো কথা বলছ। আমি যখনই বেট রাখি, তোমার মাধ্যমেই রাখি। সামান্য যে কয়েকবার জিতেছি, তুমিই টাকা দিয়েছ। আমি তো আর কাউকে জানি না।

ইতিমধ্যে জ্যাকলিন ববিকে ধরে দাঁড় করিয়েছে। ববির হাত কাঁপছে।

ববি বলল- -ও পালাচ্ছে নিক, তোমার টাকা মেরে পালাচ্ছে। সব পাওনাদের ফাঁকি দিচ্ছে। কাউকে কিছু দেয় নি।

—আর এই লোকটাই অন্যদের ঠগ্ বলে—বলতে বলতে নিক হাতের সব আঙুলে সিল্কের গলা টিপে ধরলো। সিল্কের গলায় আবার ঘড়ঘড় শব্দ, গালের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। সিল্ক পাল্টা কিছু করার আগেই নিক তাকে দুহাতে শূন্যে তুলে ধরলো। যেন একটা মাকড়সা পা ছুঁড়ছে। পরমুহূর্তেই রাস্তার টুকরো পাথরের ওপর ওকে চেপে ধরলো নিক।

ডিমের খুড়ির মতো রাস্তার ওপর ফেটে পড়লো সিন্ধ। গলা দিয়ে তার অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে। আবার তাকে তুলে ধরলো নিক, এখনও কিছুটা ছটফট করছে, এবার ওর পেটে সর্বশক্তি দিয়ে পদাঘাত করলো। সিন্ধ লেনক্স একটা ঘুরপাক খেলো, তারপর দুটো গাড়ির মাঝখানে ধপাস করে পড়ে গেল।

নিক হাঁটু মুড়ে বসে দক্ষতার সাথে সিন্ধের জামা-প্যান্ট হাতড়ে মানিব্যাগটা খুঁজে পেল। একগাদা নোটে ঠাসা, তবু তাড়াতাড়ি গুণাতিতে মনে হলো দু-হাজার ডলারের কিছু কম। সব টাকা নিয়ে নিক নিজের পকেটে রাখলো, ছুঁড়ে ফেলে দিল সিন্ধের মুখের ওপরেই শূন্য মানিব্যাগ।

ববি আর্নল্ডের দিকে এগিয়ে গেল নিক।

ববি করুণ সুরে বলল—জেনি ওপরে আছে।

—জেনি!—জ্যাকলিনের চিৎকার।

নিক রাতের নীল কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজেকে অভিশাপ দিল।

—আজকের দিনটা অভিশপ্ত। সর্বনেশে দিন।

তারপরেই ঘুরে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই মাঝপথে দেখা—জেনি নেমে আসছে মাতালের মতো, তার পোশাক শতছিন্ন।

মাথা নাড়লো নিক—আরে, একি কাণ্ড!

জেনির হাত ধরে নিচে রাস্তায় এলো নিক।

জেনির দশা দেখে জ্যাকলিনের মুখ হাঁ।

—একি, সর্বনাশ!

নিক হাসলো—এইবার পার্টি ঠিক মতো সমাপ্ত হতে চলেছে। কেউ আমাকে এক গেলাস ড্রিংকস্ দেবে কি?

॥ ১৭ ॥

সিন্ধ লেনক্সের জ্ঞান ফিরেছে। ঘুম ভাঙ্গা কুকুরের মতো গা ঝাড়া দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। দুটো গাড়ির মাঝখান থেকে অতিকষ্টে নিজেকে টেনে বের করলো। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চারজনকে তার চার প্রেতাত্মা মনে হচ্ছে। তাকিয়ে দেখল তার সুটকেস যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। প্রথমে ভাবলো আবার গোলমাল হবে। কিছু হলো না দেখে সে হঠাৎ বুক ফুলিয়ে নিজের সুটকেসের দিকে এগিয়ে গেল। এখন তার চেহারা চেনা যায় না—স্যুট নোংরা, জামার কলার ছেঁড়া, মুখ রক্তাক্ত!

চারজন চুপচাপ দেখলো—সুটকেস হাতে সিন্ধের ছায়া রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। ক্রমশঃ রাত্রির বিষণ্ণ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

—একটি ফার্স্ট ক্লাস সন অব্ বিচ বিদায় নিল।—নিক স্বস্তি নিয়ে বলল। তার পকেটে এখন টাকা, যদিও পুরো পাওনা টাকাটা সে পায়নি, তবু যা পেয়েছে তাই—

জেনি বলল—আমার দারুণ শীত করছে। তোমরা ছেলেরা কেউ একটা জ্যাকেট দেবে?

নিক নিজের কোটের বোতাম খুললো। তারপর একটু অপেক্ষা করলো—ববি প্রথমে উদ্যোগী হয় কিনা জেনি এখন তার গার্ল, সুতরাং মূলতঃ ববিরই দায়িত্ব।

জেনি চিৎকার করলো—সবাই একসাথে এত বীরত্ব না দেখালেও চলবে। কিন্তু আমি তো এই পোশাকে বাড়ি ফিরতে পারিনা।

জ্যাকলিন এসে জেনির কাঁধে হাত রাখে। সহানুভূতির প্রকাশ—চলো, আগে আমার ঘরে চলো। আমার পোশাক তোমার গায়ে ফিট করবে।

জেনি ছিটকে গেল। তার প্রায় নগ্ন বুক দুটো এখন উন্মত্ত হয়ে দুলছে।

—ছাড়ো, আমাকে ছোঁবে না, তুমি নোংরা বেশ্যা!

নিক বলল—আরে, তোমরা সতীর দল একটু ভদ্রতা শেখো। ধীরে চলো। এই এলাকায় সবাই তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেছে। এখুনি হয় তো কেউ একজন জেগে উঠে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াবে। আর পুলিশ আমাদের ঘাড় ধরবে।

ববিও মাথা নেড়ে সায় দিল। যদিও তার ভগ্নদশা, তবে সে আহত সৈনিকের মতো রাজকীয় ভঙ্গিতে চলার চেষ্টা করছে।

—আমারও একদিনে বিস্তর ধকল গেছে। তাই যদি তোমরা সকলে অনুমতি দাও, আমি যাই।

ক্যাডিলাকটার দিকে তাকালো ববি—অন্ততঃ ওই গাড়িটা আমার এখনও রয়েছে। সিন্ধ ওটাকেও জালিয়াতি করে কব্জা করছিলো।

দরজা খুলে ঝট করে গাড়িটায় উঠলো ববি। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বলল—তাহলে চলি, কমরেডস্। দেখা হবে। আমি বলব না সব কিছুই একেবারে খারাপ গেছে। কিছু কিছু ভালোও তো হয়েছে।

নিক ডাকলো—আরে ভাই, শোন। এক সেকেণ্ড। জেনিকে বাড়ি পৌঁছে দাও।

ববি গাড়িতে স্টার্ট দিল—ওটা আর আমার সমস্যা নয়। তুমি বরঞ্চ ওর কাছে যাও, ইয়ং লেডিকে বলো। ও আমার সাথে যাওয়ার চেয়ে বরং মৃত্যু বেছে নেবে।

নিক জেনির দিকে তাকালো। নিকের মুখে প্রশ্ন চিহ্ন দেখে জেনি নিজের বুকে আড়াআড়ি করে হাত রাখলো—তুমি তো নিজের কানেই শুনলে।

ক্যাডিলাক হুস্ করে এগিয়ে গেল, দূরে গিয়ে সামান্য থামলো, তারপরেই অদৃশ্য।

—প্রেবয় বিদায় নিল—নিক বলল—এবার আমরা কি করব, মহিলা দুজন জানাও। সারারাত এইখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়।

আকাশে অল্প কয়েকটা তারা দেখা দিয়েছে। কিন্তু রাস্তা এখনও ফাঁকা। প্রায় জঙ্গলের মতো অন্ধকার। এখন মাঝরাত।

প্যান্টের পকেটে হাত রেখে নিক দুটি নারীর মধ্যে দাঁড়িয়ে।

—ও. কে, চলে এসো।

জাগুয়ারে উঠে বসে সে পেছনের দরজা খুলে দিল। কোন কথা না বলে জেনি নিচু হয়ে চামড়ার সীটে উঠে বসলো। তার নগ্ন কাঁধ স্পর্শ করলো নিকের পিঠ। জ্যাকলিন হাত তুললো—দাঁড়াও। লক্ষ্মী মেয়ে, আমার কথা শোন। এই লোকটি এখন আমার, তুমি জানো বা জানো না। তোমার সুযোগ ছিল, এখন নেই।

নিক বলল—আস্তে। গলা নিচু করো।

মনে মনে অভিশাপ আউরে জ্যাকলিন ঠেলে ঠুলে গাড়িতে চাপলো। দড়াম করে দরজা বন্ধ হলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিফথ্ এভিনিউ দিয়ে ছুটলো জাগুয়ার, ট্রাফিক নেই, তাই ফুল স্পীড।

নিক জেনিকে বলল—আমি প্রথম তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দেব।

—না, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

জেনির কথা শুনে জ্যাকলিন বলল—তাহলে এখনই বলো। আমরা আশা করি, দারুণ ইনটারেস্টিং কিছু বলবে। আমরা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি।

—আমার কথা শুধু নিককে বলার।

—কিন্তু, দেখ—

জেনির মুখে ব্যঙ্গ—কি ব্যাপার জ্যাকি! তুমি যে চিৎকার করে জানাচ্ছ নিক এখন তোমার, তাহলে অসুবিধে কিসের? তোমার কি ভয় হচ্ছে, আমি ওকে ফিরিয়ে নেব?নিক, তুমি কিছু বলো।

নিক বলে—বেশ, আমার মনে হচ্ছে, জেনির কি বলার আছে, আমার সেটা শোনা প্রয়োজন।

লাল আলোর সিগন্যালে জাগুয়ার থেমেছে। জ্যাকলিন দরজার হাতল খুলে নেমে পড়লো।

—হে লাভ বার্ডস, কপোতকপোতী, পরে দেখা হবে।

এক দৌড়ে রাস্তার আরেক দিকে ছুটে গেল জ্যাকলিন। সেখানে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। লাল আলো এবার সবুজ। নিক তবু সেই ট্যাক্সির দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর স্টার্ট দিল।

নিক নিজের ঘরে ফিরলো। অন্ধকার ঘরটায় বদ্ধ বাতাস। দেয়ালের আলো জ্বেলে সামনের জানলা দুটো খুললো নিক।

জেনি এই ছোট ঘরে ঘুরতে থাকলো। প্রত্যেকটা সামগ্রী তার পরিচিত, যেন কত আপন মনে হচ্ছে। সবকটা একবার করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে জেনি। নিক আর জেনির দৃষ্টি বিনিময় হলো, চোখ নামালো নিক।

—আসছি, এক সেকেণ্ড।

বলে নিক বেডরুমে গেল। পুরনো জামা কাপড় থেকে খুঁজে বের করলো একটা উলের সোয়েটার আর একটা আর্মি প্যান্ট। বলতে যাচ্ছিলো—এগুলো আমার ছোট হয়ে গেছে, তোমায় ফিট করবে। কিন্তু সাথে সাথে মনে পড়লো—না, জেনির বুক নিকের চেয়ে বড়।

জেনির তার শতছিন্ন জামার অবশিষ্ট খুলে ফেলে নগ্ন দেহে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। যেন এক শ্বেতমর্মর মূর্তি।

নিক দেখলো। ঘরের হাল্কা হলুদ আলোতে জেনির শরীর মনে হচ্ছে মোম ঘষে চকচকে করা হয়েছে। তার চোখে নতুন আলো জ্বলছে। একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করলো নিক—সত্যি অদ্ভুত, আ বিউটিফুল বিচ্।

জেনি হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাতের মুঠোয় হীরের আংটিটা যেন জ্যোতি ছড়াচ্ছে।

—আমি সকালবেলায় এটা ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। তুমি তুলে রাখার প্রয়োজন বোধ করোনি। আমি এখন এটা চাই।

—দাঁড়াও, এক মিনিট, যখন একটা এনগেজমেন্ট ভেঙ্গে যায়, তখন নিয়ম হচ্ছে তা ফেরৎ দেওয়া। তুমি ঠিক তাই করেছিলে। তাই এখন ওটা ছেড়ে দাও। আর ড্রেস করো। এখানেই।

নিক সেই সোয়েটার আর প্যান্ট জেনির দিকে ছুঁড়ে দিল। জামাকাপড়গুলো জেনির গায়ে লেগে মেঝের ওপর পড়লো। হঠাৎ জেনি আর নিক আবার লড়াই শুরু করলো—এবার সেই আংটিটা নিয়ে। পেছন থেকে নিক জেনির হাতটা টেনে নিল। কব্জি ধরে হাতটা নামিয়ে-উচিয়ে ঝাঁকাতে লাগলো। আংটিটা আবার ছিটকে মেঝেয় পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই ঝাঁপ দিল ওটা নিতে।

সারাটা দিন দুজনের পক্ষেই খুব ক্লান্তিকর গেছে। তবু আবার লড়াই। দম ফুরিয়েও ওরা মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে! শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দুজনেই শ্রান্ত হয়ে পাশাপাশি শুয়ে। পরক্ষণেই নিক জেনির আলিঙ্গনে বন্ধ। নিকের বুক জেনির দুই ঐশ্বর্যশালী স্তনের সাথে যেন পরস্পরকে পিষ্ট করছে।

নিক নিজেকে ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলো। জেনির দুহাতে প্রচণ্ড শক্তি।

জেনি বলল—নিক, তুমি সত্যি মহান যখন ভালোবাসার কথা বলতে। যদি তুমি আমায় সত্যিই ভালোবাসতে, তাহলে আমার কয়েকটা ভুল মেনে নাও।

জেনির নগ্ন বুকে এক নতুন উত্তাপ জাগে। তার দেহ নিকের গায়ের ওপর স্পর্শের আকুলতায় এক প্রার্থনা জানায়। আন্তরিক বাসনা, সত্যিকারের প্রেমময় দেহপিপাসা। নিকও সাড়া দেয়, তার সারা দেহে আগুন ছড়িয়ে যায়। জেনি বুঝতে পারে সে সফল হয়েছে, নিক সাড়া দিচ্ছে। তাই পা দৃঢ় করে সে আবার পিঠ আর্চ করে, তার সেই মনোরম ভঙ্গি!

—আমায় ছাড়ো—নিক তবু দুর্বলভাবে বলার চেষ্টা করে। জেনির চোখের দৃষ্টি, আর গায়ের সেই পরিচিত পাগলকরা গন্ধে নিক এখন অসহায়।

—আমি জানি, তুমি আমাকে চাও। ও নিক, আমি কি মূর্খ!

জেনির পূর্ণ দুই স্তন এখন পালিশ করা দুই গ্লোবের মতো উদ্ধত হয়ে ঝকমক করছে। জেনির সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে নিক আবার আবেগ-মথিত।

—জেনি, আমি কিন্তু আজ রাতে জ্যাকলিনের সাথে শুয়েছিলাম।

জেনির শরীরে একটু দোলা লাগলো। একটু দ্রুত নিঃশ্বাস।

—নিক, আমরা আমাদের অতীতের দিনে ফিরে যাই।

অতীত! কথাটা বলা বোধহয় ভুল হলো। নিকের মনে পড়ে গেল, অতীতে জেনির কাছ থেকে সে অশেষ অপমান, গঞ্জনা পেয়েছে। আবার তার নিজের আচরণও মোটেই সুসভ্য হয় নি। জেনির ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে কতবার—

অনুশোচনা হলো নিকের। হ্যাঁ, নিকের ব্যবহারেই নিতান্ত বিরূপ হয়ে জেনি এই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো, ববি আর্নল্ড সেই সুযোগটা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেছে।

হঠাৎ কেমন একটা হিংস্র অনুভূতি হলো নিকের।

—আমাকে এই মুহূর্তে ছাড়ো, নইলে তোমার মুখ গুঁড়ো করে দেব।

নিকের গলার স্বরে সন্ত্রস্ত জেনি বুঝলো—নিক সত্যি সত্যিই তেমন কিছু করতে পারে, নিক জেনিকে ঘৃণা করে। জেনির বিশাল শরীর এবার শিথিল হয়ে এলো। নিকের পা কাঁপছে, তবু সে উঠে দাঁড়ালো। জেনির ছেঁড়া জামাকাপড় মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল।

—গেট আউট!

সরে গিয়ে টেবিলের ওপর একটা ড্রিংকস্ বানালো নিক। ধীরে ধীরে চুমুক দিতে থাকলো। গেলাস শেষ করে সে যখন জেনির দিকে ফিরে তাকালো, তখন তার পোশাক পরা শেষ, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। নিকের দেওয়া সোয়েটার আর প্যান্ট পরণে।

—আমি আংটিটা নিয়েছি। আমি এটা রেখে দেব। তুমি এক অপদার্থ সন অব্ বিচ। তবু এইটুকু তুমি অন্ততঃ মানতে পার।

জেনির বেড়াল চোখে এখন বিষ দাঁত। ওর সেই মনোরম বুক ওঠানামা করছে, সেই রাজকীয় ভঙ্গি। জেনি দাঁড়িয়ে আছে। যেন বিশাল মঞ্চে এক মহান নায়িকা। নাটকের শেষ দৃশ্যে।

দুঃখিত মনে নিক উচ্চারণ করলো—বিদায়, জেনি।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

নিক এবার জেনির সেই ছিন্ন পোশাকের দিকে তাকালো। একটু পরে টেলিফোন বেজে উঠলো। নিক রিসিভার তুললো, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো।

হ্যালো।

- ডার্লিং, জ্যাকি বলছি। ও কি এখনও ওখানে রয়েছে?

—চিরতরে চলে গেছে।

—ও তোমায় কি বলতে চাইছিলো? কি এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা?

—ও এনগেজমেন্ট রিং-টা রাখতে চাইছিলো। শুধু রাখার জন্যই অবশ্য। আমাকে কিছু নোংরা কথা বলে চলে গেল।

—নিক, আমি তোমার কাছে যাব, না তুমি এখানে আসবে?

নিক হাত ঘড়ি দেখলো। এখন প্রায় রাত একটা।

—না, একজন সুন্দরী মেয়ের পক্ষে এত রাতে রাস্তা দিয়ে একলা আসা ঠিক নয়। আমিই আসছি।

নিক ফোন রাখলো। ❑

শেষ

ব্লো হট ব্লো কোল্ড

(Blow Hot Blow Cold)

স্যাঁ সাফোয়াত

দুই অসম বয়সী রমণীর মধ্যে গড়ে ওঠা বিকৃত সমকামিতার আবর্তে নিমজ্জিত এক অসহয়া কিশোরীর আর্তনাদ। পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর পিঙ্গল পিপাসার বিষ-দংশনে যাকে হতে হবে রুদ্ধকারার বন্দিনী। প্রতি মুহূর্তে বিবসিত বাসনার আগুনে তপ্ত হতে হতে অবশেষে উপলব্ধি করে সে শরীরী প্রেমকে। কিন্তু নিরুচ্চার বেদনায় শেষ হয় তার এই অন্বেষণ...সারা বিশ্বে তোলপাড় করা চলচ্চিত্রের বিস্ফোরক কাহিনী।

এই বাংলোতে কালো রাত

ঝুঁকে পড়ে দেখলেন প্রোফেসর হাইনে। লাল ভেজা ঠোঁট ভিজে ওঠে, ভারী, কাঁচের চশমার আড়ালে লুকিয়ে থাকা দুটি চোখ লালসাতে চিক চিক করে।

মুখটা আরো নীচে নামিয়ে আনলেন উনি। এই মায়াবী রাতে নীলাভ জ্যোৎস্নার মধ্যে নিরাবরণা একটি যুবতীর দেহে মেঘ জমেছে। এখুনি শরীরের সাইক্লোন শুরু হবে। আঠারো নম্বর ঘরের জানলাতে ফুরফুরে বসন্ত বাতাস, নেটের পর্দা উড়ছে। ডিমের মত আলো জ্বলছে সবুজ দেয়ালে। আর পিলোর ডিভানে শুয়ে আছে নিযাক্ত যৌবনা এক রমণী। যার শিথিল স্তনে দৃঢ়তা নেই। নেতিয়ে আছে একপাশে, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রোফেসর তাকালেন। কামনা ক্রমেই দৃঢ় হয়ে আসছে। মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে অদ্ভুত উন্মাদনা। গরম রক্তের স্রোত ছেয়ে ফেলেছে গোটা দেহ।

অথচ প্রকৃতি বলছে কামুক হতে। সাঁদাফারের এই বাংলোতে ঘরে ঘরে বন্দী সদ্য বিবাহিত যুগলেরা, কামনার নতুন আবিষ্কারে যারা মগ্ন। ভূমধ্যসাগরের তীরে রেন নদীর কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে কাঠের বাংলো। সবুজ দেয়ালে মৈথুনের কারুকাজ। উইলো কাঠের দরজা আর লাল টিলার ছাদ। চারপাশে আছে মনোরম উদ্যান। যেখানে কখনো ফোটে শাতায়ের তার রক্তিম উচ্ছাসে ভরে দেয় প্রকৃতি। কখনো আত্মপ্রকাশ করে রোজি, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটকি যেন।

সাগরের গর্জন শোনা যায়। কান পাতলে রেন নদীর কাকলিও ভেসে আসবে। কাঁচের জানলাতে চোখ রাখলে দেখা যাবে অনেক দূরে জ্বলছে বিশ্বাসী বাতিঘর। প্রোফেসর হাইনে আপাততঃ এই সব অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন। ডিভানে শুয়ে থাকা নরম মাংসের শীতল লাশটার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চাপলেন তিনি।

সাতাশ বসন্তের কথা

নিনিয়ানা।

সাতাশ বছর আগের একটি সকাল।

শহর প্যারিসের সাঁদাফারের নিভৃত কুঞ্জে ফুটন্ত গোলাপের মত একটি কিশোরী হাঁটু ঝুল লাল ফ্রক, বুক খোলা সাদা গেঞ্জী যেখানে অসময়ে বেড়ে ওঠা স্তন নিজেই লজ্জা পাবে। রোমহীন উরুতে সাদা সজীবতা। মেয়েটি ছুটছিল, বাতাস তাকে করেছিল শিথিল, চুলেগুলো এলোমেলো, ফিরছিল হাইনে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগের ছাত্র। একুশ বছরের যুবক মোরাভিয়া হাইনে। ধূসর অলিভ সুট, মাথায় ট্রিলকাস হ্যাট। হাঁটতে হাঁটতে থমকে গেল মোরাভিয়া। এক টুকরো আগুনের মত পার হচ্ছে মেয়েটি। একা।

মুহূর্তের মধ্যে চীৎকার করে সে বলেছিল—হ্যালো। মাদমোজাযেল, সঙ্গে যাবে? কপালে কপট রাগ এনে ঐ অবাক—চোখের মেয়েটি ছুটতে ছুটতে বলেছিল, কাম অন বেবী, কাম অন উচ্ছল মেয়েটির গলার চিকন শব্দে ছুটে গেল মোরাভিয়া। ডানিপারের বাগানে এসে

থামল মেয়েটি। মোরাভিয়া তার নাম জানতে চাইলে সে বলে দিল লিলিয়ানা, ছোট্ট করে লিলি।

সেই শুরু। সাতাশ বছর আগের ঐ সকাল। ধীর স্থির কৃতী ছাত্র মোরাভিয়া হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। লিলিয়ানা নামের মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছে, ভবিষ্যত তার অজানা। সাদা ফারের কৃত্রিম ঝিলের নৌকাতে ভাসমান বারে বসে লিকুইড ডলাফনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তারা শিখে নিল ভালোবাসার অ-আ-ক-খ, ঠোটে ঠোঁট চেপে মুখের সবটুকু লালিমা নিঃশেষে শুষে নিয়ে মোরাভিয়া বলল—আহা তুমি কি সুন্দর।

তার জিভে তখন কামড় দিচ্ছে লিলি। খোলা গেঞ্জীর ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে উত্তুঙ্গ শিখর। সে বন্য হাসিতে ভেঙে পড়ছে।

স্পীড বোট তিরতির করে জল কেটে কেটে চলেছে তীরের দিকে। খুশীর সকালে হাজার রঙীন মানুষের তপ্ত অনুরাগ গলছে সাদা ফারের ঝিলে। তাদের মধ্যে ভালোবাসা নামক শব্দটা নিয়ে অশ্লীল খেলাতে মেতে উঠেছে একুশের যুবক আর পনেরোর কিশোরী। সাতাশ বছর আগের ঐ সকাল, চোখ বন্ধ করলে এখনো ফুটে ওঠে। প্রোফেসর হাইনেকে আনমনা করে দেয়। মনে পড়ে, টুকরো টুকরো ছবির মিছিলে তিনি হারিয়ে যান। সেই সকালটার বয়স বাড়ল। রৌদ্র হল যুবক। ক্লান্ত দুপুরে তারা আরিভোয়া বলে বিদায় নিল। তখনো ঠোটে জিভ দিলে পাওয়া যাবে রঙ্গনী স্পর্শ। কোটের খোঁজে খুঁজে পাওয়া যাবে রেশমী চুলের কিছুটা। সে ছিল তার সবটুকু যৌবন নিয়ে, মোরাভিয়া সেটা অনুভব করতে পারে। সে নেই, আছে তার সাহচর্য।

আর লিলিয়ানা? হাঁটতে হাঁটতে রক অ্যাণ্ড রোলের সুর ঠোটের ডগাতে ঠেলতে ঠেলতে সে ভাবছিল মনোরম ঐ প্রথম দেখার কথা। তার লাল চিবুকে লজ্জা ছিল না, শিহরণ উধাও দেহের গোপন তন্ত্রী থেকে, ঠোট তখন চুম্বন তৃষ্ণাতে পিপাসার্ত নয়। যেন ব্যবসায়ী এক রমণী যান্ত্রিক সহবাস শেষ করে বাড়ি ফিরছে। কিন্তু ভালোবাসার প্রথম প্রহরে এমন উদাসিনী সে কেমন করে হল? কি করে তার রেণু রেণু আকাঙ্ক্ষা ভেঙে পড়ল?

সে কি তার কারণ জানে?

ওয়েস্ট এণ্ডের পাঁচ নম্বর বাড়িটির কলিং বেল বেজে ওঠে। আয়া সাইমা কাঁচের কাপ ডিস ধুতে ধুতে কান পেতে শুনল। ঘড়িতে বেলা সাড়ে বারোটা। কী হোলে চোখে রেখে দেখল। সামনে দাঁড়িয়ে লিলিয়ানা। বেটী কি কোথাও আটকে ছিল?

মনে মনে হাসল সাইমা। দরজাটা খুলে দিল। তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লিলিয়ানা উন্মাদিনীর মত। অজস্র চুমু নেমে এল কপালে গালে বুকে। দুটি অসমবয়েসী রমণী শৃঙ্গার রসে বেসামাল। কিছুক্ষণের উত্তপ্ত আলিঙ্গন শেষে কথা বলে উঠল লিলিয়ানা, মান আজ দারুণ মজা হয়েছে।

চোখের ঘূর্ণি বলে দিতে চায় যে কি ঘটেছে লিলির। যদিও সেটা মোটেই পছন্দ করছে না সাইমা। লিলি যদি একবার পুরুষ শরীরের স্বাদ পায় তাহলে আর তার শিথিল দেহে খুঁজবে না আনন্দ। প্রৌঢ়া সাইমাকে একা সময় কাটাতে হবে। তাই তো লিলিয়ানাকে যেন চোখের আড়াল করে না, কোন ছেলে বন্ধু নেই তার। সারাদিন তাকে ধরে রাখে শরীরের উৎকট বাঁধনে।

কিন্তু যে নারীর মনের মধ্যে ডানা ঝাপটায় আসঙ্গ লিপ্সা, তাকে কতদিন খাঁচার মধ্যে বন্দিনী রাখা যায়? একদিন না একদিন সে আকাশে উড়বেই। তাকে কেউ রুখতে পারবে না।

সাইমাকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘামে ভেজা গেঞ্জীটা টান দিয়ে খুলে দিল লিলি। ভেতরে ব্রেসিয়ার পরে না। তাই উত্তুঙ্গ স্তন হল উন্মোচিত। স্কার্টের চেনে টান মেরে সে চীৎকার করে বলল—ড্যানিপারের ধারে ঠিক দুপুরে—

ওহহো, নটি কিড, তুমি বেশ্যা হতে চাও—সর্বাঙ্গে তাকে আঘাত করল সাইমা। চোখের সামনে থেকে কে যেন কেড়ে নিতে চায় তার আকাঙক্ষা।

হতবাক লিলি, সাইমা তো তাকে কোনদিন আঘাত করেনি। তাহলে?

দলা পাকানো কান্নাটা চোখ বেয়ে নেমে আসতেই সে বাথরুমে চলে গেল। বন্য আক্রোশে ফুঁসছে সাইমা। আর বিড় বিড় করে উচ্চারণ করছে অভিশাপ।—না না, আমি ওকে ছাড়ব না। ওর দেহটা আমার চাই।

বিশ্রী ভাবে হেসে উঠলো, সে তার প্রায় সমতল বুকে, পুরুষালী চোয়ালে অথবা কঠোর চোখের তারায় ফুটেছে দাম্ভিক দৃঢ়তা। লিলিকে তার চাই-ই। দেয়াল জোড়া আয়নাতে নিজেকে দেখল লিলিয়ানা। নিখুঁত রমণী। হাত তুলে, ঘাড় বেঁকিয়ে নানা ধরনের লাস্যময়ী ভঙ্গিমা করে নিজেকে চেয়ে চেয়ে দেখল। তার জমাট বুক, ঢল নামা তলপেট, কুন্তল ঢাকা লজ্জা, সব সুন্দর।

হাসল সে। এই শরীর তারই। সে ঘষে ঘষে ক্রীম মাখল। মোরাভিয়ার ভাবনাটা তাকে যেন আর আবিষ্ট করতে পারছে না। চুমুটার কথা মনে হতে এক দলা থুতু ফেলল। ক্লেদ কেন ভাসে?

তার চেয়ে অনেক ভালো ঐ সাইমা। তার প্রশস্ত বুকে অনেক আনন্দ আছে। তার নিতম্বে আছে সুখ। সাইমা তাকে অনেক সুখ দিতে পারে।

টক করে একটা শব্দ হল। কী হোলে চোখ মেলে দিল লিলিয়ানা। বেড রুমের দরজা খুলে গেল। তার মা জোসেফাইন বেরিয়ে আসে। হট প্যান্টের ওপরে তোয়ালে। গলাতে ঝুলছে সোনার লকেট। দু হাতে আঁকড়ে ধরেছে অ্যানিটার ঠোঁট। যেন পিষে দেবে তাকে। হাসছে দু'জনে। সাওয়ার খুলে দিল লিলি। তার মার ঘরে প্রতিদিন এসে হাজির হয় নানা ধরনের মেয়েরা। তাদের কেউ বা ষোলোর কিশোরী, কারো বয়েস চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। তারা সবাই মায়ের বান্ধবী।

ওদের নিয়ে বন্ধ ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মা যে কি করে সেটা এখন জেনে গেছে লিলিয়ানা। যদিও তার শৈশব থেকে প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল এই ব্যাপারে। সাইমা তাকে শিখিয়েছে সব কিছু। এমন কি পেছনের জানলার ফুটো দিয়ে সব দেখিয়েছে।

লিলিয়ানা তখন ছিল দশ বছরের মেয়ে। দৃশ্যটা অভাবিত না হলেও অকল্পনীয়। তার মা নগ্ন হয়ে আলিঙ্গন করেছে বছর পনেরোর এক কিশোরীকে। ঘরটা অন্ধকার। দু'জনের ঠোঁটে আনন্দ। তারা পরস্পরের অনাবৃত দেহকে লেহন করছে। সাটারটা বন্ধ করে দিয়েছিল লিলিয়ানা। তার অবদমিত মনও চেয়েছিল ঐ রকম করবে। ঠিক সময়ে এগিয়ে এল সাইমা, তার একতলার ঘরে শুরু হল লিলির অভিসার।

সে সব আজ কত দিনের কথা—

সাওয়ারের ধারা স্নানে নিজেকে মেলে দিয়ে লিলিয়ানা মধুর জলতরঙ্গের মত বেজে ওঠা মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। অ্যানিটা, আজ বিকেলে, মোমাতে আসবে। উঁচু হিলে শব্দ তুলে লনে পৌঁছল অ্যানিটা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার স্কুটার। পিটার স্যাম্সসের একমাত্র মেয়ে

ঐ অ্যানিটা। নরম তুলতুলে সতেজ যেন।

স্কুটারটা চলে গেল। মা রেকর্ড তুলে দিয়েছে বাদান কারোর থিম।

গম গম করে বাজছে মাঝ দুপুরে। সাবানের ফেনাতে নিজেকে ঢেকে দিয়েছে লিলি। সাবান নিয়ে সে ছোট মেয়ের মত খেলা করে। সবখানে সাবান ঘষে, আবার ধুয়ে ফেলে।

টিং টিং বাজল ফোন। সেখানে সাবান ঘষে, আবার ধুয়ে ফেলে।

টিং টিং বাজল। সে জানে তার মায়ের। সারাটা দুপুর অনেক ফোন আসে তার। অ্যাপয়েন্টমেন্টের নেমতন্ন। প্রতিটা আমন্ত্রণই রাখতে চেষ্টা করে জোসেফাইন।

কিন্তু লিলিয়ানা? তার কোন বান্ধবী নেই। সে স্কুলে পড়ে না। এক বৃদ্ধা শিক্ষিকা তাকে পড়িয়ে যায়।

ওয়েষ্ট এণ্ডের পাঁচ নম্বর বাড়িতে প্রায় বন্দিনী। মাঝে মধ্যে ছুটি মেলে। তখন ছুটে যায় এখানে সেখানে। যেমন আজ সকালে সে গিয়েছিল সাঁদাফার উদ্যানে। যেখানে হঠাৎ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল মোরাভিয়া। জোসেফাইনের হাসির শব্দ আসছে। রিসিভার নামিয়ে রাখবার আওয়াজ। তারপর শুরু প্লেয়ারে ঘুরছে রেকর্ড। এই ভয়ংকর দুপুরে নিজেকে ভীষণ একলা মনে হয় লিলিয়ানার। সাইমার বিকৃত ক্ষুধার কাছে নিজের উদ্ভিন্ন যৌবনা দেহটাকে উপহার দিতে ভালো লাগে না তার। তবুও সে কি অস্বীকার করতে পারে যে সমকামিতা তাকেও গ্রাস করেছে। না হলে একটি বয়স্ক নারীর কাছ থেকে সে আনন্দ পাবে কেন?

তোয়ালেতে জল মুছে নিল লিলিয়ানা। পুরুষ বর্জিত এই প্রমীলা মহলেই কেটে যাবে তার - প্রহর। বাবার নাম জানা নেই। বাবার কথা উঠলে মা গম্ভীর হয়ে যায়।

সাইমা ইঙ্গিতে বলেছিল সে নাকি অবৈধ সন্তান। কথাটা শুনে শিউরে উঠেছিল লিলিয়ানা। বিশ্বাস করতে পারেনি। আবার পুরোটা অবিশ্বাস করবার মত মন ছিল না তার।

বাথরুম থেকে সোজা পৌঁছল নিজের বেডরুমে। দুপুরের রোদ্দুরে আবেশী বেড়ালের মত মুখ গুঁজে দিয়েছে ঘন নীল কাঁচে। ফুরফুরে বাতাসে উড়ছে পরদা।

লিলি আয়নাতে আবার মেলে দিল তনুবাহার।

সূর্যের অকৃপণ রোদ আর চাঁদের অনুপম জ্যোৎস্নাতে বেড়ে ওঠা এই শরীর সে কাকে দেবে?

ঐ বিগত যৌবনা সাইমাকে? অথবা মার ষড়যন্ত্রে গড়ে তোলা লেসবিয়ানদের আড্ডার কোন বুভুক্ষু নারীকে?

সেকি কোনদিন সফল পুরুষদের স্বাদ নেবে না? তখনি দূরাগত এরোপ্লেনের বিলীয়মান শব্দের মত ভেসে এল মোরাভিয়ার নাম। মোরাভিয়া হাইনে। বয়েস একুশ। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ঠিকানা.....................

হঠাৎ থেমে গেল সে। নগ্ন দেহ। কানের লতিতে কিছু কিছু জল। তার মনে নেই। সে চীৎকার করে কাঁদতে গেল। ঠিকানা সে জিজ্ঞেস করেনি। তার মানে আর কখনো দেখা হবে না। মোরাভিয়ার একটি দিনের স্মৃতি নিয়েই থাকবে। হয়তো আগামী দিন কোন সময়ে আচমকা দেখা হবে তার সঙ্গে। মোরাভিয়া কি চিনতে পারবে একদিনের আলাপ হওয়া লিলিকে? লাল স্কার্ট আর সাদা গেঞ্জী দেখেই কি চিনতে পারবে মোরাভিয়া? সময় কি তাকে বদলে দেবে?

কালো বেলবটস আর হলুদ গেঞ্জী পরল লিলিয়ানা। ভেজা চুল আঁচড়ে বেডরুমের দরজা

খুলল।

করিডরে দাঁড়িয়ে মা। হট প্যান্ট আর তোয়ালে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই তার, এই বয়েসেও তার মা কি দারুণ আবেদনময়ী। যে কোন পুরুষ চিত্তেই ঝড় তুলবে। সুঠাম স্বাস্থ্য আর আলগা চমক। দুই মিলে জীবন্ত ভেনাস।

রাঙানো ঠোঁটের কোনে এক চিলতে হাসি। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর মুখ।

—লিলি, শুনলাম তোমার নাকি বয়ফ্রেণ্ড জুটেছে।

সাইমা। শয়তানী। বিড়বিড় করে বলল লিলিয়ানা।

—কাল থেকে একদম বাইরে যাবে না মনে থাকে যেন।

গুম হয়ে রইল লিলিয়ানা। বাড়ির এই দম বন্ধ পরিবেশের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহিনী হতে চায়।

কত ঘুমহারা রাতে তার মনে হয় সাদা ডাচ ঘোড়াতে চেপে স্কটল্যাণ্ড হাইল্যাণ্ড ডারসের মত ছুটে আসছে কোন নাইট। তার ঘন রাতকালো পোষাকে জ্যোৎস্না ঠিকরোয়। হাতে খোলা চকচকে তরবারি। সে এসে দাঁড়ায় ওয়েস্ট এণ্ডের পাঁচ নম্বর বাড়িটার সামনে।

তারপর আকাশের দিকে মুখ রেখে দর্পিত নায়কের মত চীৎকার করে, লিলিয়ানা আমি এসেছি।

খোলা জানলা দিয়ে অন্ধকার লনের দিকে তাকায় লিলিয়ানা, না। কোথাও কেউ নেই। স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে গেল। স্বপ্ন কি কখনো সত্যি হয়?

বাকী রাত আর ঘুম আসে না তার। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কবিতা পড়ে। নিঝুম রাতে তার নিঝুম কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

এখনো ভুলিনি তাকে
নগরের নীল নির্জনে
পমোলা পাথরের গড়া
এক স্থবির ভেনাস
সেই দীপ্ত ম্রিয়মান
সব স্তব্ধ আশ, শুরু
জাগে রাতে সিসিফাস।

পাশের ঘরে তার মা জোসেফাইন আর অ্যানিটা রাতটাকে কাটাতে চায় উম্মাদ আবেগে। নীচে একলা শুয়ে ছটফট করে সাইমা।

পুরুষবিহীন বাড়িটাতে ভীরু পায়ে নেমে আসে শেষ রাত। খোলা জানালা দিয়ে প্রথম সূর্য কুণ্ঠিত পায়ে লিলিয়ানার ঘরে ঢোকে। সে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে।

মা চলে গেল। ডাইনিং রুমে ঢুকল লিলি, সসেজের টুকরোটা ফর্কে গেঁথে নিল। স্যুপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। হাসছে সাইমা।

চারটি তীক্ষ্ন দাঁত। যদি ঐ সাইমাকে খুন করা যায়। আপন মনে হেসে উঠল লিলিয়ানা। তার পা দুলে ওঠে। ন্যাপকিন এক হাতে অন্য হাতে উদ্যত ফর্ক, সে ছুটে গেল।

এবং একটা তীব্র আর্তনাদ। বাধা দেবার শেষ চেষ্টা করছে সাইমা। সজোরে ফর্কটা তার বুকের ওপর চেপে বসিয়ে দিয়েছে লিলিয়ানা।

আধ ইঞ্চি গেঁথে গেছে ধারাল কাঁটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। সমানে দাঁপিয়ে চলেছে

লিলিয়ানা। তার কোন চেতনা নেই।

জোসেফাইন ছুটে এল। লিলিয়ানার সরল চোখে হত্যার ছায়া। ভয় পেল সে। মেয়েকে সে চেনে, বড্ড একরোখা। উদ্যত ফর্ক হাতে যেন হত্যাকারী।

দূর থেকে টেবিলটা ছুঁড়ে দিল মেয়ের দিকে। এই সুযোগে লাফ দিল সাইমা। সুইচ অন হয়ে ইলেকট্রিক হিটারটা দপ করে জ্বলে ওঠে।

যেন অ্যাসিড বাল্ব ছোঁড়া হয়েছে, ঘন ধোঁয়াতে ভরে গেল রান্নাঘর। কপালে দারুণ যন্ত্রণা হতে মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল লিলি।

চোখে অন্ধকার দেখলো সে। তারপর আর কিছু মনে নেই তার......

ঘুম ভাঙল স্পিরিটের কটু গন্ধে। আবছা একটা আলোর পরশ। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। চিন্তারা সব এলোমেলো। উঠে বসবার চেষ্টা করল সে। শরীরে শক্তি নেই। নার্স এগিয়ে এল, দূরে কোথাও ঢং করে রাত একটা বাজল ঘড়িতে। শহরের উপকণ্ঠে এক বেসরকারী হাসপাতালে লিলিয়ানার প্রথম রাত। যন্ত্রণাটা তখনো সারা শরীরকে ছেয়ে রেখেছে। ঘুম হল না তার। সে জেগে জেগে শুনল পাশের বেডে শুয়ে থাকা রোগিণীর নিঃশ্বাস।

সাইমাও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার পাশের ওয়ার্ডে।

লিলিয়ানার বিরুদ্ধে মামলা করা হল। সে নাকি ঠাণ্ডা মাথায় সাইমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

আদালতে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল জোসেফাইন। তার স্বীকারোক্তিতে কারাদণ্ড হল লিলিয়ানার।

বয়েস কম বলে তাকে রাখা হল কিশোরীদের কারাগারে।

যে ফুল প্রচণ্ড আবেগে ফুটতে চেয়েছিল তাকে বন্দী করা হল অন্তরালে। হাসল জোসেফাইন। এই ভালো হল, মেয়েকে চোখের সীমানার মধ্যে রাখা গেল।

এই আমি, একা অন্য

কালো জালে ঢাকা সিডান ভ্যানটা মন্থর গতিতে ঢুকল রুক্ষ প্রান্তর পার হয়ে। কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে কিশোরীদের কারগার। উইলো গাছেরা ঢেকে রেখেছে উদ্যান। পিচকর্ড পাখীরা ডাকছে।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। এখন থেকে এখানেই কাটবে তিনটি বছর। আমার চোখের সামনে দিয়ে বিদায় নেবে সূর্যটা। রুম নাম্বার সিক্সটিন, দোতলাতে বি-ব্লকের একেবারে শেষ চেম্বার। জানালা খুললেই বিরাট আকাশ।

ছোট ঘর। আসবাবহীন। বিবর্ণ আয়না আর মানানসই বিছানা। কেমন করে থাকবো আমি? লিলিয়ানা। পনেরোর কিশোরী। কেমন ভাবে এই নিরালাতে বসে থাকবো আমি কিন্তু কেন যে হঠাৎ সাইমাকে দেখে রক্ত ছলাৎ করে উঠল। ফর্কটাকে মনে হল ছুরি।

ভীষণ হত্যার নেশাতে আমি মাতাল হলাম। মা? জোসেফাইন? মা বলতে ঘেন্না হচ্ছে। হারামজাদী আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে। প্রতারণা, সারা পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তবুও আমি হার মানবো না। হারতে আমি জানি না।

একাই বসেছিলাম, মনটা হারিয়ে গেল সাঁদাফারের উদ্যানে। মোরাভিয়ার ছবিটা এখনো অমলিন।

দেখতে দেখতে লাঞ্চের ঘন্টা পড়ল বিরাট ডাইনিং হলে। আমরা, কিশোরীরা অপরাধীরা, প্রবেশ করলাম, কি আশ্চর্য, সবাই চঞ্চলা, মেয়েরা সবাই আমার মত অন্যায় করেছে?

ঐ যে হলুদ চামড়ার ছোট্ট মেয়েটি? চোখে যার নীল ঘূর্ণি? ও কি করেছে? কথা বলা বারণ। তবুও আমার সঙ্গে দু'একজনের আলাপ হল। পাশে বসা ডায়ানা, সেন্ট অ্যাভিনিউ হোস্টেলের মেয়ে, তার রুমমেটকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল।

—কেন?

আমার প্রশ্নের জবাবে সে চোখ ছোট করে বলল—ডায়ানা আমার বয় ফ্রেণ্ডকে লুকিয়ে নীল খাম পাঠিয়েছিল।

তার কোন লজ্জা নেই। কোন অনুশোচনা নেই। আর টৌরোসো? মোটা চেহারার লাজুক মেয়েটি?

—জানো, আমার বাপা মাকে রোজ রাতে প্রচণ্ড মারতো। একদিন রাতে আমি বাবার দিকে ছুঁড়ে দিলাম কাঠের ওয়ালব্রক। মাথাটা ফেটে গেল।

তারপর.........

চোখ নামিয়ে টৌরোসা বলল, তারপর মা-ই আমাকে পুলিশে দিল।

এমন কত অভিজ্ঞতা। আমার ছোট্ট ইতিহাস তার ভীড়ে কোথায় হারিয়ে যাবে।

দোতালায় ঐ বন্ধ কুঠুরীতে একটি মাত্র জানালা। হাত বাড়ালেই মাথা নোয়ানো ওয়াইপারের পাতা। কাঁটা কাঁটা চিকন সরল। হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। আঙুলে ব্যথা লাগে। অথচ প্রথম রাতে ঐ মাথা ঝাঁকড়া গাছটাই ছিল আমার প্রতিবেশী। সারা রাত আমি ওর সঙ্গে জেগেছি। রাত দশটা থেকে নিভে গেল আলো।

প্রার্থনার শেষে যে যার বেডরুমে। এখানে একঘরে একজন করে থাকে। রুমমেট নেই।? এমন কি পাশাপাশি ঘরের মধ্যে দরজা নেই। রাতে দরকার হলে কাউকে পাওয়া যাবে না। টিকটিক করে শব্দ করছে অফিসের বড় ঘড়িটা। কি লাভ ওর সময় মেপে। যে যায় তাকে কি আর ধরা যায়? কে বোঝাবে ওকে? আমি বেডরুমে এলাম। হলুদ স্কার্ট আর নীল ব্লাউজ। এখানকার ইউনিফর্ম, ঘামে জ্যাবজ্যাব করছে। তিন বছর ধরে এগুলো পড়তে হবে।

অথচ আমার ওয়ার্ডড্রোব ভর্তি ছিল ম্যাক্সী প্যারালালস, মিনি স্কার্টে।

ওগুলো কি কোনোদিন গায়ে হবে, আমার আঠারো বছরের আমি? অনেক বড় হবে তাই না? আমার বিপন্ন লাজুক স্তন হবে উদ্ধত দুর্বিনীত। মুঠোতে তাকে আর ধরা যাবে না। উঁহু তাকে ধরতে হলে চাই সফল মুঠি।

ভাবতে ভাবতে মনে হল ইস কিসব অসভ্য চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরছে। এখন ঘুমোতে হবে।

ডিভানে চিৎ হয়ে শুলাম। আগে আমার একলা ঘুম হত না। সাইমাকে জড়িয়ে থাকতাম। সাইমা ঘুমন্ত আমিটাকে নিয়ে অশ্লীল খেলা করতো।

মাঝে মাঝে তার বেহিসেবী আবদারে আমার ঘুম ভেঙে যেত। নিজের কাজের জন্যে এতটুকু লজ্জা পেত না সাইমা। সারারাত আমাকে উষ্ণ চাদরে মুড়িয়ে রাখত।

তাই কি আজ চাদরটা এত ঠাণ্ডা? আর আমি? পনেরো বছর বয়েস কি দুঃসহ। ওটা শুরু হয়েছে ঠিক ছ'মাস আগে। তারপর থেকেই ভীষণ একটা তৃষ্ণা আমাকে পিপাসার্ত করে তুলেছে।

আমি অভিজ্ঞতা চাই। সফল পুরুষের সঙ্গম।

হ্যাঁ, সাইমাকে আমার ভালো লাগে না। তার পুরুষালী চেহারা, তার জান্তব কামনার কাছে আমি বারবার হেরে যাই। আমার ঘেন্না করে। আমার বমি আসে। সত্যি কি তাই? তার বড় দুটো বুক, কোমর আর নাভি আমাকে কি হাতছানি দিয়ে ডাকে না? বলে না, এসো এখানে আছে মহাকালের অনন্ত আনন্দ। সে যখন পুরুষের মত আমাকে তার বুকে জাপটে ধরে? আমার শরীরের লোভনীয় অঙ্গে কালচে আঙুল চালায়?

মিস লিলিয়ানা, সত্যি করে বলো তো তখন কেমন লাগে তোমার?

শরীরটা কি এক আবেগে ছটফট করে না? মনে কি হয় না যে কোন নিভৃত স্নায়ু থেকে আবেগ নিঃসৃত হচ্ছে? আবেগে আপ্লুত উন্মাদনা গ্রাস করেছে সমস্ত সত্তা? হ্যাঁ, সত্যকে স্বীকার করেই বলছি, আমি সমকামিতা পছন্দ করি। সাইমাকে আমি ভালোবাসি। আবার তাকে আমি ঘেন্নাও করি। তার তুলতুলে বুকে ফর্ক চালিয়ে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। আমার সেই রক্তাক্ত মৃতদেহটার কাছে ধর্ষিতা হতে শিহরণ জাগে। এ কি অদ্ভুত লালসা। আমি অসহায়। আমি বোঝাতে পারব না, শুধু কি সাইমা?

কেন আমার মা? জোসেফাইন? যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। তার সুঠাম দেহে স্বল্পতম আবরণ। অথবা জামা পাল্টাবার সময়, কিংবা মা যখন আমার দিকে পিঠ ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে বলে, কিড ব্রা'র হুকটা খুলে দাও তো।

জোসেফাইনের সেই চাউনি, মুখ ঘোরানো দেহবল্লরী, ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক, আবরণহীনা দেহ আমাকে ডাক দেয়। আমার হাত কাঁপে, আমি কোনরকমে হুকটাতে টান দিই। শেষতম আবরণ খসলেই দেহের মধ্যেই কি যেন ঘটে যায়। আমি তার কাছে থাকি না দৌড়ে পালাই নিজের ঘরে।

দরজাতে খিল দিয়ে ডিভানে উপুড় হয়ে কাঁদি। এই চিন্তাটা আজকের নয়। কেন মনে পড়ে সেই ছোট বেলার কথা, মা যখন আমাকে চান করাতো, কিংবা রাতে শোবার আগে ঠোঁটে দিত চুমু।

মনে হত, আমার মনে হত, মা যদি পুরুষ......ছুটে পালিয়ে আর একলা কেঁদে কি এসব চিন্তার হাত থেকে মুক্তি মেলে? ধরা পড়ে গেলাম। একদিন নিজের কৌতূহলে হেরে গেলাম। প্যারিসে তখন শীতলতম রাত। ফার্নেসে জ্বলছে আগুন, সন্ধ্যেটা নেমেছে শেষ বিকেলে। ফাঁকা পথে শুধু ঝুর ঝুর তুষারের অন্তহীন সিম্ফনী। মার ডিনার পার্টি ছিল। টয়লেটে মা সাজছিল। আমি চোখ রেখেছিলাম কী হোলো।

দেখলাম, জোসেফাইন সারা দেহে পারফিউম স্প্রে করছে। হাত উঁচু করে, মাথা নিচু করে নাচের মনোরম ভঙ্গীমাতে। আমার রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল। গলা শুকিয়ে গেল। আমি পালাতে গিয়ে দরজার ওপরে পড়ে গেলাম। মা দৌড়ে এল। আমাকে দেখেই বুঝতে পারলো সব। কিছু বলল না শুধু চোখের দিকে অপলক চেয়ে বলল, যাও ডেটল দিয়ে ধুয়ে ফেল। ঠোঁটটা কেটে গেছে।

আঙুল দিয়ে দেখলাম। সত্যি রক্তের স্বাদ পেলাম। মাথা নিচু করে বেডরুমে ঢুকলাম। তখন থেকে আর কোনদিন জোসেফাইনের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারিনি।

তাকালেই মনে হত সে যেন অবাক ঘৃণার দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। ভীষণ কুণ্ঠিত হয়ে যেতাম। নিজেকে অপরাধী মনে হতো।

কিন্তু আমি ছিলাম নিরুপায়। আমার মনের ওপর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আমি অজানা আকর্ষণে যেন ভেসে চলেছি।

এসব অতীত কলঙ্ক কথা ভাবতে ভাবতে রাত কখন ফুরিয়ে গেল। সূর্যের প্রথম রোদ জানালাতে, দেয়ালে পড়তেই বুঝলাম রাত শেষ হয়েছে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। এখানে শুরু হতে চলেছে একটি কর্মব্যস্ত দিন। তার শুরু প্রভাতী প্রার্থনাতে।

দ্বিতীয় দিনটা কেটে গেল দিন যাপনের গ্লানিতে। অন্যদের সঙ্গে কিছু কথা হল। তৃতীয় সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে অনুভব করলাম যে পাশ থেকে কে যেন পায়ে চাপ দিচ্ছে। তাকালাম, চোখের ভাষা পরিষ্কার। জীনা, ওর বিরুদ্ধে খুনের অপরাধ আছে।

ঐ চোখ আমি চিনতে পারি। সাইমা—জোসেফাইন—অ্যানিটার চোখে ঐ ছায়া দেখেছি। তার মানে এখানে এই চার দেওয়ালের মধ্যে, পুরুষহীন কিশোরীরা নিজেদের মধ্যে খুঁজে নেয় নৌকা—যাতনার পথ।

আমাকেও ডাক দিচ্ছে—যেতে আমাকে হবেই।

বিরাট উদ্যানের এক কোনে সরাসরি আলিঙ্গন করে বসল জীনা। পুরুষ প্রেমিকের মত আমাকে ঠোঁট কামড়ে দিল। আমি যেন বাধাহীন বাধ্য নারী। তার হাতে ধর্ষিতা হতে চাইছি।

কানে কানে বলে দিল—রাত দুটোতে যেন দরজা খুলি।

অবাক হলাম। বুকটা দুরদুর করে উঠল। সারাটা দিন কোন কাজে মন বসল না। শুধু ভাবছিলাম কখন এখানে নেমে আসবে মধ্যরাত। ঐ একক গাছটা ভিজে যাবে গুঁড়ো গুঁড়ো তুষারে, ফিসফাস যাবে থেমে, আকাশের তারাটা শুধু প্রহর গুনবে জেগে জেগে, তখন খুলে যাবে আমার ঘরের দরজা, ঢুকবে একটি মেয়ে প্রবল শরীরী তৃষ্ণা নিয়ে। যা সত্য তাকে তো স্বীকার করতেই হবে।

ডিনারে দেখা হতে চোখের মাধ্যমে সঙ্কেত পাঠাল জীনা। আমি হেরে গেলাম। বেডরুমে ঢুকতেই রাত দশটা। তার মানে এখনো চার ঘণ্টা। জেগে কাটাবো না ঘুমিয়ে পড়ব? কিংবা র‍্যাক থেকে বই নেওয়া যায়। মারগারেট চেসোমের 'হ্যারী বয়েজ'। ওটার পাতা ওল্টাতে শুরু করেছি। চোখের সামনে থেকে খসে পড়ছে মুহূর্তগুলো। তারপর নিজের অজান্তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না।

টক টক শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল। চাপা অথচ দৃঢ় শব্দ। যেন পাপের পথে টেনে আনছে, বলছে সাহসী হতে।

আমি দরজাটা খুলে দিলাম। এক ঝলক ঝোড়ো বাতাসের মত ঢুকল জীনা। তাড়াতাড়ি চল, সুপার জেগে আছে।

আমাকে প্রায় কোলে তুলে নিয়ে লনে এল।

ভয়ে পা ঠক ঠক করে কাঁপছিল। কিন্তু একি? লনের চাপা অন্ধকারে ঘন সংবদ্ধ ঝোপের মধ্যে আগুনের ফুলকি। আর শব্দহীন শীৎকার। তার মানে প্রতিরাতে সবাই নিষিদ্ধ উত্তেজনার স্বাদ নিতে এখানে আসে। কাল আমি বোকার মত রাত জেগেছিলাম।

কিন্তু সুপার? তিনি কিছু বলেন না কেন? জীনা হো হো করে হেসে উঠল।

বলল—সে বেটি এখন ধুমসো প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে মজা লুটছে। অ্যা, সুপারও? কর্তব্যে কঠোর ঐ প্রৌঢ়া মহিলাও? উনিও সমকামিতার শিকার।

ওনারই প্রশ্রয়ে এখানে জমেছে বিকৃত উত্তেজনার রাতভোর আসর। তাই কারাগারের অন্তরালে রক্ত চোখ নেই। এখানে সবাই বাসনা হারা উদ্দাম। জীনা আমাকে একেবারে কোনের ঝোপে নিয়ে গেল। পাশেই বিরাট উঁচু পাঁচিল। যার ওধারে স্বাধীনতা, এধারে বন্ধন।

আমি নিজেকে সঁপে দিলাম। ওর আগ্রহ, ওর ভঙ্গিমা, ওর পুরুষালী অহংকার আমাকে কোথায় যেন নিয়ে গেল।

আমি চোখ বন্ধ করে রইলাম। ও সযত্নে আমাকে নগ্ন করে দিল। ঝিম ঝিম বৃষ্টির মত নেমে এল অজস্র খুনসুটি। আমি তৃপ্ত হলাম। আমি যুবতী হলাম। ফ্যাকাশে প্রায় ভোরে দূরে কাছে আবছা মুখগুলো দেখা গেল। থোরোসা, টাটাই, লিসি সবাই আছে। সবার সঙ্গেই পুরুষমনা মেয়েরা।

ঠোঁটে জ্বলছে সিগারেট। মাদক নেশাও অনেককে মাতাল করেছে।

ভোর হবার আগেই যে যার ঘরে পৌঁছে গেল।

ভীষণ ক্লান্ত অবসন্ন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সকালের ঘণ্টা শুনে। প্রভাতী প্রার্থনা, হাসি পেল। সারা রাতধরে পুরুষ পুরুষ খেলার পরে এসব প্রার্থনার কোন মানে আছে কি?

সবাই জমেছে হলে। রাতজাগা ক্লান্তি চোখে ভাসছে। জীনাও আছে। কোন ছাপ নেই আচরণে। তবুও নেভেনি আগুন। চোখ জ্বলছে ধিকি ধিকি।

আমাকে এড়িয়ে গেল। যেন চেনেই না, স্টাডিতে ঢুকতেই পাছাতে সজোরে চিমটি। তার মানে আজ রাতে আবার কাছে চাইছে।

আসতে হল। প্রতিরাতে। লনের অন্ধকারে শরীরের বিশ্রী খেলাতে। আমি জীনাকে ডাকতাম অ্যাগনিস বলে। সব মেয়েদের এমন পুরুষ নাম দেওয়া হত।

শুধু কি তাই? মেয়ে পুরুষের ব্যাপারগুলো ঠিকমতো করার জন্য আরও কত ব্যবস্থা। ছেলেদের মত অনেক কিছু লাগাত ওরা। এমন কি 'ওটা অবধি'।

শরীরের নেশার সঙ্গে এল মদিরার নেশা। সিগারেটে অভ্যস্ত হলাম।

শ্যাম্পেনের গেলাস নিমেষে উজার করে দিতাম।

পনেরো দিনের মধ্যেই নিজেকে বেশ মানিয়ে নিলাম নতুন পরিবেশে।

হঠাৎ একদিন ঝড় উঠল। ভিজিটারস রুমে ডাক পড়েছিল সেদিন। আমি অবাক হলাম।

দেখি, কার্ডে লেখা আছে মঁশিয়ে সারফ মাঁতিয়ের, ঠিকানা নেই।

মোরাভিয়া ছাড়া অন্য কোন পুরুষ আমার জীবনে আসেনি।

তাহলে কে এই সারফ মাঁতিয়ের?

স্মৃতির পাতা ধরে টানলাম। না, ঐ নামে কেউ নেই। গেটচেলার কথা মনে হল। সেখানেও অজানা। তাহলে? যাবো, না যাবো না?

নতুন কোন ঝামেলাতে জড়িয়ে পড়ব না তো? দোনোমোনো করে বাইরে এলাম। ভিজিটরস রুমটা প্রায় ফাঁকা। কোনের চেয়ারে বসে আছেন ঐ সারফ মাঁতিয়ের। ঠোঁটে মোটা সিগার। ধোঁয়া উড়ছে। মুখের সামনে ধরা দৈনিক কাগজটা। আমাকে দেখে বসলেন উনি, ভরাট কণ্ঠে বললেন আমাকে, তুমি চিনবে না। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। তুমি.........

তারপর কথাটা শেষ না করে সিগারে লম্বা টান মেরে আমাকে অনেকটা কৌতূহলী রেখে হঠাৎ হেসে উঠলেন। আমি অধৈর্য হয়ে উঠছি। রাগ জমছে। সেই ফর্কটার কথা মনে পড়ছে।

রুপোলী চিকচিকে কাঁটা। চারটি ধারাল দাঁত।

—আমি হলাম তোমার বাবা।

হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন। সামনে একটা হাতল ভাঙ্গা চেয়ার ছিল। সেটা ধরে নিজেকে সামলে নিলাম।

পনেরো বছরের মেয়ের সামনে যদি সম্পূর্ণ অদেখা একটি মানুষ এসে বলে যে আমি তোমার বাবা, তাহলে কেমন হবে অনুভূতি?

আমি লোকটাকে ভালো করে দেখলাম। চিবুকের কাছে কাটা ক্ষত চিহ্ন। চোখ দুটো বড় বড়। বেশ ভয় মেশানো চাউনি।

না কখনো না, ঐ কুৎসিত লোকটি কিছুতেই আমার বাবা হতে পারে না। জোসেফাইন কত সুন্দরী। তাছাড়া.........কথাটা মনে হতেই মুখ নিচু হয়ে গেল। জোসেফাইন কোন পুরুষ সঙ্গ কামনা করে না। সে মেয়েদের নিয়ে থাকতে ভালোবাসে।

তাহলে? তার জীবনে পুরুষের কোন প্রয়োজন ছিল কি?

কিন্তু আমি কি ভাবে পৃথিবীতে এলাম? আমি কি জারজ সন্তান?

মুখের মধ্যে কি মনের ভাবনার প্রতিফলন ঘটে? নাকি চোখ বলে দেয় সব কথা? নাহলে ঐ চালাক ভদ্রলোক হঠাৎ পাশ থেকে মারাত্মক ছবিটা বের করলেন কেন? মানুষ ভুলতে পারে ক্যামেরা ভোলে না। মানুষ আবিষ্কার করে, সেলুলয়েডের পর্দা। তাইতো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল ষোলো বছর আগেকার ছবি। সারফ আর জোসেফাইন পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। তার মানে ওদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আজ যদিও কেউ কারো কাছে নেই। তাহলে মার ঐ বিকৃত জীবনের মানে কি?

মিটি মিটি হাসছেন সারফ মাঁতায়ের।—জোসেফাইনকে কথা দিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে কোন দিন দেখা করবো না। কিন্তু ক'দিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তোমার কথা মনে পড়ল।

তোমাকে আমি প্রথম দেখি তোমার সাত মাস বয়সে, মায়ের গড়ন পেয়েছো তুমি। জানি না মনটা কার মত হয়েছে। যদি মায়ের মত হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ভুগতে হবে, জীবনে সুখ পাবে না। তারপর কিছুটা থেমে বললেন—আর একটা কথা, জোসেফাইনের চক্রান্তে পড়ো না। ও সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ। নিজের স্ত্রীর প্রতি কারো কি এতটা ঘৃণা থাকতে পারে? সারফের চোখে বেটা এখন ঠিকরে বেরুচ্ছে?

কিন্তু কেন? এর কারণ কি?

উনি যেন যাদুকর। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মা আমাকে সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু তার জন্যেই আমাকে এতদিন জেলে পচতে হল।

এই ডাইরিটা রেখে গেলাম। এটা পড়ে যদি আমার ওপর ঘেন্না না আসে তাহলে দেখা করো। যদিও জানি না আমি কোথায় থাকবো। আর যদি আমাকে শয়তান মনে হয় তাহলে ভুলে যেও। ডাইরিটা ফেলে দিও। ওটার কোন মূল্য নেই।

সারফ মাঁতিয়ের আর দাঁড়ালেন না। আমাকে অনেক ভাবনার মধ্যে রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

সম্বিত ফেরবার আগেই উনি মনের বাইরে চলে গেছেন।

ল্যাপ চামড়া বাঁধানো ছোট্ট একটা ডাইরি। আমি ফ্রকের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। আজ রাত থেকে পড়তে হবে।

পঁচিশ মে। উনিশশো কুড়ি

প্রথম পাতার কোনে লেখা আছে। তার মানে আমার জন্মের আগের কথা। আমি পাতাটা উল্টে দিলাম।

কিড রোডে বিষণ্ণ সকাল। আমার নতুন প্রবাস শুরু হবে। সমুদ্রের ডাকে পাড়ি দেবো সিডনী বন্দর। তার আগের শেষ দিনটি একা একা যেমন খুশী ঘুরবো। কোথায় যাবো? মোমার্ত পিগালা ডাকছে। বারাঙ্গনাদের স্বর্গোদ্যান।

কিড রোডে ঢুকে বাঁদিকে হেঁটে গেলেই মোমার্তের প্রধান পল্লী।

আমি দেখলাম যে এই দুপুরেও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। বিদেশী নাবিক দেখলে ওদের চোখ চক চক করে। আমাকে দেখে কেউ কেউ মুখে আঙুল পুরে শিষ দিল, হেনা তোর খদ্দের জুটবে

—না লোনা, ও তোর ঘরেই ঢুকবে।

—মালদার না চোপসা পার্টি?

এমন টুকরো টুকরো কথা। আমি তাড়াতাড়ি পার হলাম। কিন্তু ঐ ঘরের সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে! বিষণ্ণ এক রমণী।

স্থির স্তব্ধ নির্বাক।

আমি তার দিকে তাকালাম। ছেঁড়া গাউন, উসকো খুসকো চুল।

সেদিন রাতে তাকে আমি বিয়ে করি। সেই হল জোসেফাইন।

—আজ ও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। পাঁচ মাসের গর্ভবতী জোসেফাইন। তারপর দু পাতা ফাঁকা। লিলি উল্টে গেল। তারিখ দেখল —সাতাশে অক্টোবর। উনিশ শো বাইশ।

শুনেছি ওর মেয়ে হয়েছে। শুনেই দেখতে গেলাম। ওয়েস্ট এণ্ডের ফ্ল্যাটে একলা আছে। সাত মাসের মেয়ে যেন মায়েরই প্রতিচ্ছবি। ভালোই হল আমার মত রূপ পেলে বেচারী আমাকেই অভিশাপ দিত।

অত্যাচারী ধর্ষকামুক অপবাদ দিয়ে বিচ্ছেদের মামলা এনেছে জোসেফাইন।

হয়তো সত্যি, আমি নারী দেখলে বুনো বাইসন হয়ে যাই। কিছু জ্ঞান থাকে না আমার। ও যদি একা শান্তি পায় তো পাক না। আমি বাধা দেবো কেন?

লিলিয়ানা বন্ধ করল, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আজ আর জীনার ডাকে সাড়া দেবে না। ঘুম দরকার, অনেক ঘুম।

যে ইতিহাসটা জড়িয়ে ছিল রোমাঞ্চে, এখন সেটা স্পষ্ট ভেসে উঠেছে। চোখের সামনে। আমি দেখতে পাচ্ছি সাইনা আর জোসেফাইনকে। আমি শুনতে পাচ্ছি তাদের চীৎকার। আমি বুঝতে পারছি তাদের ব্যথা।

তবুও আমার কিছুই করবার নেই......জীনা কখন ডেকেছে, ফিরে গেছে, আমি জানি না. ডাইরিটা পুড়িয়ে দিলাম। কি দরকার ওটাকে সঙ্গে রেখে? লিলিয়ানা তো একলা পথ চলবে। তার বাবা-মার কোন পরিচয় সে জানে না।

এমন ভাবে দেখতে দেখতে দিন কাটে। পাঁচিল ঘেরা লনে ঘাস মাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে পনেরো বছর বয়েসটা গুমরে কাঁদে। ওয়েস্ট এণ্ডের বাড়িটা ঘন কুয়াশার মধ্যে ম্লান হয়ে যায়। মনে হয় আমি যেন এই কারাগারে জন্মেছি এখানেই মরে যাবো।

যেমন হঠাৎ চলে গেল সোফিয়া। হাসিখুশী ছোট মেয়েটি। ক্লাশের এক বন্ধুকে পেনসিল কাটা ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিল।

তার অপরাধের কারাজীবনের বাকী ছিল আর চারটি দিন।

কিন্তু কোনদিনই সে এখান থেকে বেরোতে পারল না, ঐখানে উইলো গাছের নীচে কাঠের কফিনে বন্দী রইল। কোন সুপার তাকে ভয় দেখাবে না, রাতের অন্ধকারে কারো চোখ হবে না লাল, সে আপন খেয়ালে ঘুমোবে।

সোফিয়ার দেহটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে। আমরা তাকে সাজিয়ে দিলাম। এসেছিলাম ভরা বসন্তে। প্যারিসে যখন অনেক খুশীর মেলায় মারেনিয়ে শাতানিয়ের ফুলেরা ভরে দেবে বুলেভারড।

এখন আবার ভরা শীত। তুষারে হিম বাড়ছে। আমাদের জীবনে নেমে আসছে এক-ঘেয়েমী, রাতে আর লনে বসা যাবে না। হয়তো ঘরের মধ্যেই শুরু হবে অভিসার।

একদল মেয়ের মেয়াদ শেষ হল, হলুদ নীল ইউনিফর্ম ছেড়ে পড়ল খেয়াল-খুশীর পোষাক। ওয়েটিং-রুমে ওদের জন্যে অনেকে অপেক্ষা করছে। কারুর বাবা মা, কারুর দিদি বা দাদা। শুধু লুসিটার কেউ আসেনি। বেচারী কোথায় যাবে বুঝতে পারছে না। জেল সুপার ওকে আবার লক-আপে রাখতে বললেন। যতদিন না কেউ নিতে আসে, এখানে থাকবে ও।

আমি ভয় পেলাম। আমারও কি লুসিটার মত হবে? কেউ নিতে আসবে না আমায়? তাহলে আমি কোথায় যাবো? মা কি পুরোনো বাড়িতে আছে? নাকি বাবার কাছে যাবে?

চিবুকে কাটা দাগ ক্রূর হাসি গম্ভীর গলা সব মিলিয়ে বীভৎস শয়তান। তবুও মনেপ্রাণে তাকে ঘেন্না করতে পারছি কই?

মনের কোনে কোথায় যেন তার ওপরে একটা দুর্বলতা আছে। সেটা চেপে বসেছে, যেতে চাইছে না।

জোসেফাইন আর সারফ মাঁতারের দুই বিপরীত চরিত্র। তাদের মিলনে এই আমি, কেমন করে হলাম?

ডাইরির শেষ পাতাটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করেছি, মাকে বাঁচাতে গিয়ে বাবা এতদিন জেলে ছিল। ভারী করুণ কাহিনী।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছিল। শীতটা যেন জাঁকিয়ে পড়েছে। প্যারিসের উপকণ্ঠে তুলোতে এক হোটেল ঘরে রাত কাটাচ্ছে জোসেফাইন আর মাঁতারের। হঠাৎ দেখা স্টেশনে। রাতটুকু একসঙ্গে থাকবার কথা হয়েছে।

ডিভোর্সের আগে বিচ্ছেদ চলেছে তাদের। লিলিয়ানা আছে সাইমার কাছে। ওরা এক ডিভানে শুল না। পাশাপাশি দুটি শয্যা। এককালের স্বামী-স্ত্রী আজ মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান।

সারফ মাঁতারেরের ঘুমটা ভেঙে গেল একটা আর্তচীৎকারে। আলোটা নেভানো। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস যেন কোন ছিদ্রপথে ঢুকে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল সে। চীৎকারটা আসছে পাশের ঘর থেকে। জোসেফাইনের বিছানা শূন্য। তার মানে?

চকিতে সাইলেনসার দেওয়া পিস্তলটা হাতে তুলে নিল। পাশের ঘরে পৌঁছেই রাম্ব কামার। সশব্দে আলোড়ন ওঠে। কাঁপছে জোসেফাইন। সম্পূর্ণ নগ্ন। হাঁফাচ্ছে, লাফাচ্ছে তার

বুক। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হোটেলের কোন এক বারম্যান। ভারী চেহারা, লম্বাতে ছ'ফুটের বেশী।

সারফ মাঁতায়ের এক লহমাতে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিল। যদিও জোসেফাইন তার স্ত্রী নয়। তাহলেও সে গুলী চালাল। দশাসই লোকটা ঝুপ করে পড়ে গেল।

জোসেফাইন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

খুনের দায়ে প্রাণদণ্ড হতে পারে জেনেও শান্ত স্বরে মাঁতায়ের বলেছিল—

তুমি পাশের ঘরে যাও। এখুনি পুলিশ আসবে। স্বার্থপরের মত চলে গেল জোসেফাইন, পুলিশের কাছে সব দোষ স্বীকার করে নিল সারফ। তাকে পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল।

জেলে ঢোকবার আগে জোসেফাইনের কটি কথা তাকে অসহায় করে দিল।

মুখে হাসি এনে সে বলল ওকে, আমি-ই ডেকে নিয়ে যাই।

জিভে চুক চুক করে তারপর সে বলে—তোমার বীরত্বটা কোন কাজে এল না, পনেরোটা বছর শুধু শুধু ঘানি টানবে।

মুখে কে যেন কালি লেপে দিল। সারফ মাঁতায়েরের দেহের সবটুকু রক্ত বুঝি শুষে নেওয়া হয়েছে।

তিনটি বছর। পনেরোর কিশোরী থেকে আঠারোর যুবতী। তাও একদিন শেষ হল। সুপার জানালেন যে আগামী সাতই ফেব্রুয়ারী আমার ছুটি হবে। ছুটি শব্দটির মধ্যে মাদকতা নেই।

অথচ প্রথম প্রথম হাতে গুনতাম। তিন বছর মানে কত দিন? তারপর থেকে এটাই ভালো লেগে গেল।

মুক্তি মানেই তো ছন্নছাড়া জীবন।

কোথায় যাব আমি? তাছাড়া জীনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে। জীনার আরও সাত মাস বন্দি জীবনের মেয়াদ আছে।

ফেব্রুয়ারীর সোনালী সকালে আমাদের ছেড়ে দেওয়া হল। তার আগে কাল রাতে অনেক উপদেশ শোনানো হল। বাইরে গিয়ে আর যেন অপকর্ম না করি। আমাদের সামনে রয়েছে বিরাট সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

হাসলাম আমি। জীবনটা যার এভাবে শুরু সে আর কি হতে পারে?

ভিজিটারস রুমে বসে আছে আমার মা আর সাইমা। আমি মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিন বছরে আমার মা একদিনও দেখা করেনি। অথচ তার অনুমতি না পেলে মুক্ত হব না আমি।

কিন্তু সাইমা? যার প্রতি বিদ্বেষে এই নরকবাস, তাকে দেখে কোন অনুভূতি নেই। উদাসীনতা ছেয়ে দিয়েছে আমাকে। আমরা ট্যাক্সিতে উঠলাম।

সুখী মানুষের মিছিলের মধ্যে দিয়ে যন্ত্র যান ছুটছে।

কতোদিন বাদে কি বিরাট আকাশ দেখলাম আমি। শহরটা কি বদলে গেছে?

সেই রূপ, সেই শোভা সব বুঝি হারিয়ে গেল। নাকি চোখটাই পাল্টে গেল আমার। না, ওয়েস্ট এণ্ড নয়। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল ফ্যাসিনো দা পারীতে। শহরের উত্তরতম প্রান্তে লেসবীয়ানদের আস্তাখানা। নতুন এক উপনিবেশ। কারাগার থেকে কলোনীতে।

বন্দিত্ব দশা কাটল না।

জোসেফাইন এখানকার পরিচালিকা। তার অধীনে অনেক মেয়ে আছে। সমকামি মেয়েদের টোপ ফেলে ধরে আনা হয়। এখানে তারা টপলেস হয়ে নির্বিকারে ঘুরে বেড়ায়। আমার নতুন জীবন শুরু হল। আঠারো বছর বয়েসে লেসবিয়ানদের কলোনীতে।

জোসেফাইনকে দেখতাম রঙ্গেরসে মাতিয়ে রাখতে। সর্বদা খুশীর হিল্লোল লেগে আছে। সাইমা এখানেই থাকে। তবে আমার সামনে আসতে চায় না।

ও আমাকে ভয় পায়। ঐ রক্তাক্ত ক্ষতের দাগ মিলিয়ে গেছে কি?

আমি চাই না যে আমার খুনে সত্তাটা ওকে দেখে জেগে উঠুক।

ক্যাসিনো দ্য পারী

ক্যাসিনো দ্য পারী, নিশি রাতে জেগে ওঠে প্রাণ। সত্তা ফুরোতে চায় না। অরকেস্ট্রা বেজে ওঠে, নীল আলোর ঘূর্ণিতে ছেয়ে যায় পরিবেশ। অনাবৃতা উর্দ্ধাঙ্গে নেচে ওঠে শরীরের মায়াময় মাদকতা। ষোলো থেকে ছেচল্লিশ—বয়েস এখানে যৌবন যতদিন টলমল, শরীরে থাকে নেশা মৌতাতে, মশগুল হতে বাধা কি?

গ্লোরিয়া, রাকা, পাভভা—এমন কত নাম। এক এক দিন নিজেকে বড় ছোট মনে হত। শরীরে পোষাতো না। যদিও মেয়েরাই আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, পুরুষ তখনো অজানা।

আঠারো থেকে একুশ। পূর্ণ যৌবনা। অনুভূতিরা গন্ধে গন্ধে মায়াবী।

দেহ চাইছে আলিঙ্গন। মেয়ে নয়, পুরুষ চাই। সক্ষম বলিষ্ঠ দেহের উষ্ণ সান্নিধ্য।

কোমলতা নয়—কাঠিন্য।

কিন্তু ক্যাসিনো দ্য পারীর এই প্রমীলা মহলে কি করে জুটবে পুরুষ-প্রেমিক?

আমার দেহটাকে নিয়ে যে খেলা করবে। দংশনে লেহনে চুম্বনে অস্থির করে দেবে। বন্যার মত ভাসিয়ে দেবে সমস্ত চেতনা। আমি তো হারাতে চাই। পরাজিতা হতে চাই। আত্মনিবেদন করতে চাই মহান পৌরুষের পায়ে। কি করবো, লেসবিয়ানদের আড্ডা থেকে পালাতে হবে। একাই যাবো। কিন্তু ওদের সবাইকার চোখ বাঁচিয়ে পালাবো কি করে?

আশ্চর্য, বুদ্ধিটা দিল সাইমা, যাকে আমি ঘেন্না করতাম, সেই আমাকে সাহায্য করল। সাইমা রাজী হল আমার সঙ্গে পালাতে। দিনটা ছিল ঘন কালো। বৃষ্টি ছিল না। ছিল আকাশে মেঘ। সূর্যটা সকাল থেকেই মলিন।

দুপুরের রোদে তেজ নেই। ফ্যাকাশে আলো ঢেকে রেখেছে।

ক্যাসিনোর বাইরে যাবার উপযুক্ত সময় হল মাঝরাত, যখন কেউ জেগে থাকবে না এখানে, যখন জ্বলবে শুধু কামনার নেশা।

বৃষ্টি শুরু হল। ঝোড়ো হাওয়া, রাত হবার আগেই যে যার ঘরে। ঘুম নেই শুধু আমাদের চোখে।

কথা ছিল রাত দুটোতে দরজাতে শব্দ করবে সাইমা। আমি সজাগ ছিলাম। এমন সুযোগ বার বার আসবে না। এটাই বাঁচবার শেষ সুযোগ। দরজাতে টক টক শব্দ। তৈরী ছিলাম। কোন কিছু সঙ্গে নিইনি। যদি কারো চোখে ধরা পড়ে যাই।

কালো পোষাক ঢাকা সাইমা। আমাকেও কালো পোষাক পরতে হল। মিশে গেলাম। বৃষ্টির ধারার মধ্যে দৌড়তে লাগলাম মাঠ দিয়ে। ওয়েষ্ট এণ্ড থেকে কারাগারে, ওখান থেকে ক্যাসিনো। তারপর কি আছে?

ক্যাসিনো দ্য পারীর লাল আলোক বিন্দুগুলো দপ দপ জ্বলছে। বৃষ্টিতে প্রশস্ত রাজপথে নিওনের স্নিগ্ধ আলো ঠিকরে যায়।

সাইমা আর আমি পাশাপাশি হাঁটছি। শিকার আর শিকারী। অথচ কারো চোখে ঘৃণা নেই। বাঁচবার তাগিদে অলিখিত চুক্তি হয়েছে আমাদের।

সাইমা কেন আমার পথ ধরল?

নিরুদ্দেশের যাত্রী হল? উত্তরটা আমার জানা নেই।

—কিন্ত তুমি কোথায় যাবে?

ভিজতে ভিজতে ও বলে।

আমি নিরুত্তর। সামনে যে পথটা খোলা আছে সেটা জঘন্য। বড়োলোকের আদুরে মেয়েদের মনোরঞ্জনে নিজেকে সঁপে দেওয়া। বিকৃত ক্ষুধার সঙ্গিনী হওয়া। কিছু না পেলে ওটাই হবে আমার শেষ উপায়।

তার আগে?

—বুঝেছি। যাবার কোন জায়গা নেই তোমার। এসো, আমি তোমাকে বাঁচবার নতুন রাস্তা দেখাবো। আমার কথা মত চলতে চেষ্টা করো। কোন ক্ষতি হবে না।

ঝোড়ো বাতাস আর বৃষ্টির মধ্যে সাইমাকে মনে হল শেষ পান্থনিবাস। আমি নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করলাম।

জানি না আমাকে ও কোথায় নিয়ে চলেছে। সামনে যে পথটা পড়ে আছে সেটা কেমন? কি আছে তার অন্তে?

উত্তরগুলো আমার জানা নেই। শুধু জানি তলিয়ে যাবার আগে সাইমা আমার শেষ অবলম্বন। দেখাই যাক না নিরুদ্দেশে পাড়ি দিয়ে।

ক্যাসিনোকে গুডবাই বলে যখন পথে নেমেছি তখন কি আর ফিরে তাকালে চলে। সাইমা আমাকে সে রাতে নিয়ে তুলেছিলো সস্তার হোটেলে। নড়বড়ে বেঞ্চে শুয়ে কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

পাশের ঘর থেকে পচা মাল খাওয়া মাতালের বিশ্রী হল্লা আসছিল। শোনা যাচ্ছিল উদ্ভট নেশাতুরের অশ্লীল কথা।

আমি এত শ্রান্ত যে ওসব উপলব্ধি করতে পারিনি।

ঘুম ভাঙতেই চকচকে মুখর দিন আমাকে হাত তুলে অভিবাদন করল। সাইমার মুখে হাসি। হাতে কলাই করা কফি আর মাংসের টুকরো।

হোটেলের পাট শেষ করে সাইমা আমাকে নিয়ে গেল এক বারে। এখানে রিসেপশনিষ্টের কাজে বহাল হলাম।

ঠাণ্ডা ঘরের সামনে ঈষৎ সবুজ ঘেরাটোপের আড়ালে দুধ সাদা ক্রেডেলে মুখ রেখে চেয়ারে বসা। আর সারাদিন সারা রাত ধরে ফূর্তির ঠিকানা খোঁজা। মানুষদের সঙ্গে কৃত্রিম হাসি মাখা ঠোঁটে চিবিয়ে কথা বলা।

মদের নেশাতে ভেসে গেলাম। শরীরের আহ্বানে সাড়া দিলাম।

ঐ মুনলাইট বারেই একদিন আচমকা দেখা হল মোরাভিয়ার সঙ্গে। হাইনে মোরাভিয়া। যাকে আমি প্রথম ও শেষ দেখি ছ'বছর আগে সাদাকারের কাণ্ডে। ছ'বছরেও বদলায় নি সে। মাথা এরেষ্ট ডিপার সুট। আমাকে প্রশ্ন করল:বলতে পারেন কটা বাজে?

অভ্যাস মতো ঘড়ি উল্টে বললাম —বারোটা তেরো।

তারপর ওর দিকে তাকাতেই বিদ্যুৎ চমক। ফিরে এলাম তাকালো দিন। হাইনে তাকিয়ে ছিল।

—হাই বেবী, হনি, লিলি।

চীৎকার করে বলল সে, সারা রাত শুধু বল রুমে যুগল নাচ। আমার হাইনে ফিরে এসেছে। অনেক রাতের শেষে।

আমি কি ঘুমোতে পারি?

আবার প্রেম এবং বিষাদ

সেই লিলিয়ানা? অনেক বদলে গেছে। মোরাভিয়া ভাবনা। যার চোখে স্পন্দিত ছিল অবাক সবুজ চিক্কনতা, এখন সেখানে কুটিল অভিজ্ঞতার খেলা।

অনেক কিছু দেখেছে লিলিয়ানা। অনেক রক্ত, ধর্ষণ পার হয়ে সে আজ মুনলাইটের ঐ কাঁচ ঢাকা ঘরে বসেছে।

তাও কি সুন্দর সে? প্রথম প্রেম কি সহজে ভোলা যায়? তা তো এতদিন বাদেও মনে হয় তাকে নিয়ে ঘর ভাঙ্গা ঘর গড়ার খেলা খেলবে।

মোরভিয়া তাকে বিয়ে করল। দেখা হবার সাতদিনের মধ্যে। হত্যার আসামী হল গৃহবধূ। মোরাভিয়া এখন আঁদ্রে সোফিয়াত কলেজের লেকচারার। ভারী মুখে বাহারী প্যাঁসনে চশমা আঁটে। তার ফ্রেঞ্চ শুনে ছাত্র ছাত্রীরা অবাক হয়ে যায়। বিয়ের রাতেই ঘটল অঘটনটা।

কাম পিপাসিত যুবক মোরাভিয়া অনেক আশাতে আলিঙ্গন করল লিলিয়াকে। চুম্বনে দংশনে অস্থির করে দিল তাকে। চাইল ঐ রাতকে তারা মহাকালের বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে। তাদের ইচ্ছে মত কাটাবে রাত খেলা খেলে। লিলি? জোসেফাইন সাইমা গ্লোরিয়া প্যাট্রিসিয়া—জীনার বিকৃত কামের মধ্যে যে ভাবত সমর্থ পুরুষের কথা। যে স্বপ্ন দেখত সুখী সংসারের।

সে কিন্তু উষ্ণ সান্নিধ্যে ম্রিয়মাণ। শরীরের সুখ লাভে বঞ্চিত যেন। তবে কি সে মনের দিক থেকে সমকামি হয়ে গেছে? ক্যাসিনো দ্য পারী তাকে পুরোপুরি লেসবি করে দিয়েছে?

না, না, একি হল তার? সারা জীবন সে কাটাবে নারীদের আহ্বানে? কোন পুরুষ তাকে আনন্দ দেবে না? প্রশস্ত বুক দেবে না আশ্রয়? দৃঢ় বাহমূলে নিজেকে সঁপে দিয়ে উপভোগ করবে না অনাস্বাদিত প্লাবন?

তার রেণু রেণু চেতনারা কোষে কোষান্তরে তুলবে না ঝড়? সে স্নায়ুর মন্থর উন্মত্ততায় হারাবে না?

এবং সে কোন দিন জন্ম দেবে না নবজাতক। রতি তৃপ্ত না হলে কেমন করে জননী হবে সে? লিলিয়ানা কাঁদল। বেডরুমে নয়, বাথরুমে। তার কান্না কেউ দেখল না।

রাগে—দুঃখে হতাশ হাইনে। তারা প্রথম রাতেই নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলল অদৃশ্য প্রাচীর।

যে প্রাচীরটা কোনদিন ডিঙোতে পারবে না। যদিও বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মত মিলিত হবে শয্যাতে। যান্ত্রিক সহবাস জন্ম দেবে ক্লেদাক্ত ক্লান্তির। যে সঙ্গম মুক্তি দেয় তাকে তারা কোনদিন চিনবে না।

হায় লিলিয়ানা, তুমি কখনো মিলনে আবেশী হবে না। কামকলাতে হবে না কুণ্ঠিতা।

সকাল হল। ওরা ঘুমিয়ে আছে, সাদা বিছানাতে যেন দুটি জীবন্ত শব।

মধ্যে রয়েছে উত্তুঙ্গ বালিশ।

দিন কাটে, দিন যায়। ঋতু বদলায়। শুধু বদলায় না মনের রঙ। সেটা থাকে ঘন কালো। দেহ থাকে অদ্ভুত সুন্দর। মিলন ঘটে না।

নিজেকে কলেজের কাজে আরও বেশী করে বিলিয়ে দিয়েছে হাইনে। আর লিলি সুখ খুঁজেছে পুরোনো পথে। এখানেও তার নতুন মেয়ে বন্ধু জুটে গেছে।

নিঃসঙ্গ দুপুরে সে জোসেফাইনের মত সঙ্গিনী নির্বাচন করে।

কয়েকমাস বাদে তারা শীতের ছুটিতে চলল ফ্রোশোরে। প্যারিস থেকে চল্লিশ মাইল দূরে শান্ত পাহাড়ী শহর। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে ট্রেন পথ। ওখানে ছোট এক বাংলোতে ওরা থাকবে।

হাইনে মানিয়ে চলার চেষ্টা করছে। তার গম্ভীরতা তার মনোযোগী কর্তব্য নিষ্ঠা বলছে যে সে ভীষণ অসুখী।

ঐ ফ্রোশোরের দিনগুলো আনন্দে কেটে গেল। নৌকা বিহার, অলস ভ্রমণ আর অর্থহীন সংলাপে।

সাতদিন বাদে প্যারিসের ট্রেন ধরল ওরা। ফ্রোশোর থেকে ট্রেন ছুটেছে খাড়া পাহাড়ের বুকে। ঢালু সমতল ভূমির দিকে। সন্ধ্যে হয় হয়। দিনের শেষ আলোটুকু তখনো বিদায় নেয়নি পৃথিবী থেকে। মোরাভিয়া বই পড়ছে। লিলিয়ানা দেখতে পেল। উল্টো দিকের বার্থে বসে আছে জোসেফাইন এবং তার দিকে চোখ পড়ছে লিলিয়ানার। মা কি তাকে চিনতে পারছেনা। না কি চিনেও না চেনার ভান করছে।

লিলিয়ানা মুখ ফিরিয়ে নিল।

ট্রেনটার গতি বাড়ছে। তুষার ঢাকা, উপত্যকার ওপর দিয়ে গুমগুমিয়ে ট্রেন চলেছে। রাজধানী প্যারিসের ছবি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসে।

জোসেফাইন উঠে দাঁড়াল। তাকাল বহু দূরের চিকচিকে পাহাড়ী ঝরনার দিকে। কিন্তু ওই জোসেফাইন এত অন্যমনা? এই কি সেই ক্যাসিনো দ্য পরীর সমকামি মেয়েটি?

চুল উড়ছে হাওয়াতে। বিকেল কখন ফুরিয়ে গেছে। চাপ চাপ অন্ধকার জমাট বেধেছে। তারই মধ্যে আগুনের ফুলকির মত জ্বলছে আলোর মালা।

কালো একটা ছায়া যেন ধেয়ে এল। খোলা দরজা দিয়ে উল্টে পড়ল একটা দেহ। আর্ত ভৌতিক চীৎকারে ভরে গেল একটা নিস্তব্ধ পরিবেশ। একজন মানুষ যেন আর্তনাদে থাকবার আকুল প্রার্থনা করছে।

লিলিয়ানা চেন ধরে ঝুলে পড়েছে। আহত সরীসৃপের মত ঝিমিয়ে পড়েছে ট্রেনটা।

অদ্ভুত বিষণ্ণতার সিম্ফনী বাজছে করুণ বাতাসে। একটা হাড় কাঁপানো চিৎকার। ঠাণ্ডা বাতাস হৃদপিণ্ডে বর্শা ফুঁড়ে দিচ্ছে। ট্রেনটা থেমে গেল। উন্মাদিনীর মত ছুটছে লিলিয়ানা। একটা রক্তাক্ত শব তাকে ডাকছে। মাথাটা থেঁতলে গেছে। রক্তেরা ভয়াবহ উল্লাসে মেতেছে।

খাড়া পাথরের খাঁজে পড়ে আছে ওল্টানো মৃতদেহটা। পোষাক ফালা ফালা করে ছেঁড়া। চোখের কোটর থেকে তারা ঠিকরে বেড়িয়ে গেছে।

কি বিশ্রী ঐ মূর্তি! মানুষ কি এত নির্মম হতে পারে? এত নৃশংস ঘাতক?

লিলিয়ানা হাঁটু মুড়ে বসল। হাসপাতালের লোকেরা দেহটাকে তোলবার জন্য এসে গেছে। তার সমকামী মা জোসেফাইনের নিথর দেহটার সামনে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল ফেলল লিলিয়ানা।

ঐ জোসেফাইন, তার জননী, যাকে সে ঘৃণা করে, ভালোবাসে।

এখন আর কোন রাগ নেই, অথবা চাপা কোন অভিমান। এখন শুধু জেগে আছে দুঃখ- বোধ। লিলিয়ানা কেঁদে উঠল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত। কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়েছিল তার খেয়াল নেই। সময় যেন অনন্ত প্রবাহে মিশে গেছে। পিঠে কার হাত। লিলিয়ানা ঘুরে দাঁড়াল।

সারফ খাঁতায়ের।

—জানিনা আমাকে তুমি সহ্য করতে পারবে কিনা। তবুও বলছি তুমি ভালো থেকো। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিমিন্যাল ডিপার্টমেন্টের জলপাই রঙা ইউনিফর্ম পরা পুলিশ। তাদের দিকে ক্লান্ত ভাবে হেঁটে গেল সারফ, সে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে চায়।

লিলিয়ানা নির্বাক দাঁড়িয়ে। একই মুহূর্তে তার মা জোসেফাইন চলেছে চার বাহকের কাঁধে। বাবা, সারফ চলেছে মৃত্যুর প্রতিক্ষাতে। সে তো একা ছিলই, এখন থেকে আর একটু একলা হল। কান্নারা যেন ডিসেম্বরের জমাট বরফ।

রৌদ্রতৃপ্ত দিবসের জন্য শুধু তৃষ্ণা।

লিলিয়ানা দাঁড়িয়ে ছিল।

এই বাংলোতে, এই রাতে

টুপ করে আলোটা নিভে গেল। চুরুটের শেষটুকু অ্যাস ট্রে-তে ফেলে দিলেন প্রোফেসর হাইনে। সাতাশ বছর আগের যে অতীতটা ভেসে আস্তে আস্তে মিলেয়ে যাচ্ছে। যদিও দূর থেকে শোনা যাবে তা। হাহাকার। হাইনে ডিভানে বসলেন। সামান্য দূলে উঠল সেটা। মনে মনে ভাবতে থাকেন যে পাশের ঐ ঘরে এখন কি ঘটে চলেছে...........

আগুনে—নৌকা মেয়েটির, সুড়সুড়ি জাগানো অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ছেলেটি কি আঙুলের খেলা খেলছে?

অবশ অলসতায় খিল খিল করে হাসছে মেয়েটি—বলছে, যা তুমি ভারী দুষ্টু। ছেলেটি কোন কথাই শুনছে না। নিঃশব্দে রচনা করে চলেছে কামনার মধুর কবিতা। তাতে ছন্দ দেবে দেহ, মন দেবে বর্ণমালা।

প্রোফেসর হাইনে উঠে দাঁড়ালেন। অস্থির ভাবে হাঁটতে শুরু করলেন।

এখানে কত আলো, ওখানে শুধু অন্ধকার। এখানে শীতল স্রোত, ওখানে উষ্ণ শিহরণ।

হাইনে লিলিয়ানার দিকে তাকালেন। তাকে একটু আদর দেবার ইচ্ছে হল। কাছে যেতেই পাশ ফিরল লিলিয়ানা।

বাস্টার্ড, এখন জ্বালাতে এসেছো। বিশ্রী খিস্তি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। হাইনে সরে গেলেন। মনটা ক্রমেই বিক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। পাশের ঘরে ইজি চেয়ারে বসে রইলেন। একের পর এক চুরুট টেনে টেনে সারারাত কাটিয়ে দেবেন।

লিলিয়ানার অবাধ চীৎকার শোনা যাচ্ছে। কাচের জানালাতে আঘাত করছে সে। মৃগী রোগিনীর মত অদ্ভুত তার আচরণ।

প্রোফেসার হাইনে চুরুট টানছেন। তামাকের ধোঁয়া ভাসছে বাতাসে। কটু গন্ধ।

সাঁদাফারের মনোরম বাংলোতে ভীরু পায়ে রাত নামছে।

চোখ বন্ধ করে প্রোফেসর ভাবছেন ঐ না দেখা দৃশ্যটার কথা।

রোজ একটি ফোটা গোলাপ

রোজ। গোলাপ ফুলের নাম। নাম শুধু নয়, গোলাপের সৌন্দর্য ঘিরে রয়েছে তাকে। কমনীয়তা আর সুধার অনবদ্য সমন্বয়। উনিশটি বসন্ত যাকে করেছে জীবন্ত ক্যাসানোভা। তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি যেন ধক ধক জ্বলছে বাসনার বহ্নি। তার চিবুকে, গালে,

উতুঙ্গ স্তন শীর্ষে, কোমল নাভিতে। তরঙ্গ চঞ্চল ভীরুতে, নির্লোম উরুদেশে শুধু ধর্ষণ আর ধর্ষণ।

মিলন ছাড়া আর কোন শব্দের মানে সে জানে না। কন্যা নয়, বধূ নয়, নয় কারো জননী। সে শুধু বারাঙ্গনা অথবা প্রেমিকা।

শৈশব উধাও, কৈশোরবিহীন, বার্ধক্য তাকে ছুঁতে পারে না। সে অনন্ত যৌবনের অনন্যা নগরনটী। রূপতীর্থ প্যারিসের কাম গর্ভে জন্ম নেওয়া অনেক বাসনার ভ্রূণ।

সে এখন নগ্ন দেহের লাজ মেটাতে চাইছে তার প্রেমিক স্পর্শে।

পিয়ের ক্রনো। একুশ বছরের সুঠাম পুরুষের দেহে লীন তার সত্তা। অঙ্গে অঙ্গে বেজে ওঠে যুগঙ্গবন্দী। হাতে হাত, বুকে বুক, পায়ের সঙ্গে পা—সব মিলেমিশে একাকার। ঠোঁট চাইছে আগ্রাসী চুম্বন, চোখ বন্ধ, অন্ধকারেও ফসফরাসের মত জ্বলছে দেহ।

তারা দেখতে পাচ্ছে, তারা কথা বলছে না, তারা পৃথিবীর চরমতম আনন্দ সন্ধানে আত্মমগ্ন। তারা এই মুহূর্তকে চিরদিনের করতে চাইছে। এই বসন্ত যেন চিরবসন্ত হয়।

অনেকক্ষণ বাদে, দীর্ঘরাত কামকেলির পরে, পিয়েরে বলে—রোজ, আমি তো আর পারছি না। এবারে শেষ করো ঠোঁটের কোনে।

স্বৈরিনীর মায়াবী হাসিতে টুকরো মেরে রোজ বলে—উহু আমি এখনো পরিপূর্ণ তৃপ্ত হতে পারি নি। আরো দাও। আরোও চাই।

পিয়েরে কানের লতি কামড়ে ধরে বলছে—ইস, আর কষ্ট দিও না।

দেহের গভীরের গোপনে চকিতে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। স্নায়ুরা হতে চায় বিদ্রোহী। ঝলকে ঝলকে ধেয়ে আসে লাভা স্রোত।

শিহরণ দেহটা একবার কেঁপে উঠল। তারপর এক নিথর সিম্ফনী। একজন সবটুকু উজাড় করে দিয়ে তৃপ্ত, অন্যজনে সবটুকু গ্রহণ করে আনন্দিত। এই সীমাহারা দেয়া-নেয়ার খেলাতে তারা ডুবতে বসেছে।

অনেকক্ষণ বাদে পিয়েরে নিজেকে আলতো ভাবে ছাড়িয়ে নিল। কাঁচের আরসিতে প্রতিফলিত ম্লান জ্যোৎস্নার একফালি আলো পড়েছে রোজের কপালে। তার দৃপ্ত প্রভায় মুখ আলোকিত। বাকী দেহটা পড়ে আছে আঁধারে। পিয়েরে পাশ ফিরে শুল। তরঙ্গায়িত চুলে হাত চালিয়ে দিয়ে রোজ হাসল। নিজের মনে। হয়তো নিজের গৌরবে গর্বিতা।

তৃপ্ত দেহ অঙ্গে হাত বোলাতে বোলাতে পিয়েরের পিঠের সঙ্গে নিজেকে সজোরে চেপে ধরল। তারপর দেহটাকে এলায়িত করে চোখ বন্ধ করল।

সঙ্গম শেষ, এবারে চাই ঘুম, এমনভাবেই সাঁদাফারের সাগর সৈকতে ডাকবাংলোর রাত ভরে ওঠে শরীরী সহবাসে।

কোথাও ক্লান্তি কোথাও উন্মাদনা

ঘুম আসে না প্রোফেসর হাইনের চোখে। দীর্ঘশ্বাস পড়ে। চুরুটের শেষটুকু নিয়ে ভরে ওঠে অ্যাস-ট্রে। টুকরো টুকরো ছাই নিয়ে।

সিলিয়ানা চিৎকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নিল।

এবারে কিছুক্ষণের তন্দ্রা।

চোখ বন্ধ করতেই প্রচণ্ড ব্যথা, তল পেটের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। দীর্ঘদিনের ওষুধ খাওয়ার ফল। সে ভাবতে চেষ্টা করে ফেলে আসা ঐ দিনগুলোর কথা।

মনে পড়ে, মনে পড়ে না। সে ভুলতে চায়। যে অতীতটা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। তাকে মনে রেখে লাভ কী? তবুও এই মধ্যরাতে, যন্ত্রণাতে ছটফট করতে করতে, একাকিনী লিলিয়ানা অভিশাপ দেয় নিজের জন্মকে।

মা জোসেফাইনের ওপর ভীষণ রাগ হয় তার। সে কেন অন্য সব যুবতীর মত স্বাভাবিক হতে পারল না। সুখী মানবীর মত তৃপ্ত। সে কেন সমকামী হল? মোরাভিয়াকে কি দিতে পেরেছে? দিনের পর দিন রাতের পর রাত কেটে গেছে নিস্ফল অন্বেষনে। শরীরকে সামনে রেখে তারা অনেক আনন্দের স্বাদ আস্বাদন করতে চেয়েছে। কিন্তু প্রতিরাত্রেই তারা ব্যর্থ হয়েছে।

মোরাভিয়া হয়েছে প্রৌঢ়। যৌবন বিদায় নিয়েছে লিলিয়ানার দেহ থেকে। ঐ দেহটা অনেক রমণীর বিকৃত ক্ষুধা মিটিয়ে ঝরে গেছে।

শুধু থেকে গেছে মন। চিরবুভুক্ষু এক মন। যে আত্মাটা এখনো পৌরুষ খোঁজে, উন্মাদ হতে চায়। পারে না, আর কোনদিন পারবেও না। সে জানে একদিন এমন ভাবেই শেষ হবে তার জীবনের পথ চলা।

মোরাভিয়ার জন্য মাঝে মাঝে ভীষণ কষ্ট হয় তার। স্ত্রী হিসেবে কিছুই দিতে পারে নি সে। না সুখ, না আনন্দ, না প্রতিষ্ঠা। গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে সে। কোথায় রাতের বয়স বাড়ে, তারারা খসে পড়ে। পুব আকাশটা লাল-হয়ে ওঠে। সে তার খবর রাখে না। তার তন্দ্রাচ্ছন্ন মন জানতে পারে না একটি দিনের জন্ম। হাইনের চোখে ঘুম নেই। লিলিয়ানা ঘুম আনে ট্যাবলেট। তাদের মাঝখানে দুস্তর প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে থাকে সাদা দেওয়াল। যেটাকে তারা কোন দিন ভেঙ্গে ফেলতে পারবে না।

দু পাশে দুটি অসুখী সত্তা সময় কাটাবে। তারা আনন্দ পাবে না, প্রেম তাদের কাছে অভিশাপ, শরীর অর্থহীন, সহবাস বিষাদে। সকাল হয়েছে। দুরন্ত বালুকাভূমিতে যৌথ ভ্রমণ। স্বল্পতম সাঁতার পোশাকে ঢাকা দেহ। তারা চলেছে সমুদ্র স্নানে। প্রোফেসর হাইনে একলা হাঁটছিলেন। প্রতিদিন সকালে কাঁধে বাইনোকুলারটা ঝুলিয়ে তিনি ধীর পায়ে পথ হাঁটেন। চোখে পুরু লেনসের চশমা, ঠোঁটে পরিচিত সিগার।

তিনি হাঁটতে হাঁটতে কোন একটি নিরাপদ স্থানে নিজেকে পৌঁছে দেন।

তারপর চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দেখতে পেলেন নিষিদ্ধ জলকেলির রোমাঞ্চিত দৃশ্যাবলী।

দূর থেকে ওসব দেখতে দেখতে মনের মধ্যে একটা সঙ্গম অভিলাষ জেগে ওঠে। প্রোফেসর অস্থির দংশনে ছটফট করেন। দূরবীণে ধরা পড়ে প্রেমিক প্রেমিকার ভাসমান কামকেলি। তাদের ভিজে দেহে আঁটো পোশাক এঁটে বসে। তারা নানা ভঙ্গিমাতে প্রকট করে তোলে যৌবন—দৃশ্য।

যেমন এখন। প্রোফেসর হাইনে আশ্রয় নিয়েছেন বাঁকের মুখের এক গ্রাটা ঝোপের আড়ালে, রেন নদীর মোহনার কাছে সাগর কল্লোলের খুব কাছে তিনি এখন বসে আছেন।

দূরবীণটা চোখে লাগাতেই এক পলক নিতম্ব হিল্লোল দেখে নিলেন। প্রথম প্রথম বোধ কাজ করত। এখন তার কিছুই নেই। বরং প্রতি সকালে নিষিদ্ধ আনন্দ না পেলে সারাটা দিন বাজে কেটে যায়।

তবুও কি তিনি গনিকা পল্লীতে গিয়ে মিটিয়ে আসতে পারেন না শরীরের ক্ষুধা? না, তেমন কোন অভিলাষ নেই তার। তিনি চেয়েছিলেন একটি পরিপূর্ণ রমণীর কাছ থেকে দৈনিক সহবাসের আনন্দ।

তাঁর দুর্ভাগ্য, লিলি সেই সুখ দিতে পারেনি। হৃদয়ের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য অনুভব করলেন প্রোফেসর হাইনে। চুরুটটা ফেলে দিলেন। নতুন চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে তাকালেন। দূরবীণের

নলটাকে হোটেলের দিকে ধরলেন। হ্যাঁ, এবারে দেখা যাচ্ছে। ঐ মেয়েটিকে। হাত উঁচু করে ব্লাউজের বোতাম খুলছে আর পাশ ফিরে তার প্রেমিকের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে কাটা কাটা কথা।

কি বলছে সে? হায় যদি শোনবার কোনো মাধ্যম থাকত।

প্রোফেসর হাইনে ঘন ঘন চুরুটে টান দিলেন। এটা তাঁর দোষ, যৌন উত্তেজনা হলেই ধূমপানের মাত্রাটি ভীষণ বেড়ে যায়।

চারটি বোতাম, খোলা হতেই গোলাপী লো-স্কার্ট ব্লাউজটাকে ছুঁড়ে দিল ডিভানের দিকে। ব্রার সরু স্ট্র্যাপটা দেখা গেল। কৌনিক আবর্তন রচনা করেছে।

তার পাশে ভেসে উঠেছে ঐ প্রেমিকের মুখ। ফুঃ, একেবারে বাচ্চা ছেলে—মুখে তাচ্ছিল্য করে উচ্চারণ করলেন প্রোফেসর। মসৃণ চোয়াল, দৃপ্ত চোখ, ঠোঁটে কেমন খুশী খুশী ভাব।

নিজের কথা ভেবে ওকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হল তার। কত সুখী সে, অথচ কি আছে তার? একই পুরুষ, একই দেহ, একই রকম কামনা। তাহলে কেন দুটি পুরুষ দুরকম আনন্দ পায়? রাত একজনকে দেবে সহবাস তৃপ্তি, অন্যজনকে ভরাবে অভিশাপে—অত্যাচারে। কেন এমন হবে? মেয়েটির বুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে ছেলেটি। মেয়েটি নীচু হয়ে হেসে উঠল।

পিঠের হুকে চাপ দিতেই খুলে গেল শেষতম আবরণ। ফলন্ত গাছের মত ঝুলে পড়েছে বুক। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন প্রোফেসর। এখুনি যদি একটা মেয়ে পাওয়া যেত।

মেয়েটি কালো সুইমিং স্যুট পরে নিল। এবারে তারা জলকেলিতে ভাসবে। প্রোফেসর হাইনে চোখ ঘুরিয়ে দিলেন সাগরের দিকে। মোটা এক তরুণীকে আদর দেবার বৃথা চেষ্টা করছে এক বয়স্ক পুরুষ। হয়তো বা ওর রক্ষিতা। ভাসছে, ওরা ভাসছে। ওরা ভাসছে। প্রথমে ওর দেহটা, তারপরে ওর প্রেমিকা।

প্রোফেসর চঞ্চল হয়ে ওঠে। ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছে মেয়েটি। বাইনোটা তার দিকে অপলক চেয়ে আছে।

হ্যাঁ, রূপ আর যৌবনের এমন উদ্দাম বন্যা দেখবার সৌভাগ্য আছে তার।

পৃথিবীর যা কিছু মনোলোভা, যা কিছু মদালস, তাই দিয়ে তৈরী হয়েছে ঐ সুন্দরী।

সাগরবেলাতে তারা ঘন হয়ে হাঁটছে। কোমরে কোমরে জড়াজড়ি। হাত খুনসুটি করেছে। কনুই মারছে ছেলেটি মেয়েটির যেন খেয়াল নেই। এত ঘনিষ্টতা তারা কোথায় পেল? কে শেখালে ভালোবাসার স্বরলিপি?

কার যাদুমন্ত্রে তারা এমন শঙ্কাবিহীন? উত্তরগুলোর একটাও জানা নেই প্রোফেসরের। নৃবিদ্যার কোন অধ্যায়ে এসব লেখা নেই। জীবনের শুরুতে যে প্রচণ্ড ভুলটা তিনি করেছিলেন, সারা জীবন ধরে তারই মাশুল গুনতে হল।

সাতাশটি বছর কোথায় যেন হারিয়ে গেল। যদি আর একবার তিনি ফিরে যেতেন ঐ একুশ বছর বয়সে। যদি সর্বনাশা সেই সকালে ওখানে না যেতেন তিনি, যদি লিলিয়ানার সঙ্গে দেখা না হতো। তাহলে এই হাহুতাশ জীবনটা অন্য ভাবে কাটতো তার।

আটচল্লিশ বছর বয়েসে সমাজের সম্মানিত অধ্যাপক হয়ে তিনি এখন বাইনোকুলার চোখে তাকিয়ে আছেন জল-শৃঙ্গার দেখবেন বলে। তার শয্যাতে এক রোগিনী রাত জাগে। মৃত্যুর পর কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না তার। বিবাহ-বিচ্ছেদ তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ও কথাটা ভাবতেও ভালো লাগছে না। এক বন্ধ্যা নারী, এক বিকৃত রমণী, এক অহংকারী লালসা। এর চেয়ে তার ভালো স্ত্রী কি হত না?

মেয়েটি নেমে পড়েছে জলে, তার দিকে ফেনা ছুড়ে দিচ্ছে প্রেমিক। ছুটে পালাতে চাইছে তরুণী। পুরুষ তাকে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিল।

এবারে জয় করেছে সে। কিসের জোরে? বাইনোটা আর দেখলেন না প্রোফেসর হাইনে। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। আজ একটা ফয়সালা করতে হবে। লিলিয়ানাকে আর সহ্য করা যায় না। প্রোফেসরের জীবন থেকে সে চিরতরে বিদায় নেবে।

এখানেই রচিত হবে তার মৃত্যু-শয্যা। প্রোফেসর হাইনে ডাক বাংলোতে পৌছুলেন। প্রায় ফাঁকা বাংলো। সব সুখী যুবক-যুবতী এখন সাগর সন্ধানে মগ্ন।

রোদের বয়েস বেড়েছে তবে তাতে লাগেনি এখন দিনের প্রখরতা। যদিও এখানে রোদ কখনো উদ্দাম হতে পারে না। ঐ সাগরজল আর এই বাসন্তী পরিবেশ তার তেজ কমিয়ে দেয়। কাউন্টারে বসে থাকা মেয়েটির শরীরের গন্ধটা নেবার চেষ্টা করলেন। প্রোফেসর মনে মনে তাকে নিমেষে উলঙ্গ করে দিলেন।

শান্ত নিস্তব্ধতা ঢেকে রেখেছে গোটা করিডর। প্রোফেসর হাইনে নিজের অ্যাপার্টে ঢুকলেন। পাশের ঘরে উদাস হয়ে বসে আছে লিলিয়ানা। কোন চেতনা নেই যেন। প্রোফেসর হাইনে ল্যাচকী খুলতেই সে আহত বাঘিনীর মত তেড়ে এল।

প্রোফেসর পিছিয়ে এলেন। কাঁচের ফুলদানিটা ছুঁড়ে দিল প্রোফেসরের কপাল লক্ষ্য করে। রগের কাছে সজোরে লেগেছে। রক্ত ঝরেছে। রুমালে চেপে দিল প্রোফেসর, অশ্রাব্য গালাগাল দিচ্ছে লিলিয়ানা। থু থু ছিটোচ্ছে মেঝেতে। এই মনোরম সকালটা তার সমস্ত উত্তেজনা হারিয়ে যেন রাতের নরক।

তখনই উদ্বেলিত হাসির কল্লোল শোনা গেল। আহত প্রোফেসর ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলেন, দুটি সুখী মানব-মানবী সমুদ্র স্নান সেরে ঘরে ফিরছে। তাদের স্বল্পতম আবরণ থেকে ঠিকরে বেরোতে চাইছে বাঁধনহারা যৌবন। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল।

প্রোফেসর বাইরে বেরিয়ে এলেন। সাগর তরঙ্গ গর্জন করছে। রক্তে ভিজে উঠেছে সাদা রুমাল। নিংড়ে নিতেই কিছু কিছু রক্ত পড়ল।

মাথাটা দপ দপ করছে। হাইনে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন। ঢেউ, শুধু ঢেউ ভাঙছে অবিরাম, লিলিয়ানার বুকচাপা কান্না শোনা যাচ্ছে, পাশের ঘরে উদ্দাম হাসির ফোয়ারা। প্রোফেসর চুরুট ধরালেন।

একটু আদর একটু সোহাগ

—রোজ, ডার্লিং আমি তোমাকে পোশাক পরাবো।

—উঁহু, তুমি চোখ বন্ধ কর। আমি লজ্জা পাই। চোখে ঝিলিক মারল রোজ। তার ভিজে কসটিউম, তার মসৃণ ত্বক, তার উদ্ধত স্তন।

—সব মিলে এক অধরা যৌবন। পিয়েরে তোয়ালে জড়িয়ে নিল। রোজ মিষ্টি করে হাসল। চট করে স্যুইমিং স্যুটটা ছেড়ে নিল সে। এবারে তার প্রসাধন। আজ বিকেলে তারা মোটর বোটে পাড়ি দেবে ক্রীটস দ্বীপে। সেখানে রাতটা কাটিয়ে দেবে।

আসন্ন সেই ভ্রমণ—আনন্দে এখন তারা ভরে গেছে। চুলটা যেন ঘোড়ার ল্যাজ, মুখে পাউডার মাখছে রোজ। কাঁধ ঝুলে সোনালী চুলের বন্যা। চাপা ব্লাউজ, চাপা স্কার্ট। হাওয়াতে ফুলছে। ঠোঁটে দিল রক্ত রাগ। লালে রক্তাভ আভা।

এবারে তারা সমুদ্র—শহরটা ঘুরে আসবে। রুম সার্ভিস ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। পাশাপাশি বসল ওরা—রোজ আর পিয়েরে।

রোজ কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল যে এত সুখ আছে তার কপালে?

ষোলো বছর বয়েস থেকে যে ছিল নৈশনগরী প্যারিসের হোটেল নর্তকী। নর্তকী শুধু নয় লেজির দ্যানার। তার মানে নগ্ন নর্তকী। তার উলঙ্গ দেহে বাঁধা হত লাল ফিতে। অনুবাহারের মনোরম স্বীকৃতি।

মৌনারলশ, কার্ভিয়ে, ল্যাতাঁ, স্যাঁদনি ইত্যাদি অনেক নামী দামী বার ছড়ানো আছে প্যারিসের বুকে। যৌবনকে রঙীন নেশাতে ভরিয়ে তোলার। শহর ঐ প্যারিস। এখানকার নারীরা সবারই রঙ্গিনী, যুবতীরা নটিনী। কার্ভিয়ের বার নাচতো রোজ। পনেরো ষোলো বছরেই ঢল ঢল প্লাবনে ভরা দেহ, রাঙা দুটি বৃন্তে আহা সঙ্গমের অতুল আবেশ।

শত সহস্র লোভী চোখের চাকু চলে তার দেহে। অনুষ্ঠান শেষে তাকে ঘিরে গুঞ্জন চলতেই থাকে। আমন্ত্রণ আসে শয্যাসঙ্গিনী করবার। বাঁকা চোখে রোজ ফুটিয়ে তোলে তাচ্ছিল্যের চাউনি। না, চরিত্র তার কাছে কাঁচের গ্লাস নয়। তাছাড়া মেয়েরা যে ভালোবেসে মরে। আবার নতুন করে জন্ম নেয় প্রেমিকের কাছে। রোজ মরেছিল তেরো বছরে। তারই স্কুলের সহপাঠী ঐ পিয়েরে বুলে। কাছাকাছি বাড়িতে তারা থাকত। এক সঙ্গে পড়া। এক সঙ্গে খেলা, ছুটিতে ছুটে যাওয়া দূরে—বাইরে। দেখতে দেখতে দুটি বালক-প্রাণ হল উন্মোচিত। কৈশোর বাধা দিল দরজাতে। তাদের চোখের ভাষা গেল বদলে। তারা পরস্পরকে নতুন করে আবিষ্কার করল। স্কুলের গণ্ডীটা কোন মতে পার হয়ে রোজ ঢুকল নাচের আকাদেমীতে। আর পিয়েরে গেল দূরের শহর আদ্রোতে মেরিন ইঞ্জিনীয়ার হতে। প্রথম যৌবনে তারা অনেক দূরে যেন নির্বাসনের কালো দিন কাটাচ্ছে।

চিঠি আসে বাতাসে। কালো অক্ষর কি ধরে রাখতে পারে হৃদয়ের না বলা কথা? পারে না। তাইতো নিশীথ-হোটেলের মঞ্চে নর্তকী একটি মেয়ের হঠাৎ যেন ছন্দ পতন ঘটে।

সারাদিনের ক্লাশের শেষে হঠাৎ মনটা উদাস হয়ে যায়। এক কৃতী ছাত্রের। তবুও কর্তব্য তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। তারা মিলিত হতে পারে না। ছুটির সামান্য প্রহরটুকু দেখতে দেখতে কেটে যায়। আবার বিরহ আবার বিচ্ছেদ। অবশেষে একদিন শেষ হল পড়া। পিয়েরে তখন মেরিন ইঞ্জিনীয়ার। প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং শুধু বাকী আছে। তারপর তাকে ভেসে বেড়াতে হবে বন্দর থেকে বন্দরে।

সমুদ্রকে সে করবে নিকট বন্ধু। সামুদ্রিক পাখীর ডানাতে শুষে নেওয়া এক একটি দিন ঝড়ে পড়বে চোখের সামনে থেকে। আর রোজ? ঐ বারের আধো অন্ধকারে হয়তো তার দেহ-গোলাপ নতুন ভাবে ফুটে উঠবে।

তার আগে সাদাফারের এই বাংলো। শুধু শরীর আর শরীর। ভবিষ্যত থাকল অজানা, বর্তমান নিয়েই তারা মেতে উঠুক।

বাতাস যখন বেপরোয়া, আকাশ যেখানে শঙ্কাহীন, সূর্য কত উদ্দাম অথচ নম্র, জ্যোৎস্না যেন মায়াবী মেয়ে—তখন কি আর কোন কথা ভাবা চলে?

কোন চিন্তা ঢাকতে পারে মন?

তখন শুধু দংশন, চুম্বন—আলিঙ্গন আর আদর।

মোপেড ছুটেছে বালি ঢাকা পথে। সামনে বসা পিয়েরে। সবুজ ট্রাউজারস আর সাদা ফ্ল্যাট সার্ট। চোখে রোদ চশমা। চুলগুলো রুমালের বাঁধন মানছে না। খোলা বাতাসে হু হু করে উড়ছে। দুটি সুখী প্রাণ বেরিয়েছে আনন্দ সন্ধানে। ক্যাফেটিরিয়ার নিউজ স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন

প্রোফেসর হাইনে। দৈনিক কাগজগুলোর প্রথম পাতায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। কফির কাপ ঠাণ্ডা হচ্ছে। তাঁর খেয়াল নেই।

মোপেডের যান্ত্রব আওয়াজে চমক ভাঙল। ঘুরে দেখলেন তিনি। ধুলো উড়িয়ে মোপেড মুহূর্তে বাঁক নিল।

প্রোফেসর হাইনে ক্লান্ত পায়ে রাস্তায় এলেন। একটা দু ফলা ছুরি! কত দাম পড়বে? কত দাম? আপন মনে বিড়বিড় করছেন প্রোফেসর। মাথার টুপীটা কাত করে বসানো। ডাক-বাংলোতে ফিরলেন।

দুপুর হয়েছে। অদ্ভুত একটা ছিমছাম পরিবেশ। কাউন্টারে বসা মেয়েটির দাঁতে ঝিলিক দিচ্ছে। চোখের হাল্কা আই-ল্যাশে ঈষৎ বাদামী আভা। মাপা হাসিতে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে সে। কানে কানে কিছু কথা। প্রোফেসর হাইনে পকেট থেকে তুলে দিলেন একশো ফ্রাঁ। মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল। এর দাম কত?

আজ রাতে ওরা কেউ বাংলোতে থাকবে না।

প্রোফেসর হাইনে বেডরুমে ঢুকলেন। লিলিয়ানার ঘর ফাঁকা। চাবি বন্ধ। কোথায় গেল সে

প্রোফেসর হাইনে লাঞ্চ সেরে নিলেন। স্কচের বোতল ঠোঁটে রাখলেন। যা তাকে উগ্র করে না। ছাত্রদের চোখে তিনি আদর্শ অধ্যাপক। গম্ভীর এক শিক্ষাবিদ।

কিন্তু এখানে তিনি স্বেচ্ছাচারী। বন্য অজ্ঞাত বাস তাঁকে ইচ্ছে মত চলতে দিয়েছে প্রোফেসর হাইনে তাই কারণে অকারণে ক্ষেপে উঠছেন, অজানা উত্তেজনাতে কয়েক পেগ স্কচ টেনে নিয়ে বাইরে এলেন প্রোফেসর। হলুদ স্যুট, টাইয়ের নট আলগা। হাতে বাহারী ছড়ি। কাঁচা পাকা চুল। জুলফিতে পাক ধরেছে। বয়েস প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। কি লাভ হল জীবনে?

একটা ভুল, একুশ বছরের মারাত্মক ভুল তাকে সারাজীবন ঢেকে রেখেছে। কিন্তু ঐ ছেলেটি? পিয়েরে বুনো? রোজের মত মেয়েকে কি করে সঙ্গে নিয়েছে সে? কি তার চাবি-কাঠি?

সুখের ঠিকানা তার চেনা হল কি করে? ছড়িটা নিয়ে আনমনে হাঁটছেন হাইনে। সী বীচ এভিনিউ দিয়ে ভারী সুন্দর একটি দুপুর মন্থর আবেগে উষ্ণ রাতকে দুহাত বাড়িয়ে অভিবাদন জানাতে চাইছে। সী গাল আর পাইস বার্ক পাখিরা দল বেঁধে উড়ছে।

স্পীড বোট তিরতির করে সাদা ফেনা তুলে ছুটছে। ডিঙি নৌকা অলস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখে দূরবীণটা দিলেন। অনেক দূরে বিন্দুর মত ভাসতে ভাসতে চলেছে ঘন লাল মোটর বোট। যেখানে আছে পিয়েরে আর রোজ। আজ রাতে তারা ক্রীটস দ্বীপের নিঃসঙ্গতার মধ্যে খুঁজে নেবে প্রাণের স্পন্দন।

প্রোফেসরের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। নৌকাটা অনেক দূরে চলে গেছে। উনি কাঁচটা মুছে নিলেন। আর্দ্রতা ভাসছে বাতাসে। মৃদু ভাবে গর্জন করতে করতে একটা ছোট্ট বোট পার হচ্ছে।

শ্রান্ত রোন আর উদ্দাম ভূমধ্যসাগর দুই মিলেছে এখানে। তাই মৃদুমন্দ তরঙ্গে আছড়ে পড়ছে সীমাহীন। কল্লোল। বিকেল হল। ম্রিয়মান সূর্যটা নিভে আসছে। লিলিয়ানাকে দেখা গেল। উল্টো দিকের আর্কেড দিয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, পড়ন্ত রোদে তার ছায়া পড়েছে। প্রোফেসর হাইনে তাকিয়ে রইলেন যতক্ষণ না লিলি অদৃশ্য হয়ে যায়। মায়াবী দিন কোথায় কাটাল সে? তাও বিষণ্ণ কেন?

প্রোফেসর হাইনে কি তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারেন নি? নইলে সে কেন আজ একা পথ হাঁটে? নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর পান না উনি। জমে ওঠে ভবিষ্যতের কালো মেঘ। এখন আর কোন কিছুর ওপরে প্রেম মমতা অথবা আকর্ষণ, কিছুই নেই তাঁর।

সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে পাশের আয়নাতে নিজের কামুক চোয়ালটা যেন ঝুলে পড়েছিল।

প্রোফেসর অবাক হলেন। এত নীচ তিনি? প্রোফেসর মোরাভিয়া হাইনে এত নীচে নেমে গেছেন?

টান মারতে খুলে গেল ওয়ারড্রোব। সারি সারি পোষাক, বেলবটম। প্যারালালস—মিনি—স্কারট—ব্রেসিয়ার—প্যান্টি—আন্ডার চ্যাপ। হাত বোলাতে বোলাতে প্রোফেসরের মনে হল যেন মেয়েটির কোমল দেহে আদর করছেন তিনি।

সুখ অনুভূতিটা প্রজাপতির পাখা হয়ে সারা মনে তির তির করে উড়ছে। আর অবোধ এক শিশুর মত তার জালে সেই হঠাৎ ওরা রঙীন প্রজাপতিটাকে পুরে ফেলতে চাইছেন প্রোফেসর হাইনে। প্যাড দেওয়া ডাবল কালার নেটেড ব্রেসিয়ারটা অনেকক্ষণ ধরে রাখলেন তিনি। হলুদ প্যান্টিতে চুমু দিলেন। এবারে তার লক্ষ্য রোজের ড্রেসিং টেবিল। থরে থরে সাজানো আছে সাজবার অনেক অস্ত্র। ক্রীম-পালিশ এসেন্স। সব আনকোরা-প্যারিসের গন্ধ মাখা।

এই সব হল একটি যৌবনা মেয়ের নিজস্ব সম্পত্তি। তার দেহটিকে ধরে রাখার প্রয়াস। আছে, আরও অনেক কিছু। গোপন স্থানে নয়, উন্মুক্ত। চোখের সামনে, যেগুলো একান্ত ভাবে মেয়েলী।

প্রোফেসর তাদেরও দেখলেন। নাড়লেন ধরলেন। আজ রাতে তাঁর সমস্ত অবদমিত বাসনার জন্ম হবে। রোজের প্রতিটি কামুকতাকে তিনি নিজের রঙে রঙীন করে দেবেন।

সেই মেয়েটি কোনদিন জানতে পারবে না যে তার অবর্তমানে তার একান্ত নিজস্ব জিনিসে হাত বুলিয়ে গেছে এক কামুক তস্কর। না জানাই ভালো। জানলে ঘৃণা করবে সে কিন্তু কি হয়েছে এখন রোজ? প্রোফেসর ডিভানে শুলেন। নীচু হয়ে থাকা বালিশে মেয়ে গন্ধ। চাদরে ঢাকা তার অনেক লজ্জা, প্রোফেসর কি এখানেই ঘুমোতে চান?

ঘুম নয়, অদ্ভুত একটা মাদকতা। তিনি শুয়েই রইলেন। অনেক বছর বাদে এমন স্নিগ্ধ অনুভূতিতে ভরে যাচ্ছে মন। প্রোফেসর শুয়েই রইলেন।

নীল নির্জনে স্বপ্নিল অভিসার

জ্যোৎস্না রাতের অভিসার। দু রঙা বোটটা যেন উদ্দাম গতিতে ছুটেছে সাগর বুকে। চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে চাঁদের আলো।

ভেসে আসছে রাতজাগা মানুষের সমবেত আনন্দ উল্লাস। কোন সুরেলা সঙ্গীতে ভরে যায় সমুদ্র বাতাস। দু রঙা নৌকার মধ্যে পাশাপাশি বসে আছে পিয়েরে আর রোজ, ছিপি খোলা শ্যাম্পেনের বোতল। উপচে পড়ে ফেনা। রোলেট নেই, এঁটো বোতলে আগ্রাসী ঠোঁট।

পুড়ছে ড্রাগস সিগারেট। ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন বাতাস। নেশা মানে ভুলে থাকা নয়। নেশা হল আনন্দ সঙ্গী।

—হ্যালো, রোজ, দারুণ সেক্সী লাগছে তোমায়।

—ধেৎ!

মুখ বেঁকিয়ে রোজ বলে।

তাকে চাপড় মারল পিয়েরে। মুখ ভেংচে দিল রোজ। ওরা ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। জিভ যেন শানিত ছুরিকা।

—ওই দেখো পিয়েরে, অন্ধকারে কেমন নীল দ্যুতি জ্বলছে। কি মনে হচ্ছে জান?

কিছুক্ষণ থেমে, সে চুল সরিয়ে বলে, মনে হচ্ছে এই রাতটা যেন শেষ না হয়। তাকে কোলের ওপর রেখে পিয়েরে কানের লতিতে দুষ্টু কামড় দিল, তারপর পিতার মত স্নেহ-হাত দিয়ে আদর করল তাকে।

বহুক্ষণ স্রোত। তার মধ্যে দুটি মানব মানবী, আকাশে অনেক তারা, নিলাম্র চন্দ্রিমা। দুরন্ত সাগর যেন বাধ্য—রাত প্রায় দুটো, সামনে আলোকিত ক্রীটস দ্বীপ।

নির্জনে নিরাশা জলজ উদ্ভিদের সান্নিধ্যে একদল উদ্দাম সবুজ বনে আগুন জ্বলছে। ওরা ডিঙি নৌকা ভাসিয়েছে অজানা সাগরে।

রোজ শুধু নয়। আছে পামেলা, কেটি, মোনেশা, মার্থা, আছে পিয়েরের মত ডিক, ভিভার্ড, ক্যারি।

—হ, তুমিও আমার সঙ্গে গাইবে......ঠোঁট উল্টে বলল রোজ।

—বলো, কোন গানটা?

—সেই যে, তোমারে কি মনে পড়ে বন্ধু.............এই মধুর রাত ঐ শ্রান্ত বাতাস.........তোমার কি মনে পড়ে বন্ধু—

স্প্যানীশ গীটারে সুর তুলল, ডো ডো, লা রেমি......দুটি কণ্ঠ গেয়ে ওঠে হ্যাভ ইউ রিমেবারড মাই মঙ্গও, মনে পড়ে? মনে পড়ে না? অনেক কিছুই অতলে তলিয়ে যায়। চোখে ভাসে, চোখে ভাসে না। অনেক কিছুই আড়ালে হারিয়ে যায়। তবুও যেটুকু থাকে তাই বা কম কি? যে গেছে সে যাক না। বিস্মৃতির গর্ভে। তির তির করে ছুটেছে বোট। ক্রীটস দ্বীপের সোনাভিলাতে আজ শুধু রাত জাগে শূন্য ঘর। বাসিন্দারা নীল জ্যোৎস্নায় সমুদ্র সাঁতারে ব্যস্ত।

অস্পষ্ট একটা লোভনীয় শব্দ। প্রোফেসর হাইনের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। প্রথমটা তিনি অবাক হলেন, অপূর্ব মেয়েলী গন্ধ ভেসে আসছে। পোড়া তামাকের কটু গন্ধ নেই।

তবে নিমেষের মধ্যে তার মনে পড়ল সব কথা। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। রেডিয়াম ঘড়িতে সময়টা দেখে নিলেন। তিনটে পনেরো। যদিও কোন ভয় নেই তাঁর। রাতে ওরা আসছে না। কাউন্টারে বসা মেয়েটি টাকার লোভে তাঁর হাতে চাবি তুলে দিয়েছে। অর্থাৎ ভোর হওয়া অবধি তিনি নিশ্চিন্ত।

সকাল হলে ম্যানেজার আসতে পারে।

কিন্তু কেন ঢুকেছেন প্রোফেসর হাইনে? যদি কেউ দেখে ফেলে, কি জবাব দেবেন তিনি?

চুরি করতে নয়, অবর্তমানের সুযোগ নিয়ে কোন অপরাধ করতেও নয়। স্রেফ নিজের অবদমিত মনের মধ্যে জোর করে ঘুম পাড়ানো ইচ্ছেগুলোকে মুক্তি দিতে। একটি যৌবনা মেয়ের জন্য তিনি যে তৃষিত। তার শরীর, তার ফুলের পাপড়ির মত শরীর, তার সকালের হাওয়ার মত শরীর, সেই শরীরকে তিনি শরীর দিয়ে অনুভব করতে চান। রোজের তিনি নাম জানেন না। জানেন না সে কোন দেশের মেয়ে। শুধু বাইনোতে চোখ রেখে তিনি ধরে রেখেছেন তার অনেক অসতর্ক মুহূর্তকে। স্নানরতা রোজ, প্রসাধনে মগ্ন রোজ, শৃঙ্গার মগ্ন রোজ, রতিতৃপ্তা রোজ।

এমন কত ছবি, মেয়েটি নিজেই অবাক হয়ে যাবে। একই রমণীর ভাব ভাবান্তরে কত বদলে যায়। চোখের রঙে বদল ঘটে। লাস্য ঢেকে দেয় অনুরাগ। বেদনা এসে দখল করে অনুরাগ।

কিন্তু ক্যামেরার চোখ ধরে রাখেনি কোন ছবি, কারণ প্রোফেসর ছবি তোলাকে ঘেন্না করেন। নগ্নতা যখন নিঃসঙ্গ তখন সেটা মহৎ শিল্প, সার্বজনীন হলেও সেটা অশ্লীল। প্রোফেসর হাইনে রোজের ঐসব মুহূর্তগুলোকে কল্পনার জরিফ রসে জারিয়ে একান্ত আপন করে নিতে

চান। পৃথিবীর আর কেউ জানবে না দুটি অসম বয়সী মানুষের অদ্ভুত আকর্ষণের কথা। যদি একবার রোজকে প্রেম নিবেদন করা যেতো?

হাইনে আঙুল কামড়াল। বয়েস যে অনেক হল। ঘৃণাতে মুখ ফিরিয়ে নেবে রোজ। তার চেয়ে এই ভালো, তার অসাক্ষাতে তাকে নিয়ে খেলা করা। কিছু চাপা, একটা গুমরে ওঠা শব্দ যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। রাতজাগা একটা পাখি বুঝি আর্তনাদ করছে।

হাইনের ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেট ওঠালেন। তাঁর হাতে ধরা রোজের ব্রা। ডিভানে ছুঁড়ে দিলেন সেটা। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন, তাঁর সতর্ক চোখ দেখে নিল যে কোথাও একটিবার প্রবেশের চিহ্ন আছে কিনা। নিশ্চিন্ত করিডরে এলেন। তাঁর বিক্ষিপ্ত মন জানাল না যে অনেক ছাপ তিনি রেখে গেছেন।

নিজের ফ্ল্যাট। অন্ধকার বসে ধুঁকছে। চাবি খুললেন। পাশের ঘরে কি একটা আর্তনাদ। থেমে থেমে কে যেন ডাকছে। রোম খাড়া হয়ে ওঠে। পায়ে পায়ে লিলিয়ানার ঘরে ঢুকলেন। ডিভানে ওটা কে শুয়ে?

হাত পা বাধা আছে। টর্চের তীব্র আলোতে উদ্ভাসিত হল তার মুখ। সে লিলিয়ানা।

হাত ঝুলে পড়েছে। মাথাটা কাত হয়ে হেলে আছে, ঠান্ডা, কি ভীষণ ঠাণ্ডা। নাকের কাছে হাত আনলেন। নিঃশ্বাস পড়ছে না। বোতল শূন্য। পরনে সাদা রাত পোষাক। অ্যালবামটা পাশে পড়ে আছে।

হৃদপিন্ড গতি কি থেমে গেছে লিলিয়ানার? কোন স্পন্দন নেই। তবে কি......প্রচন্ড আশঙ্কাটা গ্রাস করতে থাকে। লিলিয়ানা মরে গেছে, এই চরম সত্যটা বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলেন। যে ঘটনাটা ঘটার জন্যে তিনি ছিলেন আকাঙ্ক্ষিত। সেটা অবশেষে ঘটেছে। নিষ্কৃতি পেলেও আনন্দ নেই তাঁর। সাতাশ বছরের বন্ধন ছিঁড়ে যে চলে গেল তার কথা মনে পড়তেই হাইনের চোখ ভিজে আসে। সাতাশ বছর আগের সেই সকালটা প্রাণ ফিরে পায়।

বিকৃতকামা ঐ রমণীর জন্যে করুণা হয় হাইনের। কিন্তু তিনি নিরুপায়।

রাতের বয়েস বেড়েই চলেছে। অবশ্যম্ভাবী সকালের দিকে তার অন্তিম পরিণতি। যে সকাল জন্ম দেবে সহস্র অপরাধের। প্রোফেসর হাইনে মুখ নীচু করে বসলেন। লিলিয়ানাকে ঢেকে দিলেন চাদরে। ওডিকোলনের শিশিটা উপুড় করে দিলেন।

এবারে পালাতে হবে তাঁকে। সাঁদাফারের বাংলো থেকে তিনি পালাবেন। এখানকার বদ্ধ বাতাসে হাঁফিয়ে উঠেছেন তিনি।

কিন্তু ঐ নিঃসাড়ে শুয়ে থাকা লিলিয়ানাকে তিনি কি শুইয়ে রেখে যাবেন বাংলোতে? একা একা ঘুমিয়ে থাকবে সে?

শেষবারের মত লিলিয়ানার দিকে তাকালেন হাইনে। চাদরটা মৃদু মন্দ উড়ছে। শোকার্ত বাতাস শুধু বয়ে যায়। প্রোফেসর হাইনে নেমে এলেন। দূরে বাংলোর ঘরে ঘরে অন্ধকার। উনি বালুকা ভূমিতে এসে দাঁড়ালেন। কাউন্টারের মেয়েটি নেই। বোর্ডাররা কেউ ঘরে নেই। এখানে তারা ঘুমোতে আসে না, রাতটাকে উপভোগ করতে আসে।

আর আছে হাইনের মত বিরক্ত পরাজিত পৌরুষ। লিলিয়ানার মত মৃত রমণী। একটি মাত্র স্পীড বোট সার্চলাইট জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে। অবিচ্ছ অন্ধকারে ভৌতিক পরিবেশ যেন।

প্রোফেসর হাইনে চুরুট ধরালেন। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে থাকা ঋজু ঐ মানুষটির জন্যে এতটুকু করুণা আর অবশিষ্ট নেই। স্পীড বোটটাতে উঠে বসলেন তিনি। তাঁর গন্তব্য ঐ ক্রীটস দ্বীপ। সেখানে ভোরের আলোয় ফুটে উঠবে রোজ নামের অনন্যা মেয়ে।

বোটটা ছুটেছে। ঢেউয়ের পরে ঢেউ। নীল জলে ফাঁপা ফাঁপা তরঙ্গ আকাশে তারারা শুধু জেগে আছে।

রাতটা শেষ হয়ে আসছে। পূর্বের আকাশে গর্ভ যন্ত্রণাতে ছটফট করছে সূর্য। তারই ঔরসে নতুন সকাল জন্ম নেবে। ক্রীটস দ্বীপটা জেগে উঠেছে সামনে। সারবন্দী মেঘলা গাছের সারি। মাঝে মাঝে কুটীর। প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনকে ভোগ করবার অনেক প্রয়াস।

মিষ্টার হাইনে পা রাখলেন। উদ্ভাসিত রোদে ইতঃস্তত ছড়ানো কুঞ্জে যুবক যুবতীদের কলহাস্য গুঞ্জন। হাতে হাত, ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে তারা সুধারস পানে মত্ত। মিষ্টার হাইনে এখানে অজানা এক অবাঞ্ছিত অতিথি।

কেউ তাকে অভিনন্দিত করেনি। মাথা ঝাঁকড়া গাছ অথবা জলজ শামুক। তিনি একাই পথে হাঁটছেন।

দুফলা ছুরিটা সাবধানে পকেট থেকে বের করলেন তিনি। চকচকে ধারালো। আঙুলটা কেটে গেল। তপ্ত ছুরির ধারা। নোনতা স্বাদ। ভারী চশমার কাঁচ অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

পাম গ্রীভ'গার্ডেনের মনোরম পরিবেশে একটা উন্মত্ত পাগল বিড় বিড় করে বকছে। সূর্যটা হাসছে আকাশে।

ঝরণাধারার কলকাকলি বুঝি ব্যঙ্গ করছে তাকে।

মুখটা তেঁতো লাগছে। রাতজাগা বিষণ্ণ প্রৌঢ় ঐ লোকটার ঘুম যেন গ্রাস করতে চাইছে সব কিছু। উনি গাছে ঠেস দিয়ে বসলেন। সকালের শান্ত বাতাস সারা দেহে বুলিয়ে দিচ্ছে তৃপ্তি।

চোখটা বন্ধ হয়ে আসে প্রোফেসর হাইনের। তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। সকাল হয়েছে। হাইনে কটেজে এলেন। তার তৃষিত চোখ খুঁজছে শুধু একজনকে, তার নাম রোজ। তাকে তিনি ভালো ভাবে চেনেনা, বাইনোটা সঙ্গে আছে। প্রোফেসরের সর্বক্ষণের সঙ্গী। চোখে ধরলেন সেটা। অনেক দূরের না দেখা বস্তুরা স্পষ্ট হল। তিনি দেখতে পেলেন দিগন্তরেখার নীলিমা, তিনি দেখলেন পাম গ্রোভের সহজ আভা।

কটেজের ঘরে ঘরে শৃঙ্গার ক্লান্ত যুগলেরা এই মুহূর্তে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে নিদ্রার বালিশে।

সারা রাতের উদ্দাম অভিসারের শেষে তারা এখন ক্লান্ত। জোড়া জোড়া নরনারী শুয়ে আছে। আদম ইভের মত উলঙ্গ না হলেও অসংলগ্ন তাদের বেশবাস।

তারা কি জানে যে এক বিকৃতকাম বুড়ো উঁকি দেবে বাইনো চোখে? প্রথম ঘরটা দেখে নিলেন প্রোফেসর। একটা কালো চামড়ার মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, একেবারে উলঙ্গ। তাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে বাদামী যুবক। পরের ঘরটাতে দুটি অল্প বয়েসী ছেলেমেয়ে জাপটা জাপটি করে শুয়ে। তাদের ঢেকে রেখেছে পাতলা লিলেন চাদর।

না, কেউ দেখছে না, হাইনেকে। কোন চোখ তাঁর অস্বাভাবিক এই আচরণকে দেখে ফেলছে না।

শুধু সাক্ষী আছে প্রকৃতি, যার চোখ এড়িয়ে কোন কাজ, কল্যাণের অথবা পাপের, করা সম্ভব নয়।

প্রোফেসর হাইনে তৃতীয় ঘরটা দেখে মুখ সরিয়ে নিলেন। ওরা জেগে আছে। সারা রাতের সহবাসের শেষেও ওরা নির্বিকার ভাবে মৈথুনে মেতেছে। কালো ছায়াটা সরে যেতেই মেয়েটি ভয়ে লজ্জায় চীৎকার করে উঠেছিল।

—কে? কে ওখানে?

পুরুষ কণ্ঠের চাবুকে আহত পশুর মত ছুটলো হাইনে।

বেশ কিছুক্ষণ যাবার পরে বাতাসে যেন পরিচিত সুবাস। অনেকক্ষণ ধরে যার ঘ্রাণ নেওয়া যায়।

অবৈধ ঐ শৈল ভ্রমণে তিনি এই সুবাস পেয়েছেন ঘামে ভেজা ব্রেসিয়ারে, হাট কাট প্যান্টিতে, টপলেস ব্লাউজে। তার চাদরে, তার পারফিউমে, তার ন্যাপকিনে।

মেয়েটি কি সারাক্ষণ ল্যাভেণ্ডারের মৌতাতে মত্ত থাকে?

নাসিকা হল কুঞ্চিত। প্রোফেসর অবশেষে তার সন্ধান পেলেন। ছোট্ট একফালি লাল ত্রিকোণে ঢাকা কামনা ভূভাগ। খোলা বুক। এলো চুল। বুকের কাছে আঁকড়ে ধরেছে পিয়েরে। তারা আধশোয়া হয়ে। টেবিলে টলমল করছে দেশী মদ।

প্রোফেসর হাইনে দুফলা ছুরিটা তুলে নিলেন। চকচক করছে ধার.........মঁশিয়ে এখানে কি করছেন?

গার্ড। সবুজ ইউনিফর্ম। তারা জানে এই ক্রীটস দ্বীপে অনেক বুড়ো ভাম আসে কচি মেয়ে দেখতে। চোখ ছোট করে সে বলল—এখানে নয়, চলুন আপনাকে আনন্দ দেবো।

প্রোফেসর ইঙ্গিতে বুঝে নিলেন। লোকটি পুরুষ বেশ্যা। বিকৃতকাম বুড়োদের আনন্দ বিতরণ করে। ঘৃণাতে মুখ সরিয়ে নিলেন তিনি। না না, সমকামে তাঁর কোন আসক্তি নেই। সত্যিই কি তাই? তাহলে স্কুলের সেই ভয়ঙ্কর বেড়ে ওঠার দিনে কেন ফ্রাঁসোয়ার কাছ থেকে প্রথম সঙ্গম শেখা? কেনই বা কলেজের অফ পিরিয়ডে বয়েজ হোস্টেলে উদ্দাম যৌনাচারের আসর? অথবা তাঁর একান্ত অনুগত ছাত্রদের তিনি কেনই বা ডেকে আনেন নিভৃতে।

সমকামিতা কি তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে? নাকি উপযুক্ত নারীর অভাবে তিনি নেহাতই দৈহিক ক্ষুধা মেটাতে যান?

প্রোফেসর জবাব দিতে পারছেন না।

আসলে উত্তরটা তার জানা নেই।

লোকটি চলে গেল হয়তো অন্য কোন শিকার সন্ধানে।

প্রোফেসর গেস্টরুমে এলেন। কাউন্টারে বসা মেয়েটির ভ্রু যুগল কুঁচকে উঠতে তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, একটা কুটির চাই। আট নম্বর অথবা ন'নম্বর। সেখান থেকে রোজ আর পিয়েরের তাদের সব লীলা নির্ভাবনায় দেখা যাবে। আট নম্বর কটেজে জায়গা মিলল।

আট নম্বর কুটিরে এলেন প্রোফেসর। এখান থেকে রোজ পিয়েরের ঘুম আবাস চোখে পড়ছে। পাতার ছাওয়া দরজা এখন বন্ধ। ওরা বোধহয় গভীরতর সুখ সন্ধানে শুয়ে আছে। হাইনে দেখলেন। কুটিরে দু'জনের মনোরম ব্যবস্থা। অরণ্য প্রাকৃতিকদলাকে স্বাভাবিক সুবিধা। দুপুর হয়েছে। রোদে তেজ নেই। হোটেল থেকে লাঞ্চ খেতে হবে। উনি বাইরে এলেন। পথ ঢেকে আছে বালিতে। সাগর যেন জননীর মত ঢেকে রেখেছে এই দ্বীপকে।

কাফে করনারে ঢুকে থমকে দাঁড়াতে হল। তামাক আর অন্যান্য মাদক গন্ধে ভরা বাতাস। সবুজ গোলাপী লাল রঙের চাঁদমামা। গোল পাতায় ছাওয়া ছাদ। সূর্যের বিন্দু বিন্দু আলো চোরাগোপ্তা ঢুকেছে।

সেণ্টার টেবিলে অনেক আড্ডা। একেবারে কোনের কেবিনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই ঘামে ভেজা পারফিউমের গন্ধটা নাকে এল প্রোফেসরের।

তার মানে সে এখানেই আছে। ঐ কেবিনে। যুবক যুবতীদের মধ্যে উটকো বুড়ো এসে পড়ায় অনেকে বিব্রত। অনেকে রসালো মন্তব্য ছুঁড়ে দিল।

—ভাগ, বুড়ো বয়সে মেয়েবাজী করতে এসেছ!

—পারী, দেখো দেখো লোকটা যেন রাস্তার ভিখারী।

হাই মাম। ওদিকে নজর দিও না।

মামকে প্রায় সেঁটে নিল ছেলেটি। প্রোফেসর হাইনের চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। রাগে দুঃখে রগ দপ দপ করছে। শিরা ফুলে উঠেছে। মরিয়া হয়ে ঐ কেবিনে উঁকি দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপ যেন তুষারপাতের মত নেমে এল। উচ্ছ্বসিত হাসির ফোয়ারা, ছেলেমেয়েরা টিটকারি দিচ্ছে। হাসছে আর অসভ্য ইঙ্গিত করছে।

রোজকে দেখা গেল।

—ইউ ব্লাডি ডগ—

প্রোফেসর তাকালেন। নাকটা ফুলে উঠেছে রোজের। স্লীভলেস ব্লাউজের হাত তুলে সে হাইকে কুৎসিত গালাগালি করল। কি বিশ্রী তার চোখের ভঙ্গিমা। হাইনে অবাক হয়ে গেলেন। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলেন ওখান থেকে।

কে যেন গরম কফি ছুঁড়ে দিল। যন্ত্রণাটা ওদের সমবেত বিদ্রূপের মধ্যে বাজছে। কিন্তু ঐ মেয়েটি? কল্পনার চোখে যাকে তিনি করেছিলেন মানসী, তার মূর্তিটা এমন ভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল?

কত সহজে বদলে যায় মেয়েরা। ঘটনা তাদের ঈশ্বরী থেকে মানবী করে দেয়। হাইনে হাঁফাচ্ছেন। একটু বসলেন পাম গ্রোভে।

অপমানটা চাবুকের মত আঘাত করেছে। প্রতিশোধের কি পথ আছে? দুপুরটা গড়িয়ে চলে।

প্রোফেসর কটেজে এলেন। কাউন্টারে বসা মেয়েটি হাসল। বলল আপনার নামে একটা চিঠি আছে।

চিঠি? চমকে গেলেন প্রোফেসর। কেউ তো জানে না যে তিনি এখানে আছেন। লিলিয়ানা বেঁচে নেই। তাঁর কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা অজ্ঞাতবাসের কোন খবর জানে না। তাহলে? কাঁপা হাতে চিঠিটা তুলে নিলেন তিনি! যেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোন আসামী স্থির চিত্তে শুনছে মৃত্যুর পরোয়ানা।

ভারী খাম, সীল করা। প্রোফেসর দেখলেন। হাতের লেখাটা চেনা। কার হতে পারে? ঐ মেয়েলী টানগুলো বলে দিল যে ওটা লিলিয়ানার।

লিলিয়ানা। আর একবার চমকে ওঠেন প্রোফেসর। যে এখন মৃত আত্মা, যে আর কোনদিন ফিরবে না। তার হাতের লেখা? কি করে সম্ভব? তবে কি কেউ তাকে ভয় দেখাতে চাইছে। লিলিয়ানার নাম করে চিঠি লিখেছে?

অথবা মৃত্যুর আগে লিলি নিজেই লিখেছে। এমন কিছু গোপন কথা আছে যেটা সে মোরাভিয়া হাইনেকে জানাতে চায়।

কি কথা? কতখানি দরকারী? এখন তার কিছুই কি দরকারী হাইনের কাছে?

প্রোফেসর কুটীরে বসে আছেন। কাঁচে পড়েছে বিকেলের রোদ। আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হাইনে চিঠিটা খুললেন। সাদা কাগজে লিলির লেখা।

চুরুট ধরালেন তিনি। পড়তে শুরু করলেন।

শেষ চিঠি, শেষ কথা

প্রিয় মোরাভিয়া,

এই চিঠিটা তুমি যখন পাবে জানি না তখন আমি কোথায় থাকবো এবং কেমন থাকবো। যদি বেঁচে থাকি আর তোমার কাছাকাছি থাকি তাহলে আমার অনুরোধ তুমি ভুল বুঝো না।

জেনো তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে এ চিঠি লিখছি না। যদি মরে যাই, তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাই, তাহলে যেন চিঠিটা পড়ে মুঠো মুঠো ঘৃণা ছিটিও না। জেনো, নেহাৎ বাধ্য হয়ে আমি এটা লিখলাম। অনেক বছর আগে সাঁদাফারের সেই অপূর্ব সকালটার কথা কি তোমার মনে পড়ে? সেই ড্যানিপার কুঞ্জের সোনালী দিন?

মোরাভিয়া, বলতে পারো ভালোবাসার দিনগুলো বৃষ্টিপাতের মত ফুরিয়ে যায় কেন? সাতাশ বছরের দাম্পত্য জীবনে কি পেলাম বলো তো? তোমাকে কোন শারীরিক সুখ দিতে পেরেছি কি? প্রতিরাতে আমরা এক যান্ত্রিক খেলাতে মেতে উঠেছি। কিন্তু রাতের শেষে মনে হয়েছে যেন কিছু হল না।

পরের দিন আবার পেতে চেয়েছি সুখ, পারিনি, ব্যর্থতা বেদনা হয়ে ঘিরে ধরেছে। আমার জীবন, মা জোসেফাইন আর সাইমার মত মেয়ের সান্নিধ্যে কেটে যাওয়া ছোটবেলা। ওয়েস্ট এণ্ডের সেই নির্জন বাড়িটাতে একাকিনী বন্দিনী আমি, যে বয়েসটাতে সারা পৃথিবীকে আপন মনে হয়। সেই বয়েসটাতেও আমি ছিলাম একা।

তারপর বড় হলাম, কিশোরী বেলা। রহস্যের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কত না উন্মোচন। দেহের গোপনে গহনে রক্তে কত শিহরণ। ভালো লাগে না সাইমার দেহ। ভালো লাগে না জোসেফাইনের তৃষিত চোখ। তবু বাধ্য আমি, কেন না কিছু তো চাই। ক্ষুধিত দেহ যদি পুরুষ-স্পর্শ না পায় তার মন কি নিয়ে থাকবে? পারতাম না। ক্লান্তি এসে ঢেকে দিত সব। মনে হতো যে মুক্তি চাই। এই বাঁধন থেকে আমাকে ডাকছে সবল কোন দৃপ্ত মানুষ। অবশেষে তোমাকে দেখলাম। ঐ আশ্চর্য সকালে। বৃদ্ধ একটা ঝরণাধারা উল্লাসে নেমে এল। যাবে না।

দুঃখ পেলাম, মানিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, তবুও তোমার কথা ভেবে মন খারাপ হত।

তারপর দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেকগুলো বছর। শরীরটা পুরোনো হয়ে গেল। সেদিনের লাস্যময়ী রঙ্গিনী হল প্রৌঢ়া। তার শিথিল স্তনে মোহ মাধুরী নেই। নাভিদেশ আর আগের মত মসৃণ নয়। চোখের তারার নেই দ্যুতি। সে যেন মৃত বিবর্ণ একটা অতীতকে বয়ে নিয়ে চলেছে। মা হতে পারিনি। কেন জান? শুধু আমার সমকামী মন নয়, তুমিও দায়ী।

মেডিক্যাল রিপোর্টটা সঙ্গে আছে। দেখে নিও, তুমি পুরুষ কিনা। এক সমকামী মেয়ে আর নপুংসক পুরুষের সহবাসে জন্ম নেয় ক্লান্তির। তাদের সঙ্গমে কোন শিশু উঁকি মারে না পৃথিবীতে। নবজাতকদের কান্না শোনা যায় না। তারা নিঃশব্দে দুটি সত্তার মত জৈবিক তাগিদে পরস্পরের কাছে আসে। আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাদের মধ্যে জমে ওঠে দীর্ঘশ্বাস। সামান্য ব্যাবধানকে মনে হয় অনেকখানি।

সাতাশ বছর কেটে যেতে শূন্য হাতে দেখলাম যে কিছুই পাইনি। আমি মুগ্ধ হলাম। আমি তৃপ্ত হলাম। আমি নিজেকে অনন্য মনে করলাম। জানি না সেদিন থেকে ভীষণ এক বেড়াজালে জড়িয়ে পড়লাম কি না। হয়তো ঐ সকালটা আমাকে উন্মাদিনী করবার দুর্জয় বাসনা নিয়ে এসেছিল।

তারপর? সেই ফর্ক হাতে নিয়ে হত্যার নেশাতে মাতাল হওয়া। সাইমাকে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যে আমার সমস্ত অভিশাপের অন্তরালে আছে ওই সাইমা।

কিশোরী কারাগারের বন্দ দিনগুলো। রাতের অন্ধকারে জীনার ডাক। হাঁক ধরে যেত। ছাড়া পাবার পর ক্যাসিনো দ্য পারীর শৈল-আলয়।

সমকামের বিকৃত এক নিদর্শন। তারপর তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল। আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিয়ের পরে ভেবেছিলাম যে সব কিছু আগের মত হবে। শান্ত সুখ এসে চমকে দেবে জীবন। উদ্বেলিত আনন্দে আমি ডুব দেব।

কিন্তু প্রথম রাতে বুঝেছিলাম যে সুখ নামক পাখীটা অনেক দূরে বাস করে। এ জীবনে তাকে আর আমার পাওয়া হবে না। খাঁচায় বন্দিনী আমি। তখন থেকে সঙ্গী হল পিল। ওরাই আমার চোখে ঘুম এনে দিত।

এমনভাবে কোথায় চলেছি আমি আর লিখবো না। অনেক বড় হল। তোমার অনেকখানি সময় নষ্ট হবে। তবুও আমার শেষ চিঠি ভেবে পড়ো। এখন চলি। কেমন।

ভালোবাসা নিও।

তোমার
লিলিয়ানা।

হাইনে দেখলেন। নামের তলায় তারিখ দেওয়া। যেদিন সে মারা যায় তার এক মাস আগের। তার মানে প্যারিসে বসেই ওটা লিখেছিল। কিন্তু তাকে দেয়নি কেন?

মেডিক্যাল রিপোর্টটা দেখলেন হাইনে। হ্যাঁ। তাঁর অক্ষম জননযন্ত্রের বিবরণ।

উনি চোখ মুছলেন।

ঝলকিত হাসির তরঙ্গে ভেঙে টুকরো টুকরো হল বাতাস। ঐ মেয়েটিকে হাইনে জানেন।

চোরা পায়ে জানালার ধারে গেলেন। বারে, কি সুখের দৃশ্য, ফুলের বনে ছুটে ছুটে লুকোচুরি খেলছে দুই ছেলে-মেয়ে। ধরতে পারছে না। ছুটছে। নতুন ফোটা ফুলেরা বৃন্তচ্যুত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। ওদের পায়ের চাপে দলিত হলেও ব্যথিত নয়।

অবশেষে হাসতে হাসতে রোজকে কোলে তুলে নিল পিয়েরে। ছটফট করছে রোজ। পিয়েরে তাকে ছাড়বে কেন? ঐ অবস্থায় চুমু দিল তাকে। বুকে দিল সজোরে চাপ।

ওরা কুটীরে ঢুকল।

প্রোফেসর চোখ রাখলেন বাইনোতে। বাঃ, বেডরুমের অন্তরঙ্গ ছবি দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে তিনি নির্ভয়ে দেখে নেবেন উদ্দাম যৌন-জীবনের ছবিগুলো। কিভাবে ওরা মিলিত হয়। কতক্ষণ ধরে চলে ওদের লীলা। নিজের সৌভাগ্যকে প্রশংসা করলেন হাইনে। কমলা রঙা স্কার্ট আর কালো প্যান্ট। উপুড় করে শোয়ান দেহ। চুলেরা অবাধ্য। দাঁতের ফাঁকে বেপরোয়া খুশীর আভাস।

সুড়সুড়ি দিচ্ছে পিয়েরে। খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে রোজ। হাসতে হাসতে তার স্কার্টের বোতাম খুলে গেল। ঝুঁকে থাকা রোজের অবনত দুটি ফল যেন ঝুলে পড়েছে। উন্মুক্ত মাঝের খাঁজ। ভারী লোভনীয় দৃশ্য। জিভ চাটলেন হাইনে। আর একটা খুললেই বাদামী বৃন্ত চোখে পড়বে। হলও তাই। বেহায়ার মত টান মেরে খুলে ফেলল স্কার্ট। স্তনেরা উন্মুক্ত হলেও লজ্জা নেই। শুধু হট প্যান্ট ঢেকে রেখেছে।

আপাতত কোন আকর্ষণ নেই পিয়েরের। সে চায় শুধু খুনসুটি।

তাই এখানে ওখানে দংশন করছে। আলতো ছোঁয়াতে শিহরণ তুলছে রোজের দেহে। প্রোফেসরের নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে যায়। বুকটা ওঠানামা করছে তাঁর। কানের মধ্যে ঝিম ঝিম করছে একজনের কথা—তুমি পুরুষত্বহীন। তুমি পুরুষ নও, তুমি বীর্যহীন। প্রোফেসর কানে চাপা দিলেন। বিষাক্ত তীরের মত ঐ কথারা তাঁকে চতুর্দিক থেকে আঘাত করে। আর পারছেন না প্রোফেসর। আর, তোমরা সবাই মিলে কি আমাকে হত্যাকারী বানাবে? আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে ঝলসে ওঠে ছোরা। দু ফলা ছোরা, চক চক করছে। তিনি আর্তচীৎকার করে ওঠেন।

শোক নয়, হাহাকার

সাঁদাফারের বাংলো নম্বর ফাইভ। শোক না হলেও ব্যথায় ভরা একটা পরিবেশ। যদিও সমুদ্র শহরের কেউ জানেনা যে এখানকার এক ঘরে লিলিয়ানা নামের একটি মহিলা আত্মহত্যা করেছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিভে গেছে তার জীবন প্রদীপ।

আত্মহত্যা? অথবা হত্যা? তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

কাউণ্টারের মেয়েটির তৎপরতায় ইনভেসটিগেসনস ডিপার্টমেণ্ট হাজির তাদের ক্ষুরধার গোয়েন্দাকে নিয়ে।

অথচ কাল রাতেও কেউ জানত না যে ওখানে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারে। আজ সকালে রুমবয় পল প্রথম দেখে দৃশ্যটা।

লিলিয়ানার দেহটা নিস্পন্দ। ডিভানে শোয়ানো। চাদরে ঢাকা। মুখ দিয়ে ফেনা পড়ছে। চোখের মনি দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। চালাক ছেলে তক্ষুণি রিসেপসনের মরিয়মকে ডেকে এনেছে। মরিয়ম মেয়ে হলেও বোকা নয়। কোন জিনিসে হাত না দিয়ে রিং করেছে থানাতে।

থানার অফিসার মঁশিয়ে ব্রাৎস এখন নোট লিখছেন। ভারী চেহারা, জলপাই ইউনির্ফমে ভারিক্কী মনে হচ্ছে। পিঠে বন্দুক। চোখে চশমা। তাঁর সামনে অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন মঁশিয়ে পঁপেদ্যু। বুদ্ধিদৃপ্ত তীক্ষ্ম চেহারা। তিনি হলেন ইনভেসটিগেসনস বিভাগের ডিটেকটিভ। ইতিমধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। কোন একটা চিন্তাতে বিভোর তিনি। কেন জানি না তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, কোথায়?

তিনি জানেন না।

কেন?

তিনি বলতে পারবেন না। হয়তো এখানে, এই হোটেলে, এই শহরে, প্যারিসের তুঁলোতে, ফরাসী দেশের যে কোন স্থানে।

অথবা পৃথিবীর কোথাও।

তবুও সেই অনিবার্য্য ঘটনাটা ঘটবেই। কেউ তাকে রুখতে পারবে না। কিন্তু এটা কি ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা? খুনের ওষুধ প্রয়োগে পয়জন করা? কিংবা জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা আসাতে নিজেই জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া। ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি না দিলে জানা যাবে না। তাই পঁপদ্যো চাইছেন গোপন খবর। গৌরবের অথবা কলঙ্কের। মাদাম লিলিয়ানা মোরাভিয়া, বয়েস বেয়াল্লিশ। স্বামীর নাম মঁশিয়ে হাইনে মোরভিয়া। প্রোফেসর। বয়েস আটচল্লিশ। দাম্পত্য জীবনে প্রচণ্ড অতৃপ্ত ছিলেন। একটা সূত্র হাতে এল। এবার আরগুলো চাই। দেখা যাক বেয়ারা কম সার্ভিস কি বলে। বেয়ারারা জানাল যে ঐ মৃতা রমণীকে তারা একা একা পথে ঘাটে হাঁটতে দেখেছে। একজন তাকে রাতে প্রচণ্ড চীৎকার করতে শুনেছে। মরিয়ম জানাল যে ওরা কোনদিন এক সঙ্গে সমুদ্র স্নানে যায়নি। তার মানে নেহাৎ লোক চোখে ওরা ছিল বিবাহিত স্বামী স্ত্রী। মনের কোন মিল ছিল না। ছিল না দেহের ক্ষুধা?

নিভাঁজ বিছানা আর অনেক ছাই বলছে যে একই বিছানাতে তারা অনেক কাল নিশি যাপন করেনি।

এসবের কারণ কি? এরা কেন যে মরে গিয়ে জ্বালায়?

আপন মনে বিড় বিড় করছেন পঁপেদ্যু। লিলিয়ানার ঘর থেকে তুলে রাখলেন দরকারী কাগজ।

বন্ধ করা খাম? কেন? কি আছে ওটাতে? পঁপেদ্যু পকেটে পুরলেন।

পরে দেখতে হবে, স্যার—

চমক ভাঙল।

—বলো।

—স্যার, পাশের ঘরের তালা লাগানো নেই। মনে হয় কেউ রাতে ঢুকেছিল।

—কি বললে?

এটা নতুন সমস্যা। সত্যি পিয়েরে বুনোর ঘরে তালাচাবি বন্ধ নেই। পঁপেদ্যু ঘরে ঢুকলেন। ছড়ানো ছেটানো জিনিস। নিশ্চয়ই কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু কেন? মনে হয় কিছু চুরি করে নিয়েছে। তবে?

পঁপেদ্যু খুঁটিয়ে দেখলেন। বিশ্রী একটা পোড়া গন্ধ পেলেন। কি পুড়েছে? এক টুকরো কালো কাপড়ের অবশেষ। এটা কি হতে পারে? ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষা করতে হবে।

মেয়েলী জিনিসের ওপর লোভ ছিল অজানা আগন্তুকের। ব্রেসিয়ার প্যান্টি আন্ডার প্যান্টি আর নাইটি নিয়ে টানাটানি করেছে। আফটার সেভ লোশন, হেয়ার ড্রু, ল্যাভেণ্ডার, ক্রীম, লিপস্টিক অথবা ষ্টিকার—সবেতেই নজর পড়েছে তার।

পিপিং টমের মত নারী লোভী? নাকি মানসিক রোগী?

পঁপেদ্যু গম্ভীর হলেন। হয়তো এই বেআইনী অনুপ্রবেশের সঙ্গে ওই আত্মহত্যার সম্পর্ক আছে।

মঁশিয়ে বুনো আর তার ছায়া সঙ্গিনী রোজ বেড়াতে গেছে ক্রীটস দ্বীপে। সেই সুযোগে, ঘরে চোর ঢুকেছিল। পঁপেদ্যু ল্যাবরেটারীতে ঢুকলেন। এক টুকরো পোড়া কাপড়। কি তথ্য দেবে?

বার্নারের লাল-নীল শিখা, গ্যাসের গন্ধ আর ব্লো পাইপের হাওয়া। চার ঘণ্টার পরিশ্রমে জানা গেল যে ওটা হল সিনথেটিক ফাইবারের জামা।

তার মানে মেয়েদের অন্তর্বাসের দিকে নজর ছিল আগন্তুকের।

যৌন জীবনের অসুখটাকে টেনে এনেছিল এই বিকৃত পথে।

কিন্তু কে সেই লোকটি? অনুসন্ধানে পঁপেদ্যু জানতে পারলেন যে, সে হচ্ছে প্রোফেসর হাইনে।

লিলিয়ানার অক্ষম স্বামী মোরাভিয়া। যিনি এখন উধাও হয়ে গেছেন।

কোথায় গেছেন? হঠাৎ তার মনে হল রোজের পেছনে ধাওয়া করছেন হাইনে। তার মানে ক্রীটস দ্বীপ।

হ্যাঁ, ওখানে আছেন তিনি। ব্যস—

অনেক খবর জানা গেল। এবারে দেখা যাক চিঠিতে কি আছে.....উৎকৃষ্ট ফরাসী সুরা সহযোগে চিঠি আবিষ্কারের চেষ্টা করলেন পঁপেদ্যু। ভিনসেণ্ট রোডের বাড়িতে নিজের ঘরে বসে কাটছে তাঁর ব্যস্ত প্রহর। তিনি খুললেন, দেখলেন, লেখা আছে—

প্রিয় মোরাভিয়া—

নিলাজ শৃঙ্গার

আলোটা ওরা জ্বেলে দিল। ছিঃ! সোমত্ত মেয়ে এমন উদোম হয়ে শুয়ে আছে? রোজ শোয়া, পিয়েরে তার শরীরে শরীর মিশিয়ে দিয়েছে, দুজনেই নগ্ন। প্রোফেসর দেখলেন ফুটো দিয়ে। এটা তাঁর নতুন আবিষ্কার। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

শৃঙ্গার করা এক, শৃঙ্গার দেখা অন্য। দুটোরই উত্তেজনা আছে। বিশেষ করে যারা হীনবীর্য্য।

নিভন্ত আগুনটা দপ করে জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে প্রোফেসর বললেন, সোয়াইন।

কাকে? সেটা বোধগম্য হল না। হয়ত লিলিয়ানাকে, ঈশ্বরকে অথবা নিজেকে।

রিপোর্টটা ছিঁড়ে দিলেন কুচিকুচি করে। অসহায় আক্রোশ তাকে গ্রাস করেছে। তবুও অবাধ্য চোখ দুটোর মধ্যে চেপে দিতে হল। পাশের ঘরে তখন অন্তহীন সোহাগ অনুরাগের মধুর পালা।

রোজ আর পিয়েরে যেন ঈশ্বরের দুটি প্রিয় মানুষ। একজন নীচে অন্যজন ওপরে। উল্টে যাচ্ছে দৃশ্যটা।

ব্লু ফিল্ম অথবা পোষ্টকার্ড ন্যুড ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। প্রোফেসর হাইনে চোখ বন্ধ করলেন। ওখানে উষ্ণতা, এখানে শীতলতা। ওখানে উদ্দাম বন্য ঝড়, এখানে শান্ত প্রকৃতি।

যৌবন বড় বেহিসাবী, জীবন কত মন্থর। হায় পাশাপাশি দুটি কটেজে কত তফাৎ।

রাত হয়ে এল। পাম গ্রোভের সবুজে মায়াবী জ্যোৎস্না। অলৌকিক এই ক্রীটস দ্বীপে শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসছে কামতৃপ্ত রাত। প্রোফেসর হাইনে বাইরে এলেন। ফেলে আসা জীবনটার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না, সামনে যেটা পড়ে আছে। সেটার প্রতি নেই কোন মমতা। প্রোফেসর হাইনে চলমান বর্তমানকে সঙ্গে নিয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসেন।

বাস্তববাদী এক হৃদয়হীন মানুষ। সত্যি কি তাই? সেই অনুপম সকালটা? সাঁদাফারের সেই ড্যানিপার কুঞ্জ? এবং লিলিয়ানা?

কে তাঁকে বিক্ষিপ্ত করেছে, অপরের মিলন দৃশ্যে উঁকি দেওয়া যৌন উম্মাদ! কার অবহেলায় রাতের অন্ধকারে প্রবেশ করেন পরনারীর কামনাসিক্ত প্রেমকুঞ্জে? গন্ধ নেব ঘামের, হাত বোলাব ব্রেসিয়াবে। কেউ তাঁকে শারীরিক সুখ দিতে পারেনি।

সারা পৃথিবীর মুখে থু থু ছেটাতে ইচ্ছে করে তাঁর। মনে হয় চীৎকার করে বলেন, আমি বিকৃত নই। আমি উন্মাদ নই। তোমরা আমার জন্যে প্রেমময়ী একটা পরিপূর্ণা রমণীর সন্ধান দাও। আমি তাকে শেখাবো শরীরের খেলা।

উত্তর আসে না।

উত্তর আসে না। মনের মধ্যে ভাসতে থাকে ঐ রিপোর্টটা। তুমি হীনবীর্য তুমি পৌরুষহীন। এই কথাগুলো চাবুকের মত তাকে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে।

সমুদ্র শহরে ছায়াময় শরীর

চাপা হাসির শব্দ। প্রোফেসর ফিরে তাকালেন। ওরা চাঁদের আলোতে বেরিয়েছে অভিসারে। কোথায় যাবে ওরা?

হাইনে নিঃশব্দে অনুসরণ করলেন।

জনহীন ক্রীটস দ্বীপের রাতও মোহময়ী, তার বুকে ঘুরে বেড়ানো যুবক যুবতীরা দুহাত ভরে নিয়েছে অনেক আশা। এই রাতকে তারা স্মরণীয় করে রাখবে তাদের দক্ষতায়।

সামনে হাঁটছে দুটো ছায়াময় যুবক যুবতী, পেছনে আসছেন প্রোফেসর হাইনে দুটি উল্লসিত মানুষের সঙ্গে ছুটে আসছে এক শয়তান। কিন্তু কোথায় চলেছে তারা?

পাম গ্রোভের আড়ালে চলেছে রিরংসার চঞ্চলতা। হাইনের শিরাগুলো দপ দপ করে ওঠে। রগদুটো গরম হয়ে এসেছে। আজ রাতে যেন কিছু একটা ঘটে যাবে তাঁর জীবনে।

লিলিয়ানার মলিন মুখটা বারবার ভেসে উঠছে মনের মধ্যে।

ফস করে লাইটার জ্বলে ওঠে।

চুরুট ধরালেন হাইনে। বিস্বাদ, কটু গন্ধ। বাতাসটা একটু ঝোড়ো বেগেই বইতে শুরু করল। আজ যেন গোটা প্রকৃতি ষড়যন্ত্র করতে চাইছে প্রোফেসরের সঙ্গে। কি আছে রাতের শেষে? নতুন একটি আলোকদৃপ্ত দিন অথবা কুয়াশা ঢাকা মলিন সকাল।

ওরা হাইড ওয়েতে এল। ক্রীটস দ্বীপের সবচেয়ে অভিজাত অঞ্চল। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা যারা আছে তারা হয় সৌখীন ট্যুরিস্ট অথবা ব্যবসাদার। আছে বড়োলোক ব্যবসায়ীদের আরাম বাংলো।

রাতের অন্ধকারে পথবাতিটা জ্বলছে। ধু ধু সমুদ্রের হু হু বাতাস। রোজ কি যেন বলল পিয়েরেকে। পিয়েরে চুমু দিল গালে। হাইনে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কালো আকাশে একটা পূর্ণ যৌবনা চন্দ্রিমা বড় আবেগে জ্বলছে।

নিঃঝুম রাতে শুধু বাতাসের কান্না। নারীর সশস্ত্র আর্তনাদ নেই, নেই কোন রেডিওর নিষেধ না মানা চীৎকার।

পথটা ওরা পার হয়ে গেল।

আশ্চর্য, একবারও পেছন ফিরে দেখছে না। প্রোফেসরের উপস্থিতির কোন চিহ্ন নেই তাদের নিরুদ্বেগ আচরণে। তারা জানে যে আজকে, এই রাতে, ক্রীটস দ্বীপে আছে, ঐ সাগর আর চাঁদ আর তারা।

—হাই কিড' এই সময়টা কি কোন দিন ফিরবে? পিয়েরে বলে।

মুখ বেঁকিয়ে রোজ জবাব দিল—তুমি কেন ও কথা বলছো? এই রাতটাকে আমি সারাজীবন আঁকড়ে ধরে রাখবো আমার মনের মধ্যে। তাহলেই দেখবে কখনো এটা পুরোনো হবে না।

সঙ্গীতের মত ঝরছে কথারা।

বাতাস যখন শব্দহীন, কথা তখন ম্যাণ্ডোলিনে বেজে ওঠা সুরলহরী।

—দেখো রোজ, বিয়ের পরে কি এতটা রোমাঞ্চ থাকবে? না, আমরা পুরোনো হব। প্রতিদিনের ব্যবহারে প্রেম হবে জীর্ণ।

—না, তা কেন হবে?

আমাদের ভালোবাসাকে আমরা চিরনবীন করে রাখবো। তার দেহে পড়তে দেবো না সময়ের ধূলিধূসর আঁচড়। সে থাকবে আজকের মত সতেজ আর রোমাঞ্চে প্রাণোচ্ছল। ওরা সবুজ তৃণভূমি পেরিয়ে গেল। সামনে থেকে শুরু হয়েছে খাড়া পাহাড়।

দু একটা হবু দম্পতিকে দেখা যাচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দে ছুটে গেল স্কুটার।

—রোজ, প্যারিসেই থাকবো আমরা।

—না না, কুয়েৎসে। ওখানে কত বড় আকাশ। প্যারিতে আমার হাঁফ ধরে যায়।

—কুয়েৎস? মানে তোমার বাপের বাড়ি? আরে না না, ওখানে তোমার মা আছেন না।

—তাতে কি হয়েছে, উনি খুব ভালো মানুষ। মাকে তো আমি পাত্তাই দিই না. দেখো তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তাহলে আমার চাকরী?

—ধ্যুৎ, ভারী তো ছবি আঁকো। ওটা আর করতে দেবো না। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে আমি পড়াবো। গ্রামের মধ্যে ছোট কাঠের কুটিরে শুরু হবে আমাদের জীবন। হোহোহিয়

পাতায় ঘেরা. ম্যাভিয়ার ফুলেরা ঝরে ঝরে ঢেকে দেবে অঙ্গন। আমি ফুল কুড়াবো তুমি ছবি আঁকবে:

চুরুটটা নিভিয়ে দিলেন হাইনে। ওই আশাতীত সুন্দর স্বপ্নের কথা ভাবতে পারছেন না তিনি। কি করে ওরা পায় অলৌকিক আনন্দ? কেনই বা তাঁর যৌবন কেটে গেল। অসহায় আক্রোশে কে দেবে উত্তর? কেউ কি বলেছে যে কেন এমন হয়? কার দোষে?

এদিকে ওদিকে তাকালেন হাইনে। সবাই নীরব। কেউ বলবে না কেন। এটা কি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র? প্রোফেসর হাইনে চলতে শুরু করলেন। রাজপথ পার হয়ে খাড়াই ভূমি।

পাথুরে ভূমিতে কাঁটা ঝোপ আর ঘন ঝোপ। রাতের অন্ধকারে থম থম করছে।

পিয়েরে হাত ধরে টেনে তুলছে রোজকে। ঘাম জমেছে রোজের কপালে। একটুখানি আলোতে তার মায়াবী মুখ আরো সুন্দর লাগছে। যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে কোন শাপভ্রষ্টা প্রেমের দেবী।

স্কার্টটা হাওয়াতে উড়ছে। তার নির্লোম সাদা মসৃণ উরু যেন সামুদ্রিক বেলাভূমির মত তাকিয়ে আছে। ঠিক ওইখানে অথবা আরও একটু উঁচুতে ঘন কুন্তলে আবৃত ঐ ত্রিকোনে মুখ রাখলে আর কিছু চাইতেন না।

প্রোফেসর হাইনে।

কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? রোজ, একটু আদর কোরো। পিয়েরে তাকে বলে ওঠে।— উঁহু, যদি কেউ দেখে ফেলে।

হাসল পিয়েরে। চোখের তারায় অনেক দুষ্টুমী এনে বলল। এখানে কে দেখবে আমাদের?

—কেন ভগবান?

হেসে ওঠে পিয়েরে। হাসি থামিয়ে বলে—তুমি ভগবানকে বিশ্বাস করো নাকি? মুখ নামিয়ে রোজ বলল—তা নাহলে কি তোমাকে পেতাম?

পিয়েরে মুখ ডোবাল রোজের নরম নাভিদেশে। আহা, কি আনন্দ। তৃষিত ঠোঁট জানে শুধু আজন্ম চুম্বন—আকাঙ্ক্ষা।

মিথ্যে কথা, ভগবান নেই, শয়তান। নরকে আমিই রাজা। হ্যাঁ, আমিই রাজা।

প্রোফেসর হাইনে বলে ওঠেন। না, চীৎকার করে বলার মত সাহস নেই তার। বিড় বিড় করে বলেন।

স্কার্টটির প্রথম দুটি বোতাম খুলে পিয়েরে ঠোঁট রেখেছে আধখোলা বুকে। আর একটা বোতাম আপ্রাণ চেষ্টাতে ধরে রেখেছে নারীত্বের গোপন অহংকার। ওই একটি মাত্র বন্ধনে ঢাকা আছে রোজের উদ্বেলিত স্তন। ব্লাউজের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পিয়েরে সেই চির অধরাকে বন্দিনী করতে চাইছে। এবং প্রশ্রয় রোজের চোখে। এই নীরব নিশীথে, একাকী অন্ধকারে তারা যদি পরস্পরকে নগ্ন করতে চায়, করুক না।

এখানে নেই সমাজের লাল চোখ। নেই কোন বিকৃত বুড়োর কুটিল চোখ। কারও লেহন করা জিভ সড়াৎ করে টেনে নেবে না কাম-ঘাম।

এখানে বড় জোর লজ্জা পাবে সমুদ্র-বাতাস, চোখ ঢাকবে ওই চাঁদ। আদম ইভের এই মিলন-তীর্থে হাইনে যেন জ্ঞানবৃক্ষ, তবু তারা থাকে। ফুলের মধ্যে কাঁটার মত।

ওরা পাহাড়ে উঠছে, বাড়ছে রাতের বয়েস। নিরাপদ দূরত্ব থেকে অনুসরণ করছেন হাইনে। ব্যবধান একই থাকছে। তিনি সেটা কমাতে চান না।

তবে অনেকখানি নিরাপদ তিনি। ওরা ভাবতেই পারবে না যে কেউ এতটা পথ পার হয়েছে শুধুমাত্র মনের খিদে মেটাতে। জানতে পারলে ভীষণ চমকে যাবে তারা।

যদি বিপদে ফেলার চেষ্টা করে, তাহলে?

ক্রুর হাসিতে ভরে গেল প্রোফেসরের চোয়াল। পকেট থেকে বেরিয়ে আসে ছোট একটি অটোমেটিক।

আপাতত এটার দাম অনেক। ছ'বছর আগে উইলহামের সম্পত্তি নীলাম হবার সময় নেহাৎ শখের বশে কিনেছিলেন।

গুলি চালাবার কোন ক্ষীণ বাসনাও ছিল না তাঁর। এমন কি কখনো কোন পাখী হত্যাতেও উৎসাহ পেতেন না। নিরামিষ একটি মানুষ।

মাঝে মাঝে গভীর রাতে হঠাৎ তাঁর একটি নরহত্যা করতে ইচ্ছে হতো। একটি মানবীকে যদি পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্যে সরিয়ে ফেলা যেত! আর কোনদিন সে তার নিতম্ব দুলিয়ে ছেনালীপনা করবে না। তার স্তন নাচিয়ে বাজে কথা বলবে না। চোখের মধ্যে তুলে দেবে না লাস্য চাউনি। আর মেয়ে দেখলে নিজেকে উলঙ্গ করে পাবে না আনন্দ।

সেই মেয়েটি লিলিয়ানা। তার আইনগত সহধর্মিণী।

কিন্তু কারাগারের অন্ধকার আর ফাঁসী মঞ্চের বীভৎসতা মিশিয়ে হাইনেকে ফিরিয়ে আনতো ওই চিন্তা থেকে।

তাহলে কি দুটো বুলেট খরচ হবে? একটি হত্যা, অন্যটি আত্মহত্যা। সেইটি সঠিক পথ। শেষ অবধি সেটাও করা হল না হাইনের।

তারপর হত্যা রইল আড়ালে, আত্মহত্যাটা ঘটে গেল।

কার চক্রান্তে সব কিছু পাল্টে যায়। তবুও কি মনে হয় না যে নিজের হাতে হত্যা না করে ভালোই করেছেন তিনি? সাতাশটি বছর যার সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে থাকা, যাকে ঘিরে অহরহ জমেছে উষ্মার মেঘ, তাকে সরিয়ে দিতে কষ্ট পেতেন না তিনি?

মনে কি হত না যে একদিন এক সকালে তাকে দেখেই তিনি আবিষ্কার করেন স্বর্গের সুষমা? খুঁজে পেয়েছিলেন সুখের ঠিকানা?

বহু ব্যবহারে ক্লান্ত জীর্ণ লিলিয়ানাকে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি কী অসীম আনন্দ পাবেন?

প্রোফেসর হাইনে কোন প্রশ্নের জবাব জানেন না। আসলে এখন আর কিছুই ভাবতে ভালো লাগে না তার।

বহমান সময় স্রোতে তিনি শুধু ভেসেই চলেছেন।

পিস্তলটা গালে ঠেকালেন। আর কি ঠাণ্ডা। হলুদ শরীর পাখির পালকের মত নরম। ট্রিগারটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। প্রোফেসর মোরাভিয়া হাইনে কি এখন আত্মঘাতী হবেন?

ক্রাউন প্যালেস পাহাড়ে একক রাগ ঢলে পড়বে কাল মৃত্যুর দংশনে?

উঁহু, ভালোবাসায় ভরা নাটকের শেষ দৃশ্য যে এখনো বাকী আছে?

রোজ পিয়েরোকে অত দূরে ফেলে এখন কি তিনি মরতে পারেন?

তাহলে শেষটুকু দেখবার জন্য আবার জন্মাতে হবে তাঁকে।

তার চেয়ে এখনই সবটা দেখে নিতে হবে।

সুখ সন্ধ্যে কিং হিসেব সম্পাদে দুটি আধফোটা যুবক যুবতী এত সুখী? আপাততঃ পিস্তল তুমি ঘুমোও। অবসরে তোমার ঘুম ভাঙবে। প্রোফেসর হাইনে পিস্তলটাকে সরিয়ে নিলেন।

মনের মধ্যে হঠাৎ ওঠা ঝড় এখন স্তব্ধ। শুধু মেঘ জমেছে। পাক খেয়ে খেয়ে পাহাড়ী পথটা ক্রমশঃ উঠে গেছে শীর্ষের দিকে।

অনেক নীচে গহন খাদ। মৃত্যুর শীতল হাতছানি।

টলতে টলতে হাসতে হাসতে ওরা হাঁটছে। কিছু নীচে প্রোফেসর হাইনে। অনেকদূরে ওঠবার পর বেশ হাঁফিয়ে উঠলেন হাইনে। বয়েস হয়েছে। সেই বয়েসটা এসব ছেলেমানুষী কৌতূহলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। বসে পড়লেন উনি, টিলার ধারে তারা ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ফুটকির মত মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে, অনেক দূরে। যেখানে শুরু হতে চলেছে ওদের নতুন অভিসার। দেহকে দেহ দিয়ে জড়িয়ে রেখে অদ্ভুত সহবাস।

চাঁদের আলোতে, সাগরের কল্লোলে অপূর্ব এক বন্য সঙ্গম।

প্রোফেসরের ঘুম পেয়েছে। ভুতুড়ে ঐ টিলাতে বসে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন উনি।

দেখো, আমাকে কি চিনতে পারো? কুয়াশা কুয়াশা ঢাকা অন্ধকার। তারই মধ্যে যেন মহাকালের বুক চিরে শোনা গেল ফিস ফিস কণ্ঠস্বর। অবশ্যই নারী কণ্ঠের। সেই স্বরের মধ্যে সব কিছু নিঃশেষে উজার করার সীমাহীন আকুতি ছিল। আশ্বাস ছিল অপার্থিব কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরার।

প্রোফেসর হাইনে নন। উনি এখন মোরাভিয়া। সাতাশ বছর আগের সেই সকাল।

সে ছুটছে এক টুকরো সবুজ ভূমির ওপর আলতো পা ফেলে, তার নাম লিলিয়ানা। চোখে সেই অবাক হাসি।

মোরাভিয়া তাকে এক ছুটে ধরে ফেললেন। নিজের উচ্ছ্বাসকে কোন রকমে দমিয়ে রেখে বললেন, হাই, কিডি, তুমি এখনো কত সুন্দর।

—দেখো তো, কতদিন চুমু দাওনি আমাকে। গোলাপের মত আধ-খোলা পাঁপড়ির মত দুটি পাতলা ঠোঁট। তার মধ্যে জিভ পুরে দিলেন মোরাভিয়া।

সাদা দাঁতের স্পর্শ আর মুখ ভর্তি লালশা। আহা, সুখ আর শান্তি আজ তার হাতের মুঠোয়-বন্দী।

—মোরাভিয়া আমাকে উত্তাপ দাও। কতোদিন আমি শীতার্ত রাতে একলা কাটিয়েছি। লিলিয়ানার কণ্ঠে ঝরছে ঘুম ঘুম আর্তনাদ।

মোরাভিয়া সযত্নে তাকে শুইয়ে দিল বিছানাতে। চার দিকে ভাসা মেঘের দল। কোথাও কোলাহল নেই।

ছেয়ে আছে নিঝুম নীরবতা।

প্রকৃতি বুঝি বলছে প্রেম করতে। মোরাভিয়া ফ্রকের চেনে হাত দিল। কাঁচের টুকরোর মত হাসছে, হাসতে হাসতে ভাঙছে, ভাঙতে ভাঙতে জুড়ছে। লিলিয়ানা।

আর মোরাভিয়া? যে সেই টুকরো টুকরো কাচে রক্ত ঝরাচ্ছে দেহের। ঝরিয়ে যেন আর একটু অনন্যকে আপন করে তুলেছে।

কি অহেতুক ছেলেমানুষী। যদিও এখন কেউ মানে না যুক্তির কথা। শোনে না কারোও চোখ শাসানি।

—হ্যালো। লিলি। তোমার পিঠ কি মসৃণ। জিভ দিয়ে লেহন করতে করতে মোরাভিয়া বলে।

—আঃ আমার লজ্জা করছে। বুকটাকে নগ্ন করতেই বালিশ চাপা দিল লিলি। এখন সে যেন ছলনাময়ী রমণী। যে শরীর দেখার আর ভুলে রাখে। পথ ভুলিয়ে পাথরকুচি নিয়ে যেতে।

মোরাভিয়া এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী দস্যু। সে সবচেয়ে দামী রত্নরাজির সামনে দাঁড়িয়ে, হো হো অট্টহাসি, মাতাল হতে চাইছে।

—লিলি, আমি আর পারছি না, আমাকে এবার শান্ত করো। সরে গেল লিলিয়ানা। শরীরটাকে বাঁকে বাঁকে করে তুলেছে যেন জলজ্ব সরীসৃপ। অথবা বিষধর সাপিনী ছোবল দেবে, ভয়ানক মৃত্যু।

পাকা শিকারী হয়ে লড়ছে মোরাভিয়া। বিছানাতে চলেছে তাদের খেলা। লিলিয়ানার দিকে বালিশ ছুড়ে মারল মোরাভিয়া। লিলিয়ানা কাত হল। মোরাভিয়া এবারে তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে।

একদিকে কপট অভিমান, অন্যদিকে প্রচন্ড আকুতি।

দু হাতে বুক চেপে ঠোঁটে লাস্য এনে লিলি বলেছে—কি হল, বীর পুরুষ, জিভে যে লালা ঝরছে।

মোরাভিয়া তাকে শুইয়ে দিয়েছে পাশে। এতক্ষণের খেলা শেষে এবারে ক্লান্ত সাপিনী। শৃঙ্গার আবেশে সে ভুলে গেছে বিষ-থলের কথা।

তাই তো চোখ দুটি বন্ধ তার। হাত যেন পত্রপল্লব। খোলা কোমরে ঢালু উপত্যকা।

যেখানে মহা পৃথিবী হয়ে হাত রেখেছে মোরাভিয়া।

এখন ডাক দিচ্ছে সর্বনাশা শরীর। সময় শেষ হয়। সব কিছু একদিন ফুরিয়ে আসে। এমন শেষ হল তাদের সহবাস। তৃপ্তির ছোঁয়াটুকু ঠোঁটের কোনে নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল লিলিয়ানা। তৃপ্তিতে সারা দেহ সঞ্চারিত করে চুরুট ধরালো মোরাভিয়া। আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল শুয়ে থাকা লিলিয়ানাকে।

ঈশ্বর কি তাদের কুহকিনী করে তুলেছে। নাহলে ক্ষণে ক্ষণে কেন তারা বদলে যাবে। অবলা হয়েও শক্তিশালী পুরুষকে করে তোলে দুর্বল। ঝড় তোলে ইচ্ছে মত। বৃষ্টি থামায়, ঝড় থামায়, তাদের খামখেয়ালে পৃথিবী চলে।

তাই তো নালশা বিধাতার আশ্চর্য। মোরাভিয়া চুরুট টানতে টানতে লিলিয়ানার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল। তার মনের মধ্যে তরঙ্গ উঠেছে আগামী দিনের। যখন তাদের সুখী দাম্পত্য খুঁজে নেবে পান্থনিবাস। কাজের শেষে অবসরে অন্যমনে লিলিয়ানা তাকে দেবে অগাধ আনন্দ।

দেখতে দেখতে যৌবন চলে যাবে। তখনো প্রেম বাসি হবে না। পুরোনো হবে না ভালোবাসা।

কিন্তু একী? কি দেখছে মোরাভিয়া? লিলিয়ানা? না রোজ? কে শুয়ে আছে বিছানায়? সেই চোখ সেই চিবুক। উদ্দাম স্তন, নিটোল নিতম্ব।

না, না লিলিয়ানা কোথায়—এ যে রোজ। যাকে সে দেখেছে চোরা চোখে। বাইনো দিয়ে অথবা দূর থেকে। কিন্তু রোজকে তো চেনে না মোরাভিয়া। রোজ হল তাঁর প্রৌঢ় বয়েসের।

তাহলে মোরাভিয়া কোথায়? ভালো করে দেখুন।

চোখের কোনে কালো দাগ। মাথায় পাকা চুল। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। শুকনো চামড়া একুশের উদ্দাম মোরাভিয়া নেই। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রোফেসর হাইনে।

তিনি গভীর রাতে চোরা পায়ে পড়শীর একান্ত আপন স্থানে ঢোকেন। অবুঝ শিশুর মত তার পোষাকে হাত রাখেন। তার বিছানাতে শুয়ে থাকেন। তিনি বাইনোতে স্থির চোখ রেখে দেখে নেন রমণী, রমণ, যে কোনো নারী দেখলেই তিনি জেনে নেন শরীরের হিসেব।

কত বদলে গেছেন তিনি? কিন্তু কোথায় গেল বছরগুলো।

পাগলা ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সাতাশটা বছর কোথায় হারাল?

প্রোফেসর হাইনে কি কোনদিন তাদের ধরতে পারবেন? নাকি জীবনের শেষ ক'বছর শুধু রোমন্থনে প্রহর কাটবে?

চেষ্টা করেন তিনি, স্মৃতির পাতা ওল্টাতে। কুয়াশা উধাও, নেমে আসছে কালো মেঘ। রোজের নিষ্পাপ দেহটা ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে অনন্তে।

সেখানে ফুটে উঠেছে বিবর্ণতা, আর চীৎকার শোনা গেল, ওকি বীভৎস মুখ। যন্ত্রণার ছাপ।

লি-লি-য়া-না।

অস্ফুটে একবার উচ্চারণ করলেন। চোখের কোনে কালি, মুখে রক্ত, আত্মহত্যা করেছে। না, না—তোমরা শোনো, আমি তাকে হত্যা করেছি—। আমি হত্যাকারী। আমাকে তোমরা ফাঁসী দাও। আমাকে তোমরা সারা জীবন কারাদন্ড দাও। আমি যেন নির্জন কোন দ্বীপে বন্দী থাকি।

স্বপ্নটা ভেঙে যাচ্ছে.....দাঁড়াচ্ছে বাস্তব। ঘুমটা ভেঙে গেল প্রোফেসরের। ঘড়িতে সময় দেখলেন। তিনটে বেজে পনেরো। রাত শেষ হতে চলেছে।

কিন্তু কি করেছে ওরা। নিদ্রিত প্রোফেসারকে ফেলে রেখে কি হেঁটে গেছে সমতলে। কুটিরের উষ্ণ বিছানাতে চলেছে তাদের অন্যায় আনন্দ। অথবা লোকচক্ষুর অন্তরালে ঐ শিখরে এখনো তারা মত্ত আছে দেহকেন্দ্রিক ভালোবাসাতে?

উত্তরটা জানতেই হবে। আজই শেষ রাত, হাইনে উঠলেন। পথটা বেশ চড়াই। উনি মন্ত্রবলে হেঁটে চলেছেন ঈপ্সিত ফাঁকা ফাঁকা ঝোপঝাড়ে। পাথুরে পথে ঠোকর খেলেন কয়েকবার। একবার আছড়ে পড়লেন। কপাল কেটে অনেকটা রক্ত বেরিয়ে এলো। জিভ শুকিয়ে আসছে। ভারী লেন্সের চশমার কাঁচ ফেটে গেছে।

তবুও চলেছেন হাইনে। শেষ দৃশ্যটা তাকে দেখতেই হবে। কি আছে যবনিকাতে। ট্র্যাজেডী অথবা কমেডি?

বেদনাই শিল্পকে মহান করে। উক্তিটা মনে পড়ল তাঁর। এক সময়ে এমন অনেক কোটেশন ঠোঁটে বুলত হাইনে। চকচকে তরবারির মত লালানো জিভ বলে দিত কত কথা।

আজ সব অন্য জন্মের। এখন শুধু ধিকিধিকি জ্বলে প্রতিশোধ। অন্য যার ওপরে প্রতিহিংসা তাঁর ছিল সে তো নিজেই চলে গেল। হেরে গেলেন তিনি নিজেই। প্রোফেসর দেখতে পেলেন, আহা যেন দুটি অপূর্ব ছবি। দুটি না একটি, পথটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটুকরো সমতলে, ওরা বসে আছে। দুজনেই নগ্ন। নগ্নতা এখানে সৌন্দর্য হয়ে ফুটেছে।

ওরা তৃপ্ত পারস্পরিক আনন্দে। ওদের দেহে ঝরছে আনন্দের স্বেদবিন্দু। ওরা নেহাত অভ্যাসে হাত রাখছে দেহে। না, কোন কামনা নেই। শান্ত জলাশয়ের টলটলে জলের মত নিস্তরঙ্গ দুটি সত্তা।

এর নাম যৌবন। এর নাম ভালোবাসা। প্রোফেসর তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে কালো মেঘ। ঝড় উঠতে পারে। সমুদ্র দ্বীপের আকাশ যেন তের বছরের তরুণ কিশোরীর মন। এক চোখে তার কান্না, অন্য চোখে হাসি।

আশপাশ ভরা তারার সব ঝুপ ঝুপ বিদায় নিয়েছে। এবারে তেড়ে আসছে কালো হাওয়া। অন্ত শেষ রাতে পৃথিবীতে সব কিছু তছনছ করে দেবে যেন। প্রোফেসর দেখলেন। এতক্ষণে শেষ হয়েছে ওদের। একফালি প্যান্টি আর ছোট্ট ইলাসটিক ব্রাটা জড়িয়ে নীল রোজ। হাত তুলে

জাপটে ধরল পিয়েরেকে। এবারে ফিরতে হবে। না হলে প্রচণ্ড ঝড়ে পথ হারাবে ওরা। এই খাড়া পাহাড় হবে সাংঘাতিক। পথের মধ্যে বিপদ ঘটলে মৃত্যু অনিবার্য। তার আগে, পৌঁছাতে হবে কুটিরে। হাইনে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন কাটা ঝোপে। কিন্তু ওদেরকে আর বেঁচে থাকতে দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, আমি নরকের রাজা, আমি তোমাদের প্রাণদণ্ড দিলাম, থু থু ফেলে হাইনে বলেন। পিস্তলটা ধরলেন হাতে। শুধু প্রতীক্ষা। ওরা আসছে। নগ্ন রোজ আর নগ্ন পিয়েরে।

এক......দুই......তিন......চার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর থেকে দ্রুততম। প্রোফেসর হাইনে এবারে হতে চলেছেন ঘাতক। চোখ জ্বলছে তাঁর, হাতের শিরা ফুটে উঠেছে।

আর এক মুহূর্তের মধ্যে ওরা এসে পড়বে সামনে। বাতাসের বুক চিরে ছুটে যায় আগ্নেয় গোলক। দুটি সুখী প্রাণ লুটিয়ে পড়বে ক্রীটস দ্বীপের নির্জন পাহাড়ে। কেউ জানবে না, কেউ দেখবে না, কেউ শুনবে না।

প্রোফেসর উঠে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড বাতাস। পিয়েরে দেখল যে রোজ আটকা পড়েছে কাটাঝোপে। বিরুদ্ধ বাতাসের সঙ্গে লড়তে পারছে না সে।

উত্তাল সাগর তরঙ্গের ভয়ংকর সোঁ সোঁ আওয়াজ শোনা গেল। পিয়েরে পেছু হটলো। হঠাৎ পেছন থেকে সজোরে আঘাত।

কি ঘটেছে বোঝাবার আগেই দেহটা শূন্যে উঠে তলিয়ে গেল খাদে। রোজের গলা থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত একটা প্রাণ আকুল করা কাতর আকুতি।—পি-য়ে-রে-এ-এ। তুমি কোথায়। প্রতিধ্বনি নেই। হু হু বাতাস শুষে নিল সব। রোজ কাঁদল না। ছুটল, সে শরীরের সবটুকু শক্তি নিয়ে ছুটল। সামনে কি আছে সে জানে না, পেছনে কি ফেলে এল তার অজানা। সে ছুটতে থাকলো। শেষ রাতের বন্য বাতাসে তার পাতলা দেহটা ছুটছে আর ছুটছে আর ছুটছে।

আমি ধরা দিলাম

—ইয়েস, ইনসপেকটর, আমার নাম প্রোফেসর মোরাভিয়া হাইনে। আমি পিয়েরেকে হত্যা করেছি। ঐ অভিশপ্ত ঝড়ের রাতে আমি তাকে পাহাড়ের চূড়ো থেকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিই।

যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছেন, এমন ভাবে বললেন হাইনে। দুদিন গেছে। খাদ থেকে পাওয়া গেছে পিয়েরের বিকৃত দেহটা। এমন থেঁতলে গেছে যে চেনা যায় না। রোজের কথা মত পুলিশ খাদটা সার্চ করে। আততায়ীকে ধরা যায়নি।

ছ'ঘণ্টা বাদে প্যারিসের প্রধান থানাতে হাইনে ধরা দিলেন। চোখের কোনে কালিমা, চাপা চোয়ালে আশাভঙ্গের করুণ ছাপ, কপালে ঘন কালো শুকনো রক্তের দাগ, চোয়াল ফেটে গেছে। পরাজিত হতাশ বিষণ্ণ নায়ক।

—কিন্তু খুনের মোটিভটা কি?

প্রোফেসর নিরুত্তর।

—বলুন, আপনার সঙ্গে ওর কোন শত্রুতা ছিল?

—না, আমি ওকে চিনতাম না।

—তাহলে?

—দেখুন, সুখকে আমি ঘৃণা করি। সুখী জীবনকে আমি লাথি মারি। এটাই একমাত্র কারণ।

—জানেন কি পরিণতি আপনার?

হাসলেন প্রোফেসর। মাথা নাড়লেন। অস্ফুটে বললেন—মৃত্যু।

তিনি জানেন একটি শোক-বিহ্বলা রমণীর দুটি ভরা চোখ তাকে সেই শাস্তি দিয়েছে। এখন পৃথিবীর কোন আদালত তাঁকে বাঁচাতে পারবে না।

হাইনে ভেতরে ঢুকলেন। লোহার গরাদের ছায়া তাকে গ্রাস করতে চলেছে। পাইপটা নামিয়ে রাখলেন দাঁড়িয়ে পড়লো। ঠিক এভাবে জিততে তিনি চাননি। এই মৃত্যুটাকে হয় তো রোধ করা যেত। তারই ভুল একটি জীবন ছিনিয়ে নিল।

ক্রীটস দ্বীপের ঠিকানাতে লিলিয়ানার চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি। প্রোফেসরকে উত্তেজিত করবার জন্যে। তার এই সাংঘাতিক পরিণতির কথা তিনি ভাবতে পারেননি।

রাগ নয়, দুঃখ নয়, শূন্যতা

সন্ধ্যা নামে, কুলায় ফেরে ক্লান্ত পাখীর দল। সাদা পোশাকে ঢাকা এক অপরূপা বিরহ-বিহ্বল কন্যা ধীর পায়ে হাঁটতে থাকে একা। তার কালো চুলে গোধূলীর রাঙা মেঘের আল্পনা আঁকা।

উদাসিনী মেয়েটি অভয়ে তাকিয়ে দেখে কত নিচে ঐ খাদ গেছে। যেখানে ঘুমিয়ে আছে তার পিয়েরে।

—দেখো, আমাদের ভালোবাসাকে আমরা চিরনবীন করে রাখবো। তার দেহে পড়তে দেবো না সময়ের ধূলিধুসর আঁচড়। সে থাকবে আজকের মত সতেজ আর রোমান্সে ভরপুর।

কথারা ভাসে। মানুষ হারিয়ে যায়। রোজ হাঁটতে থাকে। এখন পৃথিবীর কারো প্রতি রাগ, দুঃখ অভিমান কিছুই নেই তার।

আছে শুধু সীমাহীন শূন্যতা

অনেক দূরে হয়তো সকলের চোখের আড়ালে থেকে একটি পলকহীন চোখ চেয়ে থাকে। কৃতকর্মের জন্যে যে অনুতপ্ত। যদিও সব কিছু তার হাতের বাইরে।

প্রোফেসর মোরাভিয়া হাইনে আসামী। হ্যাঁ, নিজের হাতে তিনি হত্যা করেছেন একটি টগবগে যুবককে। এর জন্যে শাস্তি তাঁকে পেতেই হবে।

তবে শাস্তি তো তিনি অনেক পেয়েছেন, রোজের নিথর চোখে, নিষ্ঠুর ক্ষমার মধ্যে তিনি কী জীবনের চরম শাস্তি পাননি?

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিশ্ব সাহিত্যের ৫খানি
ব্লো-হট প্রেমের উপন্যাসের অখণ্ড সংস্করণ

দ্য স্টোরি টেলার ১ হ্যারল্ড রবিন্স

দ্য স্টাড ১ জ্যাকি কলিন্স

সিলেস্টিয়াল বেড ১ আরভিং ওয়ালেস

দ্য অ্যানডুয়িং অফ জেনি ১ মাইক স্কিনার

ব্লো হট ব্লো কোল্ড ১ স্যাঁ সাফোয়াত